মনুসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

ভগবান্ মনু একান্তমনে স্বচ্ছন্দভাবে উপবিষ্ট আছেন,—মহর্ষিগণ সমীপস্থ হইয়া, যথাকর্ত্তব্য পূজাদি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ১। ভগবন্! বর্ণচতুষ্টয়ের, এবং তদন্তরসম্ভূত সঙ্কীর্ণ জাতিগণের সমুদায় ধর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়। ২। প্রভো! সেই অচিন্ত্য অপরিমেয় স্বয়ম্ভু বিধানসমূহের—সমগ্র বেদ শাস্ত্রের কার্য্য, তত্ত্ব এবং অর্থজ্ঞানবিষয়ে আপনিই একমাত্র অদ্বিতীয়। ৩। অসীম জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন সেই ভগবান্, মহানুভবগণকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে পর, "শ্রবণ করুন" বলিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়, কোন লক্ষণদ্বারা অনুমেয় নয়; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। ৫। পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া সেই তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক হইয়া, প্রকাশিত হয়েন। ৬। যিনি মনোমাত্রগ্রাহ্য, সূক্ষ্মতম, অব্যক্ত ও সনাতন, সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৭। তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া ধ্যানযোগে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন। ৮। অর্পিতবীজজল-সংযোগে সুবর্ণবর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ৯। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া অপত্যপ্রত্যয়ে জলকে নারা বলে এবং নারা ব্রহ্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলে। ১০। যিনি আদিকারণ, অব্যক্ত নিত্য এবং সদসদাত্মক, তৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত ঐ প্রথম পুরুষকে লোকেও ব্রহ্মা বলিয়া থাকে। ১১। ভগবান্ ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মমানের সম্বৎসরকাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। ১২। তিনি সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ ও শাশ্বত সমুদ্রসকল স্থাপিত করিলেন। ১৩। আত্মানুভব হইতে ব্রহ্মা সদসদাত্মক মনের উদ্ধার করিলেন। মনঃস্ফুরণের পূর্ব্বে অহং অভিমানী সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তক অহঙ্কারতত্ত্ব প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। ১৪। অহঙ্কারতত্ত্বের পূর্ব্বে (আত্মার প্রথম অভিব্যক্তি) মহত্তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল—এসমুদায়ই সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্ত। তিনি ক্রমে ক্রমে বিষয় গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়াদিগণকে সৃষ্টি করিলেন। ১৫। তাহাদিগের মধ্যে

অনন্ত কার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টীর সূক্ষ্মতম অবয়বের সহিত আত্মমাত্রা যোজনা করিয়া তিনি দেবমনুষ্য তির্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন। ।১৬। মূর্ত্তিসম্পাদক এই ছয়টী সূক্ষ্ম অবয়ব বক্ষ্যমাণ পঞ্চভূতাদিকে আশ্রয় করে বলিয়া মনীষিগণ সেই আশ্রয়স্থানকে শরীর বলিয়া থাকেন ।১৭। আকাশাদি মহাভূতসকল অবকাশাদি স্ব স্ব কর্ম্মের সহিত এবং সর্ব্ব প্রাণীর উপাদানীভূত অব্যয় মন ও ইচ্ছা-দ্বেষাদি স্বকীয় সূক্ষ্ম অবয়বের সহিত সেই শরীরকে আশ্রয় করে।১৮। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী অনন্তকার্য্যক্ষম দৈবশক্তির সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—অবিনাশী কারণ হইতে এইরূপে অস্থির কার্য্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে।১৯। আকাশাদি ভূত সকলের মধ্যে প্রথম ভিন্ন প্রত্যেকে স্বস্ব গুণাতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ গ্রহণ করে। যে যত সংখ্যায় গণিত, তাহার ততই গুণসংযোগ হয়, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দস্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ।২০। ব্রহ্মা বেদানুক্রমে সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম এবং পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।২১। সেই প্রভু কর্ম্মাঙ্গভূত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদি দেবগণ, সাধ্যনামক সূক্ষ্ম দেবসমূহ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি সনাতন যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিলেন।২২। তিনি অগ্নি হইতে, বায়ু হইতে, সূর্য্য হইতে, যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ঋক্, যজু ও সাম সংজ্ঞক তিন বেদ দোহন করিলেন।২৩। কাল, কালের বিশেষ বিশেষ বিভাগ সকল, নক্ষত্রসমূহ, গ্রহগণ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, সমভূমি ও বিষমভূমি।২৪। তপস্যা, বাক্য, চিত্তের পরিতোষ, কাম, ক্রোধ এবং বক্ষ্যমাণ সৃষ্টিসমূহ তিনি প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে উৎপাদন করিলেন।২৫। কর্ম্মসকলকে বিভাগ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া বিভক্ত করিলেন এবং এই সকল প্রজাদিগকে সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবে নিযুক্ত করিলেন।২৬। সূক্ষ্ম ও পরিণামী পঞ্চতন্মাত্রা হইতে আনুপূর্ব্বিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে স্থূলতরক্রমে তিনি এই সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন।২৭। প্রভু পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, সে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিলেও স্বতই সেই কর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল।২৮। হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা—যাহার যে গুণ, তিনি সৃষ্টি কালে বিধান করিলেন, সৃষ্ট্যন্তর কালেও সেই গুণ তাহাতে স্বয়ং প্রবেশ করিতে লাগিল।২৯। ঋতুপর্য্যয়ে ঋতু চিহ্ন সকল যেমন আপনাপনি দেখা দেয়, প্রাক্তন কর্ম্মফল সকলও তদ্রূপ যথাকালে আপনাপনি দেহধারিগণ সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া থাকে।৩০। পৃথিব্যাদি লোকসকলের সমৃদ্ধিকামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ সৃষ্টি করিলেন।৩১। তিনি আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই নারী হইতে প্রভু বিরাট্‌কে উৎপাদন করিলেন।৩২। দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বয়ং যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমি সেই মনু—আমাকে এই সমুদায়ের দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া জানিও।৩৩। আমিও প্রজাসৃষ্টির মানসে সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ মহর্ষিভাবাপন্ন দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলাম।৩৪। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রচেতা বা দক্ষ, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই সেই দশজন।৩৫। এই দশ প্রজাপতি আবার, মহাতেজস্বী অপর সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবসমূহকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবগণও তাহাদের বাসস্থান এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কতিপয় মহর্ষি,—।৩৬। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, নাগ, সর্প গরুড়াদি পক্ষী এবং পিতৃদিগের পৃথক্ পৃথক্ গণ;—।৩৭।

বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, জ্যোতির্দ্দণ্ড, ইন্দ্রধনু, উল্কা, নির্ঘাত অর্থাৎ ভূমি ও অন্তরীক্ষগত উৎপাত-ধ্বনি, ধূমকেতু এবং ধ্রুব ও অগস্ত্যাদি নানা প্রকার জ্যোতিঃ পদার্থ,—।৩৮। কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানা প্রকার পক্ষী, পশু, মৃগ, মনুষ্য ও দুই পংক্তিদন্তবিশিষ্ট সিংহাদি হিংস্র জন্তু;—।৩৯। কৃমি, কীট, পতঙ্গ, যূক, মক্ষিক, মৎকুণ, সর্ব্বপ্রকার দংশ মশক এবং বৃক্ষ-লতাদি পৃথক্ পৃথক্ স্থাবর—এ সকলি ইঁহারা সৃষ্টি করিলেন। ৪০। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ-কর্ত্তৃক তপোবলে এবং আমার প্রেরণায় যাহার যেরূপ কর্ম্ম তদনুসারে এই সমুদায় স্থাবর জঙ্গম এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। ৪১। জীবগণের মধ্যে যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও যাহার যে প্রকার জন্মক্রম পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে, সমুদায় বলিতেছি। ৪২। জীবগণের মধ্যে পশু, মৃগ, দুইপংক্তিদন্তবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্য, ইহারা জরায়ুজ অর্থাৎ গর্ভকোষে জন্ম গ্রহণ করে। ৪৩। পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ এবং এবম্প্রকার স্থলজ নকুলাদি ও জলজ ভেকাদি অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪৪। দংশ, মশক, যূক (জোঁক), মক্ষিক, মৎকুণ (ছারপোকা) ইহারা স্বেদজ এবং ইহাদের সদৃশ অপরাপর পিপীলিকাদি প্রাণীগণও উষ্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ৪৫। সমুদায় উদ্ভিদ্ই স্থাবর। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মায় ও কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা বহুপুষ্পফলযুক্ত হইয়া থাকে ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। যথা ধান্য যব প্রভৃতি। ৪৬। যাহারা পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। এবং পুষ্পিতই হউক বা কেবল ফলবান্ই হউক উভয় প্রকারকেই বৃক্ষ বলা যায়। ৪৭। গুচ্ছ ও গুল্ম নানা-প্রকার আছে, তৃণজাতিও বিবিধপ্রকার, বিবিধ প্রকার প্রতান এবং বল্লী আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, কেহবা কাণ্ড হইতে জন্মে। (গুচ্ছ—মল্লিকাদি; গুল্ম—বংশাদি; প্রতান—অলাবু কুষ্মাণ্ডাদি এবং বল্লী—গুড়ুচ্যাদি)। ৪৮। ইহারা বহুবিধ কর্ম্ম ফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন; ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখ দুঃখও অনুভব করিয়া থাকে। ৪৯। এই নিত্য বিনাশশীল জন্ম মরণসমাকুল ঘোর সংসারে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় জীবের যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা সম্যক্ কথিত হইল। ৫০। মহর্ষিগণ! সেই অচিন্ত্য পরাক্রম ভগবান্ এইরূপে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎকে ও আমাকে সৃষ্টি করিয়া কাল কর্ত্তৃক কালের বিনাশ সাধন করত প্রলয়কালে পুনর্ব্বার আপনাতেই আপনি অন্তর্হিত হন। ৫১। যখন সেই পরমদেব জাগরিত হন, তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চেষ্টিত থাকে এবং যখন সেই শান্তাত্মা সুষুপ্তিলাভ করেন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নিমীলিত হইয়া যায়। ৫২। ভগবান্ যখন আপনাতে আপনি অবস্থিত থাকিয়া বিরাম উপভোগ করেন, তখন কর্ম্মাত্মা শরীরীগণও স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় এবং তাহাদের মনও সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ লীনভাবে অবস্থান করে। ৫৩। যখন সেই পরমাত্মাতে এককালে নিখিল সংসার লয় পাইয়া থাকে, তখন সেই সর্ব্বভূতাত্মা নিশ্চিত ভাবে পরম সুখে নিদ্রা যান। ৫৪। আবার এই জীব যখন বহুকাল অজ্ঞান দশায় ইন্দ্রিয়ের সহিত অবস্থান করে, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্বকীয় কোন কর্ম্মই করে না, তখন উহা শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া থাকে। ৫৫। যখন জীব অণুমাত্রিক হইয়া অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, বায়ু, কর্ম্ম ও অজ্ঞানময় লিঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া স্থাবর বা জঙ্গম বীজে প্রবেশ করে, তখনই তাহার সৃষ্ট অবস্থা এবং সেই অবস্থাতে সে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। ৫৬। এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ ব্রহ্মা স্বীয় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থা দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সতত সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। ৫৭। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিধান-ক্রমে স্বয়ং আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন

এবং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছি। ৫৮। মহর্ষি ভৃগু এই নিখিল শাস্ত্র আমার নিকট সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই আপনাদিগকে ইহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইবেন। ৫৯। ভগবান্ মনু এইরূপ কহিলে পর, মহর্ষি ভৃগু প্রীতমনে ঋষিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা শ্রবণ করুন। ৬০। ব্রহ্মার পৌত্র এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে অপর ছয়জন মহাতেজস্বী মহাত্মা মনু জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই প্রজা সৃষ্টি দ্বারা স্ব স্ব বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। ৬১। স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা চাক্ষুষ ও বিবস্বৎ সুত, ইহাঁরা সেই ছয়জন। ৬২। মহাতেজা স্বায়ম্ভুবাদি সপ্ত মনু স্ব স্ব অন্তরে অর্থাৎ অধিকার কালে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করেন। ৬৩। অষ্টাদশ নিমেষে অর্থাৎ চক্ষুর পলকে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং তাবৎ সংখ্যক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি হয়। ৬৪। সূর্য্য মনুষ্য ও দেবতাদিগের অহোরাত্র বিভাগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রাত্রি জীবগণের নিদ্রার জন্য এবং দিন কর্ম্ম করিবার জন্য। ৬৫। মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিন ও শুক্ল পক্ষে তাঁহাদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কর্ম্ম করিবার ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের নিদ্রা যাইবার সময়। ৬৬। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিনরাত্রি হয়। তাঁহাদেরও আবার এইরূপ বিভাগ, যথা—উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন ও দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাত্রি। ৬৭। ব্রহ্মার দিবারাত্রির ও সত্যত্রেতাদি এক এক যুগের যে পরিমাণ, তাহা ক্রমশঃ সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। ৬৮। দৈবপরিমাণের চারি সহস্র বৎসরে সত্য যুগ হয়। সেই যুগের পূর্ব্ব তাবৎ শত বৎসর অর্থাৎ চারিশত বৎসর সন্ধ্যা এবং ঐ যুগের উত্তর চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ হয়। ৬৯। অন্যান্য তিনযুগ, তাহাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ এক সহস্র ও একশত বৎসর করিয়া কমিয়া যায়। অর্থাৎ তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, তিনশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ, দুইশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও দুই শত বৎসরে তাহার সন্ধ্যাংশ। সহস্রবৎসর কলিযুগ, একশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও এক শত বৎসরে তাহার সন্ধ্যাংশ হয়। ৭০। মনুষ্যদিগের এই যে চারিযুগের সংখ্যা নিরূপিত হইল, ইহার দ্বাদশ সহস্র পরিমাণ দেবগণের একযুগ হয়। ৭১। এইরূপে দৈবপরিমাণের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয় এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার একরাত্রি হয়। ৭২। দৈবপরিমাণের সহস্র যুগান্তে ব্রহ্মার যে দিন হয় ও তাবৎ সংখ্যক কাল যে তাঁহার রাত্রি পরিমাণ, এই পবিত্র দিবারাত্রির পরিমাণ যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহাদিগকেই যথার্থ অহোরাত্রবেত্তা বলা যায়। ৭৩। ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত স্বীয় রাত্রির অবসানে প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হন। এবং প্রতিবুদ্ধ হইয়াই সদসদাত্মক মনকে সৃষ্টি কার্য্যে নিয়োগ করেন। ৭৪। পরমাত্মাকর্ত্তৃক সৃষ্টিকামনায় প্রেরিত হইলে পর মন সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। এবং সেই মন বা মহত্তত্ত্ব হইতে প্রথমে আকাশ জন্মায়। পণ্ডিতেরা শব্দকে ঐ আকাশের গুণ বলেন। ৭৫। আকাশের বিকৃতি হইতে বলবান্ সর্ব্বগন্ধবহ পবিত্র বায়ু উৎপন্ন হইল। বায়ুকে পণ্ডিতেরা স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলেন। ৭৬। বায়ুর বিকৃতি হইতে তমোনাশক সকল বস্তুর প্রকাশক দীপ্তিমান্ তেজ সমুৎপন্ন হইল। ঐ তেজের গুণ রূপ। ৭৭। তেজ বিকৃত হইলে তাহা হইতে জল জন্মিল। রস ঐ জলের গুণ। এবং জল হইতে গন্ধগুণসম্পন্না পৃথিবী উৎপন্ন হইল। মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রথমে পঞ্চভূতের উৎপত্তিক্রম এইরূপ। ৭৮। পূর্ব্বে যে দৈবযুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর কথিত হইল তাহার একসপ্ততিগুণ অর্থাৎ আটলক্ষ বাওয়ায় সহস্র দৈববৎসরে এক এক মন্বন্তর অর্থাৎ মনুর অধিকার কাল শেষ হয়। ৭৯। এইরূপ

অসংখ্য অসংখ্য মন্বন্তর সংঘটিত হইতেছে; অসংখ্য অসংখ্য বার বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে এবং পরমেষ্ঠী পিতামহও যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অনায়াসে এই সকল সম্পাদন করিতেছেন। ৮০। সত্যযুগে সকল ধর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল—তখন সত্য পূর্ণভাবে বিরাজ করিত। শাস্ত্র নিষিদ্ধ উপায়ে তখন অর্থ বা বিদ্যা কিছুই লাভ হইত না। ৮১। ত্রেতাদি অপরাপর যুগে বেদ হইতে ধর্ম্মের এক এক পাদ হীন হইতে লাগিল। চৌর্য্য, মিথ্যাবাদ ও কপটতা ক্রমে ক্রমে প্রবল হওয়াতে ধর্ম্মবৃত্তি সকলও পাদশঃ হ্রাস হইযা গেল। ৮২। সত্যযুগে মনুষ্য রোগহীন, সিদ্ধকাম ও চারিশত বর্ষ আয়ুঃসম্পন্ন ছিল। কিন্তু ত্রেতাদি পরবর্ত্তী যুগত্রয়ে আয়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ একশত বৎসর করিয়া হ্রাস হইতে লাগিল। ৮৩। বেদোক্ত কর্ম্মানুযায়ী পরমায়ু-প্রাপ্তি, কাম্যকর্ম্মের ফল লাভ, এবং শরীরি-গণের অণিমাদি অলৌকিক শক্তি যুগানুসারেই ফলিয়া থাকে। ৮৪। সত্যযুগে এক প্রকার ধর্ম্ম, ত্রেতায় আর এক প্রকার, দ্বাপরে অন্য প্রকার এবং কলিযুগের ধর্ম্মও পৃথক্‌রূপ। ফলতঃ যুগহ্রাসানুসারে ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। ৮৫। সত্য-যুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম ছিল, ত্রেতায় জ্ঞানই প্রধান, দ্বাপরে যজ্ঞ প্রধান এবং কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। ৮৬। এই সমুদায় সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য সেই মহামহিম মুখ, বাহু উরু ও পদজাত চতুর্ব্বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ৮৭। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম তিনি ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ৮৮। প্রজা-রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ভোগাসক্তির পরি-বর্জ্জন এই কয়েকটী কর্ম্ম তিনি ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপতঃ নিরূপিত করিলেন। ৮৯। পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম্ম—তিনি বৈশ্য-দিগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। ৯০। এবং অক্ষিন্নচিত্তে উপরোক্ত তিনবর্ণের সেবা করা শূদ্রগণের প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিলেন। ৯১। পুরুষ আপাদমস্তক সর্ব্বতোভাবে পবিত্র; তন্মধ্যে উহার নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর এবং তাহা হইতে আবার মুখ যে পবিত্রতম, ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়া-ছেন। ৯২। পবিত্রতম মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার জন্ম সকল বর্ণের অগ্রে এবং তিনি সাতিশয় বেদধারণ করেন বলিয়া ব্রাহ্মণই এই সমুদায় সৃষ্টির, ধর্ম্মানুশাসনে প্রভু। ৯৩। দেবলোক ও পিতৃলোক হব্যকব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তদ্দ্বারা নিখিল জগৎ সংসার রক্ষা হইবে বলিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া অগ্রে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন। ৯৪। বাস্ত-বিক স্বর্গবাসী দেবগণও যাঁহার মুখে হবনীয় দ্রব্য সামগ্রী সদা ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ যাঁহার মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে আর কে আছে? ৯৫। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহা-দের প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ; প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে আবার মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ৯৬। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; বিদ্বান্‌গণের মধ্যে যাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জন্মিয়াছে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মধ্যে আবার কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মকারীর মধ্যে আবার ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ৯৭। ব্রাহ্মণের যে শরীরোৎ-পত্তি তাহা ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান অবস্থা। ধর্ম্মার্থে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ৯৮। যখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং ধর্ম্মসমূহ রক্ষার জন্য সর্ব্বজীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। ৯৯। ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ত্তী সমুদায় ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সর্ব্ব বর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থানজাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদায় সম্পত্তি

প্রতিগ্রহের যোগ্যপাত্র। ১০০। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব; যেহেতু ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহবলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। ১০১। ব্রাহ্মণের এবং অপরাপর বর্ণের আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য ধীমান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র রচনা করিলেন। ১০২। সম্যক্ যত্নসহকারে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরাই এই শাস্ত্র শিষ্যগণকে সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করাইবেন। অন্য কোন বর্ণই ইহা অধ্যয়ন করাইতে অধিকারী নহেন। ১০৩। এই শাস্ত্রের সম্যক্ অর্থাববোধ হইলে ব্রাহ্মণ অবিরুল যম নিয়মাদি ব্রতানুষ্ঠায়ী হন এবং তজ্জন্য তিনি প্রতিদিন মানসিক, বাচিক বা কায়িক কোন পাপে লিপ্ত হন না। ১০৪। তিনি পংক্তি পবিত্র করেন, অর্থাৎ তৎসন্নিধানে দুষ্ট লোকও অদুষ্ট হয়; তিনি ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ পবিত্র করেন, এবং নিজে এরূপ পবিত্র পাত্র হন যে, আসমুদ্র পৃথিবী একক তাঁহাকে দান করা যায়। ১০৫। মনুসংহিতা অধ্যয়ন শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন; ইহা বুদ্ধি বর্দ্ধনের উপায়, ইহা যশস্কর ও আয়ুষ্কর এবং ইহাই পরম শ্রেয়োলাভের কারণ। ১০৬। এই শাস্ত্রে সমগ্র ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে; কর্ম্ম সমুদায়ের গুণদোষ বিবেচনা করা হইয়াছে এবং চারিবর্ণেরই সনাতন আচার কথিত হইয়াছে। ১০৭। আচার প্রতিপালন যে পরম ধর্ম্ম, ইহা বেদ এবং স্মৃতি উভয়ত্রই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সদাই আচারানুষ্ঠানে যত্নবান থাকিবেন। ১০৮। আচারভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ বেদের ফলভোগী হইতে পারেন না। পরন্তু আচারযুক্ত থাকিয়া যদি তিনি বৈদিক অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে বেদপুণ্যের সম্পূর্ণ ভোগী হইতে পারেন। ১০৯। মুনিজনেরা এইরূপে আচার হইতে ধর্ম্মপ্রাপ্তি দেখিয়া, আচারকে সকল তপস্যার মূল কারণ জানিয়া, ইহাকে পরম শ্রেয়োবোধে গ্রহণ করিয়াছেন। ১১০। জগতের সমুৎপত্তি, জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রহ্মচারীর ব্রতাচরণ, গুরু প্রভৃতির অভিবাদন, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত বিপ্রের পরম স্নানের বিধি, । ১১১। দারাধিগমন বা বিবাহ, বিবাহের লক্ষণ, মহাযজ্ঞবিধান, সনাতন শ্রাদ্ধকল্প, । ১১২। জীবিকার লক্ষণ, গৃহীর অনুষ্ঠেয়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, শৌচ, দ্রব্য সকলের শুদ্ধিক্রম, । ১১৩। স্ত্রী সকলের ধর্ম্মোপায়, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, যতি ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ঋণ দানাদির তত্ত্বনির্ণয়, । ১১৪। সাক্ষিদিগের প্রশ্নবিধান, স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্ম, দায়বিভাগ, দ্যূতবিধান, তস্করাদির শাস্তি বিধান, । ১১৫। বৈশ্য শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সঙ্কীর্ণ জাতিগণের উৎপত্তি বিবরণ, চারি বর্ণের আপদ্ধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, । ১১৬। কর্ম্মজনিত উত্তম মধ্যমাধম গতি নিরূপণ, মোক্ষোপায়, কর্ম্মসমূহের গুণদোষ পরীক্ষা, । ১১৭। দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বংশপরম্পরাগত কুলধর্ম্ম এবং বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণের ধর্ম্ম——উপরোক্ত সমুদায়ই ভগবান্ মনু এই শাস্ত্রে কহিয়াছেন। ১১৮। মহর্ষিগণ! পুরাকালে ভগবান্ মনু আমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে এই শাস্ত্র আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও এক্ষণে অবিকল আপনাদিগকে সেইরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১৯।

ভৃগুপ্রোক্তমানবীয় ধর্ম্মসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

মনুসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যে ধর্ম্ম রাগ দ্বেষ লোভ মোহাদি চিত্তধর্ম্ম হইতে প্রসূত হয় নাই, মূর্খ দুঃশীল পুরুষ প্রবর্ত্তিত অজ্ঞান মূলক ইতর ধর্ম্মের ন্যায় যাহা কালে উৎপন্ন হইয়া কালেই লয় পায় না, পরন্তু স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বেদ প্রবর্ত্তিত বলিয়া যাহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; শাস্ত্রসংস্কৃতমতি প্রমাণ প্রমেয় স্বরূপ কুশল বেদবিদ্ বিদ্বান্ অথচ অনুষ্ঠানপর সাধুগণ চিরদিন যাহার অনুষ্ঠান ও আদর করিয়া আসিতেছেন; যাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে হৃদয়ই বিশেষ প্রমাণ—ইতর ধর্ম্মের ন্যায় যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের আক্রোশন নাই পরন্তু চিত্তপ্রসাদ আপনাপনি উপস্থিত হয়; ঋষিগণ। সেই নিত্য, রাগ দ্বেষাদি হীন সাধু বিদ্বান্ সেবিত, চিত্ত-প্রত্যয় লব্ধ, সত্য বিশুদ্ধ যে বৈদিক ধর্ম্ম তাহার তত্ত্ব আপনারা অবধান করুন। ১। কামাত্মা হওয়া প্রশংসার বিষয় নহে, কিন্তু কামনার অতীত হওয়াও এ সংসারে লক্ষিত হয় না। বেদস্বীকরণ বা বেদাধ্যয়নই কামনার বিষয়; কর্ম্মকাণ্ড বেদেতেই আছে। ২। এই কর্ম্মে আমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে এইরূপ সংকল্প বুদ্ধিই কামনার মূল; ইষ্ট সিদ্ধির সংকল্প বশতই লোকে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করে, ব্রত বল, নিয়ম বল, ধর্ম্ম বল—সকলই সংকল্পজনিত। ৩। ইহ সংসারে অকামী জনের কোন কর্ম্মই দেখা যায় না; লোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, সকলই কামনা-প্রেরিত। ৪। পরন্তু যথাশাস্ত্র যদি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে শাশ্বত লোক সকল লাভ হয় এমন কি যথাভাবে সংকল্পিত হইলে ইহলোকেই সমুদায় কাম্য বিষয় উপভোগ করিতে পারা যায়। ৫। সমগ্র বেদ, বেদবিদ্-গণের স্মৃতি ও তাঁহাদের রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগাত্মকশীল, সাধুগণের আচার এবং আত্ম-প্রসাদ—এই সকল ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ। ৬। ভগবান্ মনু যাহার যে কিছু ধর্ম্ম কহিয়াছেন, বেদেতে সে সমুদায় তদ্রূপই কথিত আছে। ভগবান্ মনুই সর্ব্বজ্ঞানময় বেদ স্বরূপ। ৭। সংসারে যত প্রকার শাস্ত্র আছে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তন্নতন্ন রূপে সে সমুদায় বিচার করিয়া বিদ্বান্‌জন শেষে শ্রুতিপ্রমাণক ধর্ম্মকে একমাত্র অবলম্বনীয় বোধে স্বধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। ৮। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখলাভ হইয়া থাকে। ৯। বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে; সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্র বিচার বুদ্ধির অতীত—শ্রুতিস্মৃতি হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে। ১০। যে দ্বিজ হেতু-শাস্ত্র অর্থাৎ তর্কবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মমূল এই দুই শাস্ত্রকে মান্য না করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিকের সহিত যজন যাজন

দান প্রতিগ্রহাদি কোন বিষবেই শিষ্ট সমাজ কোন সম্পর্ক বাখেন না। ১১। বেদ, স্মৃতি, সদাচাব এবং আত্ম-প্রসাদ—এই চাবিটীকে ধর্ম্মেব সাক্ষ্যাৎ লক্ষণ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ কবিযাছেন। ১২। অর্থ এবং ইন্দ্রিষ সেবাব আসক্তিশূন্য না হইলে, সে আধাবে কখন ধর্ম্মজ্ঞান অবস্থান কবিতে পাবে না—ধর্ম্মজ্ঞান লাভেব পক্ষে বেদই প্রকৃষ্ট উপায। ১৩। যে স্থলে শ্রুতিদ্বয পবস্পব বিবোধী প্রতীযমান হয, তথায় উভয শ্রুতিই ধর্ম্মজনক বলিযা মনীষিগণ কহিযাছেন। ১৪। বৈদিকী শ্রুতি এই যে "সূর্য্যোদয়কালে হোম কবিবেক"—"সূর্য্যেব অনুদযকালে হোম কবিবে এবং সূর্য্য নক্ষত্র বহিতকালে হোম কবিবেক।" এই সকল কাল পবস্পব বিরুদ্ধ হইলেও অধিকাবী ভেদে ইহাব সকল কালেই হোম বিহিত। ১৫। জন্মিবাব পূর্ব্বে গর্ভাধান হইতে মবণেব পব অন্ত্যেষ্টিক্রিবা পর্য্যন্ত যাঁহাদিগেব সমস্ত জীবনকাল শাস্ত্রোক্ত বিধানক্রমে মন্ত্রিত ও নিযমিত হইয়া থাকে, সেই দ্বিজাতিগণই এই মানবশাস্ত্র অধ্যযন ও শ্রবণ কবিবার অধিকাবী—অপবে নহে। ১৬। সবস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীব মধ্যে যে প্রদেশ আছে, পণ্ডিতেবা তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহেন। দেবনির্ম্মিত বা দেবাধিষ্ঠিত বলিয়া উহা অন্যান্য দেশ হইতে পাবনতব। ১৭। ঐ দেশে বর্ণচতুষ্টযেব এবং সঙ্কীর্ণ জাতিদিগেব মধ্যে যে আচাব পবম্পবাক্রমে আবহমান-কাল চলিযা আসিতেছে, তাহাকে সদাচাব বলে। ১৮। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুবা এই কযেকটী দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। ১৯। এই সমুদায দেশসম্ভূত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণেব নিকট হইতে পৃথিবীব যাবতীয লোকেব স্ব স্ব আচাব ব্যবহাব শিক্ষা কবা উচিত। ২০। উত্তরে হিমালয, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিবি—এই উভয পর্ব্বতেব মধ্যস্থানে বিনশনেব পূর্ব্বে এবং প্রযাগেব পশ্চিমে যে দেশ, তাহাকে মধ্যদেশ কহে। সবস্বতী নদীব অন্তর্দ্ধান প্রদেশকে বিনশন কহে। ২১। পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয ও উত্তব দক্ষিণে হিম-গিবি ও বিন্ধ্যগিবি ইহাব মধ্যস্থানকে পণ্ডি-তেবা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। ২২। দেশ গুণে যথায কৃষ্ণসাব মৃগ স্বভাবতঃ বিচবণ কবিযা বেড়ায় সেই দেশকে যজ্ঞিয দেশ বলে—তদ্ভিন্ন স্থানকে ম্লেচ্ছদেশ বলা যায। ২৩। প্রযত্নসহ-কাবে এই সমুদায পবিত্র দেশ আশ্রয কবা দ্বিজাতিগণেব কর্ত্তব্য। পবন্তু শূদ্রগণ জীবিকা-কৃষ্ট হইযা যে কোন দেশে বসতি কবিতে পাবে। ২৪। মহর্ষিগণ ধর্ম্মেব কাবণ ও এই সমুদায় বিশ্বেব উৎপত্তি এই সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গুণধর্ম্ম ও নৈমিত্তিকধর্ম্ম—ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্ট-যেব এই সকল অনুষ্ঠেয ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। ২৫। গর্ভাধানাদি বৈদিক পুণ্যকার্য্য দ্বাবা দ্বিজাতি-গণেব শবীব সংস্কাব কবা কর্ত্তব্য। এই সকল বৈদিক সংস্কাব ইহকাল ও পবকালেব পক্ষে পাবন স্বরূপ। ২৬। গর্ভকালীন গর্ভাধানাদি যে যে হোম কবা যায—জাতকর্ম্ম, চূড়াকবণ ও উপনযনাদি সংস্কাব দ্বাবা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজাতজন্য পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে। বেদত্রযেব অধ্যযন, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত, সাযং-প্রাতর্হোম, ব্রহ্মচর্য্য সমযে দেবঋষি পিতৃ তর্পণ, গৃহস্থাশ্রমী হইযা সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি অপবাপব যজ্ঞ—ইহাবা এই মানব দেহকে ব্রহ্মাবাসেব উপযুক্ত কবে। ২৮। বালক জন্মিবামাত্র নাড়ীচ্ছেদেব পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম নামক তাহাব সংস্কাব কবা বিধেয; তৎকালে স্বগৃহ্যোক্ত-মন্ত্রে তাহাকে স্বর্ণ মধু ও ঘৃত ভোজন কবাইতে হয়। ২৯। জাতবালকেব নামকবণ দশম বা দ্বাদশদিনে কবিবেক। অথবা তাব পব যে দিনে জ্যোতিষমতে নক্ষত্র লগ্নাদি শুদ্ধ হইবে সেই দিনে নামকবণ কর্ত্তব্য। ৩০। ব্রাহ্মণেব মঙ্গলবাচক নাম বাখিবেক; ক্ষত্রিযেব বল-বাচক, বৈশ্যেব ধনবাচক এবং শূদ্রেব হীনতা-বাচক নাম বাখিবে। ৩১। ব্রাহ্মণেব নামেব শেষে শর্ম্ম উপপদ, ক্ষত্রিযেব নামে পালাদি কোন বক্ষাবাচক উপপদ, বৈশ্যেব নামে বর্দ্ধ-নাদি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রেব

নামের শেষে দাসাদি কোন প্রেষ্যবাচক উপপদযুক্ত করিবে। মেধাতিথি শর্ম্মা, দুর্য্যোধন বর্ম্মা, মহাধন বর্দ্ধন এবং দীননাথ দাস ইত্যাদি। ৩২। সুখে উচ্চারণ করা যায়, ক্রূরার্থের বাচক না হয়, অর্থের স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে—মনোহর, মঙ্গলবাচক, দীর্ঘস্বরান্ত এবং উচ্চারণে আশীর্ব্বাদ বুঝায়—স্ত্রীলোকের এই প্রকার নাম রাখাই বিধেয়। মঙ্গলা দেবী ইত্যাদি। ৩৩। চতুর্থমাসে চন্দ্র-সূর্য্য দর্শন করাইবার জন্য জন্মগৃহ হইতে জাতবালককে যে নিষ্ক্রমণ করিতে হয় উহা নিষ্ক্রমণ নামক সংস্কার। ষষ্ঠ মাসে বালকের অন্নপ্রাশন সংস্কার করিতে হয় অথবা আপনাদের কুলধর্ম্ম অনুসারে যে সময়ে নিষ্ক্রমণাদি হইয়া থাকে, তাহাই করিবেক। ৩৪। শ্রুতির বিধানমতে সমুদায় দ্বিজাতিগণের প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে কুলাচার অনুসারে চূড়াকরণ সংস্কার বিধেয় অর্থাৎ গোত্রবিশেষে কাহার দক্ষিণদিকে, কাহার বামদিকে, কাহারও বা উভয় দিকে শিখা সন্নিবেশ করিতে হয়। ৩৫। গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন সংস্কার গর্ভ একাদশে এবং বৈশ্যের উপনয়ন গর্ভদ্বাদশ বৎসরে বিধেয়। গর্ভের সময় লইয়া অষ্টমাদি বর্ষ হইলে গর্ভাষ্টমাদি বলে। ৩৬। প্রকৃষ্ট ব্রহ্মতেজকামী ব্রাহ্মণের, বলার্থী ক্ষত্রিয়ের এবং ধনকামী বৈশ্যের যথাক্রমে গর্ভপঞ্চম, গর্ভষষ্ঠ ও গর্ভঅষ্টম বৎসরে স্ব স্ব বালকের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য। ৩৭। ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত, এবং বৈশ্যের গর্ভ চতুর্বিংশতি পর্য্যন্ত উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হয় না। ৩৮। এই তিন বর্ণ যদি এতাবৎকাল পর্য্যন্তও সংস্কৃত না হন; তাহা হইলে ইহাঁরা উপনয়ন ভ্রষ্ট হইয়া সাধুসমাজে নিন্দনীয় হন এবং ইহাঁদিগকে ব্রাত্য বলা যায়। ৩৯। এই সকল অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত ব্রাত্যের সহিত ব্রাহ্মণগণ আপদ্‌কালেও যাজনাধ্যাপনাদি বেদ সম্বন্ধ অথবা কন্যাদানাদি যোনিসম্বন্ধ রাখিবেন না। ৪০। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারী যথাক্রমে কৃষ্ণসার চর্ম্ম, রুরু নামক মৃগ-চর্ম্ম এবং ছাগ-চর্ম্মের উত্তরীয় এবং শণবস্ত্র, ক্ষৌমবসন ও মেষ লোমের অধোবসন পরিধান করিবেন। ৪১। ব্রাহ্মণগণের মেখলা অর্থাৎ মধ্যবন্ধনী নিম্নোন্নতশূন্য, মৃদু স্পর্শ তিন গাছি মুঞ্জা তৃণে প্রস্তুত করিতে হয়; ক্ষত্রিয়ের মেখলা মূর্ব্বামযী ধনুকের ছিলার ন্যায় এবং বৈশ্যের শণ তন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিতে হয়। ৪২। মুঞ্জাদির অলাভে কুশ, অশ্মান্তক এবং বল্বজ নামক তৃণ বিশেষের দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মেখলা করা কর্ত্তব্য। যে তিনটী বেষ্টন দ্বারা মেখলা কটিদেশে ধারণ করিতে হয়, তাহা কুলাচার অনুসারে এক, তিন অথবা পঞ্চ গ্রন্থিদ্বারা বদ্ধ করিবেক। ৪৩। ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণ সূত্রে এবং বৈশ্যের উপবীত মেষ সূত্রে প্রস্তুত করিতে হয়। উহা ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তিনগাছি সূতার উর্দ্ধাধোভাবে অবলম্বিত থাকিবে। ৪৪। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বট বা খদিরের দণ্ড এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী পীলু অথবা উডুম্বরের দণ্ড ধারণ করিবে। ৪৫। ব্রাহ্মণের দণ্ডের পরিমাণ কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়দিগের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের দণ্ড পরিমাণ নাসাগ্র পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। ৪৬। পূর্ব্বোক্ত দণ্ডগুলি সরল, অচ্ছিদ্র, অদগ্ধ, ত্বক্‌-যুক্ত, সৌম্যদর্শন এবং অনুদ্বেগকর করা কর্ত্তব্য। ৪৭। এইরূপ মনোমত দণ্ড ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারীগণ সূর্য্যের উপাসনান্তে তিন বার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষাচরণ করিবেন। ৪৮। উপনীত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ভবৎ শব্দ পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে অর্থাৎ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" এই কথা বলিবে। ক্ষত্রিয়েরা ভবৎ শব্দ মধ্যে করিয়া অর্থাৎ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" এই কথা বলিয়া এবং বৈশ্যেরা ভবৎ শব্দ শেষে করিয়া অর্থাৎ "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবে। ৪৯। মাতা বা ভগিনী অথবা মাতার সহোদরা ভগিনী অথবা

যে স্ত্রীলোক ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা অবমাননা না করেন ইঁহাদের নিকট ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন। ৫০। এইরূপে যাবৎ প্রয়োজন ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচারী অকপট মনে তাহা গুরুকে নিবেদন করিয়া আচমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব মুখে শুচি হইয়া ভোজন করিবেন। ৫১। আয়ুষ্কামীজন পূর্ব্ব মুখে, যশকামীজন দক্ষিণমুখে, সম্পৎকামীজন পশ্চিমমুখে ও সত্যকামীজন উত্তর মুখে ভোজন করিবেন। ৫২। দ্বিজাতিগণ প্রতিদিন হাত পা এবং মুখ ধুইয়া অনন্যমনে অন্ন ভোজন করিবেন। ভোজনান্তে আবার ঐরূপ উপস্পর্শন করিবেন এবং জলদ্বারা মুখের ছয়টী ইন্দ্রিয় স্থান স্পর্শ করিবেন। ভোজনকালে প্রতিদিন অন্নকে বহু সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবে, ইহার নিন্দা করিবে না—অন্ন দেখিয়া হৃষ্ট হইবেক—মনের সঙ্কোচভাব পরিত্যাগ করিবেক এবং যাহাতে প্রতিদিন অন্ন লাভ হয় এইরূপ প্রতিনন্দন করিবেক। ৫৪। এইরূপে ভক্তিভাবে প্রতিদিন অন্ন ভোজন করিলে সামর্থ্য ও বীর্য্যলাভ হয়; পরন্তু অশ্রদ্ধার সহিত ভোজন করিলে উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। ৫৫। কাহাকেও উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রদান করিবে না, সায়ং প্রাতর্ভোজন কালের মধ্যে আর ভোজন করিবে না, অতিশয় ভোজন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথায়ও যাইবে না। ৫৬। অতি-ভোজনে শরীর রোগাক্রান্ত হয়; পরমায়ু হ্রাস হইয়া যায়, লোকে নিন্দা করিয়া থাকে এবং ইহা স্বর্গ ও ধর্ম্মের বিরোধী—অতএব অতি-ভোজন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৫৭। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সময়ে ব্রাহ্মতীর্থ, প্রজাপতি তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন কিন্তু কদাচ পিতৃতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন না। ৫৮। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলের অধোভাগকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে; কনিষ্ঠাঙ্গুলি মূলের নাম প্রজাপতি তীর্থ; সমুদায় অঙ্গুলির অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্থ এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলা যায়। ৫৯। আচমন কালে ব্রাহ্মাদি তীর্থ দ্বারা প্রথমে তিন বার জল পান করিতে হয়; অনন্তর ওষ্ঠ এবং অধর আবৃত করিয়া জল দ্বারা দুইবার তাহা মার্জ্জনা করিতে হয়; তৎপরে জল দ্বারা মুখস্থিত ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল, বক্ষঃস্থল ও শীর্ষস্থান ক্রমে স্পর্শ করিতে হয়। ৬০। ধর্ম্মজ্ঞ লোক যাঁহারা শুচি হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, নির্জ্জন স্থানে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া উষ্ণ না হয় অথবা ফেণিল না হয়, এমন জলে পূর্ব্বোক্ত তীর্থ দ্বারা সর্ব্বদা আচমন করিবেন। ৬১। আচমনের জল হৃদয় পর্য্যন্ত গেলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়েন; কণ্ঠগামী জলের দ্বারা ক্ষত্রিয়; অন্তরাস্য প্রবিষ্ট জল দ্বারা বৈশ্য এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠের প্রান্তস্পর্শ হয় এমন জল দ্বারা শূদ্র আচমন করিলে পবিত্র হইয়া থাকে। ৬২। যাহার কণ্ঠদেশে যজ্ঞসূত্র মালার ন্যায় দোলায়মান থাকে তাহাকে নিবীতী বলে। ঐরূপ কণ্ঠধৃতযজ্ঞসূত্রের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু উদ্ধৃত থাকিলে তাঁহাকে উপবীতী বলে এবং বাম হস্ত উদ্ধৃত থাকিলে তাহাকে প্রাচীনাবীতী বলে। ৬৩। মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, উপবীত ও কমণ্ডলু এ সকল ছিন্ন হইলে ইহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অন্যান্য ধারণ করিবেক। ৬৪। গর্ভ ষোড়শ বর্ষে ব্রাহ্মণের কেশান্ত নামে সংস্কার করিতে হয়; ক্ষত্রিয়দিগের গর্ভ দ্বাবিংশ বর্ষে এবং বৈশ্যদিগের গর্ভ চতুর্ব্বিংশবৎসরে এই সংস্কার করা কর্ত্তব্য। ৬৫। স্ত্রীলোকের দেহশুদ্ধি জন্য উপনয়ন ব্যতীত অপর সমুদায় সংস্কারই যথাকালে এবং যথাক্রমে বিধেয়। পরন্তু অমন্ত্রক করা কর্ত্তব্য। ৬৬। বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। ইহাতে স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই সায়ংপ্রাতর্হোমরূপ অগ্নি পরিচর্য্যা জানিবে। ৬৭। দ্বিজাতিগণের উপনয়ন বিধান এই বলা হইল, ইহা দ্বিতীয় জন্মের ব্যঞ্জক এবং পরম পুণ্যজনক। এক্ষণে উপনীতের কর্ম্মযোগ শ্রবণ কর। ৬৮। গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমতঃ তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ ক্রিয়া শিক্ষা দিবেন; আচার, অগ্নি পরিচর্য্যা এবং সন্ধ্যোপাসনাও

শিখাইবেন। ৬৯। অধ্যয়নকালে শিষ্য শাস্ত্রানুসারে আচমন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া পবিত্র বেশে উপবেশন করিবেন। ৭০। বেদাধ্যয়নের আরম্ভ এবং অবসানকালে শিষ্য প্রতিদিন গুরুর পদদ্বয় গ্রহণ করিবেন এবং অধ্যয়নকালে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরু সমীপে অবস্থান করিবেন। অধ্যয়ন কালের এই কৃতাঞ্জলিকে ব্রহ্মাঞ্জলি বলে। ৭১। ইতরেতরব্যতিষঙ্গিত (আড়াআড়ি) হস্তদ্বয় দ্বারা গুরুর পাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উত্তান দক্ষিণ হস্ত উপরে ও উত্তান বাম হস্ত নীচে করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদ ও বাম হস্ত দ্বারা বাম পদ স্পর্শ করিবেক। ৭২। গুরু সদা অবহিত থাকিয়া শিষ্য যখন পাঠ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবেন তখন তাঁহাকে "ভো! অধ্যয়ন কর" বলিয়া পাঠ আরম্ভ করাইবেন ও "এই স্থানে পাঠ রহিল বলিয়া অধ্যয়ন শেষ করাইবেন"। ৭৩। বেদাধ্যয়নের আরম্ভে ও সমাপনে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা প্রণব উচ্চারণ করিবেন। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ না করিলে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায়, এবং অধ্যয়নাবসানে প্রণবোচ্চারণ না করিলে সমুদায় বিস্মৃত হইতে হয়। ৭৪। পূর্ব্বাগ্র কুশ সমূহে সমাসীন ও দুইকরে পবিত্রময় কুশ ধারণে পবিত্র হইয়া পঞ্চদশ হ্রস্বস্বর উচ্চারণ যোগ্যকালে প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে পর তবে প্রণবোচ্চারণের যোগ্য হওয়া যায়। ৭৫। প্রণবের অবয়বীভূত অকার উকার এবং মকারকে ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই ব্যাহৃতি ত্রয়কে প্রজাপতি ব্রহ্মা যথাক্রমে তিন বেদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ৭৬। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি তিন বেদ হইতে "তদিত্যাদি" গায়ত্রীর ও তিন পাদ একে একে উদ্ধার করিয়াছেন। ৭৭। এই প্রণব ও ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা ত্রিপদা গায়ত্রী যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সন্ধিকালে অবহিত মনে জপ করেন, তিনি সমগ্র বেদ পুণ্য লাভ করেন। ৭৮। যে দ্বিজ নদীতীরাদি বহির্দ্দেশে প্রতিদিন এই তিনটী অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি ও ত্রিপদাগায়ত্রী সহস্র বার জপ করেন, সর্প যেরূপ নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ তিনিও এক মাসে মহৎ পাপ হইতে মুক্ত হন। ৭৯। যে দ্বিজ এই সাবিত্রীরূপ ঋক্ হইতে বিযুক্ত হয়েন অথবা যথাকালে স্বীয় অনুষ্ঠানাদি হইতে বিচ্যুত হয়েন; সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য সাধু সমাজে নিন্দিত হন। ৮০। প্রণব পূর্ব্বিকা অব্যয় এই তিন মহাব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্মপ্রাপ্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া জানিবে। ৮১। যিনি প্রতিদিন নিরলস হইয়া তিন বৎসর যাবৎ প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরম ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করেন—বায়ুর ন্যায় তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। ৮২। একাক্ষর প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামত্রয়ই পরম তপস্যা, কিন্তু সাবিত্রীর পর আর মন্ত্র নাই এবং মৌন হইতে সত্যই বিশিষ্ট। ৮৩। বৈদিক হোম যাগাদি সমুদায় ক্রিয়াই কালে নাশপ্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রণবাক্ষরই অক্ষয় থাকে—ইহাই প্রজাপতি ব্রহ্ম স্বরূপ। ৮৪। বেদবিহিত যজ্ঞাদি অপেক্ষা জপ যজ্ঞ দশগুণ শুভপ্রদ। জপ যজ্ঞের মধ্যে উপাংশু জপ (অর্থাৎ যখন জপকালে সমীপস্থ লোকও শুনিতে না পায়) শতগুণে ফলপ্রদ। উপাংশু হইতে আবার মানস জপ সহস্র গুণে শুভপ্রদ। ৮৫। দেব ভূত মনুষ্য পিতৃ এই যে চারিটী মহাযজ্ঞ, ইহাদের সহিত যদি দর্শ পৌর্ণ মাসাদি সমুদায় বেদবিহিত যজ্ঞ যোগ করা যায়; তথাপিও ইহাদের সমগ্র সমষ্টি পুণ্যফল ব্রহ্মযজ্ঞরূপ জপযজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও এক ভাগ হয় না। ৮৬। জ্যোতিষ্টোমাদি অন্য কোন বৈদিক কার্য্য করুন আর নাই করুন, ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জপবলে সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাতে আর সংশয় নাই। বরঞ্চ যিনি সর্ব্বভূতের উপকারে রত, শাস্ত্রে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। ৮৭। সারথি যেমন অশ্বগণকে সুসংযত রাখে, বিদ্বান্ জন তদ্রূপ আকর্ষণশীল বিষয় সমূহে স্বতই ধাবমান ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করিতে চেষ্টা করিবেন। ৮৮

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিবা যে একাদশ ইন্দ্রিযেব কথা বলিযাছেন, সেই সমুদায এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি। ৮৯। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পাঁচ ও পাযু, উপস্থ, হস্ত, পদ, বাক্য এই পাঁচ—উভযে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। ৯০। ইহাব মধ্যে আনুপূর্ব্বক্রমে শ্রোত্রাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয এবং পাযু প্রভৃতি পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয বলা যায। ৯১। মন একাদশ ইন্দ্রিয বলিযা বিবেচিত হয়। ইহা নিজ গুণে কর্ম্মেন্দ্রিয ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভযেবই আত্মা স্বরূপ। ইহাকে জয কবিতে পাবিলেই পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয করা যায়। ৯২। ইন্দ্রিযগণেব বিষয়প্রসক্তি হইতেই মনুষ্য দূষিত হইযা থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে সংযম কবিতে পাবিলে সমুদায সিদ্ধিই নিশ্চয লাভ কবা যায়। ৯৩। কাম্য বিষয় উপভোগে কামনাব শান্তি হয় না পবন্তু ঘৃতাহুতি-যোগে অগ্নি যেমন আবও প্রজ্বলিত হইযা উঠে, বিষযোপভোগে কামনাবও তদ্রূপ বৃদ্ধি হয়। ৯৪। যে জন সমস্ত কামনাব বিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন, আব যে জন সমুদায কাম্য বিষয ত্যাগ কবিতেছেন এই উভযেব মধ্যে ত্যাগবান্ পুরুষকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ৯৫। জ্ঞানালোচনা দ্বাবা ইন্দ্রিযগণ যেমন ক্রমে ক্রমে উপশান্ত হয়, বিষয়োপভোগ কবিতে না দিয়া ইন্দ্রিযগণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত কবিবাব প্রয়াস পাইলে তাহাবা সেরূপ সংযত হয় না। ৯৬। বেদ বল, দান বল, যজ্ঞ নিযম তপস্যাদি যে কোন পুণ্য কার্য্য বল,—এ সকল সংশয়াত্মা দুষ্টবুদ্ধি জনকে কথনই সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ নয়। ৯৭। শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন বা আঘ্রাণ—অনুকূল হউক বা প্রতিকূলই হউক, কিছুতেই যাহাব হর্ষ বা বিষাদ উৎপন্ন কবিতে না পাবে, তাঁহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলা যায। ৯৮। চর্ম্মপাত্র বহুছিদ্রময না হইলেও একটী ছিদ্রেব দোষে যেমন জলপূর্ণ হইযা মগ্ন হইযা যায, তদ্রূপ ইন্দ্রিযগণেব মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয় ও স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটী ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যেই প্রবম জ্ঞান নষ্ট হইযা থাকে। ৯৯। ইন্দ্রিয সমূহকে আয়ত্তাধীন বাখিযা, মনকে সংযত কবিযা, দেহকে কোন মতে পীড়া না দিযা—উপায বলে লোকে সমুদায পুরুষার্থই সাধন কবিবেক। ১০০। প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত একস্থানে দণ্ডাযমান থাকিয়া সাবিত্রী জপ কবিবেক এবং সাযং সন্ধ্যাকালে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত আসনে সমাসীন হইয়া জপ কবিবেক। ১০১। প্রাতঃকালে দণ্ডাযমান হইযা জপ কবিলে নিশাসঞ্চিত পাপ সমুদায নষ্ট হয় এবং সায়ংকালে সমাসীন হইয়া জপ কবিলে দিবাকৃত সমুদায পাপমলা ধৌত হইয়া যায়। ১০২। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জপাদিব অনুষ্ঠান না কবে, সে শূদ্রেব ন্যায সমুদায দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয। ১০৩। গ্রামেব বহির্দ্দেশে নির্জ্জন কোন স্থানে গমন করিয়া তথায় জলসমীপে যত্নসহকাবে স্বাধ্যাযাধ্যযন বিধিব নিত্যত্বে আস্থাবান্ হইযা অনন্যমনে প্রণববব্যাহৃতি সহকৃত গাযত্রী অধ্যযন কবিবে। ১০৪। শিক্ষা কল্পাদি বেদাঙ্গে, নিত্যানুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়ে এবং হোমমন্ত্রে অধ্যযন নিষিদ্ধ দিনেও অধ্যয়নেব বাধা নাই। ১০৫। নিত্যানুষ্ঠেয় জপ যজ্ঞাদিতে অধ্যযনের নিষেধ নাই; যেহেতু ইহাব বিবাম না থাকাতেই মন্বাদি ইহাকে ব্রহ্মসত্র বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। অনধ্যায়রূপ যজ্ঞ সমাপক বষট্কাবেও বেদাধ্যয়নরূপ আহুতি পুণ্যজনক হয়। ১০৬। যে ব্যক্তি শুদ্ধভাবে নিযতেন্দ্রিয হইযা বিধিমতে এক বৎসব ব্যাপিয়া জপ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবেন, সেই জপ যজ্ঞ, তাঁহাব সম্বন্ধে নিত্যই, ক্ষীব দধি ঘৃত মধু ক্ষবণ কবে অর্থাৎ তাঁহাব ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লাভ হয। ১০৭। ব্রহ্মচাবী যত দিন না সমাবর্ত্তন কবেন অর্থাৎ পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন কবেন, সেপর্য্যন্ত গুরুকুলে থাকিয়া প্রতি দিন প্রাতঃসাযাহ্নে হোমকাষ্ঠ দ্বাবা অগ্নি প্রজ্বালন, ভিক্ষাচবণ, খট্টাদিতে শয়ন না কবিয়া অধঃশয্যায় শযন এবং গুরুব হিতকব কার্য্য সমুদাব সমাপন কবিবেন। ১০৮। আচার্য্যপুত্র, সেবাশুশ্রূষা কাবক, জ্ঞানান্তব

দাতা, ধার্ম্মিক, শুচি, আত্মীয়, অধ্যয়ন গ্রহণে সমর্থ, ধনদাতা, সাধু ও পুত্রাদি এই দশ জন ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনার যোগ্য পাত্র। ১০৯। জিজ্ঞাসিত না হইলে শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকে কোন কথা বলিবে না। ভক্তি শ্রদ্ধাদি প্রশ্নধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথার উত্তর দিবে না। মেধাবী জন এইরূপ স্থলে জানিয়া শুনিয়াও লোক সমাজে মূকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। ১১০। যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে উত্তর দেয় এবং যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্নোত্তর ধর্ম্মের ব্যতিক্রমকারী এই উভয়ের মধ্যে একজন না একজন মরিয়া যায়, না হয় একজন অপর একজনের বিদ্বেষভাজন হয়। ১১১। উৎকৃষ্ট বীজ যেমন লবণ ভূমিতে বপন করিতে নাই, তদ্রূপ যথায় ধর্ম্ম বা অর্থলাভ নাই অথবা তদনুরূপ সেবা শুশ্রূষাদি নাই তথায় বিদ্যা দান করা কর্ত্তব্য নহে। ১১২। জীবনোপায়ের অতিশয় কষ্ট হইলে ব্রহ্মবাদী অধ্যাপক বরং বিদ্যার সহিত মরিয়া যাইবেন, তথাপি অপাত্রে কখন বিদ্যাবীজ বপন করিবেন না। ১১৩। বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিয়া বলেন যে, "আমি তোমার নিধি, আমাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও ; অশ্রদ্ধাদি দোষদূষিত অপাত্রজনে আমাকে অর্পণ করিও না—তাহা হইলেই আমি অতিশয় বীর্য্যবান্ থাকিব"। ১১৪। "যাহাকে সর্ব্বদা শুচি, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যারূপ নিধি প্রতিপালক সেই অপ্রমত্ত বিপ্রের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিও"। ১১৫। যে জন অধ্যয়ন বা অধ্যাপনকারীর নিকট হইতে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে বেদবিদ্যা লাভ করেন, সে ব্যক্তি বেদাপহরণের পাতকযুক্ত হইয়া নরকপ্রাপ্ত হয়। ১১৬। লৌকিক জ্ঞান, বৈদিক জ্ঞান, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাঁহাদিগের নিকট হইতে লাভ করা যায়, সম্ভাবণ নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। ১১৭। সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি সম্যক্ শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়া কেবল গায়ত্রী মাত্র সার হন, তথাপি তিনি মান্য কিন্তু ত্রিবেদবেত্তা ও যদি অনাচারী হইয়া নিষিদ্ধভোজী বা নিষিদ্ধবিক্রয়ী ইত্যাদি হন, তথাপি তিনি কোন মতেই অভিবাদনীয় নহেন। ১১৮। বিদ্যা ও বয়সে গুরুতর যে লোক তিনি যে শয্যা বা আসন স্বীকার বা ব্যবহার করেন, তাহাতে কদাচ উপবেশন করিতে নাই। নিজে শয্যাসনস্থ হইলে ঐরূপ গুরুতর লোক সমাগত হইলে পর তথা হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। ১১৯। বৃদ্ধ জন আগমন করিলে যুবার প্রাণ ঊর্দ্ধ দিক্ দিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদনাদি দ্বারা সে আবার প্রাণ লাভ করে। ১২০। সর্ব্বদা বৃদ্ধ জনের পরিচর্য্যারত অভিবাদনশীল যুবার আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল এই চারিটী সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। ১২১। শ্রেষ্ঠজনকে অভিবাদনকালে অভিবাদানন্তর "অভিবাদয়ে অমুকনামাহমস্মীতি" "আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবেক। ১২২। যদি তিনি সংস্কৃত না জানেন তাহা হইলে অভিবাদানন্তর "আমি" এই কথা বলিবেক। সমুদায় স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপে অভিবাদন করিতে হয়। ১২৩। অভিবাদনকালে আপনার নাম উচ্চারণের পর ভো শব্দ ব্যবহার করিবে। "অভিবাদয়ে দেবশর্ম্মা অহমস্মি ভো" এই কথা বলিবে। যেহেতু নাম যেমন সম্বোধনাদি জ্ঞাপক, ভো শব্দও তদ্রূপ অথবা তৎস্থানীয় ইহা ঋষিরা কহিয়াছেন। ১২৪। অভিবাদন করিলে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যভিবাদন করিতে হয় এবং তাঁহার নামের অন্তে যে অকার এবং তৎপূর্ব্বে যে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে তাহা প্লুত অর্থাৎ ত্রিমাত্রায় উচ্চারণ করিতে হয়। ১২৫। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করিতে জানেন না, বিদ্বান্ জন তাঁহাকে অভিবাদন করেন না। শূদ্র যেমন অনভিবাদ্য তিনিও তেমনি। ১২৬। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্মণকে কুশল শব্দ উচ্চারণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের তপোকুশল কিনা অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—ক্ষত্রিয়কে অনাময় উচ্চারণে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের দৈহিক

কোন বিঘ্ন আছে কিনা অগ্রে জিজ্ঞাস্য, বৈশ্যকে ক্ষেম উচ্চারণে অর্থাৎ বৈশ্যের ধন ধান্য নিরাপদ কিনা অগ্রে জিজ্ঞাস্য এবং শূদ্রকে আরোগ্য উচ্চারণে অর্থাৎ শূদ্রের শরীর ভাল কিনা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। ১২৭। যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত ব্যক্তি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি উঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিবেন না পরন্তু ভো ভবৎ অর্থাৎ আপনি, মহাশয় ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন। ১২৮। পরস্ত্রী অথবা যে স্ত্রীলোকের সহিত কোনরূপ রক্ত-সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকে ভবতি, সুভগে বা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করা কর্ত্তব্য। ১২৯। মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত অথবা অপর কোন গুরুজন বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও ইঁহাদের আগমনে গাত্রোত্থান করিয়া 'আমি অমুক' এই কথা বলিবেক। ১৩০। মাতৃভগিনী, মাতুলানী, পিতৃভগিনী ও শ্বশ্রূ ইঁহারা মাতা বা গুরুপত্নীর ন্যায় পাদোপসংগ্রহণাদি দ্বারা অভিবাদনীয়া। ইঁহারা মাতা বা গুরুপত্নীর সমান।১৩১। সবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করা প্রতিদিন কর্ত্তব্য। আর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে পিতৃব্যপত্নী শ্বশুরপত্নী প্রভৃতির পাদগ্রহণ করিতে হয়। ১৩২। পিতৃভগিনী, মাতৃভগিনী এবং স্বকীয় জ্যেষ্ঠাভগিনী—ইঁহাদের অপেক্ষা মাতা গুরুতর বটেন, কিন্তু ইঁহাদের সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হয়। ১৩৩। এক গ্রামবাসী লোকদিগের মধ্যে দশ বৎসর বয়সের ন্যূনতাতে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নিবন্ধন মান্যের তারতম্য নাই; নৃত্যগীতকারীদিগের মধ্যে পাঁচ বৎসর বয়সের ইতর বিশেষে মান্যের ইতর বিশেষ নাই; শ্রোত্রিয় বিদ্বান্‌গণের মধ্যে তিন বৎসরে মান্যের ইতর বিশেষ নাই পরন্তু শোণিত সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অতি অল্প বয়সের ইতর বিশেষেও মান্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। ১৩৪। ব্রাহ্মণ যদি দশ বর্ষ বয়স্ক হন আর ক্ষত্রিয় শত বর্ষ বয়স্ক হন তথাপি উভয়ের মধ্যে মান্যবিষয়ে পিতা পুত্রের ন্যায় পৃথক্ জানিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট পিতার ন্যায় মান্য হইবেন। ১৩৫। স্বজাতীয় লোকের মধ্যে ধন, কুল, বয়স, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাচরণ এবং বিদ্যা এই পাঁচটী মান্যের কারণ, ইহাদের মধ্যে পর পর অধিকতর মান্য অর্থাৎ ধনীলোক অপেক্ষা আভিজাত্যসম্পন্ন লোক অধিক মাননীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৩৬। উক্ত পাঁচটী গুণের মধ্যে যাঁহার অধিক গুণ আছে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে তিনিই অধিক মাননীয়। আর নবতিবৎসরের শূদ্র উক্ত গুণাদি সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণাদিরও মাননীয়। ১৩৭। চক্রযুক্ত রথাদি যানারূঢ়, অতি বৃদ্ধ, আতুর, ভারবাহক, স্ত্রীলোক, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত ব্রাহ্মণ, রাজা ও বিবাহজন্য প্রস্থিত বর—ইহাদিগকে যাইবার জন্যে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে। ১৩৮। ইহারা সকলে যদি একত্র মিলিত হয়, তবে ইহাদিগের মধ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজা এই দুই জন সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। আবার রাজা ও স্নাতক এই দুজনের মধ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ রাজা অপেক্ষাও মান্য। ১৩৯। যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে। ১৪০। যিনি জীবিকার জন্য বেদের একদেশ মাত্র কিম্বা বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলে। ১৪১। যিনি গর্ভাধানাদি সংস্কার সকল যথাবিধি সম্পাদন করেন এবং অন্নদ্বারা প্রতিপালন করেন, সেই বিপ্র-পিতাকে গুরু বলা যায়। ১৪২। যিনি বৃত হইয়া যাহার বহ্নিস্থাপন কর্ম্ম, পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া থাকেন, তিনি তাঁহার ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিত বলিয়া কথিত হয়েন। ১৪৩। যিনি সত্যস্বরূপ বেদমন্ত্র দ্বারা উভয় কর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া কৃতার্থ করেন, তিনি মাতা, তিনিই পিতা। তাঁহার উপর কদাচ দ্রোহাচরণ করিতে নাই। ১৪৪। দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা একজন আচার্য্যের গৌরব অধিক; একশত আচার্য্য অপেক্ষা সংস্কারাদি কর্ত্তা পিতার গৌরব অধিক এবং জনকমাত্র সহস্র পিতা অপেক্ষা সংস্কারাদি কারয়িত্রী মাতার

গৌরব অধিক। ১৪৫। যিনি সংস্কারাদি করণ রহিত, কেবলমাত্র জন্মদাতা এবং যিনি বেদ প্রদান করেন, উভয়েই পিতা বটেন কিন্তু তন্মধ্যে বেদপ্রদ পিতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, দ্বিজগণের দ্বিতীয় বা ব্রহ্মজন্মই ইহপর সর্ব্বত্রই শাশ্বত। ১৪৬। পিতামাতা কাম-প্রেরিত হইয়া বালকের যে জন্ম দেন—মাতৃকুক্ষি হইতে যে জন্ম লাভ করা যায়, তাহাকে পশ্বাদি সাধারণ জন্ম বলিলেই হয়। ১৪৭। পরন্তু বেদ-পারগ আচার্য্য সাবিত্রী দ্বারা যথাবিধি যে জন্ম প্রদান করেন, সেই জন্মই সত্য—সে জন্মের পর আর জরা মরণ নাই। ১৪৮। অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, যিনি বেদজ্ঞান দানে উপকার করেন, সেই উপকার হেতু শাস্ত্রমতে তাঁহাকেও গুরু বলিয়া জানিবে। ১৪৯। যিনি বেদ অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রহ্মজন্মের কারণ হয়েন, যিনি বেদাদি-ব্যাখ্যান দ্বারা স্বধর্ম্মের প্রচার করেন, সেই ব্রাহ্মণ বালক হইলেও ধর্ম্মতঃ বৃদ্ধ জনেরও পিতৃবৎ মাননীয়। ১৫০। অঙ্গিরার পুত্র বালক হইয়াও সাতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন বলিয়া পিতৃব্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন; একদা তিনি জ্ঞানযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহা-দিগকে "পুত্রক" শব্দে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। ১৫১। পুত্রক বলাতে সেই পিতৃ-ব্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগের নিকট তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে দেবতারা সম-বেত হইয়া বলিয়াছিলেন, বালক যাহা বলিয়াছে তাহা ন্যায্যই হইয়াছে। ১৫২। কারণ মূর্খ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও তথাপি বালক। যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা তিনি বালক হইলেও পিতৃবৎ পূজনীয়। অজ্ঞ ব্যক্তিকে যে বালক বলা যায় এবং বেদদাতাকে যে পিতা বলা যায়, ইহা অতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রসিদ্ধ আছে।১৫৩। বয়সে, শুক্ল কেশে, ধনে কিম্বা সম্বন্ধে বড় হওয়া যায় না। ঋষিরা এই ধর্ম্ম নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন যে, "যিনি যে পরিমাণে বেদবিদ্ বা বিদ্বান্ তিনি আমাদের মধ্যে সেই পরিমাণে মহৎপদবাচ্য"। ১৫৪। জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে; অধিক বীর্য্যশালী হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হয়; যিনি ধন ধান্যে বড়, বৈশ্য-দিগের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ, আর অগ্র পশ্চাৎ জন্ম বিবেচনায় যে জ্যেষ্ঠত্ব সে কেবল শূদ্র-দিগের মধ্যে। ১৫৫। মস্তকের কেশ পাকি-লেই যে বৃদ্ধ হয় এমন নহে, কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিদ্বান্, দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলেন। ১৫৬। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন, বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিন জনেই কেবল নাম মাত্র ধারণ করে। ১৫৭। ক্লীবের স্ত্রী-সহবাস যেমন নিষ্ফল, গাভিতে গাভিতে সঙ্গম যেমন কোন ফলদায়ক নহে; পাগলকে দান যেমন কোন কার্য্যেরই নয়, তদ্রূপ বেদাধ্যয়ন-হীন ব্রাহ্মণেও দান নিষ্ফল। ১৫৮। স্ত্রী পুত্র দাস শিষ্য প্রভৃতি যাহাদিগকে শাসন করিতে হয়, তাহাদিগকে কোন কষ্ট বা শাস্তি না দিয়া জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কামনায় যিনি শিক্ষা দান করেন, শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর এবং নম্রবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ১৫৯। কারণ পরুষ অর্থবা মিথ্যাকথনাদি হইতে যাঁহার বাক্য এবং রাগ দ্বেষাদি হইতে যাঁহার মন বিমুক্ত হই-য়াছে; যিনি বাক্য এবং মনকে অসদৃশ কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা সম্যক্রূপে রক্ষা করেন, বেদান্তে যত কিছু পুণ্যফল লেখা আছে, তিনি সেই সমুদায় পুণ্যই লাভ করেন। ১৬০। একান্ত পীড়িত হইলেও অন্যের মর্ম্মপীড়ন করা উচিত নয়; যাহাতে পরের অনিষ্ট হয় এমন কোন কর্ম্ম বা চিন্তা করিতে নাই এবং যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মায়, পরলোকবিরোধী এমন বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই। ১৬১। ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন, এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন। ১৬২। কারণ অবমাননা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইলে অপমানজনিত ক্ষোভ আর উদয় হয় না, সুতরাং সুখে নিদ্রা যাওয়া যায়—সুখে জাগ-রিত হওয়া যায়—স্বচ্ছন্দে সংসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচরণ করা যায় পরন্তু অপমানকারীর

আত্মগ্লানি উপস্থিত হইযা থাকে। পাপবশতঃ তাহাব ইহ পর উভব লোকই নষ্ট হইয়া বাব।। ১৬৩। এইরূপ ক্রম কথিত উপায় দ্বাবা সংস্কৃতাত্মা অর্থাৎ উপনীত দ্বিজ গুরুকুলে বাসকালীন ক্রমে ক্রমে বেদ প্রাপ্তিব যোগ্য তপস্যা সঞ্চয় কবিবেন। ১৬৪। অগ্নীন্ধনাদি নানাপ্রকাব তপোবিশেষদ্বাবা এবং বিধি-বোধিত বিবিধ প্রকাব সাবিত্র্যাদি ব্রতানুষ্ঠান কবিয়া উপনিষদেব সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন কবা দ্বিজাতিগণেব কর্ত্তব্য। ১৬৫। যে দ্বিজ তপস্যা কবিতে ইচ্ছা কবেন, তিনি বাবজ্জীবন বেদেব অভ্যাস কবিবেন। ইহলোকে বেদা-ভ্যাসই বিপ্রেব পবম তপস্যা ইহা ঋষিগণ কহিযাছেন। ১৬৬। ব্রহ্মচর্য্যের বিবোধী কৃত-মাল্যাদিক হইলেও তথাপি যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি বেদপাঠ কবেন, তাঁহাব তপস্যাব এতদূব উৎকর্ষতা জন্মে যে, তাহা নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিবা থাকে। ১৬৭। যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিবা অন্যত্রে অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান্ হন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ১৬৮। শ্রুতিতে আছে যে, দ্বিজেবা মাতা হইতে প্রথম জন্ম গ্রহণ কবেন; পবে উপনয়ন হইলে তাঁহাব দ্বিতীয জন্ম হয়, তৎপবে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষা লাভ কবিলে তাঁহাব তৃতীয জন্ম হয়। ১৬৯। এই তিন জন্মের মধ্যে মেখলাবন্ধন, চিহ্নিত উপনযন সংস্কাবরূপ দ্বিজগণেব যে ব্রহ্মজন্ম, তাহাতে গাবত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হবেন। ১৭০। উপনয়নেব পূর্ব্বে শ্রৌতস্মার্ত্ত কোন কর্ম্মে অধিকাব থাকে না, এই হেতু উপনযন ও বেদ প্রদান কবেন বলিয়া আচার্য্যকে ঋষিবা পিতা কহিয়াছেন। ১৭১। উপনয়নেব পূর্ব্বে শ্রাদ্ধীয মন্ত্র ব্যতিবিক্ত কোন বেদ উচ্চাবণ কবিতে নাই। যতদিন না ব্রহ্মজন্ম হয়, ততদিন দ্বিজগণ শূদ্রের সমান থাকেন। ১৭২। কৃতোপনয়ন হইলে পব তবেই দ্বিজগণেব প্রতি ত্রৈবিদ্যাদি অথবা মধুমাংস বর্জ্জনাদি ব্রত সমূহেব আদেশ এবং বিধিপূর্ব্বক বেদ গ্রহণের ভাব অর্পিত হয়। ১৭৩। উপনয়ন কালে যে ব্রহ্মচাবীব প্রতি যে চর্ম্ম, যে সূত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড ও যে বসন বিহিত হইয়াছে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত গ্রহণকালেও তদ্রূপ বিহিত।১৭৪ গুরুকুলে বাসকালীন ব্রহ্মচাবী ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক আত্মগত অদৃষ্ট বৃদ্ধিব জন্য নিম্নকথিত নিয়ম গুলিন প্রতিপালন কবিবেন। ১৭৫। তিনি প্রতিদিন স্নান কবিযা শুদ্ধভাবে দেব-ঋষি ও পিতৃতর্পণ কবিবেন, দেবতাদিগেব পূজা কবিবেন এবং সাযং প্রাতে সমিধ দ্বাবা হোম কবিবেন। ১৭৬। ব্রহ্মচাবী মধু ও মাংস ভোজন করিবেন না; গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধাবণ, গুড় প্রভৃতি বস গ্রহণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ কবিবেন না; যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুব কিন্তু কাবণ বশে অম্ল হয়, দধি প্রভৃতি সেই সমুদায শুক্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবেন এবং প্রাণি হিংসা কবিবেন না। ১৭৭। তৈল দ্বাবা সমস্তক সর্ব্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দ্বাবা চক্ষুবঞ্জন; পাদুকা বা ছত্র ধাবণ; কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত, বাদন। ১৭৮। অক্ষাদি ক্রীড়া. লোকেব সহিত বৃথা কলহ, দেশবার্ত্তাদিব অন্বেষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকেব প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন—পবেব অনিষ্টাচবণ—ব্রহ্মচাবী এ সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। ১৭৯। সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবেন এবং হস্তব্যাপাবাদি দ্বাবা কদাচ বেতঃপাত করিবেন না। কামবশতঃ বেতঃ-পাত কবিলে আত্মব্রত একেবাবে নষ্ট হইয়া বায়। ১৮০। এমন কি, যদি অকামতঃ ব্রহ্মচাবীব স্বপ্নদোষেও রেতঃস্খলন হয, তাহা হইলে তিনি স্নান করিয়া সূর্য্যদেবেব অর্চ্চনা কবিবেন এবং "পুনর্ম্মাং এতু ইন্দ্রিয়ং" অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনর্ব্বাব প্রত্যাবর্ত্তন করুক-ইত্যাদি বেদমন্ত্র বাবত্রয় জপ কবিবেন। ১৮১। আচার্য্যেব যাবৎ প্রয়োজন জল কলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ আহবণ কবিবেন এবং প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কবিবেন। ১৮২। যে সকল গৃহস্থ বেদানুষ্ঠানযুক্ত, সন্তুষ্টমনে যাঁহাবা স্ব স্ব বৃত্তিতে কাল যাপন কবিতেছেন, ব্রহ্মচাবী প্রতিদিন শুচি হইয়া তাঁহাদেব গৃহ

হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। ১৮৩। গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতিকুলে বা মাতুলাদি বন্ধু কুলে ভিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে; তবে যদি ভিক্ষোচিত গৃহস্থ না মিলে তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল পরিত্যাগ করিয়া পর-পর মাতুলাদি কুল হইতে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন।১৮৪। আবার পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষোচিত সকলেরও যদি অসদ্ভাব হয়, তাহা হইলে সংযতেন্দ্রিয় ও ভিক্ষাবাক্য বর্জ্জনে মৌনী হইয়া গ্রামভিক্ষা অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিকটেই ভিক্ষা করিবেন কিন্তু অভিশস্ত মহাপাতকাদি যুক্ত গৃহস্থকে ত্যাগ করিবেন।১৮৫। ব্রহ্মচারী দূর হইতে সমিধকাষ্ঠ আহরণ করিয়া অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন করিবেন এবং নিরলস হইয়া সায়ং প্রাতে সেই সমিধকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন। ৮৬। ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় নিরন্তর সপ্তরাত্রি ভিক্ষাচরণ ও সায়ংপ্রাতে সমিধ কাষ্ঠদ্বারা হোম না করেন তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহাকে অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৮৭। প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কিন্তু ভিক্ষান্ন একজন গৃহস্থের নিকট হইতে সংগ্রহ করা উচিত নয়। ভিক্ষান্ন দ্বারা ব্রহ্মচারীর জীবিকাকে ঋষিগণ উপবাস সম পুণ্যজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৮৮। ব্রহ্মচারী দেবতা উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ ভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া ইচ্ছামতে মধুমাংসাদি বর্জ্জিত ব্রহ্মচারীব্রতবৎ অন্ন এবং পিত্রাদি উদ্দেশ্যে আরণ্য নীবারাদি ঋষিবৎ অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার একান্ন সেবনের দোষ অথবা ভিক্ষাব্রতের হানি হয় না। ১৮৯। মন্বাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর প্রতি এইরূপ শ্রাদ্ধাদি স্থলে একান্ন ভোজনের বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়,ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর প্রতি ভিক্ষাচরণ বিহিত হইয়াছে বটে কিন্তু একান্ন সেবনের বিধি নাই। ১৯০। গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হউন বা অনাদিষ্টই হউন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়নে ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন। ১৯১। প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। ১৯২। উত্তরীয় হইতে দক্ষিণ হস্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন শোভনভাবে বস্ত্রাবৃতদেহ হইয়া গুরু "উপবেশন কর" বলিয়া অনুমতি দিলে তাঁহার অভিমুখে উপবেশন করিবেন। ১৯৩। সর্ব্বদা গুরুসন্নিধানে গুরু অপেক্ষা হীনান্ন বস্ত্রবেশ হওয়া উচিত, গুরু যখন উঠিবেন, তাহার অগ্রে উত্থান করা ও গুরু যখন শয়ন করিবেন তাহার পরে শয়ন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। ১৯৪। শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন করিতে করিতে, কিম্বা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অথবা অন্যদিকে মুখ করিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ অথবা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই। ১৯৫। গুরু যদি আসনে বসিয়া আজ্ঞা করেন, শিষ্য উত্থিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন; ঐরূপে গুরু উত্থিত অবস্থায় আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কয়েকপদ গমন করিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে অনুমতি দিলে শিষ্য তাঁহার প্রত্যুদ্গমন, এবং গুরু দ্রুত গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ বা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবেন।১৯৬ গুরু অন্যমুখীন হইয়া থাকিলে শিষ্য সম্মুখীন হইয়া—গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য নিকটস্থ হইয়া এবং গুরু শয়ন অথবা নিকটে অবস্থান করিলে অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে হয়। ১৯৭। গুরু সমীপে শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষা অনুন্নত হওয়া উচিত। গুরু দেখিতে পান, এমন স্থানে শিষ্যের যথেষ্টাসন অর্থাৎ যথেচ্ছাকরচরণাদি প্রসারণ করিয়া উপবেশন করা উচিত নয়। ১৯৮। গুরুর অসাক্ষাতে ও উপাধ্যায় আচার্য্যাদি পূজাবচনশূন্য কেবল মাত্র গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে নাই কিম্বা উপহাস, বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদির অনুকরণ করা উচিত নয়। ১৯৯। যথায় গুরুর পরীবাদ অর্থাৎ বাস্তবদোষোক্তি অথবা নিন্দা অর্থাৎ মিথ্যা দোষোক্তি হয়, তথায়

হস্তাদি দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন অথবা অন্যত্র গমন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। ২০০। গুরুর পরীবাদ করিলে গর্দ্দভ যোনি এবং নিন্দা করিলে কুকুর যোনি প্রাপ্তি হয়; অন্যায়রূপে গুরুদ্রব্য উপভোগ করিলে কৃমি হইতে হয় এবং যে জন গুরুর উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারে, তাহাকে কীট হইতে হয়। ২০১। স্বয়ং গমন না করিয়া অপর কাহারও দ্বারা মালা চন্দনাদি দিয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না এবং স্ত্রীলোকের নিকট গুরু অবস্থিত থাকিলে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে না। শিষ্য যানাসনস্থ থাকিলে তথা হইতে অবতরণ করিয়া গুরুকে অভিবাদন করিবেক। ২০২। পাছে শরীরগত গন্ধ বা বাক্যগত রসকণা গায়ে লাগে, একারণ প্রতিবায়ু বা অনুবায়ুক্রমে শিষ্য কখন গুরুর সহিত উপবেশন করিবেন না অথবা গুরু শুনিতে না পান এমন কিছু কহিবেন না। ২০৩। শিষ্য গোযানে, অশ্বযানে বা উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের ন্যায় উচ্চ প্রদেশে, প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাঙ্গণে, তৃণ নির্ম্মিত বৃহৎ আসনে, শিলাতলে, কাষ্ঠময় আসনে অথবা নৌকায় গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারেন। ২০৪। আচার্য্যের আচার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত গুরুর ন্যায় আচরণ করিবেন। শিষ্য যখন গুরুগৃহে থাকিবেন, তখন গুরু অনুমতি না করিলে মাতা পিতা পিতৃব্যাদি আপনার গুরুলোককে অভিবাদন করিবেন না। ২০৫। বিদ্যাদাতা গুরুকে, রক্তসম্বন্ধীয় পিতৃব্যাদিকে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধকারককে এবং হিতোপদেষ্টাকে গুরুবৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ব্যবহার করিবে। ২০৬। বিদ্যা ও তপস্যাদি সমৃদ্ধ প্রয়োজনে, বয়োবৃদ্ধ গুরুপুত্রে, আর্য্য-ব্রাহ্মণে এবং গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধুজনে গুরুবৎ আচরণ করিবেন। ২০৭। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্কই হউন অথবা যজ্ঞবিদ্যাদিতে শিষ্যই হউন, গুরুপুত্র যদি বেদের অধ্যাপয়িতা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতে হইবেক। ২০৮। কিন্তু গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের গাত্রমর্দ্দন, স্নাপন, উচ্ছিষ্ট ভোজন অথবা তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিবেক না। ২০৯। গুরুর সবর্ণা স্ত্রীসকল গুরুর ন্যায় পূজনীয়া কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীরা কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মানার্হা। ২১০। গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলম্রক্ষণ, তাঁহাকে স্নান, তাঁহার গাত্রমর্দ্দন বা তাঁহার কেশ সংস্কার করিয়া দিবে না। ২১১। গুণদোষাভিজ্ঞ যুবা শিষ্য তরুণী গুরুপত্নীকে কখন পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিবেন না। ২১২। ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব। একারণ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখন প্রমত্ত বা অসাবধান হন না। ২১৩ সংসারে দেহধর্ম্মবশতঃ সকলেই কামক্রোধের বশীভূত। তাহাতে অবিদ্বান্ হউন, আর বিদ্বানই হউন, কামিনী জন অনায়াসে তাঁহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতে সমর্থ হয়েন। ২১৪ মাতা ভগিনী কন্যা প্রভৃতির ও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান্ যে তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ২১৫। যদি ইচ্ছা হয়, যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীগণের পাদগ্রহণ না করিয়া যথাবিধি 'আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করি' বলিয়া ভূমিতে অভিবাদন করিতে পারেন। ২১৬। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে শিষ্টাচার স্মরণ করিয়া যুবা শিষ্য প্রথম দিন বৃদ্ধা গুরুপত্নীকে পাদগ্রহণ দ্বারা বন্দনা করিবেন কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন তাঁহাকে ভূমিতেই অভিবাদন করিবেন। ২১৭। খনিত্র দ্বারা খনন করিতে করিতে যেমন মনুষ্য জল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শুশ্রূষা করিতে করিতে শিষ্য গুরুগত বিদ্যা ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া থাকেন। ২১৮। কেশরহিত মস্তক, জটাযুক্ত মস্তক, অথবা জটাকার শিখামাত্র যাঁহার মস্তকে আছে, যে কোন ব্রহ্মচারী হউন না, অস্ত সময়ে বা উদয় সময়ে সূর্য্য তাঁহাকে যেন গ্রামে দেখিতে না পান। অর্থ এই যে সূর্য্যের উদয়াস্ত সময়ের পূর্ব্বেই তিনি যেন অরণ্যাদিতে গিয়া বহিঃসন্ধ্যার আরাধনা করেন। ২১৯। তিনি যদি স্বেচ্ছাচারী ভাবে শয়ান থাকেন আর সূর্য্য উদয় হন, অথবা

অজ্ঞানবশতঃ শযান থাকেন আব সূর্য্য অস্ত যান,—জ্ঞানকৃত হউক আব অজ্ঞানকৃতই হউক, তাঁহাকে এই পাপেব জন্য সাবাদিন উপবাসী থাকিযা গাযত্রী জপ কবিতে হইবেক। ২২০। যিনি শযান থাকিতে থাকিতে সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হন, তিনি যদি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না কবেন, তবে মহাপাপগ্রস্ত হন। ২২১। অতএব সূর্য্যেব উদয়াস্ত উভয সন্ধিকালে আচমন কবিযা, সুসংযত হইযা শুচিদেশে অনন্যমনে যথাবিধি গায়ত্রী জপ কবতঃ উপাসনা কবিবেক। ২২২। যদি স্ত্রীলোক বা শূদ্রাদিও কিছু শ্রেয়ঃকার্য্যের অনুষ্ঠান বা উপদেশ কবেন, ব্রহ্মচাবী যত্নবান্ হইযা সে সমুদায় সমাচবণ কবিবেন অথবা শাস্ত্রেব অবিবোধী তাঁহাব মনেব যে অভিরুচি, তাহাই কবিবেন। ২২৩। কোন কোন আচার্য্য ধর্ম্মও অর্থকে পবম শ্রেয়ঃ বলিযা নিশ্চয় কবেন, কেহ অর্থ ও কামনা সিদ্ধিকে পবম শ্রেযস্কব বলেন, কেহ একমাত্র ধর্ম্মকে সমুদায ত্রিবর্গসাধনেব মূল বলিযা থাকেন, অপবে অর্থকেই ইহলোকে একমাত্র শ্রেযঃ বলিযা থাকেন; পবন্তু ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটী পবম পুরুষার্থ ও শ্রেযঃ—ইহাই নিশ্চয। ২২৪। বেদদাতা আচার্য্য ব্রহ্মেব সাক্ষ্যাৎমূর্ত্তি; জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মাব মূর্ত্তি; গর্ভধাবিণী মাতা পৃথিবীব সাক্ষাৎ মূর্ত্তি এবং সহোদব ভ্রাতা আপনাব দ্বিতীয মূর্ত্তি। ২২৫। একারণ আচার্য্য পিতা মাতা বা ভ্রাতাকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইলেও ইহাঁদিগকে কাহারও—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেব —কোন মতে অবমাননা কবা উচিত নয়। ২২৬ অপত্যজননে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য কবেন, পুত্র শত শত বর্ষেও তাহা পবিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। ২২৭। প্রতিদিন পিতামাতাব প্রিযানুষ্ঠান কবিবে—আচার্য্যেবও সর্ব্বদা প্রীতি উৎপাদন কবিবে। ইহাঁবা তিনজনে তুষ্ট থাকিলে সমুদায তপস্যা সম্পন্ন হয। ২২৮। ইহাঁদেব তিনজনেব শুশ্রূষাকেই পণ্ডিতেবা পবম তপস্যা বলিযাছেন। ইহাঁদেব অনুমোদিত না হইলে অপব কোন ধর্ম্মেবও আচবণ কবিতে নাই। ২২৯। ইহাঁবা তিন জনই ত্রিলোকপ্রাপ্তিব হেতু—ইহাঁবা তিন জনই আশ্রমত্রয় লাভেব কাবণ; ইহাঁবা তিন জনই ত্রযীবেদ এবং ইহাঁবা তিনজনই তিন অগ্নি। ২৩০। পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্য্যই আহবনীযাগ্নি—এই তিন অগ্নিই পৃথিবীমধ্যে গবীযসী। ২৩১। এই তিনজনেব উপব প্রমাদ প্রকাশ না কবিযা যে গৃহী ইহাঁদেব প্রতি সর্ব্বদা অবহিত থাকেন, তিনি তদ্দ্বাবা ত্রিলোক জয কবেন—তিনি স্বশবীবে দীপ্যমান হইযা দেবতাদিগেব ন্যায স্বর্গে বিমলানন্দ উপভোগ কবেন। ২৩২। মাতৃভক্তি দ্বাবা ভূলোক, পিতৃভক্তিবলে মধ্যম অর্থাৎ অন্তবীক্ষলোক এবং গুরুভক্তিবলে ব্রহ্মলোক লাভ কবা যায়। ২৩৩। যিনি এই তিনজনকে আদব কবেন, তাঁহাব ধর্ম্মকে আদব কবা হয়। আব যিনি এই তিন জনেব অনাদব করেন, তাঁহাব ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি বৃথা। ২৩৪ যতদিন ইহাঁরা জীবিত থাকেন, ততদিনপর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে কোন ধর্ম্ম কর্ম্মেব অনুষ্ঠান কবিতে নাই। প্রতিদিন ইহাঁদেব প্রিযকার্য্য সাধন ও সেবা শুশ্রূষা কবিলেই হইবেক। ২৩৫। ইহাঁদেব সেবাদিব অবিবোধে পবলোককামনায মনোবাক্‌কর্ম্মদ্বাবা যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্মেব অনুষ্ঠান কবিবে, সে সমুদাযই ইহাঁদিগকে নিবেদন কবিবে। ২৩৬। তিন জনকে উক্ত রূপে শুশ্রূষাদি কবিলে পুরুষের ইতিকর্ত্তব্যতা শেষ হয। ইহাই সাক্ষাৎ পবম ধর্ম্ম—তদ্ভিন্ন অগ্নিহোত্রাদি অপব যে কিছু ধর্ম্ম আছে—সকলকেই উপধর্ম্ম বলা যায়। ২৩৭। শ্রদ্ধাযুক্ত হইযা ইতব লোকেব নিকট হইতেও শ্রেযস্কবী বিদ্যা গ্রহণ কবিবেক। অতি অন্ত্যজ চাণ্ডালাদির নিকট হইতেও পবম ধর্ম্ম লাভ কবিবেক এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ কবিবেক। ২৩৮। বিষ হইতেও অমৃতেব উদ্ধাব কবিবেক; বালকেব নিকট হইতেও মাঙ্গলিক বচন গ্রহণ কবিবে—শত্রুবও যদি সদানুষ্ঠান থাকে, তাহাব অনুকবণ করিবে এবং অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণাদি মূল্যবান্ দ্রব্য গ্রহণ কবিবে। ২৩৯। স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ

শিল্পকার্য্য—সকলেব নিকট হইতে সকলে লাভ বা শিক্ষা কবিতে পাবে। ২৪০। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচাবী আপৎকালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতব অপব বর্ণাদিব নিকটে অধ্যযন কবিতে পাবেন এবং যে পর্য্যন্ত অধ্যযন কবিবেন, তৎকালে পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি ভিন্ন অনুগমনাদি দ্বাবা তাঁহাব শুশ্রূষা কবিবেন। ২৪১। যিনি অনুত্তমা গতি বা মোক্ষলাভ কবিতে ইচ্ছা কবেন, তিনি ব্রহ্মচাবীভাবে অব্রাহ্মণ গুরুগৃহে অথবা অধ্যাপনাচাবাদি বহিত ব্রাহ্মণ গুরুগৃহে যাবজ্জীবন বাস কবিবেন না। ২৪২। যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী অর্থাৎ যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস প্রার্থনা কবেন, গুরুকুলে বাস কবতঃ দেহমুক্তি পর্য্যন্ত গুরুশুশ্রূষাদি কবা তাঁহাব একান্ত কর্ত্তব্য। ২৪৩। শবীব সমাপ্তি পর্য্যন্ত যিনি এইরূপে গুরুশুশ্রূষা কবেন, তিনি অনায়াসে শাশ্বত ব্রহ্মস্থানে গমন কবিয়া থাকেন। ২৪৪। ধর্ম্মজ্ঞ শিষ্য গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তনেব পূর্ব্বে কিঞ্চিন্মাত্র ধনাও গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দিবেন না। পবন্তু যখন গুরুব আজ্ঞা অনুসাবে ব্রতসমাপন স্নান কবিবেন, তখন গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান কবিবেন।২৪৫ তখন ক্ষেত্র, সুবর্ণাদি, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্ম্ম-পাদুকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র—যাহা কিছু হউক গুরুকে দিয়া গুরুব প্রীতি উৎপাদন কবিবেন। ২৪৬। আচার্য্য মৃত হইলে গুণান্বিত গুরুপুত্রকে, গুরুপত্নীকে অথবা গুরুব সপিণ্ডদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী শুশ্রূষা কবিবেন। ২৪৭। এবং ইহাঁদেব অভাব হইলে আচার্য্যেব স্থানাসন ব্যবহাব কবতঃ সাযং সমিধ হোমদ্বাবা অগ্নি শুশ্রূষা কবিয়া আপনাব দেহক্ষেপ কবিবেন। ২৪৮। এইরূপে যে বিপ্র অস্খলিতভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যেব আচবণ কবেন, তিনি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হযেন—তাঁহাকে আব পুনর্ব্বাব জন্মগ্রহণ কবিতে হয না। ২৪৯।

ইতি ভৃগুপ্রোক্ত মানবীয ধর্ম্মসংহিতাব
দ্বিতীয় অধ্যায়েব অনুবাদ।

মনুসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎবৎসর যাবৎ বেদত্রয়াধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল কিম্বা চতুর্থাংশ কাল অথবা যত দিন পর্য্যন্ত তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, তত-কাল গুরুগৃহে যাপন করিবেন। ১। তিনবেদ, দুইবেদ, অথবা একবেদ শাখাদি যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালাভ হইলে পর, স্ত্রী সংপ্রয়োগ হইতে অস্খলিত ভাবে নিবৃত্ত থাকিলে পর, তবে গার্হস্থে অর্থাৎ দারপরি-গ্রহে অধিকারী হওয়া যায়। ২। গৃহাশ্রম ধর্ম্মে অভিমুখীভূত ব্রহ্মচারীকে পিতা অথবা আচার্য্যের নিকট হইতে গৃহীতবেদ ও প্রাপ্ত-সম্পত্তি দেখিয়া বিবাহের পূর্ব্বে মাল্যালঙ্কৃত ও মহার্হ শয্যায় উপবেশন করাইয়া গবাদি মধুপর্কদ্বারা অগ্রে পূজা করিবেক। ৩। গুরুর অনুমতিগ্রহণ করিয়া ব্রতস্নান সমাপনের পর দ্বিজ ব্রহ্মচারী লক্ষণান্বিতা সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন। ৪। যে স্ত্রীলোক মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশ-জাত নহেন ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহেন এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা নাহয় অর্থাৎ পিতৃষস্রাদি সন্ততি সম্ভূতা না হয়, এমন স্ত্রীলোকই বিবাহসাধ্য কর্ম্মে এবং সুরতক্রিয়ায় প্রশস্তা। ৫। গো, ছাগ, মেষ, ও ধনধান্য দ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহা-বংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশকুল পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ৬। হীন-ক্রিয় অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বিবর্হিত; নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে; নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন রহিত; রোমশ অর্থাৎ সকলেই বহু লোম যুক্ত এবং অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্রি এবং কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত—এই দশকুলে বিবাহ সম্বন্ধ রাখিবে না। ৭। যাঁহার মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, যাঁহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যিনি চির-রোগিণী, যাঁহার গাত্রে লোম নাই অথবা অতিশয় লোম আছে; যিনি অপরিমিত বাচাল অথবা যাঁহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। ৮। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবাসূচক দাসাদির নামে যে কন্যার নাম, তাঁহাকে এবং অতিভয়ানক নামযুক্তা কন্যা-কেও বিবাহ করিবেন না। একে একে যথা;—আমলকী, যমুনা, বর্ব্বরী, বিন্ধ্য, সারিকা, ভুজঙ্গী, চেটী, ডাকিনী, রেবতী ইত্যাদি। ৯। যাহার কোন অঙ্গবিকৃতি নাই; যাঁহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের ন্যায় যাহার গমন মনোহর, যাহার লোম, কেশ ও দন্ত অনতিস্থূল—এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে। ১০।

যে কন্যাব ভ্রাতা নাই অথবা যাহাব পিতৃবৃত্তান্ত বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না—প্রাজ্ঞজন সেই কন্যাকে পুত্রিকা অথবা জারজ বা মদ্যপজাত আশঙ্কায় বিবাহ কবিবেন না। অপুত্রক পিতাব যদি কন্যা থাকে তবে সেই কন্যাতে স্বসন্তান সংকল্প হব অর্থাৎ আপনার পুত্রেব ন্যায় ঐ দুহিতৃপুত্রে সপিণ্ডনাদি সম্পন্ন হইবে, পিতা এই সংকল্প কবেন—ইহাতে কন্যাব পুত্রিকাত্ব হয়। ১১। দ্বিজাতিগণেব সবর্ণা স্ত্রী বিবাহই সর্ব্বাগ্রে প্রশস্ত কিন্তু তাহাতে প্রীতি না হইলে কামতঃ প্রবৃত্ত পুনর্বিবাহে নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকই পবপব শ্রেষ্ঠ হব। ১২। শূদ্রাই কেবল শূদ্রেব ভার্য্যা হইবে; বৈশ্যবর্ণ বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ কবিতে পাবে, ক্ষত্রিযবর্ণ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ কবিতে পাবে এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিযা বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চাবিবর্ণেব স্ত্রীলোককেই বিবাহ কবিতে পাবে। ১৩। ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেব বিপদ্‌কালেও শূদ্রাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণেব উপদেশ নাই। কিন্তু কাম্যত্বে গৃহীত হইতে পারে। ১৪। দ্বিজাতিগণ যদি মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ কবেন, তাহা হইলে তাঁহাবা পুত্র পৌত্রাদিসহ সবংশে শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ১৫। শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ কবিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হয়েন, ইহা অত্রি ও উতথ্যপুত্র গৌতম মুনিব মত। শৌনক মুনিব মতে শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন কবিলে পতিত হইতে হয় এবং ভৃগুব মতে শূদ্রোৎপন্ন সন্তানেব সন্তান হইলে পতিত হইতে হয়। ১৬। শূদ্রাতে গমন কবিলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় এবং তাহাতে পুত্রোৎপাদন কবিলে ব্রাহ্মণেব ব্রহ্মণ্য থাকে না। ১৭। যে দ্বিজেব দৈব, পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য্য শূদ্রাপ্রধান, অর্থাৎ শূদ্রা গৃহিণী স্বরূপা হইযা যাঁহাব এই সকল কার্য্যে যোগ দেয, তাঁহাব সেই হব্যকব্য দেব ও পিতৃলোকেবা গ্রহণ কবেন না এবং সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য দ্বাবা স্বর্গ লাভও কবিতে পাবেন না। ১৮। শূদ্রাব অধববস পানকাবী, তাহাব নিঃশ্বাস গ্রহণকাবী এবং সেই শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদনকারী দ্বিজেব এ সকল পাপেব আব নিষ্কৃতি নাই। ১৯। চাবিবর্ণেব ইহ ও পবলোকে হিতাহিতজনক, স্ত্রী প্রাপ্তিব উপায় স্বরূপ, আট প্রকাব বিবাহ কর্ম্ম এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২০। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুব, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ। ২১। যে বর্ণেব যে বিবাহ ধর্ম্ম্য ও যে বিবাহে যে গুণ দোষ সমুৎপন্ন হয় এবং যে বিবাহোৎপন্ন সন্তানে যে যে গুণাগুণ জন্মে, আমি তোমাদিগকে সমুদাবই বলিব। ২২। প্রথম হইতে ক্রমাবস্থিত ছবটী বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুব ও গান্ধর্ব্ব এই ছয়টী ব্রাহ্মণেব পক্ষে ধর্ম্মজনক, শেষ হইতে চাবিটী বিবাহ অর্থাৎ আসুব, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চাবিপ্রকাব বিবাহ ক্ষত্রিয়েব পক্ষে ধর্ম্ম্য এবং বৈশ্য ও শূদ্রেব পক্ষে রাক্ষস ব্যতীত ঐ কয়েকটী বিবাহ অর্থাৎ আসুব, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ ধর্ম্মজনক বলিযা জানিবে। ২৩। সুসন্তানজনক বলিযা প্রথম চাবিপ্রকাব অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য ব্রাহ্মণেব পক্ষে প্রশস্ত বা প্রথমকল্প, ক্ষত্রিয়েব পক্ষে একমাত্র রাক্ষস বিবাহ এবং বৈশ্য শূদ্রেব পক্ষে আসুব বিবাহ প্রশস্ত বা প্রথমকল্প বলিযা পণ্ডিতেবা কহেন। ২৪। কিন্তু এই শাস্ত্রমতে, প্রাজাপত্য, আসুব, গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ এই পাঁচ প্রকাব বিবাহেব মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই তিন প্রকাব বিবাহ ধর্ম্মজনক; অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর বিবাহ অধর্ম্মজনক। এই দুই বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ২৫। পূর্ব্বকথিত গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদিত হউক অথবা মিশ্রভাবেই হউক, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উভয়ই ধর্ম্মজনক। স্ত্রী পুরুষেব পরস্পব অনুরাগ আছে অথচ বিবাহ যুদ্ধলব্ধ হইলে তাহাকে মিশ্র অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব রাক্ষস বলে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাব বিবাহ কেবলমাত্র গান্ধর্ব্ব, বিচিত্রবীর্য্য এবং অম্বিকাব বিবাহ কেবলমাত্র রাক্ষস এবং

বিবাহ যুদ্ধলব্ধ হইলে তাহাকে মিশ্র অর্থাৎ গান্ধর্ব্বরাক্ষস বলে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ কেবলমাত্র গান্ধর্ব্ব, বিচিত্রবীর্য্য এবং অম্বিকার বিবাহ কেবলমাত্র রাক্ষস এবং অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহকে মিশ্র অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব রাক্ষস বিবাহ বলা যায়। ২৬। কন্যাকে সুবিশেষ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। ২৭। অতিবিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সালঙ্কৃত কন্যার যে দান তাহাকে দৈববিবাহ বলে। দৈবকার্য্য সিদ্ধির কামনায় এই বিবাহসম্প্রদান হয় বলিয়া ইহাকে দৈববিবাহ বলে। ২৮। যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে গোবলীবর্দ্দ এক যুগ (জোড়া) বা দুই যুগই হউক, গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যে বিধিবৎ কন্যাদান, তাহাকে আর্য্য বিবাহ বলে। ২৯। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ করিবে এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করাইয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরকে যে কন্যাদান তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। গার্হস্থ্যধর্ম্মনিয়মে আবদ্ধ করাতে এই বিবাহ দৈবাদি হইতে হীন। ৩০। শাস্ত্রমতে নয়, পরন্তু আপনার উপর নির্ভর করিয়া কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া স্বেচ্ছাচারমতে যে কন্যা গ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। ইহা কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত। পরন্তু হোমাদিদ্বারা পশ্চাৎ উহার বিবাহত্ব সিদ্ধি হয়। ৩২। কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া, ছেদন করিয়া, তাহাদিগের গৃহভেদ করিয়া, হা হতোস্মি কৃতবতী রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। ৩৩। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা উন্মত্তা স্ত্রীলোকে যে গোপনভাবে গমন করা তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক ও অধম। ৩৪। উদকদানপূর্ব্বক কন্যাদানই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রশস্ত। পরন্তু ক্ষত্রিয়াদি অপরাপর বর্ণের পক্ষে যাহার যেরূপ অভিরুচি সে তাহা দিয়া কন্যা দান করিবে। ৩৫। এই সকল বিবাহের মধ্যে যাহার যেরূপ গুণ মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, বিপ্রগণ! আমি সেই সমুদায় সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৬। ব্রাহ্ম বিবাহে যে সন্তান জন্মে, সুকৃতকারী হইলে তাঁহা দ্বারা পরলোকগত পিতৃপিতামহাদি দশ পূর্ব্বপুরুষ ও পুত্র পৌত্রাদি দশ পরপুরুষ এবং আপনি স্বয়ং—এই একবিংশতি পুরুষ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। ৩৭। দৈববিবাহোৎপন্ন পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিত্রাদি সাত পুরুষ ও পর পর পুত্রাদি সাত পুরুষকে; আর্য্য বিবাহোৎপন্ন পুত্র পিত্রাদি তিন পুরুষ ও পুত্রাদি তিন পুরুষকে এবং প্রাজাপত্য বিবাহোৎপন্ন পুত্র পিত্রাদি ছয় ও পুত্রাদি ছয় পুরুষকে পাপ হইতে উদ্ধার করেন। ৩৮। ক্রমাবস্থিত ব্রাহ্ম্যাদি চারি বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য ও প্রাজাপত্য বিবাহে যে যে সন্তান জন্মে, তাঁহারা ব্রহ্মতেজযুক্ত ও সাধুসম্মত হন। ৩৯। তাঁহারা সুরূপ, সত্ত্বগুণপ্রধান, ধনবান্, যশস্বী, পর্য্যাপ্ত ভোগবান্ ও ধার্ম্মিক হয়েন এবং শত বৎসর জীবিত থাকেন। ৪০। অবশিষ্ট আর চারিটী ইতর বিবাহে অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদবিদ্বেষী পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। ৪১। অনিন্দিতা স্ত্রী বিবাহে অনিন্দিত সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং নিন্দিত বিবাহে মনুষ্যদিগের নিন্দিত সন্তান জন্মে। এই হেতু নিন্দিত বিবাহ ত্যাগ করিবেক। ৪২। শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণসংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণপরিবর্ত্তে বক্ষ্যমাণ বিধিই প্রশস্ত। ৪৩। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন, তখন ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণ না করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তধৃত শর গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে বিবাহ করিলে, বৈশ্যা বরহস্তস্থ প্রতোদ (গোতাড়ন যষ্টির) একদেশ গ্রহণ করিবেন শূদ্রাকে বিবাহ করিলে, শূদ্রা ব্রাহ্মণাদিপতির হ

বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবেক। ৪৪। অপত্যোৎপত্তি না হইলে ঋতুকালে অবশ্যই স্ত্রীগমন করিবে। কদাচ ঋতুকাল উল্লঙ্ঘন করিবে না। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য কালেও ভার্য্যার তৃপ্ত্যর্থ রতিকামনায় স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে, কিন্তু কি ঋতুকালে কি অন্যসময়ে অমাবস্যাদি পর্ব্বদিন বর্জ্জন করিবেক। ৪৫। শিষ্টনিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া স্ত্রীলোকের ঋতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ষোড়শ অহোরাত্র জানিবে। ৪৬। তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি, একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রি এই ছয় রাত্রি স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ; অবশিষ্ট দশ রাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্ত। ৪৭। এই দশ রাত্রির মধ্যে আবার ছয়, আট, দশ প্রভৃতি যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র জন্মে এবং পাঁচ সাত প্রভৃতি অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা জন্মে। একারণ পুত্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে ঋতুকালে যুগ্মরাত্রিতেই স্ত্রীগমন বিধেয়। ৪৮। অযুগ্মরাত্রি হইলেও পুরুষের বীর্য্যাধিক্যে পুত্রসন্তান জন্মে, যুগ্মরাত্রি হইলেও স্ত্রীর বীর্য্যাধিক্যে কন্যা সন্তান জন্মে, এবং উভয়ের বীর্য্য সাম্য হইলে ক্লীব অথবা যমজ পুত্রকন্যা হয়। আবার যদি উভয়েরই বীর্য্য অসার বা অল্প হয়, তাহা হইলে গর্ভ হয় না। ৪৯। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি ও অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্টরাত্রি এই চতুর্দ্দশ রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্ব্ববর্জ্জিত দুই রাত্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই থাকেন—তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কোন হানি হয় না। ৫০। ধনগ্রহণদোষজ্ঞ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্পমাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভবশতঃ কন্যা বিনিময়রূপ ধন গ্রহণ করিলে অপত্যবিক্রয়ী হইতে হয়। গোবধ ও অপত্য বিক্রয় উভয়ই সমান উপপাতক। ৫১। পিতা প্রভৃতি যে বন্ধুস্থানীয়গণ মোহবশতঃ কন্যা বা ভগিনী নিমিত্ত স্ত্রীধন অথবা তৎসম্বন্ধীয় দাসী বাহন বা বস্ত্রাদি উপভোগ করেন, সেই পাপমতি পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হবেন। ৫২। আর্ষবিবাহে গোমিথুনরূপ শুল্ক বরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে ইহা কেহ কেহ কহেন, কিন্তু সে কথা অসৎ। কেননা, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, কন্যার কারণ যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই বিক্রয় সিদ্ধ হয়। ৫৩। তবে বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে প্রীতিপূর্ব্বক যে ধন দান করেন, পিত্রাদি তাহা না লইয়া যদি কন্যাকে দেন, তাহা হইলে তাহাকে বিক্রয় বলে না। কেননা ঐরূপ ধন কুমারীগণের পূজোপহার—উহা গ্রহণে কিছুমাত্র পাপ নাই। ৫৪। স্ত্রীলোককে বহু মানপূর্ব্বক ভোজনাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহুকল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য। ৫৫। যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন আছেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সমুদায় বৃথা হইয়া যায়। ৫৬। যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। ৫৭। স্ত্রীলোকগণ অসৎকৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, সেই কুল অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৫৮। অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালেই হউক আর উৎসবকালেই হউক নিত্যই অশন বসন ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ৫৯। যে পরিবার মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে। ৬০। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে নারী স্বামীর প্রমোদ জন্মাইতে পারেন না। আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে না পারিলেও সুসন্তানোৎপাদন হয় না। ৬১। স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহরভাবে সজ্জিত থাকেন, তবে সমুদায় গৃহই শোভা পাইতে থাকে। আর স্ত্রী যদি রুচিকরা না হয়, তাহা হইলে সমুদায় গৃহই শোভাহীন বোধ হয়। ৬২। কুবিবাহে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ালোপে, বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়নাভাবে এবং ব্রাহ্মণের অনাদরে এই সকল কারণে অতি শ্রেষ্ঠ কুলও নিকৃষ্ট

হইয়া যায়। ৬৩। বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পকার্য্য; বৃদ্ধি লোভে ধনপ্রয়োগ, শূদ্রার গর্ভে সন্তানোৎপাদন, গো, অশ্ব, যান প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয় এবং কৃষি ও রাজসেবা; ।৬৪। অযাজ্যের যাজন; শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মের প্রতি নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং মন্ত্র অর্থাৎ বেদ হীন হওয়া—এই সকল কারণে কুলের উৎকর্ষতা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ৬৫। কিন্তু যে কুল বেদ দ্বারা সমৃদ্ধ অর্থাৎ যে কুলে বেদাধ্যয়ন, বেদার্থ জ্ঞান ও বেদবিহিত কর্ম্মের নিত্যই অনুষ্ঠান হইতে থাকে, সেই কুল অল্পধনশালী হইলেও কুলগণনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মহাসুখ্যাতি লাভ করে। ৬৬। বিবাহলব্ধ অগ্নিতে গৃহী যথাবিধি অষ্টকাদি গৃহকর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবেন, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং প্রাত্যহিকী পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। ৬৭। গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণীবধ স্থান আছে—যথা চুল্লী (উনন), পেষণী (জাঁতা বা শীল নোড়া), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী অর্থাৎ উদুখল মূষল এবং উদকুম্ভ বা জলাধার কলস। এই পাঁচটী স্বকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে প্রাণী হিংসা হয়। ৬৮। সেই চুল্লী প্রভৃতি বধ স্থান দ্বারা যে পাপ উৎপন্ন হয়, সেই পাপ সমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। ৬৯। অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ বলে। ৭০। শক্তি থাকিতে যে গৃহস্থ এই পঞ্চমহাযজ্ঞ একদিনও পরিত্যাগ না করেন, তিনি নিত্য গার্হস্থ্যে বাস করিলেও পঞ্চ সূনা পাপে লিপ্ত হন না। ৭১। দেবতা, অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আত্মা এই পাঁচজনকে যে ব্যক্তি উক্ত পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে অর্থাৎ তাহার জীবন বৃথা। ৭২। কোন কোন বেদশাখায় ঐ পঞ্চ মহাযজ্ঞকে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মহুত ও প্রাশিত এই পাঁচ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৭৩। ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভূতযজ্ঞের নাম প্রহুত, নবযজ্ঞ বা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনার নাম ব্রাহ্ম্যহুত এবং পিতৃ তর্পণের নাম প্রাশিত বলে। ৭৪। দারিদ্র্যদোষাদিহেতু অতিথিসেবা প্রভৃতিতে অশক্ত হইলে তথাপি বেদাধ্যয়নে ও হোমকার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিবে। যিনি দৈবকর্ম্মে সতত নিযুক্ত থাকেন, তিনিই এই চরাচর সমুদায় ধারণ করেন। ৭৫। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সর্ব্বরসের আহর্ত্তা সূর্য্যদেবে তাহা অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হয়, সূর্য্য হইতে সেই রস বৃষ্টিরূপে পতিত হয়—বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। ৭৬। যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, সেই রূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া অপরাপর আশ্রমবাসিগণ জীবন ধারণ করিতেছেন। ৭৭। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—তিন আশ্রমীই, যে হেতু প্রতিদিন গৃহস্থ কর্ত্তৃক বিদ্যা ও অন্নদানাদি দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন; একারণ গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭৮। যিনি পরকালে অক্ষয় স্বর্গ কামনা এবং ইহকালে সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অতি যত্নের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইলে অথবা ইন্দ্রিয়গণ সুসংযত না থাকিলে এই পবিত্র আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা যায় না। ৭৯। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ এবং অতিথি সকল ইঁহারা সকলেই গৃহস্থের উপর প্রত্যাশা রাখেন; অতএব ইঁহাদিগের প্রতি বক্ষ্যমাণ কর্ত্তব্যসকল সম্পাদন করাই জ্ঞানবান্ গৃহস্থের উচিত। ৮০। স্বাধ্যায় পাঠে ঋষিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে, হোমদ্বারা দেবগণের—শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের—অন্নদ্বারা মনুষ্যগণের এবং বলিপ্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি জীবগণকে যথাবিধি পরিতৃপ্ত রাখিবে। ৮১। অন্নাদি দ্বারা—জলদ্বারা অথবা দুগ্ধ ও ফলমূলাদি দ্বারাই হউক, পিতৃগণের প্রীতি উদ্দেশে প্রতিদিন যথাসম্ভব শ্রাদ্ধ করিবে। ৮২। পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞে পিতৃতৃপ্ত্যর্থ একটী ব্রাহ্মণও ভোজন-

করাইবেক। বৈশ্বদেবাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের আবশ্যকতা নাই। ৮৩। দ্বিজগণ প্রতিদিন সংস্কৃত অগ্নিতে বৈশ্বদেবোদ্দেশ্য সিদ্ধ অর্থাৎ পক্ক অন্ন দ্বারা বিধিপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ দেবগণের হোম করিবেন। বৈশ্বদেব হোমের বিধি যথাঃ—৮৪। প্রথমতঃ অগ্নির ও সোমের, তার পর অগ্নিসোম সমস্তের, তার পর বিশ্বদেবের এবং ধন্বন্তরির ; ৮৫। তৎপরে কুহুর, অনুমতির, প্রজাপতির ; পরে সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে দ্যাবা পৃথিবীর এবং সর্ব্বশেষে ইষ্টকৃৎ অগ্নিকে আহুতি প্রদান করিবেক। ৮৬। যথাঃ—অগ্নয়ে স্বাহা ১২ সোমায় স্বাহা ২। অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা ৩। বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যঃ স্বাহাঃ ৪। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা ৫। কুহ্বৈ স্বাহা ৬। অনুমত্যৈ স্বাহা ৭। প্রজাপতয়ে স্বাহা ৮। দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং স্বাহা ৯। এবং শেষে অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা বলিয়া হোম করিবে।৮৬। উক্ত প্রকারে অনন্যমনা হইয় প্রতিদেবতাকে হবির্দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্বাদি দিকক্রমে প্রদক্ষিণাবর্ত্তের সকল দিকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, সোম ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদের অনুচর দেবতাদিগকে বলি প্রদান করিবে। ৮৭। যথাঃ—পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্রায় নমঃ, ইন্দ্র পুরুষেভ্যো নমঃ। দক্ষিণে যমায় নমঃ, যমপুরুষেভ্যো নমঃ। পশ্চিমে বরুণায় নমঃ, বরুণপুরুষেভ্যো নমঃ। উত্তরে সোমায় নমঃ, সোমপুরুষেভ্যো নমঃ—এই বলিয়া বলি প্রদান করিবে। পরে মণ্ডলের দ্বার দেশে মরুদ্ভ্যো নমঃ, জলমধ্যে অদ্ভ্যো নমঃ এবং মূষল বা উদূখলে বনস্পতিভ্যো নমঃ বলিয়া বলি দিবেক। ৮৮। বাস্তু পুরুষের শিরঃ প্রদেশে উত্তর পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মীকে শ্রিয় নমঃ বলিয়া, তাঁহার পাদদেশে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ভদ্রকালীকে ভদ্রকাল্যৈ নমঃ বলিয়া, এবং গৃহমধ্যে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মণে নমঃ ও বাস্তুদেবতাকে বাস্তোঃপতয়ে নমঃ বলিয়া বলি প্রদান করিবেক। ৮৯। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ, নক্তঞ্চারিভ্যো নমঃ এই বলিয়া সমুদায় দেবগণের এবং দিবাচর ও রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে ঊর্দ্ধ আকাশে বলি উৎক্ষেপ করিবেক। ৯০। শেষে আপনার পৃষ্ঠ দেশে ভূভাগোপরি সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ বলিয়া সকল ভূতকে বলি প্রদান করিবেক এবং বলিশেষে অর্থাৎ এই সকল বলি দিয়া যে অন্ন থাকিবে তাহা দক্ষিণদিকে দক্ষিণ মুখ ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃদিগকে "স্বধা পিতৃভ্যঃ" বলিয়া বলি দিবেক। ৯১। পরে কুক্কুর, পতিত, কুক্কুরোপজীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগের জন্য অন্নান্তর পাত্রে গ্রহণ করিয়া ধূলি না লাগে এমন করিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে স্থাপন করিবে। ৯২। যে ব্রাহ্মণ এই রূপে প্রতি দিন অন্ন-দানাদি দ্বারা সর্ব্বভূতের পূজা করেন, তিনি তেজোময় শরীর পরিগ্রহ করিয়া সরল পথ দিয়া পরম স্থানে গমন করেন। ৯৩। এই বলি কর্ম্মসমাপনানন্তর গৃহী সর্ব্বাগ্রে অতিথিকে ভোজন করাইবেন এবং ভিক্ষুক অথবা ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা প্রদান করিবেন। ৯৪। গুরুকে যথাবিধি গোদান করিয়া ব্রহ্মচারীর যে পুণ্যলাভ হয়, দ্বিজ গৃহী ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিয়া গৃহস্থাশ্রমে সেই পুণ্য লাভ করেন।৯৫। ভিক্ষাই হউক, আর জলপূর্ণপাত্রই হউক, তাহা যেন স্বস্তিবাচনাদি বিধিপূর্ব্বক পূজাসহকারে বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রদান করা হয়।৯৬। দানমর্য্যাদানভিজ্ঞ দাতা মোহবশতঃ পিতৃদেবোদ্দিষ্ট হব্য কব্য, বেদাধ্যয়ন অথবা জ্ঞানানুষ্ঠান শূন্য সুতরাং ভস্মের ন্যায় নিস্তেজ ব্রাহ্মণকে যে দান করেন ইহাতে তাঁহার সে সমুদায় হব্য কব্য নিষ্ফল হইয়া যায়। ৯৭। বিদ্যা ও তপস্তেজসম্পন্ন অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণমুখে যে হব্যকব্যের আহুতি প্রদত্ত হয়, তদ্দ্বারা বিবিধ সঙ্কট হইতে ও মহৎ পাপ সকল হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। ৯৮। সম্প্রাপ্ত অতিথিকে গৃহস্থ বিধিপূর্ব্বক সৎকার করিয়া আসন, পাদ প্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিবেন। ৯৯। উঞ্ছবৃত্তিজীবি হউন, অথবা প্রতিদিন পঞ্চাগ্নিতে হোম করুন—গৃহস্থ যত কেন দরিদ্র ও পুণ্যশালী হউন না, যদি ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁহার গৃহে অনাদৃতভাবে বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় সুকৃতিই সেই অতিথি হরণ করিয়া থাকেন। ত্রেতাগ্নি আবসথ্য ও সভ্য—এই পঞ্চাগ্নি। ১০০। অতি দরিদ্র

হইলে ও অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বসিবার জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল ও চতুর্থতঃ স্নিগ্ধকর প্রিয়বচন—এসকলের অভাব সজ্জনের গৃহে কখনই হইতে পারে না। ১০১। এক রাত্রিমাত্র পরগৃহে বাস করেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায়। অনিত্য স্থিতি এই ব্যুৎপত্তিতে অতিথি নাম কথিত হইয়া থাকে। ১০২। ভার্য্যা এবং অগ্নিসন্নিহিত থাকিলে ও তথাপি সমানগ্রামবাসী অথবা বিচিত্র পরিহাসাদি কথাজীবী গৃহাগত ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায় না। এতদ্দ্বারা ভার্য্যা ও অগ্নিরহিত প্রবাসীর পক্ষে আতিথ্যকার্য্যের তত আবশ্যকতা নাই বোধ হইতেছে। ১০৩। পরান্ন ভোজনের দোষ না জানিয়া যে গৃহস্থ আতিথ্যলোভে গ্রামান্তর বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই পাপে জন্মান্তরে সে অন্নদাতার পশু হইয়া থাকে। ১০৪। সূর্য্যদেব কর্তৃক আনীত সায়ংকালের অতিথি কোন ক্রমেই প্রত্যাখ্যেয় নয়। যথা কালেই আসুন আর অকালেই বা আসুন, অতিথিকে গৃহে কখন উপবাসী রাখিবে না। ১০৫। যে দ্রব্য অতিথিকে ভোজন করাইতে পারিলেনা, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইলেও স্বয়ং ভোজন করিবে না। অতিথির প্রসন্নতা বলে গৃহস্থ ধন যশ আয়ুঃ ও স্বর্গ লাভ করেন। ১০৬। আসন, গৃহ, খট্টাদি শয্যা, প্রতিগমনকালীন অনুগমন, সমীপে উপবেশনাদি উপাসনা—এই সকলের তারতম্য অতিথি বিবেচনায় করিবে। উত্তম অতিথিকে উত্তম রূপে, হীনে হীন ভাবে এবং সমান অতিথিকে সমভাবে করিবে। অর্থ এই যে সকল অতিথির প্রতি সমভাবে আচরণ বিধেয় নয়। ১০৭। বৈশ্বদেব কর্ম্মের অতিথি ভোজনপর্য্যন্ত শেষ হইলে পর- যদি অন্য কোন অতিথি গৃহে আগত হয়, তাহাকেও যথাশক্তি অন্নাদি পাক করিয়া দিবে কিন্তু তন্নিমিত্তে আবার বৈশ্বদেব বলির আয়োজন করিতে হইবে না। ১০৮। ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণ কখনও আপনার কুল গোত্রের বিজ্ঞাপন করিবেন না। ভোজনের জন্য যাহাকে আপনার কুল বা গোত্রের প্রশংসা করিতে হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে বান্তাশী অর্থাৎ বমনভোজী বলিয়া ঘৃণা করেন। ১০৯। ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইঁহাদিগকে অতিথি বলা যায় না। গৃহাগত বন্ধু, জ্ঞাতি বা গুরু—ইঁহারাও অতিথিবাচ্য নহেন। ১১০। কিন্তু যদি ক্ষত্রিয়ও অতিথিরূপে গৃহে সমাগত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণঅতিথি সকল ভোজন করিলে পর, তাঁহাকেও যথেষ্ট ভোজন করাইবে। ১১১। ব্রাহ্মণের গৃহে বৈশ্য শূদ্রও যদি অতিথিধর্ম্মী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে দয়ার অনুরোধে তাহাদিগকে ও ভৃত্যবর্গের সহিত ভোজন করাইবেক। ১১২। ক্ষত্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত সখা, সহাধ্যায়ী, কুটুম্ব প্রভৃতি যদি প্রণয় উপলক্ষে গৃহে উপস্থিত হন, তাহা হইলে যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বীয় ভার্য্যার সহিত স্বয়ং তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবেক। অপর কাহাকেও নিযুক্ত করিবেনা। ১১৩। নব বিবাহিতা স্ত্রী পুত্রবধূ বা দুহিতা প্রভৃতিকে, বালকদিগকে, রোগিদিগকে এবং গর্ভবতীদিগকে কোন বিচার না করিয়া অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবেক। ১১৪। যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি উক্ত স্ববাসিনী এবং অতিথ্যাদিকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে আপনি ভোজন করেন, তাঁহার চৈতন্য নাই যে এই দেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য। ১১৫। ব্রাহ্মণগণকে, জ্ঞাতি ও দাসাদি ভরণীয়বর্গকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে গৃহস্থদম্পতী তাহা ভোজন করিবেন। ১১৬। দেবলোক, ঋষিলোক, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক,ও গৃহদেবতা সকলকে অন্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া গৃহস্থকে তদনন্তর শেষ ভোজন করিতে হয়। ১১৭। যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে। ১১৮ রাজা, পুরোহিত, স্নাতক, গুরু, জামাতা, শ্বশুর ও মাতুল ইঁহারা সম্বৎসরের পর গৃহে সমাগত হইলে, গৃহী গৃহোক্ত মধুপর্ক দ্বারা ইঁহাদিগের পূজা করিবেন। ১১৯। রাজা ও স্নাতক ইঁহারা সম্বৎসরের মধ্যেও যদি যজ্ঞ কর্ম্মে উপস্থিত হন, তাহা হইলে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে

হয়। কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন অন্য সময়ে উপস্থিত হইলে মধুপর্ক দিতে হয় না ইহাই সিদ্ধান্ত।১২০। পত্নী সায়ংকালে সিদ্ধ অন্ন দ্বারা মন্ত্র ব্যতিরেকেই দেবতোদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। যেহেতু বৈশ্বদেব নামক বলি অন্নসাধ্য, ইহা সায়ং ও প্রাতঃকাল বিহিত। ১২১। সাগ্নিক দ্বিজ অমাবস্যায় পিতৃযজ্ঞ সমাপন করিয়া পশ্চাৎ পিণ্ডান্বাহার্য্যক নামে শ্রাদ্ধ করিবেন। ১২২। পিতৃলোকের মাস মাস যে শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ বলেন। এই শ্রাদ্ধ প্রশস্ত আমিষ দ্বারা যত্ন সহকারে সম্পাদন করিতে হয়।১২৩। এই শ্রাদ্ধে যে যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, যে যে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিতে হয়, যতগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় এবং যেরূপ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইতে হয়, দ্বিজোত্তমগণ! আমি সেই সমুদায় সম্যক্‌রূপে বলিতেছি। ১২৪। দৈবকার্য্যে দুই, ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদিপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রসক্ত হইবে না। ১২৫। ব্রাহ্মণবাহুল্য হইলে তাঁহাদের সেবা, দেশকাল, শুদ্ধাশুদ্ধ এবং পাত্রাপাত্র বিচার—এই পাঁচটী সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকে না। একারণ ব্রাহ্মণবাহুল্য করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়।১২৬। প্রতি অমাবস্যায় এই প্রেতকৃত্য করাকে লোকে পিত্র্যকার্য্য বলিয়া থাকে। যিনি এই পিত্র্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার নিত্যই ধন ধান্যাদি সম্পদ লাভ হয়। ১২৭। পূজ্যতম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দেব পিতৃ সম্বন্ধীয় হব্যকব্যাদি অন্ন সকল প্রদান করা দাতাগণের উচিত। এইরূপ ব্রাহ্মণে দান করিলে মহাফল জন্মে। ১২৮। দ্বিজ দৈব এবং পিতৃকার্য্যে এক একটী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। ইহাতেও তাঁহার পুষ্টতর ফল লাভ হইবে কিন্তু বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই। ১২৯। বেদপারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইবে অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের ও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ ছিল তাহা নিরূপণ করিবে। এইরূপ বংশপরম্পরা শুদ্ধ বেদপারগ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য বহনের তীর্থ স্বরূপ। এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩০। বেদানভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণ ও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশলক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের ফল ধর্ম্মতঃ একা ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ১৩১। জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্যকব্য প্রদান করা উচিত। রক্তাক্ত হস্ত রক্তদ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখন শুদ্ধ হয় না। অর্থ এই যে—মূর্খ পাপী লোকদিগকে ভোজন করাইয়া পাপীর পাপ কখন বিদূরিত হয় না॥ ১৩২॥ অজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্যকব্যে যে কয়েকটী গ্রাস ভোজন করেন, মৃত হইলে পর পরলোকে তাঁহাকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়॥ ১৩৩॥ দ্বিজগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপধ্যাপরায়ণ, কেহ কেহ বা তপস্যা ও অধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ এবং আর কতকগুলিন কর্ম্মনিষ্ঠ॥ ১৩৪॥ ইহার মধ্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে যে কব্য, তাহা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণেই যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু দেবসম্বন্ধীয় হব্য সকল যথান্যায় ঐ চারিপ্রকার ব্রাহ্মণকেই দেওয়া যাইতে পারে॥ ১৩৫॥ যাঁহার পিতা মূর্খ, কিন্তু যিনি স্বয়ং বেদপারগ, অথবা যিনি নিজে মূর্খ কিন্তু পিতা বেদপারগ,॥ ১৩৬॥ এই দুই জনের মধ্যে যাঁহার পিতা বেদপারগ তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে প্রশস্যতর পাত্র বলিয়া জানিবে। কিন্তু বেদমর্য্যাদার জন্য ইতর অর্থাৎ অশ্রোত্রিয়পিতৃক বেদজ্ঞও সৎকারার্হ। বেদপারগ পিতার পুত্র বিশিষ্টসংস্কারবান্ হেতু তাঁহার পাত্রত্ব অধিক॥ ১৩৭॥ শ্রাদ্ধকার্য্যে মিত্রতানিবন্ধন ভোজন করাইবে না; ধনান্তর বা কারণান্তর দ্বারা মিত্রের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু যিনি শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন, এমন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করান কর্ত্তব্য॥ ১৩৮॥ যাঁহার শ্রাদ্ধ অথবা

দৈবকার্য্য মিত্রপ্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ যাঁহার শ্রাদ্ধাদিতে মিত্রগণই ভোজন করেন, তাঁহার সেই কার্য্যে পারলৌকিক কোন ফল নাই ॥ ১৩৯ ॥ যে মনুষ্য মোহবশতঃ শ্রাদ্ধকার্য্য দ্বারা মিত্রতা সম্পাদন করিতে চায়, শ্রাদ্ধমিত্র সেই দ্বিজাধম কখন স্বর্গলাভের অধিকারী হয় না ॥ ১৪০ ॥ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক মিত্রতাসাধন যে গোষ্ঠীভোজন, উহাকে ঋষিরা পিশাচ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। এক গৃহেই আবদ্ধ অন্ধগাভীর ন্যায়, ঐ রূপ ভোজন দানে ইহলোকেই মিত্রাদি সংগ্রহ রূপ উপকার হইয়া থাকে পরন্তু উহা হইতে পিতৃলোকাদি পারলৌকিক কোন উপকার নাই ॥ ১৪১ ॥ লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করিয়া বপনকারী যেমন কোন ফল লাভ করে না, তদ্রূপ অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে হবি দান করিয়া দাতা কোন ফল পান না ॥ ১৪২ ॥ পরন্তু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে বিধিবৎ দক্ষিণা দান করিলে দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়ে ইহ পর—উভয় লোকেই ফলভাগী হন ॥ ১৪৩ ॥ শ্রাদ্ধে বরং মিত্রকেও স্থলবিশেষে ভোজন করাইতে পারে, কিন্তু শত্রু যদি অতি বিদ্বান্ও হন তাঁহাকে ভোজন করান কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। শত্রুলোকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে পরলোকের পক্ষে উহা একেবারে নিষ্ফল ॥ ১৪৪ ॥ শ্রাদ্ধে অতি যত্নের সহিত বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে, অথবা সমুদায় শাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে, কিম্বা সমাপ্তাধ্যায়ী সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে ॥ ১৪৫ ॥ এই তিন ব্রাহ্মণের একজন ও যাঁহার শ্রাদ্ধে অর্চ্চিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহার পিত্রাদি সপ্ত পুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তি লাভ হয়। ১৪৬। হব্য কব্য প্রদানে পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই মুখ্যকল্প জানিবে। তদভাবে সাধুজনানুষ্ঠিত বক্ষ্যমাণ অনুকল্পবিধি এই যে :—১৪৭। মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃষস্থ পিতৃষস্থপুত্রাদি বন্ধু পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইবে। ১৪৮। ধর্ম্মজ্ঞজন দৈব ক্রিয়ায় ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা করিবেন না কিন্তু পিতৃকার্য্যে তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবেন। ১৪৯। যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, যাহারা পতিত, যাহারা ক্লীব, যাহারা নাস্তিকবৃত্তি অবলম্বী ; তাহারা দৈব ও পৈত্র্য উভয় কার্য্যেই অগ্রাহ্য, একথা মনু বলিয়াছেন ॥ ১৫০ ॥ বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, এবং বহুযাজনশীল ব্রাহ্মণ, ইহাঁদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না ॥ ১৫১ ॥ চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, প্রতিমাপরিচারক দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রয়ী, এবং যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত— বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে হব্য কব্যে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫২ ॥ গ্রামের বা রাজার সরকারী ভৃত্য, কুৎসিৎ নখরোগ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূলাচরণকারী, শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগকারী এবং কুসীদজীবী এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫৩ ॥ যক্ষ্মা রোগী, ছাগ গো প্রভৃতি পশুপালক, অকৃতদার জ্যেষ্ঠ থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে, সেই পরিবেত্তা, পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিত, ব্রাহ্মণদ্বেষী, কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়াছে. কিন্তু যে জ্যেষ্ঠের বিবাহ হয় নাই, সেই পরিবিত্তি, এবং গণার্থ অর্থাৎ সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট মঠ বা ধনাদিজীবী এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে ভোজন করাইবে না ॥ ১৫৪॥ যে সকল ব্রাহ্মণ নর্ত্তন বা গায়নাদি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্রহ্মচারী বা যতি স্ত্রী সম্পর্ক দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সবর্ণা বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছেন ; যিনি পুনর্ভূপুত্র, কাণ, ও যাহার জায়ার উপপতি আছে, এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না ॥ ১৫৫॥ যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে বেতন লইয়া বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যিনি সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষী, কুণ্ড অর্থাৎ স্বামী বর্ত্তমানে জারজ সন্তান, গোলক অর্থাৎ স্বামীর মরণের পর জারজ সন্তান—ইহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না ॥ ১৫৬ ॥ যে ব্রাহ্মণ

পিতামাতা বা গুরুগণকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন ও কন্যাদানাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিলিত হইয়াছে—তাহাদিগকে হব্যকব্যে ভোজন করাইবে না॥ ১৫৭॥ যে ব্রাহ্মণ গৃহদাহ করে, যে ব্রাহ্মণ লোকের প্রাণনাশের জন্য বিষ প্রদান করে, যে ব্রাহ্মণ কুণ্ডগোলকের অন্ন গ্রহণ করে, যে সোমলতা বিক্রয় করে, যে সমুদ্রযাত্রা করে, যে স্তুতিবাদ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তৈলের জন্য যে তিলাদিবীজ পেষণ করে এবং যে তুলামান বা লেখ্যাদিবিষয়ে সকল জাল করে—ইহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না॥ ১৫৮॥ যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যে আপনি দ্যূত ক্রীড়া জানে না কিন্তু অর্থ দিয়া পরের দ্বারা খেলায়, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপায়ী, যে পাপরোগী, যে অভিশপ্ত, যে ব্রাহ্মণ ছদ্ম বেশে অধর্ম্মকারী এবং যে ইক্ষু প্রভৃতির রস বিক্রয় করে—তাহারা হব্যকব্য গ্রহণে উপযুক্ত নয়॥ ১৫৯॥ যে ব্রাহ্মণ ধনুক ও শর নির্ম্মাণ করে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ না হইতে যে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় তাহার পতি, যে মিত্রের অপকার করে, যে দ্যূত দ্বারা জীবিকা করে এবং যে পুত্রের নিকট বেদশাস্ত্রে শিক্ষিত—এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না॥ ১৬০॥ যাহার অপস্মার রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা আছে, যাহার শ্বেত কুষ্ঠ আছে, যে দুর্জ্জন, উন্মত্ত, অন্ধ ও বেদনিন্দক—তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।১৬১ যে ব্রাহ্মণ হস্তী, গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমক অর্থাৎ উহাদিগের দমন বা শিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, নক্ষত্রাদিগণনা করা যাহার উপজীবিকা, যে পক্ষীপোষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য—ইহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না॥ ১৬২॥ যে ব্রাহ্মণ সেতুভেদাদি দ্বারা প্রবহমান স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করে অথবা সেই স্রোতের অবরোধ করে; যে বাস্তুবিদ্যাজীবী অর্থাৎ জীবিকার জন্য বাটী নির্ম্মাণাদি করে; যে দৌত্যকর্ম্ম করে, যে বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষ রোপণ করে—ইহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না॥ ১৬৩॥ যে ব্রাহ্মণ ক্রীড়া দেখাইবার জন্য কুকুর পোষণ করে; যে শ্যেন পক্ষীর ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে কন্যাকাস্ত্রীলোক গমন করে, যে হিংসাবৃত্তি করে, যে শূদ্র সেবাদি দ্বারা জীবিকা করে, যে নানাজাতীয় লোকের যাজক—তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না॥১৬৪ যে ব্রাহ্মণ আচারহীন, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহ, যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা দ্বারা অপরের বিরক্তি জন্মায়, যে স্বয়ংকৃত কৃষি দ্বারা জীবিকা করে, ব্যাধির দ্বারা যাহার চরণ স্থূল হইয়াছে এবং যে সাধুদিগের নিন্দিত—তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না॥ ১৬৫॥ যে ব্রাহ্মণ মেষ ও মহিষ দ্বারা জীবিকা করেন, যিনি পরপূর্ব্বাপতি অর্থাৎ একবার বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রীর স্বামী, যিনি ধনগ্রহণ করিয়া শবের নির্হার কার্য্য অর্থাৎ বহনাদি করেন—এই সকল লোককে যত্নপূর্ব্বক হব্যকব্য হইতে পরিবর্জ্জন করিবেক।১৬৬। এই সকল নিন্দিতাচারী পঙ্‌ক্তি প্রবেশের অযোগ্য দ্বিজাধমদিগকে দ্বিজপ্রবর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ দৈব ও পৈত্র্য উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবেন॥ ১৬৭॥ তৃণের অগ্নি যেমন শীঘ্র উপশম হইয়া যায়, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণ ও তদ্রূপ; তৃণের অগ্নিতে যেমন কেহই ঘৃতাহুতি প্রদান করে না, তদ্রূপ জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকেও হব্যাদি প্রদান করা উচিত নয়॥ ১৬৮॥ দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্মে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য প্রদান করিলে দাতার পরলোকে যে ফলোদয় হয়, তাহা আমি অবশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৬৯॥ শাস্ত্রাচার বর্জ্জিত পংক্তিদূষণ পরিবেত্তাদি এবং অপত্রাপর চৌরাদি দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যে হব্যকব্য ভুক্ত হয়, তাহা রাক্ষসেরা ভোজন করে॥১৭০ জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনগ্নিক ও অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ ও অগ্নি স্বীকার করে, সেই কনিষ্ঠভ্রাতাকে পরিবেত্তা ও সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পরিবিত্তি বলে॥ ১৭১॥ পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, পরিবেদনীয়া কন্যা, কন্যাসম্প্রদানকর্ত্তা ও ঐ বিবাহের পুরোহিত—এই পাঁচজন সকলেই নরক প্রাপ্ত

হয়॥ ১৭৩॥ পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ঋতুতে এক এক বার গমন না করিয়া যে ব্যক্তি নিয়োগধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কামবশতঃ মৃতভ্রাতার পত্নীতে আসক্ত হয়, তাহাকে দিধিষুপতি বলে। স্মৃত্যন্তরে পরপূর্ব্বার পতিকে দিধিষূপতি বলিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জনকত্বহেতু ব্যাসকে দিধিষূপতি বলা যায়॥ ১৭৪॥ পরদার গমনে যে দুই প্রকার সন্তান হয়, তাহাদিগকে কুণ্ড ও গোলক বলে। তন্মধ্যে পতি জীবিত থাকিতে তাঁহার স্ত্রীতে অপর কর্ত্তৃক যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে কুণ্ড ও পতি মৃত হইলে তাহার স্ত্রীতে যে সন্তানোৎপন্ন হয়, তাহাকে গোলক বলে॥ ১৭৫॥ পরক্ষেত্রে উৎপন্ন কুণ্ড ও গোলক এই দুইটী প্রাণীকে যে হব্য কব্য প্রদান করা যায়, তাহাতে দাতার কি ইহলোকে, কি পরলোকে কুত্রাপি কোন ফল জন্মে না॥ ১৭৬॥ অপাঙ্‌ক্তেয় লোকেরা পঙ্‌ক্তি ভোজনে যতগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দেখে, অন্নদাতা ততগুলি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পান না॥ ১৭৭॥ অন্ধ ব্যক্তি যদি পংক্তিভোজন দর্শনেন্দ্রিয় উপযুক্ত স্থানে উপবেশনও করে, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার নবতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল নষ্ট হয়, কাণা যদি এইরূপ করে তবে ষষ্টি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল, শ্বিত্ররোগী শত ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল, ও পাপরোগী এইরূপ উপবেশন করিলে সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের ফল নষ্ট করে॥ ১৭৮। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যে যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই সেই পংক্তিগত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইতে দাতা বঞ্চিত থাকেন॥ ১৭৯॥ ব্রাহ্মণ বেদবিৎ হইলেও যদি লোভবশতঃ শূদ্রযাজীর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, অপক্ক শরাবাদি পাত্রে জল প্রবেশ করিলে তাহা যেমন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ তিনিও শীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকেন॥ ১৮০॥ সোমলতা বিক্রেতাকে যাহা দান করা যায় তাহা বিষ্ঠাবৎ অর্থাৎ দেবপিতৃর ত্যজ্য; চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পূয ও শোণিতবৎ ত্যজ্য; দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা যায় তাহা নষ্টবৎ এবং বৃদ্ধিজীবীকে যাহা দেওয়া যায় তাহা দেবাদি সমীপে স্থান লাভই করিতে পারে না॥ ১৮১॥ বণিক্ বৃত্তিজীবী বা পৌনর্ভব দ্বিজকে যে হব্য কব্য দান করা যায়, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কোন ফল হয় না। উহা ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়॥ ১৮২॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত অসাধু ও অপরাপর অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে যে হব্য কব্য প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা বলেন যে তাহা মেদ, মাংস, রক্ত, মাজ্জা ও অস্থি-স্বরূপ॥ ১৮৩॥ আবার যে দ্বিজোত্তমগণ কর্ত্তৃক অপাঙ্‌ক্তেয় তস্করাদি দ্বারা দূষিত পংক্তি ও পবিত্র হয়, সেই পংক্তিপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কথা সমগ্র ভাবে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৮৪॥ সমুদায় বেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমুদয় বেদাঙ্গে ও যাহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং দশপুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণকেই পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে॥ ১৮৫॥ যজুর্ব্বেদের প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত যিনি ব্রতস্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট, প্রখ্যাত ত্রিসুপর্ণ যিনি ব্রতার্থে গ্রহণ করিয়াছেন, ছয়টী বেদাঙ্গে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি; যিনি ব্রাহ্ম্যবিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত, এবং যিনি জ্যেষ্ঠ সাম অর্থাৎ সামবেদের আরণ্যক গান করিয়া থাকেন, এই ছয়জন—সকলেই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ॥ ১৮৬॥ বেদার্থের বেত্তা, বেদার্থের প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, বহুদানশীল, শতায়ু-বর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সকলেই পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে॥ ১৮৭॥ শ্রাদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্বদিনে অথবা শ্রাদ্ধ দিনে অত্যন্ত ন্যূন সংখ্যা হইলে অন্ততঃ তিনটী পূর্ব্ব-কথিত ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে॥ ১৮৮॥ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে নিমন্ত্রণের দিন হইতে শ্রাদ্ধাহোরাত্র যাবৎ স্ত্রী নিবৃত্তি ও যথানিয়মানুষ্ঠানবান্ হইবেন এবং জপাদি সন্ধ্যোপাসনাব্যতীত বেদ অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহাকেও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে॥ ১৮৯॥ নিমন্ত্রিত সেই ব্রাহ্মণশরীরে পিতৃগণ অদৃশ্যরূপে অনুপ্রবেশ করেন, তাঁহারা যথায় গমন করেন,

বায়ুপ্রমাণ পিতৃগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহারা আসীন হইলে পিতৃগণ উপবিষ্ট হন। ১৮৯। দৈব ও পিতৃকার্য্যে যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি কোন ক্রমে তাহার অতিক্রম করেন অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ভোজন না করেন অথবা ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মবান্ না হন, তাহা হইলে সেই পাপে তাঁহার শুকরযোনি প্রাপ্তি হয়। ১৯০। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রী সম্ভোগাদি করেন, শ্রাদ্ধ কর্ত্তার যে কিছু পাপ আছে, সে সমুদয় তাঁহাতে সংক্রামিত হয়। ১৯১। পিতৃগণ ক্রোধশূন্য, শৌচপরায়ণ এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মচারীভাবে অবস্থিত; তাঁহারা শস্ত্রত্যাগী, ঔদার্য্যাদিগুণযুক্ত, মহাত্মা এবং তাঁহারা দেবতাদিগেরও পূর্ব্বতন। তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে গেলে তদ্ধর্ম্মী হওয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা উভয়েরই আবশ্যক। ১৯২। যাঁহা হইতে এই সমুদায় পিতৃলোকের উৎপত্তি; যাঁহারা এই পিতৃলোক; এবং যে যে নয়মে ইঁহাদিগকে পূজা করিতে হয়, সেই সমুদায় সম্যক্‌ভাবে শ্রবণ কর। ১৯৩। হৈরণ্যগর্ভ মনুর মরীচি আদি যে সমুদয় পুত্র আছে, সেই সমুদায় মরীচ্যাদি ঋষিগণের পুত্র সোমপা প্রভৃতিকে শাস্ত্রে পিতৃগণ বলিয়া কথিত হয়। ১৯৪ তন্মধ্যে সোমসদ নামে বিরাটের পুত্রগণ সাধ্যগণের পিতৃলোক, এবং ত্রিলোকবিখ্যাত অগ্নিষাত্তা নামক মরীচিসন্তানেরা দেবতাগণের পিতৃলোক। ১৯৫। ব্রাহ্মণগণের সোমপা নামে পিতৃলোক, ক্ষত্রিয়দিগের হবির্ভুজ নামে পিতৃলোক, বৈশ্যদিগের আজ্যপা নামে পিতৃলোক এবং শূদ্রদিগের পিতৃলোক সুকালিনগণ। ১৯৬। বর্হিষদ্ নামক অত্রিসন্তানেরা দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, সুপর্ণ ও কিন্নর ইহাদিগের পিতৃলোক। ১৯৭। ভৃগুপুত্রেরা পূর্ব্বোক্ত সোমপানামে পিতৃলোক বলিয়া অভিহিত; অঙ্গিরার সন্তানেরা হবির্ভুজ বা হবিষ্মন্ত নামে বিখ্যাত; পুলস্ত্যের সন্তানেরা আজ্যপা নামে এবং বশিষ্ঠের সন্তানেরা সুকালিন নামে বিখ্যাত। ১৯৮। অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ্, অগ্নিষত্তা ও সৌম্য ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১৯৯। এই যে সকল প্রধান প্রধান পিতৃগণ বলা হইল, এই জগতে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি অনন্তবংশপরম্পরাকেও পিতৃলোক বলিয়া জানিবে। ২০০। মরীচাদি ঋষিগণ হইতে পিতৃলোক উৎপন্ন হইয়াছেন, পিতৃলোক হইতে দেবদানব এবং দেবতা সকল হইতেই এই চরাচর জগৎ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছেন। ২০১। পিতৃদিগকে রৌপ্যময়পাত্রে অথবা রৌপ্যযুক্ত তাম্রাদিপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জলদান করিলে ও তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তির কারণ হয়। ২০২। দ্বিজাতিগণের দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্যের অঙ্গস্বরূপ পূর্ব্বপোষকমাত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। ২০৩। পিতৃকার্য্যের রক্ষাকর বলিয়া দেবকার্য্যে অর্থাৎ বিশ্বদেব আবহনাদি অগ্রে করিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি যদি রক্ষা হীন হয়, তাহা হইলে রাক্ষসেরা উহা নষ্ট করে। ২০৪। এই কারণ শ্রাদ্ধকার্য্যের আদিতে ও অন্তে বিশ্বদেব আবাহন ও বিসর্জ্জনাদি দেবকার্য্য করা উচিত। ইহা পিত্র্যাদ্যন্ত হওয়া উচিত নহে। যে জন অগ্রে দেবকার্য্য না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণাদি নিমন্ত্রণ ও শেষে পিতৃব্রাহ্মণের বিসর্জ্জনাদি করেন, তিনি শ্রাদ্ধবিঘ্নহেতু সত্বর সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হন। ২০৫। শ্রাদ্ধ কার্য্যের জন্য অস্থি বা অঙ্গারাদিশূন্য শুচি ও নির্জ্জন প্রদেশ স্থির করিয়া তাহা গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিবে। সেই স্থানটী যদি স্বভাবতঃ দক্ষিণদিকে ক্রমাবনত না হয়, তবে যত্ন সহকারে তাহাকে দক্ষিণাবনত করিবে। ২০৬। স্বভাবশুচি অনাবৃত স্থানে, নদ্যাদির তীরে ও নির্জ্জন প্রদেশে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক সর্ব্বদা পরিতুষ্ট থাকেন। ২০৭। সেই স্থানে কুশযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ আসন বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে সম্যক্ স্নানাচমনকৃত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে একে একে উপবেশন করাইবে। অত্র দেব ব্রাহ্মণের আসনে পূর্ব্বাগ্র দুই কুশ ও পিতৃব্রাহ্মণের আসনে দক্ষিণাগ্র এক কুশ প্রদান করিতে হয়। ২০৮। সেই ব্রাহ্মণগণকে সুখময় আসনে উপবেশন করাইয়া কুঙ্কুমাদি বিলেপন ও গন্ধমাল্য

ধূপদীপাদি দ্বারা দেবপূর্ব্ব ক্রমে তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিবে অর্থাৎ অগ্রে দেবব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পিতৃব্রাহ্মণের পূজা করিবে। ২০৯। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে কুশ ও তিল মিশ্রিত অর্ঘ জল দান করিয়া, সমুদায়ের যুগপৎ অনুজ্ঞা লইয়া বক্ষ্যমাণ রীতি ক্রমে অগ্নিতে হোম করিবেক। ২১০।

অগ্নি, সোম, যম ইহাঁদিগকে অগ্রে বিধিবৎ হবির্দ্দান দ্বারা প্রীত করিয়া পশ্চাৎ অন্নাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিবে॥ ২১১॥ অকৃতবিবাহহেতু অথবা দারাদি কারণে যদি উপাসনাগ্নির অসম্ভাব হয় তবে ব্রাহ্মণ হস্তেই উক্ত আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। যেহেতু বেদদর্শী ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, যিনি অগ্নি তিনিই ব্রাহ্মণ—ইহাঁদের মধ্যে কিছু ইতর বিশেষ নাই॥ ২১২॥ ঋষিগণ দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে অক্রোধন, সদা সুপ্রসন্ন, সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে পুরাতন, লোকসমূহের মঙ্গল-বর্দ্ধনে সদাযুক্ত এবং শ্রাদ্ধকার্য্যের পাত্রভূত দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ২১৩॥ অগ্নিতে পর্য্যুক্ষণ বা পরিস্তরণাদি যাহা কিছু করণীয় আছে, সে সমুদায় দক্ষিণাভিমুখ বা দক্ষিণসংস্থ হইয়া করিতে হইবে। এবং দক্ষিণ হস্তে পিণ্ডের আধারভূত ভূমিভাগে জলদান করিতে হয়॥ ২১৪॥ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া হুতাবশিষ্ট দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া তিনটী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে এবং তাহা দক্ষিণাভিমুখে অনন্যমনে দক্ষিণ হস্তের পিতৃ-তীর্থ দ্বারা সেই কুশের উপর প্রদান করিবে॥ ২১৫॥ স্বগৃহ্যোক্তবিধানে যত্ন পূর্ব্বক দর্ভের উপর পিণ্ডদান করিয়া সেই দর্ভের মূলদেশ দ্বারা হস্ত মার্জ্জনা করিয়া লেপ-ভুক্ বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধ তিন পুরুষের তৃপ্তির জন্য সেই মার্জ্জিত অন্ন প্রদান করিবে॥ ২১৬॥ অনন্তর উত্তরমুখ হইয়া আচ-মন করিয়া ধীরে ধীরে প্রাণায়ামত্রয় করিয়া "বসন্তায় নমস্তুভ্যং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ছয় ঋতুকে নমস্কার করিবে এবং "নমো বঃ পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণমুখে পিত্রাদিকেও নমস্কার করিবে॥ ২১৭॥ উদকপাত্রস্থ শেষ-জল প্রত্যেক পিণ্ডের সমীপদেশে ক্রমে ক্রমে উৎসর্গ করিবে, এবং যে ক্রমে পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, অনন্যমনে সেই ক্রমেই প্রত্যেক পিণ্ডের আঘ্রাণ লইবে॥ ২১৮॥ পরে পিতৃপিণ্ড-ক্রমে প্রত্যেক পিণ্ড হইতে অল্প অল্প অংশ গ্রহণ করিয়া আসীন সেই ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে উহা ভোজন করাইবে॥ ২১৯॥ পিতা জীবিত থাকিলে, পিতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে অথবা পিতৃব্রাহ্মণস্থানে স্বীয় পিতাকেই ভোজন করাইবে॥ ২২০॥ কিন্তু যাহার পিতা মরিয়াছেন ও পিতামহ জীবিত আছেন, তিনি পিতা ও প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ করিবেন॥২২১ জীবিত পিতামহ পিতামহের ব্রাহ্মণস্থানীয় হইয়া ভোজন করিবেন, অথবা পৌত্র তাঁহার অনুমতি লইয়া ইচ্ছামত স্বয়ংই শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিবেন ইহা মনু বলিয়াছেন॥ ২২৩॥ তদনন্তর ব্রাহ্মণগণের হস্তে দর্ভ ও তিলযুক্ত জল দিয়া পূর্ব্বকথিত পিণ্ডাগ্র গুলি "পিত্রে-স্বধাস্তু" বলিয়া সমর্পণ করিবে॥ ২২৪॥ পরে অন্নপূর্ণপাত্র স্বয়ং উভয় করে গ্রহণ করিয়া পরিবেষণার্থ পিতৃলোকের স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের সমীপে স্থাপন করিবে॥ ২২৫॥ দুই হস্তে ধারণ না করিয়া যে অন্ন আনা হয় বা পরিবেষণ করা যায়, দুষ্টচেতা অসুরেরা তাহা হঠাৎ অপহরণ করে॥ ২২৬॥ শাক সূপাদি ব্যঞ্জন সকল, পয়োদধি ঘৃত মধু—এ সকল পরিবেষণের পূর্ব্বে অতি সাবধান হইয়া অনন্য-মনে ভূমিতে স্থাপন করিবে॥ ২২৭॥ বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী, নানাপ্রকার ফল-মূল, হৃদয়গ্রাহী মাংস সকল, নানা প্রকার সুগন্ধিযুক্ত পানীয়;॥ ২২৮॥ এই সকল ক্রমে-ক্রমে সমাহিত মনে ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত করিয়া তৎপরে অতি সাবধানে তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করিবে এবং পরিবেষণকালে পরিবেষ্য-মাণ ভোজ্য দ্রব্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে। ২২৯। পরিবেষণ কালে অশ্রুপাত করিবে না, অন্নহস্তে ক্রোধ করিবে না, মিথ্যাকথা বলিবে না, পাদ-দ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না; কিম্বা অন্ন বিকীর্ণ বা ছড়াইবে না॥ ২৩০॥ অন্নহস্তে অশ্রুপাত করিলে সেই অন্নদ্বারা প্রেতদিগের তৃপ্তি বর্দ্ধন,

ক্রোধ করিলে, সেই অন্ন দ্বারা শত্রুদিগের, মিথ্যা কথা কহিলে তদ্দ্বারা কুকুরদিগের, পাদস্পর্শ দ্বারা রাক্ষসদিগের এবং অন্ন প্রক্ষিপ্ত হইলে তদ্দ্বারা দুষ্কৃতিকারীগণের পাপাত্মা তৃপ্ত হয়। এইরূপ অন্নে পিতৃলোকের কদাচ তৃপ্তি হয় না॥ ২৩১॥ যে যে ভোজ্য গ্রহণে ব্রাহ্মণগণের অভিরুচি হয়, অকার্পণ্য ভাবে সেই সমুদয়ই ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজনকালে পরমাত্মবিষয়িনী আলাপ পিতৃগণের অভীপ্সিত। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ অথবা খিল অর্থাৎ শ্রীসূক্তাদি শুনাইতে হয়। ২৩২। আপনি প্রসন্নমনা হইয়া প্রিয়বচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে; ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে, এবং অন্নাদির গুণকীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিবে। ২৩৩। দৌহিত্র ব্রহ্মচারীকে যত্ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। ইঁহাকে বসিবার জন্য উত্তর দেশীয় চারু আসন প্রদান করিবে এবং সেই ভূমিতে তিল বিকীরণ করিবে। ২৩৪। শ্রাদ্ধকার্য্যে দৌহিত্র, নেপাল দেশীয় কম্বল এবং তিল এই তিনটী পরম পবিত্র জানিবে। শৌচ, অক্রোধ, অত্বরা অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কোন কর্ম্ম না করিয়া শান্তভাবে করা—এই তিনটী অতি প্রশস্ত গুণ বলিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশংসিত হয়। ২৩৫। সমুদায় অন্ন অত্যুষ্ণ হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ বাক্য সংযমনপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিবেন। পরিবেষ্টা, ভোজ্য দ্রব্যের গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা বাক্যদ্বারা তাঁহাকে কিছু উত্তর দিবেন না। ২৩৬। যতক্ষণ অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ ব্রাহ্মণগণ বাক্যত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন এবং যতক্ষণ ভোজ্যের গুণাগুণ বলা না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণ ব্রাহ্মণমুখে তাহা ভোজন করেন। ২৩৭। মস্তকে বস্ত্রাদি বেষ্টিত করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া যে অন্ন ভোজন করা হয়, পাদুকা ধারণ করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, তাহা রাক্ষসেরাই ভোজন করে। পিতৃলোক তাহা গ্রহণ করেন না। ২৩৮। ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেছেন—এমন সময়ে চণ্ডাল, শূকর, কুক্কুট, কুক্কুর, রজস্বলা স্ত্রীলোক এবং ক্লীব যেন তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায় এমন উপায় করিবে। ২৩৯। হোমে, দানকার্য্যে, ভোজনে, দৈব অথবা পিতৃকর্ম্মে ইহাদিগের দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয়, সেই কর্ম্ম যথাযথ ফল উৎপাদন করে না। ২৪০। শূকর ঘ্রাণের দ্বারা, কুক্কুট পক্ষবায়ু দ্বারা, কুকুর দৃষ্টিক্ষেপ দ্বারা, এবং নীচলোকে স্পর্শ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম নষ্ট করে। ২৪১। খঞ্জ, কাণ, হীনাঙ্গ অথবা অধিকাঙ্গব্যক্তি, ইহারা যদি শ্রাদ্ধদাতার ভৃত্য ও হয়, তথাপি ইহাদিগকে শ্রাদ্ধের স্থান হইতে অপসারণ করিবে। ২৪২। শ্রাদ্ধকালে যদি গৃহস্থ অথবা ভিক্ষুকব্রাহ্মণ ভোজন নিমিত্ত উপস্থিত হয়, তবে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে। ২৪৩। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইলে পর, সর্ব্বপ্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি একত্রিত ও জল দ্বারা তাহা প্লাবিত করিয়া—ব্রাহ্মণগণের সম্মুখ ভূমিতে দর্ভোপরি তাহা স্থাপন করিবে। ২৪৪। দর্ভের উপর ঐ বিপ্রপাত্রোচ্ছিষ্ট স্থাপিত-অন্ন অগ্নি সংস্কারের অযোগ্য—মৃত বালিকাদির ও যেসকল স্ত্রী স্বকীয় কুল ত্যাগ করিয়া মৃত হইয়াছে তাহাদিগের প্রাপ্যভাগ জানিবে। ২৪৫। শ্রাদ্ধকর্ম্মে যে উচ্ছিষ্ট অন্ন ভূমিতে পড়িয়া যায়, উহা সরলস্বভাব আলস্যশূন্য, অকুটিলহৃদয় দাসবর্গের প্রাপ্যভাগ বলিয়া ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৪৬। সাপিণ্ডীকরণপর্য্যন্ত আসন্নমৃতের যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়, তাহা বৈশ্বদেব রহিত করিয়া করিতে হয়। তাহাতে এক ব্রাহ্মণ, এক পিণ্ড ও এক পবিত্রের আবশ্যক। ২৪৭। ধর্ম্মানুসারে মৃতব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ সমাপন হইলে পর, পুত্রেরা মৃতাহাদি সকল তিথিতে পার্ব্বণের রীতিক্রমে উহাঁর পিণ্ডদান করিবেন। ২৪৮। শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন শূদ্রকে দেয়, সেই মূর্খ কালসূত্র নামে নরকে অধোমুখে পতিত হয়। ২৪৯। শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া সেই দিবারাত্রির মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে সেই বিষ্ঠাতে সম্ভোগকারীর

পিতৃলোক একমাস যাবৎ শয়ন করিয়া থাকেন। ২৫৩। ব্রাহ্মণেরা তৃপ্ত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাদিগকে "স্বদিত" অর্থাৎ "উত্তম আহার হইয়াছে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আচমন করাইবে। আচমন করিলে তাঁহাদিগকে "ভো অভিরম্যতাং অর্থাৎ "বিশ্রাম করুন" এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্রামের জন্ম নিবেদন করিবে ॥ ২৫১ ॥ তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে "স্বধাস্ত" "স্বধা হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। সমুদায় পিতৃকার্য্যে স্বধা শব্দের উচ্চারণই পরম আশীর্ব্বাদ ॥ ২৫৩ ॥ স্বধা শব্দে আশীর্ব্বাদ করিলে পর "ভুক্ত অন্ন কাহাকে দিব" এই কথা সেই ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহারা যাহাকে দিতে বলিবেন, তাহাকে ঐ অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৫৪ ॥ পিতামাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে "স্বদিত" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিবে; গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে "সুশ্রুত" এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে "সম্পন্ন" এই বলিয়া, এবং দেবোদ্দেশ্য শ্রাদ্ধে "রুচিত" এই কথা বলিয়া, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিতে হয় ॥ ২৫৫ ॥ অপরাহ্নকাল, কুশাদি, বাস্তু সম্পাদন অর্থাৎ উত্তমরূপে গৃহাদি মার্জ্জন প্রভৃতি, তিল, অকাতরে ব্রাহ্মণগণকে অন্নাদি দান, অন্নাদি শুদ্ধি এবং পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ লাভ—শ্রাদ্ধকর্ম্মে এই কয়েটী প্রধান সম্পদ বা অঙ্গ ॥ ২৫৬ ॥ কুশ, মন্ত্র, পূর্ব্বাহ্নকাল, উৎকৃষ্ট হবিষ্যান্নাদি এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল পবিত্রতার কথা বলা হইয়াছে, ইহারা দৈবকার্য্যেতে সম্পদ বলিয়া গণনীয় ॥ ২৫৬ ॥ মুনিজন-সেবিত আরণ্য নীবারাদি অন্ন, দুগ্ধ, সোমরস, অবিকৃত সদ্যোমাংস, সৈন্ধবাদি অবিকৃত লবণ ইহাদিগকে প্রকৃতিপ্রস্তুত হবিষ্যান্ন বলিয়া ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৫৭ ॥ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়া শুচিভাবে মৌনাবলম্বী হইয়া একাগ্রচিত্তে দক্ষিণদিক্ সম্পৃহনয়নে অবলোকন করিতে করিতে পিতৃলোকের নিকট এই সকল বর প্রার্থনা করিবে ॥ ২৫৮ ॥ যে, হে পিতৃগণ। আমাদের কুলে যেন দাতালোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যাগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বেদ শাস্ত্রের যেন সম্যক্ আলোচনা হয়: আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পরা যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে, বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যের ও যেন কখন অসদ্ভাব না থাকে" ॥ ২৫৯ ॥ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন ও এইরূপে প্রার্থনাশেষ হইলে পর, পিণ্ডগুলি গাভি, ব্রাহ্মণ অথবা ছাগের দ্বারা ভোজন করাইবে, কিম্বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৬০ ॥ কোন কোন আচার্য্যেরা অগ্রে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পরে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা পক্ষিগণকে পিণ্ডগুলি খাওয়াইয়া থাকেন, অপর কেহ কেহ বা তাহাদিগকে অগ্নিতে বা জলে নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দেন ॥ ২৬১ ॥ পিতৃপূজনতৎপরা পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী, যদি বিশিষ্ট-পুত্রকামা হন, তবে তাঁহাকে গৃহ্যোক্ত মন্ত্র দ্বারা মধ্যমপিণ্ড অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ড ভোজন করাইবে ॥ ২৬২ ॥ মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিলে সেই ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে আয়ুষ্মান্, যশস্বী, মেধা-সম্পন্ন, ধনবান্, প্রজাবান, সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট এবং ধার্ম্মিক হইয়া থাকে ॥ ২৬৩ ॥ তদনন্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া আচমন পূর্ব্বক পরম সমাদরে জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইবে। জ্ঞাতিদিগের সেবা শেষ হইলে, মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ॥ ২৬৪ ॥ যাবৎ ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থান না করেন, তাবৎকাল ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করিবে না। শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপন হইলে পর, বৈশ্বদেবাদি নিত্য কর্ম্ম সকল করিবে—ইহাই ধর্ম্মব্যবস্থা ॥ ২৭৫ ॥ যে যে অন্ন পিতৃলোককে যথাবিধি প্রদান করিলে, তাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী অক্ষয় তৃপ্তির কারণ হয়, তাহা অশেষ প্রকারে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৬৬ ॥ তিল, ধান্য, যব, কৃষ্ণমাষকলাই, জল, মূল ও ফল, ইহার মধ্যে যে কোন বস্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ২৬৭ ॥ বোয়ালাদি মৎস্যের মাংস প্রদত্ত হইলে তদ্দ্বারা পিতৃলোক দুইমাস, হরিণ মাংস দ্বারা তিনমাস, মেষমাংসে চারি

মাস এবং দ্বিজাতিভক্ষ্য পক্ষীমাংসে পাঁচমাসকাল যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন॥ ২৬৮॥ ছাগমাংস দ্বারা তাঁহারা ছয়মাস তৃপ্ত থাকেন, চিত্রিত মৃগমাংস দ্বারা সাত মাস, এণমৃগমাংস দ্বারা আটমাস এবং রুরুসাব মৃগমাংস দ্বারা পিতৃলোকের নবমাস কাল তৃপ্তি থাকে॥ ২৬৯॥ বরাহ ও মহিষমাংস শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হইলে, পিতৃলোক দশমাসকাল তৃপ্ত থাকেন, এবং শশাক ও কচ্ছপমাংস দ্বারা তাঁহাদিগের একাদশমাস পর্য্যন্ত তৃপ্তি থাকে॥ ২৭০॥ গোদুগ্ধ এবং তাহার পায়স দ্বারা তাঁহাদের সম্বৎসর তৃপ্তি থাকে এবং বার্ধ্রীণস মাংসে তাঁহাদের দ্বাদশবর্ষব্যাপী তৃপ্তি হয়। লম্বা লম্বা জিহ্বা ও কর্ণ বিশিষ্ট, বৃদ্ধ শ্বেত ছাগবিশেষকে বার্ধ্রীণস বলে॥ ২৭১॥ কালশাক নামক শাক, যে সকল মৎস্যে বড বড় শল্ক অর্থাৎ আঁইশ আছে, সেই সমুদায় মৎস্য, গণ্ডারের মাংস, রক্তবর্ণ ছাগের মাংস, মধু এবং নীবারাদি মুনিজনভক্ষ্য অন্ন—এই সকল দ্রব্য দ্বারা পিতৃলোকের অনন্ত কালের জন্য তৃপ্তি সাধিত হয়॥ ২৭২॥ বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে যদি ত্রয়োদশীর যোগ হয়, তাহা হইলে সেই দিনে যে কোন মধুমিশ্রিত অন্ন পিতৃলোককে প্রদান করা যায়, তদ্দ্বারা তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে॥ ২৭৩॥ পিতৃলোকেরা প্রার্থনা করেন যে, এমন বংশধর যেন আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি মঘাত্রয়োদশীতে অথবা যে কাল হস্তির ছায়া পূর্ব্বদিকে পড়ে, সেই কালে আমাদিগকে ঘৃতমধুযুক্ত পায়স দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন॥ ২৭৪॥ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া পিতৃলোককে যথাবিধি যাহা কিছু দান করা যায়, পরকালে তাহা পিতৃলোকের অক্ষয় ও অনন্ত তৃপ্তির কারণ হয়॥ ২৭৫॥ চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পাঁচ তিথি, ইহারা শ্রাদ্ধকার্য্যে যেমন প্রশস্ত, অপরাপর প্রতিপদাদি তিথি সকল তেমন নহে॥ ২৭৬॥ দ্বিতীয়া চতুর্থী প্রভৃতি যুগ্ম-তিথিতে ও ভরণী রোহিণী প্রভৃতি যুগ্ম-নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয় এবং অযুগ্ম-তিথিতে অর্থাৎ প্রতিপদ, তৃতীয়াদি এবং অযুগ্ম নক্ষত্রে অর্থাৎ অশ্বিনী কৃত্তিকা প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধ করিলে, ধন বিদ্যাদিসম্পন্ন সন্ততি লাভ করা যায়॥ ২৭৭॥ শ্রাদ্ধকার্য্যে অপর পক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ যেমন পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষ হইতে বিশেষ ফলদায়ী, তেমনি পূর্ব্বাহ্ন হইতে অপরাহ্নও শ্রাদ্ধ কার্য্যে বিশেষ ফলোপধায়ক॥ ২৭৮॥ দক্ষিণস্কন্ধস্থিত যজ্ঞসূত্রধারী হইয়া—নিরলস হইয়া—কুশহস্তে সম্যক্ পিতৃতীর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমুদায় পিতৃকার্য্য সমাপন করিবে॥ ২৭৯॥ রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না—রাত্রিকালকে ঋষিরা রাক্ষসীকাল বলিয়া থাকেন। উভয় সন্ধ্যাকালে ও শ্রাদ্ধ করিবে না, অথবা সূর্য্য সম্প্রতি উদিত হইয়াছে, এমন কালেও শ্রাদ্ধ করিবে না॥ ২৮০॥ যদি মাসে মাসে পূর্ব্ববিহিত শ্রাদ্ধ করিতে না পারে, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে হেমন্ত বর্ষা ও গ্রীষ্ম কালে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধকার্য্য প্রতিদিন করিবে॥ ২৮১॥ পিতৃযজ্ঞে যে হোম বিহিত হইয়াছে তাহা লৌকিক অগ্নিতে অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত ভিন্ন অপর অগ্নিতে করিবে না। সাগ্নিক ব্রাহ্মণাদি অমাবস্যা ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণপক্ষের দশম্যাদি তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবেন না॥ ২৮২॥ স্নানান্তে দ্বিজ যখন জল দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করেন, তখন তিনি তদ্দ্বারাই সমুদায় পিতৃযজ্ঞক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন॥ ২৮৩॥ ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন; পিতামহগণকে রুদ্র ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলেন। এবং পিতৃলোকের এইরূপ দেবভাব সনাতনী শ্রুতিও স্বীকার করিয়াছেন॥ ২৮৪॥ নিত্যই বিঘস ভোক্তা হইবে—নিত্যই অমৃত ভোজন করিবে। ভুক্তশেষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বিঘস বলে এবং যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নকে অমৃত বলে॥ ২৮৫॥ আমি তোমাদিগকে পঞ্চযজ্ঞের এবং তদনুষঙ্গিক সমুদয় অনুষ্ঠানের বিধান এই বলিলাম। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের জীবিকা বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২৮৬॥

তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্বিজ জীবিতকালের প্রথম চতুর্থভাগ গুরু-সমীপে বাস করিয়া, দ্বিতীয়ভাগে কৃতদার হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিবেন॥ ১॥ যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ না হয়, অথবা অভাবপক্ষে অল্পমাত্রই পীড়ন হয়, আপদকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-সংগ্রহ করা, তাঁহার কর্ত্তব্য ॥২॥ সংসারযাত্রামাত্র চলিয়া যায় এই লক্ষ্য রাখিয়া শরীরকে কোন ক্লেশ না দিয়া, স্বকীয়বর্ণ-বিহিত অনিন্দিত কর্ম্ম কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবে॥ ৩॥ ঋত এবং অমৃতের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা মৃত বা প্রমৃতের দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত দ্বারাও, পরন্তু জীবিকার জন্য কদাচ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিবে না॥ ৪॥ ভূপতিত ধান্যাদি কণাসমূহ এক একটী করিয়া উচ্চয়নরূপ উঞ্ছবৃত্তি, অথবা ধান্যাদির মঞ্জরী উচ্চয়নরূপ যে শিলবৃত্তি এই উঞ্ছশিল বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করাকে ঋত স্বরূপ বলিয়া জানিবে; অযাচিত ভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয় সেই অমৃতবৃত্তি, ভিক্ষাজীবনকে মৃতবৃত্তি এবং কৃষিজীবনকে প্রমৃত বৃত্তি বলে॥ ৫॥ বাণিজ্যের নাম যে সত্যানৃত তদ্বারাও জীবন যাপন করিবে, কিন্তু সেবা বা চাকুরি যাহা কুকুর-বৃত্তি বলিয়া আখ্যাত তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবে॥ ৬॥ কুশূলধান্যক অর্থাৎ কোষ্ঠক প্রমাণ ধান্যসঞ্চয়ী হইবে বা উষ্ট্রিকা প্রমাণ ধান্য সংগ্রহ করিবে কিম্বা সপরিবারে তিন দিন চলে এমন সঞ্চয়ের চেষ্টা করিবে, অথবা আগামী কল্যের জন্যও কিছুমাত্র সঞ্চয় করিবে না॥ ৭॥ কোষ্ঠক প্রমাণ ধান্য সঞ্চয় অর্থে কেহ কেহ তিন বৎসর যাবৎ ও উষ্ট্রিকা প্রমাণ সঞ্চয় অর্থে এক বৎসর যাবৎ সংসার নির্ব্বাহোপযোগী ধন বা ধান্য বলিয়া থাকেন। অপরে দ্বাদশাহ ও ষড়হ বলিয়া থাকেন॥ ৭॥ কুশূল ধান্যাদি সঞ্চয়ী তিনজন এবং অসঞ্চয়ী একজন এই চারিপ্রকার গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পরপর ক্রমে শ্রেষ্ঠতর হয়েন। কারণ, বৃত্তি সংকোচরূপ সংযম-ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা লোকজয়ী হইয়া থাকেন॥৮॥ ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা ঋতামৃতাদি ষট্‌কর্ম্ম-শালী, কেহ বা ত্রিকর্ম্মশালী, কেহ বা দ্বিকর্ম্মান্বিত এবং চতুর্থ কেহ বা কেবলমাত্র অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন॥ ৯॥ শিলোঞ্ছ-বৃত্তিপরায়ণ দ্বিজ ধনসাধ্য পুণ্যকার্য্যে অক্ষম বিধায়, কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইবেন এবং পর্ব্ব ও অয়নান্তে যে সকল যজ্ঞ করিতে হয়, অর্থাৎ দর্শ পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ করিবেন॥ ১০॥ অন্যসব প্রাকৃতজনেরা জীবিকার দায়ে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ স্বগুণানুখ্যাপন, প্রভুর অনুরূপ বেশাদি ধারণ ইত্যাদি নানা অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু জীবিকার জন্য সেই লোকবৃত্তের কখন অনুকরণ করিবে না। যাহা দম্ভ ব্যাজাদি-শূন্য, সরল, যে জীবিকা লাভে কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতি বিশুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্রও নাই, এইরূপ ব্রাহ্মণজীবিকা যজন যাজনাদি দ্বারা জীবন যাপন করিবেন॥ ১১॥ সুখার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ॥ ১২॥ গৃহস্থ-দ্বিজগণ উপরোক্ত বৃত্তি সমুদায়ের মধ্যে কোন একটী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বক্ষমাণ স্বর্গ্য যশস্কর নিয়মগুলি প্রতিপালন করিবেন॥ ১৩॥ যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। যথাশক্তি সেই সমুদায় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেই দ্বিজ পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৪॥ যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শীঘ্র আসক্তি হয়, গীত বাদ্যাদি এমন সব-কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়, অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযাজ্য যাজনাদি দ্বারা অথবা সম্পত্তি বিদ্যমান থাকিতে কিম্বা জীবিকার অত্যন্ত কষ্ট হইলেও যথাতথা হইতে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়॥১৫॥ ইচ্ছা করিয়া কোন ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হইবে না। কোন বিষয়ে অত্যন্ত প্রসক্ত

হইলে মনোবল দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিবে ॥ ১৬ ॥ যে কোন অর্থার্জ্জন স্বকীয় বেদাভ্যাসের বিরোধী হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। যে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া যদি প্রতিদিন স্বাধ্যায় কার্য্য সাঙ্গ করিতে পারেন, তবেই দ্বিজের জন্ম সাফল্য বলিতে হইবেক ॥ ১৭ ॥ আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন, ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশ-ভূষা বাক্য বা বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে ॥ ১৮ ॥ আশু-বুদ্ধিবর্দ্ধন, অর্থজনক এবং হিতকর শাস্ত্র সকল প্রতিদিন পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। এবং বেদার্থাব বোধক নিগম শাস্ত্র সকল ও পর্য্যালোচনা করা উচিত ॥ ১৯ ॥ পুরুষ যে যে শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন, সেই সেই শাস্ত্রই উত্তমরূপে জানিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা শাস্ত্রান্তর বিষয়ে ও তাঁহার জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। ২০ ॥ ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ ভূতবলি, মনুষ্য-যজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সৎকার, এবং পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ—এই পঞ্চ যজ্ঞের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে; শক্তি থাকিতে এ সমুদায় অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবে না ॥ ২১ ॥ যজ্ঞশাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ কেহ কেহ বাহ্যচেষ্টা সমুদয় হইতে উপরত হইয়া পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা বিষয় হইতে প্রত্যাহার করত এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ২২ ॥ অপর কেহ বা স্বাধ্যায়ে প্রাণ বায়ুকে সর্ব্বদা-লয় করিয়া, অথবা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ বায়ুতে বাগিন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা বিলীন করিয়া, এই পঞ্চ যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ অপর কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা, এই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখেন যে, জ্ঞানই সমুদায় যজ্ঞের মূল কারণ ॥ ২৪ ॥ উদিত হোমকারীরা দিবা ও রাত্রির প্রথমে, অনুদিত হোমকারীরা দিবা ও রাত্রির শেষে সর্ব্বদা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে। কৃষ্ণপক্ষ পূর্ণ হইলে দর্শ নামক যজ্ঞ ও পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবে ॥ ২৫ ॥ নূতন শস্য প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণ আগ্রয়ণ যাগ করিবেন; ঋতু পূর্ণ হইলে চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিবেন; অয়নের প্রথমে পশুযাগ করিবেন, এবং বৎসর সম্পূর্ণ হইলে সোমরস-সাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবেন ॥ ২৬ যে সাগ্নিক দ্বিজ দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নবান্নযাগ বা পশুযাগ না করিয়া, নবান্ন বা মাংস ভোজন করেন না ॥ ২৭ ॥ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি নবান্ন ও পশুমাংস দ্বারা অগ্নির পূজা না করেন, তাহা হইলে অগ্নি সেই নবান্ন ও নবমাংসলোলুপ ব্রাহ্মণের প্রাণ ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ২৮ ॥ আসন, ভোজন, শয়ন, পানীয়, এবং ফলমূল দ্বারা যথাশক্তি অর্চিত না হইয়া যেন কোন অতিথি তাঁহার গৃহে বাস না করেন ॥ ২৯ ॥ বেদবিরুদ্ধ মার্গাবলম্বী, বর্ণান্তর-বৃত্তিজীবী, বিড়ালব্রতী, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, দেব বিরুদ্ধ তার্কিক, ও বকব্রতী—ইহাদিগকে বাক্যদ্বারা ও অর্চ্চনা করিবে না। পরন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই ॥ ৩০ ॥ বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রত উভয় স্নাতক গৃহস্থ শ্রোত্রিয়দিগকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করিবে, পরন্তু যাঁহারা ইহার বিপরীত, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১ ॥ যাঁহারা পাক না করেন এমন ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে গৃহস্থ যথাশক্তি অন্নাদি প্রদান করিবেন এবং যাহাতে আত্মকুটুম্বের পীড়া না জন্মায় এইকারণ তাহাদিগের জন্য পর্য্যাপ্ত রাখিয়া সমুদায় প্রাণীগণকে খাদ্যাদি বিভাগ করিয়া দিবেন ॥ ৩২ ॥ বেদস্নাতক, বিদ্যা বা ব্রতস্নাতক গৃহস্থ ক্ষুধায় কাতর হইলে, ক্ষত্রিয় রাজার নিকটে ধন প্রার্থনা করিবেন; অথবা যজমান বা শিষ্যের নিকট ধন যাচ্ঞা করিবেন, কিন্তু অন্যের নিকট প্রার্থনা করিবেন না। ৩৩ ॥ শক্তি থাকিতে স্নাতক বিপ্র কোন মতে ক্ষুধায় অবসন্ন হইবেন না, কিম্বা বিভব থাকিতে জীর্ণ মলিন বাস পরিধান করিবেন না ॥ ৩৪ ॥ স্নাতক-গৃহস্থ মুণ্ডন হইবেন না, পরন্তু কেশ, নখ, শ্মশ্রু, কর্ত্তন করিবেন, তপঃ ক্লেশসহিষ্ণু হইবেন, শুক্লবাস পরিধান করিবেন; অন্তর্বাহ্যাদি শুচি হইবেন; প্রতিদিন স্বাধ্যায় কার্য্যে উদ্যোগী থাকিবেন এবং শুষ্ক ভোজনাদিবর্জ্জন দ্বারা নিত্য

আত্মহিতপরায়ণ হইবেন ॥ ৩৫ ॥ ভৈক্ষ্যচর্য্যাদি-কালে স্নাতক-গৃহস্থ বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও শৌচ-প্রস্রাবাদির জন্য জলপূর্ণ কমণ্ডলু সঙ্গে লই-বেন এবং সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত, কুশমুষ্টি ও শোভনদর্শন সুবর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবেন ॥ ৩৬ ॥ উদিত হইতেছেন অথবা অস্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে সূর্য্যকে কখন দর্শন করিবে না, রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে, জল-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে, এবং আকাশমণ্ডলের মধ্যগত সূর্য্যকেও দর্শন করিবে না ॥ ৩৭ ॥ বৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না; বারিবর্ষণ কালে দৌড়িয়া যাইবে না এবং জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না—ইহা শাস্ত্রের ধারণা ॥ ৩৮ ॥ মৃত্তিকাস্তূপ, গো, দেবতায়তন, ব্রাহ্মণ, ঘৃত, মধু, চতুষ্পথ (চৌমাথা) এবং মহাপ্রমাণ বৃক্ষ সকল—ইহাদিগকে সম্যক্ দক্ষিণদিকে রাখিয়া গমন করিবে ॥ ৩৯ ॥ কামোন্মত্ত হইলেও রজোদর্শ-নের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে স্ত্রীগমন করিবে না, অথবা তাহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিবে না ॥ ৪০ ॥ যে পুরুষ রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে, তাহার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষু ও আয়ু এই সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪১ ॥ যে লোক রজস্বলা স্ত্রীকে ব্যবহার না করে, তাহার বুদ্ধি, বীর্য্য, বল, চক্ষু ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় ॥ ৪২ ॥ ভার্য্যার সহিত একত্রে ভোজন করিবে না; ভোজন করিতেছে, এমন সময়ে ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না; হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসং-যত ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময়েও ভার্য্যাকে দেখিবে না ॥ ৪৩ ॥ নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলম্রক্ষণ করি-তেছে, অথবা সন্তান প্রসব করিতেছে, এমন সময়ে তেজস্কামী ব্রাহ্মণ ভার্য্যাকে অবলোকন করিবেন না ॥ ৪৪ ॥ একবস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ন ভোজন করিবে না; বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবে না; পথে, ভস্মের উপর, অথবা গোচা-রণস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না ॥ ৪৫ ॥ বাল দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে, জলেতে, শ্মশানস্থ চিতাতে, পর্ব্বতে, জীর্ণ দেবমন্দিরে অথবা কৃমি-কৃত মৃত্তিকারাশির উপর কখন মলমূত্র ত্যাগ করিবে না ॥ ৪৬ ॥ যে সকল গর্ত্তে প্রাণিগণের বাস তথায়, অথবা গমন করিতে করিতে, কিম্বা দণ্ডায়মান থাকিয়া, বা নদীতীর প্রাপ্ত হইয়া, অথবা পর্ব্বতের মস্তকে মলমূত্র ত্যাগ করি-বেনা ॥ ৪৭ ॥ বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, জল ও গো—এই সকল সম্মুখে অবলোকন করিতে করিতে কখন মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পত্র বা তৃণাদি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করিয়া গাত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক অবগুণ্ঠিত মস্তকে বাক্-সংযত ও অনুচ্ছিষ্ট হইয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪৯ ॥ দিবাভাগে উত্তর-মুখ হইয়া, রাত্রিকালে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং উভয় সন্ধ্যাসময়ে দিবার ন্যায় উত্তরমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে ॥ ৫০ ॥ রাত্রিকালেই হউক আর দিবসেই হউক, মেঘাদির ছায়া দ্বারা জ্যোতি অথবা অন্ধকারে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান না হইলে, কিম্বা পীড়িত হইলে, কিম্বা ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হইলে, ইচ্ছামত যে কোন মুখে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিতে পারে। ৫১ ॥ অগ্নি, চন্দ্র, জল, ব্রাহ্মণ, গো ও বায়ু ইহাদিগকে সম্মুখে করিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫২ ॥ মুখ দ্বারা ফুঁ দিয়া অগ্নি জ্বালাইবে না; পত্নীকে উলঙ্গ দেখিবে না; অগ্নিতে অপবিত্র দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে না এবং অগ্নিতে পা উত্তাপিত করিবে না ॥ ৫৩ ॥ শয়নী-যের অধোদেশে অগ্নিপাত্র রাখিবে না, অগ্নিকে উল্লঙ্ঘন করিবে না; পাদদেশে অগ্নি রাখিবে না এবং যাহাতে প্রাণে ব্যথা পাইতে হয়, এমন কোন কর্ম্ম করিবে না ॥ ৫৪ ॥ সন্ধি-বেলায় ভোজন করিবে না, ভ্রমণ করিবে না, এবং শয়ন করিবে না। রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিবে না এবং পরিহিত মালা স্বয়ং খুলিবে না ॥ ৫৫ ॥ জলেতে মলমূত্র বা শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না, অমেধ্যলিপ্ত অর্থাৎ বিষ্ঠা-মূত্রাদিলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে না, কিম্বা রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করিবে না ॥ ৫৬ ॥ বাসশূন্যগৃহে একাকী শয়ন করিবে না, শ্রেষ্ঠ জনকে নিদ্রা হইতে প্রবোধিত করিবে না, রজস্বলার সহিত সম্ভাষণ করিবে না এবং অনি-মন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিবে না ॥ ৫৭ ॥ অগ্ন্যাগারে, গোনিবাসে, দ্বিজ-ব্রাহ্মণসন্নি-

বেদাধ্যয়ন কালে এবং ভোজনকালে উত্তরীয় হইতে দক্ষিণ-বাহু বহিষ্কৃত করিবে ॥ ৫৮ ॥ গাভী যখন জল বা দুগ্ধ পান করে, তখন তাহাকে নিবারণ করিবে না; কিম্বা জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া উহা কাহাকেও বলিয়া দিবে না এবং আকাশে ইন্দ্রধনু দেখিয়া জ্ঞানবান্ জন তাহা কাহাকেও দেখাইবে না ॥ ৫৯ ॥ যে গ্রামে অধিকসংখ্যক অধার্ম্মিক লোকের বাস, তথায় বাস করিবে না; বহুদিন ব্যাধিবহুল স্থানে বাস করিবে না, দূরপথে একাকী গমন করিবে না এবং দীর্ঘকাল পর্ব্বতে বাস করিবে না ॥ ৬০ ॥ শূদ্রবশবর্ত্তী জনপদে বাস করিবে না; অধার্ম্মিক-বহুল-দেশে, বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে, এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিকর্ত্তৃক উপক্রুত দেশে বাস করিবে না ॥ ৬১ ॥ যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবে না; অতিপ্রাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন করিবে না, এবং পূর্ব্বাহ্ণে অতিতৃপ্তিলাভ করিয়া অপরাহ্ণে আর ভোজন করিবে না ॥ ৬২ ॥ যাহাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এমন বৃথা চেষ্টা করিবে না; অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না; ঊরুর উপরে রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না এবং প্রয়োজন না থাকিলে বৃথা কোন বিষয়ে কুতূহলী হইবে না ॥ ৬৩ ॥

অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত অথবা বাদিত্র বাদন করিবে না। বাহুর ভিতরে বা উপরে, হস্ততল দিয়া আস্ফোটনধ্বনি করিবে না; দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ করিবে না কিম্বা অনুরাগভরে গর্দ্দভাদির ন্যায় চীৎকার করিবে না ॥ ৬৪ ॥ কাংস্যপাত্রে কখন পদধাবন করিবে না; ভগ্ন পাত্রে ভোজন করিবে না অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না ॥ ৬৫ ॥ অন্যের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমণ্ডলু—এ সকল ব্যবহার করিবে না ॥ ৬৬ ॥ অবিনীত, ক্ষুধিত, ব্যাধিপীড়িত, ভগ্নশৃঙ্গ, উৎপাটিতনয়ন, বিদীর্ণখুর অথবা যাহার বালধি অর্থাৎ লাঙ্গুল ছিন্ন হইয়াছে—এমন অশ্ব, গজ প্রভৃতি বাহনে গমন করিবে না ॥ ৬৭ ॥ বিনীত, দ্রুতগামী, লক্ষণযুক্ত, বর্ণ ও রূপসম্পন্ন অশ্ব ও গজাদিতে গমন করিবে; কিন্তু তাহাদিগকে প্রতোদ (চাবুক) দ্বারা অতিশয় পীড়া দিবে না ॥ ৬৮ ॥ প্রথমোদিত সূর্য্যের তাপ, চিতার ধূম এবং ভগ্ন আসন—এই সকল বর্জ্জন করিবে; আপনাপনি নখ ও লোম ছেদন করিবে না, কিম্বা দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটিত করিবে না ॥ ৬৯ ॥ মৃত্তিকা বা লোষ্ট্র অকারণ মর্দ্দন করিবে না; নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদ করিবে না, নিষ্ফলকর্ম্ম করিবে না এবং ভবিষ্যতে যে কর্ম্মে অসুখোদয় হইবে, তাহা করিবে না ॥ ৭০ ॥ লোষ্ট্রমর্দ্দী, তৃণচ্ছেদী, নখখাদী জন এবং যেজন সূচক অর্থাৎ খল ও পরনিন্দাকারী ও শৌচরহিত,—ইহারা শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥ কি লৌকিক, কি শাস্ত্রীয়—নির্ব্বন্ধসহকারে পণবন্ধনাদি দ্বারা কোন কথাই কহিবে না; কণ্ঠস্থ মালা উত্তরীয়ের বহির্দ্দেশে ধারণ করিবে না; পরন্তু তদ্দ্বারা আবৃত রাখিবে এবং গরুর পৃষ্ঠে আরোহণ করা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ॥ ৭২ ॥ প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে বা গৃহে, দ্বারাদি ব্যতিরিক্ত অন্যস্থান দিয়া প্রবেশ করিবে না; এবং রাত্রিকালে বৃক্ষতলে অবস্থান বা বৃক্ষতল দিয়া গমনাগমন করিবে না ॥ ৭৩ ॥ পণ বিনা কখন অক্ষক্রীড়া করিবে না; ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা কখন হস্তে লইয়া যাইবে না; শয্যাস্থ হইয়া ভোজন করিবে না; হস্ততলে প্রভূত অন্ন লইয়া ক্রমে আহার করিবে না এবং আসনে ভোজ্য রাখিয়া আহার করিবে না ॥ ৭৪ ॥ সূর্য্য অস্ত গেলে পর তিলসম্বন্ধীয় কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না; উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না এবং উচ্ছিষ্টমুখে কোথাও যাইবে না ॥ ৭৫ ॥ আর্দ্রপদ হইয়া ভোজন করিবে, কিন্তু আর্দ্রপদে শয়ন করিবে না। আর্দ্রপদে ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় ॥ ৭৬ ॥ যে স্থান চক্ষুর বিষয়ীভূত নয় অথচ দুর্গম, এমন স্থানে গমন করিবে না, মলমূত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না এবং নদীতে সাঁতার দিবে না ॥ ৭৭ ॥ আয়ুষ্কামীজন কেশ, ভস্ম, অস্থি, মৃণ্ময় পাত্রের ভগ্নখণ্ড (খাবরা) কার্পাস তুলার বীজ ও তুষ—এই সকল দ্রব্যের উপর আরোহণ করিবেনা ॥ ৭৮ ॥

পতিত, চণ্ডাল, পুক্কস, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্ব্বিত, রজকাদি নীচ জাতি, এবং অন্ত্যাবসায়ী, ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য একছায়াতেও বাস করিবে না॥ ৭৯॥ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা হইতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ। নিষাদ হইতে শূদ্রাতে জাত যে পুত্র, তাহাকে পুক্কস বলে এবং নিষাদপত্নীতে চণ্ডালজাত পুত্রের নাম অন্ত্যাবসায়ী। আপনার জীবিকার জন্য শূদ্রকে বিষয়কর্ম্মের কোন উপদেশ দিবেনা—উচ্ছিষ্ট দিবে না—হবিষ্কৃত দিবেনা—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবেনা। যে হব্যের কিয়দংশ হোম করা হইয়াছে, তাহার নাম হবিষ্কৃত॥ ৮০॥ যে ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্য ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন অথবা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন॥ ৮১॥ উভয় হস্ত দ্বারা আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না; উচ্ছিষ্টমুখে মস্তকস্পর্শ করিবে না এবং মস্তকমজ্জন ব্যতিরেকে স্নান করিবে না॥ ৮২॥ ক্রোধবশতঃ কাহারও কেশগ্রহণ বা মস্তকে প্রহার করিবে না; তৈলাক্ত মস্তকে স্নান করিয়া অপর কোন অঙ্গে তৈলস্পর্শ করিবেনা॥ ৮৩॥ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না; পশু বিনাশ করিয়া মাংসবিক্রয়দ্বারা যাহারা জীবিকা করে, যাহারা তিলাদি বীজ হইতে স্নেহ বাহির করিয়া বিক্রয় করে, মদ্যবিক্রয়ী, বেশ্যার আয় দ্বারা যে জীবিকা করে—ইহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবেনা॥৮৪॥ দশজন সূনাবান্ অর্থাৎ মাংসবিক্রয়ীর যে দোষ, একজন চক্রবান্ তৈলিকের সে সমুদায় দোষ আছে; দশজন তৈলিকে যে দোষ, এক ধ্বজবান্ শৌণ্ডিকে সে দোষ আছে। দশজন শুণ্ডীর যে দোষ, বেশ্যার আয়ের অংশভোজী একজনের সেই দোষ এবং বেশ্যাভৃতিভুক্ দশজনের যে দোষ, ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর রাজাতে সে সমুদায় দোষ আছে॥ ৮৫॥ কসাইয়ের পশুবধ স্থানকে সূনা বলে; কলুর ঘানিকে চক্র বলে, ধ্বজা উড়াইয়া ব্যবসায় করে বলিয়া শুঁড়ীকে ধ্বজবান্ বলে॥ ৮৫। যে সৌনিক আপনার জীবিকার জন্য দশ সহস্র সূনা (পশুঘাতক যন্ত্র) চালাইতে থাকে; অক্ষত্রিয় নৃপতিকে তাহার সমান জানিবে। অতএব তাঁহার নিকট প্রতিগ্রহ করা ঘোর পাপ কার্য্য॥ ৮৬॥ লুব্ধ শাস্ত্রমার্গপরিত্যাগী রাজার নিকট যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, সে ক্রমান্বয়ে এই একবিংশতি নরক প্রাপ্ত হয়। যথাঃ—॥৮৭॥ তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কালসূত্র, মহানরক;॥৮৮॥ সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সম্প্রতাপন, সংঘাত, কাকোল, কুড্মল, পূতিমৃত্তিক;॥ ৮৯॥ লোহশঙ্কু, ঋজীষ, পন্থান, শাল্মলী, নদী, অসিপত্রবন, এবং লোহদারক;॥ ৯০॥ ব্রহ্মবাদী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা পরকালের হিতকামনা করেন ও যাঁহারা এই নরকব্যাপার অবগত আছেন—তাঁহারা কখনও ঐরূপ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না॥ ৯১॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ-প্রহরে জাগরিত হইবে। জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য, ইহা চিন্তা করিবে এবং বেদতত্ত্বার্থ পরমব্রহ্মের নিরূপণ করিবে॥ ৯২॥ তদনন্তর শয্যা হইতে উঠিয়া আবশ্যক মলমূত্র ত্যাগ করিয়া, শুচি হইয়া সমাহিত মনে প্রাতঃসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিবে। এবং অপর সন্ধ্যাকালেও গায়ত্রী জপ করিবে। ॥ ৯৩॥ ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করেন বলিয়া দীর্ঘআয়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি, এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন॥ ৯৪॥ শ্রাবণমাসের পৌর্ণমাসীতে অথবা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ্যানুসারে উপাকর্ম্ম সমাপন করিয়া সম্যক্যুক্ত হইয়া সার্দ্ধচারিমাস বেদ অধ্যয়ন করিবে। আচার্য্যের উপাসনার্থ যে হোমাদি করা যায়, তাহাকে উপাকর্ম্ম বলে॥৯৫॥ অনন্তর ঐ বেদ অধ্যয়ন কাল সার্দ্ধচারিমাসের পর পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদের উৎসর্গক্রিয়া অর্থাৎ বিসর্জ্জন-হোমাদি করিবে; অথবা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথমদিনে পূর্ব্বাহ্নে ঐ উৎসর্গ কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই মাঘীয় শুক্লপ্রতিপদে উৎসর্গ করিবেন॥ ৯৬॥ গ্রামের বহি-

ভাগে এইরূপে যথাশাস্ত্র বেদের উৎসর্গ করিয়া পক্ষিণী রাত্রি বেদাধ্যয়নে বিরত থাকিবে, অথবা ঐ উৎসর্গের দিবারাত্রি বেদাধ্যয়ন করিবে না। দুটী পক্ষের ন্যায় দুটি দিন যাহার মধ্যবর্ত্তী, তাহাকে পক্ষিণী রাত্রি বলে—অর্থাৎ ঐ উৎসর্গের অহোরাত্র এবং তৎপরদিন মাত্র। ॥ ৯৭ ॥ এই উৎসর্গ-ক্রিয়ার পর হইতে প্রতি শুক্লপক্ষে সংযতভাবে বেদ পাঠ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে সমুদায় বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণাদি পাঠ করিবে ॥ ৯৮॥ অস্পষ্ট ভাবে বেদ অধ্যয়ন করিবে না; শূদ্র ও জনতাসমীপে বেদ পড়িবে না এবং রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া বেদপাঠে পরিশ্রান্ত হইলে পুনর্ব্বার আর শয়ন করিবে না ॥ ৯৯ ॥ উপরোক্ত বিধানানুসারে সম্যক্ যুক্ত হইয়া দ্বিজ গায়ত্র্যাদিছন্দোবদ্ধ মন্ত্রজাতবেদ নিত্য অধ্যয়ন করিবেন এবং অনাপদকালে সামর্থ্য থাকিতে মন্ত্রাত্মক এবং ব্রাহ্মণাত্মক বেদসকল যথোক্ত বিধানে পাঠ করিবেন ॥ ১০০ ॥ অধীয়ান্ শিষ্য এবং বেদাধ্যাপক গুরু বক্ষ্যমাণ অনধ্যায়গুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১০১ ॥ বর্ষাঋতুতে রাত্রিকালে বায়ুর অতিশয় প্রবহণ শব্দ শুনিতে পাইলে, কিম্বা দিবাভাগে বায়ুকর্ত্তৃক ধূলিসমূহ উত্থিত হইতেছে, দেখিলে—বর্ষাকালে এরূপ হইলে—তবে সে সময়কে অনধ্যায় বলিয়া অধ্যয়নবিধিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন। ॥ ১০২ ॥ বিদ্যুৎ-গর্জ্জন-সমেত বর্ষা হইলে বা ইতস্তত উল্কাপাত হইলে সেই অবধি, পর দিন সেই সময়পর্য্যন্ত অনধ্যায় জানিবে ॥ ১০৩ ॥ বর্ষার সময় সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময় ঐরূপ বিদ্যুৎ প্রভৃতি যুগপৎ উপস্থিত হইলে, অনধ্যায় জানিবে। কিন্তু বর্ষা ভিন্ন কালে হোমাগ্নির সময় মেঘ হইলেও অনধ্যায় জানিবে ॥ ১০৪ ॥ বর্ষাঋতু অর্থাৎ বর্ষাকালেও নির্ঘাত অর্থাৎ আকাশ হইতে অস্বাভাবিক ধ্বনি হইবা ভূমিকম্প হইলে, চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপসর্জ্জন অর্থাৎ অন্যথাভাব হইলে আকালিক অনধ্যায় জানিবে ॥ ১০৫ ॥ সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি জ্বলনের সময় যদি বিদ্যুৎ ও গর্জ্জন ধ্বনি হয়, তাহা হইলে সজ্যোতিঃ অনধ্যায় জানিবে. অর্থাৎ প্রাতে হইলে যাবৎ সূর্য্যোজ্যোতিঃ থাকিবে তাবৎকাল অনধ্যায় এবং রাত্রে হইলে যাবৎ নক্ষত্রজ্যোতিঃ থাকিবে, তাবৎ অনধ্যায়। শেষে—অর্থাৎ ইহার সহিত শেষ-ঘটনা বৃষ্টি হইলে দিবারাত্রি অনধ্যায় জানিবে ॥ ১০৬ ॥ ধর্ম্মনৈপুণ্যকামী জনের পক্ষে বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর এবং যথায় সর্ব্বদা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, এসব স্থানে নিত্য অনধ্যায় জানিবে ॥ ১০৭ ॥ শবযুক্ত স্থানে, অধার্ম্মিকের নিকট, যখন ক্রন্দনধ্বনি শুনা যায় এবং যখন বহুলোকের সম্মিলন হয়—এ সব স্থানে অনধ্যায় জানিবে ॥ ১০৮ ॥ জলমধ্যে, মধ্যরাত্রে অর্থাৎ রাত্রির মুহূর্ত্ত চতুষ্টয় কাল যাহাকে মহানিশা বলে তখন, বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগের সময়, উচ্ছিষ্টমুখে, অথবা শ্রাদ্ধভোজন করিয়া, মনেতেও বেদ চিন্তা করিবে না ॥ ১০৯ ॥ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নব বা প্রেতশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সেই দিনাবধি তিন দিন বেদ অধ্যয়ন করিবেন না। রাজার পুত্র জন্মিলে অথবা রাহু কর্ত্তৃক চন্দ্র সূর্য্য গ্রস্ত হইলেও তিন দিবস অনধ্যায় জানিবে ॥ ১১০ ॥ অথবা যেপর্য্যন্ত একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের গন্ধ বা লেপ দেহেতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করিবেন না ॥ ১১১ ॥ শয়ান হইয়া, অবসকৃথিক অর্থাৎ জানুদ্বয়ে বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া, এক উরুর উপর অন্য উরু স্থাপন করিয়া, মাংস ভোজন করিয়া বা জন্মমরণাশৌচের অন্ন খাইয়া বেদাধ্যয়ন করিবে না ॥ ১১২ ॥ কুজ্ঝটিকা হইলে, বাণ অর্থাৎ শরক্ষেপের শব্দ হইলে, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পৌর্ণমাসী এবং অষ্টমীতে প্রাতঃ ও সায়ং, উভয় সন্ধ্যাকালে অনধ্যায় জানিবে ॥ ১১৩ ॥ অমাবস্যা গুরুকে নষ্ট করে, চতুর্দ্দশী শিষ্যকে নষ্ট করে, অষ্টমী ও পৌর্ণমাসী বেদ-বিস্মৃত করাইয়া দেয়—এ কারণ এই সকল তিথি অধ্যয়ন-অধ্যাপন-কার্য্যে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় ॥ ১১৪ ॥ ধূলি বর্ষণ হইলে, দিগ্‌দাহ হইলে, শৃগাল বিরুদ্ধ চীৎকার করিলে, এবং স্ব স্ব দলবদ্ধ হইয়া কুকুর গর্দ্দভ, উষ্ট্র—ইহারা চীৎকার করিলে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিবে না ॥ ১১৫ ॥ শ্মশানসমীপে, গ্রামসমীপে,

ম্বা গ্রামান্তে (যথায় বিষ্ঠাদি অশুচি ত্যাগ হেয), গোষ্ঠে মৈথুন-কালীন বস্ত্র পবিধান কবিয়া ও শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যপ্রতিগ্রহ কবিযা বেদাধ্যযন কবিবে না ॥১১৬॥ শ্রাদ্ধে কেবল যে ব্রীহি তণ্ডুলাদি প্রতিগ্রহই অনধ্যায় হেতু তাহা নহে, পবন্ত গবাদি প্রাণী অথবা বস্ত্রাদি অপ্রাণ দ্রব্যই হউক, যাহা কিছু শ্রাদ্ধীয় দান, তাহা গ্রহণ কবিলেই অনধ্যায় জানিবে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে পাণ্যাস্য বলিযাছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হস্তই তাঁহার মুখস্বরূপ—হস্তে গ্রহণ কবিলেই ভোজন করা হয়।

চৌবেব দৌবাত্ম্যে গ্রাম উপক্রত হইলে, গৃহ-দাহাদি জন্য ভযে ব্যাকুলিত হইলে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সকল ঘটিতে থাকিলে, আকালিক অনধ্যায় জানিবে ॥ ১১৮ ॥ উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গনামক কর্ম্মসমাপনেব পব ত্রিবাত্রি অনধ্যায জানিবে। আর অগ্রহায়ণেব পৌর্ণমাসীর পর যে তিন কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকী বলে উহাতে অহোবাত্র অনধ্যায় এবং ঋতুব অবসান দিনেও অহোবাত্র অনধ্যায় জানিবে ॥ ১১৯ ॥ ঘোটক, বৃক্ষ, হস্তী, নৌকা, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, শকট, এ সকল আবোহণ করিয়া এবং জলতৃণবর্জ্জিত উষবদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে না ॥ ১২০ ॥ বাক্‌কলহে, দণ্ডাদণ্ডি যুদ্ধে, সেনাগণের নিকটে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ভোজনেব অব্যবহিত পরে, ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইলে, বমন করিলে বা অম্লের উদ্গাব উঠিলে বেদাধ্যয়ন কবিবে না ॥ ১২১ ॥ অভ্যাগত অতিথিব অনুমতি না লইযা—অথবা অতি বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, শরীর হইতে রক্তস্রাব হইলে—অথবা শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে বেদাধ্যয়ন কবিবে না ॥ ১২২ ॥ সামবেদেব অধ্যয়ন ধ্বনি বর্ত্তমান থাকিতে কখন ঋক্ বা যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবে না, কিম্বা এক বেদ সমাপনান্তে আবণ্যক বা উপনিষৎ অধ্যয়ন কবিযা সেই দিবাবাত্রিব মধ্যে অন্য বেদ অধ্যয়ন করিবে না ॥ ১২৩ ॥ ঋগ্বেদ দেবদৈবত্য অর্থাৎ ঋগ্‌বেদে দেবতাব স্তুতিই প্রধানভাবে আছে; মনুষ্যগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা অর্থাৎ মনুষ্যগণের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের মুখ্যবিষয; সামবেদ পিতৃদেবতাক অর্থাৎ পিতৃলোকেব মাহাত্ম্য সামবেদেব মুখ্যবিষয়; এ কারণ সামবেদের ধ্বনি,—যজু বা ঋগ্বেদেব ধ্বনিব নিকট অশুচিব ন্যায় প্রতিভাত হয ॥ ১২৪ ॥ বিদ্বান্‌গণ তিন বেদেব এইরূপ তিন অধিষ্ঠাতা জানিযা সকল বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গাযত্রী পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ ক্রমশ বেদ অধ্যযন কবিবেন ॥ ১২৫ ॥ গবাদি পশু, ভেক, বিডাল, কুকুর, সর্প, নকুল, অথব মূষিক যদি বেদাধ্যয়নকালে গুরু ও শিষ্য উভয়ের মধ্য দিয়া গমন কবে, তাহা হইলে এক অহোবাত্র অনধ্যায় জানিবে ॥ ১২৬ ॥ স্বাধ্যায ভূমি অশুদ্ধ থাকা এবং আপনি স্বয়ং অশুচি হওযা—এই দুইটি অনধ্যায়েব নিত্য কারণ এবং এই দুইটি অনধ্যায় দ্বিজ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১২৭ ॥ অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা এবং চতুর্দ্দশী—এই কয তিথিতে স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলেও তথাপি স্নাতকদ্বিজ ব্রহ্মচারী ভাবে সদা অবস্থান করিবেন ॥ ১২৮ ॥ ভোজন করিয়াই স্নান করা উচিত নয; পীড়িত অবস্থায বা মধ্যরাত্রে স্নান করিতে নাই; অনেক বস্ত্রাবৃত হইয়া স্নান করা উচিত নয় এবং যে জলাশয় সম্যক্ জানা নাই, তাহাতে স্নান করা বিধেয় নয় ॥ ১২৯ ॥ দেব-প্রতিমা, পিত্রাদি গুরুজন, রাজা, স্নাতকগৃহস্থ, উপনেতা, কপিলা গাভী এবং দীক্ষিত ব্যক্তি—ইহাঁদের ছাযা ইচ্ছাপূর্ব্বক কথন অতিক্রম করিবে না ॥১৩০॥ রাত্রি বা দিবার মধ্যকালে, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন কবিয়া এবং প্রভাত ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাকালে অধিকক্ষণ চতুষ্পথে বিলম্ব করিতে নাই ॥ ১৩১ ॥ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্রে হরিদ্রা ও তৈলাদি মর্দ্দন কবিলে, যে সকল মলা ভূমিতে পড়ে; স্নানের জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ চর্ব্বিত পরিত্যক্ত তাম্বূলাদি এবং বমি—এই সকল দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক মাড়াইবে না ॥ ১৩২ ॥ শত্রু অথবা শত্রুব সহায়, অধার্ম্মিক, চোর ও পরস্ত্রী—ইহাদিগের সেবা করিবেনা ॥ ১৩৩ ॥ পরস্ত্রীগমনে যেমন আয়ুক্ষয় হয়, ইহ-সংসারে অন্যকোন ব্যাপারে পুরুষের তেমন আয়ুক্ষয় হয় না ॥ ১৩৪ ॥ অতিশয়

বর্দ্ধিষ্ণু হইলেও কদাপি ক্ষত্রিয়, সর্প, অথবা বেদজ্ঞব্রাহ্মণকে অশক্ত বিবেচনায় অবমাননা করিবে না॥ ১৩৫॥ ইহারা অবমানিত হইলে অবমানকারীর বিনাশ সাধন করেন। একারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ইহাদের কখন অবমাননা করেন না॥ ১৩৬॥ পূর্ব্বসম্পত্তি নাই বলিয়া অথবা অর্জ্জনচেষ্টা ফলবতী হইতেছে না দেখিয়া আপনাকেও কখন হতাদর করিবে না, পরন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে—শ্রীলাভ কখন দুর্লভ মনে করিবে না॥ ১৩৭॥ সত্যকথা বলিবে অথচ তাহা প্রিয় হওয়া চাই; লোকের মর্ম্মভেদী অপ্রিয় সত্য কদাচ বলিতে নাই, অথবা লোকের প্রীতি-কর (তোষামোদাদির ন্যায়) মিথ্যা কথা বলাও উচিত নয়—ইহাই বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম॥ ১৩৮॥ অভদ্রস্থলেও ভদ্র এই বাক্য প্রয়োগ করিবে, অথবা সকলের প্রতিই সদা ভদ্র-পুণ্য-প্রশস্ত-ভাল ইত্যাদি মাঙ্গলিক বাক্যসকল প্রয়োগ করিবে। কাহারও সহিত নিষ্প্রয়োজন শত্রুতা বা বিবাদ করিবে না॥ ১৩৯॥ অতি প্রত্যুষে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ও দুই প্রহরের নিকটবর্ত্তী সময়ে, অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত কোথায়ও যাইবে না, অথবা একাকী কিম্বা নীচ শূদ্রাদি অজ্ঞ লোকের সহিত কোথাও যাইবে না॥ ১৪০॥ অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, বয়োধিক, রূপহীন, ধনবিহীন অথবা হীনজাতি ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব হীনতার উল্লেখে নিন্দা করিবে না॥ ১৪১॥ উচ্ছিষ্ট-শরীরে বা অশুচি অবস্থায় হস্ত দ্বারা গাভি, ব্রাহ্মণ এবং অগ্নিস্পর্শ করিবে না, অথবা অসুস্থ শরীরে বা অশুচি অবস্থায় আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণকে দেখিতে নাই॥ ১৪২॥ অশুচি হইয়া গবাদি স্পর্শ করিলে আচমন করিবে অর্থাৎ হস্ততল দ্বারা জল লইয়া তাহা ইন্দ্রিয়ছিদ্র সকলে, সমুদায় গাত্রে, এবং নাভিদেশে উপস্পর্শন করিবে॥ ১৪৩॥ অনাতুর অবস্থায় অর্থাৎ পীড়িত না হইলে অকারণ কখন ইন্দ্রিয়-ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে না এবং গোপনীয় লোমস্পর্শনও পরিবর্জ্জন করিবে॥ ১৪৪॥

সদাই মঙ্গলাচারযুক্ত হইবে, বাহিরে ও অন্তরে সদা শুচি থাকিবে, জিতেন্দ্রিয় হইবে ও আলস্যশূন্য হইয়া সর্ব্বদা গায়ত্র্যাদি জপ করিবে এবং অগ্নিতে বিহিত হোম করিবে॥ ১৪৫॥ মঙ্গলাচারযুক্ত, নিত্যসংযতাত্মা, জপহোমকারী-জনের বিনিপাত (অর্থাৎ প্রাকৃত অশুভ, দৈবোপদ্রব, ব্যাধি, ধননাশ বা ইষ্ট বিয়োগাদি কোন বিপৎপাত) হয় না॥ ১৪৬॥ অবসর পাইলেই নিরলস হইয়া সদা প্রণবগায়ত্র্যাদি বেদাভ্যাস করিবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই পরম ধর্ম্ম—অপর যাহা কিছু তাহাকে উপধর্ম্ম বলা যায়॥ ১৪৭॥ সতত বেদাভ্যাস, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তপস্যা এবং সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব—এই সকল অনুষ্ঠানে দ্বিজ জাতিস্মর হন অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান লাভ করেন॥ ১৪৮॥ জাতিস্মরত্ব লাভ হইলে দ্বিজের বৈরাগ্যোদয় হইয়া সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়; তিনি তখন মোক্ষৈক-হেতু ব্রহ্মলাভের চেষ্টা করেন এবং বেদাভ্যাসবলে ব্রহ্ম লাভ ও অজস্র অনন্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন॥ ১৪৯॥ পূর্ণিমা অমাবস্যাদি প্রতিপর্ব্ব দিনে সাবিত্রহোম ও শান্তিহোম করিবে এবং অগ্রহায়ণের পৌর্ণমাসীর পর তিন কৃষ্ণাষ্টমীতে অষ্টকা শ্রাদ্ধ দ্বারা এবং তাহার পরদিন কৃষ্ণনবমীতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ দ্বারা পরলোকগত পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিবে॥ ১৫০॥ অগ্নিগৃহ হইতে দূরে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে—দূরে পাদাদি প্রক্ষালন করিবে; উচ্ছিষ্টান্ন ত্যাগ এবং রেতঃপাত অগ্নিগৃহ হইতে দূরে আচরণ করিবে॥ ১৫১॥

পুরীষোৎসর্গ, দেহের বেশভূষাসম্পাদন, স্নান, দন্তধাবন, অঞ্জনলেপন এবং দেবতাদিগের পূজা—এ সকল কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্ণে অর্থাৎ অপরাপর সমুদায় কার্য্যের পূর্ব্বেই করা উচিত॥ ১৫২॥ অমাবস্যাদি পর্ব্বদিনে দেবপ্রতিমা, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, রক্ষাকারী রাজা এবং পিতামাতাদি গুরুজনগণকে দর্শন ও নমস্কারাদি করিবার জন্য যাত্রা করিবে॥ ১৫৩॥ গৃহাগত বৃদ্ধ-গুরুজন-গণকে অভিবাদন করিবে—বসিবার জন্য তাঁহাদিগকে আপন আসন প্রদান করিবে—তাঁহাদিগের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিবে এবং তাঁহারা গমন করিলে, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর গমন করিবে॥ ১৫৪॥ বেদ ও

স্মৃতিতে সম্যক্ উক্ত, স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত, সর্ব্বধর্ম্মের মূলস্বরূপ সাধুজনাচরিত, আচার সকল নিরলস হইয়া সম্যক্ যত্নের সহিত পালন করিবে॥ ১৫৫॥ সদাচারবান্ হইলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়, মনোমত সন্তান সন্ততি ও অক্ষয়ধন লাভ হয় এবং সহজাত কোন অলক্ষণ থাকিলে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়॥ ১৫৬॥ দুরাচার পুরুষ জনসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়॥ ১৫৭॥ কুলরেখাদি সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণহীন হইলেও যে জন সদাচারবান্, শ্রদ্ধাবান্ ও পরের মর্য্যাদারক্ষক, তিনি শতবর্ষ জীবিত থাকেন। যাহা কিছু পরবশ, তাহা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা কিছু আত্মবশ, তাহা যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবে॥ ১৫৯॥ পরাধীনতাই দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ—সুখদুঃখের এই সংক্ষেপ লক্ষণ জানিবে॥ ১৬০॥ যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মার পরিতোষ জন্মে, সযত্নে সেই কর্ম্ম করাই উচিত এবং যে কর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য॥ ১৬১॥ উপনয়ন দিয়া যিনি বেদাধ্যাপন করান, যিনি বেদের ব্যাখ্যান করেন, এবং পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, গাভি ও সর্ব্বপ্রকার তপস্বী—ইঁহাদিগকে কোনমতে হিংসা করিবে না॥ ১৬২॥ নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা; দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ এবং পারুষ্য, এই সকল একেবারে বর্জ্জন করিবে॥ ১৬৩॥ পুত্র এবং শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও মারিবার জন্য দণ্ড উদ্যত করিবে না; কিম্বা ক্রুদ্ধ হইয়া কাহারও উপর দণ্ড নিক্ষেপ করিবে না। পুত্র এবং শিষ্যকে শাসন করিবার জন্য তাড়না করিতে পারা যায়॥ ১৬৪॥ বধ-কামনায় দ্বিজাতি যদি ব্রাহ্মণের উপর দণ্ড উত্তোলনও করেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে শতবর্ষ নরকে পরিভ্রমণ করিতে হয়॥ ১৬৫॥ ক্রোধপরবশ হইয়া জানিয়াশুনিয়া তৃণ দ্বারাও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তাড়না করেন, সেই পাপে একবিংশতি জন্ম তাঁহাকে পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়॥ ১৬৬॥ অযুধ্যমান ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে যে জন অকারণ শোণিতপাত করে, তাহার সেই অপ্রাজ্ঞতানিবন্ধন সে পরকালে সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়॥ ১৬৭॥ ভূমিপতিত ব্রহ্মরক্তে যতগুলি ধূলিকণা মিশ্রিত হয়, শোণিতোৎপাদক ব্রহ্মঘাতিকে তাবৎ সংখ্যক বৎসর পরলোকে শৃগাল-কুকুরাদি ভক্ষণ করিতে থাকে॥ ১৬৮॥ একারণ বিদ্বান্‌জন কখনও ব্রাহ্মণের উপর দণ্ডোদ্যম অথবা তাঁহাকে তৃণদ্বারা তাড়না কিম্বা তাঁহার গাত্র হইতে রক্তপাত করেন না॥ ১৬৯॥ যেজন অধার্ম্মিক, অসত্যপথে যাহার ধনোপায় হয়, এবং যে সতত পরহিংসায় তৃপ্ত থাকে, সেজন এই সংসারে কখন সুখলাভে অধিকারী হয় না॥ ১৭০॥ পাপী অধার্ম্মিকদিগের আশু বিপর্য্যয় ঘটে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনাভাবে অবসন্ন হইলেও কখন অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না॥ ১৭১॥ ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ফলপ্রসব করিতে পারে না, তদ্রূপ ইহসংসারে অধর্ম্মাচরণের ফলও সদ্য পাওয়া যায় না; পরন্তু অধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে কালক্রমে এরূপ ঘটে যে, অধর্ম্মকর্ত্তা সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়॥ ১৭২॥ অধর্ম্ম যদি অধর্ম্মকারীতে না ফলে, তবে তাহার পুত্র, না হয় তাহার পৌত্রও নিশ্চয়ই সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিবে; পরন্তু আচরিত অধর্ম্ম কখন নিষ্ফল হইবার নহে॥ ১৭৩॥ অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নানারূপে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু শেষে অধর্ম্মকর্ত্তা একেবারেই উন্মূলিত হয়॥ ১৭৪॥ সত্যধর্ম্মে; সদাচারে এবং শৌচে সতত রত থাকিবে; ধর্ম্মানুসারে শিষ্যজনকে শাসন করিবে এবং বাক্য, বাহু ও উদরবিষয়ে সতত সংযত থাকিবে। ১৭৫॥ ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কামনা ত্যাগ করিবে; যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিণামে দুঃখ হয়, অথবা যে প্রকার ধর্ম্মাচরণে লোকের আক্রোশভাজন হইতে হয়, এমন ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। ১৭৬॥ হস্ত, পদ এবং নেত্রচাঞ্চল্য ও বাক্‌চপলতা পরিহার করিবে অর্থাৎ যে বস্তু গ্রহণে, যেরূপ ভ্রমণে, যেরূপ দর্শনে

এবং যেরূপ বাক্যকথনে বৃথা চপলতামাত্র প্রকাশ পায়, তাহা করিবে না। সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবে এবং পরের অনিষ্ট সাধনে বুদ্ধিকে নিয়োগ করিবে না। ১৭৭॥ পরস্পর বিরুদ্ধ উভয় ধর্ম্মেই সন্দেহ উপস্থিত হইলে এইরূপ মীমাংসা করিবে যে, যে পথ অবলম্বন করিয়া পিতৃলোকেরা গমন করিয়াছেন,—পিতামহগণ যে পথাবলম্বী, সেই পথই বিচরণীয়, সেই পথই সাধু। সেই পথে গমন করিলে কাহারও আক্রোশভাজন হইতে হয় না। ১৭৮॥ যজ্ঞাদি কর্ম্মে হোতা, ঋত্বিক্, শান্তিস্বস্ত্যয়নাদিকর্ত্তা পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি,সম্বন্ধি ও কুটুম্ব ইহাদের সহিত এবং ॥ ১৭৯ ॥ পিতা মাতা, ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতি, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা ও ভ্রাতৃবর্গ—ইহাদের সহিত কখনও বিবাদ করিবে না। ১৮০॥ গৃহী ইহাদের সহিত বিবাদ না করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন—ইহাদের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে অথবা ইহাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তিনি বক্ষ্যমাণ সকল লোকেই জয়যুক্ত হন। ১৮১॥ বেদদাতা আচার্য্য প্রসন্ন থাকিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়; পিতা প্রসন্ন থাকিলে প্রজাপতিলোক লাভ; অতিথির প্রসন্নতায় ইন্দ্রলোক লাভ এবং যজ্ঞহোতা ঋত্বিকের প্রসন্নতায় আমরা দেবলোক লাভ করিয়া থাকি। ১৮২॥ ভগিনী এবং পুত্রবধূগণের প্রভাব অপ্সর-লোকে আছে; বান্ধবগণের প্রভাব বৈশ্বদেব লোকে, সম্বন্ধিগণের প্রভাব বরুণলোকে, এবং মাতা ও মাতুলের প্রভাব পৃথিবীলোকে বিস্তারিত দেখা যায়। ১৮৩॥ বালক, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও আতুরলোক—ইঁহাদিগের প্রসন্নতায় অন্তরীক্ষলোক লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার সমান ও আপনার স্ত্রীপুত্রকে স্বীয় দেহের সহিত অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিবে। ১৮৪॥ দাসবর্গকে আপনার ছায়ার ন্যায় বিবেচনা করিবে এবং দুহিতাকে পরমস্নেহের পাত্র বলিয়া জানিবে। এ কারণ ইহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও অক্লুব্ধমনে সদা তাহা সহ্য করিবে—কো ক্রমে ইঁহাদের সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ১৮৫ ॥ বিদ্যা ও তপস্যাবিধায় প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও তথাপি প্রতিগ্রহ বিষয়ে প্রসক্তি ত্যাগ করিবে; কারণ প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৬॥ দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধানসকল বিশেষরূপে না জানিয়া প্রাজ্ঞজন ক্ষুধায় অবসন্ন হইলেও কখন প্রতিগ্রহ করেন না। ১৮৭॥ অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠ যেমন ভস্ম হইয়া যায়, তদ্রূপ মূর্খব্যক্তি,—সুবর্ণ, ভূমি, অশ্ব, গো, অন্ন, বস্ত্র, তিল, ঘৃত—এই সমুদায় প্রতিগ্রহ করিলে এই সকল দান নিষ্ফল হইয়া যায়। ১৮৮॥ অবিদ্বান্ জনে সুবর্ণ এবং অন্ন প্রতিগ্রহ করিলে তাহার আয়ু নষ্ট হয়; ভূমি ও গাভি গ্রহণ করিলে ১৮৯॥ তাহার শরীর; অশ্ব প্রতিগ্রহ করিলে চক্ষু, বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে ত্বক্; ঘৃত প্রতিগ্রহ করিলে তেজ ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে তাহার সন্ততি দগ্ধ হইয়া যায়। ১৮৯ ॥ যে ব্রাহ্মণের তপস্যা নাই, যাঁহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যাঁহার বিলক্ষণ রুচি আছে; পাষাণময় ভেলা দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে যেমন সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ তিনিও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হন॥১৯০॥ এই কারণ যথাতথা হইতে প্রতিগ্রহ করিতে অবিদ্বান্‌জনের ভয় পাওয়া উচিত। গাভি যেমন পঙ্কে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ অবিদ্বান্ অল্পমাত্র দ্রব্যও প্রতিগ্রহ করিলে নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন॥১৯১॥ যে দ্বিজ বিড়ালতপস্বী বা বকব্রতী অথবা বেদানভিজ্ঞ, তাহাকে জলমাত্র প্রদান করাও ধর্ম্মজ্ঞ লোকের উচিত নয়॥১৯২॥ যথাবিধি উপার্জ্জিত ধন ও ঐ ত্রিবিধ লোককে দান করিলে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই পরকালে অনর্থ জন্মিয়া থাকে॥১৯৩॥ পাষাণময় ভেলা দ্বারা জল পার হইতে গেলে, যেমন সেই ভেলার সহিত জলে নিমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ অজ্ঞদাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন॥১৯৪॥ যে ব্যক্তি সদালুব্ধ অর্থাৎ যাহার অন্তরে ধনলোভ নিরন্তর জাগরূক রহি-

য়াছে অথচ যেজন ধর্মের ধ্বজা বা চিহ্ন ধারণ করিয়া জনসমাজে আপনার ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেয়—সে ব্যক্তি ছদ্মবেশধারী অথচ লোকবঞ্চক, পরহিংসাপরায়ণ এবং সর্ব্বাভি-সন্ধক অর্থাৎ পরগুণসহনে অসমর্থ হইয়া সকলকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাহাকে বৈড়ালব্রতিক বলা যায়। বিড়াল যেমন মূষিকাদি হিংসা করিবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠ হয় ও বিনীতভাবে অবস্থান করে, তাহারও ধর্মভাব সেইরূপ ॥ ১৯৫ ॥

আপনার বিনীতস্বভাব খ্যাপন করিবার জন্য যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি ও শান্তভাবে থাকে, অথচ যাহার অন্তর স্বার্থসাধন ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ, সেই শঠ ও মিথ্যা-বিনীত দ্বিজকে বকব্রতধারী বলে ॥ ১৯৬ ॥ যে ব্রাহ্মণেরা বকব্রতী ও বিড়ালতপস্বী, তাহারা সেই পাপে অন্ধতামিস্র নামে নরকে পতিত হয় ॥ ১৯৭ ॥ পাপ করিয়া যখন প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তখন পাপ গোপন করিয়া স্ত্রীশূদ্রাদিকে মোহন করিবার জন্য এমন কথাও বলিবে না যে, আমি পুণ্যমানসে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি—ইহা প্রায়শ্চিত্তার্থ অনুষ্ঠিত নয় ॥ ১৯৮ ॥ কপটভাবে যে ব্রতের আচরণ করা যায়, তাহা রাক্ষসগণের অধিকৃত হয়। বিড়াল ও বকব্রতী ব্রাহ্মণেরা পরলোকে ও ইহলোকে ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯৯ ॥ যাহার যাহা লিঙ্গ নয়—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত চিহ্নাদি নয়, সে যদি সেই সকল চিহ্নাদি ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা বর্ণাশ্রমীগণের পাপগ্রহণ করে এবং সেই পাপে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০০ ॥ সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু আত্মার্থে খাত যে পরকীয় জলাশয়, তাহাতে কখন স্নান করিবে না। তথায় স্নান করিলে, পুষ্করিণীস্বামীর পাপের অংশভাগী হইতে হয় ॥ ২০১ ॥

অন্যের যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান, গৃহ—এ সমুদায় অনুমতি না দিলে উপভোগ করিবে না। এরূপ করিলে দ্রব্যস্বামীর পাপের চতুর্থাংশভোগী হইতে হয় ॥ ২০২ ॥ প্রতিদিন নদীতে, দেবখাত অর্থাৎ নির্ম্মিত বিস্তৃত তড়াগে, সরোবরে, গর্ত্তে (যাহা চারি ক্রোশের ন্যূন পথ ব্যাপিয়া আছে) ও প্রস্রবণে স্নান করিবে ॥ ২০৩ ॥ ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্যকথন, নিষ্পাপান্তঃকরণ, হিংসা ও অপহরণ না করা এবং মধুর ভাব—ইহাদিগকে যম বলা যায়। স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞকার্য্য, বেদাধ্যয়নাদিকে ধর্ম্ম্যনিয়ম বলা যায়। সর্ব্বদা যমেরই সেবা করিবে, কেবল নিয়ম লইয়া থাকিবে না। যমাচরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মাচরণ করিলে পতিত হইতে হয়। অতএব যম-নিয়ম উভয়েরই সেবা করা কর্ত্তব্য। যম—প্রতিষেধরূপক; নিয়ম-অনুষ্ঠেয়রূপ ॥ ২০৪ ॥ বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞের আরম্ভ করেন; যে যজ্ঞে বহুযাজক ব্রাহ্মণ হোম করেন; যে যজ্ঞে স্ত্রীলোক বা ক্লীব হোতা হয়েন, তথায় ব্রাহ্মণ কখন ভোজন করিবেন না ॥ ২০৫ ॥ যে যজ্ঞে ঐরূপ ব্রাহ্মণেরা হোম করেন, সেই যজ্ঞ সাধুগণের শ্রীহানিকর এবং তাহা দেবগণেরও প্রতিকূল; অতএব ঐরূপ যজ্ঞ পরিবর্জ্জন করা উচিত ॥ ২০৬ ॥ মত্ত, ক্রুদ্ধ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তিগণের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না, কেশকীটাদিযুক্ত অন্ন বা ইচ্ছাধীন পদস্পৃষ্ট অন্ন কখন আহার করিবে না ॥ ২০৭ ॥

ভ্রূণঘাতী কর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ঋতুমতী নারী কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট অন্ন, পক্ষীগণ কর্ত্তৃক অবলীঢ় (ঠোকরান) অন্ন এবং কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন কখন ভোজন করিবে না ॥ ২০৮ ॥ গাভি যে অন্নের আঘ্রাণ লইয়াছে, বিশেষত যে অন্নের ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ "কে ক্ষুধিত আছে, আইস, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে" ডিণ্ডিমাদি দ্বারা এইরূপে সাধারণ-আগন্তুকের জন্য যে অন্নরাশি উদ্দেশ করা হইয়াছে; বহুজনমিলিত মঠবাসীদিগের অন্ন; বেশ্যার অন্ন, এবং পণ্ডিতগণ যাদৃশ অন্নের নিন্দা করিয়া থাকেন, এই সমুদায় অন্ন কখন ভোজন করিবে না ॥ ২০৯ ॥ চোর গীতবাদ্যোপজীবি, তক্ষণ (নাট্য), কুসীদোপজীবি, বৃদ্ধিউপজীবি, অগ্নিহোত্রের যাগ না করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত এবং কৃপণ, নিগড়-

বন্ধ, ইহাদের অন্ন কখন গ্রহণ করিবে না ॥২১০॥ মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী এবং কপটধর্ম্মচারী—ইহাদিগের অন্ন গ্রহণ করিবে না। শুক্ত (স্বাভাবিক মিষ্টদ্রব্য দধ্যাদিযোগে বিকৃত হইয়া অম্লভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শুক্ত বলে) পর্য্যুষিত অর্থাৎ রাত্রিবাসিত দ্রব্য, শূদ্রের অন্ন এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইবে না ॥২১১॥ চিকিৎসকের, মৃগাদি পশুহন্তা ব্যাধের, ক্রূরব্যক্তির, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর এবং নিষ্ঠুর কর্ম্মকারীর অন্ন ভোজন করিবে না। সূতিকার জন্য যে অন্ন প্রস্তুত করা হয়, পর্য্যাচান্ত অন্ন (এক পঙ্‌ক্তিস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রে ভোজনসমাপ্তি করিয়া আচমন করিলে পর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের অন্নকে পর্য্যাচান্ত কহা যায়) এবং দশদিন গত না হইলে সূতিকান্ন ভোজন করিবে না ॥ ২১২ ॥ অবজ্ঞার সহিত যে অন্ন দেওয়া হয়; বৃথা মাংস অর্থাৎ যে মাংস দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয় নাই; পতিপুত্রবিহীনা অবীরা স্ত্রীর অন্ন; দেষকারীশত্রুর অন্ন; নগরের অন্ন; পতিতদিগের অন্ন ও যে অন্নের উপরে হাঁচিয়াছে, এ সকল অন্ন কখন ভোজন করিবে না ॥ ২১৩ ॥ যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাদ করে; যে মিথ্যা-সাক্ষ্য দেয়, যে ধনলোভে যজ্ঞফল বিক্রয় করে, যে নটবৃত্তি করে; যে বস্ত্রাদি সীবন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; যে ব্যক্তি উপকারকের অপকার করে, ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না ॥২১৪॥ কর্ম্মকার, নিষাদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শূদ্রস্ত্রীতে যে সন্তান হয়, নট ও গায়ন ভিন্ন রঙ্গোপজীবি, স্বর্ণকার, বেণুবিদারক ও লৌহবিক্রয়ী—ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিবে না ॥ ২১৫ ॥ কুকুরপোষণকারী, শৌণ্ডিক, বস্ত্রধাবক, বস্ত্রাদির রঙ্‌কর্ত্তা, নিষ্ঠুর ও যাহার গৃহে স্ত্রীর উপপতি আছে, ইহাদের অন্ন ভোজন করিবে না ॥ ২১৬ ॥ যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ্য করিতে পারে, যে সর্ব্বপ্রকারেই স্ত্রীজিত অর্থাৎ স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলে, মরণাশৌচের অন্ন ও যে অন্ন খাইতে তুষ্টি না হয়, এমন অন্ন খাইবে না ॥ ২১৭ ॥ রাজার অন্ন ভোজন করিলে তেজ নষ্ট হয়, শূদ্রের অন্নভোজনে ব্রহ্মতেজ থাকে না। স্বর্ণকারের অন্ন ভোজনে আয়ুনষ্ট হয় এবং চর্ম্মকারের অন্নভোজনে খ্যাতি লোপ হয় ॥২১৮॥ পাচকাদির অন্নভোজন করিলে সন্তান নষ্ট হয়, বস্ত্রধাবকের অন্ন ভোজনে বলহানি করে; মিলিতজনসমূহের অর্থাৎ হোটেলাদির অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ভোজন করিলে কর্ম্মান্তরার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয় ॥ ২১৯ ॥ চিকিৎসকের অন্ন ভোজন পূঁয়ভোজন সমান; অসতী স্ত্রীর অন্নভোজন শুক্রভোজন তুল্য; বৃদ্ধি উপজীবির অন্নভোজন বিষ্ঠা সমান ও লৌহবিক্রেয়ীর অন্নভোজন শ্লেষ্মাভোজনতুল্য ঘৃণিত জানিবে। ২২০ ॥ যাহাদিগের অন্ন অভোজ্য বলিয়া উপরে ক্রমশ বর্ণিত হইল, পণ্ডিতেরা তাহাদিগের অন্নকে তাহাদিগের চর্ম্ম, অস্থি ও লোম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ২২১ ॥ ইহাদিগের মধ্যে যে কাহারও অন্ন অজ্ঞান বলিয়া ভোজন করিলে ত্রিরাত্রি উপবাস করা বিধি। জ্ঞানত ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিতে হয় এবং রেত, বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন করিলেও, ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ॥ ২২২ ॥

শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞহীন পক্বান্ন খাইবেন না। কিন্তু অন্য অন্নের অভাবে একরাত্র নির্ব্বাহোচিত অপক্বঅন্ন শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারে ॥ ২২৩ ॥ একজন বেদবিৎ অথচ কৃপণ, অপর জন দাতা অথচ বৃদ্ধিজীবি, -এই উভয়ের গুণ ও দোষ মীমাংসা করিয়া দেবতারা স্থির করিলেন যে, এই উভয়ের অন্নই সমান ॥ ২২৪ ॥ কিন্তু ব্রহ্মা দেবগণের সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন যে তোমরা পরস্পর বৈষম্য অবস্থাপ্রাপ্ত অন্নকে সমান জ্ঞান করিও না, কারণ দাতা বৃদ্ধিজীবীর অন্ন শ্রদ্ধাপূত; কিন্তু বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন অশ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হইয়া থাকে; সুতরাং হত অর্থাৎ দূষিত ও অগ্রাহ্য ॥ ২২৫ ॥ নিত্য নিরলস হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম করা উচিত। ন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই উভয়বিধ কর্ম্ম করিলে তাহা অক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। বেদিযুক্ত

যজ্ঞ-কর্ম্মকে, ইষ্ট ও পুষ্করিণী খননাদিকে পূর্ত্ত বলা যায়॥ ২২৬॥ বিদ্যা ও তপস্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে, পবিতুষ্ট ভাবে যথাশক্তি ইষ্টপূর্ত্তাদি দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে॥ ২২৭॥ অসূয়াপরবশ না হইয়া যে কোন যাচ্ঞা-কারীকে যথাশক্তি দান করিবে। এইরূপ করিতে করিতে সেই পুণ্যবলে এমন দানপাত্র উপস্থিত হইবে, যিনি দাতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ॥ ২২৮॥ জলদাতা তৃপ্তি লাভ করেন; অন্নদাতা অক্ষয় সুখ, তিলদাতা মনোমত সন্তান সন্ততি; এবং দীপদাতা উত্তম চক্ষুলাভ করিয়া থাকেন॥ ২২৯॥ ভূমিদাতা ভূমি লাভ করেন; সুবর্ণদাতা দীর্ঘপরমায়ু, গৃহদাতা শ্রেষ্ঠ গৃহ সকল এবং রৌপ্যদাতা উত্তম রূপলাভ করিয়া থাকেন॥ ২৩০॥ বস্ত্রদাতা চন্দ্রলোকবাসীর সহিত একত্র বাস করিতে সমর্থ হন; ঘোটকদাতা অশ্বিলোক গমন করেন, বলীবর্দ্দদাতা অতুল সম্পত্তি লাভ করেন এবং গাভিদাতা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২৩১॥ রথাদি যান বা শয্যাদাতা মনোমত ভার্য্যা লাভ করেন; অভয়দাতা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন; ধান্যদাতা চিরস্থায়ী সুখ এবং বেদদাতা ব্রহ্মের সমান গতিলাভ করিয়া থাকেন॥ ২৩২॥ জল, অন্ন, ধেনু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ এবং ঘৃত এ সকল দান অপেক্ষা বেদশিক্ষা দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট॥ ২৩৩॥ যে যে ভাবে যে যে দান করা যায়, প্রতিপূজিত হইয়া সেই সেই ভাবে সেই সেই দান জন্মান্তরে পাওয়া যায়॥ ২৩৪॥ যিনি সম্মানিত হইয়া প্রতিগ্রহণ করেন এবং যিনি সম্মানিত হইয়া দান করেন, উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে নরকে যাইতে হয়॥ ২৩৫॥ তপস্যা করিয়া কখন বিস্মিত হইবে না, অথবা গর্ব্বিত হইবে না; যাগ করিয়া কখন মিথ্যা কথা কহিবে না, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইলেও তথাপি তাঁহার নিন্দা করিবে না এবং দান করিয়া কখন পরের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিবে না॥ ২৩৬॥ মিথ্যাকথনে যজ্ঞফল নষ্ট হইয়া যায়, বিস্ময়াপন্ন হইলে তপস্যা ক্ষয় হয়, ব্রাহ্মণনিন্দায় আয়ুক্ষয় এবং কীর্ত্তনে দানের ফল নষ্ট হইয়া যায়॥ ২৩৭॥ পুত্তিকারা যেরূপ ক্রমে ক্রমে আপনাদের বল্মীক প্রস্তুত করে, সেইরূপ পরলোকের সহায়জন্য কাহাকেও পীড়া না দিয়া অল্পে অল্পে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে॥ ২৩৮॥ পরলোকে সহায়তা করিবার জন্য পিতামাতা স্ত্রীপুত্রজ্ঞাতি কেহই বর্ত্তমান থাকে না, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সেই স্থানের সহায়॥ ২৩৯॥ জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই লয় প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই আপন সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলভোগ করে॥ ২৪০॥ কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় মৃতশরীরকে ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বান্ধবগণ যখন বিমুখ হইয়া গৃহে গমন করেন, তখন কেবল ধর্ম্মই সেই জীবের অনুগমন করিয়া থাকে॥ ২৪১॥

অতএব সেই লোকের সহায়ার্থ প্রতিদিন অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে; ধর্ম্মের সাহায্যে দুস্তর নরকাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়॥ ২৪২॥ যেজন ধর্ম্মপরায়ণ—যাঁহার পাপসকল তপোবলে নষ্ট হইয়াছে, তিনি দীপ্তিমান্ আকাশশরীর ধারণ করিয়া মৃত্যুর পর অবিলম্বেই পরলোকে ধর্ম্মকর্ত্তৃক নীত হইয়া থাকেন॥ ২৪৩॥ আপন কুলের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিদ্যা ও আচারাদিসম্পন্ন উত্তম উত্তম কুলের সহিত সর্ব্বদা কন্যাদানাদি সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবে এবং অধমাধম কুলসকলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে॥ ২৪৪॥ হীনকুল সকল পরিত্যাগ করিয়া উত্তমোত্তম কুলের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; নতুবা ইহার বিপরীতাচরণ করিলে ক্রমে ক্রমে হীনতা প্রাপ্ত হইয়া শূদ্রতুল্য নিকৃষ্ট হইয়া পড়েন॥ ২৪৫॥ যিনি সৎকর্ম্মে দৃঢ়, যিনি মৃদু ও দান্ত, যিনি ক্রূরাচারীগণের সহিত সংসর্গ রাখেন না, যিনি পরহিংসা না করেন এইরূপ ব্রতশীল সাধুই দম ও দান দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন॥ ২৪৬॥ কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, ও খাদ্য—যাহা অযাচিতভাবে আপনাপনি উপস্থিত হয়, এই সকল এবং মধু ও অভয়দান সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা যায়॥ ২৪৭॥ যাহা স্বেচ্ছাগত-আনীতঅযাচিতভাবে সম্মুখে

প্রদত্ত হয়—পূর্ব্বে যাহার কোন কথাই ছিল না—এরূপ ভিক্ষা যাহাই কেন হউক না, দুষ্কৃতকর্ম্মীর নিকট হইতেও গ্রহণ করা যায়, ইহা ব্রহ্মা স্বীকার করিয়াছেন॥ ২৪৮॥ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভিক্ষাকে অবমাননা বা প্রত্যাখ্যান করে, পিতৃলোকেরা পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত তাহার দানীয় ভোজন করেন না, অথবা অগ্নি তাহার জন্য দেবলোকে হব্য বহন করেন না॥ ২৪৯॥ শয্যা, গৃহ, কুশ, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, মণি, দধি, ধান্য, মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস ও শাক—এসমুদায়ও অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না॥ ২৫০॥ পিতামাতাদি গুরুগণের ও ভার্য্যা, পুত্রাদি পোষ্যগণের ভরণপোষণ জন্য, কিম্বা দেবতা অতিথিগণকে অর্চ্চনা করিবার জন্য, সকল স্থান হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু আপনার উদরাদি তৃপ্তির জন্য পারে না॥২৫১॥ পিতামাতাদি মৃত হইলে অথবা জীবিত অবস্থায় যদি তাঁহারা পৃথক্ ভাবে বাস করেন, তাহা হইলে আপনার জীবিকার জন্য সদাই সাধুলোকের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা উচিত॥ ২৫২॥ যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র; যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্নভোজন করা যায়॥ ২৫৩॥ যাহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা, যে পরিমাণ সেবাদি করিতে সমর্থ, সে সেইরূপে মান্যজনের নিকট আত্মনিবেদন করিবে॥ ২৫৪॥ যে জন আপনি এক প্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইয়া সাধুগণের নিকট অন্য প্রকার বর্ণে, ইহলোকে সেইজন পাপকারীর অগ্রগণ্য, সেই জনই যথার্থ চোর; যেহেতু সে আত্মাকে গোপন বা চুরি করে॥ ২৫৫॥ সমুদায় পদার্থই বাক্যে নিয়ত আছে—সমুদায় পদার্থ বাক্যমূলক, বাক্য হইতে সমুদায় পদার্থ বিনিঃসৃত হইয়াছে; যেব্যক্তি মিথ্যা দ্বারা সেইবাক্যের অপলাপ করে সে সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া থাকে॥২৫৬॥ স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া পরিবারাদি প্রতিপালনের সমুদায় ভার যোগ্যপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া পুত্রদার-ধনাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া মধ্যস্থভাবে গৃহেতেই অবস্থান করিবে॥ ২৫৭॥ নির্জ্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান করত সর্ব্বদা আপনার হিতচিন্তা করিবে। এইরূপে একাকী চিন্তা বা ধ্যানপরায়ণ হইলে পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।২৫৮। গৃহস্থব্রাহ্মণের শাশ্বৎ বৃত্তি বিধানের কথা এই বলা হইল এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকারক স্নাতকব্রতের ও শুভবিধান সকল কথিত হইল॥২৫৯॥ যে বেদবিৎ-ব্রাহ্মণ এই প্রকার শাস্ত্রবিহিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তিনি সর্ব্বদা ক্ষীণপাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে মহিমভাবে বিরাজ করেন॥ ২৬০॥

ইতি ভৃগুপ্রোক্ত মানবধর্ম্মসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থদিগের এই প্রকার পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মসকল শ্রবণ করিয়া মহাত্মা অনলজন্মা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—(ভৃগু কল্পভেদে অগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শান্তিপর্ব্বে ও অন্যান্য পুরাণে আছে॥ ১॥) প্রভো! যথোক্ত স্বধর্ম্ম-পরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উপর তবে কিকারণে মৃত্যু স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে? তাঁহারা কিকারণে বেদ-বিহিত পরমায়ু প্রাপ্তির পূর্ব্বে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন॥ ২॥ ধর্ম্মাত্মা মনুপুত্র ভৃগু তখন মহর্ষিগণকে বলিতে লাগিলেন, যে দোষে মৃত্যু ব্রাহ্মণগণের প্রাণহিংসা করে, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন॥ ৩॥ বেদ অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অলস হইলে এবং দূষিত অন্ন ভোজন করিলে—মৃত্যু ব্রাহ্মণগণের প্রাণহিংসা করিয়া থাকে॥ ৪॥ লশুন (রসোন), গৃঞ্জন, (রক্তমূলক শাকবিশেষ, গাঁজোর ইতি ভাষা

পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (কুবরণ্ডক—কোঁড়ক ইতি ভাষা) ও বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে ॥ ৫ ॥

বৃক্ষের রক্তবর্ণ নির্য্যাস যাহা কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, বৃক্ষচ্ছেদনাধীন যে নির্য্যাস নির্গত হয়, শেলু অর্থাৎ চাল্‌তা ও গব্যপেয়ুষ অর্থাৎ নবপ্রসূতা গাভির দুগ্ধ (নব অর্থাৎ একমাসের মধ্যে) ব্রাহ্মণ এ সকল যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৬ ॥ কৃসর (তিল ও চাউল সিদ্ধ অন্নকে বলে) সংযাব (ক্ষীরগুড় সংযুক্ত গোধূম-চূর্ণ তৎকরিকা ইতি খ্যাত পায়স ইতি-ভাষা) অপূপ (পিঠা) এ সকল বৃথাভোজন অর্থাৎ দেবতা উদ্দেশব্যতীত আত্মার্থে প্রস্তুত হইলে ভোজন করিবে না, এবং যে পশুমাংস মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হয় নাই; নিবেদনের পূর্ব্বে নৈবেদ্যাদি দেবান্ন, কিম্বা হোমের পূর্ব্বে ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্য—এ সকল ভোজন করিবে না। ৭ গবাদি যে সকল পশুর দুগ্ধপান করা যায়, প্রসবের পর দশদিন গত না হইলে তাহাদের দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, একশফ অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি একখুর-বিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, মেষের দুগ্ধ, সন্ধিনী অর্থাৎ যে গাভি ঋতুমতী হইয়াছে (রজস্বলা) তাহার দুগ্ধ, অথবা যে গাভির বৎস স্থানান্তরে বা মরিয়া গিয়াছে, তাহার দুগ্ধ পানকরিবে না। ৮ ॥ মহিষ ব্যতীত যাবতীয় অরণ্যজন্তুর দুগ্ধ; স্ত্রী লোকের স্তন্য এবং শুক্ত (যে স্বাভাবিক মিষ্ট, কালবশত অম্ল হয়, তাহাকে শুক্ত বলা যায়,) এ সকল ভোজন করিবে না ॥ ৯ ॥

উক্ত শুক্তের মধ্যে দধি, দধিসম্ভব তক্র ও নবনীতাদি এবং উৎকৃষ্ট পুষ্প মূল ও ফল জলের সহিত মিলিত হইয়া যে শুক্ত হয় তাহা খাওয়া যায় ॥ ১০ ॥ গৃধ্র প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কাঁচা মাংস খায়, পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষী, গর্দ্দভাদি একখুরবিশিষ্ট পশু—যাহারা যজ্ঞাঙ্গত্বে নির্দ্দিষ্ট হয় না এবং টিট্টিভ (টেটে) এ সকল ভক্ষণ করিবে না ॥ ১১ ॥ চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল (জলচর পক্ষী বিশেষ) ডাক, এবং শুক সারিকা অর্থাৎ টিয়া ও শালিক—এসকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে না ॥ ১২ ॥ যাহারা চঞ্চুদ্বারা মারিয়া খায়—দার্ব্বাঘাটাদি পক্ষী, যে সকল পক্ষীর পা জোড়া; টিট্টিভক প্রভৃতি পক্ষী; শ্যেনাদি যাহারা নখ দ্বারা ছড়াইয়া খায়, পানকৌড়ী প্রভৃতী পক্ষী যাহারা জলে ডুবিয়া মৎস্য খায়—ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিবে না। পশুমারণ স্থলে যে সকল মাংস বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং শুষ্ক মাংস ইহারা ভক্ষ্য হইলেও আহার করিবে না ॥ ১৩ ॥ বক, বলাকা (ক্ষুদ্রবক); কাকোল (ড়-কাক), খঞ্জন, মৎস্যভক্ষক জন্তু, বিষ্ঠাভক্ষক শূকরাদি, এবং সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ভোজন করিবে না ॥ ১৪ ॥ যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তন্মাংসাদ (তাহার মাংসভোজী) বলে, যেমন নকুলকে সর্পাদ এবং বিড়ালকে মূষিকাদ বলে, পরন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসাদ, একারণ মৎস্য—ভোজন পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫ ॥ বোয়াল ও রোহিত মৎস্য, রাজীব, শকুল, (অর্থাৎ শোয়াল মাছ) সিংহতুণ্ড—যাহাদের সিংহের ন্যায় মুখ (মদ্‌গুর প্রভৃতি), এবং আঁইস-বিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য, দৈবপৈত্রাদি কর্ম্মে ভক্ষণ করিতে পারা যায় ॥ ১৬ ॥ সর্পাদি যাহারা একাকী—চরিয়া বেড়ায়; যে সকল পশুপক্ষী সাধারণভাবে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু যাহাদের নাম বা জাতি বিশেষ-রূপে জানা যায় না এবং বানরাদি সমুদায় পঞ্চনখ ভক্ষণ করিবে না ॥ ১৭ ॥ পঞ্চনখের মধ্যে শজারু, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খড়গশ—এই ছয়টী ভোজন করা যায় এবং একপাটীদন্তবিশিষ্ট পশুর মধ্যে উষ্ট্রমাংস যজ্ঞে ভোজন করা যায় ॥ ১৮ ॥ ছত্রাক (কোড়ক), গ্রাম্যশূকর, লশূন, গ্রাম্যকুক্কুট, পলাণ্ডু এবং গৃঞ্জন অর্থাৎ গাঁজর—এসকল বুদ্ধি-পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া খাইলে দ্বিজাতিরা পতিত হবেন। পাতিত্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং প্রায়শ্চিত্তাচরণের পূর্ব্বে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের অনধিকারী হয় ॥ ১৯ ॥ ছত্রাকাদি ছয়টা অজ্ঞানতঃ ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রতের বা যতি চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অমেধ্য প্রভবাদি পঞ্চনখান্ত পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য অভক্ষ্য ভক্ষণে অহোরাত্র উপবাস জানিবে ॥ ২০ ॥

নিন্দিত দ্রব্য অজ্ঞানতঃ ভোজন জন্য যে পাপ হয়, তাহার শুদ্ধির কারণ ব্রাহ্মণ সম্বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য-ব্রতের আচরণ করিবেন। পরন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিন্দিতান্ন ভোজন করিলে দোষ-বিশেষানুসারে বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে ॥ ২১ যজ্ঞের জন্য অথবা অবশ্য-পোষ্যগণের ভরণপোষণের জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রশস্ত পশুপক্ষী বধ করিতে পারেন। পুরাকালে অগস্ত্য মুনি এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ ভক্ষ্য পশুপক্ষীর মাংসে পুরোডাশ (পিষ্টক-বিশেষ) প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ অনিন্দনীয় খাদ্যদ্রব্য পর্য্যুষিত হইলেও তাহাতে ঘৃত তৈল বা দধ্যাদি যোগ করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। হোম-শেষ চরু প্রভৃতি দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলে তাহা ঘৃতাদি স্নেহসংযোগ ব্যতিরেকেও আহার করা যাইতে পারে ॥ ২৪ ॥ যব ও গমপ্রস্তুতদ্রব্য এবং দুগ্ধের সকল প্রকার বিকার, যদি চিরস্থিত অর্থাৎ অনেকদিনের পর্য্যুষিত হয়, তাহা হইলে ঘৃতাদি স্নেহসংযোগ ব্যতিরেকেও দ্বিজাতিগণ উহা খাইতে পারেন ॥ ২৫ ॥ দ্বিজাতিগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় সমস্তই বলিলাম, এক্ষণে মাংসের ভক্ষণ ও বর্জ্জন-বিধি বলিতেছি ॥ ২৬ ॥ যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতে পারে, দ্বিজব্রাহ্মণের অনুরোধে মাংস ভক্ষণ করিতে পারা যায়, যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত মাংস ভক্ষণীয় এবং ব্যাধিহেতুক বা আহারাভাবে প্রাণ যায় এমন দায়ে, মাংস খাইতে পারে ॥ ২৭ ॥ জগতীতলে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই প্রজাপতি জীবের অন্নস্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব স্থাবরজঙ্গম, উভয়ই জীবের ভোজ্য ॥ ২৮ ॥ অচর তৃণাদি স্থাবর,—চরণশীল পশুপক্ষ্যাদি জঙ্গমের ভক্ষ্য; দন্তশালী প্রাণীগণ দন্তহীন প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করে; হস্তহীন মৎস্যাদি, হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যাদির ভক্ষ্য এবং ভীরু জীবেরা চিরকালই বীরগণের অন্ন ॥ ২৯ ॥ আহারবুদ্ধিতে ভক্ষ্য জীবকে প্রত্যহ ভোজন করিলে ভোক্তার কোন পাপ হয় না; যেহেতু একই বিধাতা কোন কোন জীবকে ভক্ষ্য ও কোন কোন জীবকে ভোক্তারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তবে যজ্ঞার্থে যে মাংসভক্ষণ ইহা দেববিধান; অন্যথা শরীর-পুষ্ট্যাদির জন্য যে মাংসাশনে প্রবৃত্তি, তাহাকে রাক্ষসোচিত অনুষ্ঠান বলা যায় ॥ ৩১ ॥ পশুমাংস ক্রয় করিয়া, ভিক্ষা বা মৃগয়াদিদ্বারা উহা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া অথবা পরের নিকট হইতে উহা দানপ্রাপ্ত হইয়া; দেব ও পিতৃগণকে তদ্দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভোজন করিলে তাহাতে দোষভাগী হইতে হয় না ॥ ৩২ ॥ অনাপদ কালে বিধিজ্ঞ দ্বিজ কখন অবৈধ-মাংস ভোজন করিবেন না; অবৈধ মাংস ভোজন করিলে সেই পশুগণ কর্ত্তৃক পরকালে অবশ্যভাবে ভক্ষিত হইতে হয় ॥ ৩৩ ॥ বৃথামাংসখাদকেরা পরলোকে যাদৃশ পাপভোগ করে; অর্থের জন্য মৃগহনন করায় ব্যাধাদির তাদৃশ পাপ হয় না ॥ ৩৪ ॥ কিন্তু যে মনুষ্য দেবকার্য্যে বা পিতৃকার্য্যে যথাশাস্ত্র নিযুক্ত হইয়া মাংসভোজন না করে, সে মৃত হইয়া ক্রমে একবিংশতি জন্ম পশুযোনিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত না করিয়া ব্রাহ্মণ কখন পশুমাংস ভোজন করিবে না, পরন্তু অনাদিবহমান বিধি অবলম্বনে মন্ত্রপূত করিয়া তিনি সংস্কৃত মাংস ভক্ষণ করিবেন ॥ ৩৬ ॥ মাংসভোজনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে, ঘৃতময়ী বা পিষ্টকময়ী পশুপ্রতিকৃতি করিয়া তিনি ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু দেবোদ্দেশ বিনা বৃথাপশু হনন করিতে কদাচ ইচ্ছা করিবেন না ॥ ৩৭ ॥ পশুর গাত্রে যত গুলি রোম আছে, বৃথা পশুঘাতী জন্মজন্মান্তরে ততবার মারণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥ স্বয়ম্ভূ স্বয়ংই যজ্ঞকার্য্যের জন্য পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় বিশ্বের হিতের জন্যই যজ্ঞবিহিত; অতএব যজ্ঞে যে পশুবধ, তাহা অবধ অর্থাৎ তত্তৎস্থলে বধজন্য পাপ হয় না ॥ ৩৯ ॥ ধান্য যবাদি ওষধিসকল, পশুসকল, বৃক্ষসকল, তির্য্যক্‌জাতি এবং পক্ষীসকল যজ্ঞের জন্য নিধন প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥ মধুপর্কের জন্য,

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের জন্য,পিতৃ ও দৈবকার্য্যের জন্যই পশুহিংসা করিবে। অন্য কোন উপলক্ষে পশুবিনাশ করিতে নাই—স্বয়ং মনু ইহা বলিয়াছেন॥ ৪১॥ এই সকল মধুপর্কাদির জন্য পশুবিনাশ করিয়া বেদতত্ত্বার্থজ্ঞ দ্বিজগণ আপনার ও পশুর—উভয়েরই সদ্‌গতি-সম্পাদন করেন॥ ৪২॥ কি গৃহস্থাশ্রমে, কি গুরুগৃহে কি অরণ্যবাসকালে—বিপদে পড়িলেও বেদবিরুদ্ধ হিংসা করা আত্মজ্ঞ দ্বিজের কখনই উচিত নয়॥ ৪৩॥ এই চরাচর জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসার নিয়ম আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জ্ঞান করিবে—কারণ বেদ হইতে ধর্ম্ম স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়াছেন॥ ৪৪॥ যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া হিংসাশূন্য নিরীহ জীবগণকে হত্যা করেন, তিনি কি জীবিতাবস্থায়, কি মৃত্যুর পর—কুত্রাপিও সুখ লাভ করিতে পারেন না॥ ৪৫॥ যে ব্যক্তি প্রাণিদিগকে বধবন্ধনাদি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখ সম্ভোগ করেন। ৪৬॥ যিনি কাহাকেও হিংসা না করেন, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যে কোন বিষয়ে একাগ্র হন—সে সমুদায়ই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৭॥ প্রাণিহিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হয় না। প্রাণিবধ কিছুতেই স্বর্গজনক নয়—অতএব মাংসভোজন পরিবর্জ্জন করিবে॥ ৪৮॥ মাংসের উৎপত্তি, দেহীগণের বধ ও বন্ধনযন্ত্রণা—এই সমুদয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কি বৈধ, কি অবৈধ—সকল প্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত॥ ৪৯॥

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যিনি পিশাচবৎ মাংস ভোজন না করেন, তিনি লোকসমাজে প্রিয় হন এবং ব্যাধিদ্বারা পীড়িত হন না॥ ৫০॥ পশুহননে অনুমতিদাতা,হতপশুর মাংস-বিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, মাংসপাককারী, মাংসপরিবেশক এবং মাংসভক্ষক, এই আটজনকেই ঘাতক বলা যায়॥৫১॥ যে ব্যক্তি পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চ্চনা না করিয়া পরকীয় মাংসদ্বারা আপনার মাংস বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইতে পাপকারী আর জগতে কেহই নাই॥ ৫২॥ যে ব্যক্তি শতবর্ষ ব্যাপিয়া বৎসর বৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংসভোজন না করেন, এই উভয়েরই পুণ্যফল সমান॥৫৩॥ সম্যক্‌প্রকারে মাংস পরিবর্জ্জন করিলে যাদৃশ ফল লাভ হয়, পবিত্র ফলমূল ভোজনে অথবা নীবারাদি মুনিজন সেবিত অন্নগ্রহণে তাদৃশ মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না॥ ৫৪॥ ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরলোকে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে,—পণ্ডিতেরা মাংস শব্দের এইরূপ অর্থ কহিয়া থাকেন। (মাং আমাকে,স অর্থাৎ সে (ভোজন করিবে-উহ্য)॥৫৫॥ বৈধ মাংসভক্ষণে, বৈধ মদ্যপানে, অথবা বৈধ মৈথুনসেবনে দোষ নাই, যেহেতু ভক্ষণ পান মৈথুনাদিবিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী; পরন্তু এ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মহা পুণ্যজনক॥ ৫৬॥ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের প্রেতশুদ্ধি এবং দ্রব্যশুদ্ধি যেরূপ বিহিত, তাহা আনুপূর্ব্বিক ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫৭॥ বালকের দন্ত জন্মিলে, পুনর্ব্বার দন্ত জন্মিবার সময়ে অর্থাৎ উপনয়নকালে এবং চূড়াকরণকালে যদি ঐ বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সপিণ্ড-সমানোদক সকলেই অশুদ্ধ হয় এবং বালক জন্মিলেও অশুচি হয়॥ ৫৮॥ সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণের দশাহ পর্য্যন্ত অশৌচ জানিবে, অথবা চারিদিন পর্য্যন্ত যাহা আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয়ের সময় বলিয়া বিহিত আছে, অথবা তিন, কিম্বা এক অহোরাত্র মাত্র অশৌচ বিহিত। ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান ও অগ্নিচর্য্যা বিবেচনায় অশৌচকালের এইরূপ তারতম্য হয়। সর্ব্বগুণ-বিরহিত ব্রাহ্মণের পক্ষেই দশাহ অশৌচ বিহিত॥ ৫৯॥ ঊর্দ্ধতন গণনায় হউক বা অধস্তন গণনায় হউক, পিণ্ডসম্বন্ধ সপ্তম পুরুষে ক্ষান্ত পায়। কিন্তু জলসম্বন্ধ বা সমানোদকভাব বরাবর থাকে; কেবল নাম এবং গোত্র অপরিজ্ঞাত হইলেই ক্ষান্ত পায়॥ ৬০॥ যে প্রকার মৃতাশৌচ সপিণ্ডগণের পক্ষে বিহিত হইল, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে জননাশৌচও এই-

রূপ জানিবে॥ ৬১॥ মৃতাশৌচে অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ সকলেরি সমান; কিন্তু জননাশৌচে কেবল মাতাপিতারই অস্পৃশ্যত্ব হয়। এই অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ মাতার দশরাত্রি হইয়া থাকে কিন্তু পিতা স্নান করিলেই স্পর্শনীয় হয়েন॥৬২॥ পুরুষ কামাধীন রেতঃপাত করিলে স্নানদ্বারা শুদ্ধ হয়, কিন্তু যথায় অপর কোন সম্বন্ধ নাই কেবল বীজসম্বন্ধ অর্থাৎ যথায় পরপূর্ব্বা অথবা স্বস্ত্রী ব্যতিরিক্ত অপর স্ত্রীতে রেতঃপাত—তথায় তিনদিন অশৌচ জানিবে॥ ৬৩॥

ব্রাহ্মণ গুণবান্ হইলেও যদি সপিণ্ডের শবস্পর্শ হয়, তাহা হইলে তিনগুণিত তিনদিন অর্থাৎ নয়দিন ও একদিন—এই দশাহোরাত্রে অশৌচান্ত হয়,কিন্তু সমানোদকদিগের শবস্পর্শে তিনরাত্রি অশৌচ জানিবে॥ ৬৪॥ শিষ্য আচার্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সকল করিলে, সপিণ্ডদিগের ন্যায় দশরাত্রে শুদ্ধ হয়॥ ৬৫॥ তিনমাস হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব হইলে মাস-সম-সংখ্যায় অশৌচের দিন নির্ণয় হয়। ঋতুমতী স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইলে পঞ্চম দিনে দৈবকার্য্যে অধিকার হয়, কিন্তু ত্রিরাত্র গত হইলে চতুর্থ দিনেই স্নানান্তে স্বামীর স্পর্শযোগ্যা হইয়া থাকে॥ ৬৬॥ চূড়াকরণ হয় নাই এমন বালকের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের অহোরাত্রে শুদ্ধি হয়। কৃতচূড় হইয়া উপনয়নের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ জানিবে॥ ৬৭॥ দুই বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক মৃত হইলে বান্ধবেরা তাহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া মাল্যচন্দনাদি দ্বারা অলস্কৃত করিয়া ভবিষ্যতে অস্থিসঞ্চয়ন না করিয়া পরিষ্কৃত ভূমিতে পুতিয়া রাখিবে। ৬৮। এইরূপ বালকের সম্বন্ধে অগ্নিকার্য্য বা উদকক্রিয়াদি কিছুই নাই। ইঁহাদিগকে অরণ্যে কাষ্ঠবৎ ত্যাগ করিয়া কোন প্রকার শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার না করিয়া ত্রিরাত্রমাত্র অশৌচ ব্যবহার করিবে। ৬৯। যে বালকের বয়স তিনবৎসরের কম, সপিণ্ডেরা তাঁহার অগ্নিদান বা উদকক্রিয়া করিবে না, কিন্তু যদি সে জাতদন্ত হয় অথবা তাহার নামকরণ হইয়া থাকে, তবে তাহার উদকক্রিয়াদি করিলে প্রেতের প্রীতি হয়, না করিলে প্রত্যবায় নাই। ৭০। সহাধ্যায়ী ব্রহ্মচারীর মৃত্যু হইলে একরাত্র অশৌচ হয়। সমানোদকদিগের সন্তান জন্মিলে তিনরাত্রি অশৌচ হয়। ৭১। অপরিণীতা বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ভর্ত্রাদি বান্ধবদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হয় এবং পিতৃপক্ষীয়েরাও উক্তপ্রকারে শুদ্ধ হইয়া থাকেন॥ ৭২॥ মৃতাশৌচ হইলে অকৃত্রিম লবণ সহকারে অন্ন ভোজন করিতে হয়, তিনদিবস গাত্রমার্জ্জন না করিয়া নদ্যাদিতে স্নান করিতে হয়; মৎস্য মাংস ভোজন করিতে নাই এবং ভূমিশয্যায় একাকী শয়ন করিতে হয়॥ ৭৩॥ নিকটে থাকিয়া মৃত হইলে মৃতাশৌচের এই প্রকার ব্যবস্থা বলা হইল; কিন্তু বিদেশস্থিত ব্যক্তির মরণে মৃতাহের অজ্ঞানবশতঃ সপিণ্ডাদি বান্ধবগণের বক্ষ্যমাণ অশৌচ বিধি জানিবে॥ ৭৪॥ বিদেশস্থ সপিণ্ডের মৃত্যুসংবাদ যদি দশাহের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে দশাহের যে কয়েকদিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয়েকদিন মাত্র অশৌচ থাকে। বিদেশস্থ সপিণ্ডের জননেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে॥ ৭৫॥ আর যদি দশদিন অতীত হইলে ঐ মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রবণদিনাবধি ত্রিরাত্রি মাত্র অশৌচ হয়। সম্বৎসর অতীত হইলে যদি মরণসংবাদ পাওয়া যায়, তবে স্নান করিলেই শুদ্ধ হয়॥ ৭৬॥ দশদিন অতীত হইলে, জ্ঞাতিমরণ বা পুত্রের জন্মকথাশ্রবণ করিলে, শরীরের অস্পর্শনীয়তারূপ যে অশৌচ হয়, তাহাতে পরিহিত বস্ত্রসমেত স্নান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে॥ ৭৭॥ দেশান্তরস্থিত অজাতদন্ত বালক অথবা বিদেশস্থ কোন সমানোদক মৃত হইলে, পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়॥ ৭৮॥ দশাহ-অশৌচের মধ্যে পুনর্ব্বার যদি কোন জনন বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে প্রথমাশৌচের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অশৌচও শেষ হইয়া থাকে॥ ৭৯॥ আচার্য্য মৃত হইলে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ এবং আচার্য্যের পুত্র বা পত্নী মৃত হইলে দিবারাত্রি মাত্র অশৌচ হইয়া থাকে; ইহাই ব্যবস্থা॥৮০॥

একবস্ত্রবাসা বেদশাস্ত্রাধ্যায়ীর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। মাতুল, পুরোহিত ও শিষ্যাদির মৃত্যু হইলে পক্ষিণী অশৌচ হয়। দুই দিন ও এক রাত্রিকে পক্ষিণী বলে ॥৮১॥ যাঁহার অধিকারে বাস করা যায়, সেই কৃতাভিষেক ক্ষত্রিয় রাজার মৃত্যু হইলে সজ্যোতিঃ অর্থাৎ দিবসে মরিলে দিবস ও রাত্রিতে মরিলে রাত্রি-কাল অশৌচ থাকে। এবং বেদানভিজ্ঞ কিম্বা অল্পবেদাধ্যয়নকর্তা গুরু মৃত হইলে একদিবস অশৌচ হয় ॥ ৮২ ॥ উপনীত সপিণ্ডমরণে কিম্বা সম্পূর্ণকালীন জননে বৃত্তস্বাধ্যায়-বর্জিত ব্রাহ্মণেরা দশদিবসে শুদ্ধ হয়েন; ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিবসে, বৈশ্যেরা পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। শূদ্রের উপনয়নস্থানে বিবাহবুঝিতে হইবে ॥৮৩॥ অশৌচের দিনসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নয়; অর্থাৎ যে অশৌচ তিন দিবসে যায়,তাহা দশাহ গ্রহণ করিবে না। শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নিক্রিয়ার ব্যাঘাত করিবে না। হোমাদি কর্ম্ম করিবার সময় সপিণ্ড হইলেও তথাপি তিনি অশুচি হন না ॥৮৪॥ দিবাকীর্ত্তি অর্থাৎ চণ্ডাল, ঋতুমতী স্ত্রী, ব্রহ্মবধাদি জন্য পতিত,দশ দিবসাবধি নবপ্রসূতা সূতিকা-শব ও যে শব স্পর্শ করিয়াছে, ইহা-দিগকে স্পর্শ করিলে স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইবে ॥ ৮৫ আচমনান্তে অনন্যমনা হইয়া যখন মন্ত্র বা দেবতাদি ধ্যানপর হইবে, তখন চণ্ডালাদি অশুচি দর্শন হইলে উৎসাহসহকারে যথাশক্তি বেদোক্ত সৌরমন্ত্র জপ করিবে ॥ ৮৬ ॥ মৃত মনুষ্যের সরসঅস্থি স্পর্শ করিলে দ্বিজাতিগণ স্নানদ্বারা শুদ্ধ হয়েন। কিন্তু শুষ্ক অস্থি স্পর্শন-স্থলে আচমনপূর্ব্বক গাভী স্পর্শ অথবা সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হওয়া যায় ॥ ৮৭ ॥ মাতা পিতা বা আচার্য্য ব্যতিরেকে অন্য সপিণ্ড মৃত হইলে, আদিষ্টী অর্থাৎ ব্রহ্মচারী যতদিন আপ-নার ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপন না হয়, তাবৎকাল অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক কাহারও পূরকপিণ্ড, ষোড়শ শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য সকল করিবেন না। পরন্ত ব্রত সমাপ্ত হইলে প্রেতকার্য্য সমাপন করিয়া ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন ॥ ৮৮ ॥ বৃথাজাত অর্থাৎ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিবিহিত হও-য়াতে যাহার জন্ম বৃথা হইয়াছে; সঙ্করজাত অর্থাৎ মিশ্রবর্ণের সংযোগে উৎপাদিত; বেদ-বহির্ভূত রক্তবস্ত্রাদিধারী কপট, প্রব্রজ্যাশ্রমী এবং উদ্বন্ধনাদিদ্বারা আত্মঘাতী—ইহাদের উদকদানাদি ক্রিয়া করিবে না ॥ ৮৯ ॥ যে সকল স্ত্রীলোক বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণের আশ্রিত; যাহারা ইচ্ছাধীন অনেক পুরুষগামিনী, যাহারা গর্ভপাতকারিণী ও পতিঘাতিনী এবং যে সকল স্ত্রীলোক মদ্যপান করে, ইহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নাই ॥ ৯০ ॥ স্বীয় আচার্য্য, উপাধ্যায় পিতা মাতা বা গুরুর দহনবহনাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সকল করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ হয় না ॥ ৯১ ॥ শূদ্রের মৃতদেহকে পুরের দক্ষিণ-দ্বার দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে, বৈশ্যের শব পশ্চিমদ্বার দিয়া, ক্ষত্রিয়ের শব উত্তরদ্বার দিয়া এবং ব্রাহ্মণের শব উত্তরদ্বার দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে ॥ ৯২ ॥ রাজকর্ম্ম সমাপনকালে রাজার, ব্রহ্মচর্য্যকালে ব্রহ্মচারীর, এবং যজ্ঞ কালে যাগকারীর অশৌচদোষ হয় না কারণ তত্তৎকালে তাঁহারা ইন্দ্রত্বে আসীন হয়েন এবং সদা ব্রহ্মভাবাপন্ন থাকেন ॥ ৯৩ মহামাহাত্ম্যসম্পন্ন রাজাসনে আসীন রাজা সম্বন্ধে সদ্যশৌচ বিহিত। যেহেতু প্রজা গণকে সম্যক্‌প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সেই আসন উন্নীত অতএব শৌচাতীত ॥ ৯৪ ॥ নৃপতিরহিত যুদ্ধে যে জন হত হইয়াছে, বজ্র দ্বারা বা রাজদণ্ডে যাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে যে জন প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছে এবং রাজা যাহার অশৌচাভাব ইচ্ছা করেন—ইহাদিগের সদ্যঃশৌচ হয় ॥ ৯৫ ॥

রাজা,—চন্দ্র-অগ্নি-সূর্য্য-বায়ু-ইন্দ্র-কুবের-বরুণ ও যম—এই অষ্টদিক্‌পালের মূর্ত্তি ধারণ করেন ॥ ৯৬ ॥ লোকপালগণ রাজশরীরে অধিষ্ঠিত আছেন—একারণ রাজার অশৌচ হইতে পারে না। যেহেতু নিত্যশুচি লোক-পালগণের প্রভাবেই মর্ত্ত্যলোকে শৌচাশৌচ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥ যে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মা-নুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যত ও শস্ত্রাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সে তৎক্ষণাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয় এবং সদ্যঃশুচি হইয়া থাকে—শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ॥ ৯৮ ॥ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া অশৌচান্তে জলস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হন; ক্ষত্রিয় বাহন বা ধনুর্ব্বাণ স্পর্শ

করিলে—বৈশ্য অশৌচান্তে পশুতাড়নদণ্ড বা প্রাগান স্পর্শ করিলে এবং শূদ্রও কৃতক্রিয় হইয়া অশৌচান্তে যষ্টিস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হয়॥ ৯৯॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ডমরণে যেরূপ অশৌচ হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে অসপিণ্ডমরণে যেরূপ অশৌচ তাহা শ্রবণ কর॥ ১০০॥ অসপিণ্ড মৃত হইলে বন্ধুর ন্যায় তাহার দহনবহনাদি করিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হন। মাতাব নিকটসম্বন্ধীয় বান্ধবগণের দহনবহনাদিতেও উক্তরূপ অশৌচ হইয়া থাকে॥ ১০১॥ কিন্তু যদি শবদহনের পর ব্রাহ্মণ ঐ অসপিণ্ড গণেব অন্ন ভোজন কবেন, তাহা হইলে তাঁহার দশাহ অশৌচ হইবে। আর যদি শবদহনের পর উক্ত অসপিণ্ডের অন্ন গ্রহণ বা তাহার গৃহে বাস—কি কোন দোষ না ঘটে, তাহা হইলে একদিবারাত্রেই শুদ্ধ হন॥ ১০২॥

জ্ঞাতি হউক বা অন্যই হউক, স্নেহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক শবের অনুগমন করিলে বস্ত্রসমেত স্নান করিয়া অগ্নিস্পর্শপূর্ব্বক ঘৃতভোজন করিলে বিশুদ্ধ হইবে॥ ১০৩॥ আত্মীয় স্বজন থাকিতে শূদ্রের দ্বারা দ্বিজাতিগণের শববহন করাইতে নাই। মৃতদেহ শূদ্রসংস্পর্শে দূষিত হইলে উহা মৃতাত্মার স্বর্গ-বিরোধী হয়॥ ১০৪॥ জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, বারি, উপাঞ্জন অর্থাৎ গোময়াদি দ্বারা অনুলেপন, বায়ু কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল—এই সমুদয় দেহধারীদিগের শুদ্ধির কারণ॥ ১০৫॥ দেহমনাদি শুদ্ধিকর সমুদায় পদার্থমধ্যে অর্থশৌচ অর্থাৎ অর্থার্জ্জন বিষয়ে অন্যায় বা স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ না করাকে ঋষিরা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অর্থার্জ্জনে শুচি, তিনিই প্রকৃত শুচি, মৃত্তিকা বা জলদ্বারা দেহশুদ্ধ করাকে প্রকৃত শৌচ বলা যায় না॥ ১০৬॥ বিদ্বান্‌জনেরা ক্ষমাদ্বারা শুদ্ধ হয়েন; অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্নপাপীরা জপদ্বারা এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা তপস্যাদ্বারা পাপ হইতে শুদ্ধ হয়েন॥ ১০৭॥ শোধনীয় বাহ্যদ্রব্য অথবা এই দেহ মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়; মলবহানদী স্রোতোবেগে শুদ্ধ হয়, মনো-দুষ্টা অর্থাৎ পরপুরুষমৈথুন-সংকল্পদোষে দূষিতমনা স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলে শুদ্ধ হয় এবং ত্যাগ দ্বারা বা প্রব্রজ্যাদ্বারা দ্বিজোত্তমগণ শুদ্ধ হয়েন। ॥ ১০৮॥ জলের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, সত্যবলে মনশুদ্ধ থাকে; বিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা জীবাত্মার শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির বিশোধন হইয়া থাকে॥ ১০৯॥ শারীরিক শৌচের নির্ণয় এই তোমাদিগকে বলা হইল। এক্ষণে নানাবিধ দ্রব্যশুদ্ধির উপায় শ্রবণ কর॥ ১১০॥

রজত ও সুবর্ণাদি ধাতুসকল, মরকতাদি মণিসকল, ও সমুদয় পাষাণময় দ্রব্য, ভস্ম ও জল, অথবা মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শুদ্ধ হয়—পণ্ডিতেরা এইরূপ স্থির করেন॥ ১১১॥ উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপরহিত সুবর্ণপাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়; শঙ্খমুক্তাদি জলজ পাষাণময় পাত্র ও রৌপ্যপাত্র যদি রেখাদিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়॥ ১১২॥ জল ও অগ্নির সংযোগে সুবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে; এই কারণ স্বীয় উৎপত্তিস্থান জল ও অগ্নিদ্বারা সুবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি প্রশস্ততর হয়॥ ১১৩॥ তাম্র, লৌহ, কাংস, পিত্তল, রঙ্গ এবং সীসকপাত্র সকল ভস্ম, অম্ল ও জলদ্বারা যথাযোগ্য শুদ্ধ হইয়া থাকে; অর্থাৎ লৌহ জলদ্বারা, কাংস ভস্মদ্বারা, তাম্র ও পিত্তল অম্লদ্বারা বিশুদ্ধ হয়॥ ১১৪॥ ঘৃত তৈলাদি দ্রব সমুদায় কাককীটাদি কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, তাহা প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্র দ্বয় দ্বারা বিলোড়িত করিলে শুদ্ধ হয়। শয্যাদির ন্যায় স্বত্র-সংযুক্ত সংহত দ্রব্য জলপ্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয় এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে তাহা চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়॥ ১১৫॥ যজ্ঞীয় চমস অর্থাৎ জলপাত্র ও গ্রহ অর্থাৎ সোমলতার পাত্র এবং অপরাপর পাত্র—ইহাদিগকে প্রথমে হস্ত দ্বারা মার্জন করিয়া পশ্চাৎ প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়॥ ১১৬॥ চরুস্থালী, স্রুব, স্রুচ, স্ফ্য (খড়্গাকার কাষ্ঠ), শূর্প, শকট, মুষল ও উদূখল প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল ঘৃততৈলাদি স্নেহাক্ত হইলে উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়॥ ১১৭॥ বহুধান্য ও অনেক বস্ত্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পধান্য বা বস্ত্রস্থলে জলদ্বারা

প্রক্ষালন করিবা তাহাদের শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয় ॥ ১১৮ ॥ পাদুকাদি স্পৃশ্য পশুচর্ম্ম এবং বেত্র-বংশাদি-তৃণনির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের ন্যায় হইবে এবং শাক মূল ও ফল ইহারা ধান্যের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥ কৌষেয় অর্থাৎ রেশমি বস্ত্র, আবিক অর্থাৎ মেষলোমজাত কম্বলাদি,—ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পবিষ্কৃত হয়,-কুতপ অর্থাৎ নেপালদেশীয় কম্বল নিম্বফল চূর্ণ দ্বারা, অংশুপট্ট অর্থাৎ বল্কল-বিশেষের বস্ত্র বিল্বফলের নির্য্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌম অর্থাৎ অতসী-পুষ্পের ছালে নির্ম্মিত বস্ত্র শ্বেতসর্ষপচূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ১২০ ॥ শঙ্খ, পশুশৃঙ্গ, পশুর অস্থি বা দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য—এ সকল ক্ষৌম বস্ত্রের ন্যায় গোমূত্র বা জলযুক্ত শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। ১২১। তৃণ, পাকের কাষ্ঠ, পলাল (পোয়াল) এ সকল জল প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়; মার্জ্জন ও গোময়াদিলেপন দ্বারা গৃহশুদ্ধি এবং মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক দ্বারা বিশুদ্ধ হয় ॥ ১২২ ॥ মৃণ্ময়পাত্র যদি মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ও পূয বা শোণিত দ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হয় না ॥ ১২৩ ॥ সম্মার্জ্জন; গোময়াদি দ্বারা বিলেপন; গোমূত্রোদকাদি দ্বারা সেচন; উল্লেখন অর্থাৎ চাঁচিয়া ফেলা এবং এক অহোরাত্র গাভীর বাস—এই পঞ্চ উপায় দ্বারা ভূমি শুদ্ধি হয় ॥ ১২৪ ॥ পক্ষী কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট; গাভি কর্ত্তৃক আঘ্রাত, বস্ত্রাঞ্চল বা পদ দ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপর হাঁচি বা থুথু পড়িয়াছে এবং যাহা কেশ-কীটাদি দ্বারা দূষিত হইযাছে—এইরূপ খাদ্যদ্রব্যসকল মৃত্তিকা প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২৫

বিষ্ঠামূত্রাদি অপবিত্রলিপ্তদ্রব্যে যে পর্য্যন্ত গন্ধ ও লেপ থাকে তাবৎকালে তাহা মৃত্তিকা ও জলদ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইবে ॥ ১২৬ ॥ প্রথমত অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ জানা যায় নাই—দ্বিতীয়ত যাহা জলদ্বারা প্রক্ষালিত করা হইয়াছে এবং তৃতীয়ত শিষ্টজনেরা যৎসম্বন্ধে পবিত্র বলিযা বাক্য উচ্চারণ করেন—ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দেবতারা এই তিনটী পবিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন ॥ ১২৭ ॥ যে পরিমাণ জলে গরুর পিপাসা শান্তি হইতে পারে ততটুকু জল যদি বিশুদ্ধ ভূমিগত এবং স্বাভাবিক গন্ধবর্ণ ও রসযুক্ত হয়, অথচ অপবিত্রদ্রব্যলিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা পবিত্র জানিবে ॥ ১২৮ ॥ কারুকরের হস্ত কারুকার্য্যে যখন নিযুক্ত থাকে, তখন সর্ব্বদা শুদ্ধ; যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে প্রসারিত হইযাছে তাহা অনেকে স্পর্শ করিলেও শুদ্ধ এবং ব্রহ্মচারীগণ যে ভিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নিত্যশুদ্ধ ॥ ১২৯ ॥ স্ত্রীলোকের মুখ সর্ব্বদাই শুচি, কাকাদির চঞ্চুর আঘাত বৃন্তে লাগিয়া যে ফল নিম্নে পতিত হয়, তাহা শুচি; দুগ্ধদোহনকালে গোবৎসের মুখ শুচি এবং মৃগমারণকালে কুকুরের মুখ শুচি জানিবে ॥ ১৩০ ॥ যে পশু বা পক্ষী কুকুর কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহার মাংস শুচি ইহা মনু বলিয়াছেন; মাংসজীবী অন্যান্য পশুপক্ষীরাও যে মাংস আনয়ন করে, তাহা শুচি এবং চণ্ডালাদি ব্যাধেরা মারিয়া যে মাংস আনয়ন করে তাহাও শুদ্ধ মাংস ॥ ১৩১ ॥ নাভির উপরিভাগে যে সকল ইন্দ্রিয়ছিদ্র আছে সে সমুদায়ই পবিত্র সুতরাং সে সকল স্পর্শনে দোষ নাই। কিন্তু নাভির অধোদেশের ইন্দ্রিয়ছিদ্রসকল অপবিত্র, তাহা স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয়। এবং দেহ হইতে যে সকল মল ক্ষরিত হয় তাহাও অপবিত্র ॥ ১৩২। মক্ষিকা, মুখনির্গত ক্ষুদ্র জলকণা, ছায়া, গো, অশ্ব, সূর্য্যকিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি—এসকল অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলেও শুচি বলিয়া জানিবে ॥ ১৩৩ ॥ যে সকল দ্বার দিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করা যায়, তাহা প্রয়োজনমত মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শুদ্ধ করিবে এবং বক্ষ্যমাণ দ্বাদশটী দৈহিক মলেরও উক্তপ্রকারে শুদ্ধ করিতে হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব ছয় প্রকারের মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শুদ্ধ করিবে, উত্তর ছয় প্রকারের কেবল জলে শুদ্ধি করিবে, ইহা বৌধায়নাদি বলেন ॥ ১৩৪ ॥ বসা (চর্ব্বি) রেত, রক্ত, মস্তিষ্ক, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, নেত্রমল, ও ঘর্ম্ম এই দ্বাদশটী শারীরিক মল জানিবে ॥ ১৩৫ ॥ যিনি শুদ্ধি ইচ্ছা করেন তাঁহার কর্ত্তব্য যে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিয়া লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামকরে দশবার, ও উভয় হস্তে সাতবার জল

সহিত মৃত্তিকা প্রদান করিবে ॥ ১৩৬ ॥ এই শৌচনিয়ম গৃহস্থের পক্ষে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহার দ্বিগুণ, বানপ্রস্থের পক্ষে উহার তিনগুণ এবং যতির পক্ষে উহার চতুর্গুণ পরিমাণ জানিবে ॥ ১৩৭ ॥ বিষ্ঠামূত্র ত্যাগের পর শুদ্ধ হইয়া আচমন করিয়া ইন্দ্রিয়ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে, বেদাধ্যয়নকালে এবং অন্নভোজন করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ আচমন করিবে ॥ ১৩৮ ॥ এই আচমনকালে তিনবার জলপান ও তারপর দুইবার মুখমার্জ্জন করিতে হয়। শারীরিক শুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী শূদ্রও এক একবার জলপানে আচমন করিবে ॥ ১৩৯ ॥

স্বধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র মাসেমাসে কেশমুণ্ডন করিবে; জননে ও মরণে বৈশ্যের ন্যায় অশৌচ গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে ॥ ১৪০ ॥ মুখ হইতে যে সকল নিষ্ঠীবন বা জলবিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাহাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট হয় না; শ্মশ্রুলোম মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উচ্ছিষ্ট হয় না এবং দন্তমধ্যস্থিত অন্নাদিকণা সকলও মুখকে উচ্ছিষ্ট করিতে পারে না ॥ ১৪১ ॥ অন্যকে আচমনের জল দিবার সময় যদি তাহার মুখনির্গত জলবিন্দু জলদাতার পদে পতিত হয়, তবে তাহাতে অশুচি করিতে পারে না। উহা বিশুদ্ধ ভূমিগত জলের ন্যায় শুদ্ধ ॥ ১৪২ ॥ অন্নাদি অগ্নিপক্ক দ্রব্য হস্তে করিয়া খাইতে খাইতে যদি উচ্ছিষ্ট পর কোন অস্পর্শীয় ব্যক্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য হস্তে থাকিলেও সে ব্যক্তি আচমন করিয়া শুদ্ধ হয় ॥ ১৪৩ ॥ অনেকবার ভেদ বা বমন হইলে স্নান করিয়া ঘৃতভোজন করিবে; যদি অন্নভোজনের পর বমন হয় তাহা হইলে আচমন দ্বারাই শুদ্ধ হইবে এবং ঋতুমতী স্ত্রীসংসর্গ করিয়া স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে ॥ ১৪৪ ॥ নিদ্রা যাইয়া, হাঁচিয়া, ভোজন করিয়া, শ্লেষ্মা ফেলিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া ও জলপান করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে অত্যন্ত শুচি থাকিলেও আচমন করিতে হইবেক ॥ ১৪৫ ॥ জন্মমরণাশৌচের বিধান ও সমগ্র দ্রব্যশুদ্ধির বিধান তোমাদিগকে বলা হইল, এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম শ্রবণ কর ॥ ১৪৬ ॥ স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বৃদ্ধাইবা হউন, গৃহে থাকিয়াও স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎমাত্র কার্য্যও স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয় ॥ ১৪৭ ॥ স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে—কিন্তু কখন স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে না ॥ ১৪৮ ॥ স্ত্রীলোক, পিতা ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে কখন চেষ্টা করিবে না। ইহাদের সহিত পৃথক হইলে তিনি পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়কুলই কলঙ্কিত করিয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥ স্ত্রীলোকেরা সদাই প্রহৃষ্টমনে কালযাপন করিবে; গৃহকর্ম্মে দক্ষ হইবে; গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছিন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবে ॥ ১৫০ ॥ পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, কিম্বা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পর ও ব্যভিচারাদি দ্বারা তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন না করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ॥ ১৫১ ॥ স্ত্রীলোকদিগের বিবাহকালে যে পুণ্যাহবাচনাদি স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি-দেবতার উদ্দেশে হোম করা যায়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থমাত্র; পরন্তু বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীলোকদিগের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মায়। তদবধিই স্ত্রীলোকের স্বামীপরতন্ত্রতাই একমাত্র উপযুক্ত ॥ ১৫২ ॥ বিবাহকর্ত্তা পতি ঋতুকালে বা অন্যকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যই 'সুখদাতা' হবেন। এবং কেবল ইহকালে নন, পরন্তু স্বামী পরকালেও স্ত্রীলোকের সুখদাতা হন ॥ ১৫৩ ॥ শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিবেন ॥ ১৫৪ ॥ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্বামী-বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন ॥ ১৫৫ ॥ স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কখন তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না ॥ ১৫৬ ॥ পতি মৃত হইলে স্ত্রী স্বেচ্ছাত শুভ পুষ্পমূল

ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখন পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না॥ ১৫৭॥ যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মচারী হইয়া মধুমাংসমৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অত্যুত্তম পরম ধর্ম্ম, তৎপালনেই একাগ্র হইবেন ॥১৫৮॥ অনেক সহস্র কৌমারব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যবলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন ॥১৫৯॥ ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করেন। ১৬০॥ যে স্ত্রীলোক সন্তান হইবার লোভে স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হন, তিনি ইহলোকে নিন্দাগ্রস্ত হন ও পরত্র পতিলোক হইতে চ্যুত হন॥ ১৬১॥ স্বামীব্যতিরিক্ত অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না; অথবা সহধর্ম্মিণী ব্যতিরিক্ত অপরের স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান দ্বারা পুরুষেরও কোন কার্য্য নাই—শাস্ত্রকারেরা এরূপজাত পুত্রকে পুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। কোন শাস্ত্রেই সাধ্বীগণের দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের উপদেশ নাই॥ ১৬২॥ নিজের পতি অপকৃষ্ট অর্থাৎ, ধনমান কুলশীলাদিতে হীন বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, সে ইহলোকেই নিন্দনীয়া হয়—লোকে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলিয়া থাকে॥ ১৬৩। পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নানা প্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে॥ ১৬৪॥ যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধুজনেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ১৬৫॥ যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনোবাক্‌দেহসংযতা হইয়া নারীধর্ম্মে জীবন যাপন করেন, তিনি ইহলোকে পরমা কীর্ত্তি লাভ করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন॥ ১৬৬॥ এইরূপ সদ্‌বৃত্তশালিনী সবর্ণা স্ত্রী যদি স্বামীর মরণের পূর্ব্বে মৃতা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতিস্বামী অগ্নিহোত্রীয় অগ্নিদ্বারা ও যজ্ঞপাত্র দ্বারা তাঁহার দাহাদি ক্রিয়া করিবেন॥ ১৬৭॥ ভার্য্যা অগ্রে মরিলে এইরূপে তাহার দাহাদি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিবে এবং পুনরায় অগ্ন্যাধান কার্য্য করিবে॥ ১৬৮॥ পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবে এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পরমায়ুর দ্বিতীয়ভাগ গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে॥ ১৬৯॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এইরূপে স্নাতক দ্বিজ যথাশাস্ত্র গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম সমাপন করিয়া বনে বাস করত জিতেন্দ্রিয় ভাবে তপঃস্বাধ্যায়াদি নিয়মযুক্ত হইয়া যথাবিধান বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন॥ ১॥ গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে, আপনার গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়াছে, কেশের পক্বতা জন্মিয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত॥২॥ কৃষ্যাদিযত্নোৎপাদ্য আহার ও গোঅশ্ব, শয্যাদি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া অথবা তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি বনগমন করিবেন॥ ৩॥ শ্রৌতঅগ্নি, গৃহঅগ্নি এবং অগ্নির পরিচ্ছদ অর্থাৎ স্রুক্‌স্রুবাদি উপকরণসমুদায় গ্রহণ করিয়া গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া নিয়তেন্দ্রিয় ভাবে তথায় বাস করিবেন॥ ৪॥ অযত্নসম্ভূত নীবারাদি পবিত্র অন্নদ্বারা অথবা অরণ্যজাত শাকমূল ও ফলের দ্বারা তথায় প্রতিদিন বিধিপূর্ব্বক পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন॥ ৫॥ অরণ্যবাসকালে মৃগাদি চর্ম্ম বা তৃণবল্কলাদি বস্ত্রখণ্ড পরিধান, সায়ং ও প্রাতঃস্নান এবং নিত্য জটাশ্মশ্রুনখ ও লোম ধারণ করিবেন॥ ৬॥ তাঁহার যাহা ভক্ষ্য থাকিবে, তাহা হইতে পঞ্চমহাযজ্ঞান্ত-

র্গত বলিপ্রদান করিবেন, যথাশক্তি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবেন এবং আশ্রমাগত অতিথিজনকেও সেই জলমূলফলাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবেন ॥৭॥ বানপ্রস্থ নিত্যই বেদাধ্যয়নে বর্ত্ত থাকিবে, শীতাতপাদি-দ্বন্দ্বসহনশীল হইবে, পরোপকারী, সংযতমনা, সততদাতা, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত এবং সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইবে ॥ ৮ ॥ গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই ত্রেতাগ্নির সংযোগকে বিতান বলে, তাহাতে যে অগ্নিহোত্র হোম, তাহার নাম বৈতানিক অগ্নিহোত্রহোম। বানপ্রস্থ যথাবিধি বৈতানিক অগ্নিহোত্র হোম করিবেন এবং পর্ব্বযোগে দর্শপৌর্ণমাস যাগও ত্যাগ করিবেন না ॥ ৯ ॥ নক্ষত্রযাগ, নবান্ন, চাতুর্ম্মাস্য, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণযাগও যথাবিধানে সম্পন্ন করিবেন ॥ ১০ ॥ বসন্ত ও শরৎকালোদ্ভূত পবিত্র মুনিজনসেবিত শস্যান্ন সকল স্বয়ং আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা পুরোডাশ ও চরু প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ যাগ সম্পাদন করিবেন ॥ ১১ ॥ এবং সেই সকল বনজাত পবিত্রতর হবিঃদ্বারা দেবতাদিগের হোম করিয়া যে কিছু পুরোডাশাদি হবিঃশেষ থাকিবে; তাহা আপনি ভোজন করিবেন এবং স্বয়ংপ্রস্তুত লবণ ভক্ষণ করিবেন ॥ ১২ ॥ স্থলজাত ও জলজাত শাকসমুদয়, পবিত্র বৃক্ষোদ্ভব পুষ্প, মূল এবং ফল এবং সেই সকল ফলসম্ভূত স্নেহও ভোজন করিবেন ॥ ১৩ ॥ মধু, মাংস, ভূমিছত্রাক, ভূস্তৃণ ও শিগ্রুক নামক বনচারীগণের ভক্ষ্যবিশেষ এবং শ্লেষ্মাতক অর্থাৎ চালতা ফল, বানপ্রস্থ এসকল ভক্ষণ করিবেন না ॥১৪॥ পূর্ব্বসঞ্চিত যদি কিছু মুন্যন্ন থাকে অথবা শাকমূল বা ফল কিম্বা জীর্ণবস্ত্র—এই সমুদয় প্রতি আশ্বিন মাসে ত্যাগ করিবেন ॥ ১৫ ॥ ফালদ্বারা বিদারিত ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি যদি কেহ পরিত্যাগও করিয়া থাকে, তথাপি বানপ্রস্থ তাহা আহার করিবেন না ; অথবা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলেও গ্রামজাত ফলমূলাদি ভক্ষণ করিবেন না ॥ ১৬ ॥ অগ্নিপক্ক বন্য অন্ন খাইবেন অথবা কালপক্ক ফলাদি ভোজন করিবেন, কিম্বা পাষাণ দ্বারা চূর্ণ করিয়া লইবেন, অথবা আপনার দন্তকেই উদূখল-মুষলের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন ॥ ১৭ ॥ সদ্যঃপ্রক্ষালক অর্থাৎ যখন কার প্রয়োজন, তখনি চলিল, তারপর ফুরাইয়া গেল,—এইরূপ সঞ্চয়ী হইবেন অথবা মাসসঞ্চয়ী কিম্বা ছয়মাসোপযোগী সঞ্চয়ী অথবা ঊর্দ্ধসংখ্যা বৎসর পরিমাণ শস্যাদি-সঞ্চয়ী হইবেন ॥ ১৮ ॥ শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করিয়া সায়াহ্নে অথবা দিবাতে ভোজন করিবেন, অথবা চতুর্থকালিক ভোজন করিবেন অর্থাৎ একদিন উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন অথবা অষ্টমকালিক অর্থাৎ তিনদিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন ॥ ১৯ ॥

কিম্বা চান্দ্রায়ণ বিধি অনুসারে শুক্লপক্ষে এক একগ্রাস কম ও কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ভোজন করিতে পারেন অথবা পক্ষান্তে একবার ভোজন করিবেন অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমাদিনে সিদ্ধ যবাগূ আহার করিবেন ॥ ২০ ॥ অথবা বানপ্রস্থধর্ম্মবিধি প্রতিপালন করিয়া কেবল পুষ্পমূলফল দ্বারা সর্ব্বদা জীবিকা করিবে, কিম্বা স্বয়ংপতিত কালপক্ক ফল দ্বারা জীবিকা করিবে ॥ ২১ ॥ ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন অথবা সারাদিন এক পদে দণ্ডায়মান থাকিবেন, কিম্বা কখন আসনস্থ, কখন বা আসন হইতে উত্থান করিয়া কাল কাটাইবেন। প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে স্নান করিবেন ॥ ২২ ॥ গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিতাপ ও ঊর্দ্ধে প্রখর সূর্য্যতাপ এই রূপে পঞ্চতপা হইবেন, বর্ষাকালে ছত্রাদিশূন্য হইয়া যথায় বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে, তথায় দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং হেমন্তে আর্দ্রবসন পরিধান—এইরূপে ক্রমে ক্রমে তপস্যার বৃদ্ধি করিবেন ॥ ২৩ ॥ ত্রৈকালিক স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ করিবেন, এবং উগ্রতর তপস্যা করিয়া দেহকে শোষণ করিবেন ॥ ২৪ ॥ শ্রৌতাগ্নি সকল যথাশাস্ত্র আত্মাতে আরোপ করিয়া, অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইয়া, মৌনব্রত ধারণ করিয়া ফলমূল ভোজনে কালযাপন করিবেন ॥ ২৫ ॥ সুখকর বিষয়ে যত্নশীল হইবেন না, স্ত্রীসম্ভোগাদি করিবেন না, ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, বাসস্থানে মমতাশূন্য হইবেন এবং বৃক্ষমূলে বসতি করিবেন ॥ ২৬ ॥ ফলমূলাভাবে প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষা,

বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অথবা অন্যান্য বনবাসী-গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে আহরণ করিবেন ॥ ২৭ ॥ আবার এসকল ভিক্ষার অসম্ভবে গ্রাম হইতে পত্রপুটে, শরাবাদি-খণ্ডে বা হস্তেতেই ভিক্ষাহরণ করিয়া বনে বাস করত অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন করিবেন ॥ ২৮ ॥ বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণ এই সমুদায় ও অপরাপর নিয়ম প্রতিপালন করিবেন এবং আত্ম-সাধনার জন্য উপনিষদাদি বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস করিবেন ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণগণ, এমন কি গৃহস্থেরাও আত্ম-জ্ঞান, তপস্যাবৃদ্ধি, এবং শরীর শুদ্ধির জন্য উপনিষদাদি শ্রুতিরই সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ এইরূপ করিতে করিতে যদি অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হন, তাহাহইলে ঈশানদিক্ আশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে সরল পথে গমন করিয়া যে পর্য্যন্ত দেহের পতন না হয়, তাবৎকাল জলবায়ু ভক্ষণ করিয়া দেহপাত করিবেন। ইহা শাস্ত্রবিহিত মহাপ্রস্থানাখ্য মরণ ॥৩১॥ মহর্ষিগণানুষ্ঠিত নদীপ্রবেশন, ভৃগুপ্রপতন, অগ্নি প্রবেশন বা পূর্ব্বকথিতাদি উপায়ে বীতশোকভয় বিপ্র কলেবর পরিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়েন ॥ ৩২ ॥ এইরূপে বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয়ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থ ভাগে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৩ ॥ আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, তত্তৎ আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাধান করিয়া, জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়া ভিক্ষা দান বা বলিদানাদি কর্ম্মে শ্রান্ত হইলে পর, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে পরলোকে পরম অভ্যুদয় লাভ করা যায় ॥ ৩৪ ॥ ঋষিঋণ দেবঋণ, পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত, কিন্তু এই ঋণ সকল পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিলে নরক প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৫ ॥ বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়া, ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া, শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত ॥ ৩৬ ॥ দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া, সন্তানোৎপাদন না করিয়া, এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া যদি, মোক্ষ ইচ্ছা করেন তবে অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৩৭ ॥ প্রজাপতি-যাগ সমাধা করিয়া, সর্ব্বস্ব দক্ষিণান্ত করিয়া, আত্মাতে অগ্নি আধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবেন অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ যিনি সর্ব্বভূতে অভয়দান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করেন, ব্রহ্মবাদী সেই ব্যক্তি তেজোময় লোক সকল লাভ করেন ॥৩৯॥ যে দ্বিজ হইতে কোন প্রাণী কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হন, তিনি দেহত্যাগের পর কুত্রাপি কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০ ॥ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্র দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া কাম্যবিষয় উপস্থিত থাকিলে ও তাহাতে আস্থাশূন্য হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পরিব্রাজক ধর্ম্মের আচরণ করিবে ॥৪১॥ একেই সিদ্ধি জানিয়া আত্মসিদ্ধির জন্য তখন অসহায় অবস্থায় নিত্য একাকী বিচরণ করিবে। যিনি সঙ্গশূন্য হইয়া একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না, অথবা কাহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তও হন না। অর্থাৎ আত্মিক ত্যাগ দুঃখাদি তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় না ॥ ৪২ ॥

সন্ন্যাসাশ্রমে অগ্নিহীন, বাসহীন, ব্যাধি-প্রতীকারে উপেক্ষা, স্থিরমতি এবং সদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অরণ্যে যাপন করিবে। কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামের আশ্রয় লইবে ॥৪৩॥ মৃণ্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষের মূল, জীর্ণ কৌপীনাদি বসন, অসহায় ভাবে একাকী অবস্থান, সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি—এই সকল মুক্তের লক্ষণ ॥ ৪৪ ॥ জীবন বা মরণ কিছুই কামনা করিবে না, কিন্তু ভৃত্য যেমন বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন জীবনকাল বা মরণকাল প্রতীক্ষা করিবে ॥ ৪৫ ॥ পথ দেখিয়া পাদ বিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রাদি দ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করিবে, কথা কহিতে হইলে সত্যকথা বলিবে, এবং মনে যাহা পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেইরূপ আচরণ করিবে ॥ ৪৬ ॥ দুরুক্তি বা অপমানজনক বাক্যসকল সহ্য করিয়া থাকিবে, কাহাকেও অপমান দ্বারা পরিভব করিবে না;

এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না ॥ ৪৭ ॥ কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না; কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতি কুশল বাক্য প্রয়োগ করিবে। সপ্তদ্বার-বিষয়ক যে বাক্য তাহাকে মিথ্যাতে নিয়োগ করিবে না। সদাই ব্রহ্মবাণী উচ্চারণ করিবে। চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি ইহাদের গৃহীত বিষয়েই বাক্যের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা বাক্যকে সপ্তদ্বার কহিয়া থাকেন; অথবা সপ্তস্থানীয়প্রাণ বাক্যের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বাক্যকে সপ্তদ্বার বলা যায় ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবে—কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিবে না, সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইবে—কেবল আত্মসহায়েই একাকী নিত্যসুখের বা মোক্ষার্থী হইয়া ইহ-সংসারে বিচরণ করিবে ॥ ৪৯ ॥ ভূমিকম্পাদি উৎপাত বা চক্ষুঃস্পন্দনাদি নিমিত্ত ঘটনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান, নক্ষত্র বা হস্তরেখাদির ফলাফল নির্ণয় অথবা শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি দেখাইয়া কাহারও নিকট ভিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না ॥ ৫০ ॥

যে গৃহস্থের ভবন বানপ্রস্থ, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ভক্ষণশীল কুক্কুর বা অপর কোন ভিক্ষার্থীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ প্রকার গৃহে ভিক্ষাকামনায় যতির গমন করিতে নাই ॥ ৫১ ॥ কর্ত্তিত-কেশ-নখ-শ্মশ্রু হইয়া, দণ্ড, কমণ্ডলু ও ৺৺ এ সঙ্গে লইয়া, কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া, এইরূপে সন্ন্যাসী নিত্য বিচরণ করিবেন ॥ ৫২ ॥ যতির ভিক্ষা বা ভোজনপাত্র অতৈজস হইবে অর্থাৎ স্বর্ণাদি ধাতুনির্ম্মিত হওয়া উচিত নয়—পরন্তু পাত্রে যেন ছিদ্র না থাকে। যজ্ঞীয় চমসের যেরূপ শুদ্ধি হয় তদ্রূপ ঐ সকল পাত্র জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃন্ময়পাত্র অথবা বংশনির্ম্মিত পাত্র (চুবড়ি ইত্যাদি) এই সকল যতিদিগের পাত্র বলিয়া স্বায়ম্ভুব মনু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥ যতি প্রাণধারণের জন্য একবার মাত্র ভিক্ষাচরণ করিবেন, অধিক ভিক্ষা করিবেন না। ভিক্ষাপ্রসক্তি হইতে যতির বিষয়াসক্তি জন্মিতে পারে ॥ ৫৫ ॥ গৃহস্থের গৃহে পাকধূম বিগত হইলে, উদুখল মুষলের কার্য্য সমাধান হইলে, পাকাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, গৃহস্থ পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আহার সমাপন ও আহারের উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিলে অর্থাৎ দিবসের অপরাহ্নভাগে যতি ভিক্ষাচরণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥ ভিক্ষাদির অলাভে বিষণ্ণ হইবেন না, লাভেও আহ্লাদিত হইবেন না। যাহাতে প্রাণযাত্রা মাত্র চলিয়া যায় এইরূপ করিবেন, অপরাপর ব্যবহার্য্যদ্রব্যের আসক্তি হইতেও মুক্ত থাকিবেন ॥ ৫৭ ॥ সমাদর সহকারে যে ভিক্ষালাভ, তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবেন। যতি মুক্তাবস্থ হইলেও তথাপি অভিপূজিতলাভে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংসারবন্ধন ঘটিতে পারে ॥ ৫৮ ॥ অল্পভোজন ও নির্জ্জনপ্রদেশে অবস্থানদ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সকলকে ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে ॥ ৫৯ ॥ ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয় এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা—এই সকল উপায় দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভের অধিকারী হন ॥ ৬০ ॥ কর্ম্মদোষহেতু জীবের নানা প্রকার গতিপ্রাপ্তি, নরকে পতন এবং যমালয়ের যাতনা এই সকল সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবে ॥ ৬১ ॥ প্রিয়তমগণের বিয়োগ, অপ্রিয়গণের সহিত সংযোগ, জরা দ্বারা অভিভব এবং ব্যাধি কর্ত্তৃক উৎপীড়ন ॥ ৬২ ॥ এই দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্ব্বার গর্ভবাসে জন্মগ্রহণ এবং সহস্র সহস্র যোনিতে বারম্বার যাতায়াত—এই সমুদায় যাতনা কর্ম্মদোষে উদ্ভব, ইহা সম্যক্ চিন্তা করিবে ॥ ৬৩ ॥ জীবের সমুদায় দুঃখ অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এবং অক্ষয়সুখসংযোগসকল যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাধীন ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৬৪ ॥ যোগের দ্বারা পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ব নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্ম স্বরূপের উপলব্ধি করিবে এবং কি উত্তম, কি অধম সর্ব্বদেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিবে ॥ ৬৫ ॥ লোকে যে কোন আশ্রমস্থিত থাকুক না কেন, অথবা তত্তৎ আশ্রমধর্ম্মাদিভ্রষ্ট হউক না কেন, তথাপি সর্ব্বভূতে সমদর্শী থাকিলে বর্ণাশ্রমত্যাগাদির জন্য তাহার ধর্ম্মে অনধিকারিত্ব অথবা প্রায়শ্চিত্তান্তর আশ্রয় করিতে হইবে না। বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের প্রতি কারণ নয় ॥ ৬৬ ॥ কতক

বৃক্ষের ফল অর্থাৎ নির্ম্মলী, জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল কিছু স্বচ্ছ হয় না। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্ম করা হয়, কেবল বর্ণাশ্রমাদির লিঙ্গ ধারণ করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না ॥ ৬৭॥ স্বীয় শরীরে কষ্ট হইলেও পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের পাছে প্রাণ বিনাশ হয়, এই ভয়ে দিবা ও রাত্রি ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া গতায়াত করিবে ॥ ৬৮ ॥

যতিরা অজ্ঞানবশত দিবারাত্রির মধ্যে যে সকল প্রাণিবিনাশ করেন, সেই পাপ বিশুদ্ধ্যর্থ স্নান করিয়া ছয়বার প্রাণায়াম করিবেন ॥ ৬৯ ॥ সপ্তব্যাহৃতি ও দশপ্রণবযুক্ত প্রাণায়ামত্রয় পূরক কুম্ভক রেচক বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইলেই উহা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে পরম তপস্যা বলিয়া জানিবে। ॥ ৭০ ॥ সুবর্ণরজতাদি ধাতুর মল সকল অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত হইলে যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৭১ ॥ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবে, স্থানবিশেষে চিত্ত বন্ধনরূপ ধারণা দ্বারা পাপ সকল নষ্ট করিবে; স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গরূপ পাপসকল হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কামক্রোধাদি অনীশ্বর গুণ সকলকে জয় করিবে। ॥ ৭২ ॥ জীবের দেবপশ্বাদি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিতে কি কারণে জন্ম পরিগ্রহ হয়, আত্মজ্ঞানহীন জনের পক্ষে তাহা একেবারে দুর্জ্ঞেয়; ধ্যান যোগেই কেবল তাহা জানিতে পারা যায়। এ কারণ ধ্যানপরায়ণ হওয়া উচিত। ॥ ৭৪ ॥ ধ্যানযোগে সম্যক্ আত্মদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি পাপপুণ্য কর্ম্মসকল দ্বারা সংসারবন্ধনে পতিত হন না। আত্মদর্শনহীন জনই সংসারগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৭৪ ॥ অহিংসা দ্বারা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি পরিহার দ্বারা, বৈদিক কর্ম্ম সকলের দ্বারা এবং উগ্র তপশ্চাচরণ দ্বারা, সেই ব্রহ্মপদ সাধন করা যায় ॥ ৭৫ ॥

এই দেহ অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ, রক্ত ও মাংস দ্বারা প্রলেপিত, চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ, দুর্গন্ধময় ॥ ৭৬ ॥ জরাশোকে আক্রান্ত, নানাপ্রকার ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাস স্বরূপ; ইহা জানিয়া ইহার মায়া পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে পুনর্ব্বার এই দেহরূপ কারাগারে প্রবিষ্ট হইতে না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবে ॥ ৭৭ ॥ বৃক্ষ যেমন কর্ম্মবশতঃ নদীকূল রূপ আবাসকে অথবা পক্ষী যেমন আশ্রয়বৃক্ষকে আনন্দে ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ জীব প্রাক্তনকর্ম্মোপক্ষয়ে অথবা জীবন্মুক্ত অবস্থায় এই দেহরূপ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সংসারবন্ধনরূপ গ্রাহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭৮ ॥ তিনি পুত্রাদি প্রিয়সংযোগ স্বকীয় সুকৃতিহেতু এবং যে কিছু অপ্রিয় সংযোগ তাহা আপনার দুষ্কৃতিহেতু এইরূপ ধ্যান দ্বারা প্রিয়াপ্রিয় সুকৃতদুষ্কৃতাদি—চিত্তক্ষোভ সকল, ত্যাগ করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥ যে ভাবাপন্ন হইলে মন সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া থাকে, সেই ভাবেই কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্রই নিত্যসুখ লাভ করা যায় ॥ ৮০ ॥ এইরূপ উপায়ে ক্রমে ক্রমে সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মানাপমান শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি সমুদয় দ্বন্দ্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন ॥ ৮১ ॥ যে কিছু কর্ম্মফল পূর্ব্বে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সকলই ধ্যানপরায়ণ জনের প্রাপ্য, কিন্তু ধ্যানহীন—সুতরাং আত্মজ্ঞানবিরহিত ব্যক্তি কোন ক্রিয়ারই ফললাভ করিতে পারেন না ॥ ৮৩ ॥ যজ্ঞসম্বন্ধীয় যে সকল বেদমন্ত্র আছে, দেবতাসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র, পরমাত্মবিষয়ক বেদমন্ত্র অথবা উপনিষদাদিতে যে সমুদয় শ্রুতি উদিত হইয়াছে, সর্ব্বদা সে সমুদায় জপ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা জ্ঞানবান, যাহারা স্বর্গকামী বা যাহারা মুক্তিকামী সকলের পক্ষে এই বেদই একমাত্র অবলম্বন ॥ ৮৪ ॥ এইরূপ বিধানে যে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তিনি ইহলোকে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৫ ॥ সংযতাত্মা পরমহংস প্রভৃতি যতিদিগের সাধারণধর্ম্ম এই আমি

তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডত্যাগী কুটীচর নামক গৃহস্থসন্ন্যাসীদিগের কর্ম্মযোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮৬ ॥ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি পৃথক্ পৃথক্ এই চারি আশ্রমই গৃহস্থ হইতে সম্ভূত হয় ॥ ৮৭ এই চারি আশ্রম ক্রমশ যথাশাস্ত্র নিষেবিত হইলে পর, যথোক্তানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৮ ॥ ব্রহ্মচর্য্যাদি এই আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে বেদ এবং স্মৃতি বিধানানুযায়ী যে গৃহস্থাশ্রমী তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ তিনিই অপর তিন আশ্রমের ভরণপোষক ॥ ৮৯ ॥ যেমন নদনদী সমুদয় সাগরে যাইয়া স্থিতিলাভ করে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করে ॥ ৯০ ॥ এই চারি আশ্রমবাসী দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বক্ষ্যমাণ দশপ্রকার ধর্ম্ম নিত্য যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ৯১ ॥ ধৃতি (সন্তোষ,) ক্ষমা (অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার), অস্তেয় (অন্যায়পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (যথাশাস্ত্র মৃজ্জলাদিদ্বারা দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণপূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ ॥ ৯২ ॥ ধর্ম্মের এই দশলক্ষণ যে ব্রাহ্মণ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যয়ন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯৩ ॥ সমাহিত মনে এই দশবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, গুরুমুখে বিধিবৎ বেদান্তশাস্ত্র অবগত হইয়া, দেবপিতৃ ও ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া বেদসন্ন্যাস গ্রহণ করিবে ॥ ৯৪ ॥ বেদসন্ন্যাসী অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সমুদায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মদোষসকল প্রাণায়ামাদি দ্বারা নাশ করিয়া, যমনিয়মবান্ হইয়া, গার্হস্থ্যের ভার পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া, পুত্রের উপার্জ্জনে গ্রাসাচ্ছাদনাদি সম্পন্ন করিয়া, নিজে কেবল নিয়ত বেদাভ্যাস বা প্রণব জপ করিয়া সুখে গৃহে বসিয়া জীবন যাপন করিবেন ॥ ৯৫ ॥ এইরূপে সমুদয় কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, স্বকার্য্যতৎপর, নিস্পৃহ, ও সন্ন্যাসবলে বিগতপাপ হইয়া, তিনি মুক্তিলাভ করেন ॥ ৯৬ ॥ পরকালে অক্ষয়ফলপ্রদ, পুণ্য, ব্রাহ্মণগণানুষ্ঠেয় চারি প্রকার আশ্রমের ক্রিয়াকলাপ এই তোমাদিগকে বলিলাম; এক্ষণে রাজধর্ম্মের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯৭ ॥

ইতি মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপন।

সপ্তম অধ্যায়।

নরপতির অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য সমুদয়, তাঁহার উৎপত্তির বিষয়, যে প্রকারে তিনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেন, আমি এক্ষণে সেই সমুদয় রাজধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১॥ যথাবিধি উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যথান্যায় আপন আপন প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥ জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হইবে, এই জন্য সমুদায় চরাচর রক্ষার কারণ পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের, এই অষ্টদিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণের অংশ হইতে রাজা নির্ম্মিত হইয়াছেন বলিয়া তেজের আতিশয্য দ্বারা তিনি সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ সূর্য্যের ন্যায় তিনি চক্ষু এবং মনকে উত্তপ্ত করিয়া থাকেন, পৃথিবীতে কোনলোকই রাজাকে অভিমুখে অবলোকন করিতে সক্ষম হয় না ॥ ৬ ॥

রাজা, প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং মহেন্দ্রের তুল্য ॥ ৭ ॥ রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্যবোধে তাঁহাকে গ্রহণ করা উচিত নয়। পরন্তু তিনি মহান্ দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। ৮ ॥ অসাবধান হইয়া যে অগ্নির নিকট যায়, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন, পরন্তু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে সপরিবারে পশু ও দ্রব্য সম্পত্তির সহিত নষ্ট হইতে হয় ॥ ৯ ॥ প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ, স্বকীয় শক্তি এবং

শকালের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা কার্য্যানুরোধে সকলপ্রকার রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। ১০। যিনি প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রী লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয় লাভ হয়, যাঁহার ক্রোধে মৃত্যুর বসতিস্থল, নিশ্চয় তিনিই সর্ব্বতেজোময়। ১১। তাঁহাকে যে ব্যক্তি মোহবশত দ্বেষ করিয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; তাহাকে সত্বর বিনাশ করিবার জন্য রাজা মনোযোগী হন।১২। অতএব রাজা শিষ্টপ্রতিপালন ও দুষ্টদমনের জন্য যে ধর্ম্ম-নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। রাজার হিতার্থেই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মস্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৪। দণ্ডের ভয়েই চরাচর সমুদয় জগৎ স্ব স্ব ভোগসুখে প্রতিষ্ঠিত আছে; কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না। ১৫। দেশ কাল শক্তি ও বিদ্যা সম্যক্ আলোচনা করিয়া অন্যায়কারীর প্রতি রাজা যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করিবেন।১৬। প্রকৃতপক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসনকর্ত্তা, ঋষিরা দণ্ডকেই চারিআশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভূ স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। ১৭। দণ্ড সমুদয় প্রজাকে শাসন করিয়া থাকেন; দণ্ডই তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন; সকলে নিদ্রিত হইলে একমাত্র দণ্ডই জাগরিত থাকেন; পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া অবগত আছেন। ১৮।

সেই দণ্ড যদি সম্যক্ বিবেচিত হইয়া ধৃত হয়, তবে প্রজাসমুদয় সুখে থাকে, পরন্তু অন্যথা হইলে অর্থাৎ অবিচার পূর্ব্বক সেই দণ্ডে বিহিত সকলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়। ১৯। যদি রাজা অনলস থাকিয়া দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ডবিধান না করিতেন, তাহা হইলে বলবান্ জনেরা শূলে মৎস্যপাকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে অতিশয় যাতনায় দগ্ধ করিত।২০। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত মন্ত্রপূত হবি কুক্কুরে লেহন করিত। বায়স যজ্ঞীয়চরু ভক্ষণ করিত, সকলেই স্বাধিকারচ্যুত হইত এবং শ্রেষ্ঠজাতীয়েরা নিকৃষ্টের দ্বারা সর্ব্বথা পরাভূত হইত। ২১। কেবল দণ্ডভয়েই মনুষ্যগণ ন্যায়পথে অবস্থান করে, কারণ নির্দ্দোষ লোক জগতে নিতান্ত দুর্লভ, এই চরাচর বিশ্ব যে নিজ ভোগ্য ভোগে সমর্থ হয়, দণ্ডই তাহার নিশ্চয় কারণ। ২২। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নিশাচর, বিহঙ্গ এবং সর্প—ইহারাও কেবল শ্রীদণ্ডভয়ে ভীত হইয়া জগদুপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ২৩। অন্যায় দণ্ড বিহিত হইলে বা একবারে দণ্ডশূন্য হইলে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণ দোষদুষ্ট হইয়া নিজ নিজ মর্য্যাদাসেতু অতিক্রম করে, এবং তজ্জন্য বর্ণসঙ্করতা ও চৌর্য্যাদি প্রযুক্ত সকলের ক্ষোভ ও নানা গোলোযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৪। যে স্থলে শ্যামবর্ণ আরক্তলোচন দণ্ড পাপবিনাশার্থ বিচরণ করে এবং দণ্ডবিধাতা সর্ব্ববিষয়ে ন্যায় দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন তথায় প্রজারা কদাচ কাতর হয় না। ২৫। মন্বাদি ঋষিবর্গ দণ্ডের সম্যক্প্রয়োক্তা, সত্যবাদী, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্যকারী, সম্যক্বেদবিৎ এবং ধর্ম্মকামার্থের বিভেদজ্ঞকে উপযুক্ত রাজা বলিয়া থাকেন। ২৬। যদি রাজা সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মত দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মকামার্থ এই ত্রিবর্গেরই বৃদ্ধি হয়, আর যদি রাজা কেবল ধূর্ত্ত, ভোগাভিলাষী এবং ক্রোধাদিরবশীভূত হন, তবে তিনি নিজ বিহিতদণ্ড দ্বারা স্বয়ং নিহত হন। ২৭। মহাতেজা দণ্ড শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইবার যোগ্য নহে, কারণ ইহা অযথাপ্রযুক্ত হইলে আত্মীয় স্বজনের সহিত রাজাকে সবংশে ধ্বংস করে।২৮। অযথাবিহিত দণ্ড, রাজদুর্গ এবং স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তিসহ সপ্রজা সাম্রাজ্যকেও ক্রমে প্রপীড়িত করে এবং এমন কি উর্দ্ধমুক্ত পাত্রগ্রাহকাণের বিনাশহেতু অন্তরীক্ষগত ঋষি ও দেবতাগণকেও দুঃখপ্রদান করে। ২৯। মূর্খ, লোভপর, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, মন্ত্রিপুরোহিতাদি সহায়শূন্য এবং ভোগাসক্ত নরপতি, কদাচ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে পারেন না। ৩০। পবিত্রপ্রকৃতি, বিশুদ্ধাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বেদাদি শাস্ত্রানুষ্ঠায়ী এবং সুবুদ্ধি নরপতি সুমন্ত্রিসহ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন। ৩১।

স্বরাজ্যে শাস্ত্রানুসারে দণ্ডবিধান করা, বিদেশীয় শত্রুকে তীক্ষ্ণদণ্ডে দমন করা এবং

অকপটভাবে আত্মীয়স্বজনের প্রতি সরল ব্যবহার করা ও স্বল্পাপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান হওয়া রাজার কর্ত্তব্য ॥ ৩২ ॥ যে রাজা সদাচার ও সুপ্রণালীপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন করেন, এমন কি, যদি তাঁহাকে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় এবং তাঁহার ধনসম্পত্তি নিতান্ত অল্প হয়, তথাপি সলিলস্থিত তৈলবিন্দুর ন্যায় তাঁহার যশ জগতে বহুদূর বিস্তৃত হয় ॥ ৩৩ ॥ কিন্তু যে রাজার আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যিনি উদ্দাম রিপুগণের বশীভূত, তাঁহার ধনসম্পত্তি নিয়ত অধিক হইলেও তদীয় যশ ইহলোকে সলিলস্থিত ঘৃতবিন্দুর ন্যায় ক্রমে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥ স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষাবিধানার্থ প্রজাপতি রাজাকে সৃজন করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

প্রজাগণের রক্ষাবিধানার্থ সুমন্ত্রিবর্গের সাহায্যে রাজনীতি অনুসারে রাজার যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যথাক্রমে তৎসমুদায় তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৩৬ ॥ প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন তাহাও তাঁহার অনুষ্ঠেয় ॥ ৩৭ ॥ যাঁহাদের দেহ মন অতি পবিত্র, এবম্ভূত বেদজ্ঞ ধর্ম্মবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য। কারণ যে রাজা সদা বৃদ্ধসেবায় নিরত, এমন কি হিংস্র রাক্ষসেরাও তাঁহার হিতচেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ স্বভাবসিদ্ধ নিজ সুবুদ্ধিগুণে এবং শাস্ত্রাধ্যয়নগুণে রাজা বিনীত হইলেও সর্ব্বদা ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সমীপে বিনয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ বিনীত রাজা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হন না। ॥ ৩৯ ॥ গজাশ্বাদি বহুবিভবশালী হইলেও অনেকানেক রাজা বিনয়াভাবে নাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার চিরকানননিবাসী অনেক ব্যক্তি বিনয়গুণে রাজ্যলাভও করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥ মহারাজ নহুষ, বেণ, যবনরাজ সুদাস এবং সুমুখ ও নিমি—ইহাঁরা সকলেই বিনয়ধর্ম্মঅভাবে বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥ বিনয়বলে মহারাজ পৃথু এবং মনু সাম্রাজ্যলাভ করেন; কুবের ধনেশ্বর এবং গাধিসুত বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়-তনয় হইয়াও দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ঋক্ যজু সাম এই বেদত্রয় শিক্ষা এবং দণ্ডনীতি ও আর ব্যয়-বোধক পরম্পরাগত অর্থশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট রাজা শিক্ষা করিবেন। তার্কিক ও বৈদান্তিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে তর্কশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৃষক ও বণিকের নিকট হইতে কৃষিবাণিজ্য ও পশুপালনাদিজনিত ধনোপার্জ্জনোপায় এই সমস্ত রাজার শিক্ষা করা উচিত ॥ ৪৩ ॥ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার নিমিত্ত রাজার দৃঢ়রূপে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক; কারণ সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় রাজাই কেবল প্রজাগণকে নিজ কর্ত্তব্যাসক্ত রাখিতে পারেন ॥ ৪৪ ॥

পাশক্রীড়াদি দশবিধ কামজব্যসন ও ক্রোধজনিত পিশুনাদি অষ্টবিধ—উভয়ে এই অষ্টাদশ দুরন্ত ব্যসন যত্নত রাজার পরিত্যজ্য; কারণ যদিও ইহারা আপাতত সুখদ বটে, কিন্তু পরিণামে দুঃসহ কষ্ট প্রদান করে ॥ ৪৫ ॥ কামজ দোষে আসক্ত হইলে রাজা নিশ্চয় ধর্ম্মার্থ হইতে বঞ্চিত হন এবং ক্রোধজ দোষে আসক্ত হইলে এমন কি তাঁহার জীবনপর্য্যন্ত বিনাশ হইতে পারে ॥ ৪৬ ॥ মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, পরদোষকথন, রমণীসম্ভোগ, মদজনিত মত্ততা, বাদ্য, নৃত্য, গীত, এবং বৃথা পর্য্যটন—এই দশটী কামজ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ পিশুনতা, দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরস্বাপহরণ, আক্রোশ অর্থাৎ যথার্থ অস্ত্রাদি প্রদর্শন এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ সংহার—এই অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৪৮ ॥ পণ্ডিতগণ লোভকে কামজ ও ক্রোধজ এই উভয়বিধ দোষসমূহের মূলীভূত কারণ বলিয়া জানেন। একারণ সবিশেষ যত্নের সহিত রাজার উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৯ ॥ দশবিধ কামজ দোষের মধ্যে সুরাপান, পাশক্রীড়া, রমণীসম্ভোগ এবং মৃগয়া এই চারিটী যৎপরোনাস্তি কষ্টজনক বলিয়া রাজার জানা উচিত ॥ ৫০ ॥ ক্রোধজ অষ্টবিধ দোষের মধ্যে নিষ্ঠুরকথন, প্রাপ্যধনপ্রবঞ্চনা

বা এবং নির্ঘাত প্রহার এই তিনটী রাজার নিতান্ত অনর্থকর বলিয়া জানা উচিত ॥ ৫১ ॥ সুরাপান, পাশক্রীড়া, রমণীসম্ভোগ, মৃগয়া, নিষ্ঠুর প্রহার, বাক্‌পারুষ্য এবং পরস্বাপহরণ—কাম-ক্রোধজ এই সাতটী দোষ দ্বারা প্রায় সমস্ত রাজমণ্ডলই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহাদের মধ্যে পর-পর অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বটী গুরুতর বলিয়া পরিজ্ঞেয় ॥ ৫২ ॥ ক্রোধজ কিম্বা কামজ দোষ মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক, কারণ দেহান্তে কাম ক্রোধজ দোষাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ক্রমে নিরয়গামী হয়; কিন্তু নির্দ্দোষ নর দেহান্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ দেবস্পর্শ করিয়া শপথকারী, পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, বেদাদিধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী এবং যাঁহারা স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুন এবং সৎকুলোদ্ভব এরূপ সাত আটটী মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক ॥ ৫৪ ॥

যখন একটী কার্য্য সহজসাধ্য হইলেও অসহায় এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, তখন অসংখ্য করপ্রসূতি এক অতি বৃহদ্রাজ্যের কার্য্য একা সুসম্পন্ন করা যে নিতান্ত সুকঠিন—ইহা বলা বাহুল্য ॥৫৫॥ সন্ধি, বিগ্রহ, চতুর্ব্বিধ সৈন্যগণের পরিপোষণ, রাজস্ব পরিবর্দ্ধন, প্রজা পরিরক্ষণ, এবং উপার্জ্জিতার্থের উপযুক্ত পাত্রসাৎকরণোপায়োদ্ভাবন—এই সকল বিষয়—রাজার ঐ সকল সৎমন্ত্রিগণের সহিত সদা সদ্‌যুক্তি ও সৎপরামর্শ করা আবশ্যক ॥৫৬॥ প্রথমত নিভৃতস্থলে অমাত্যবর্গের প্রত্যেকের মত পৃথক পৃথক অবগত হইয়া পশ্চাৎ একত্রিত সকলের মত গ্রহণপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে যাহা হিতকর বলিয়া বোধ হইবে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজার তাহাই করা বিধেয় ॥ ৫৭ ॥ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়—এই ছয় বিষয়ে অমাত্যবর্গের মধ্যে ধর্ম্মনিরত সুপণ্ডিত বর্ণতঃ ব্রাহ্মণ মন্ত্রির সহিত রাজার মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৮ ॥ রাজা সতত ঐ সুপণ্ডিত বিপ্র-মন্ত্রির উপর বিশ্বস্তভাবে সর্ব্ব-কার্য্যের নির্ভর করিবেন এবং তাঁহারই সহিত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত করত সর্ব্বকার্য্য রাজার আরম্ভ করাও উচিত ॥ ৫৯ ॥ এতদ্ভিন্ন সুবুদ্ধি, কার্য্য-দক্ষ, ন্যায়পথে ধনার্জ্জনকারী, শুদ্ধপ্রকৃতি এবং ধর্ম্মাদিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবম্বিধ অন্য অমাত্যও রাজার নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য ॥ ৬০ ॥ অনলস, কার্য্য নিপুণ, সুচতুর এবং সুশিক্ষিত—এরূপ যে কয়েকটী লোক প্রকৃতরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজন, ঠিক সেই কয়েকটী লোকই রাজার নিয়োজিত করা আবশ্যক ॥ ৬১ ॥ উক্ত কর্ম্ম-চারিবর্গের মধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত সদ্বংশসম্ভূত সুচতুর এবং বিশুদ্ধস্বভাব—এইরূপ চারিজন লোক, খনিজ-সম্পত্তির আযের নিমিত্ত নিযুক্ত করিবেন, এবং ধান্যাদি ধনসংগ্রহ-স্থলে নিজ গৃহের নিভৃত স্থানে অধর্ম্ম ভীরু এমন লোককে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৬২ ॥ অন্যান্য কর্ম্মচারির ন্যায় রাজার এরূপ একজন দূতও নিযুক্ত করা আব-শ্যক, যিনি মুখরাগাদি বাহ্যচিহ্নদর্শনে মনের ভাবে বুঝিতে সমর্থ,—এবং যিনি সদ্বংশজাত, ইঙ্গিতজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এবং যাঁহার হস্ত বা অন্তঃকরণ কদাচিৎ পর প্রদত্ত উৎকোচ বা অসৎ-পরামর্শে দূষিত না হয় ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বজনপ্রিয়, কার্য্যসুচতুর, দেশকালাভিজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব, সুশ্রী, বাগ্মী এবং সুতীক্ষ্মস্মরণ-শক্তিবিশিষ্ট এরূপ একজন রাজদূত প্রশংসা-পাত্র হইয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥ কোষ ও নগর, রাজার নিজায়ত্ত রাখা নিতান্ত আবশ্যক, চতুর্ব্বিধ সৈন্যশাসন সেনাপতির অধীন, এবং সন্ধিবিগ্রহ ব্যাপার দূতায়ত্ত হওয়া উচিত ॥৬৫॥ দূতই কেবল মিত্রভাবাপন্ন নৃপতি-দ্বয়ের মধ্যে ভেদ সংঘটন এবং শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের মধ্যে সন্ধিসংস্থাপনে সমর্থ কারণ সে পররাজ্যে উপস্থিত হইয়া এরূপ কার্য্যানু-ষ্ঠান করে, যদ্দ্বারা উভয়রাজ্যের ভেদ বা মিলন সংসাধিত হয় ॥ ৬৬ ॥ শত্রু রাজার নিকট নিযুক্ত গূঢ়চরের আকার ইঙ্গিতদ্বারা কর্ত্তব্যবিষয়ে রাজার কিরূপ অভিপ্রায় এবং ক্ষুব্ধ, লুব্ধ বা অপমানিত ভৃত্যবর্গের উপরই বা তাঁহার অভি-প্রায় কিরূপ এই সকল দূতের বিশেষরূপে অব-গত হওয়া উচিত ॥ ৬৭ ॥ শত্রু রাজার মনো-গত অভিপ্রায়সকল নিজ উপযুক্ত দূতদ্বারা তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া রাজা এত অধিক সতর্ক-তার সহিত অবস্থান করিবেন, যাহাতে কোন-ক্রমে কোন উৎপাত তাঁহার উপর আপতিত না হয় ॥ ৬৮ ॥

ধনধান্যশালী, ধার্ম্মিকবহুল, রোগাদিশূন্য, রমণীয়, রাজভক্ত, কৃষি ও বাণিজ্যাদি সুলভ জাঙ্গলদেশে বাস করা রাজার কর্ত্তব্য ॥ ৬৯ ॥ তথায় ধন্বদুর্গ অর্থাৎ মরুবেষ্টিত দুর্গ, মহীদুর্গ অর্থাৎ পাষাণ বা ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ, অব্দুর্গ অর্থাৎ জলবেষ্টিত দুর্গ, বার্ক্ষ দুর্গ অর্থাৎ মহাবৃক্ষ কণ্টকগুল্মলতাদি ব্যাপ্ত দুর্গ, নৃদুর্গ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে বহুল হস্ত্যশ্বসেনাদিপরিবৃত দুর্গ এবং গিরিদুর্গ অর্থাৎ পর্ব্বতের উপরিভাগে দুর্গম নিভৃত দুর্গ—এইরূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন ॥ ৭০ ॥

ষড়বিধ দুর্গেরমধ্যে গিরিদুর্গ দুরারোহত্বাদি বহু বিশিষ্ট গুণসম্পন্নতা হেতু সর্ব্বপ্রযত্নে ও সর্ব্বতোভাবে উহাই রাজার আশ্রয়ণীয়। কারণ উহার উপরিভাগ হইতে একখণ্ড প্রস্তর নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে এককালে শত্রুপক্ষীয় বহুসৈন্য বিনষ্ট হইতে পারে॥৭১॥ ছয়প্রকার দুর্গের মধ্যে ধন্বদুর্গে মৃগাদি পশুগণ, মহীদুর্গে ইন্দুরাদি, জলদুর্গে কুম্ভীরাদি, বৃক্ষদুর্গে বানরাদি, চতুর্ব্বিধ সৈন্যরক্ষিত ব্যূহদুর্গে মনুষ্য এবং গিরিদুর্গে দেবতারা বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥ স্বদুর্গাশ্রিত মৃগাদিকে যেমন ব্যাধেরা বধ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রাজাও দুর্গমধ্যে অবস্থান করিলে তৎপ্রতিপক্ষ রাজা তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হন না ॥ ৭৩ ॥ নৃপতিমাত্রেরই দুর্গ থাকা আবশ্যক, কারণ দুর্গপ্রাকারস্থিত একজন যোদ্ধা একশত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং ঐরূপ শতজন, দশসহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ৭৪ ॥ অস্ত্র, শস্ত্র, শস্য, ঘোটকাদি নানা বাহন, যথেষ্ট অর্থ, দ্বিজ, নানা শিল্পী, বহুবিধ যন্ত্র, তৃণ এবং যথেষ্ট সলিল এই সকল দ্রব্যদ্বারা প্রত্যেক দুর্গ পরিপূরিত রাখা আবশ্যক ॥ ৭৫ ॥

ঐ দুর্গের ঠিক মধ্যস্থলে একরূপ একটী রাজার আবাসযোগ্য সৌধগৃহ নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, যাহার মধ্যে স্ত্রীগৃহ, অস্ত্রাগার, অগ্ন্যাগার এবং দেবালয় প্রভৃতি পৃথক্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, এবং যাহা পরিখাদিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিরক্ষিত সর্ব্বকালসুলভ ফলপুষ্পে সুশোভিত ও দীর্ঘিকা এবং বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত থাকে ॥ ৭৬ ॥ উক্ত গৃহে বাস করত রাজা শুভ লক্ষণাক্রান্ত স্বজাতীয়া উচ্চবংশসম্ভূতা, মনোরমা এবং সৎগুণসম্পন্না সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন ॥ ৭৭ ॥ বশীকরণাদি অথর্ব্ববেদ বিহিত কর্ম্মসকল সম্পাদনার্থ কুলপুরোহিত এবং যজ্ঞাদিকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ঋত্বিক্‌কে রাজার নিয়োজিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য; তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া রাজকুলোচিত বেদোক্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি এবং দক্ষিণ আহবনীয় ও গার্হপত্য এই অগ্নিত্রয়ে বিধাতব্য যাবস্ত কার্য্যসকল সম্পাদন করিবেন। ৭৮ ॥ তৎপরে রাজার বহুদক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য, এবং ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণগণকে শয্যা প্রভৃতি নানা ভোগ্যবস্তু প্রদান করা বিধেয় ॥ ৭৯ ॥ শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বৎসরান্তে রাজা প্রজাবর্গের নিকট হইতে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিদ্বারা করসংগ্রহ করিবেন। অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গের উপর পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন ॥ ৮০ ॥ রাজসংসারের নানাবিধ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে নানাপ্রকার লোক নিয়োজিত আছে, তাহাদের সকলের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সুবুদ্ধি কার্য্যকুশল এবং সুপণ্ডিত লোকদিগকে নিযুক্ত করা উচিত ॥ ৮১ ॥ উপনয়নান্তে অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহবাসী ক্রমে কৃতবিদ্য ও গৃহস্থাশ্রমোন্মুখ যে বিপ্র, তিনি ধনধান্যাদিদ্বারা রাজা কর্ত্তৃক পূজনীয়; কারণ একরূপ পাত্রন্যস্ত ধনধান্যাদি অক্ষয় নিধিরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হয় ॥ ৮২ ॥ অপরাপর সম্পত্তির ন্যায় বিপ্রার্পিত ধনধান্যাদি রূপ ঐ অক্ষয় নিধি কদাপি নাশ প্রাপ্ত বা শত্রু অথবা চৌরাদিদ্বারা অপহৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, একারণ এই অক্ষয় নিধিরক্ষণে রাজা মাত্রেরই যত্নবান হওয়া আবশ্যক ॥ ৮৩ ॥ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-বদনে বা ব্রাহ্মণহস্তে প্রদত্ত হইলে তাহার ফল অত্যন্ত অধিক; কারণ ইহা কদাপি অপরের ন্যায় শুষ্ক বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮৪ ॥

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও কিছু দান করিলে, শাস্ত্রনির্দ্দেশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে এবং নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ, বেদাধ্যয়নকারী বিপ্রকে দান করিলে লক্ষগুণ ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্ববেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী বিপ্রকে দান করিলে,

তাহার ফল অনন্ত ॥ ৮৫ ॥ প্রদত্ত বস্তু যতই অল্প বা অধিক হউক না কেন, পাত্রবিশেষে ও শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারেই দানের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥ প্রজাপালক রাজা সম বল, হীনবল অথবা অধিকবল বিপক্ষনরপতি-কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহুত হইয়া "যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম" এই বাক্য স্মরণকরত যুদ্ধ হইতে কদাপি নিবৃত্ত হইবেন না ॥ ৮৫ ॥ ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষাসাধন, সম্যক্ প্রজাপালন এবং কদাপি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হওয়া—এই কয়েকটী নরপতিগণের অবশ্যকর্ত্তব্য ও পরম শ্রেয়স্কর ॥ ৮৬ ॥ যুদ্ধস্থলে অন্যোন্যজিঘাংসু এবং অপরাঙ্মুখভাবে মহাপরাক্রান্ত সদা যুদ্ধনিরত নরপতিগণ দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮৯ ॥ পরস্পর যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র অর্থাৎ গুপ্তিবিষাক্ত বাণ, কর্ণ্যাকারফলকযুক্ত বাণ কিম্বা অগ্নিপ্রদীপ্তাস্ত্র কাহাকেও প্রহার করা বিধেয় নয় ॥ ৯০ ॥

রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থলারূঢ়, নপুংসক, প্রাণভয়ে কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশ, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনোপবিষ্ট এবং প্রাণভয়ে একান্ত শরণাগত এরূপ শত্রু, রথারূঢ়যোদ্ধার কদাপি বধ্য নয় ॥ ৯১ ॥ বর্ম্মহীন, নিরস্ত্র, নিদ্রিত, উলঙ্গ, যুদ্ধবিমুখ, কেবলমাত্র দর্শনার্থ সমাগত এবং অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত—এ কয়েক ব্যক্তিও যোদ্ধার অবধ্য ॥ ৯২ ॥ ভগ্নাস্ত্র, পুত্রশোক-কাতর, শত্রুবাণে জর্জ্জরকলেবর, যুদ্ধভয়ে ভীত এবং রণপরাঙ্মুখ—ইহারা সদাশয় রাজার নিতান্ত অবধ্য ॥ ৯৩ ॥ রণভয়ে ভীত এবং যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়নোদ্যত যোদ্ধা শত্রুহস্তে নিহত হইলে পোষণকর্ত্তার সমস্ত পাপরাশি তাহার স্কন্ধে নিপতিত হয় ॥ ৯৪ ॥ যে যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করত শত্রুহস্তে নিহত হয়, তাহার অধিনায়ক পরকালে লভ্য তৎসঞ্চিত যাবৎ পুণ্যফলের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

ধন, ধান্য, পুত্র, অশ্ব, রথ, গজ, স্ত্রী, গবাদি পশু, স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন খনিজ তাম্রাদি ধাতু এবং ঘৃতাদি দ্রব দ্রব্য—এই সকলের মধ্যে যুদ্ধজয়ী হইয়া যে যাহা প্রাপ্ত হয়, সেই তাহাতে অধিকারী হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ জয়লব্ধ বস্তু যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে তন্মধ্যে গজ ঘোটকাদি যুদ্ধোপযোগী বাহন এবং স্বর্ণরজতাদি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিসকল বেদোক্ত বিধি অনুসারে রাজাকে সমর্পণ করিবে এবং রাজাও একত্র জিত সমস্ত সম্পত্তি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া যোদ্ধৃবর্গকে প্রদান করিবেন ॥ ৯৭ ॥ ইহাই যোদ্ধৃবর্গের অবিগর্হিত নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজধর্ম্মাক্রান্ত কোন ব্যক্তিরই ইহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নয় ॥ ৯৮ ॥ অনধিকৃত ভূমি ও রত্নাদি অধিকার করিতে চেষ্টা করা, অধিকৃত বস্তু যত্ন সহকারে রক্ষা করা এবং যাহা সুরক্ষিত হইয়াছে, কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা তাহার আরও পরিবর্দ্ধনে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবর্দ্ধিতার্থ সৎপাত্রে সমর্পণ করা, রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ৯৯ ॥ ইহজগতে মনুষ্য মাত্রের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখ-লাভ, উক্ত চারি প্রকার কার্য্যই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—ইহা রাজার জ্ঞাতব্য, এবং সেই হেতু সদা অনলস ও অনিবৃত্তভাবে উহার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য ॥ ১০১ ॥ যে সকল দেশ অদ্যাপি অপরাজিত রহিয়াছে, চতুর্ব্বিধ সৈন্যবলে তাঁহা জয় করিতে চেষ্টা করা, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ বিষয়ের রক্ষাবিধান, রক্ষিত বিষয়ের যথাবিধি আয় পরিবর্দ্ধন, এবং সেই বর্দ্ধিতাংশ যথাপদ্ধতি উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা, রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ১০১ ॥ সর্ব্বদা সৈন্যগণকে সুশিক্ষা প্রদান, সদা পুরুষত্বপ্রদর্শন, মন্ত্রণা ও চারচেষ্টা, সদা সংগোপন এবং সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করা, রাজার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১০২ ॥ যে রাজার চতুর্ব্বিধ সৈন্যই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় ও যুদ্ধার্থ সদা প্রস্তুত থাকে, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে; দণ্ড দ্বারাই সকলপ্রাণীকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৩ ॥ নিজ অমাত্যের সহিত সদা অকপট ব্যবহার করা রাজার কর্ত্তব্য, অন্যথা তিনি সকলের অবিশ্বাস পাত্র হইবেন, এবং যত্নত স্বপক্ষরক্ষা ও শত্রুকৃত প্রকৃতি ভেদাদি চারদ্বারা গোপনে অবগত হওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য ॥ ১০৪ ॥

আত্মছিদ্র যত্নত সংগোপন এবং পরছিদ্র পরদ্বারা অবগত হওয়া রাজার কর্ত্তব্য এবং কূর্ম্ম যেমন নিজ অঙ্গগোপন করে, তদ্রূপ রাজারও

অমাত্যাদি অঙ্গসকল দানমানাদি দ্বারা আত্ম-সাৎ করা, এবং দৈবসংঘটিত প্রকৃতি গোলো-যোগের আশুশান্তি বিধান করা কর্ত্তব্য ॥১০৫॥ বকের ন্যায় অর্থ চিন্তা করিবে, সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিবে, ব্যাঘ্রের ন্যায় শীকার করিবে এবং শশকের ন্যায় পলায়ন করিবে॥ ১০৬॥ এইরূপে রাজা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া জয়লাভার্থ প্রবৃত্ত হইলে যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সাম দান ভেদ দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করা রাজার কর্ত্তব্য॥১০৭॥ যদি প্রথমোক্ত ত্রিবিধ উপায় দ্বারা শত্রু বশীভূত না হয়, তবে বল-প্রকাশ ও যুদ্ধাদি দ্বারা রাজা ক্রমে তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবেন॥ ১০৮ সাম, দান ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে ধনক্ষয়া-ভাবহেতু প্রামের, এবং ধনক্ষয় সত্বেও কার্য্য-সদ্ধ্যাতিশয্যে পণ্ডিতেরা দণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ১০৯॥ যেমন কৃষক ধান্যাদি শস্যের রক্ষাবিধানার্থ তৎসহ জাততৃণাদি উৎপাটন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ সোদর হইলেও দুষ্টের বিনাশ দ্বারা শিষ্টের রক্ষাবিধান রাজার কর্ত্তব্য॥ ১১০॥ যে রাজা নির্বুদ্ধিতাহেতু উগ্র ভাবে প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট ও সবংশে ধ্বংস হন॥ ১১১॥ জীবন পোষণ জীবিকাভাবে জীবের জীবন যেমন নষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ সাম্রাজ্যের পীড়াবর্দ্ধনে রাজার জীবনও বিনষ্ট হয়॥ ১১২॥ সাম্রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থ বক্ষ্যমাণ নিয়মাবলীর উপর রাজার সতত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কারণ রাজ্য সুরক্ষিত হইলে তৎসঙ্গে রাজার সুখসমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে॥ ১১৩॥ রাজ্যের সুরক্ষা-বিধানার্থ বিস্তৃতি অনুসারে দুই তিন কিম্বা পাঁচ অথবা এক শত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে একদল সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক একটী গুল্ম অর্থাৎ অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করা রাজার কর্ত্তব্য॥ ১১৪॥

প্রথমত প্রত্যেক গ্রামে এক এক অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া দশ গ্রামের একজন, বিংশতি গ্রামের একজন, শতগ্রামের একজন, এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি রাজা নিযুক্ত করিবেন॥ ১১৫॥ গ্রামে চৌর্য্যাদি কোনপ্রকার দোষ সংঘটিত হইলে গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার সমাধা করিতে অসমর্থ হইলে দশগ্রামাধিপের নিকট তাহা আবেদন করিবেন এবং তিনিও যদি তৎপ্রতীকারে সমর্থ না হন, তবে বিংশতিগ্রামাধিপের নিকট জানাইবেন॥ ১১৬॥ এইরূপ বিংশতি গ্রামাধিপ শতাধিপকে এবং শতাধিপ সহস্রাধিপকে জানাইবেন। এরূপ করিলে রাজ্যে আর কোন প্রকার উপদ্রবের সম্ভাবনা থাকিবে না॥ ১১৭॥ গ্রাম্য লোকেরা অন্নপানীয় এবং ইন্ধনাদি যে কোন বস্তু প্রতিদিন রাজাকে দান করিবে, তৎসমস্ত গ্রামাধিপতির প্রাপ্য॥ ১১৮॥ কুল অর্থাৎ ষড়গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে কর্ষণযোগ্য ভূমি দশগ্রামাধিপের বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্য, বিংশতি গ্রামাধিপের তাহার পঞ্চগুণ ভূমি, শতাধিপের একখানি গ্রাম এবং সহস্রাধিপের একটী নগর প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১১৯॥ ঐ সকল গ্রামের স্বায়াস্থায় যাবৎ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি-বার নিমিত্ত বিশ্বাসী হিতকর ও অনলস একরূপ আর একটী মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য॥১২০॥ প্রত্যেক নগরের কার্য্য তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত নগরমধ্যে প্রধান উচ্চবংশসম্ভূত, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণে সমর্থ, নক্ষত্রমধ্যে ভার্গবগ্রহসদৃশ ভয়ঙ্কর তেজস্বী, অতিশূর, এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য॥ ১২১॥ এই নগরাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য পূর্ব্বনিযোজিত গ্রামাধি পতিগণের কার্য্যসকল সময়ে সময়ে স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং নিযোজিত চারদ্বারা তাহাদের চেষ্টিত বিষয় সকল বিশেষরূপে অবগত হন॥ ১২২॥ রক্ষ-ণার্থ নিযোজিত রাজভৃত্যগণ প্রায় অধিকাংশই পরস্বাপহারী এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে, অত-এব সবিশেষ যত্নসহকারে তাহাদের উপদ্রব হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥ ১২৩॥

প্রজাগণের রক্ষার্থ নিযোজিত যে পাপাত্মা ভৃত্যেরা বাক্যকৌশলে অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়ের নিকট অশাস্ত্র অর্থগ্রহণ করে, রাজার উচিত বলপূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণকরত দেশ হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা॥ ১২৪॥ রাজকার্য্য-নিয়োজিত দাসী এবং ভৃত্যগণের

পদ ও কার্য্যের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতানুরূপ তাহাদিগের দৈনিক বৃত্তি অবধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য ॥ ১২৫ ॥ অপকৃষ্ট দাস দাসীর দৈনিক বেতন একপণ কড়ি, ছয় মাস অন্তর এক যোড় বস্ত্র এবং মাসিক চারি আঢ়ী বা এক দ্রোণ অর্থাৎ প্রায় দুই মণ ধান্য; উৎকৃষ্ট ভৃত্যের ইহার ছয়গুণ প্রাপ্য ॥ ১২৬ ॥ বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কতদূর হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার উপর শুল্কাদিতে কত খরচ পড়িয়াছে, চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয় এবং ব্যবসায়ের নিকট লভ্যাংশ—এই সমুদয় হিসাব করিয়া রাজা বাণিজ্যদ্রব্যের উপর কর স্থাপন করিবেন ॥১২৭ যাহাতে নিজে এবং প্রজাবর্গ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ফললাভ করিতে পারেন, এরূপ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে কর নির্দ্ধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য ॥১২৮॥ কোন প্রকারে প্রজাবর্গের মূলধনের অণুমাত্রও ক্ষতি না হয়, এরূপভাবে জলৌকার শোণিত পানের ন্যায়, বৎসের দুগ্ধ পানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায়, অল্পে অল্পে প্রজাবর্গের নিকট হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য ॥১২৯॥ স্বর্ণ রৌপ্য পশু এবং বস্ত্রাদি ব্যবসায়ের লভ্য ফলের পঞ্চাশদ্ভাগ এবং ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য ॥১৩০॥ বৃক্ষ, মাংস, ঘৃত, মধু, ওষধি, গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষনির্য্যাস, ফল, মূল এবং পুষ্প—এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় লব্ধার্থের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ॥১৩১॥ তৃণ, পত্র, শাক, মৃণ্ময় পাত্র, বংশপাত্র, চর্ম্মপাত্র এবং প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্য সমষ্টির ক্রয় বিক্রয় লব্ধার্থেরও ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ॥ ১৩২ ॥ রাজা অর্থাভাবে মরণাপন্ন হইলেও শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কখন করগ্রহণ করিবেন না এবং অধিকারবাসী শ্রোত্রিয়ের যাহাতে কখন ক্ষুধাজনিত কষ্ট ভোগ না হয়, তদ্বিষয়ে সদা সাবধান হইবেন ॥ ১৩৩ ॥

যে রাজ্যে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সে রাজ্য অচিরাৎ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়া অবসাদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৪ ॥ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেদাদি শাস্ত্রে ও নীতি শাস্ত্রে কতদূর অধিকার, তাহা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজা তাঁহার উপযুক্ত বৃত্তি-অবধারণ করিবেন এবং স্বপুত্র নির্ব্বিশেষে চৌরাদি সর্ব্ব প্রকার উপদ্রব হইতে সদা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ॥ ১৩৫ ॥ নরপতি-সংরক্ষিত বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ নিত্য এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন যে, তদ্দ্বারা রাজার রাজ্য, ধন ও পরমায়ুঃ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ১৩৬ ॥ সামান্য বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, অতি সামান্যাবস্থ প্রজাদিগের নিকট হইতেও বাৎসরিক কর স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রাজার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৩৭ ॥ কারু-কর্ম্মকারী, শিল্পকর, দাস, দাসী অথবা যাহারা কেবল মাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের দ্বারা রাজা মাসিক এক দিন করিয়া নিজ কার্য্য করাইয়া লইবেন ॥ ১৩৮ ॥ রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অতি স্নেহবশতঃ কিছুমাত্র শুল্কাদি গ্রহণ না করিয়া আত্মমূলচ্ছেদন অথবা অতি তৃষ্ণাবশতঃ প্রজার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করত তাহাদের মূলোৎপাটন করিবেন না। কারণ কোষক্ষয়ে নিজের সর্ব্বনাশ, মূলধনক্ষয়ে প্রজার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥ কার্য্যবিশেষে রাজার মৃদু বা তীক্ষ্ণভাব ধারণ করা উচিত, কারণ কার্য্যানুরোধে মৃদু তীক্ষ্ণ ভাবধারী নরপতি প্রায় সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকেন ॥ ১৪০ ॥ রাজা যখন প্রজাগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে অশক্ত হইবেন, তখন বিচারাসনে সদ্বংশসম্ভূত, সুপণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয়, প্রাজ্ঞ এবং ধর্ম্মজ্ঞ—এরূপ একজন মন্ত্রিশ্রেষ্ঠকে অর্থিপ্রত্যর্থির কার্য্যসন্দর্শনের নিমিত্ত সংস্থাপন করিবেন ॥ ১৪১ ॥ এইরূপে রাজা নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সমাধাপূর্ব্বক উৎসাহিত মনে ও অপ্রমত্তভাবে প্রজাগণের রক্ষা করিবেন ॥ ১৪২ ॥ রক্ষার্থ আর্ত্তনাদকারী প্রজাবর্গ যদি রাজার সম্মুখ হইতে দস্যুবর্গ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তবে সে রাজা মৃত বলিয়া পরিগণিত হন—তাঁহার বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। ১৪৩ ॥ সর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত-করাদিভোক্তা রাজা সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতিপালনে বাধ্য ॥ ১৪৪ ॥ রাজা প্রত্যুষে গাত্রো-

থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে অবহিত-
চিত্তে প্রতিদিন অগ্নিহোত্রীয় হোমকার্য্য সম্পা-
দনপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া
যথারীতি সুসজ্জিত সভাগৃহে প্রবেশ করি-
বেন ॥ ১৪৫ ॥ সভাবস্থিত রাজা সস্নেহ দর্শনে
ও মধুর বাক্যে প্রজাবর্গকে পরিতুষ্ট করিয়া
বিদায় দিবেন এবং তাহাদিগকে বিদায় দিয়া
প্রধান প্রধান মন্ত্রিবর্গের সহিত সুগুপ্ত বিষয়
সকল মন্ত্রণা করিবেন ॥ ১৪৬ ॥ গিরিপৃষ্ঠদেশ
বা নির্জ্জনস্থ প্রাসাদোপরি আরোহণ করত
অথবা অরণ্যে বা নিতান্ত নির্জ্জনস্থলে অবস্থিত
হইয়া মন্ত্রভেদকারিদিগের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত-
ভাবে রাজার মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪৭ ॥
মন্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহই যেন রাজার মন্ত্রণা অবগত
হইতে সমর্থ না হন, নিতান্ত স্বল্প-সম্পত্তি হই-
লেও সে রাজা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর
হন ॥ ১৪৮ ॥ ম্লেচ্ছ, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, অন্ধ,
বধির, মূর্খ, মূক, অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, রমণী এবং
শুক সারিকাদি পক্ষিগণ এই সকলকে মন্ত্রণা-
কালে মন্ত্রণাস্থল হইতে অপসারিত করিবে ॥ ১৪৯ ॥

যেমন স্ত্রীলোক ও পক্ষিগণ অস্থিরতারূপ
স্বভাব দোষে মন্ত্রণা ভেদ করিয়া থাকে, তেমনি
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মদোষে জড়াদিভাবাপন্ন বিকলাঙ্গাদি
ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ অবমানিতপ্রায় বলিয়া
মন্ত্রণা ভেদ করে। একারণ মন্ত্রণাস্থল হইতে
উহাদের অপসারণে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৫০ ॥
ঠিক দিবা দ্বিপ্রহরে বা নিশীথ সময়ে বিগত-
ক্লান্তি রাজা সুস্থান্তঃকরণে একাকী অথবা
মন্ত্রিবর্গের সহিত ধর্ম্মকামার্থ চিন্তায় নিরত
হইবেন ॥ ১৫১ ॥ বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক
পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ধর্ম্ম কামার্থের অর্জ্জনে
রাজা যত্নবান্ হইবেন। উপযুক্ত পাত্রে
কন্যা সম্প্রদান এবং সুশিক্ষা দ্বারা সন্তানগণকে
অসৎপথ হইতে রক্ষা করিবেন ॥ ১৫২ ॥
গুপ্তভাবে পররাজ্যে দূত প্রেরণ, সমারব্ধ
কার্য্যের সমাপ্তি সাধন, সখীগণ দ্বারা অন্তঃ-
পুরবাসিনী রমণীগণের ব্যবহারের গতি এবং
অপরচর নিয়োগে সুনিয়োজিত পররাজ্যগত
গূঢ়চর-বর্গের চেষ্টাবধারণ, এই সকল বিষয়
রাজার যত্নতঃ চিন্তনীয় ॥ ১৫৩ ॥

আয়, ব্যয়, কর্ম্মচারিগণের আচরণ, সন্দিগ্ধ-
কার্য্যে ব্যবস্থা, ব্যবহার-দৃষ্টি, পাপের প্রায়-
শ্চিত্তাদিসমগ্র অষ্টবিধ রাজকার্য্যের প্রতি, কাপ-
টিক, উদাস্থিত, গৃহপতি-ব্যঞ্জন, বৈদেহিক-ব্যঞ্জন,
এবং তাপস-ব্যঞ্জন এই পাঁচ প্রকার চারের
প্রতি; পারিষদ্‌বর্গের অনুরাগ বা বিরাগের প্রতি
এবং নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহের অবস্থার প্রতি
রাজার বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৫৪ ॥
মধ্যম বলশালী রাজার আচরণ, জয়েচ্ছু রাজার
চেষ্টিত, উদাসীন রাজার আচরণ এবং সহজ-
শত্রু রাজার আচরণের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা
রাজার বিশেষ কর্ত্তব্য ॥ ১৫৫ ॥ এই চারি
প্রকার রাজপ্রভাব মণ্ডল অর্থাৎ পার্শ্ববর্ত্তী
রাজ্যসমূহের মূল প্রকৃতি স্বরূপ এবং তদ্ব্যতীত
মিত্ররাজা, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র,
পাশ্চাদ্বর্ত্তী পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহা-
সার, আক্রন্দসার শাখা প্রকৃতি স্বরূপ, এই
আটটী—সর্ব্বসমেত দ্বাদশটী প্রকৃতির প্রতি
রাজার বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ১৫৬।
ঐ দ্বাদশটী প্রকৃতির প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র,
দুর্গ, অর্থ, দণ্ড, এই পাঁচটী এবং ঐ দ্বাদশটী
প্রকৃতি সর্ব্বসমেত দ্বিসপ্ততি প্রকৃতি পররাজ্য
চিন্তনসম্বন্ধে প্রধানরূপে গণনীয়। ১৫৭।
অব্যবহিতানন্তরবর্ত্তী রাজাকে ও অরিসেবী
রাজাকে শত্রু বলিয়া জানিবে, সহজ-শত্রু
রাজার অনন্তরবর্ত্তী রাজাকে মিত্র এবং তদ-
নন্তরবর্ত্তী রাজাদিগকে উদাসীন বলিয়া জানিবে
। ১৫৮। এই সকল নৃপতিকে সাম, দান, ভেদ
দণ্ডাদি চারিটী সমস্ত উপায় দ্বারা অথবা
ব্যস্ত উপায় দ্বারা অথবা কেবলমাত্র পুরুষকার
দ্বারা কিংবা কেবলমাত্র সাম দ্বারা বশীভূত
রাখিবে। ১৫৯।

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয়
এই ষড়্‌গুণে যাহাতে পরাপকার এবং নিজ
সুবিধা হয়, রাজার তদ্বিষয়ে সততঃ স্থিরভাবে
চিন্তা করা উচিত ১৬০ ॥ উক্ত ষড়্‌গুণের মধ্যে
কোন স্থলে যে যেটি সুবিধাকর বা অসুবিধা-
জনক হইবে, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজা
উপযুক্ত স্থলে তাহা অবলম্বন করিবেন ॥ ১৬১ ॥
সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, এবং আশ্রয়
এই ষড় গুণের প্রত্যেকেই অবস্থাভেদে দ্বিবিধ
বলিয়া রাজার জানা আবশ্যক ॥ ১৬২ ॥ সন্ধি

দ্বিবিধ ;—বর্ত্তমান বা ভাবিফল লাভ-প্রত্যাশায় মিত্র রাজার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্ররাজার সহিত যে সন্ধি, তাহা প্রথম, এবং পরস্পর ভিন্নভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্ররাজার সহিতে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহা দ্বিতীয়। ॥ ১৬৩ ॥ বিগ্রহ দ্বিবিধ ;—প্রকৃতকালে বা অকালেই হউক শত্রুরাজার সহিত নিজ অহিত শান্তির নিমিত্ত সংঘটিত যে বিগ্রহ তাহা প্রথম, এবং মিত্ররাজার অহিতশান্তির নিমিত্ত যে বিগ্রহ উপস্থিত হয় তাহা দ্বিতীয়। ॥ ১৬৪ ॥ যানও দ্বিবিধ,—শত্রুর কোন ছিদ্র পাইলে তদ্বিরুদ্ধে রাজা নিজ শক্তি বুঝিয়া একাকী যে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তাহা প্রথম এবং নিজের অশক্ততা বশতঃ, অপর রাজার সহিত মিলিত হইয়া যে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তাহা দ্বিতীয় ॥ ১৬৫ ॥ আসনও দ্বিবিধ,—দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অথবা পূর্ব্বজন্মবিহিত দুষ্কৃতি হেতু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় রাজার যে আসন, তাহা প্রথম এবং মিত্ররাজার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ রাজার যে আসন তাহা দ্বিতীয় ॥ ১৬৬ ॥ কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সৈন্যসকল দুইভাগে বিভাজিত হইয়া একদল প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া একস্থলে অবস্থান করে, এবং রাজা স্বয়ং অপর দলের অধিনায়ক হইয়া স্থানান্তরে অবস্থান করেন; এজন্য ষড়্গুণবেত্তারা দ্বৈধীভাবকেও দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ১৬৭ ॥ সংশ্রয়ও দ্বিবিধ ;—শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তৎপীড়া প্রতীকারার্থ রাজা যে রাজান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা প্রথম এবং ভাবী পরাভবাশঙ্কায় প্রবলাশ্রয়, ঘোষণার নিমিত্ত যে রাজান্তরের আশ্রয় গ্রহণ, তাহা দ্বিতীয় ॥ ১৬৮ ॥ যখন রাজা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, অল্পদিন পরেই তাঁহার সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধি হইবে, এবং অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তালাভ করিবে, তখন আপাততঃ সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহার যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬৯ ॥

যখন রাজা দেখিবেন, তাঁহার প্রকৃতিবর্গ দৃঢ়ৌস্তিসম্পন্ন এবং নিজেও শক্তিত্রয়সম্পন্ন, তখনই যুদ্ধ তাঁহার করা উচিত ॥ ১৭০ ॥ যখন রাজা বিশেষরূপে অবগত হইবেন যে, তাঁহার সৈন্যসকল সম্পূর্ণ প্রফুল্ল এবং তাহাদের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অভাব নাই, অথচ শত্রুসৈন্যের অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত; তখন আগ্রহ-সহকারে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৭১ ॥ কিন্তু যখন রাজা দেখিবেন যে, তাঁহার ভারবাহী পশুসংখ্যা ও সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প, তখন সতর্কতার সহিত ক্রমশঃ শত্রুকে স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিবেন ॥ ১৭২ ॥ যখন রাজা দেখিবেন যে, শত্রুরাজা নিজাপেক্ষা সর্ব্বথা বলবত্তর, তখন শত্রুকে কার্য্যাসক্ত রাখিবার নিমিত্ত তথায় সামান্য একদল সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং নিরাপদ হইবার নিমিত্ত এক দুর্গম স্থলে অবস্থান করিবেন ।১৭৩। যখন রাজা দেখিবেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন, সর্ব্বত্রই শত্রুসৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, তখন অতি ত্বরায় ধার্ম্মিক অথচ প্রবল পরাক্রম একজন রাজার আশ্রয় লওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ॥ ১৭৪ ॥

কিন্তু যদি তিনি এই অবস্থাতেও সেই আশ্রয়কেই অমঙ্গলের হেতু বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন নির্ব্বিশঙ্কভাবে তাঁহার যুদ্ধই অবলম্বনীয় ॥ ১৭৫।১৭৬ ॥ এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক নীতিকুশল নরপতির সর্ব্বথা যত্ন সহকারে এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, যাহাতে কি মিত্র কি উদাসীন কি শত্রুরাজা কেহই প্রবল হইতে না পারেন ॥ ১৭৭ ॥ নিজ বিহিত কার্য্যসমষ্টির সদসৎফলে রাজ্যের প্রকৃত বর্ত্তমান ও অতীতাবস্থা কিরূপ এবং ভবিষ্যতেই বা কিরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা, এই সকল রাজার সবিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৭৮ ॥ যে রাজা কোন উপায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তাহা হইতে কি মঙ্গলামঙ্গল সমুত্থিত হইবে, বুঝিতে পারেন, উপস্থিত কার্য্যসকল বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত সত্বর সম্পাদন করেন এবং নিজ জীবনের ভূতপূর্ব্ব ঘটনাসকল তন্ন তন্ন করিয়া তুলনা করিয়া দেখেন, তিনি কদাপি শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হন না ॥ ১৭৯ ॥ রাজার নিজ কার্য্যসকল এরূপ সুব্যবস্থার সহিত করা কর্ত্তব্য যে, কি মিত্র কি উদাসীন কি শত্রুরাজা কেহই প্রবল হইয়া

তাঁহাকে পীড়া দিতে না পারে—সংক্ষেপে ইহাই রাজনীতি বলিয়া কথিত হয়॥ ১৮০॥ যখন রাজা শত্রুরাজ্যাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন বক্ষ্যমাণ পদ্ধতি অনুসারে ক্রমশঃ বিপক্ষপুরাভিমুখে অগ্রসর হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।১৮১। মহীপতি শুভ অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যুদ্ধযাত্রা করিবেন॥১৮২॥ এমন কি অন্য ঋতুতেও যখন রাজা বুঝিবেন যে, জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে, অথচ শত্রু কোন না কোন বিপদগ্রস্ত, তখন বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য॥ ১৮৩। নিজরাজ্যে সম্পাদ্য কার্য্যসকলের সুব্যবস্থা করিয়া এবং নিয়ত পররাজ্য-বাসোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া কৌশলে পরভৃত্যবর্গকে স্বপক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা পররাজ্য বার্ত্তাবগতির উপায়োদ্ভাবন পূর্ব্বক।১৮৪॥ স্থল, জল এবং অরণ্য এই স্থানত্রিতয়ে তিনটি পথ নিরাপদ রাখিয়া এবং হস্ত্যশ্বরথ পদাতি প্রভৃতি ষড়্‌বিধ সৈন্য রণসজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া প্রদব্রজে শত্রুরাজ্যাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবেন॥ ১৮৫॥ শত্রুসেবী বাহিক মিত্র এবং সবিশেষ কারণ বশতঃ আদৌ বিরক্ত অন্তাশ্রিত, পুনরাগতভৃত্য, ইহারা কদাপি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহারা সাংঘাতিক শত্রু॥ ১৮৬॥ যাত্রাকালে চতুষ্পার্শ্ব হইতে ভয়োপলব্ধি হইলে রাজা দণ্ডব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন, পশ্চাদ্ভয়াশঙ্কায় শকটব্যূহ, (অর্থাৎ সূক্ষ্মাগ্র ও পশ্চাৎস্থূল), উভয় পার্শ্ব হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইলে বরাহ ও মকর-ব্যূহ, অগ্রপশ্চাদ্ভয়োপলব্ধি হইলে গরুড়-ব্যূহ এবং কেবল সম্মুখে ভয় উপস্থিত হইলে সূচী-ব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন॥ ১৮৭॥ রাজা যখন যে দিকে বিপদাশঙ্কা অধিক বুঝিবেন, তখন সেইদিকে আত্মসৈন্য বিস্তার করিবেন এবং সৈন্যদ্বারা পদ্মব্যূহ রচনাপূর্ব্বক তন্মধ্যে গুপ্তভাবে বাস করিবেন॥ ১৮৮॥ সেনাপতিগণকে এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে সততঃ যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত রাখা এবং যে দিক হইতে আক্রমণ সম্ভাবনা, তদভিমুখী হইয়া অগ্রসর হওয়া রাজার কর্ত্তব্য॥ ১৮৯॥ যে সকল সৈন্য অবস্থান যুদ্ধ ও আক্রমণ যুদ্ধে কুশল, যাহারা নির্ভীক এবং কদাপি রণস্থান পরিত্যাগ করেনা; এইপ্রকার কৃতসংজ্ঞ আপ্ত সৈন্যগণকে রাজা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত রাখিবেন। ১৯০॥ সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলে সংহত ভাবে, বহু হইলে বিস্তৃতভাবে সেনা সন্নিবেশ পূর্ব্বক, সূচীব্যূহ বা বজ্রব্যূহ রচনা করিয়া রাজার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য॥ ১৯১॥

সমতলক্ষেত্রে অশ্ব রথ সৈন্য দ্বারা, জলে নৌসৈন্য এবং গজসৈন্যদ্বারা, বৃক্ষতৃণাবৃত ও লতাছন্ন স্থানে ধনুর্ব্বাণদ্বারা এবং পরিষ্কৃত ভূমিতে ঢাল তরবার ও ভল্লযোদ্ধা দ্বারা যুদ্ধ করিবেন॥১৯২॥ বিরাট ও কান্যকুব্জোদ্ভব, কুরুক্ষেত্র দেশীয়, মথুরানিবাসী এবং অনতিস্থূলদেহ দীর্ঘাকার অন্যান্য দেশজ সৈন্যসকলকে সর্ব্বাগ্রে সংস্থাপন করিবে॥ ১৯৩॥ পূর্ব্বোক্তবিধানে সৈন্য রচনা করিয়া (সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু বা জয়লাভ উভয়েই স্বর্গলাভ) ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন ও উক্ত বাক্যে তাহাদের হর্ষ বা ক্রোধোদ্রেক হইতেছে কি না তাহার পরীক্ষা করণ এবং শত্রুর সহিত কপটভাবে বা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, তাহা বিশেষ অবগত হওয়া রাজার কর্ত্তব্য॥ ১৯৪॥ শত্রু ও শত্রুরাজ্য সৈন্যদ্বারা অবরোধ করিয়া উৎপীড়ন করিবেন এবং বিপক্ষের অন্নোদক তৃণেন্ধনাদি দ্রব্যসকল অপদ্রব্যমিশ্রণে দূষিত করিবেন॥ ১৯৫॥ তড়াগ ও পুষ্করিণীর জল বিনষ্টকরণ, দুর্গপ্রাকার ভেদ এবং পরিখার জলশূন্যতা সাধন ইত্যাদি উপায়ে বিপক্ষকে দিবসে ব্যতিব্যস্ত ও রাত্রে সন্ত্রস্ত করিবেন॥১৯৬॥

রাজ্যার্থী অতএব ভেদার্হ বিপক্ষবংশসম্ভূত রাজপুরুষ ও ক্রুদ্ধ অমাত্যবর্গকে সর্পক্ষসাধন করিয়া এবং তাহাদের দ্বারা সমস্ত শত্রুচেষ্টিত অবগত হইয়া শুভগ্রহে শুভক্ষণে নির্ভীকমনে যুদ্ধ করিবেন॥ ১৯৭॥ প্রথমতঃ কদাপি বিগ্রহচেষ্টা না করিয়া সাম দান ভেদ এই উপায়ত্রয়ের যে কোন একটী প্রয়োগে বা এক কালে সমস্ত প্রয়োগ দ্বারা রাজা বিপক্ষবিজয়ে যত্নবান্ হইবেন॥ ১৯৮॥ কি অল্পবল, কি বহুবল, যুধ্যমান উভয়পক্ষের মধ্যে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইবে, অগ্রে যখন ইহা কেহই স্থির

বলিতে পারে না এবং যখন ইহার নিত্যতাও নাই, তখন অগ্রে বিগ্রহ যত্নত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যোপায় অবলম্বন করাই রাজার কর্ত্তব্য ॥১৯৯। যখন রাজা দেখিবেন যে, সাম, দান, ভেদ; এই উপায়ত্রয়প্রয়োগেও কোনরূপে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, যাহাতে তাঁহার বিপক্ষ এক কালে সম্পূর্ণ পরাভূত হয় ॥ ২০০ ॥ এইরূপে রাজা জয় লাভ করিয়া লব্ধরাজ্যস্থিত দেবতা ব্রাহ্মণের পূজার্থ ভূমি, স্বর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য দান এবং অপর সমস্ত প্রজাবর্গকে অভয়-দান করিবেন ॥ ২০১ ॥ তৎপরে রাজা পরাভূত রাজপুরুষদিগের আচরণ ও অভিপ্রায় বিশেষ অবগত হইয়া বিপক্ষবংশসম্ভূত এক ব্যক্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তাহাকে তৎকালোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ দান করিবেন। ॥ ২০২ ॥ বিজিত রাজ্যবাসিদিগের দেশাচার ও গুরুপরম্পরাগত শাসনপ্রণালী নিজদেশাচার-বিরুদ্ধ হইলেও যদি ধর্ম্মসংগত হয়, তবে তাহাই তথায় প্রচলিত রাখা আবশ্যক এবং রত্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান দ্বারা তত্রত্য অভিষিক্ত রাজা ও তদমাত্যবর্গের পরিতোষ সাধন করা রাজার কর্ত্তব্য ॥২০৩॥ যদিও ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যে, কাহারও প্রিয় বস্তু কেহ কাড়িয়া লইলে তাহার কষ্ট ও দান করিলে তাহার সুখ হয়, তথাপি সময়বিশেষে অভিলষিত বস্তুর দান ও আদান, উভয়ই প্রশংসনীয় ॥২০৪॥ সংসারের যাবতীয় কর্ম্মই দৈব এবং মনুষ্যাধীন বটে, কিন্তু দৈব অদৃষ্ট বলিয়া চিন্তার গোচর নহে, পৌরুষ-ব্যাপার দৃষ্ট, সুতরাং ক্রিয়াসাধ্য ॥২০৫॥ যদি বিপক্ষ রাজা যুদ্ধ না করিয়া মিত্রভাবে বিজিগীষুর হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, অথবা উৎকৃষ্ট রত্নাদি দান কিংবা স্বরাজ্যের কিয়দংশ দান করেন, তবে বিজিগীষুর কর্ত্তব্য যুদ্ধপরিবর্ত্তে তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন ॥ ২০৬ ॥

যুদ্ধযাত্রাকালে বিজিগীষু রাজার রাজন্য মণ্ডলীর মধ্যে পার্ষ্ণিগ্রাহ ও আক্রন্দ, এই উভয় রাজার দিকেই সমভাবে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কারণ মিত্র অর্থাৎ পার্ষ্ণিগ্রাহ এবং আক্রন্দ অর্থাৎ অমিত্র এতদুভয়ের নিকট হইতেই তাঁহার যুদ্ধযাত্রাফললাভের সম্ভাবনা ॥ ২০৭ ॥ স্থিরমিত্রলাভে রাজার যেরূপ রাজশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, বহুমূল্য রত্ন ও ভূসম্পত্তি লাভেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, স্থিরমিত্র আপাততঃ হীনবল হইলেও অচিরাৎ তাঁহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা ॥ ২০৮ ॥ যে কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহার প্রকৃতিবর্গ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও পরিতুষ্ট এবং যিনি কার্য্যারম্ভে স্থিরবুদ্ধি, তিনি আপাতত হীনবল হইলেও প্রশংসনীয় ॥ ২০৯ ॥ সদ্বংশসম্ভূত, প্রাজ্ঞ, মহাবল পরাক্রান্ত, কার্য্যসুচতুর, কৃতজ্ঞ, দাতা এবং সমদুঃখসুখ, এতাদৃশ শত্রু দুষ্পরাজয় বলিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২১০ ॥ যিনি দর্শনমাত্রে লোকের প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ, যিনি মহাবলপরাক্রান্ত, অতি সাধু ও দয়ালু এবং যিনি বিলক্ষণ দাতা, এতাদৃশ উদাসীন রাজা বিজিগীষুর আশ্রয়নীয় ॥ ২১১ ॥ নিরোগিতাহেতু কল্যাণকারী, নিত্য বহুশস্যপ্রসবিনী, তৃণাচ্ছন্ন প্রযুক্ত গবাদি পশুবৃদ্ধিকরী ভূমি বহু গুণসম্পন্না হইলেও কিছুমাত্র অনুশোচনা না করিয়া আত্মরক্ষার্থ রাজা তাহা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২১২ ॥ আপৎপ্রতীকারার্থ ধনসঞ্চয় করিবে, ধন-পরিত্যাগেধর্ম্মপত্নী এবং এতদুভয় পরিত্যাগেও সতত আত্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক॥২১৩॥ সুবিজ্ঞ নরপতি ধনক্ষয়, প্রকৃতিকোপ এবং মিত্রব্যসনাদি সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ এককালিন উপস্থিত দেখিয়াও ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং প্রয়োজন মত এককালিন বা পৃথগ্‌ভাবে সামাদি উপায় চতুষ্টয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ২১৪ ॥ উপেতা, উপেয় এবং উপায় এই তিনটী আশ্রয় করিয়া অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক ॥২১৫॥ এইরূপে সকল বিষয় অমাত্যবর্গের সহিত বিচার করিয়া অস্ত্রব্যায়ামাদি সমাপনান্তে রাজা মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানাহ্নিকাদি সমাপন পূর্ব্বক ভোজনার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন ॥ ২১৬ ॥ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া ভোজন-কালাভিজ্ঞ, অনন্যর অভেদ্য ও পরমাত্মীয় সুপকারপ্রস্তুত, পরীক্ষিত, এবং বিষাপহ বেদমন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত, সুশোভন অন্নব্যঞ্জনাদি রাজা ভোজন করিবেন ॥২১৭॥ যত্নসহকারে রাজভোজ্য দ্রব্যজাত বিষঘ্ন ঔষধ

দ্বারা বিমিশ্রিত করাইবেন এবং রাজা স্বয়ং বিষঘ্নরত্নাদি সদা নিজাঙ্গে ধারণ করিবেন ॥২১৮॥ গূঢ়চরদ্বারা সুপরীক্ষিত; নিয়মিত বেশাভরণ-ভূষিত স্ত্রীলোকেরা চামরব্যজন, পানার্থোদক এবং ধূপনদ্বারা নৃপতির পরিচর্য্যা করিবে ॥ ২১৯॥ আসন, শয়ন, ভোজন, বাহন, গন্ধ-দ্রব্যানুলেপন, স্নান এবং সর্ব্বপ্রকার অলঙ্করণ ইত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে রাজার অতিশয় যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক ॥ ২২০ ॥ ভোজনান্তে অষ্টধাবিভক্ত দিবসের সপ্তমাংশে রাজা মহিষীগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুক-সমাপনান্তে অষ্টমাংশে পুনর্ব্বার স্বকার্য্য চিন্তা করিবেন ॥ ২২১ ॥ অনন্তর রাজা স্বয়ং অলঙ্কৃত হইয়া অস্ত্রশস্ত্রজীবী যোদ্ধৃবর্গ, হস্ত্যশ্বাদি বাহন এবং খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ॥ ২২২ ॥ অনন্তর সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে রাজা সশস্ত্রাবস্থায় নিজের প্রকোষ্ঠমধ্যে গমন করতঃ সংবাদদাতা ও গূঢ়চর সন্নিধানে গূঢ় ব্যাপার সকল শ্রবণ করিবেন, এবং শ্রবণান্তে উঁহাদিগকে বিদায় দিয়া রাজা পরিচারিকা স্ত্রী-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার ভোজনার্থ অন্তঃপুরে গমন করিবেন ॥ ২২৩ ॥ অন্তঃপুর মধ্যে শ্রুতিসুখকর তূর্য্যনাদে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজা রাত্রি দেড়প্রহর মধ্যে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া দেড়প্রহর অন্তে শয়ন করিবেন এবং নিদ্রান্তে গতশ্রম হইয়া প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবেন ॥ ২২৪ ॥ রাজা নিরোগাবস্থায় শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে স্বয়ং রাজ্যশাসন করিবেন, এবং যখন অসুস্থ হইবেন, তখন উপযুক্ত অমাত্যবর্গের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিবেন ॥ ২২৫ ॥

ইতি মানবশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপন।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্যবহার দর্শনেচ্ছু রাজা ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণা কুশল মন্ত্রিগণের সহিত বিনীত ভাবে ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিবেন ॥ ১ ॥ তথায় উপবিষ্ট বা উত্থিত থাকিয়া দক্ষিণবাহু বাহির করিয়া অনুদ্ধত বেশ ভূষাসম্পন্ন হইয়া অর্থি প্রত্যর্থির কার্য্যসকল দর্শন করিবেন ॥ ২ ॥ অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক সেই ব্যবহার কার্য্য সকল প্রত্যহ দেশজাতিকুলাচারানুগত হেতু এবং শাস্ত্রীয় সাক্ষিলেখাদি প্রমাণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিচার করিবেন ॥ ৩ ॥ বিবাদ-বিষয়ের মধ্যে আদৌ ঋণাদান, নিঃক্ষেপ, অস্বামিবিক্রয়, সম্ভূয়সমুত্থান, দত্তাপ্রদানিক ;॥৪॥ বেতনাদান, সম্বিদ্ব্যতিক্রম, ক্রয়বিক্রয়ানুশয়, স্বামিপালবিবাদ, ॥ ৫ ॥ সীমা বিবাদ, বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, সাহস, স্ত্রীসংগ্রহণ ; ॥ ৬ ॥ স্ত্রীপুরুষধর্ম্ম, বিভাগ, দ্যূত এবং আহ্বয়—এই অষ্টাদশ পদ ব্যবহার বিষয়ে কথিত হইয়াছে ॥৭॥ কি প্রকার ঋণ দেয়, কোন্ প্রকারের ঋণ দেয় নহে, অথবা কতবৎসরে কোন্ ঋণ দেয়, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের দানাদান কি প্রকার ইত্যাদিবিষয়কে ঋণ দান কহে, আপনার ধন অন্যপুরুষে অর্পণকে নিঃক্ষেপ বলাযায় ; যে ধনের যে স্বামী নহে, তৎকর্তৃক সে ধনের বিক্রয়কে অস্বামী বিক্রয় বলে ; পরস্পর মিলিত একত্র বাণিজ্যকারী বৈশ্যাদির কার্য্যানুষ্ঠানকে সম্ভূয়সমুত্থান বলে ; দত্ত বস্তু অপাত্রে দত্ত হেতু অথবা ক্রোধাদিতে গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রদানিক, ভৃত্যদিগের বেতনাদি না দেওয়াকে বেতনাদান ; কৃতব্যবস্থার অতিক্রমকে সম্বিদ্ব্যতিক্রম, কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় অনুতাপ করার নাম ক্রয়বিক্রয়ানুশয়, স্বামী ও পশুপালের বিবাদকে স্বামি-পাল-বিবাদ, গ্রাম বা ক্ষেত্রাদির সীমা সংক্রান্ত বিবাদকে সীমা বিবাদ ; গালাগালিকে বাক্পারুষ্য ও মারামারিকে দণ্ড-পারুষ্য, গোপনে পরধন হরণের নাম স্তেয় ; বলাৎকারে পরধন-হরণের নাম সাহস, স্ত্রীলোকের পরপুরুষের সহিত সম্পর্ককে স্ত্রীসংগ্রহণ, পিতৃপিতামহাদির ধনের বিভাগ লইয়া বিবাদকে বিভাগ ; পাশকাদি ক্রীড়াকে দ্যূত, ও পণপূর্ব্বক পক্ষী মেষ প্রভৃতি প্রাণীর যুদ্ধকে আহ্বয় বলা যায়। এই অষ্টাদশ স্থানে লোকে প্রায়ঃ বিবাদ করিয়া থাকে ; রাজা শাশ্বত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এই সকল কার্য্য নিরূপণ করিবেন ॥ ৮ ॥ রাজা স্বয়ং যখন এই সকল কার্য্যদর্শন না করিবেন, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্যদর্শনে নিযুক্ত-

মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন সে পাইবে। ঐ সময় অতীত হইলে রাজা নিজ কার্য্যে ধনের নিয়োগ করিবেন॥ ৩০॥ তিন বর্ষের মধ্যে এই ধন আমার বলিয়া যে দাবী করিবে, তাহাকে যথাবিধি পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং সে যদি দ্রব্যের রূপ, সংখ্যা এবং এতৎসংক্রান্ত সমুদায় ঘটনা যথাযথ বলিতে পারে, তবে ধন ঐ স্বামী প্রাপ্ত হইবে॥ ৩১ যে ব্যক্তি নষ্ট দ্রব্যের স্থান, কাল, শুক্লাদিবর্ণ ও কটকমুকুটাদি আকার বা পরিমাণ জানে না অথচ দ্রব্যের দাবী করে, তাহাকে রাজা দ্রব্যোপযোগী দণ্ড দিবেন॥ ৩২॥ প্রনষ্ট দ্রব্য এতাবৎকাল রক্ষাহেতু রাজা সাধুগণের ধর্ম্মস্মরণ করিয়া ধন-স্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের ষড়ভাগ, দশমভাগ বা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিতে পারেন॥ ৩৩॥ নষ্টদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে উহা রাজসন্নিধানে উপস্থিত করাইবে এবং রাজা উহার রক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন; সেই দ্রব্য যদি কেহ চুরি করিয়া লয়, উহাকে মত্তহস্তী দ্বারা বিনাশ করিবেন॥৩৪

যে মনুষ্য ঐ প্রাপ্তধন নিজের বলিয়া প্রমাণ করিবে, রাজা তাহার নিকট হইতে ঐ ধনের ছয় বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবেন॥৩৫॥ কিন্তু ঐ ধনসম্বন্ধে মিথ্যা কহিলে তাহাকে তাহার নিজের ধনের অষ্টমাংশ দণ্ড করিবেন অথবা ঐ নষ্টধনের অল্পাংশ পরিমাণ দণ্ড করিবেন॥ ৩৬॥ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোপনিহিত কোন ধন প্রাপ্ত হইলে তাহা সমগ্রই নিজে গ্রহণ করিবেন—রাজাকে কোন অংশ দিতে হইবে না—কারণ ব্রাহ্মণই সমুদয়ের অধিপতি॥ ৩৭॥ রাজা যদি পূর্ব্বোপনিহিত কোন নিধি ভূমিমধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিবেন ও আপনি অর্দ্ধেক লইবেন॥ ৩৮॥ সুবর্ণাদি খনির রক্ষণ নিমিত্ত ভূমির স্বামিত্ব নিবন্ধন, রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক লব্ধ নিধির অর্দ্ধভাগ লইবেন॥ ৩৯॥ যে কোন বর্ণের হউক না কেন, ধন চুরি গেলে পর রাজা চৌরের নিকট হইতে ধন আদায় করিয়া যাহার ধন চুরি গিয়াছে, তাহাকে দিবেন; যদি তাহা না দিয়া আপনি লন, তবে চৌরের পাপ প্রাপ্ত হন॥ ৪০॥ বর্ণধর্ম্ম, যে দেশের যে ধর্ম্ম গুরু পরম্পরায় প্রচলিত অথচ যাহা বেদবিরুদ্ধ নয়, সেই জানপদ ধর্ম্ম, শ্রেণীধর্ম্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম্ম অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সেই কুলধর্ম্ম—এই সকল ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রাজা স্বকীয় ধর্ম্ম নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন॥ ৪১॥ যাহারা দেশ, জাতি ও কুলধর্ম্মানুসারে ব্যবহার করে এবং স্ব স্ব নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দূরে থাকিলেও লোকের প্রিয়পাত্র হয়॥ ৪২॥

ধনলোভে লোকমধ্যে বিবাদ জন্মায়; কিংবা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা রাজার বা রাজপুরুষের কর্ত্তব্য নয়॥ ৪৩॥ ব্যাধ যেরূপ বাণবিদ্ধ পলায়িত মৃগের স্থান রুধির চিহ্ন দ্বারা অবগত হয়, তদ্রূপ রাজা অনুমান দ্বারা যথার্থ বিষয় নিশ্চয় করিবেন॥ ৪৪॥ ব্যবহার বিধিতে আস্থাবান্ হইয়া রাজা সত্য, অর্থ, আপনি, সাক্ষিগণ, দেশ, রূপ, কাল এ সমুদয় সম্যক্ বিচার করিবেন॥ ৪৫॥ সাধুগণ এবং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশকুল ও জাতিধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়, তবে সেই মতই ব্যবস্থা করিবেন॥ ৪৬॥ উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন অধমর্ণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার প্রার্থনা করিয়া যদি আবেদন করে, তবে রাজা সাক্ষি লেখ্যাদি দ্বারা প্রদত্ত ধন প্রমাণ করিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন॥ ৪৭॥ উত্তমর্ণ যে যে উপায় দ্বারা অধমর্ণ হইতে আপন প্রাপ্য পাইতে পারেন, রাজা সেই সেই উপায়ের অনুমোদন করিয়া উত্তমর্ণকে তাহার প্রাপ্য দেওয়াইবেন॥ ৪৮॥ ধর্ম্ম অর্থাৎ বান্ধবাদি দ্বারা উপদেশ দিয়া, ব্যবহার অর্থাৎ সাক্ষি লেখ্য দিব্য বা শপথাদি দ্বারাও প্রমাণ করিয়া দিয়া; ছল অর্থাৎ কৌশল দ্বারা আচরিত অর্থাৎ ধনিকের গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রী পুত্র পশু প্রভৃতি ধরিয়া অথবা তাহার যাতায়াতের পথ অবরোধ করিয়া—এই সকল উপায় দ্বারা উত্তমর্ণ আপনার টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন এবং পঞ্চমতঃ বলপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রহারাদিও করিতে পারেন॥ ৪৯॥ উত্তমর্ণ পূর্ব্বোক্ত উপায়াদি দ্বারা আপন ধন

অধমর্ণের নিকট হইতে স্বয়ং আদায় করিলে রাজা তাঁহাকে তজ্জন্য দোষী করিবেন না॥ ৫০ ॥ আমি তোমার ধারি নাই বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহ্নব করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষি লেখ্যাদি দ্বারা তার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের দণ্ড করিবেন॥ ৫১ ॥ ধর্ম্মাধিকরণ-সভা দেনা দাও বলিলে পর, যদি অধমর্ণ ঐ দেনা অস্বীকার করে, তবে অভিযোক্তা ঋণ গ্রহণকালীন বর্ত্তমান সাক্ষি, লেখ্য বা অন্য প্রমাণাদি সভাতে নির্দ্দেশ করিবেন॥ ৫২ ॥ যে বাদী এমন সাক্ষী ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করে, যে ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না কিংবা তাহাকে সাক্ষী মানিয়া পশ্চাৎ অস্বীকার করে; অথবা যে বাদী বুঝিতে পারে না যে, তাহার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইতেছে; ॥৫৩॥ কিংবা যে বাদী, তাঁহার মূলবিষয় একবার বর্ণনা করিয়া পরে তাহা হইতে পৃথক্ বলে, অথবা যে তৎকর্ত্তৃক সম্যক্ স্বীকৃতবিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে কিন্তু আর স্বীকার করে না; ॥ ৫৪ ॥ কিংবা যে অসম্ভাব্য প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে; অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহেনা; বা ধর্ম্মাধিকরণ হইতে স্থানান্তরে যায় না॥ ৫৫ ॥ অথবা যাহাকে ধর্ম্মাধিকরণে কোন বিষয় বলিতে বলিলে যে কথা কহে না কিংবা যে আবেদিত বিষয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করে না অথবা যে সাধ্যসাধন কিছুই জানেনা—এরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয়- অর্থাৎ তাহার অভিযোগ অগ্রাহ্য॥ ৫৬ ॥ "আমার সাক্ষী আছে" বলিয়া যে ব্যক্তি তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বলায় ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করাইতে পারে না—এই কারণে তাহারও অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে॥ ৫৭ ॥

যে অর্থী পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে আবেদন করিয়া ভাষা-সময়ে অর্থাৎ জবানবন্দি সময়ে কিছু বলে না, তখন বিচারকর্ত্তা বিষয়ের গুরু লঘু অপেক্ষায় তাড়নাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত তাহাকে দণ্ড করিবেন এবং ত্রিপক্ষের মধ্যে যদি কিছু না বলে, তবে তাহাকে ধর্ম্মতঃ দোষী করিবেন॥ ৫৮ ॥ আর যে প্রতিবাদী অর্থীর যৎসংখ্যক ধন অপহ্নব করিবে আর অর্থী যৎসংখ্যক ধনে মিথ্যাভিযোগ করিবে, প্রাড়্বিবাক ঐ অর্থিদ্বয়কে উহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন॥ ৫৯ ॥ ধনার্থী উত্তমর্ণ রাজপুরুষ দ্বারা অধমর্ণকে আনীত করিলে পর প্রাড়্বিবাক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেও যদি সে আমি ধারি নাই এমত অস্বীকার করে, তবে উত্তমর্ণকে তিনজনের ন্যূন না হয়, এমত সাক্ষীদ্বারা আত্মবিষয়কে প্রমাণ করিতে হইবে। ৬০। ঋণাদানাদি ব্যবহারে যে রূপ সাক্ষি করিতে হইবে, সেই সাক্ষির কথা বলিতেছি, আর সাক্ষিরা যেরূপ সত্য বলিবে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬১। কৃতদার, পুত্রবান্ এবং একদেশনিবাসী ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র জাতীয় লোক ইহারা অর্থী কর্ত্তৃক মানিত হইলে সাক্ষ্য দানের যোগ্য হয়। অনাপদ্ কালে অর্থাৎ ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য মানা যাইতে পারে না। ৬২। সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য সমুদয়ের জ্ঞান আছে এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে॥৬৩ যাহাদের সহিত অর্থ সম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, যাহারা সাহায্যকারী ভৃত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহাপাতকাদিদোষে দূষিত—ইহাদের সাক্ষী গ্রাহ্য নয়। ৬৪। রাজাকে সাক্ষী করিবে না; সূপকার বা তদ্রূপ কারুজীবী, নটাদি, বহুবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী—ইহাদিগকেও সাক্ষী করিবে না। ৬৫। দাস, লোকবিগর্হিতব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধকর্ম্মকারী ব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, একজন, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়, ইহাদিগকে সাক্ষী করিবেনা। ৬৬। আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর ইহাদিগকে সাক্ষী করিবে না। ৬৭। স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে; দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ দ্বিজ হইবে; সাধুশূদ্রের শূদ্র ও চণ্ডালাদি নীচ জাতির সাক্ষী নীচজাতিই হওয়া উচিত।৬৮- কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে, অরণ্যাদি নির্জ্জনস্থলে,

চৌরাদিকৃত উপদ্রবে, অথবা আততায়িকৃত প্রাণহত্যাস্থলে উক্ত ব্যাপার জানে, এমন যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পাবে। ৬৯। উক্ত স্থলে গুণবান্ সাক্ষীর অভাবে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিশু, বন্ধু, দাস এবং ভৃত্যও সাক্ষী হইতে পারে। ৭০। তথাপি বালক, বৃদ্ধ আতুর- ইহাদের মিথ্যা কহিবাব বেশী সম্ভাবনা, একারণ ইহাদেব ও বিকৃতমনা পুরুষের সাক্ষী অস্থিব জানিবে। ৭১। সকল প্রকার সাহসকার্য্যে, চৌর্য্যে স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাক্পারুষ্য ও দণ্ড পারুষ্যে গৃহস্থ পুত্রবান্ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সাক্ষী পরীক্ষা নাই। ৭২। সাক্ষিদ্বৈধস্থলে রাজা বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য কবিবেন, সমান হইলে গুণেব এবাক্যেব দ্বারা সত্য নির্ণয় করিবেন; আবার গুণির দ্বৈধস্থলে, যাহাবা ক্রিয়াবান্, তাহাদেব সাক্ষ্যে সত্য নির্ণয় করিবেন ॥ ৭৩ ॥ চক্ষুঃ-গ্রাহ্য বিষযে সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয়, শ্রবণযোগ্য ব্যাপাবেব শ্রবণে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয় এবং ঐ সকল ঘটনায় যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। ৭৪। যাহা দেখিয়াছে ও যাহা শুনিয়াছে সাক্ষী যদি তাহাব অন্যথা ধর্ম্মাধিকরণসভাতে বলে, তবে পবকালে সে অধোমুখ হইয়া নরকগামী এবং স্বর্গহীন হয় ॥ ৭৫। অর্থিপ্রত্যর্থিব মানিত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে, এরূপ স্থলেও প্রাড়্‌বিবাক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বলিবে। ৭৬। লোভহীন একব্যক্তিও সাক্ষী হইবে, কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষীযোগ্য নয়, কারণ স্ত্রীবুদ্ধি অস্থির। চৌর্য্যাদি-দোষাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষ হউক, সাক্ষী হইতে পারে না ৭৭। সাক্ষীরা স্বাভাবিক যাহা বলিবে, রাজা তাহাই গ্রাহ্য করিবেন; ভয়াদি কোন কারণবশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, ধর্ম্ম নির্ণয় বিষয়ে তাহা গ্রাহ্য নহে। ৭৮।

সভামধ্যে অর্থীও প্রত্যর্থীব সম্মুখে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত কবাইয়া প্রাড়্‌বিবাক প্রিয়বচনে তাহাদিগকে এই কহিবেন ॥ ৭৯ ॥ "তোমরা বাদী প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল। যেহেতু তোমাদিগকে এবিষয়ে সাক্ষ্য মানা গিয়াছে।" ৮০ ॥ 'সাক্ষ্যস্থলে সত্য বাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোকসকল লাভ করে এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন।' ৮১। 'সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাকথা কহিলে বরুণপাশে বদ্ধ হইয়া অবশ ভাবে শতজন্ম যাতনা প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব সত্য সাক্ষ্য দিবে।' ৮২। 'সত্য কথনে সাক্ষী পাপ হইতে মুক্ত হয়; সত্য দ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—অতএব সকল বর্ণস্থ সাক্ষিরই সত্য কহা উচিত।" ৮৩। "দেহস্থিত আত্মাই আপনার শুভাশুভ কর্ম্মেব সাক্ষী—তিনিই মনুষ্যের শরণ, অতএব মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা এমত উত্তম সাক্ষীকে অবজ্ঞা কবিও না।' ৮৪। 'পাপকারীবা মনে করে যে আমাদিগের পাপ কেহ দেখিতে পাইতেছে না—কিন্তু তাহা নহে—দেবতারা তাহাদিগেব পাপ বিশেষ রূপে দেখিতে পান এবং তাহাদের দেহস্থিত অন্তর-পুরুষও তাহা জানিতে পাবেন।' ৮৫। 'আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম, বায়ু, রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় ও ধর্ম্ম—ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেহাবৃত আত্মাব অবস্থা বিশেষ রূপে জানিয়া থাকেন।' ৮৬। প্রাড়্‌বিবাক শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্ণকালে দেবতা প্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণ সমীপে শুচি দ্বিজগণকে সাক্ষ্যপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই সাক্ষীরা সে সময়ে উত্তব বা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া থাকিবে। ৮৭। ব্রাহ্মণকে "বল," ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল'; বৈশ্যকে "গো, বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ কবিয়া বল" ও শূদ্রকে "সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ কবিয়া বল' বর্ণ বিশেষে প্রাড়্‌বিবাক সাক্ষী দিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন। ৮৮। "ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রীহন্তা বালকহন্তা, মিত্রদ্রোহীব ও কৃতঘ্নেব যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে ঐ ঐ লোকপ্রাপ্তি হয়।" ৮৯। "হে ভদ্র, জন্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সমুদয় পুণ্য কুকুরে গমন করিবে, যদি তুমি সাক্ষ্য স্থলে মিথ্যা বল।" ৯০। "হে কল্যাণ, তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি একাকী আছ, কিন্তু তাহা নহে—পাপ পুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ মুনি এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।" ৯১। "এই বৈবস্বত যম—দেব

পরমাত্মা যিনি তোমার হৃদয়ে-অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্য কহিলে তাঁহার সহিত তোমার কোন বিবাদ থাকিবে না এবং তাঁহার সহিত নির্ব্বিবাদ অবস্থান করিলে, গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্র-গমনে প্রযোজন নাই।" ৯২। 'যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে নগ্ন, মুণ্ডিতশিরা, ক্ষুৎপিপাসার্ত্তও অন্ধ হইয়া ভিক্ষাকপাল হস্তে লইয়া শত্রুদ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়।' ৯৩। "সেই পাপী অধোমুখ হইয়া মহান্ধকার নরকে গমন করে, যে ধর্ম্ম-নিশ্চয় স্থলে জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যা কথা বলে। ৯৪। "যে ব্যক্তি সভাযে আহূত হইয়া অপ্রত্যক্ষ এবং বিকৃতার্থ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়, সে জানেনা যে অবান্ধবৎ সকণ্টক মৎস্য-ভোজন করিতেছে।"৯৫। "দেবতারা ইহলোকে তাঁহার হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না, যাঁহার বাক্য বলিবার সময় বিদ্বান্ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না।" ৯৬। যে যে বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যত বান্ধবকে নষ্ট করা হয়, সংখ্যা করিয়া তাবৎসংখ্যক পুরুষ বলিতেছি—হে সৌম্য! শ্রবণ কর। ৯৭। যে ব্যক্তি পশু বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয, সে পিত্রাদি পাঁচ পুরুষকে নরকগামী অথবা পঞ্চ বান্ধবের হত্যায় যে পাপ জন্মে, উক্ত পাপে পাপী হয়; এইরূপ গোবিষযে মিথ্যাবাদী দশপুরুষকে—অশ্ববিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যবাদী একশত পুরুষকে এবং পুরুষ বিষযে মিথ্যাবাদী সহস্রপুরুষকে নারকী অথবা ততপুরুষ হত্যার পাপে পাপী হয়। ৯৮।

হিরণ্য-বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষী জাত, অজাত পুরুষকে নষ্ট করে এবং ভূমি-বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষীসকল প্রাণি হিংসা দোষে পাপী হয়। অতএব ভূমি বিষয়ে মিথ্যা কথা কহিও না। ৯৯। পুষ্করিণ্যাদি জলবিষয়ে, স্ত্রীর মৈথুনোপভোগে, মুক্তা পাষাণাদি বিষয়ে এবং বৈদূর্য্যাদি মণি বিষয়ে—ভূমি সম্বন্ধে মিথ্যা-বাদীর যে পাপ, সেই পাপ হইয়া থাকে। ১০০। মিথ্যা কথনে এই সকল দোষ দেখিয়া তুমি কখন মিথ্যা কহিও না; যাহা দেখিয়াছ ও যাহা শুনিয়াছ তত্ত্বতঃ বল।" ১০১। গোরক্ষক, বাণিজ্যজীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি, দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্য-প্রশ্ন করিবে। ১০২। স্থানবিশেষ আছে, যাহাতে এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্ম বুদ্ধিতে অন্য প্রকার কহিলে তাহার স্বর্গ হানি হয় না। এই রূপ বাক্যকে দেববাক্য বলে। ১০৩। যে স্থলে সত্যকথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণ বধ হইবে, এমত ক্ষেত্রে মিথ্যা কহিতে পারে এবং তখন মিথ্যা কথনসত্য হইতে প্রশস্ত হয়। ১০৪। এমতস্থলে মিথ্যাকথাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চরু পাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবে। ১০৫। অথবা ঐ পাপনাশার্থে যজুর্ব্বেদীয় কুষ্মাণ্ড মন্ত্র দ্বারা বহ্নিস্থাপন পুরঃসর অগ্নিতে হোম করিবে, অথবা "উদুত্তম" ইত্যাদি বরুণ দেবতাকে মন্ত্র কিংবা "আপোহিষ্ঠা"ইত্যাদি জল-দেবতাকে ঋকৃত্রয় দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। ১০৬। অরোগী থাকিয়া সাক্ষী যদি ত্রিপক্ষের মধ্যে ঋণাদি ব্যবহার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করে, তবে উক্ত ঋণ উহাকে দিতে হইবে এবং যত ঋণের দাবী হইবে, তাহার দশভাগের একভাগ দণ্ডরূপে রাজাকে দিতে হইবে। ১০৭। সাক্ষ্য দিবা সপ্তাহ মধ্যে যদি সাক্ষীর উৎকট রোগ, গৃহদাহ বা পুত্রাদি সন্নিহিত জ্ঞাতিমরণ হয়, তবে ঐ সাক্ষীকে ঋণ ও শক্ত্যনুসারে রাজদণ্ড দিতে হইবে। ১০৮।

পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তবে প্রাড্‌বিবাক উভয পক্ষের শপথ গ্রহণ করিয়া সত্য নির্ণয় করিবেন ॥১০৯॥ সপ্তর্ষি ও দেবগণ আত্মশুদ্ধ্যর্থ শপথ করিয়াছিলেন; বসিষ্ঠ ঋষিও আত্মশুদ্ধির জন্য যবনের পুত্র সুদাস রাজার নিকট শপথ করেন ॥ ১১০ ॥ জ্ঞানীলোক স্বল্পবিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করিবেন না। বৃথা শপথকারীর ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হয় ॥ ১১১ ॥ তুমি আমার প্রেয়সী অন্যকে আমি প্রার্থনা করি নাই—এইরূপে সুরতলাভার্থ কামিনী বিষয়ে মিথ্যা শপথ করিলে পাতক হয় না; বিবাহ বিষয়ে গরুর ভক্ষ্য সম্বন্ধে, হোম-কাষ্ঠ সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মণরক্ষার্থ মিথ্যা শপথে কোন পাতক নাই ॥ ১১২ ॥ ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা শপথ করাইতে হয়; ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আযুধ দ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক

দ্বারা শপথ করাইতে হয়॥ ১১৩॥ অথবা শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা কিংবা স্ত্রী পুত্রাদির শিরঃস্পর্শ রূপ পরীক্ষা করাইবে॥১১৪॥ জলন্ত অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রী পুত্রাদির মস্তক স্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তবে শপথ সম্বন্ধে সে ব্যক্তিকে শুচি বলিয়া জানিবে॥ ১১৫॥ তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্রার পুত্র, এইরূপে কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কর্তৃক অভিশপ্ত বৎস নামে ঋষি আত্মশুদ্ধির জন্য অগ্নিপরীক্ষা করেন। তিনি সত্যসত্যই শুদ্ধজন্মা ছিলেন বলিয়া জগদ্ব্যাপী অগ্নি তাঁহার একগাছি লোমও দগ্ধ করেন নাই॥ ১১৬॥ যে যে বিবাদে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই সেই মোকদ্দমায় বিচার নিবর্তিত করিবেন। মিথ্যা সাক্ষ্যবলে যাহা কিছু কৃত হইয়াছে, তাহা অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে॥ ১১৭॥ লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম, ও ক্রোধহেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে বা অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়—সেই সাক্ষ্য বিতথ সুতরাং অগ্রাহ্য॥ ১১৮॥ ইহার মধ্যে যে কারণবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যে দণ্ড হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥১১৯॥

লোভাধীন মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজারপণ দণ্ড হইবে, মোহ নিবন্ধন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই শতপণ, ভয়নিমিত্তক মিথ্যা সাক্ষ্যে হাজারপণ দণ্ড এবং স্নেহজন্য মিথ্যাসাক্ষ্যেও সহস্রপণ দণ্ড হইবে॥১২০॥ কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজারপণ দণ্ড হইবে, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিন হাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশতপণ এবং অনবধানবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে একশতপণ দণ্ড হইবে।১২১। সত্যধর্মের পালন জন্য, অধর্মের শাসনজন্য, কৌটসাক্ষ্যে এই সকল দণ্ড মন্বাদিরা কহিয়াছেন। ১২২। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন বর্ণ যদি বারংবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহাদিগকে পূর্বোক্ত বিধানমত অর্থদণ্ড করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া কেবল বিবাসন মাত্র করিবে। ১২৩। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ড দিবার দশটী স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, উহা ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণের উপর। পরন্তু ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোন দণ্ড না দিয়া অক্ষত শরীরে দেশ হইতে নির্বাসন করিবে। ১২৪। উপস্থ, উদর, জিহ্বা, দুই হাত এবং পঞ্চমতঃ দুইপা, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, ধন এবং মহাপরাধস্থলে সমুদায়দেহ—এই দশটী দণ্ডস্থান। ১২৫। এইরূপ অপরাধ কতবার করা হইয়াছে, অপরাধ সম্বন্ধে দেশকাল, অপরাধীর বলাবল, অপরাধের স্বরূপ—এই সকল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া রাজা দণ্ড্যব্যক্তির দণ্ড করিবেন। ১২৬। অন্যায়রূপে দণ্ড দিলে জীবিতাবস্থায় যশঃ ও মরণোত্তর কীর্তিলোপ পায়। এমন কি পরকালে ইহা স্বর্গকর হয়; অতএব অন্যায় দণ্ড ত্যাগ করিবে। ১২৭। যে দণ্ডনীয় নয়, তাহাকে দণ্ড করিলে এবং যে দণ্ডযোগ্য তাহাকে দণ্ড না দিলে, রাজার মহৎ অপযশ হয়, এবং তিনি নরকে গমন করেন। ১২৮। প্রথমে নম্র বাক্যে শাসন করিবে, তদনন্তর ধিক্কার বা ভৎর্সনাদণ্ড, তৃতীয় ধনদণ্ড এবং সর্বশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ড করিবে। ১২৯। অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডে যদি দুরাত্মা প্রশমিত না হয়, তবে বাক্‌দণ্ডাদি পূর্বোক্ত চতুষ্টয় দণ্ডই উহার উপর প্রয়োগ করিবে॥ ১৩০॥

তাম্র, রূপ্য ও সুবর্ণের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ লোক ব্যবহারে যে যে সংজ্ঞায় কথিত হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৩১। সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে গবাক্ষ্য বিবর হইতে যে ধূলিসমূহ উড্ডীয়মান হয়, উহার মধ্যে যে ধূলিকণা অতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরিমাণ গণনায় উহা প্রথম গণ্য। উহাকে ত্রস-রেণু বলে। ১৩২। ঐ ত্রসরেণুর আটগুণে এক লিক্ষা হয়; তার তিনগুণে এক রাজ সর্ষপ, এবং রাজসর্ষপে চারি গুণে গৌরসর্ষপ হয়। ১৩৩। ছয়সর্ষপের একযবমধ্য হয়; তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে একমাষা এবং উহার ষোড়শগুণে এক সুবর্ণ হয়। ১৩৪। চারি সুবর্ণে একপল হয়—দশপলে একধরণ এবং দুই কৃষ্ণল বা কুঁচে এক রৌপ্যময় মাষা হয়। ১৩৫। ষোড়শরূপ্য মাষায় একরূপ্য ধরণ বা পুরাণ হয় কিন্তু এক কার্ষা বা আশীরতি পরিমিত তাম্রকে পণ বা কার্ষপণ বলে। ১৩৬। পূর্বোক্ত দশধরণে, এক রাজত শতমান হয় এবং চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক হয়।১৩৭। উক্ত আড়াই-

শত পণে এক প্রথম সাহস, পাঁচশত পণে মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণে উত্তম সাহস হয়। ১৩৮। অধমর্ণ ঋণ দেব বলিয়া ধর্ম্মাধিকরণ সভাতে স্বীকার করিলে রাজা অধমর্ণকে একশত পণে পঞ্চপণ দণ্ড করিবেন এবং যদি ঐ সভায় গিয়া ঋণ ধারি নাই বলিয়া অপলাপ করে এবং পশ্চাৎ উহা প্রমাণিত হয়, তবে উহাকে শতপণে দশপণ দণ্ড করিবেন। ১৩৯। বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ বন্ধকসহিত ঋণস্থলে বসিষ্ঠবিহিত বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ প্রতিমাসে শতকরা অশীতিভাগ সুদগ্রহণ করিবেন। ১৪০। অথবা সাধুদিগের আচার স্মরণ করিয়া বন্ধকরহিত স্থলে প্রতিমাসে শতকরা দুপণ সুদ গ্রহণ করিতে পারেন। শতকরা দুইপণ সুদ লইলে অর্থ সম্বন্ধে পাপী হইতে হয় না। ১৪১। উত্তমর্ণ, এইরূপে স্বীয় দায়িত্ব বুঝিয়া বর্ণানুপূর্ব্বিক ক্রমে ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুইপণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনপণ, বৈশ্যের নিকট চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট শতকরা পাঁচপণ সুদ প্রতি মাসে লইতে পারেন। ১৪২। যদি ভোগার্থ কোন বস্তু বা দাস দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তাহা হইলে ঐ টাকার আর স্বতন্ত্র সুদ চলিবে না, অথবা বহুকাল গত হইলে পরও উত্তমর্ণ ঐ বন্ধকীর দ্রব্য স্থানান্তরিত বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১৪৩।

বলপূর্ব্বক আধি অর্থাৎ বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করিবে না; উত্তমর্ণ যদি ঐ দ্রব্য ভোগ করে, তবে ঋণের সুদত্যাগ করিতে হইবে কিংবা ভোগ করাহেতু যদি আধির অন্যথা হয়, তবে প্রকৃত মূল্য দিয়া অধমর্ণকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, যদি না করে, তবে সে আধিচৌর্য্যের দোষে পতিত হইবে। ১৪৪। বন্ধকীভূতদ্রব্য এবং গচ্ছিতবস্তু যখন চাহিবে, তখনই দিতে হইবে—কালবিলম্ব করিবে না, দীর্ঘকাল থাকিলেও তাহারা উদ্ধরণীয়। ১৪৫। দুগ্ধবতী গাভী, উষ্ট্র, আরোহণ করিবার জন্য অশ্ব, বৃষাদি পশু যাহাদিগকে দমন করিবার জন্য দেওয়া হয় এবং অপরাপর বস্তু যাহা প্রীতিবশতঃ ভোগ করিতে দেওয়া যায়—দীর্ঘকাল ভোগ করিলেও স্বামির স্বত্ব ইহাদের উপরে কদাচ যায় না। ১৪৬। ধনী আপনার সমক্ষে অন্য কর্তৃক কোন বস্তু দশবৎসর যাবৎ উপভুক্ত হইতেছে দেখিয়া যদি কিছু না বলেন, তবে সেই বস্তুতে তাঁহার স্বত্ব নাশ হয়। ১৪৭। ধনী যদি জড় না হয়, পোগণ্ড অর্থাৎ ষোড়শবর্ষের ন্যূন বয়স্ক না হয়—এবং দ্রব্যটী যদি তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে থাকিয়া এতাবৎকাল উপভুক্ত হইয়া থাকে, তবে ব্যবহারমতে ধনস্বামীর স্বত্ব উহাতে ভগ্ন হইয়াছে। ঐ দ্রব্যটী ভোক্তার হইবে। ১৪৮। বন্ধক, ক্ষেত্রাদির সীমা, বালকের ধন, নিক্ষেপ অর্থাৎ বাসনস্থিত মুদ্রিত অজ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য, উপনিধি অর্থাৎ জ্ঞাত গচ্ছিতদ্রব্য, দাসী প্রভৃতি স্ত্রী, রাজধন এবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের ধন—এ সকল বস্তু, ভোগে নষ্ট হয় না। ১৪৯। যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করে, তাহাকে তজ্জন্য নিয়মিত বৃদ্ধির অর্দ্ধেক বৃদ্ধিত্যাগ করিতে হইবে। ১৫০। যদি মাসে মাসে বা দিন দিন সুদ না লইয়া, সুদে আসলে একবারে লইতে হয়, তবে ঐ সুদ মূলধনের দ্বিগুণের বেশী লইবে না। ধান্য, সদ অর্থাৎ ক্ষেত্রফল, উর্ণাদিলোম ও বলীবর্দ্দাদিতে মূলের বৃদ্ধি পাঁচগুণ লইতে পারে, অধিক লইতে পারে না। ১৫১। শাস্ত্রানুসারের অধিক হারে সুদ লওয়া সিদ্ধ নয়, একপ অধিক হারে সুদ গ্রহণকে পণ্ডিতেরা কুসীদপথ বলিয়া নিন্দা করেন। উত্তমর্ণ একপ সুদ শতকরা পাঁচের ঊর্দ্ধ লইতে পারে না। ১৫২।

একমাস, দুমাস, বা তিনমাস নিয়মে ঋণ দিয়া সংবৎসর অতিক্রম করিয়া তাহার সুদ একবারে গ্রহণ করা উত্তমর্ণের উচিত নয়; কিংবা অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণ করাও উচিত নয়। চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ মূলের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, কারিতা অর্থাৎ অধমর্ণ আপৎকালে পড়িয়া যে বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং কায়িকাবৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় পীড়নাদি দ্বারা যে বৃদ্ধি, এই চারিপ্রকার বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিবে॥ ১৫৩॥ যে অধমর্ণ ঋণদানে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার লেখ্যপত্র লিখিতে ইচ্ছা করে, সে যে বৃদ্ধি দেনা হইয়াছে, তাহা উত্তমর্ণকে প্রদান করিয়া লেখ্যপত্র করিয়া দিবে॥ ১৫৪॥ যদি সমুদয় বৃদ্ধি না দিতে পারে,

তবে যত বৃদ্ধি অবশিষ্ট থাকে, তাহা এবং মূল একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার লেখ্য করিয়া দিবে॥ ১৫৫॥ দেশকালের ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি চক্র বৃদ্ধি বা ভাড়া লইতে অবদ্ধ, সে যদি যথা-দেশে এবং যথা কালে দ্রব্য নিরাপদে পৌঁছিতে না পারে, তবে সে বৃদ্ধি পাইবে না॥ ১৫৬॥ স্থলপথ বা জলপথ-গমনকুশল, দেশ-কালার্থ-দর্শী বণিকেরা এরূপ স্থলে যে ভাড়া নির্ণয় করিবে, তাহাই গ্রাহ্য হইবে॥ ১৫৭॥ যে যাহার দর্শনপ্রতিভূ অর্থাৎ হাজির জামিন থাকিবে, সে যদি যথাকালে অধমর্ণকে উপস্থিত করিয়া না দিতে পারে, তবে উত্তমর্ণের ঋণ তাহাকে দিতে হইবে॥ ১৫৮॥ দর্শনপ্রতিভূহেতু যে ধন দিতে হইবে, ভণ্ড-প্রভৃতিকে পরিহাস নিমিত্ত যে বৃথা দান, দ্যূতক্রীড়া নিমিত্ত দেয়, দণ্ড নিমিত্ত দেয় এবং শুল্কের অবশেষ—পিতৃকৃত এই সকল দেয় পুত্রকে দিতে হইবে না॥ ১৫৯॥ দর্শনপ্রতিভূ সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত বিধি, কিন্তু দান প্রতিভূ অর্থাৎ মাল জামিন্ সম্বন্ধে বিধান এই যে পিতা মাল জামিন্ থাকিয়া মরিয়া গেলে পুত্রাদি দায়াদগণকে ঐ ঋণ দিতে হইবে॥ ১৬০॥ যদি দর্শনপ্রতিভূ বা প্রত্যয়প্রতিভূ মরিয়া যায়, তবে উহাদিগের পুত্র কি জন্য ঐ ঋণ দিবে?॥ ১৬১॥ উত্তর এই যে যদি দর্শন-প্রতিভূ বা প্রত্যয়প্রতিভূ অধমর্ণের নিকট হইতে ঋণ-শোধনের উচিত ধন গ্রহণ করিয়া প্রতিভূ হইয়া মরে, তবে উহাদিগের পুত্র ঐ ধন হইতে উত্তমর্ণের ঋণ অবশ্য দিবে॥ ১৬২॥ মদ্যাদিতে মত্ত, উন্মাদগ্রস্ত, ব্যাধিপীড়িত, দাসাদি, অধীন, নাবালক, অশীতিবর্ষাদি বৃদ্ধ, এবং অনিযুক্ত ব্যক্তি, ইহাদিগের কৃতঋণদানাদি ব্যবহারসিদ্ধ নহে॥ ৬৩॥ ইহা আমি করিব, এই বাক্য যদি লেখ্যাদি দ্বারা স্থির করে, আর যদি উহা শাস্ত্রে বা ব্যবহারবিরুদ্ধ হয়; তবে উহা সত্য হইবে না॥ ১৬৪॥ যে স্থলে ছলে বন্ধক, বিক্রয়, দান ও প্রতিগ্রহ করে অথবা ছলে নিক্ষেপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করে—সেই সমুদয় ক্ষেত্রে প্রাড়বিবাক বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন॥ ১৬৫॥ যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ কুটুম্বার্থ ঋণ করিয়া মরে, তবে অবিভক্ত বা বিভক্ত—পরিবার মধ্যে সকলকেই উক্ত ঋণ দিতে হইবে॥ ১৬৬॥ কুটুম্ব ভরণপোষণের জন্য যদি দাসও ঋণ করে, তবে ধনস্বামী দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, তাঁহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে॥ ১৬৭॥ বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়, বল-পূর্ব্বক যাহা কিছু লেখিত হয়—বলপূর্ব্বক যাহা কিছু কৃত হয় সকলই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ ইহা মনু বলিয়াছেন॥ ১৬৮॥ সাক্ষী যামিন, ও মধ্যস্থ—এই তিন জন পরার্থে ক্লেশ পায়, আর বিপ্র, ধনী, বণিক্ ও রাজা—এই চারিজন পর হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন॥ ১৬৯॥ রাজা পরিক্ষীণ হইলেও যাহা লইবার নয়, তাহা প্রজা হইতে লইবেন না এবং অতিশয় ধনাঢ্য হইলেও গ্রাহ্য অল্পবস্তু পরিত্যাগ করি-বেন না॥ ১৭০॥ অগ্রাহ্য-গ্রহণ ও গ্রাহ্যের পরিত্যাগ করিলে রাজার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়—তাঁহার ইহপর উভয় লোকই নষ্ট হয়॥ ১৭১॥ ন্যায্যধন গ্রহণ হেতু, সঙ্করবর্ণ হইতে প্রজা রক্ষা ও বলবান্ হইতে দুর্ব্বলের রক্ষাহেতু রাজার বল বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ইহপর উভয় লোকেই বর্দ্ধিত থাকেন॥ ১৭২॥ সেই জন্য রাজা যমের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া প্রিয়াপ্রিয় পরিত্যাগ পুরঃসর যমবৃত্তি অবলম্বন করিবেন॥ ১৭৩॥ যে রাজা মোহবশতঃ অধর্ম্ম দ্বারা ব্যবহারকার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, ঐ দুরাত্মাকে শত্রুরা অচিরাৎ নিগ্রহ করে॥ ১৭৪॥

কাম ক্রোধ সংযম করিয়া যে রাজা ধর্ম্মতঃ ব্যবহার নিষ্পত্তি করেন, নদী সকল যেমন সমুদ্রের অনুগামী হয়, প্রজারাও তদ্রূপ তাঁহার অনুগামী হয়॥ ১৭৫॥ উত্তমর্ণ অধমর্ণ হইতে স্বেচ্ছামতে আত্মধন আদায় করিতেছে, ইহাতে অধমর্ণ যদি উত্তমর্ণের নামে রাজার নিকট নালিশ উত্থাপন করে, তবে রাজা উহাকে ঋণের চতুর্থভাগ দণ্ড করিবেন এবং ঋণও দেওয়া-ইবেন॥ ১৭৬॥ অধমর্ণ যদি উত্তমর্ণের স্বজাতি বা নিকৃষ্ট জাতি হয়, তবে অসমর্থ পক্ষে শারী-রিক শ্রম দ্বারাও উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করিবে; উৎকৃষ্ট জাতীয় অধমর্ণের নিকট হইতে অসমর্থ পক্ষে তাহার আয় অনুসারে অল্পে অল্পে ঋণ আদায় করিবে॥ ১৭৭॥ রাজা পরস্পর বিবদমান

লোকের মধ্যে উক্ত বিধি অনুসারে সাক্ষি ও শপথাদিসিদ্ধ ব্যবহারকার্য্যসকল নিষ্পত্তি করিবেন ॥ ১৭৮ ॥ সৎকুলজাত, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান্ লোক গচ্ছিতধন রাখিবেন ॥ ১৭৯ ॥ যে ব্যক্তি যে রূপে যাহার হস্তে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে, লইবার কালে উহাকে ঐ দ্রব্য ঐ রূপে দিবে; দায়ও যেরূপ হইবে, গ্রহণও সেইরূপ হওয়া চাই ॥ ১৮০ ॥ নিক্ষেপকারী চাহিলে পর যে গচ্ছিত দ্রব্য না দেয়, নিক্ষেপকারীর অসাক্ষাতে প্রাড়বিবাক তাহার এইরূপ বিচার করিবেন ॥ ১৮১ ॥ সাক্ষির অভাবে বয়স্ক ও রূপবান্ চর দ্বারা প্রাড়বিবাক ছলক্রমে হিরণ্যাদি দ্রব্য ঐ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত করাইবেন ॥ ১৮২ ॥ পরে নিক্ষেপকারী চর প্রার্থনা করিলে পর সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য, যে রূপে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল; সেইরূপে এবং সেইভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোন কারণ নাই—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৮৩ ॥ যদি ঐ চরদিগের নিক্ষেপ দ্রব্য না দেয়, তবে উহাকে নিগ্রহ করিয়া রাজা উহা হইতে উভয় নিক্ষেপই দেওয়াইবেন ॥ ১৮৪ ॥ নিক্ষেপ ও উপনিধি, গচ্ছিতকারীর বর্ত্তমানে তাহার পুত্র বা ভাবী উত্তরাধিকারীর হস্তে দিতে নাই। কারণ পুত্রদিগের বিনাশ হইলে ঐ দ্রব্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; জীবদ্দশায় উক্ত দ্রব্য সমর্পণ করিলেও করিতে পারে—এমত সংশয়স্থলে দেওয়া উচিত নহে ॥ ১৮৫ ॥ মৃত নিক্ষেপ্তার পুত্রাদি উত্তরাধিকারীর নিকট যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া প্রত্যর্পণ করে, রাজা বা নিক্ষেপ্তার বন্ধুবর্গ তাহার নিকট আরও অন্য বস্তু আছে বলিয়া অনুযোগ করিতে পারিবে না। ১৮৬॥

যদি এমন অনুযোগ উপস্থিত হয়, তবে রাজা কপট ব্যবহার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতি-সহকারে সেই অর্থ পাইবার চেষ্টা করিবেন এবং সেই গচ্ছিত-রক্ষাকারীর চরিত্র বিচার করতঃ সান্ত্বনা বাক্যে কার্য্য সাধন করিবেন ॥ ১৮৭ ॥ সমুদয় নিক্ষেপ প্রাপ্তির এই বিধি কথিত হইল; মুদ্রাঙ্কিত উপনিধি, যদি যথামুদ্রা প্রত্যর্পণ করা যায় অথবা তাহার ভিতর হইতে কিছু বাহির করিয়া না লওয়া হয়, তবে গচ্ছিত রক্ষাকারীর কোন দোষ হয়না ॥ ১৮৮ চোরে চুরি করিলে, জলদ্বারা ধৌত হইলে, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে, গচ্ছিত দ্রব্য দিতে হয় না; পরন্তু উহার ভিতর হইতে যদি কিছু গ্রহণ করা না যায় ॥ ১৮৯ ॥ নিক্ষেপের অপহরণকারীকে এবং নিক্ষেপ না করিয়া যে নিক্ষেপের দাবী করে, তাহাকে বৈদিক শপথাদিদ্বারা এবং সমুদায় উপায়ের দ্বারা বিচার করিবে ॥ ১৯০ ॥ যে নিক্ষেপ অর্পণ করে না, আর যে নিক্ষেপ না করিয়া প্রার্থনা করে, রাজা ঐ উভয়কেই সুবর্ণাদি চোরের ন্যায় শাসন করিবেন অথবা গচ্ছিতদ্রব্যানুযায়ী অর্থ দণ্ড করিবেন ॥ ১৯১ ॥ নিক্ষেপও উপনিধি অপহরণকারী ও উহার অন্যায় দাবীকারীকে নির্ব্বিশেষে নিক্ষিপ্তদ্রব্য সমান দণ্ড করিবে ॥ ১৯২ ॥ যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতারণাদি দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজা তাহাকে এবং তাহার ঐ কার্য্যে সহায়কারীদিগকে বিবিধ-উপায়ে শাস্তি দিবেন, অথবা বধ দণ্ড করিবেন ॥ ১৯৩ ॥ মহাজন নিকটে যত পরিমাণ সুবর্ণাদি দ্রব্য সাক্ষী করিয়া গচ্ছিত রাখা যায়. সাক্ষিবাক্যে উহার পরিমাণ নির্ণীত হয়। সে অন্যথা বলিলে দণ্ডনীয় হইবে ॥১৯৪॥ নির্জ্জনে গচ্ছিত রাখিয়াছে এবং নির্জ্জনে গচ্ছিত লইয়াছে—এমতস্থলে নির্জ্জনেই গচ্ছিত প্রত্যর্পণ করিবে—যেমন দান—তেমনই গ্রহ ॥ ১৯৫ ॥ নিক্ষিপ্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক উপনিহিত দ্রব্যের বিনির্ণয়স্থলে রাজা গচ্ছিতধারীকে কিছুমাত্র পীড়া বা ক্ষোভ দিবেন না ॥ ১৯৬ ॥ যে অস্বামী হইয়া স্বামীর অনুমতি-ব্যতিরেকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে, রাজা তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন না। সে অচোরমানী, কিন্তু চোর বটে ॥ ১৯৭ ॥ উক্ত অস্বামী বিক্রেতা যদি দ্রব্য-স্বামীর বংশস্থ কেহ হয়, তবে উহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবে আর যদি দ্রব্যস্বামীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে, তবে উহাকে চোর দণ্ড করিবে ॥ ১৯৮ ॥ অস্বামী ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দান বা বিক্রয়, ব্যবহারদৃষ্টিতে তাহা অসিদ্ধ জানিবে ॥ ১৯৯ ॥ যথায় ভোগ দেখা যাইতেছে, কিন্তু ক্রয় প্রতিগ্রহাদির কোন

আগম নাই, সে স্থলে উক্তভোগ প্রমাণ হইবে না—আগমই প্রমাণ॥ ২০০॥ বিক্রয়যোগ্য দেশে অনেকের সমক্ষে যথার্থ মূল্যে যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে, সে ক্রয় বিশুদ্ধ হইবে॥২০১॥ যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে দর্শাইতে না পারে, অথচ ক্রেতা প্রকাশ্য ক্রয় হেতু শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ হয়, তবে অস্বামিদ্রব্য ক্রয়নিমিত্ত ক্রেতা দণ্ডনীয় হইবে না, কিন্তু উক্ত দ্রব্য উহার স্বামী প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে দ্রব্যস্বামী অর্দ্ধমূল্য ক্রেতাকে দিয়া আপনার দ্রব্য লইবেন॥ ২০২॥ একদ্রব্য অন্য দ্রব্যে মিশাইয়া বিক্রয় করিবে না, অসার দ্রব্যকে সার বলিয়া বিক্রয় করিবে না; যাহা দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তাহার ন্যূন দিবে না; দূরে বা লুকায়িত রাখিয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না॥ ২০৩॥ যদি কেহ কন্যাপণ ব্যবস্থাকালে উত্তমা কন্যা দর্শাইয়া বিবাহসময়ে অন্য এক নিকৃষ্ট কন্যা বরকে প্রদান করে, তবে বর ঐ এক শুল্কে উভয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে—ইহা মনু বলিয়াছেন,॥ ২০৪॥ উন্মত্তা, কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্তা এবং ইহার সহিত পুরুষ সম্পর্ক হইয়াছে, এ সকল দোষ বিবাহের পূর্ব্বে না বলিয়া যে কন্যা সম্প্রদান করে, সে দণ্ডনীয় হইবে॥ ২০৫॥ যজ্ঞে বৃত হইয়া ঋত্বিক্ যদি আরব্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে আরব্ধ কার্য্য যতদূর করিয়াছেন, সেই অনুসারে তিনি দক্ষিণার অংশ পাইবেন॥ ২০৬॥ দক্ষিণা পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া কোন কারণ বশতঃ যদি কেবল শেষকার্য্য না করেন, তবে তিনি উক্ত যজ্ঞের সমাপ্ত দক্ষিণা পাইবেন, কিন্তু অবশিষ্ট কার্য্য উহাকে অন্যদ্বারা করাইতে হইবে॥২০৭॥ যে যে কার্য্যে এক এক অঙ্গের বিশেষ বিশেষ দক্ষিণা শাস্ত্রে কথিত আছে, যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গ-কর্ম্ম সমাধা করিবে, ঐ ব্যক্তি ঐ দক্ষিণা পাইবে, না সকলে ভাগ করিয়া দক্ষিণা লইবে?॥ ২০৮॥ উত্তর এই যে, কোন কোন কার্য্যে অধ্বর্য্যু রথ প্রাপ্ত হইবেন; ব্রহ্মা ও হোতা অশ্ব, উদ্গাতা সোমবাহন শকট প্রাপ্ত হইবেন॥ ২০৯॥ জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতিক যাগবিশেষে একশত গো দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহা ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে ভাগ করিতে হইলে এইরূপে ভাগ হইবে;—ষোড়শ ঋত্বিকের মধ্যে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা—এই চারিজন প্রধান-ইহারা অষ্টচত্বারিংশৎ গো দক্ষিণা পাইবেন, অর্থাৎ প্রত্যেকে দ্বাদশটী করিয়া গরু পাইবেন; মৈত্রাবরুণ, প্রতিস্তোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ও প্রস্তোতা ইহাঁরা মুখ্য ঋত্বিকের অর্দ্ধেক দক্ষিণা পাইবেন অর্থাৎ প্রত্যেকে ছয় ছয় গো দক্ষিণা পাইবেন। অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, অগ্নীধ্র ও প্রতি-হর্ত্তা, ইহারা মুখ্য ঋত্বিকের তৃতীয়ভাগী অর্থাৎ প্রত্যেকে চারি চারি গো দক্ষিণা পাইবেন; এবং গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, পোতা ও সুব্রহ্মণ্য, এই চারিজন মুখ্য ঋত্বিকের চতুর্থভাগী হইবেন; অর্থাৎ তিন তিন করিয়া গো দক্ষিণা পাই-বেন॥ ২১০॥

যাহারা সম্ভূয-সমুত্থান অর্থাৎ অনেকে মিলিয়া একত্রে কার্য্য করিবেন, তাহাদের পরস্পরের অংশও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরূপণ করিবে॥ ২১১॥ যে ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রার্থিককে কিঞ্চিৎধন দেয় বা দিতে প্রতিশ্রুত হয়, যাচক যদি ধন পাইয়া ঐ কার্য্য না করে, তবে দত্তবস্তু পুনরায় উহার নিকট হইতে লইবে বা প্রতিশ্রুত বস্তু দিবে না॥ ২১২॥ যদি যাচক লোভ বা মোহবশতঃ প্রদত্তধন দাতাকে ফিরিয়া না দেয়, তবে রাজা উহাকে ঐ চৌর্য্যের নিমিত্ত একসুবর্ণ দণ্ড করিবেন॥২১৩॥ দত্তের অনপক্রিয়ার কথা বলা হইল, এক্ষণে বেতনের অনপক্রিয়ার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ২১৪॥ যে ভৃত্য সুস্থ অবস্থায় অঙ্গীকৃত কার্য্য দর্প করিয়া না করে, রাজা তাহাকে আট কুঁচ সুবর্ণ দণ্ড করিবেন এবং উহাকে কিঞ্চিৎ-মাত্রও বেতন দেওয়াইবেন না॥ ২১৫॥ কিন্তু যদি সে যথার্থ পীড়িত হয় এবং পীড়া সারিলে পর অঙ্গীকৃতকার্য্য সমাধা করে, তবে সে অনেক কালের বেতনও পাইবে॥২১৬॥ আর্ত্তই হউক আর সুস্থই হউক, যদি অঙ্গীকৃত কার্য্য নিজে বা অপরের দ্বারা সমাধা না করে, অথবা যদি সেই কর্ম্মের অল্পও অবশেষ থাকে, তথাপি সে কিছুই বেতন পাইবে না॥ ২১৭॥ বেতনা-দান সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই বিধি বলা হইল; এক্ষণে প্রতিজ্ঞাভেদসম্বন্ধে বলা যাই-তেছে॥ ২১৮॥ যে স্থানে গ্রামবাসী বা দেশ-বাসী সকলে একত্র হইয়া কোন বিষয়ে শপথ-

পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে স্থলে যদি কেহ লোভ বশতঃ ঐ প্রতিজ্ঞার অতিক্রম করে, তবে রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন॥ ২১৯॥

কিংবা, ঘটনা বুঝিয়া রাজা ঐ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে নিগৃহীত করিয়া ছয় নিষ্ক বা চারি সুবর্ণ ও রজতশতমান অর্থাৎ তিন শত বিংশতিরতি রজত দণ্ড করিবেন॥ ২২০॥ ধার্ম্মিক রাজা গ্রাম বা জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে এইরূপ দণ্ড বিধান করিবেন॥ ২২১॥ ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অনুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া দিতে বা ফিরিয়া লইতে পারে॥২২২ কিন্তু দশ দিন পরে ফিরিয়া দিতে বা ফিরিয়া লইতে পারিবে না। যদি বলপূর্ব্বক ফিরিয়া দেয় বা লয়, তবে রাজা তাহাকে ছয় শত পণ দণ্ড করিবেন॥ ২২৩॥ দোষবিশিষ্টা কন্যার কথা না বলিয়া যদি উহাকে সম্প্রদান করে, তবে রাজা আপনি উহাকে ছিয়ানব্বই পণ দণ্ড করিবেন॥২২৪॥ যে ব্যক্তি দ্বেষপ্রযুক্ত কোন কন্যাকে এ ক্ষতযোনি—কুমারী নহে—এই বলিয়া দোষ দেয় এবং পরে তাহা প্রমাণ করিতে পারে না রাজা তাহাকে একশত পণ দণ্ড করিবেন॥ ২২৫॥ বিবাহ বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল কন্যার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে—এবং কুত্রাপি অকন্যা অর্থাৎ ক্ষতযোনি স্ত্রীলোকের প্রতি বিহিত নহে—কারণ তাহারা ধর্ম্মক্রিয়ার বহির্ভূত॥ ২২৬॥ বৈবাহিক মন্ত্রসকলই ভার্য্যাত্বের নিশ্চয় কারণ এবং ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা কন্যার সপ্তপদী গমন হইলে ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন॥ ২২৭॥ যে যে কার্য্য কৃত হইলে পশ্চাত্তাপ হয় অর্থাৎ তাহা অকৃত করিতে চেষ্টা হয়, রাজা এই বিধি অনুসারে সেই সকল কার্য্যে ধর্ম্ম নিয়ম ব্যবস্থা করিবেন॥ ২২৮॥ পশু বিষয়ে স্বামী এবং পালকের নিয়ম ব্যতিক্রম হইলে যেরূপ বিবাদ, তাহা বলিতেছি শুন॥ ২২৯॥ দিবাকালে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য কোন পশু পালকের হস্তে সমর্পিত হইলে যদি তাহার কোন দোষ উপস্থিত হয়, তবে পালক তাহার দায়ী হইবে; আর রাত্রিতে স্বামীর গৃহে অর্পিত পশুর মরণাদি দোষ হইলে তাহাতে স্বামীর দোষ হইবে এবং যদি দিবারাত্রি রক্ষা করিবার ভার পালকের উপর থাকে, তবে পালকও রাত্রির দোষভাগী হইবে॥ ২৩০॥ যে গোপ ভক্তাচ্ছাদনার্থী নহে, বেতনের পরিবর্ত্তে যে দুগ্ধ লয়, সে গোস্বামীর অনুমতি লইয়া দশটী গাভির মধ্যে যেটী শ্রেষ্ঠ হইবে তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া লইতে পারে; অন্য প্রকার বেতন নির্দ্দেশ না থাকিলে, গোপালকের এইরূপ বেতনই ধার্য্য॥ ২৩১॥ পালকের অযত্নে যদি কোন গবাদি পশু দৃষ্টিপথাতীত, অথবা সরীসৃপাদি কর্ত্তৃক বিনষ্ট, কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং বিষমস্থানে পতিত হইয়া মৃত হয়, তবে সেই পলায়িত বা মৃতপশুর জন্য পালককে স্বামীর নিকট দায়ী হইতে হইবে॥ ২৩২ যদি চোরেরা মিলিয়া পটহাদি-বাদ্যাড়ম্বর পূর্ব্বক পালকের নিকট হইতে পশুহরণ করে এবং পালক উক্ত সংবাদ নিকটস্থ স্বামিকে যথাকালে দেয়, তবে ঐ হৃতপশুর জন্য পালককে দায়ী হইতে হইবে না॥ ২৩৩॥ যদি পশু আপনাপনি মরিয়া যায়, তবে পশু পালক উহার কর্ণদ্বয়, চর্ম্ম, বালাঙ্কি, বস্তি, স্নায়ু ও রোচনা এবং উহার যে অঙ্গ দর্শাইলে স্বয়ংমৃত বলিয়া স্বামীর প্রত্যয় হয়, সেই সকল অঙ্গ স্বামীকে দেখাইবে॥ ২৩৪॥ পালকের অনুপস্থিতিতে বৃক অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ আসিয়া মেষ বা ছাগলপাল অবরোধ পূর্ব্বক যে পশুটীকে হনন করিবে, পালককে সেই পশুর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে॥ ২৩৫॥ কিন্তু যদি তাহারা একত্র মিলিয়া বনে চরিতেছে এমন সময় পালকের সমক্ষেই বৃক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পশুহনন করে, তবে সে মেষপালের কোন অপরাধ হইবেনা॥ ২৩৬॥ গ্রামের চতুর্দ্দিকে চারি শত হস্ত পরিমাণ অথবা বৃহৎ যষ্টিত্রয়পাতের পরিমিত স্থান গোচারণার্থ রাখিবে। বহুজনসমাকীর্ণ নগরে ইহার তিনগুণ স্থান গোচারণার্থ রাখিবে॥ ২৩৭॥ ঐ পরীহার স্থানে যদি কেহ বেড়া না দিয়া শস্য বপন করে, আর গবাদি পশু ঐ শস্য ভক্ষণাদি দ্বারা নষ্ট করে; তজ্জন্য নৃপতি পশুরক্ষকদিগকে দণ্ড করিবেন না॥ ২৩৮॥ সেই পরীহার স্থানে এমন উচ্চবৃতি অর্থাৎ বেড়া দেওয়া উচিত, যাহা উষ্ট্র না

দেখিতে পায় এবং সেই বেড়া এমন ঘন হওয়া উচিত যে, কুকুর বা শূকরে তাহার ভিতর মুখ প্রবেশ না করাইতে পারে। এমন বেড়া দেওয়া থাকিলে শস্যনাশে পালকের দোষ হইবে॥ ২৩৯॥ পথের ধার, গ্রামান্ত বা পল্লী-দ্বারস্থ ক্ষেত্র পরিবৃত থাকিলে যদি সপালপশু আসিয়া শস্য সমূহ নষ্ট করে, তবে রাজা ঐ পশুপালককে শতপণ দণ্ড করিবেন। পালক রহিত পশুদিগকে ক্ষেত্রস্বামী নিবারণ করিবেন॥ ২৪০॥ পথ, গ্রাম ও পল্লীদ্বার ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্রের শস্য এইরূপে নষ্ট হইলে তবে পশুপালের বা পশুস্বামীর একপণ পাঁচগণ্ডা দণ্ড হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই শস্যের ক্ষতিপূরণ জন্য ক্ষেত্র স্বামীকে অর্থ দিতে হইবে॥ ২৪১॥ যে গাভি নূতন প্রসব হইয়াছে অর্থাৎ যাহার দশ দিবস অতীত হয় নাই এবং চক্র শূলাঙ্কিত উৎসৃষ্ট বৃষ ও দেবতোদ্দেশে ত্যক্ত পশু যদি সপাল বা পালকরহিত অবস্থায় উক্ত প্রকারে শস্য ভক্ষণ করে, তবে তাহাতে দণ্ড নাই—ইহা মনু কহিয়াছেন॥ ২৪২॥

যদি কর্ষকের দোষে ক্ষেত্রের শস্য হানি হয়, তবে যত শস্য রাজার প্রাপ্য; তাহার দশগুণ রাজা সেইকর্ষককে দণ্ড করিবেন এবং যদি ক্ষেত্রস্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহার ভৃত্যের দ্বারা উক্ত অপরাধ হইয়া থাকে, তবে ক্ষেত্রস্বামীর পাঁচগুণ দণ্ড হইবে॥ ২৪৩॥ স্বামী এবং পশুপালের পরস্পর রক্ষণ ব্যতিক্রমে এবং পশুকর্ত্তৃক শস্য ভক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিবেন॥ ২৪৪॥ দুইটী গ্রামের সীমা লইয়া যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে রাজা জ্যৈষ্ঠমাসে সূর্য্যের কিরণ প্রখরথাকায় সীমাচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ঐ সময়ে সীমা নির্ণয় করিবেন॥ ২৪৫॥ বট, অশ্বত্থ, কিংশুক শাল্মলি, শাল, তাল, উডুম্বর অথবা যে সকল বৃক্ষ ক্ষীরশালী ও দীর্ঘকালস্থায়ী এমত বৃক্ষ সকল সীমার চিহ্নস্বরূপ রোপণ করা উচিত॥ ২৪৬॥ গুল্ম, বাঁশ, নানাবিধ শমীবৃক্ষ, বল্লী লতা, মাটির ঢিবি, শর; কুব্জক গুল্ম অর্থাৎ শাকোটক প্রভৃতি বৃক্ষকে সীমা চিহ্ন করিলে সীমা কদাচ নষ্ট হয় না॥ ২৪৭॥ সীমাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে তড়াগ, কূপ, জলপ্রণালী, দেবতার স্থান—এই সকল চিহ্ন করিলে বহুজনের সমাগমে চিরকাল সীমা ঠিক্ থাকে॥ ২৪৮॥ এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি অপ্রকাশ্যচিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য—কেননা সীমা লইয়া লোকের প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হয়॥ ২৪৯॥ পাষাণ, অস্থি, গরুর বালাঞ্চি, তুষ, ছাই, খাপরা, ঘুঁটে, ইষ্টক, অঙ্গার খোলা, বালুকা; ॥ ২৫০॥ এবং অন্যপ্রকার বস্তু যাহা কালে শীঘ্র নষ্ট হয় না, তাহা অপ্রকাশ ভাবে সীমা সন্ধিস্থানে রাখিবে॥ ২৫১॥ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এই সকল চিহ্ন দ্বারা নদীপ্রবাহের দ্বারা এবং দীর্ঘভোগ দ্বারা রাজা বিবাদমানদিগের সীমা নির্ণয় করিবেন॥ ২৫২॥ এই সকল চিহ্ন দেখিয়াও যদি সন্দেহভঞ্জন না হয়, তবে সাক্ষি প্রত্যয় দ্বারা সীমাবাদ নিশ্চয় করিবে॥ ২৫৩॥ গ্রামস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে এবং বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে সীমা চিহ্ন সকল সাক্ষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন॥২৫৪॥ সাক্ষিরা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমা নিশ্চয় সম্বন্ধে যাহা বলিবে তাহা এবং সাক্ষিদিগের নাম, রাজা সীমাপত্রে লিখিয়া রাখিবেন॥ ২৫৫॥ সাক্ষীরা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া রক্তমাল্য ধারণ করতঃ মস্তকোপরি মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া তাহাদিগের স্ব স্ব সুকৃতি দ্বারা সীমানির্ণয় সম্বন্ধে শপথ করিবে॥ ২৫৬॥ সত্যসাক্ষীরা যথা কথা কহিয়া নিষ্পাপ হইবে কিন্তু যাহারা মিথ্যা কহিবে, রাজা তাহাদের প্রত্যেককে দুই শতপণ দণ্ড করিবেন॥ ২৫৭॥ সাক্ষির অভাবে গ্রামের চতুর্দ্দিগস্থ চারিজন লোক প্রযত্নভাবে রাজ সমক্ষে সীমানির্ণয় করিবে॥ ২৫৮॥ সামন্তের অভাবে গ্রামবাসী মৌল অর্থাৎ অনেক পুরুষ ধরিয়া যাহাদের বাস এমন লোক দ্বারা সীমা নির্ণয় করিবেন এবং তদভাবে বক্ষ্যমাণ বনচারী পুরুষদিগের সাক্ষী লইবেন॥ ২৫৯॥ ব্যাধ, শাকুনিক অর্থাৎ নলে, গোপ, জেলে, বনমধ্যে ঔষধিখননকারী, সাপুড়ে, উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং ফল পুষ্প কাষ্ঠাদি আহরণ জন্য যাহারা সর্ব্বদা বনে যাতায়াত করে—উহাদিগকে সীমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন॥ ২৬০॥ তাহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমাসন্ধি সম্বন্ধে যেরূপ বলিবে, রাজা গ্রামদ্বয়ের তদ্রূপই সীমা নিবদ্ধ করিয়া দিবেন॥ ২৬১॥ ক্ষেত্র, কূপ, তড়াগ, উদ্যান

অথবা গৃহ, এ সকলের সীমা প্রতিবেশীসাক্ষী দ্বারা জানিবে ॥ ২৬২॥ ঐ সামন্ত সাক্ষীরা যদি মিথ্যা কহে, তবে রাজা পৃথক্ পৃথক্ সকলকেই মধ্যম সাহস অর্থাৎ পাঁচশত পণ দণ্ড করিবেন ॥ ২৬৩॥ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ পরের গৃহ, তড়াগ, আরাম বা ক্ষেত্র হরণ করে, তবে উহাকে পাঁচশত পণ দণ্ড করিবে—যদি অজ্ঞানে হরণ করে, তবে দুইশত পণ দণ্ড হইবে ॥ ২৬৪ ॥ যদি অন্য উপায়ে সীমা নির্দেশ না হয়, তবে ধর্ম্মবিৎ রাজা স্বয়ংই যেরূপ সীমা নির্দেশে অধিক উপকারের সম্ভাবনা ঐ রূপ সীমা নির্দেশ করিবেন—ইহাই ব্যবস্থা ॥ ২৬৫ ॥ সাধারণতঃ সীমানির্ণয়ের ব্যবস্থা বলিলাম, অতঃপর বাক্‌পারুষ্য সম্বন্ধে বলিব ॥ ২৬৬॥ ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে, বৈশ্যের দেড়শত বা দুই শত পণ দণ্ড হইবে; শূদ্রের বধ অর্থাৎ শারীরিক দণ্ড হইবে ॥ ২৬৭ ॥

ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে, বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশপণ আর শূদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে ॥২৬৮॥ দ্বিজাতিদিগের মধ্যে সমবর্ণে পরস্পর অপভাষণ হইলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে, আর যদি অকথ্য গালিগালাজ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হইবে ॥ ২৬৯ ॥ একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্যক্ষেপ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; কারণ ইহার জন্ম জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে ॥ ২৭০॥ নাম এবং জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে, অর্থাৎ 'রে ব্রাহ্মণাধম যজ্ঞদত্ত' ইত্যাদি তবে এক গাছা জ্বলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য ॥ ২৭১ ॥ দর্প ভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিঃক্ষেপ করাইবে ॥ ২৭২ ॥ আর একজনের বিদ্যা, দেশ, জাতি ও সংস্কার কর্ম্মসম্বন্ধ যদি একজন দর্প করিয়া অন্যথা বলে, তবে সে দুইশতপণ দণ্ডনীয় ॥ ২৭৩ ॥ সত্য সত্য সেই রূপ হইলেও যদি কেহ কাহাকেও কাণা খঞ্জ বা কুব্জ প্রভৃতি শব্দে আহ্বান করে, তবে রাজা তাহাকে এক কার্ষাপণ দণ্ড করিবেন ॥ ২৭৪ ॥ মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরু ইহাদিগকে যে গালি দেয় ও গুরুকে যে পথ ছাড়িয়া না দেয়—ইহাদের একশতপণ দণ্ড হইবে ॥ ২৭৫ ॥ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইহাদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি হইলে, রাজা ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব সাহস ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন ॥ ২৭৬ ॥ বৈশ্য ও শূদ্রের পরস্পর আক্রোশ হইলে বৈশ্যের এইরূপ প্রথম সাহস ও শূদ্রের মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে—জিহ্বাচ্ছেদ হইবে না। দণ্ড সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা ॥ ২৭৭ ॥ তত্ত্বতঃ বাক্‌পারুষ্যের দণ্ড বিধি এই বলা হইল; এক্ষণে দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মারামারি সম্বন্ধে বিধি বলিতেছি ॥ ২৭৮ ॥ অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন—ইহা মনুর অনুশাসন ॥ ২৭৯ ॥ শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ করিবেন আর পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে ॥ ২৮০ ॥ অপকৃষ্টজ শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশে লৌহময় তপ্তশলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নিষ্কাসিত করিবেন অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন ॥ ২৮১ ॥ দর্প করিয়া যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুতু নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন; প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদন করিবেন এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে, গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন ॥ ২৮২ ॥ শূদ্র অহঙ্কার পূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, দাড়িকা (দাড়ি), গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচারণা করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন ॥ ২৮৩ ॥ সমান জাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্ম্ম ভেদ করে অথবা রক্ত দর্শন করে, তবে তাহার একশতপণ দণ্ড হইবে; মাংসভেদকারীর ছয় নিষ্ক দণ্ড হইবে, আর অস্থিভেদে দেশ নির্ব্বাসনরূপ

দণ্ড হইবে॥ ২০৪॥ বৃক্ষাদির হানি করিলে পত্র পুষ্পফলাদি ও উত্তমাধম বিবেচনায় রাজা ক্ষতিকারীর দণ্ড করিবেন॥ ২৮৫॥ মনুষ্য কিংবা পশুদিগকে প্রহার দ্বারা পীড়া দিলে ক্লেশানুসারে রাজা প্রহারকারীকে দণ্ড দিবেন॥ ২৮৬॥ অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে প্রহারকারীকে আঘাতিত ব্যক্তির সুস্থ হইবার জন্য ঔষধ পথ্যাদির ব্যয় দিতে হইবে। না দিলে রাজা ঐ ব্যয় এবং ঐ ব্যয়ের পরিমাণ উহাকে দণ্ড করিবেন॥ ২৮৭॥ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে যাহার দ্রব্য নষ্ট করিবে, সে দ্রব্যান্তর দিয়া স্বামীর সন্তোষ করিবে এবং রাজাকেও তৎসম দণ্ড দিবে॥ ২৮৮॥ চর্ম্ম ও চর্ম্মের পাত্র, কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময় ভাণ্ড এবং পুষ্প মূল ফল, যদি কেহ ঈর্ষাবশতঃ নষ্ট করে, তবে তাহাকে ঐ দ্রব্যের যে মূল্য হইবে তাহার পঞ্চগুণ দণ্ড রাজাকে দিতে হইবে এবং দ্রব্যস্বামীর সন্তোষ জন্মাইতে হইবে॥ ২৮৯॥ যান, সারথি এবং যানস্বামী দশটী স্থলে দণ্ডনীয় হন না ইহা পণ্ডিতেরা বলেন; অন্যস্থলে দণ্ডের বিধান আছে॥ ২৯০॥ বলী-বর্দ্দাদির নাসালগ্ন রজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে, রথাদির যুগকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেলে, ভূমির উচ্চ-নীচতায়, চক্রের মধ্যস্থ কাষ্ঠ বা চক্র ভঙ্গ হইলে॥ ২৯১॥ যানের চর্ম্মবন্ধন, পশুদিগের মুখবন্ধনরজ্জু ও বল্গা (লাগাম) ছিন্ন হইলে এবং উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলিলে পর, যদি যান দ্বারা কোন জীবহত্যাদি দোষ ঘটে, তবে তাহাতে কাহারও দণ্ড নাই—ইহা মনু বলিয়াছেন। ২৯২। যে স্থলে সারথির দোষে রথ অপবর্ত্তিত হইয়া প্রাণি হিংসা জন্মায়, সে স্থলে অশিক্ষিত সারথি নিয়োগ জন্য, রাজা যানস্বামীকে দুইশত পণ দণ্ড করিবেন॥ ২৯৩॥ সারথি যদি নিপুণ হয় কিন্তু অসাবধান থাকে, তবে সারথিরই দণ্ড হইবে; আর সারথি যদি একবারে অনিপুণ হয়, তবে যানমধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির একশতপণ করিয়া দণ্ড হইবে॥ ২৯৪॥ কিন্তু যদি সে পথিমধ্যে পশুদ্বারা বা অন্য যান দ্বারা সংরুদ্ধ হইয়াও রথ চালায় এবং তাহাতে প্রাণিহত্যা ঘটে, তাহা হইলে রাজা কিছু বিচার না করিয়া উহাকেই দণ্ড দিবেন॥ ২৯৫॥ মনুষ্যমরণে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চোরসম দণ্ড করিবেন এবং গো,গজ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি বড় বড় পশু নষ্ট হইলে উহার অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে॥ ২৯৬॥ শাবক—পশু বিনষ্ট হইলে দুইশত পণ দণ্ড হইবে এবং রুরু, পৃষৎ, শুক, সারিকাদি ভাল ভাল পশু পক্ষী বিনাশে পঞ্চাশপণ দণ্ড হইবে॥ ২৯৭॥ গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি মারিলে পাঁচমাষা রূপা দণ্ড হইবে এবং শূকর ও কুক্কুর বিনষ্ট হইলে একমাষা রূপা দণ্ড হইবে॥ ২৯৮॥ স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম রজ্জুদ্বারা অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে॥ ২৯৯॥ কিন্তু রজ্জ্বাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে; কদাপি উত্তমাঙ্গে আঘাত করিবে না। অন্যত্র প্রহার করিলে প্রহর্ত্তা চোরের ন্যায় অপরাধী হইবেন॥ ৩০০॥ সমাসতঃ দণ্ডপারুষ্যের বিধান বলা হইল, অতঃপর চৌর্য্যের দণ্ড বিধি বলিতেছি॥ ৩০১॥ রাজা চোরের নিগ্রহ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন, চোরের নিগ্রহে রাজার যশঃ ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়॥ ৩০২॥ চোরের নিগ্রহ করিয়া যিনি অভয় প্রদান করেন, তিনি সকলের পূজনীয়, নিত্যই তাঁহার অভয় দক্ষিণারূপ যাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ ৩০৩॥ প্রজারা যে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম করে রক্ষাকারী রাজা তাহার ষষ্ঠাংশভাগী হন; কিন্তু যদি তিনি তাহাদিগকে রক্ষা না করেন, তবে তাহাদের পাপের ষষ্ঠাংশ ভাগী হন॥ ৩০৪॥ প্রজারা যে বেদাধ্যয়ন করে, যাহা যাগকরে, যে সকল দান করে, যে পূজাকরে, রক্ষাহেতু রাজা ঐ সকল পুণ্যের ষষ্ঠাংশভাগী হন॥ ৩০৫॥ ধর্ম্ম পূর্ব্বক প্রজা রক্ষা করাতে এবং বধার্হ দিগকে বধ করাতে রাজার অহরহ লক্ষ গো দক্ষিণারূপ যাগ করা হয়॥ ৩০৬॥ যে রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা না করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ধান্যাদি শস্যের ষড্ভাগাদি বা কর গ্রহণ করেন, শুল্ক, উপঢৌকন এবং অর্থদণ্ড গ্রহণ করেন, সে রাজা মরিয়া সদ্য নরকগামী হন॥ ৩০৭॥ অরক্ষক অথচ ধান্যাদি ষড্ভাগগ্রহীতা যে রাজা, তাঁহাকে পণ্ডিতেরা সর্ব্বলোকের সমগ্র-মলহারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ৩০৮॥ যে রাজা শাস্ত্র জানে না, যে নাস্তিক, অতিশয় লোভী, অরক্ষক,

অন্তা অর্থাৎ প্রজার সর্ব্বস্ব ভক্ষক, সেই রাজাকে অধোগামী বলিয়া জানিবে ॥ ৩০৯ ॥ সাতিশয় যত্ন সহকারে অধার্ম্মিক দিগকে এই তিন প্রকার নিগ্রহ করিবে। প্রথমতঃ নিরোধ অর্থাৎ কারাগার প্রবেশন, দ্বিতীয় নিগড়াদিবন্ধন এবং তৃতীয় চরণাদিচ্ছেদন রূপ নানা প্রকার শারীরিক দণ্ড ॥ ৩১০ ॥ দ্বিজাতিরা যেমন যজ্ঞাদি দ্বারা পবিত্র হয়েন, সেইরূপ পাপিদিগকে নিগ্রহ করিয়া ও সাধুদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাজা সততই পবিত্র থাকেন ॥ ৩১১ ॥

যিনি আত্মহিতকামনা করেন, সেই রাজা অর্থিপ্রত্যর্থিদিগের, বালক, বৃদ্ধ ও আতুরদিগের আক্ষেপোক্তি ক্ষমা করিবেন ॥ ৩১২ ॥ পীড়িত অবস্থায় লোকে যে সকল বাক্যক্ষেপ করে, যে রাজা অম্লানভাবে তাহা সহ্য করেন, তিনি স্বর্গেও পূজা প্রাপ্ত হন, পরন্তু যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্লিষ্টের কটূক্তি ক্ষমা না করেন, তিনি নরকগামী হয়েন ॥ ৩১৩ ॥ চোর মুক্তকেশে ধাবমান্ হইয়া রাজার নিকট যাইয়া "আমি অমুক কর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে শাসন করুন," এই বলিয়া আপনার চৌর্য্যকর্ম্ম খ্যাপন করিবে ॥ ৩১৪ সে মুষল, খদির কাষ্ঠের লগুড়, দুই দিকে তীক্ষ্ণশক্তি অথবা লৌহময় দণ্ড আপনি স্কন্ধে করিয়া তথায় লইয়া যাইবে ॥ ৩১৫ ॥ রাজা তদ্দ্বারা তাহাকে শাসনই করুন, অথবা তাহাকে ছাড়িয়াই দিন, এই উপায়ে চোর চৌর্য্যপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করিলে স্বয়ং চৌর্য্যপাপে পতিত হইবেন ॥ ৩১৬ ॥ ব্রহ্মহত্যা বা ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন যে ভক্ষণ করে, উহাতে ঐপাপ সংক্রমিত হয়—ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ স্বামীতে সংক্রমণ করে,—গুরুতে শিষ্য ও যাজ্যের পাপ সংক্রামিত হয় এবং চৌর্য্যের পাপ রাজাতে পতিত হয় ॥ ৩১৭ ॥ মনুষ্য পাপকার্য্য করিয়া নৃপতিকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে সাধু প্রকৃতিশীলদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে ॥ ৩১৮ ॥ যে ব্যক্তি কূপের নিকটস্থ রজ্জু বা জলপাত্র অপহরণ করে অথবা পানাগার ভঙ্গ করে, তাহার একমাষা সুবর্ণদণ্ড হইবে ও তাহাকে সেই পাত্র বা রজ্জু ফিরাইয়া দিতে হইবে ॥ ৩১৯ ॥ দুইশত পলে এক দ্রোণ—বিংশতি দ্রোণে এক কুম্ভ—এইরূপ যে দশ কুম্ভেরও অধিক ধান্য চুরি করিবে, তাহার শারীরিক দণ্ড হইবে; ইহার কম ধান্য চুরি করিলে একাদশ গুণ দণ্ড হইবে এবং ধান্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। তুলাপরিমাণের যোগ্য সুবর্ণ, রজতাদি ও বহুমূল্য উত্তম বস্ত্রের একশত পলের অধিক হরণ করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে ॥ ৩২০ ॥ পঞ্চাশের অধিক শত পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য অপহরণে হস্তচ্ছেদন দণ্ড হইবে ॥ ৩২১ ॥ এক হইতে পঞ্চাশৎপল পর্য্যন্ত অপহরণে দ্রব্যের মূল্যের একাদশ গুণ দণ্ড হইবে ॥ ৩২২ ॥ কুলীন পুরুষের বিশেষতঃ মহাকুল প্রসূত স্ত্রীলোকের এবং হীরক প্রবাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠরত্নের অপহরণে বধার্হ হইবে ॥ ৩২৩ ॥ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মহাপশু হরণে, খড়্গ প্রভৃতি শস্ত্র এবং রোগের ঔষধ হরণে, কার্য্য ও কাল বিবেচনা করিয়া রাজা উচিতমত দণ্ড দিবেন ॥ ৩২৪ ॥ ব্রাহ্মণের গরু চুরি করিয়া বাহনার্থ তাহার নাসাচ্ছেদ করিলে কিংবা যাগাদির পশুহরণ করিলে অপহর্ত্তার অর্দ্ধপাদচ্ছেদ হইবে। ৩২৫ ঊর্ণাদি সূত্র, কার্পাস—যে যে দ্রব্যে সুরা প্রস্তুত হয়, গোময়, গুড়, দধি দুগ্ধ, তক্র, পানীয় কিংবা তৃণ, ॥ ৩২৬ ॥ বংশ, বংশখণ্ডনির্ম্মিত পাত্র, লবণ, মৃন্ময় পাত্রে মৃত্তিকা এবং ভস্ম ॥ ৩২৭ ॥ মৎস্য, পক্ষী তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু এবং যাহা কিছু পশুসম্ভব—যথা চর্ম্ম, শৃঙ্গ গজদন্ত প্রভৃতি ॥ ৩২৮ ॥ এবং অন্যান্য অল্পমূল্যের দ্রব্য, নানাপ্রকার মদ্য, অন্ন ও বিবিধ পক্কান্ন—এই সকল দ্রব্য চুরি করিলে দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে ॥ ৩২৯ ॥ পুষ্প, ক্ষেত্রস্থ ধান্য; গুল্মবৃক্ষ, আর যে সকল শস্যের আগড়া নিঃসরণ হয়, ইহাদের অপহরণে পাঁচকৃষ্ণলপা দণ্ড হইবে ॥ ৩৩০ ॥ পরিপূত অর্থাৎ আগড়াদি নিঃসরণে পরিষ্কৃত ধান্য এবং শাক মূল ফলাদি অপহরণ করিলে অপহর্ত্তা যদি দ্রব্যস্বামীর সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি হয়, তবে উহার পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে—নিঃসম্পর্কীয় হইলে এক শত পণ দণ্ড হইবে ॥ ৩৩১ ॥ দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে অপহরণ তাহাকে সাহস বলে, অসমক্ষে গোপনভাবে অপহরণের নাম চুরি এবং কেহ কাহারও নিকট দ্রব্য লইয়া যদি তাহার অপহ্নব

অর্থাৎ অস্বীকার করে তাহাকেও চুরি বলা যায়॥ ৩৩২॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রাদিদ্রব্য যদি দ্রব্যস্বামী আপনার ভোগার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তবে অপহর্ত্তার প্রথম সাহস দণ্ড হইবে এবং যিনি সাগ্নিকের অগ্নি চুরি করিবেন, তাহারও ঐ দণ্ড হইবে॥ ৩৩৩॥ চৌর যে যে অঙ্গদ্বারা পর ধন হরণ করিবে, পুনর্ব্বার এমন কার্য্য না করে এজন্য রাজা উহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন॥ ৩৩৪॥ কি পিতা, আচার্য্য, কি সুহৃৎ মাতা, কি ভার্য্যা পুত্র, কি পুরোহিত, রাজার নিকট অদণ্ডনীয় কেহই নাই, যদি তাহারা স্বধর্ম্মে না থাকে। স্বধর্ম্মে না থাকিলে রাজা সকলকেই দণ্ড দিতে পারেন॥ ৩৩৫॥ যে অপরাধে অন্য প্রাকৃতজনের একপণ দণ্ড হইবে, রাজা স্বয়ং যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে—ইহাই ধর্ম্ম ব্যবস্থা। রাজার দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিতে হয় অথবা ব্রাহ্মণকে দিতে হয়॥ ৩৩৬॥ চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডের অষ্টগুণ দণ্ডনীয়, এতাদৃশ বৈশ্যচৌর ষোড়শগুণ দণ্ডনীয় এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয়চৌরের বত্রিশগুণ দণ্ড হইবে॥ ৩৩৭॥ চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ ব্রাহ্মণচৌরের, বিহিতদণ্ডাপেক্ষা চৌষট্টিগুণ দণ্ড হইবে, তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণচৌরের শতগুণ দণ্ড হইবে এবং তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণচৌরের একশত আটাইশ গুণ দণ্ড হইবে॥ ৩৩৮॥ অপরিবৃত বৃহৎ বৃক্ষের ফল মূল, হোমীয়অগ্নির কাষ্ঠ এবং গোগ্রাসার্থ তৃণের আহরণকে অপহরণ বলে না—ইহা মনু বলিয়াছেন॥ ৩৩৯॥ ব্রাহ্মণ যদি যাজন ও অধ্যাপনের দক্ষিণাস্বরূপ ধনও অদত্তাদায়ী চৌরের হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনিও চৌরের ন্যায় গণ্য হইবেন॥ ৩৪০॥ পাথেয় রহিত দ্বিজাতি পথিক ক্ষুধাকাতর হইয়া যদি ক্ষেত্রস্বামীর অগোচরে ক্ষেত্র হইতে দুইটী ইক্ষুদণ্ড ও দুইটী মূল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এজন্য তাঁহার দণ্ড হইবে না॥ ৩৪১॥ পরকীয় অবদ্ধ পশুর বন্ধনকারী ও পরকীয় বদ্ধপশুর মোচনকারী এবং দাস, অশ্ব, ও রথের অপহর্ত্তা—ইহারা চৌরের ন্যায় দণ্ডনীয়॥ ৩৪২॥ এইরূপে যে রাজা চৌরের নিগ্রহ করেন, তিনি ইহলোকে যশ ও পরলোকে অনুত্তম সুখ লাভ করেন॥ ৩৪৩॥ যিনি ইন্দ্রত্ব পাইতে ইচ্ছা করেন, যিনি অক্ষয় অব্যয় যশ চাহেন, অল্পকালের জন্যও সেই রাজার সাহসিক নরকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়॥ যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক বলে॥ ৩৪৪॥ বাক্‌পারুষ্যকারী, তস্কর ও দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষা সাহসিককে অত্যন্ত পাপকারী বলিয়া জানিবে॥ ৩৪৫॥

যে রাজা সাহসিক ব্যক্তিকে দণ্ড না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন ও লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন॥ ৩৪৬॥ মিত্রত্বের কারণ, অথবা বিপুল ধনাগমের লোভে, সর্ব্বভূতভয়াবহ সাহসিককে কদাচ ত্যাগ করা উচিত নয়॥ ৩৪৭॥ যখন বল-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম উপরুদ্ধ হয় এবং যখন দ্বিজাতিগণের মধ্যে কালকৃতবিপ্লব উপস্থিত, এমন সময়ে দ্বিজাতিগণ ধর্ম্মরক্ষার্থে শস্ত্রধারণ করিতে পারেন॥ ৩৪৮॥ আত্মরক্ষার্থে, ভাবযুদ্ধে, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের রক্ষা কারণ, ধর্ম্মতঃ লোকহিংসা করিলে দোষভাগী হইতে হয় না॥ ৩৪৯॥ গুরুই বা বালকবৃদ্ধই বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণই বা, যেকেহ হউন না কেন, বধ করিবার জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে, কোন বিচার না করিয়াই উহা দণ্ডকে বধ করিতে পারে॥ ৩৫০॥ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়িবধে হন্তার কিছুই দোষ হয় না, মন্যু মন্যুকেই গমন করে॥ ৩৫১॥ পরদারসম্ভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যদিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগজনক নাসাকর্ণচ্ছেদাদি দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন॥ ৩৫২॥ পরদারসম্ভোগে লোকমধ্যে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয়, এবং তাহা হইতে অধর্ম্ম ও তাহা হইতে সর্ব্বনাশ ঘটে॥ ৩৫৩॥ যে পূর্ব্ব হইতে পরদারদোষে দোষী বলিয়া জানা আছে, সেই পুরুষ নির্জ্জনে যদি কোন পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে, তবে তাহার উত্তমসাহস দণ্ড হইবে॥ ৩৫৪॥ আর

যে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দোষী বলিয়া জানা আছে, সে যদি কোন কারণবশতঃ পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে, তবে তাহার কোন দণ্ড হইবে না; কারণ তাহার অপরাধ নাই। ৩৫৫॥ তীর্থে, অরণ্যে, নির্জ্জনবনে বা নদী সঙ্গমস্থলে, যে পর স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করে, তাহার সে দোষ স্ত্রীসংগ্রহরূপে গণ্য হইবে ॥ ৩৫৬॥ সুগন্ধিমাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস ও আলিঙ্গন, অলঙ্কারস্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, একশয্যায় শয়ন, এবং একত্র ভোজন—পরস্ত্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে, স্ত্রী সংগ্রহণ রূপে গণ্য হইবে॥ ৩৫৭॥ স্ত্রীলোকের অস্থান যদি অন্য পুরুষ স্পর্শ করে এবং স্ত্রীলোক যদি পুরুষের অস্থান স্পর্শ করিলে পুরুষ রুষ্ট না হয়, তবে এই দোষ সানুমতস্ত্রী সংগ্রহণপদবাচ্য হইবে॥ ৩৫৮॥ শূদ্র যদি অকামব্রাহ্মণীতে উক্ত প্রকার সংগ্রহণ করে, তবে উহার প্রাণান্ত দণ্ড হইবে; চারিবর্ণেরই সদা সর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষা ভার্য্যা অত্যন্ত রক্ষণীয়া ॥ ৩৫৯॥ ভিক্ষাজীবী, বন্দী, ঋত্বিক্ এবং সূপকারাদি কারুকর—ইহারা পরস্ত্রীর সহিত অনিবারিত ভাবে কথা কহিতে পারে ॥ ৩৬০॥ স্বামী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলে তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না, নিষিদ্ধ হইয়াও যে এরূপ কথা কহে, তাহার এক সুবর্ণ দণ্ড হয়॥ ৩৬১॥ পরস্ত্রী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিধি উক্ত হইল, উহা নট নর্ত্তক কিংবা ভার্য্যোপজীবী নীচলোক দিগের স্ত্রী সম্বন্ধে খাটিবে না; কারণ তাহারা স্বয়ংই ধন লোভে স্ব স্ব স্ত্রীকে অপরের সহিত সঙ্গত করিয়া দেয় অথবা লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া অপরকে, স্বগৃহে স্ত্রীর সহিত আমোদ করিতে দেখে॥ ৩৬২॥ তথাপি যদি ঐ সকল লোকের স্ত্রীর সহিত, দাসীর সহিত, অথবা বৌদ্ধাদি ব্রহ্মচারিণীর সহিত গোপনে ব্যভিচার করে, তবে ব্যভিচার কর্ত্তার কিঞ্চিৎ দণ্ড হইবে॥ ৩৬৩॥ অকামা কন্যা গমন করিলে সদ্যোশারীরিক দণ্ড হইবে; সমান জাতীয় সকামা কন্যা গমনে শারীরিক দণ্ড নাই॥ ৩৬৪॥ অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক যদি আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষকে সম্ভোগার্থ ভজনা করে, তবে ঐ স্ত্রীলোকের কিছুই দণ্ড হইবে না, আর যদি অপকৃষ্ট জাতিকে সেবা করে, তবে যাবৎ সে বৃত্তকামা না হয়, তাবৎ তাহাকে গৃহে নিরুদ্ধা করিয়া রাখিবে ॥ ৩৬৫॥ জঘন্য জাতীয় পুরুষ কন্যাকে ভজনা করে, তবে পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিকদণ্ড হইবে এবং সমান জাতীয় সকামা কন্যাকে ভজনা করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে না, পরন্তু তাহার পিতা যদি ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে শুল্ক দিতে হইবে॥ ৩৬৬॥ যে পুরুষ দর্প করিয়া বলপূর্ব্বক সমানজাতীয় পরস্ত্রীর যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ দুইটি অঙ্গুলি ছেদ করিতে হইবে এবং ছয়শতপণ দণ্ড হইবে॥ ৩৬৭॥ সকামা সমানজাতীয়া স্ত্রীতে যদি ঐরূপ অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তবে পুরুষের অঙ্গুলিচ্ছেদ হইবে না, পরন্তু উহার ঐ অত্যাসক্তি নিবারণজন্য দুইশতপণ দণ্ড হইবে॥ ৩৬৮॥ আর যদি কোন কন্যা অন্য কন্যাকে অঙ্গুলি প্রক্ষেপে নষ্টকরে, তবে উহার দুইশত পণ দণ্ড হইবে; দ্বিগুণ শুল্ক এবং দশ বেত হইবে॥ ৩৬৯॥ যদি বয়স্কা স্ত্রী, কন্যাকে ঐরূপে নষ্ট করে, তবে তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিতে হইবে, অঙ্গুলিচ্ছেদন হইবে এবং গর্দ্দভে চড়াইয়া রাজমার্গে উহাকে ভ্রমণ করাইতে হইবে॥ ৩৭০॥ ধনিলোকের কন্যা—এই দর্পে অথবা আপনার সৌন্দর্য্যদর্পে, যে স্ত্রীলোক নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহু লোকসমাজে লইয়া কুক্কুরদিয়া খাওয়াইবে॥ ৩৭১॥ পাপকারী জারপুরুষকে তপ্তলৌহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে, যাবৎ না পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, তাবৎ অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে॥ ৩৭২॥

একবার দণ্ডিত হইয়া পুনর্ব্বার বৎসরান্তে যদি পরস্ত্রীগমনরূপ দোষে দোষী হয়, তবে সেই দুষ্টের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, ব্রাত্যজাতস্ত্রী ও চাণ্ডালী স্ত্রীগমনেও ঐ দণ্ড॥ ৩৭৩॥ রক্ষিতা হউক, বা অরক্ষিতা থাকুক, শূদ্র, দ্বিজাতির স্ত্রী গমন করিলে, অরক্ষিতা গমনে শূদ্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভর্ত্তাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতাস্ত্রী গমনে বধ ও সর্ব্বস্ব হরণ দণ্ড হইবে॥ ৩৭৪॥ বৈশ্য যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে উহার এক বৎসর কারারোধ ও

সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে উহার সহস্রপণ দণ্ড ও গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তক মুণ্ডন হইবে॥ ৩৭৫॥ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যদি রক্ষাবহিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে বৈশ্যের পাঁচশতপণ দণ্ড ও ক্ষত্রিয়ের সহস্রপণ দণ্ড হইবে॥ ৩৭৬॥ বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যদি গুণবতী অথচ রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে উহারা শূদ্রবৎদণ্ডনীয় হইবে অথবা দর্ভ বা শর দ্বারা উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করাইবে॥ ৩৭৭॥ ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্ব্বক গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড হইবে আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে উহার পাঁচশতপণ দণ্ড হইবে॥৩৭৮॥ প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন দণ্ড হইবে ইহাই বিধান; অপরাপর বর্ণের প্রাণান্ত দণ্ড হইতে পারে॥ ৩৭৯॥ সর্ব্বপাপের পাপী হইলেও ব্রাহ্মণকে কদাচ বধ করিবে না পরন্তু সমস্ত ধনের সহিত অক্ষত শরীরে উহাকে রাজ্যহইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিবে॥ ৩৮০॥ ব্রাহ্মণ বধের ন্যায় পাতক পৃথিবীতে আর নাই, এজন্য রাজা মনেও ব্রাহ্মণের বধচিন্তা করিবেন না॥ ৩৮১॥ বৈশ্য যদি রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে গমন করে এবং ক্ষত্রিয়ও যদি ঐ রূপ বৈশ্যাতে গমন করে, তাহা হইলে অরক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমনে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাদের উভয়েরই সেই দণ্ড হইবে॥ ৩৮২॥ ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাস্ত্রীতে গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড হইবে, আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি ঐরূপ রক্ষিতা শূদ্রাস্ত্রীতে গমন করে, তবে উহাদেরও সহস্রপণ দণ্ড হইবে॥ ৩৮৩॥ বৈশ্য যদি রক্ষারহিতা ক্ষত্রিয়া গমন করে, তবে বৈশ্যের পাঁচশতপণ দণ্ড; ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ গমন করে, তবে গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তকমুণ্ডন অথবা পাঁচশতপণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৮৪॥

অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমনে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে; চণ্ডালাদি স্ত্রীগমনেও ব্রাহ্মণের ঐ দণ্ড॥৩৮৫॥ যে রাজার রাজ্যে চৌর, পরস্ত্রীগামী, বাক্‌পারুষ্যকারী, সাহসিক, বা দণ্ডপারুষ্যকারী লোক নাই, সে রাজা ইন্দ্রলোকবাসী হয়েন॥ ৩৮৬॥ চৌরাদি পঞ্চ ব্যক্তিকে নিগ্রহকারী রাজা ইহলোকে রাজসমাজে সাম্রাজ্যকারী ও যশস্কর হয়েন॥ ৩৮৭॥ কর্ম্মক্ষম ঋত্বিক্‌কে যে যজমান অকারণ ত্যাগ করে এবং দোষরহিত যজমানকে যে ঋত্বিক্ অকারণ ত্যাগ করে, এই উভয়ের এক শত পণ দণ্ড হইবে॥ ৩৮৮॥ মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র— ইহাঁরা ত্যাগার্হ নহেন, ইহাঁদের পাতিত্য না থাকিলে যে ব্যক্তি ইহাঁদিগকে ত্যাগ করে, রাজা তাহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবেন॥ ৩৮৯॥ দ্বিজাতিদিগের গার্হস্থ্যাদি আশ্রমঘটিত শাস্ত্রানুষ্ঠানসম্বন্ধে যদি পরস্পর কোন বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে আত্মহিতকামী রাজা হঠাৎ কোন্ ধর্ম্ম ব্যবস্থা স্থির করিবেন না॥ ৩৯০॥ সে ক্ষেত্রে যে যেপ্রকার মানের যোগ্য তাহাকে সেইরূপ পূজা করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাঁহাদের ক্রোধের উপশম করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে হইবে॥ ৩৯১॥ কোন মঙ্গলকার্য্যে বিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে যদি গৃহস্থ, প্রতিবেশী অথবা তদনন্তরবর্ত্তী অনুবেশী ভোজনার্হ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তবে তাহার এক মাষা রূপা দণ্ড হইবে॥ ৩৯২॥ নিজে শ্রোত্রিয় হইয়া প্রতিবেশী বা অনুবেশী শ্রোত্রিয়সাধুকে যদি কেহ বিবাহাদি ভূতিকার্য্যে ভোজন না করান, তবে তাঁহাকে ভোজনের দ্বিগুণ ভোজ্যদ্রব্য দিতে হইবে এবং তাঁহার এক সুবর্ণ মাষা দণ্ড হইবে॥ ৩৯৩॥ অন্ধ, জড়, ভগ্নপীঠ, সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, এবং ধন ধান্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়কে সর্ব্বদা উপকার করেন—ইহাদের নিকট হইতে রাজা কোন কর লইবেন না॥ ৩৯৪॥ বিদ্যাচারসম্পন্ন, ব্যাধিত, আর্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, অকিঞ্চন মহাকুলীন, আচার্য্য—ইহাদিগকে রাজা দানমানাদিদ্বারা সম্মাননা করিবেন॥ ৩৯৫॥ মসৃণ শিমুলের ফলকে রজক বস্ত্রক্ষালন করিবে এবং একের বস্ত্রের সহিত অন্যের বস্ত্র মিশাইবে না। কিংবা একের বস্ত্র পরিধানার্থ অন্যকে দিবে না॥ ৩৯৬॥ তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন জন্য দশ পল পরিমিতসূত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে, পিষ্ট-ভক্তাদির অনুপ্রবেশ হেতু গৃহস্থকে একাদশ পল পরিমিত বস্ত্র দিবে; যদি ইহার

ন্যূন দেয় তবে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে ॥ ৩৯৭ ॥ সর্ব্ব পণ্যবিচক্ষণ শুল্ককুশল ব্যক্তিরা দ্রব্যের যে মূল্য নির্ণয় করিবেন, রাজা তাহার লভ্যাংশের বিংশভাগের এক ভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৯৮ ॥ যে সকল বিক্রেয়দ্রব্য রাজার নিজের বলিয়া প্রখ্যাত, অথবা যে সকল দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, যে বাণিজ্যকারী লোভ বশতঃ ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় বা দেশান্তরে লইয়া যায়, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন ॥ ৩৯৯ ॥

শুল্ক পরিহার জন্য যে লোক উৎপথে গমন করে, অথবা রাত্র্যাদি সময়ে ক্রয়বিক্রয় করে, কিংবা বিক্রেয় দ্রব্যের সংখ্যা মিথ্যা করিয়া বলে, রাজা উহাদিগকে অপলাপিত রাজদেয়ের অষ্ট গুণ দণ্ড করিবেন ॥ ৪০০ ॥ কতদূর হইতে দ্রব্য আসিয়াছে—কতদূরে যাইবে—কতকাল রাখিলে কত মূল্য হইবে—তাহাদিগের জন্য কত ব্যয় হইয়াছে ইত্যাদি সমুদায় বিচার করিয়া রাজা পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করাইবেন ॥ ৪০১ ॥ দ্রব্য বুঝিয়া পাঁচ দিন অন্তে বা পক্ষান্তে, রাজা মূল্য বেত্তাগণের সমক্ষে উহার বাজারদর নির্ণয় করিবেন ॥ ৪০২ ॥ তৌল করিবার জন্য তুলামান এবং ধান্যাদি মাপিবার জন্য প্রস্থ দ্রোণাদি প্রতীমান রাজা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া স্থির করিবেন এবং ছয়মাস অন্তে তাহাদিগের পুনরায় পরীক্ষা করিবেন ॥ ৪০৩ ॥ রিক্ত শকটাদি পার করিতে হইলে পারের মাসুল একপণ লাগিবে; এক পুরুষের বহনযোগ্য ভারে অর্দ্ধপণ শুল্ক নাবিককে দিতে হইবে, পশু এবং স্ত্রীলোকপারে চতুর্থাংশ পণ দিতে হইবে, এবং ভারশূন্য মনুষ্যের পারে পণের অষ্টম ভাগ শুল্ক দিতে হইবে ॥ ৪০৪ ॥ দ্রব্য পরিপূর্ণ যান সকল পার করিতে হইলে দ্রব্যের সারাসার অনুসারে শুল্ক গ্রহণ করিবে; দ্রব্যরহিত শুণ, ডোঙ্গা প্রভৃতি খালিভারে যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করিবে, পরিচ্ছদবিহীন দরিদ্র পুরুষ পার করিতে হইলেও যৎকিঞ্চিৎ মাশুল লাগিবে ॥ ৪০৫ ॥ নদীমার্গে দূরাদূর যাতায়াত করিতে হইলে নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা—তথা গ্রীষ্মবর্ষাদিকাল বিবেচনায় তরমূল্য নির্দ্ধারণ করিবে। সমুদ্রে সে সব বিবেচনা চলে না—তাহার পণ্য সম্ভবমত গ্রহণ করিবে ॥ ৪০৬ ॥ দ্বিমাস প্রভৃতি গর্ভিণী স্ত্রী, পরিব্রাজক ভিক্ষু, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণাদির পারাপারে তরপণ্য গ্রহণ করিবে না ॥ ৪০৭ ॥ নাবিকের দোষে নৌকারূঢ় ব্যক্তির দ্রব্য নষ্ট হইলে, নৌকাস্থ নাবিকেরা মিলিয়া আপন আপন অংশ হইতে ঐ ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে ॥ ৪০৮ ॥ নৌযায়িদিগের ব্যবহারনির্ণয় এই—নাবিকের অপরাধে চৌর্য্য হইলে নাবিকের দিতে হইবে; কিন্তু দৈবাপরাধে নষ্ট হইলে নাবিকের নিগ্রহ নাই ॥ ৪০৯ ॥ রাজা বৈশ্যকে বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি এবং পশু রক্ষণকার্য্যে এবং শূদ্রকে দ্বিজাতির সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করাইবেন ॥ ৪১০ ॥ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ববৃত্তি দ্বারা ভরণাদিনির্ব্বাহাশক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্ম করাইয়া অনৃশংসভাবে প্রতিপালন করিবেন ॥ ৪১১ ॥

ব্রাহ্মণ যদি প্রভুত্ব এবং লোভ বশতঃ অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকে স্বীয় পাদধৌতাদিরূপ দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তবে রাজা তাঁহাকে ছয়শতপণ দণ্ড করিবেন ॥ ৪১২ ॥ পরন্তু ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন; যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪১৩ ॥ শূদ্র স্বামিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না; দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে? ॥ ৪১৪ ॥ ধ্বজাহৃত অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তদাস অর্থাৎ ভক্তের দায়ে যে দাস্য স্বীকার করে; গৃহজ অর্থাৎ গৃহস্থ দাসীর পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ মূল্য দিয়া যাহাকে ক্রয় করা হইয়াছে, দত্রিম অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক দত্ত; পৈত্রিক অর্থাৎ পিত্রাদিক্রমাগত; দণ্ডদাস অর্থাৎ রাজকৃত দণ্ড শুদ্ধির জন্য যে দাস্য স্বীকার করে—এই সাত প্রকার দাস শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে ॥ ৪১৫ ॥ ভার্য্যা, পুত্র, দাস—ইহারা তিনজন অধন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, অর্থাৎ নিজে ইহারা কোন ধন পাইবার যোগ্য নয়, পরন্তু ইহারা যে ধন উপার্জ্জন করিবে; যাহার ইহারা তাহারই সে ধন হইবে ॥ ৪১৬ ॥ ব্রাহ্মণ

বিস্রব্ধচিত্তে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন; যেহেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য ॥ ৪১৭ ॥ রাজা যত্ন সহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন; যেহেতু ঐ উভয় স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয় ॥ ৪১৮ ॥ রাজা প্রত্যহ সাধারণ গুরুতর কার্য্যসকল পর্য্যালোচনা করিবেন, বাহন সকল, আয় ব্যয়, আকর এবং ধনাগার প্রতিদিনই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ॥ ৪১৯ ॥ রাজা এইরূপে সমুদয় ব্যবহার সমাপন করিয়া আপনার সমুদয় পাপ দূরীভূত করিয়া শেষে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪২০ ॥

ইতি ভৃগুপ্রোক্ত মানবীয় ধর্ম্ম সংহিতায় অষ্টমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপন।

নবম অধ্যায়।

ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত স্ত্রী এবং পুরুষ—এতদুভয়ের সংযোগ এবং বিয়োগাবস্থায় প্রতিপালনীয় নিত্যধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর, । ১ । ভর্ত্তাপ্রভৃতি স্বজনেরা দিবারাত্র মধ্যে কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবেন না; বরং সদা অনিষিদ্ধরূপরসাদিবিষয়ে প্রসক্তকরতঃ তাহাদিগকে নিয়ত স্ববশে সংস্থাপন করিবেন ।২। স্ত্রীজাতি কৌমারাবস্থায় পিতাকর্ত্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তারকর্ত্তৃক, এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্রকর্ত্তৃক রক্ষণীয়া; ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থার অবস্থানের যোগ্য নহে ৩। উদ্বাহযোগ্যকালে অর্থাৎ কন্যাকালমধ্যে কন্যা যদি পাত্রস্থ না হয়, তবে পিতা লোকসমাজে নিন্দনীয় হন; এবং ঋতুকালে পতি যদি পত্নীসঙ্গত না হন, তিনিও নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন; আর ভর্ত্তার লোকান্তর হইলে তত্তনয়েরা যদি নিজ জননীর রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে তাহারাও নিতান্ত লোকনিন্দার পাত্র হয় । ৪ । স্ত্রীজাতি অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও যত্নতঃ রক্ষণীয়া, কারণ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অবহেলা ঘটিলে সেই স্ত্রী পিতৃ ভর্ত্তৃ উভয় কুলেরই সন্তাপের কারণ হয় ॥ ৫ ॥ ভার্য্যারক্ষণধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা অবগত হইয়া বর্ণমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, কি দুর্ব্বল কি সবল কি অন্ধ কি খঞ্জ—সকলেই নিজ নিজ ভার্য্যারক্ষাবিধানে যত্নবান্ হন ॥ ৬ ॥ ভার্য্যার সুরক্ষাবিধানে যে ব্যক্তি সবিশেষ যত্নবান্ হয়, সে তদ্দ্বারা নিজ বংশ পরম্পরা, আত্মচরিত্র এবং ধর্ম্ম—এ সমস্তই রক্ষা করে ॥ ৭ ॥ পতি ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া তদ্গর্ভ হইতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জায়া হইতে পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়াই জায়ার জায়াত্ব ॥ ৮ ॥ ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত, যে পত্নী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে ঠিক তাদৃশ পুত্রই সমুৎপাদন করিয়া থাকে, একারণ সৎপুত্র লাভার্থ ভার্য্যা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণীয়া ॥ ৯ ॥

কেহ কখন বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, তবে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা তাহারা সহজরক্ষণীয়া ॥ ১০ ॥ অর্থের সংগ্রহে ও ব্যয়সাধনে, নিজ শরীরও গৃহ দ্রব্যাদির শুদ্ধিবিধানে, অন্ন পাক করণে এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত রাখা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥ যে কামিনী দুঃশীলতাহেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে আপ্তপুরুষেরা গৃহাবরুদ্ধ রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু যাহারা সতত আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাহাদের রক্ষা না করিলেও সুরক্ষিতা হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ মদ্যপান, অসৎপুরুষ সংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালনিদ্রা এবং পরগৃহবাস—এই ষড়্বিধ ব্যভিচার দোষের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ কামিনীরা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বিচার করে না, বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই, সুরূপই হউক আর কুরূপই হউক, পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ পুরুষ সন্দর্শন মাত্রে তদ্ভোগাভিলাষশীলতা হেতু; স্বভাবতঃ চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং স্নেহশূন্যতাবশতঃ পতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও স্ত্রীজাতি ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ বিধাতা কর্ত্তৃক স্ত্রীজাতির সৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ—ইহা বিশেষ অবগত হইয়া পুরুষের কর্ত্তব্য সতত তদ্রক্ষাবিধানে সবিশেষ যত্নবান্ হন ॥ ১৬ ॥ মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি হইতেই শয়নাসন-

ভূষণ শীলতা, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং কুৎসিতাচার এ সমস্তই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই। এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই এজন্য ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ ॥ ১৮ ॥ শ্রুতি এবং নিগমে স্ত্রীজাতির ব্যভিচার শীলতার প্রকাশ আছে এবং উহাদের ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতিতেই কথিত আছে শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥ যে আমার মাতা অসতী ভাবাপন্ন হইয়া পরগৃহ বাসাদি করিয়াছেন, ঐ পরপুরুষদুষ্ট মাতৃরজঃ আমার পিতা শুদ্ধ করুন এইরূপ অর্থ জ্ঞাপক মন্ত্র নিগমে কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥ পরপুরুষ সংকল্প করিয়া স্ত্রীলোক ভর্ত্তার যে কিছু অপ্রিয়াচরণ করেন, সেই পাপাপনোদন জন্যও এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয় ॥ ২১ ॥ নদী যেমন অর্ণবসহযোগে লবণাম্বু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীলোক যাদৃক্ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহসূত্রে সম্মিলিত হয়, তাদৃক্ গুণবিশিষ্টা হইয়া থাকে ।২২। নিকৃষ্ট কুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং শারঙ্গী নামে কন্যাদ্বয় ক্রমান্বয়ে ঋষি বসিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। ২৩। উক্ত কন্যাদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও ভর্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।২৫। স্ত্রীপুরুষ এতদুভয়ের নিত্য শুভ লোকযাত্রা বর্ণিত হইল অতঃপর ইহামুত্র সুখদায়ক-প্রজাধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।২৬। গৃহালঙ্কারভূতা কামিনীগণ মহাকল্যাণকর, প্রজোৎপাদনার্থ বহু কল্যাণভাজন এবং মান্যার্হ হইয়া থাকে, একারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী—এতদুভয়ের কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না। ২৬। অপত্যোৎপাদন, সঞ্জাত তনয়ের পরিপালন এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অতিথিসৎকারাদি সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভার্য্যাই প্রধান সাধন। ২৭। ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, অপত্যলাভ, শুশ্রূষা, উৎকৃষ্টা রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি—এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্য্যায়ত্ত। ২৮। যে কামিনী কদাপি কায়মনোবাক্যে ও পতিবিরুদ্ধে ব্যভিচার করে না সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। ২৯। ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচারকারিণী পত্নী ইহলোকে নিন্দা এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়; আর ক্ষয়রোগাদি দ্বারা প্রপীড়িতও হইয়া থাকে ।৩০। যথাদি পুরাতন ঋষিগণ পুত্র বিষয়ক যে পবিত্র উপন্যাস কহিয়াছেন, সেই বিশ্বোপকারক পবিত্র উপন্যাস বলিতেছি শ্রবণ কর ।৩১। পুত্র ভর্ত্তারই হয়, ইহা মুনিজনেরা বলেন কিন্তু ভর্ত্তা সম্বন্ধে শ্রুতিদ্বৈধ আছে—এক শ্রুতিতে বলেন প্রকৃত অপত্যোৎপাদকেরই পুত্রের উপর স্বামিত্ব, আর এক শ্রুতিতে বলেন বিবাহকর্ত্তা ক্ষেত্র স্বামিরই পুত্রের উপর স্বামিত্ব ।৩২। নারী ক্ষেত্রস্বরূপা এবং পুরুষ বীজস্বরূপ;—ক্ষেত্র ও বীজ উভয়সংযোগে যাবত্ত শরীরীর সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩৩। কোন স্থলে বীজের প্রাধান্য কোথায় বা ক্ষেত্রের প্রাধান্য; কিন্তু যে স্থলে ক্ষেত্র ও বীজ উভয়ের সমভাব থাকে, তদুভয় সহযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা অতীব প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩২ ॥ বীজ ও ক্ষেত্র এতদুভয়ের মধ্যে সচরাচর বীজেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়, কারণ বীজের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াই প্রায় সকল প্রাণীই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যথাকালে কর্ষণাদিসংস্কৃতক্ষেত্রে যাদৃশ বীজ বপন করা যায়, সেই বীজের গুণ প্রকাশ করিয়াই অঙ্কুর সকল তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ এই পৃথিবীকে ভূতগণের নিত্যা যোনি বলিয়া বলা হয় বটে, কিন্তু অঙ্কুর বা কাণ্ডাবস্থার বীজকে ক্ষেত্রানুরূপ কোন গুণই ভজনা করিতে দেখা যায় না ॥ ৩৭ ॥ ইহাও দেখা যায় এক ক্ষেত্রে কৃষকগণ কর্ত্তৃক যথাকালে উপ্ত নানাবিধ বীজ স্বভাবতঃ বীজানুরূপ ভিন্ন-ভিন্নাকারই ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ ব্রীহি, মুদ্গ, শালিধান্য, মাষ, লশুন, যব এবং ইক্ষু প্রভৃতি শস্যসকল নিজ নিজ বীজানুরূপই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এক বীজ রোপণ করিলে তাহা হইতে অন্য বীজাঙ্কুর

জন্মায় একপ সিদ্ধান্ত কখনই হইতে পাবে না। যখন যে বীজ রোপণ করিবে তদঙ্কুরই নিশ্চয তাহা হইতে উৎপন্ন হইবে—ইহা এক স্থিরসিদ্ধান্ত। ধান্য বোপন করিলে যে তিল সমুৎপন্ন হয় না—ইহা কে না জানে? ॥ ৪০ ॥ প্রাজ্ঞ, বিনীত, বেদাদিশাস্ত্রবেত্তা এবং দীর্ঘজীবী হইতে অভিলাষী পুরুষেরা কদাপি পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিবেন না॥ ৪২॥ এবিষয়ে পুবাবিদ্ পণ্ডিতেরা বাযু-প্রণীত ছন্দোবদ্ধ এক গাথা কীর্ত্তন করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, পুরুষ কদাপি পরপবিগ্রহে বীজ বপন করিবেন না ॥ ৪২ ॥ বিদ্ধ মৃগের পূর্ব্ব ছিদ্রে পুনর্ব্বিদ্ধকারীব শব যেমন নিষ্ফল অর্থাৎ ঐ বিদ্ধমৃগ প্রথম পুরুষেরই প্রাপ্য, তদ্রূপ পবপবিগ্রহে নিক্ষিপ্ত বীজ তৎক্ষণাৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতেরা পৃথু-যাঙ্গ বন কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রথমতঃ ধবাকর্ষণ ও বীজ-বপন কবেন বলিয়া অবনীমণ্ডলকে পৃথুভার্য্যা "পৃথিবী" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, এইরূপ যেব্যক্তি যে ভূমিকে বনাদি কর্ত্তনপূর্ব্বক কর্ষণাদি দ্বাবা উদ্ধার করে, সে ভূমি তাহারাই হইযা থাকে এবং প্রথম শীকারী দ্বাবা বিদ্ধ মৃগ পুনর্ব্বার অপর কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলেও প্রথম শীকারীবই হইযা থাকে ইহা সকলেই জানে ॥ ৪৪ ॥ মনুষ্য, 'ত্র কলত্র সংযোগে সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয। যে ভর্ত্তা সে অঙ্গনা ভিন্ন নহে.' ইহা বেদবিৎ পণ্ডি-তেরা-বলেন ॥৪৫॥ পতিব সহিত পত্নীব যে সম্বন্ধ তাহা কদাপি দান বিক্রয় বা ত্যাগ দ্বাবা বিনষ্ট হইতে পাবে না। এ নিয়ম পুবাকাল হইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, ইহা আমবা অবগত আছি ॥ ৪৬ ॥ সজ্জন কর্ত্তৃক পৈতৃক সম্পত্তি একবাব বিভক্ত হইলে এবং সজ্জন কর্ত্তৃক কন্যা একবার পাত্রস্থ হইলে এবং সজ্জন কর্ত্তৃক কোন দান একবাব কৃত হইলে তাহাব অন্যথা হইবাব কোনকালেই সম্ভাবনা নাই ॥৪৭॥ গাভী, মহিষী ও ঘোটকী প্রভৃতি জন্তুদিগের পরকীয় বলীবর্দ্দ, মহিষ এবং ঘোটক প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে সমুৎপাদিত সন্তান গণ, গাভী প্রভৃতি জন্তুগণের স্বামীর অধিকৃত হইয়া থাকে, বলীবর্দ্দ প্রভৃতি জন্তুগণের অধিকাবীব হয় না; তদ্রূপ পরক্ষেত্রে অপব ব্যক্তি বীজ বপন করিলে ফলভোগ তাহার না হইযা ক্ষেত্র স্বামীই অধিকার করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ যাহার ক্ষেত্র নাই কেবল বীজ আছে, সে যদি পবক্ষেত্রে বীজ বপন কবে, তাহা দ্বাবা তাহার কিছুমাত্র ফল-লাভ হয় না, ক্ষেত্রস্বামীই ঐ ফলভোগ করিযা থাকে ॥ ৪৯ ॥ একটী বলীবর্দ্দ, তৎস্বামী ভিন্ন অন্যের গাভীতে যদি শত শত বৎস সমুৎপাদন করে, সেই বৎস সকল তৎস্বামির না হইয়া গোস্বামিরই হইয়া থাকে ॥ ৫০॥ ক্ষেত্রশূন্য ব্যক্তি নিজ বীজ পবক্ষেত্রে বপন করিলে, বীজ বপন-কাবী সে ফলভোগেব কর্ত্তা না হইযা ক্ষেত্রস্বামী হইযা থাকেন ॥ ৫১ ॥ ক্ষেত্রস্বামী ও বীজবপন কর্ত্তা পবস্পবের বিশেষ অভিসন্ধি না থাকিলে ফললাভ স্পষ্টতঃ ক্ষেত্রস্বামীরই হইয়া থাকে। কারণ বীজ অপেক্ষা ক্ষেত্রেরই গৌরব অধিক ॥ ৫২ ॥ বীজসম্পন্ন ব্যক্তি ও ভূম্যধিকারী উভ-য়েব সম্মতিক্রমে যদি বীজ বোপিত হয়, তবে উভযে শস্যের ফল ভোগী হয ॥ ৫৩ ॥ বীজ, বাযু কিংবা জল দ্বারা চালিত হইযা যাহাব ক্ষেত্রে পতিত হইয়া শস্যোৎপাদন করে, ঐ শস্য ঐ ভূম্যধিকারীরই হয; বপনকর্ত্তা উহাব ফলভোগে বঞ্চিত হন ॥ ৫৪ ॥ পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী গৃহ-পালিত গো, অশ্ব, ও মেষাদিব পক্ষে এবং দাসী-দিগেব পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কাবণ তাহাদেব দ্বাবা উৎপাদিত সন্ততি তাহাদেব প্রতিপাল-কেরই হয় ॥ ৫৫ ॥ ক্ষেত্র ও বীজেব পবস্পবের নৈকট্য সম্বন্ধ উপরোক্ত নিযম গুলিতে ব্যক্ত হইল। এক্ষণে যাহারা স্বামিজাতসন্তান-বিহীনা, তাহাদের বিষয় কথিত হইতেছে ॥৫৬॥ দেবরেব পক্ষে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মাতৃতুল্যা এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব পক্ষে পুত্রবধূ তুল্যা ॥৫৭ ॥ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সন্তান সত্ত্বে পরস্পর পর-স্পবের স্ত্রীতে গমন করিলে পতিত হয ॥ ৫৮ ॥ নিজ স্বামী দ্বাবা সন্তানোৎপত্তি না হইলে স্ত্রী সম্যক্ নিযুক্তা হইয়া তাহার দেবর কিংবা অন্য কোন সপিণ্ড দ্বারা ঈপ্সিত তনয় লাভ করিবে। ৫৯। রাত্রিকালে মৌনাব-লম্বনপূর্ব্বক স্বামী বা গুরু কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি ঘৃতাক্তকলেবর বিধবা রমণীতে একটী মাত্র সন্তান উৎপাদন কবিতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র কোন প্রকারে উৎপাদন কবিতে

পারে না।৬০। কোন কোন স্রোতত্ত্ববিৎ আচার্য্য বলেন একটি সন্তান দ্বারা নিয়োজকের নিয়োগোদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। তজ্জন্য ঐ স্ত্রী ও ঐ নিয়োজিত-ব্যক্তি দ্বিতীয়-সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হইবে। ৬১। তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইলে পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূ পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরকে স্নেহ ও সম্মানসূচক ব্যবহার করিবে। ৬২। নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি শাস্ত্রানুগামী না হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করে, তবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুত্রবধূ গমন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুরুপত্নী-গমন জন্য উভয়েই পতিত হয়। ।৬৩। দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বিধবা কি নিঃসন্তানা নারী তাহার স্বামীভিন্ন অন্য পুরুষ গমনে নিয়োজিতা হইতে পারে না, কারণ যাহারা তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, তাহারা আর্য্যধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করে॥ ৬৪॥ বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে,একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে এমন বিধি নাই যে, বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে॥ ৬৫।। ইহা পশুধর্ম্ম বলিয়া সুশিক্ষিত শাস্ত্রভিজ্ঞ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে, অথচ বেণ রাজার শাসনকালে এই রীতি মানবগণমধ্যে প্রচলিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬৬। তিনি স্বীয় ভুজবলে সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর ও রাজর্ষিগণাগ্রগণ্য হইয়া পাপাসক্ত ও কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়াই নিজ শাসনকালে এই বিধি প্রচলন করিয়া বর্ণ সঙ্কর সৃষ্টি করেন ॥ ৬৭॥ তদবধি মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনের কারণ যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ পর-পুরুষ নিয়োগ করে, সাধুরা তাহার অশেষ বিধ নিন্দা করেন॥ ৬৮॥ বিবাহের পূর্ব্বে কোন বাগ্‌দত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হইলে, নিম্নশ্লোকোক্ত বিধান অনুসারে তাহার দেবরের সহিত সেই কন্যার বিবাহ বিধি-সঙ্গত॥ ৬৯॥ বিবাহ বিধানোক্ত নিয়মানুযায়ী তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া যাবৎ সেই কন্যা সুসন্তান প্রসব না করে, তাবৎ তাহার দেবর প্রতি ঋতু সময়ে বৈধব্যচিহ্ন-সূচক শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা শুদ্ধাচারিণী সেই স্ত্রীর নিকট গমন করিবে॥ ৭০॥

একজনকে বাগ্‌দান করিয়া জ্ঞানীব্যক্তি আপন (বাগ্‌দত্তা) কন্যাকে অপরপাত্রে সমর্পণ করিবেন না। যিনি একবার একের উদ্দেশে আপন কন্যা দান স্বীকার করিয়া অপর পাত্রে তাহাকে পুনরর্পণ করেন, তিনি সমগ্র মানব জাতিকে প্রতারিত করিবার পাপে পাপী হয়েন॥ ৭১॥ বিহিত বিধানানুযায়ী বিবাহিতা স্ত্রী অলক্ষণাদি দোষাক্রান্ত বা উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত বা ক্ষতযোনি ও প্রতারণাপূর্ব্বক প্রদত্তা হইলে বর তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে॥ ৭২॥ দোষাভিজ্ঞাতা কন্যার দোষ প্রকাশ না করিয়া সম্প্রদান করিলে বর উক্ত কন্যা গ্রহণ না করিয়া সেই মন্দমতি-কন্যা কর্ত্তার দান ব্যর্থ করিবে॥ ৭৩॥ প্রয়োজন বশতঃ বিদেশে সুদীর্ঘকাল যাপন করিবার আবশ্যক হইলে পত্নীর ভরণপোষণানুযায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া স্বামীর বিদেশগমন করা উচিত। কারণ জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া সচ্চরিত্রা ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীও কুপথগামিনী হইতে পারে॥ ৭৪॥

ভরণ-পোষণানুযায়ী-বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পতি বিদেশ বাস করিলে স্ত্রী দৃঢ়রূপে ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া কাল যাপন করিবে। এরূপ বৃত্তির অভাবে সূত্রকর্ত্তন বা অন্য বিশুদ্ধ শিল্পকার্য্য দ্বারা দিনপাত করিবে॥ ৭৫॥ পতি ধর্ম্মকার্য্যার্থ বিদেশ গমন করিলে আট বৎসর পর্য্যন্ত পতির প্রতীক্ষা করিবে, বিদ্যার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য গমন করিলে ছয়—কোন প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগার্থে গমন করিলে তিন বৎসরকাল স্ত্রী তাঁহার প্রতীক্ষা করিবে তদনন্তর সৎসন্নিধানে গমন করিবে॥ ৭৬॥ নিজদ্বেষ্ট্রী স্ত্রীর স্বামী এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবে তাহার দ্বেষভাব বিগত না হইলে তাহাকে অলঙ্কারাদি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তৎসহবাস ত্যাগ করিবে॥ ৭৭॥ যে স্ত্রী দ্যূতক্রীড়া পরতন্ত্র, মদ্যপানাসক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর শুশ্রূষা না করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিচ্ছদে বঞ্চিত করিয়া মাসত্রয়ের নিমিত্ত তাহার সহবাস ত্যাগ করিবে॥ ৭৮॥ উন্মত্ত ও ব্রহ্মহত্যাদি-দোষ পতিত, ক্লীব বাধ্যরেতা ও কুষ্ঠাদি রোগ

পতিকে যে স্ত্রী শুশ্রূষা না করে, সে পরিত্যক্ত ও অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না॥ ৭৯॥ মদ্যপানাসক্তা দুশ্চরিত্রা পতিবিদ্বেষিণী বা অসাধ্যব্যাধিগ্রস্তা, অপকার-সাধনক্ষমা ও ধনক্ষয়কারিণী অপব্যয়িনী স্ত্রী সত্ত্বে স্বামী অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে॥ ৮০॥ স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আদ্যঋতু হইতে অষ্টম বর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশমবর্ষে ও কেবল কন্যা উৎপাদন করিলে একাদশ বর্ষে অধিবেদন করিবে, কিন্তু অপ্রিয়ভাষিণী হইলে কালক্ষয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে॥ ৮১॥

পীড়াগ্রস্তা অথচ পতিরতা ও পতিপ্রাণা এবং সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে, কদাচ তাহার অবমাননা করিবে না॥ ৮২॥ স্ত্রী যদ্যপি রোষপরতন্ত্রা হইয়া গৃহত্যাগের উদ্যম করে, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে কিংবা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সমগ্র-পরিবারবর্গ সমক্ষে বর্জ্জন করিবে॥ ৮৩॥ কিন্তু যে স্ত্রী পতি কর্তৃক নিবারিতা হইয়া উৎসবাদি কালে মদ্যপান বা নাট্যাভিনয় মন্দিরে জনতা মধ্যে গমন করে, তাহাকে ছয়রতি পরিমিত সুবর্ণ দণ্ড করিবেন॥ ৮৪॥ দ্বিজগণ স্বজাতীয়া বা বিজাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করিলে তাহাকে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে আবাস স্থান নিরূপণ ও সম্মান করিবে॥ ৮৫॥ কিন্তু স্বামীর দেহ পরিচর্য্যা, দৈনিক গৃহ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়াকলাপাদি কেবল স্বজাতীয়া স্ত্রী সম্পাদন করিবেন। ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী করিবেন না॥ ৮৬॥

কিন্তু যে নির্ব্বোধব্যক্তি মোহবশতঃ স্বজাতীয়া স্ত্রী নিকটে বর্ত্তমান থাকিতে অন্য জাতীয়া স্ত্রী কর্তৃক ঐ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করায় ঐ ব্যক্তিকে সকলে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ৮৭। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কুলে শীলে উৎকৃষ্ট রূপবান্ বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্যা না হইলেও তাঁহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিবে। ৮৮। ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে ইহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি বিদ্যাহীন নির্গুণ পাত্রে সমর্পণ করিবে না। ৮৯। ঋতুমতী হইলেও কুমারী তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া তদনন্তর আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। ৯০। পিত্রাদিকর্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি যথাকালে স্বয়ং কোন পুরুষকে পতিরূপে বরণ করে, তবে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র পাপ হয় না। ৯১। ঐরূপ স্বয়ম্বরা কন্যা তাহার পিতৃ মাতৃ বা ভ্রাতৃদত্ত ভূষণাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ওরূপ করিলে তাহা চৌর্য্যবৃত্তি রূপে পরিগণিত। ৯২॥ যে ঋতুমতীকুমারীর পাণিগ্রহণ করে, তাহার শুল্ক কন্যার পিতাকে দিতে হইবে না, কারণ ঋতুরোধে অপত্য রোধ করত উক্ত পিতা আপন কন্যার উপর আধিপত্য রহিত হইয়াছেন॥ ৯৩॥ ত্রিশ বর্ষীয় যুবক মনোমত দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে; চতুর্বিংশতি বর্ষীয় যুবক অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে কিন্তু যদি ধর্ম্মহানির আশঙ্কা থাকে, তবে সত্বরও বিবাহ করিতে পারে॥ ৯৪॥ পতি আপন ইচ্ছায় ভার্য্যালাভ করিতে পারে না, পরন্তু দেব-নির্দ্দিষ্টা ভার্য্যাই লাভ করিয়া থাকে। অতএব যদি সাধ্বী হয়, তবে দেবপ্রীতি কামনা করিয়া তাহাকে নিত্য ভরণ করিবে॥ ৯৫॥ গর্ভধারণার্থ স্ত্রী ও গর্ভাধান জন্য পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে, স্বামী গর্ভোৎপাদনের ন্যায় সকল ধর্ম্মকর্ম্মই সম্পন্ন করিবে, বেদে এরূপ উক্ত হইয়াছে॥ ৯৬॥ বিবাহার্থ যদি কেহ কোন কন্যাকে শুল্ক দিয়া বিবাহের পূর্ব্বে গতায়ু হয়, তবে কন্যা সম্মত হইলে উক্ত শুল্ক দাতার কনিষ্ঠের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিবে॥ ৯৭॥ কিন্তু (তাহা বলিয়া) অতি নীচ শূদ্রজাতিরও কখন স্বীয় কন্যার বিবাহোপলক্ষে শুল্ক গ্রহণ করা বিধেয় নহে, কন্যার যে পিতা উক্তরূপ শুল্ক গ্রহণ করেন, তাঁহার অপ্রকাশ্যভাবে কন্যা বিক্রয় করা হয়॥ ৯৮॥ কি প্রাচীন কি আধুনিক একজনকে বাগ্দান দিয়া কেহ কখনই অন্য পাত্রে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন নাই॥ ৯৯॥ পূর্ব্ব কালেতেও শুল্ক নাম করিয়া গোপনভাবে স্বীয় কন্যা বিক্রয় করার কথা শুনা যায় নাই॥ ১০০॥ সংক্ষেপতঃ মরণাবধি পরস্পর অব্যভিচারাবস্থায় অবস্থান করাই স্ত্রী পুরুষের

পরমধর্ম্ম ॥ ১০১ ॥ বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর কোন মতে বিযুক্ত না হইয়া যাহাতে কোনরূপে ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা আবশ্যক ॥ ১০২ ॥ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর রতিসংহিত ধর্ম্ম এবং আপৎকালে অপত্যপ্রাপ্তি বিষয়ের কথা যথাবিহিত উল্লিখিত হইল; আপাততঃ দায়ভাগের মত বর্ণিত হইতেছে ॥ ১০৩ ॥ পিতামাতার লোকান্তর হইলে ভ্রাতৃবর্গ সকলে একত্র হইয়া ঐ পিতৃমাতৃ ধন সমভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু পিতামাতা বর্ত্তমানে পুত্রদের সে-ধনে কোন অধিকারই নাই; যদি পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং বিভাগ করিয়া না দেন ॥ ১০৪ ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন, যদি অপরাপর ভ্রাতৃবর্গ ভক্তাচ্ছাদনার্থ ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর পিতৃবৎ নির্ভর করতঃ তদধীনে বাস করে ॥ ১০৫ ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মনুষ্য পুত্রবান্ হন এবং পিতৃলোকদিগের নিকট অনৃণী হইয়া থাকেন—একারণ জ্যেষ্ঠ সর্ব্বস্ব পাইবার যোগ্য ॥ ১০৬ ॥ যে জ্যেষ্ঠপুত্রের সমুৎপত্তিমাত্র পিতা পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হন, স্বয়ং অনন্তত্ব লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মোৎপন্ন পুত্র; অপর সন্তানেরা কামজ মাত্র ॥ ১০৭ ॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন এবং কনিষ্ঠভ্রাতৃগণ ধর্ম্মত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিবে ॥ ১০৮ ॥ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাত্রানুযায়িক কুলের উন্নতিও হইতে পারে, অবনতিও হইতে পারে, লোকে পূজ্য এবং সজ্জনসমাজে অনিন্দনীয় ॥১০৯॥ জ্যেষ্ঠোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকারী জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃ মাতৃবৎ পূজ্য কিন্তু যদি অন্যথাচরণ করেন, তবে বন্ধুবৎ পূজ্য হইয়া থাকেন ॥১১০॥ ভ্রাতৃবর্গ পূর্ব্বোক্তরূপে অবিভক্ত ভাবে একত্রে বাস করিবেন অথবা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাস করিবেন, পার্থক্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি অতএব পার্থক্য ধর্ম্মসঙ্গত ॥ ১১১ ॥ পৈত্রিক ধন বিভাগকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যজাতমধ্যে বিংশতিভাগ জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য; মধ্যমের চত্বারিংশদ্ ভাগ এবং কনিষ্ঠের অশীতি অংশ প্রাপ্য—এতদবশিষ্টাংশ সকলের সমভাগে প্রাপ্য ॥১১২॥ জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠের অংশ পূর্ব্বোল্লিখিত মত এতদুভয়ের মধ্যগত অপর ভ্রাতারা সকলেই চত্বারিংশদ্ ভাগের অধিকারী ॥ ১১৩ ॥ জ্যেষ্ঠ যদি গুণবান্ হন, তবে যাবস্ত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু সকল এবং দশটী গাভীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাভীটী তাঁহার প্রাপ্য ॥ ১১৪ ॥ সকল ভ্রাতা সমগুণ সম্পন্ন হইলে পূর্ব্ববৎ জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ দশম পদার্থ প্রাপ্য হইতে পারে না; তবে জ্যেষ্ঠের সম্মানরক্ষার্থে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১১৫ ॥ পৈত্রিক ধন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিভক্ত হইলে অবশিষ্ট ধন ভ্রাতৃগণ সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন, অন্যথা পৈত্রিক ধন বক্ষ্যমাণ নিয়মানুসারে বিভক্ত হইবে ॥ ১১৬ ॥ পৈত্রিক ধন বিভাগকালে জ্যেষ্ঠ দ্বিগুণ; মধ্যমের দেড়গুণ তদ্ভিন্ন সকলের এক এক অংশ প্রাপ্য হইয়া থাকে ॥১১৭॥ অনূঢ়া ভগিনীদিগের বিবাহসংস্কারার্থ প্রত্যেক ভ্রাতার নিজ নিজ অংশ হইতে চতুর্থভাগ অবশ্য দেয়, যিনি তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তিনি ধর্ম্মতঃ পতিত হইবেন ॥ ১১৮ ॥ অজ মেষ ও অশ্বাদি পশুগণ বিভাগকালে বিষম হইলে তন্মূল্য সমভাগে বিভক্ত না হইয়া অতিরিক্ত পশুটী জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য ॥ ১১৯ ॥ কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াতে পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র তৎপিতামহের ধনবিভাগকালে তাহার পিতৃব্যদিগের সহিত সমাংশ ভাগী হইবে ॥ ১২০ ॥ কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া সমুৎপাদিত পুত্র প্রধানের অংশযোগ্য হইতে পারে না। স্বক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদনেই ক্ষেত্রী প্রধান, অতএব পূর্ব্বনির্ণীত সমভাগই ন্যায্য ॥ ১২১ ॥ প্রথম বিবাহিতা পত্নীতে যদি কনিষ্ঠ সন্তান জন্মে, আর পশ্চাৎপরিণিতা স্ত্রীতে জ্যেষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হইলে, পত্নীজ্যেষ্ঠতা বা পুত্রজ্যেষ্ঠতা—দায়ভাগস্থলে কোনটী বিবেচ্য এতদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে ॥ ১২২ ॥ প্রথম স্ত্রীগর্ভজ সন্তান কনিষ্ঠ হইলেও সে এক শ্রেষ্ঠ বৃষভ উদ্ধাররূপে প্রাপ্ত হইবে, এবং তৎপরে অপরপত্নীগর্ভজাতনয়েরা জ্যেষ্ঠ হইলেও তাহাদের নিজ নিজ মাতৃজ্যেষ্ঠত্বানুসারে এক এক অপকৃষ্ট বৃষ প্রাপ্ত হইবে ॥১২৩॥ কিন্তু প্রথম পরিণীতাপত্নীতে জ্যেষ্ঠ সন্তান

উৎপন্ন হইলে সে ১৫ টী গাভী ও একটী বৃষভ প্রাপ্ত হইবে এবং অপর সন্তানদিগের নিজ নিজ মাতৃ জ্যেষ্ঠত্বানুসারে অবশিষ্ট গোসকল বিভক্ত হইবে ॥ ১২৪ ॥ সবর্ণস্ত্রীজাত ভ্রাতৃবর্গের মাতৃজ্যেষ্ঠত্ব না ধরিয়া বয়োজ্যেষ্ঠত্বানুসারে বিভাগ হইয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥ ইন্দ্রাহ্বান শাস্ত্রতঃ জ্যেষ্ঠেরই কর্ত্তব্য। ভিন্নস্ত্রীগর্ভজ যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তানই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥ এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মাইবে, সে আমার শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে, অপুত্রক ব্যক্তি এই ব্যবস্থা করিয়া যে কন্যা সম্প্রদান করেন, সেই কন্যাকে পুত্রিকা বলা যায় ॥ ১২৭ ॥ স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি পূর্ব্বকালে আপনার বংশবৃদ্ধি জন্য এইরূপে অনেক পুত্রিকা করিয়াছিলেন ॥ ১২৮ ॥ দক্ষপ্রজাতি প্রীতিপ্রসন্নমনে ধর্ম্মকে দশ; কশ্যপকে ত্রয়োদশ; এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা দান করিয়াছিলেন ॥ ১২৯ ॥ পুত্র আত্মসদৃশ ও কন্যাও তদ্বৎ; তবে—পুত্রিকা কন্যাসত্ত্বে অন্যে ধনভাগী হইতে পারেন ॥ ১৩০ ॥ মাতার যৌতুকলব্ধধন কুমারীর প্রাপ্য এবং অপুত্রকের সমস্ত ধন দৌহিত্রের প্রাপ্য ॥ ১৩১ ॥ অপুত্রক মাতামহের ধন পুত্রিকাপুত্র গ্রহণ করিবে এবং দৌহিত্র মাতামহ ও পিতা উভয়ের পিণ্ডদান করিবে ॥ ১৩২ ॥ লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে ধর্ম্মতঃ কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই—কারণ একজন হইতে পুত্র কন্যা উভয়ই সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৩৩ ॥ পুত্রিকা গ্রহণান্তে যদি কোন ব্যক্তির পুত্র জন্মায়, তাহা হইলে পুত্র ও পুত্রিকাপুত্র উভয়ে সমাংশভাগী হইবে—যেহেতু স্ত্রীজাতির জ্যেষ্ঠত্ব নাই ॥ ১৩৪ ॥ পুত্রিকা অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে তৎপ্রাপ্য সমস্ত সম্পত্তি তৎপতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৩৫ ॥ কৃতপুত্রিকা বা অকৃতপুত্রিকাকন্যার গর্ভ হইতে সমান জাতীয় ভর্ত্তা কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত তনয় দ্বারা মাতামহ আপনাকে পৌত্রবিশিষ্ট বলিয়া মানেন এবং ঐ দৌহিত্র পিণ্ডদান করতঃ মাতামহের ধন হরণ করেন ॥ ১৩৬ ॥ মনুষ্য পুত্রদ্বারা লোক সকল লাভ করিয়া থাকে, পৌত্র দ্বারা অনন্তত্ব লাভ এবং প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করেন ॥ ১৩৭ ॥ পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এইহেতু ব্রহ্মা স্বয়ং পুত্র এই—নাম রাখিয়াছেন ॥ ১৩৮ ॥ লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ দৌহিত্র পরলোকে পৌত্রবৎ মাতামহকে পরিত্রাণ করে ॥ ১৩৯ ॥

পুত্রিকাপুত্র প্রথমতঃ তাহার মাতৃপিণ্ডদান করিবে, তৎপরে মাতামহের; অনন্তর প্রমাতামহের পিণ্ডদান করিবে ॥ ১৪০ ॥ দত্তক পুত্র গ্রহণানন্তর যদি ঔরস পুত্র জন্মে, এবং ঐ দত্তক পুত্র যদি সর্ব্বগুণান্বিত হয়, তাহা হইলে সে ঐ ঔরস পুত্রের ষষ্ঠাংশ ভাগী হইয়া থাকে ॥ ১৪১ ॥ দত্তক পুত্র জন্মদাতার গোত্র বা ধন লাভ করিতে পারেন না। যে যাহার পিণ্ডদানে সমর্থ সেই তাহার গোত্র ও ধনাধিকারী হইয়া থাকে। দত্তক পুত্র দাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৪২ ॥ গুরুজন দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া কোন স্ত্রী যদি অপরের দ্বারা সন্তানোৎপাদন করায় কিংবা সন্তান সত্ত্বে দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করায়, তবে ঐ উভয়বিধ সন্তান জারজ ও কামজ বলিয়া পৈত্রিক ধনে অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৪৩ ॥ গুর্ব্বাদি দ্বারা আদিষ্ট হইয়াও যদি কোন স্ত্রী অবিধানতঃ সন্তোৎপাদন করায় তবে ঐ সন্তান পতিত ব্যক্তি দ্বারা সমুৎপাদিত বলিয়া পিতৃধনে অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৪৪ ॥ গুর্ব্বাদি দ্বারা আদিষ্ট হইয়া যদি কোন স্ত্রীর যথা বিধানতঃ সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তবে ঐ পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় পৈত্রিক ধনে অধিকারী হইবে। কারণ ঐ বীজে ক্ষেত্রীই অধিকারী এবং সন্তান ও ধর্ম্মতঃ উৎপন্ন ॥ ১৪৫ ॥ যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তানাবস্থায় সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করে, তবে তৎকনিষ্ঠ তজ্জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াতে পুত্রসমুৎপাদন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দিবে ॥ ১৪৬ ॥ গুর্ব্বাদি দ্বারা আদিষ্ট কোন স্ত্রী যদি দেবর হইতে বা অন্য কোন পুরুষ হইতে কামতঃ সন্তান সমুৎপাদন করায়, তবে ঐ পুত্র কামজ বলিয়া পৈত্রিক ধনে অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৪৭ ॥ সবর্ণা স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রদিগের বিভাগ বর্ণিত হইয়া এক্ষণে নানা

বর্ণাস্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদিগের বিভাগের বিষয় বলা যাইতেছে॥ ১৪৮॥ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিত চারি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানদিগের প্রাপ্য বিষয়বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে॥ ১৪৯॥ ব্রাহ্মণীর গর্ভজসন্তান একটী কর্ষক, একটী বৃষ, একটী যান, অলঙ্কার এবং একটী বাটী ও অপর বিষয়ের এক প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইবেন॥ ১৫০॥ ব্রাহ্মণ তিন অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত দুই অংশ, বৈশ্যাপুত্র দেড় অংশ এবং শূদ্রাসুত একাংশ প্রাপ্ত হইবে॥১৫১॥ অথবা একজন বিভাগধর্ম্মবিদ্‌ব্যক্তি- সমস্ত সম্পত্তি দশধা বিভক্ত করিয়া নিম্ন-লিখিত নিয়মানুসারে বিভাগ করিবেন॥ ১৫২॥ ব্রাহ্মণ চারি অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত তিন অংশ, বৈশ্যা সুত দুই অংশ এবং শূদ্রাসুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে॥ ১৫৩॥ যদি ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া অথবা বৈশ্যা, কাহারও গর্ভে সন্তান জন্মে বা না জন্মে, শূদ্রাগর্ভজ সন্তান দশম ভাগের অতিরিক্ত পাইবে না॥ ১৫৪॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যের অনূঢ়া শূদ্রাগর্ভজ পুত্র ধনভাগী হয় না। পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা ইহাকে দিয়া যাইবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইবে॥১৫৫॥ দ্বিজাতিদিগের সমান বর্ণজাত সন্তানেরা জ্যেষ্ঠকে উদ্ধারাংশ প্রদান করতঃ অবশিষ্টাংশ ঐ জ্যেষ্ঠের সহিত সমান ভাগ করিয়া লইবে॥ ১৫৬॥ শূদ্রের স্বজাতীয়া ভিন্ন অন্য পত্নী হইতে পারে না—অতএব উহার এক-শত পুত্র হইলেও সকলেই পৈত্রিক ধনে সম ভাগী হইবে॥ ১৫৭॥ স্বায়ম্ভুব মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা কহিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ছয়জন স্বগোত্র, দায়াদ ও বান্ধব বটে, কিন্তু অপর ছয়জন কেবল বান্ধব—দায়াদ নহে॥১৫৮॥ ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, এবং অপবিদ্ধ, এই ষড় বিধ পুত্র স্বগোত্র—দায়াদ এবং বান্ধব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে॥১৫৯॥ কানীন, সহোঢ, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, এবং শৌদ্র, এই ষড়বিধ পুত্র স্বগোত্র ও দায়াদ না হইয়া কেবল বান্ধবমাত্র হইয়া থাকে॥১৬০॥ কুৎসিত ভেলাদ্বারা পার হইতে গেলে মনুষ্য যে রূপ ফল লাভ করিয়া থাকে, কুপুত্র দ্বারা পরলোকে লোকে তদ্রূপ কষ্টভোগ করিয়া থাকে॥ ১৬১॥ এক জন ব্যক্তির ঔরসজ ও ক্ষেত্রজ উভয়বিধ সন্তান থাকিলে ঐ সন্তানেরা নিজ নিজ জনকের বিষয় প্রাপ্ত হইবে॥ ১৬২॥ ঔরসপুত্রই কেবল পিতৃধনের অধিকারী। তবে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ না হয়, এজন্য ক্ষেত্র-জাদি পুত্রগণকে গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা প্রতিপালন করিবে॥ ১৬৩॥ পিতৃধন বিভাগ কালে ঔরস-পুত্র সেই ধন হইতে ক্ষেত্রজকে আপন ভাগের ষষ্ঠ ভাগ অথবা পঞ্চম ভাগ দিবে। গুণাগুণ অনু-সারে এই বিকল্প ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে॥ ১৬৪॥ ঔরস এবং ক্ষেত্রজপুত্রেরা পিতার্জ্জিত ধনের ভাগী। পরন্তু অপর দত্তকাদি-দশপুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পিতামহাদি গোত্রার্জ্জিত ধনের ভাগী॥ ১৬৫॥ বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃতা সবর্ণা পত্নীতে স্বয়ং উৎপাদিত সন্তানকে ঔরস পুত্র বলে। ঔরসই মুখ্য পুত্র॥ ১৬৬॥ অপুত্র মৃত ব্যক্তির, ক্লীবের অথবা ব্যাধিগ্রস্তের পত্নীতে ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হইয়া যে দেবরাদি সপিণ্ড দ্বারা সন্তানোৎপাদন হয়, ঐ সন্তানকে ক্ষেত্রজ সন্তান বলে॥ ১৬৭॥ পিতামাতা দুর্ভিক্ষাদি আপৎকালে অথবা প্রতিগ্রহীতার পুত্রাভাবাদি আপদে যে সমান জাতীয় পুত্রকে প্রীতিপূর্ব্বক জলগ্রহণ করিয়া প্রতিগ্রহীতাকে দান করেন, ঐ পুত্রকে দত্রিম বা দত্তকপুত্র বলে॥ ৬৮॥ গুণদোষ বিচারক্ষম, পুত্রগুণযুক্ত অথচ সজা-তীয় এমন বালককে পুত্রত্বে গ্রহণ করিলে কৃত্রিমপুত্র কবা হয়॥ ১৬৯॥ আপনার ভার্য্যাতে স্বজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন কিন্তু কোন্ পুরুষ এমন নিশ্চয় জ্ঞান না থাকিলেও ঐ পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলে॥ ১৭০॥ পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা তাহাদের মধ্যে একজনের দ্বারা পরিত্যক্ত যে পুত্র, উহাকে যে ব্যক্তি স্বীকার করে, উহা সেই প্রতিগ্রহীতার অপবিদ্ধ নামক পুত্র বলিয়া কথিত হয়॥ ১৭১॥ পিতৃগৃহে থাকিয়া কন্যা গোপনভাবে সবর্ণপুরুষ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্রকে কন্যা-বিবাহকারীর কানীন পুত্র বলা যায়॥ ১৭২॥ জ্ঞাতগর্ভা বা অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেই গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, ঐ পুত্রকে বিবাহকারীর সহোঢপুত্র বলা যায়॥ ১৭৩॥ পুত্রার্থ মাতাপিতার নিকট হইতে মূল্য দিয়া

যে পুত্র ক্রয় করা যায়, ক্রেতার সবর্ণ হউক বা না হউক, তথাপি উহার ক্রীতক পুত্র হইবে॥ ১৭৪॥ পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা বিধবা, স্বেচ্ছাতঃ পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্রকে পৌনর্ভবপুত্র বলে॥ ১৭৫॥ ঐ স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি থাকিয়া পরপুরুষগত অথবা পূর্ব্ব পতির নিকট প্রত্যাগত হয়, তবে ভর্ত্তা উহার পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার করিয়া লইবে। ঐ স্ত্রী ভর্ত্তার পুনর্ভূ পত্নী হইবে॥ ১৭৬॥ পিতৃ মাতৃ হীন অথবা তাঁহাদের কর্ত্তৃক অকারণ পরিত্যক্ত পুত্র স্বয়ং যদি আপনাকে দান করে তবে উহা গৃহীতার স্বয়ংদত্তপুত্র হইবে॥ ১৭৭॥ ব্রাহ্মণ কামবশতঃ শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপন্ন করেন, ঐ পুত্রকে পারশব বলে। পার অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে পারগ হইলেও তথাপি শব অর্থাৎ মৃতের ন্যায় অনধিকারী—একারণ পারশব॥ ১৭৮॥ দাসীতে বা দাসপত্নীতে শূদ্রের যে পুত্র জন্মাইবে, ঐ পুত্র শূদ্র পিতার অনুজ্ঞামতে উহার ঔরসপুত্রের তুল্যভাগী হইবে, ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা॥ ১৭৯॥ শ্রাদ্ধাদি লোপ না হয়, এজন্য যথাকথিত ক্ষেত্রজাদি এই একাদশ প্রকার পুত্রকে মনীষিরা পুত্রপ্রতিনিধি বলেন॥ ১৮০॥ প্রসঙ্গক্রমে পরবীর্য্যজাত যে সকল পুত্রের কথা বলা হইল, ইহারা যাহার বীর্য্যে জাত—বস্তুতঃ তাহারই সন্তান, অপরের নহে। এক্কারণ ঔরস পুত্র থাকিতে এ সকল পুত্র গ্রহণ করা উচিত নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ১৮১॥ একজাত ভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন পুত্রবান্ হন, তবে সেই এক পুত্র হইতেই সকল ভ্রাতা পুত্রবান্ জানিবে—মনু ইহা কহিয়াছেন॥ ১৮২॥ যে সকল স্ত্রীর একপতি, ঐ সকল স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রী যদি পুত্রবতী হয়, তবে ঐ পুত্র হইতেই সকল স্ত্রী পুত্রবতী হইবে—মনু ইহা কহিয়াছেন॥ ১৮৩॥ ঔরসাদিক্রমে যে সকল পুত্রের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে উত্তরোত্তর বা এবং তদভাবে পাপজন্মা পুত্রগণ ধনাধিকারী হইবে; আর যদি সকলে সমানবর্ণ হয়, তবে উহারা সকলে তুল্যাংশী হইবে॥ ১৮৪॥ সোদর ভ্রাতাও নয়, পিতাও নয়; পরন্তু ঔরসাদি পুত্রেরাই পিতার ধনাধিকারী হইবেন, কিন্তু মুখ্যামুখ্য পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পত্নী, ও দুহিতাহীন ব্যক্তির ধনাধিকারী পিতাই হইবেন এবং তদভাবে ভ্রাতা হইবেন॥ ১৮৫॥ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—এই তিনের উদকদান বা তর্পণ কর্ত্তব্য—এই তিনজনেই পিণ্ডের প্রবর্ত্তনা, চতুর্থ জন পুত্রাদি পিণ্ডোদকদাতা : সুতরাং ইহারা বিদ্যমান থাকিতে এবিষয়ে পঞ্চমের কোন উল্লেখ হইতে পারে না॥ ১৮৬॥ স্ত্রী বা পুরুষ হউক, সপিণ্ডের মধ্যে যে অতিসন্নিহিত, সেই অগ্রে ধনাধিকারী হইবে—সপিণ্ডাভাবে সমানোদক—তদভাবে আচার্য্য এবং তদভাবে শিষ্য ধনাধিকারী হইবে॥ ১৮৭॥ সকলের অভাবে বেদত্রয়বিৎ, শুচি, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণই ঐ ধনের অধিকারী হইবেন—এইরূপ ব্রাহ্মণ ধনাধিকারী হইলে মৃত ধনীর শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মহানি হয় না॥ ১৮৮॥ ব্রাহ্মণদ্রব্য কদাপি রাজার গ্রহণ করা উচিত নয়—ইহাই নিত্য ব্যবস্থা। তবে সর্ব্বলের অভাব হইলে অপরাপর বর্ণের ধনে রাজার অধিকার॥ ১৮৯॥ অপুত্র মৃতব্যক্তির স্ত্রী সমান গোত্র পুরুষ হইতে পুত্র উৎপাদন করাইয়া উহাকে মৃতের তাবৎ ধন অর্পণ করিবে॥ ১৯০॥ মাতা বিদ্যমানে একজন স্বকর্ত্তৃজ, অন্যটী পুনর্ভব বা গোলক,—এই দুই প্রকার জাত পুত্রদিগের মধ্যে ধন লইয়া যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে যে ধন যাহার পিতার, তাহাকে সেই ধন দিবে॥ ১৯১॥ মাতা মরিয়া গেলে মাতার ধন সহোদর ভ্রাতা ও অবিবাহিতা সোদর্য্যা ভগিনী সকলে সমান ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহিতা কন্যা থাকিলে উহাকে আপন অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ দিবে॥ ১৯২॥ যদি ঐ সকল কন্যার আবার কন্যা থাকে অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে, তবে সম্মানার্থ উহাদিগকে মাতামহী ধন হইতে প্রীতিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দান করিবে॥ ১৯৩॥ স্ত্রীধন ছয় প্রকার ;—অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত ও ভ্রাতৃদত্ত। বিবাহ-হোমকালে লব্ধ যে ধন, তাহাকে অধ্যগ্নি ও পতিগৃহনয়ন সময়ে লব্ধ যে ধন, তাহা অধ্যাবাহনিক বা ব্যবহারিক স্ত্রীধন এবং রতিকালে অথবা অন্তকালে পতিকর্ত্তৃক প্রীতিসহকারে দত্ত যে ধন, তাহা

প্রীতিদত্ত ॥ ১৯৪ ॥ বিবাহের পর পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্তৃকুল হইতে লব্ধ যে ধন, তাহাকে অম্বাধেয় বলে। ঐ অম্বাধেয় এবং প্রীতিহেতু ভর্ত্তা হইতে লব্ধ ধন, ভর্ত্তার জীবদ্দশায় স্ত্রীর অপত্যেরা পাইবে ॥ ১৯৫ ॥ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, প্রাজাপত্য—এই পাঁচ প্রকার বিবাহলব্ধ যে ষড়বিধ স্ত্রীধন—স্ত্রী যদি অনপত্যা মরিয়া যায়, তবে উহা ভর্ত্তারই হইবে ॥ ১৯৬ ॥ আর আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ-বিবাহলব্ধ স্ত্রীধন, স্ত্রী যদি অনপত্যা মরিয়া যায়, তাহা অগ্রে মাতার হইবে, তদভাবে পিতার হইবে ॥ ১৯৭ ॥ ব্রাহ্মণপরিগৃহীত নানাজাতীয় স্ত্রীর মধ্যে যদি কেহ অনপত্যপতিকা হইয়া মরে, তবে উহার পিতৃদত্ত যে স্ত্রীধন, তাহা সপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যা গ্রহণ করিবে; তদভাবে তাহার অপত্য পাইবে ॥ ১৯৮ ॥ বহু পরিবারের মধ্যে থাকিয়া কোন স্ত্রী সাধারণ ধন হইতে অলঙ্কারার্থ ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে না এবং ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে ভর্ত্তার ধনও লইতে পারিবে না ॥ ১৯৯ ॥ ভর্ত্তার জীবদ্দশায় স্ত্রীলোক যে অলঙ্কার ধারণ করে, ভর্ত্তার মরণোত্তর পুত্রাদি দায়াদেরা স্ত্রীলোক জীবিত থাকিতে তাহা ভাগ করিতে পারিবে না, যদি করে তবে পাপী হয় ॥ ২০০ ॥ ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্ম-বধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য—ইহারা পিত্রাদি ধনে অধিকারী নহে ॥ ২০১ ॥ ধনহারীরা ঐ সকল ক্লীব প্রভৃতিকে ন্যায্য গ্রাসাচ্ছাদন দিবে; যদি না দেয়, তবে তাহারা পাপী হইবে ॥ ২০২ ॥

ক্লীবাদির যদি দার পরিগ্রহের ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে যদি ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মে, তবে সে পিতামহ-ধন পাইবেক ॥ ২০৩ ॥ পিতার মরণোত্তর ভ্রাতাদিগের সহিত অবিভক্ত জ্যেষ্ঠ আপনার ক্ষমতায় যে ধন উপার্জ্জন করিবে, উহাতে বিদ্যাভ্যাসকারী কনিষ্ঠের অংশ হইবে ॥ ২০৪ ॥ পিতৃ ধনাভাবে যদি সকল ভ্রাতায় চেষ্টা করিয়া গার্হস্থ্য নির্ব্বাহ করে, তবে ভাগকালীন উহারা সকলেই সমান ভাগ পাইবে। উপার্জ্জনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে কাহারও ন্যূন বা কাহারও অধিক হইবে না এবং কেহ উদ্ধার ভাগ পাইবে না ॥ ২০৫ ॥ বিদ্যালব্ধ যে ধন, উহা যাহার বিদ্যা—তাহারই; মিত্রলব্ধ ধন, বিবাহকালে শ্বশুরাদি হইতে প্রাপ্ত ধন, আর যাগে আর্ত্বিজ্য-লব্ধ যে ধন, তাহা দায়াদ কর্তৃক বিভক্ত হইতে পারে না ॥ ২০৬ ॥ যে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জ্জন-ক্ষম বলিয়া সাধারণ ধনের বাঞ্ছা করেন না, তাহাকে পিতৃ ধনের অংশ হইতে উপজীবন-স্বরূপে কিছু দিয়া পৃথক্ করিয়া দিবে ॥ ২০৭ ॥ পিতৃ ধন নষ্ট না করিয়া শ্রমদ্বারা যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করে, সে যদি ইচ্ছা না করে, তবে ঐ শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশ অন্যকে দিবে না ॥ ২০৮ ॥ পৈতৃকসম্পত্তি পিতার অসামর্থ্য প্রযুক্ত যদি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে এবং পুত্র আপন শক্তি-দ্বারা যদি তাহার উদ্ধার করে; তবে ঐ ধন স্বোপার্জ্জিত। ইচ্ছা না থাকিলে অপরাপর পুত্রকে উহার ভাগ দিতে হইবে না ॥ ২০৯ ॥ ভ্রাতারা যদি পূর্ব্বে বিভক্ত হইয়া পশ্চাৎ আবার সকলে একত্র হইয়া বাস করে, তবে পুনর্ব্বার ভাগ করিবার সময়ে সকলে সমান ভাগ পাইবে, জ্যেষ্ঠ উদ্ধার পাইবেন না ॥ ২১০ ॥ বিভাগকালে ভ্রাতাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ যে ভ্রাতা প্রব্রজ্যাদি দ্বারা বা মরণাদিতে স্বীয় অংশ হইতে হীন হইবে, উহার অংশ লুপ্ত হইবে না ॥ ২১১ ॥ সহোদর ভ্রাতারা একত্র হইয়া ঐ অংশ ভাগ করিয়া লইবে। সংসৃষ্ট ভ্রাতারা এবং সোদর্য্যা ভগিনীরাও ঐ অংশ হইতে সমান ভাগ পাইবে ॥ ২১২ ॥ যে জ্যেষ্ঠ লোভবশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করে, সে জ্যেষ্ঠোচিত মাম্যার্হ নহে—জ্যেষ্ঠার্হ উদ্ধারাংশের যোগ্য নয়, পরন্তু রাজগণ কর্তৃক সে দণ্ডনীয় ॥ ২১৩ ॥ কুকর্ম্মাসক্ত ভ্রাতারা ধন পাইবার যোগ্য নয়, কনিষ্ঠদিগকে ভাগ না দিয়া জ্যেষ্ঠ আপনার জন্য সাধারণ ধন হইতে সঞ্চয় করিবে না ॥ ২১৪ ॥

অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ যদি একত্রে থাকিয়া অভ্যুত্থান করে, তবে বিভাগ কালে পিতা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিষম ভাগ দিবেন না ॥ ২১৫ ॥ বিভাগের পর যদি কোন পুত্র জন্মায়, তবে সেও পিতৃধন পাইবে। যদি ভ্রাতারা সংসৃষ্ট থাকে, তবে সংসৃষ্ট ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে ভাগ লইবে ॥ ২১৬ ॥ অনপত্যপুত্রের ধন মাতা পাইবেন, মাতার মরণের পর পিতামহী

পাইবেন ॥ ২১৭ ॥ যথাশাস্ত্র সমুদয় ঋণ বা ধন ভাগ করিয়া লওয়ার পর, যদি অজ্ঞাত, পৈতৃক কোন সাধারণ ঋণ বা ধন দৃষ্ট হয়, তবে তাহা সকলে পূর্ব্বের মত সমান ভাগ করিয়া লইবে ॥ ২১৮ ॥ বস্ত্র, বাহন, অলঙ্কার, তণ্ডুল, জল, দাস্যাদি স্ত্রী, পুরোহিত এবং গবাদি চারণার্থ স্থানের বিভাগ হইবে না ॥২১৮॥ এই তোমাদিগকে বিভাগ ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্রজাদি পুত্রের প্রকরণ কহিলাম, এক্ষণে দ্যূতধর্ম্ম শ্রবণ কর ॥ ২২০ ॥ রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া এবং সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন। এই দুই দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক ॥ ২২১ ॥ দ্যূত এবং সমাহ্বয় প্রকাশ্যচৌর্য্যমাত্র ; এজন্য ইহাদের নিবারণে রাজা নিত্য যত্নবান্ থাকিবেন ॥২২২॥ অক্ষশলাকাদি অপ্রাণি দ্বারা ক্রীড়া করাকে দ্যূত বলে এবং মেষ কুক্কুটাদি প্রাণী দ্বারা পণ পূর্ব্বক যে ক্রীড়া, তাহাকে সমাহ্বয় বলে ॥ ২২৩ ॥ যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপরের দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলকেই অপরাধানুসারে হস্তচ্ছেদাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত দণ্ড করিবেন, এবং দ্বিজ চিহ্নধারী শূদ্রকেও ঐ রূপ দণ্ড দিবেন ॥ ২২৪ ॥ কিতব অর্থাৎ দ্যূত সমাহ্বয়কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট চৌরাদি, বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধাদি, পরধর্ম্মরত এবং শৌণ্ডিকাদিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিবে না ॥ ২২৫॥ এই সকল প্রচ্ছন্নতস্করেরা রাজ্যে বসতি করিলে নানা প্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্মদ্বারা ভদ্রপ্রজাদিগকে নিত্যই পীড়া দেয় ॥ ২২৬ ॥ দ্যূত যে মহৎ বৈরকর—ইহা পুরাণ-কথাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য বুদ্ধিমান্ জন পরিহাসচ্ছলেও দ্যূতসেবা করিবেন না ॥ ২২৭ ॥ প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যরূপে যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া করে, রাজা তাহার প্রতি যথেচ্ছ দণ্ড ব্যবস্থা করিবেন ॥ ২২৮ ॥ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা দণ্ডদানে অশক্ত হইলে রাজা উহাদিগকে জাত্যুচিত কর্ম্ম করাইয়া দণ্ডধনের শোধ লইবেন। পরন্তু ব্রাহ্মণকে দণ্ডধনের জন্য খাটাইবেন না, কিন্তু আয়ানুসারে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে ঐ ধন আদায় করিবেন ॥ ২২৯ ॥ স্ত্রীলোক, বালক, উন্মত্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং রোগী—ইহাদিগকে ধন দণ্ডের স্থলে শিফা অর্থাৎ—বৃক্ষজটা, বিদল অর্থাৎ বেত্র, অথবা চর্ম্মাদিকৃত রজ্জু দ্বারা দণ্ড করিবেন ॥ ২৩০ ॥ প্রাড্‌বিবাকাদি রাজনিযুক্ত পুরুষেরা ধনলোভে বিকৃত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ-পূর্ব্বক যদি অর্থী প্রত্যর্থীর কার্য্য নষ্ট করে, তবে রাজা উহাদিগকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিবেন ॥ ২৩১ ॥ মিথ্যা রাজাজ্ঞাপত্রলেখক, প্রকৃতিবর্গের ভেদকারক, স্ত্রী বালক ও ব্রাহ্মণ-হন্তা এবং শত্রুসেবীকে রাজা বধ করিবেন ॥ ২৩২ ॥ ব্যবহার বিষয়ে কোন পক্ষকে সৎ বা অসৎ বলিয়া সভ্যেরা যাহা একবার ধার্য্য করিয়াছেন, অথবা যে দণ্ড ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মতই করা হইয়াছে এই বোধে, তদ্বিষয়ের আর পুনর্ব্বার আলোচনা করিবে না ॥ ২৩৩ ॥ অমাত্য অথবা প্রাড্‌বিবাক যদি কোন অর্থী প্রত্যর্থীর অভিযোগ অযথা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্ব্বিচার করিবেন এবং অন্যায়বিচারকারীদিগকে সহস্র পণ দণ্ড করিবেন ॥ ২৩৪ ॥ ব্রাহ্মণঘাতী সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুবর্ণহারী এবং গুরুপত্নীগামী—ইহাদের প্রত্যেককে মহাপাতকী বলিয়া জানিবে ॥ ২৩৫ ॥ এই চারি প্রকার মহাপাতকী যদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে রাজা উহাদিগকে ধনসংযুক্ত বক্ষ্যমাণ শারীরিক দণ্ড করিবেন ॥ ২৩৬ ॥ গুরুপত্নী গমনে গন্তার ললাটে ভগাকার চিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্র চিহ্ন, সুবর্ণাপহরণে কুকুরের পদ-চিহ্ন এবং ব্রাহ্মণঘাতীর ললাটে একটা কবন্ধ পুরুষ তপ্ত লৌহ দ্বারা চিরকালের জন্য আঁকিয়া দিবেন ॥ ২৩৭ ॥ চিহ্নিত ঐ মহাপাতকীরা ভোজনীয় নয়, যাজনীয় নয়, অধ্যাপনীয় নয়—ইহাদিগের সহিত কন্যাদান সম্বন্ধ রাখাও উচিত নয়। উহারা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া দীনভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে ॥ ২৩৮ ॥ কৃতচিহ্নিত এই সকল মহাপাতকীকে জ্ঞাতি ও অপরাপর সম্পর্কীয়েরা একেবারে ত্যাগ করিবে—উহাদিগকে কিছুমাত্র দয়া করিবেনা—উহাদিগকে নমস্কার পর্য্যন্তও করিবে না—ইহাই মনুর অনুশাসন ॥ ২৩৯ ॥ ঐ সকল মহাপাতকীরা যদি

স্বস্ব বর্ণোচিত যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে উহাদের ললাটে ঐ রূপ অঙ্কিত হইবে না; পরন্তু রাজা উহাদিগকে উত্তম সাহস দণ্ড করিবেন ॥ ২৪০ ॥ ব্রাহ্মণ অকামকৃত এই সকল মহাপাতক করিলে রাজা উহাকে মধ্যম সাহস দণ্ড দিবেন এবং কামকৃত হইলে উহাকে সদ্রব্য সপরিচ্ছদ রাজ্য হইতে বিবাসন করিবেন ॥ ২৪১ ॥ ক্ষত্রিয়াদি অকামত এই সকল মহাপাতক করিলে, উহাদের সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং কামত করিলে উহাদেরও বিবাসন হইবে ॥ ২৪২ ॥ সাধু রাজা মহাপাতকীর ধন কদাচ গ্রহণ করিবেন না; লোভবশতঃ ঐ রূপ করিলে ঐ মহাপাতক সংযুক্ত হইতে হয় ॥ ২৪৩ ॥ মহাপাতকীর দণ্ড করিয়া যে ধন হইবে, তাহা বরুণের উদ্দেশে জলে নিঃক্ষেপ করিবেন অথবা বৃত্তস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবেন ॥ ২৪৪ ॥ যেহেতু বরুণদেব রাজাদিগেরও শাস্তা, সেইজন্য তিনি ঐ দণ্ডধন গ্রহণে সমর্থ এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের প্রভু বলিয়া তিনিও ঐ ধন গ্রহণে সমর্থ ॥ ৪৫ ॥ যে দেশে রাজা পাপকারীর ধন গ্রহণ করেন না, তথায় মানবেরা যথাকালে জন্মগ্রহণ করে এবং দীর্ঘজীবী হয়; তথায় বৈশ্যেরা যেরূপে শস্যাদি বপন করে, শস্য সকলও সেইরূপ নিষ্পন্ন হয়—বালক অবস্থায় কেহ মরে না অথবা বিকৃত পুরুষ সকলও জন্মগ্রহণ করে না ॥ ২৪৭ ॥ শূদ্রবর্ণ যদি কামত ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন ॥ ২৪৮ ॥ অবধ্যের বধে রাজার যেরূপ পাপ দৃষ্ট হয়, বধ্যের রক্ষণেও তাঁহার তদ্রূপ পাপ; পরন্তু যথাশাস্ত্র দণ্ড করাই রাজার ধর্ম্ম ॥ ২৪৯ ॥ পরস্পর বিবদমান অর্থী প্রত্যর্থীর ব্যবহার নির্ণয় যাহা ঋণাদানাদি অষ্টাদশমার্গে বিভক্ত, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইল ॥ ২৫০ ॥ মহীপতি ধর্ম্মানুসারে এইরূপ ব্যবহার-নির্ণয় করত অলব্ধ দেশ সকল লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং লব্ধ রাজ্যসকল প্রতিপালন করিবেন ॥ ২৫১ ॥ শাস্ত্রে যেরূপ আছে, রাজা জনাধ্যুষিত সেইরূপ দেশে কৃতদুর্গ বাস করিয়া চৌরসাহসিক প্রভৃতি কণ্টকস্বরূপ ক্ষুদ্র শত্রু সকলকে নষ্ট করিতে সর্ব্বদা যত্নবান হইবেন ॥ ২৫২ ॥ সদাচারশালী লোকদিগকে রক্ষা হেতু এবং চৌরদস্যু আদি কণ্টক সকল শোধন হেতু, প্রজাপালন তৎপর রাজা স্বর্গে গমন করেন ॥ ২৫৩ ॥ তস্করদিগকে শাসন না করিয়া যে রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তাঁহার রাজ্য ক্ষুব্ধ হয় এবং তিনি স্বর্গ হইতে বঞ্চিত থাকেন ॥ ২৫৪ ॥ যে রাজার বাহুবল আশ্রয় করিয়া রাজ্যস্থ সকলে নির্ভয়ে বাস করে, জলসেকদ্বারা বৃক্ষ যেমন বর্দ্ধিত হয়, ঐ রাজার রাজ্য তেমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫৫ ॥ রাজা চারপুরুষ দ্বারা পরদ্রব্যাপহারক প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দুইপ্রকার চৌর অবগত হইবেন ॥ ২৫৬ ॥ নানাপণ্যোপজীবীরা দ্রব্যের মূল্যাদি অথবা মানাদি বঞ্চনা করে বলিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্য বঞ্চক এবং যাহারা সন্ধিচ্ছেদাদি দ্বারা গুপ্তভাবে চৌর্য্য করে এবং অরণ্যে থাকিয়া পরধনাপহরণ করে, উহারা প্রচ্ছন্ন বঞ্চক জানিবে ॥ ২৫৭ ॥ উৎকোচ-গ্রহণকারী মিথ্যাভয় প্রদর্শন করাইয়া পরধনহারী, বঞ্চনাকারী, দ্যূতক্রীড়াকারী, কিতব, তোমার ধন পুত্র সম্পত্তিলাভ হইবে, এইরূপ মিথ্যাবাক্যে তোষামোদকারী মঙ্গলাদেশবৃত্ত, ভিতরে পাপ গোপন করিয়া বাহে ভদ্রবেশে পরধনহারী এবং যাহারা ঈক্ষণিক অর্থাৎ হস্তের রেখা দেখিয়া শুভাশুভফল বলিয়া জীবিকা করে ॥ ২৫৮ ॥ অশিক্ষিত মহামাত্র অর্থাৎ মাহুত ও চিকিৎসক এবং যাহারা শিল্পোপায়ে উৎসাহ দিয়া লোকের ধনহরণ করে; বশীকরণাদিকার্য্যনিপুণ এবং বেশ্যাস্ত্রীলোক—॥ ২৫৯ ॥ ইহারা প্রকাশ্য লোককণ্টক জানিবে; ইহাদিগের এবং দ্বিজবেশধারী শূদ্র প্রভৃতির বিষয় রাজা চার দ্বারা অবগত হইবেন ॥ ২৬০ ॥

ঐ সকল দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষকেও তৎকর্ম্মকারী কাপটিক নানাপ্রকার গুপ্তচর দ্বারা আত্মীয়তা দেখাইয়া রাজা শেষে স্ববশে আনয়ন করিবেন ॥ ২৬১ ॥ রাজা উহাদের দোষ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া পশ্চাৎ উহাদিগের অপরাধানুসারে দণ্ড করিবেন ॥ ২৬২ ॥ চৌর, পাপমতি এবং প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণকারী ব্যক্তিদিগকে দণ্ড ব্যতীত পাপ হইতে নিবৃত্ত করা

যায় না ॥ ২৬৩॥ সভা, জলদান গৃহ, পিষ্টকাদি-বিক্রয় গৃহ, বেশ্যা গৃহ, মদ্যান্ন বিক্রয় স্থান, চতুষ্পথ, প্রধান বৃক্ষমূল, জনতাস্থান, রঙ্গ-ক্ষেত্র ; ॥ ২৬৪ ॥ জীর্ণবাটী, অরণ্য, শিল্পগৃহ, জনশূন্যগৃহ, বন এবং উপবন—॥ ২৬৫ ॥ এই প্রকার স্থান সকলের উপর তস্করতা নিবারণ জন্য রাজা স্থাবর-জঙ্গম সৈন্য ও চর নিযুক্ত করিবা সদা-সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন ॥ ২৬৬ ॥ যাহারা চোরের সহায়, অনুগত বা চৌরাদির ন্যায় সন্ধিচ্ছেদাদি কর্ম্মে নিপুণ, অথবা পূর্ব্বে চৌর ছিল—সেই সকল লোকদ্বারা রাজা চৌরের বিষয় অবগত হইবেন এবং চৌরাদিকে উৎসন্ন দিবেন ॥ ২৬৭ ॥ ভক্ষ্য ভোজ্যের লোভ দেখাইয়া অথবা ব্রাহ্মণ দর্শনের ছলে অথবা শৌর্য্য-কর্ম্ম দেখাইবার ছলে রাজা চারদ্বারা ঐ সকল লোককে আনয়ন করাইবেন ॥ ২৬৮ ॥ চার-প্রেরিত হইয়াও জাতশঙ্কাবশতঃ যাহারা আগমন না করে, হঠাৎ রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রী পুত্রাদির সহিত বধ করিবেন ॥ ২৬৯ ॥ ধার্ম্মিক রাজা বমাল না থাকায় চৌর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবেন না, কিন্তু চৌরের উপকরণ ও হৃত-দ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই উহাকে বধ করিবেন ॥২৭০॥ ..মের মধ্যে যদি কেহ জানিবা শুনিয়াও ..কে খাইতে দেয়, অথবা ভাণ্ড কিম্বা ..বকাশ স্থানও দেয়, তবে রাজা উহাদিগকেও বধ করিবেন ॥ ২৭১ ॥

যাহারা রাজ্য মধ্যে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত এবং যাহারা সীমান্দার, ইহারা যদি চৌর্য্যকার্য্যের উপদেশে মধ্যস্থ হয়, তবে রাজা চৌরের ন্যায় উহাদিগকেও ক্ষিপ্র শাসন করিবেন ॥ ২৭২ ॥ ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে রাজা উহাকেও দণ্ডাদি দ্বারা পীড়ন করিবেন ॥ ২৭৩ ॥ গ্রাম লুণ্ঠন হইতেছে, হিতা অর্থাৎ সেতু ভঙ্গ করিতেছে, অথবা পথে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যাহারা উহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাবিত না হয়, রাজা তাহাদিগকে সপরিচ্ছদ দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন ॥ ২৭৪ ॥ রাজ-কোষের অপহর্ত্তা, রাজার প্রতিকূলাচারী এবং রাজার সহিত শত্রুর বৈরবৃদ্ধিকারী—ইহাদিগকে নানাবিধ দণ্ড দিয়া বধ করিবেন ॥২৭৫॥ যে সকল চৌরেরা সন্ধিচ্ছেদ করিয়া রাত্রিকালে চুরি করে, রাজা তাহাদের হস্তদ্বয়চ্ছেদ করিয়া তীক্ষ্ণ শূলে আরোপিত করিবেন ॥ ২৭৬ ॥ যাহারা গ্রন্থি ভেদ অর্থাৎ গাঁটি কাটিয়া চুরি করে, তাহাদিগকে প্রথম বারে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-চ্ছেদ দণ্ড, দ্বিতীয় বারে হস্তপদচ্ছেদ ও তৃতীয় বারে বধ দণ্ড দিবেন ॥ ২৭৭ ॥ সন্ধিচ্ছেদ অর্থাৎ সিঁদকাটা অথবা গাঁটকাটা প্রভৃতিকে যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও অগ্নি দেয় বা ভক্ত দেয়, অথবা শাস্ত্র বা আশ্রয় স্থান দেয় অথবা তাহাদিগের হৃত দ্রব্যাদি রাখে, রাজা তাহাদিগকে চৌরের ন্যায় দণ্ড দিবেন ॥ ২৭৮ ॥ তড়াগ-ভেদকারী ব্যক্তিকে জলে ডুবাইয়া মারিবে অথবা শুদ্ধ বধ করিবে; কিন্তু যদি সে তড়াগভেদ করিয়া আবার পূর্ব্বমত সংস্কার করিয়া দেয়, তবে উহাকে উত্তম সাহস দণ্ড দিবেন ॥ ২৭৯ ॥ রাজসম্বন্ধি ধান্যাদি গৃহ, ধনাগার এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি গৃহ এবং দেবপ্রতিমাগৃহ, যে ব্যক্তি বিনষ্ট করে অথবা রাজার হস্তি-অশ্বের অপহরণ করে, কোন বিচার না করিয়া রাজা তাহাকে বধ করিবেন ॥ ২৮০ ॥ যে ব্যক্তি সাধারণের জন্য কৃত তড়াগের উদক একেবারে নষ্ট করে, অথবা সেতু দ্বারা জলপথ বন্ধ করে, রাজা উহাকে প্রথমসাহস দণ্ড করিবেন ॥ ২৮১ ॥ যে ব্যক্তি অনাপৎকালে রাজমার্গে বিষ্ঠোৎসর্গ করে, রাজা উহাকে কার্ষাপণদ্বয় দণ্ড করিবেন, আর ঐ বিষ্ঠা উহার দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন ॥ ২৮২ ॥

যদি আপদ্গ্রস্ত, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা বালক ঐরূপ করে, তবে উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে এবং উহাদিগের দ্বারা বিষ্ঠা পরিষ্কার করাইবে ॥২৮৩॥ চিকিৎসকেরা যদি মিথ্যা চিকিৎসা করে, তবে গবাদি পশু চিকিৎসাসম্বন্ধে তাহাদের প্রথম সাহস দণ্ড এবং মানুষ চিকিৎসাসম্বন্ধে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে ॥ ২৮৪ ॥ সংক্রম অর্থাৎ সোপান, ধ্বজ, যষ্টি এবং প্রতিমা-ভেদককে রাজা পাঁচশত পণ দণ্ড করিবেন এবং ঐ সকল বস্তু নূতন করাইয়া লইবেন ॥ ২৮৫ ॥ অদূষিত দ্রব্যের দূষণে বা ভেদনে অথবা মনি-

প্রভৃতির অস্থান ভেদনে, ভেত্তার প্রথম সাহস দণ্ড হইবে॥ ২৮৬॥ যে ব্যক্তি সমমূল্যদাতা-দিগের সহিত উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দ্রব্যদ্বারা বিষম ব্যবহার করে অথবা সমমূল্যের দ্রব্য এক জনকে বহুমূল্যে ও আর একজনকে অল্পমূল্যে দেয়, রাজা উহাকে প্রথম বা মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন ॥ ২৮৭ ॥ কারাগারাদি বন্ধনগৃহ সকল প্রকাশ্য রাজপথে নির্ম্মাণ করিবে, যাহাতে দুঃখিত, বিকৃত পাপকারী ব্যক্তিদিগকে সকলে দেখিতে পায়॥ ২৮৮॥ গৃহ বা পুরাদি প্রাকারের ভেদকারক, পরিখার পূরক, বা পরিখার দ্বার ভঙ্গক, এ সকল ব্যক্তিকে রাজা তৎক্ষণাৎ প্রবাসিত করিবেন॥ ২৮৯॥ অন্যকে মারিবার জন্য সকল প্রকার আভিচারিক কার্য্যে, বশীকরণে, এবং বিবিধ উচ্চাটনাদি কার্য্যে দ্বিশত পণ দণ্ড হইবে॥ ২৯০॥ যে অবীজকে বীজ বলিয়া বিক্রয় করে অথবা অপকৃষ্ট বীজকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রয় করে এবং গ্রামাদির সীমা যে নষ্ট করে, তাহাকে রাজা নাসাকরচরণাদি-কর্ত্তনদ্বারা দণ্ড দিবেন॥ ২৯১॥ যত কণ্টক পাপী আছে, তন্মধ্যে সুবর্ণকার পাপিষ্ঠ; একারণ সুবর্ণচৌর্য্যাদি অন্যায়ে প্রবৃত্তি দেখিলে রাজা উহাকে ক্ষুরের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে আদেশ দিবেন॥ ২৯২॥ হালকুদালাদি কৃষিসম্বন্ধীয় দ্রব্য হরণে, শস্ত্র কিম্বা ঔষধি হরণে, রাজা কাল এবং প্রয়োজন বুঝিয়া দণ্ড দিবেন॥ ২৯৩॥ রাজা, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, কোষ, দণ্ড এবং সুহৃৎ এই সাতটী রাজ্যের অঙ্গ হয়, এজন্য রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ বলা যায় ॥ ২৯৪ ॥ প্রকৃতিপদবাচ্য এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্গের বিনাশরূপ ব্যসন, অতিশয় মহৎ জানিবে ॥ ২৯৫॥ যেমন যতির ত্রিদণ্ডের মধ্যে কোন দণ্ডের আধিক্য নাই, তদ্রূপ এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে কোন অঙ্গেরই বিশেষ আধিক্য নাই—উহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী ॥ ২৯৬॥ তবে যে অঙ্গ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই কার্য্যসম্বন্ধে সেই অঙ্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়॥ ২৯৭॥ চার পুরুষদিগকে উৎসাহ দিয়া এবং আত্মকার্য্য সকল দর্শনে রাজা সদাই শত্রুশক্তি ও আত্মশক্তি অবগত হইবেন॥২৯৮॥ মড়কাদি পীড়া অথবা অন্য নানা প্রকার পীড়ন স্থান এবং আত্ম ও উপরচক্রগত ব্যসন—ইহাঁদের গুরুলঘু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা শত্রুর সহিত সন্ধিবিগ্রহাদিকার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥ ২৯৯। রাজ্যরক্ষাদি কার্য্যে বার বার শ্রান্ত হইলেও তথাপি রাজা কর্ম্মারম্ভে ক্লান্ত থাকিবেন না, কারণ কার্য্যারম্ভশালী পুরুষকে শ্রী নিজেই সেবা করেন॥ ৩০০॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—সকলই রাজার চেষ্টিত, একারণ রাজাকেই যুগ বলা যায়॥৩০১॥ রাজা যখন প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি চক্ষু নিমীলিত করিয়া প্রসুপ্ত থাকেন, তখন কলি-যুগ প্রবর্ত্তিত হয়; যখন তিনি রাজ্যের প্রতি জাগ্রদ্ দৃষ্টিতে দেখেন, তখন দ্বাপর যুগ; যখন রাজকর্ম্মানুষ্ঠানে অবস্থিত থাকেন, তখন ত্রেতা; আবার যখন রাজা যথাশাস্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়॥ ৩০৩॥ রাজা, ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, ও পৃথিবীর বীর্য্যানুরূপ চরিত অবলম্বন করিবেন । ৩০৩॥ ইন্দ্রদেব যেমন বর্ষাকালে অপর্য্যাপ্ত বারি-বর্ষণ করেন, সেইরূপ রাজা ইন্দ্রব্রতধারী হইয়া প্রজাপুঞ্জের প্রার্থিত বিষয় সকল বর্ষণ করিতে থাকিবেন॥ ৩০৪॥ সূর্য্যদেব যেমন, অল্পে অল্পে আটমাস কাল স্বীয় রশ্মি দ্বারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিতে থাকেন, রাজা ও সেইরূপ অর্কব্রত হইয়া অল্পে অল্পে রাজ্য হইতে কর গ্রহণ করিবেন॥ ৩০৫॥ বায়ুদেব যেমন, সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট থাকিয়া বিচরণ করিতেছেন, রাজা ও তদ্রূপ বায়ুব্রত হইয়া চার পুরুষ দ্বারা সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন॥ ৩০৬॥ কাল প্রাপ্ত হইলে যম যেমন প্রিয় ও দ্বেষ্য বিচার করে না, রাজাও দণ্ড বিধান সময়ে প্রিয় বা দ্বেষ্য বিবেচনা না করিয়া ন্যায়দণ্ড বিধান করিবেন—এই তাঁহার যমব্রত ॥৩০৭॥ বরুণের পাশ যেমন দৃঢ় বন্ধন, রাজাও পাপীদিগকে সেইরূপ নিগ্রহ করিবেন—ইহাই তাঁহার বরুণ ব্রত॥ ৩০৮॥ পূর্ণচন্দ্রদর্শনে লোকে যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ যে রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি-বর্গ আনন্দিত থাকে, তাঁহাকে চন্দ্রব্রতধারী

রাজা বলা যায় ॥ ৩০৯ ॥ যে রাজা পাপকারীর পক্ষে প্রতাপযুক্ত এবং নিত্য তেজস্বী এবং দুষ্ট সামন্ত সম্বন্ধে হিংসাশালী হন, তাহাকে আগ্নেয়ব্রতধারী বলা যায় ॥ ৩১০ ॥ পৃথিবী যেমন সর্ব্বভূতকে সমভাবে ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ যে রাজা সমুদয় প্রজাকে সমভাবে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে পার্থিবব্রতধারী বলা যায় ॥ ৩১১ ॥ এই সকল এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা রাজা নিত্য অনলস থাকিয়া স্বরাজ্যের এবং পররাজ্যগত চৌরগণকে নিগ্রহ করিবেন ॥ ৩১২ ॥ অতিশয় বিপদাপন্ন হইলেও কখন ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইবে না; কারণ ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে সবলবাহন রাজ্যকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিতে পারে ॥ ৩১৩ ॥ যে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য করিয়াছেন, যাহারা মহোদধিকে অপেয়জল করিয়াছেন, যাঁহারা চন্দ্রকে ক্ষয়ী করিয়া পশ্চাৎ পূরিত করিয়াছেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে প্রকুপিত করিয়া কে না নষ্ট হইয়াছে? ॥ ৩১৪ ॥ যাঁহারা স্বর্গাদি লোকসকল এবং লোকপালসকল সৃষ্টি করিতে পারেন, ক্রুদ্ধ হইলে যাঁহারা দেবতাদিগকেও অদেবতা করিতে পারেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষুন্ন করিয়া কে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ॥৩১৫॥ যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া লোকসকল ও দেবতারা অবস্থান করিতেছেন; ব্রহ্মই যাঁহাদের ধন, জীবনেচ্ছা থাকিতে কে ইঁহাদিগকে হিংসা করিবে॥ ৩১৬॥ সংস্কৃত হউক, আর অসংস্কৃতই হউক, অগ্নি যেমন মহতী দেবতা, তদ্রূপ অবিদ্বান্ হউন, আর বিদ্বান্ই হউন, ব্রাহ্মণ মহাদেবতা স্বরূপ ॥ ৩১৭ ॥ মহাতেজা অগ্নি শ্মশানে থাকিয়াও যেমন অপবিত্র হন না বরং যজ্ঞকার্য্যে হূয়মান হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন, ॥৩১৮॥ তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরা যদি নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তথাপি তাঁহারা সকলের পূজ্য; যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতা স্বরূপ।৩১৯। ক্ষত্রিয়েরা অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতি উদ্ধত হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে শাসন করিবেন; যেহেতু ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণসম্ভূত ॥ ৩২০ ॥ জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে অস্ত্র শস্ত্র সকল উৎপন্ন হয়; ইহাদিগের তেজ সর্ব্বত্রগামী হইলেও স্ব স্ব উৎপত্তি স্থানে গিয়া শমতা প্রাপ্ত হয়। যথা জলে অগ্নির, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ের এবং প্রস্তরে অস্ত্র শস্ত্রের নাশ হয় ॥৩২১ ॥ ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, তবে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব একত্র মিলিত হইলে ইহ পর-উভয়লোকেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২২ ॥ রাজা, যখন মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন, তখন দণ্ডলব্ধ ধনসকল ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া এবং পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সংগ্রামে অথবা অনশন ব্রতে প্রাণত্যাগ করিবেন ॥ ৩২৩ ॥ রাজা এইরূপে সদা রাজধর্ম্মে যুক্ত থাকিয়া সমুদয় ভৃত্যদিগকে লোকের হিতার্থে নিয়োগ করিবেন ॥ ৩২৪ ॥ রাজার সনাতন কর্ম্মবিধি তোমাদিগকে এই সমগ্র বলিলাম, এক্ষণে বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্মবিধি শ্রবণ কর ॥ ৩২৫ ॥ বৈশ্য কৃতোপবীত হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে সদা যুক্ত থাকিবে এবং পশুদিগকেও রক্ষণ করিবে ॥ ৩২৬ ॥ প্রজাপতি পশু সৃষ্টি করিয়া বৈশ্যকে উহার ভারার্পণ করিলেন এবং প্রজা সমুদয় সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও রাজাকে উহাদিগের ভারার্পণ করেন ॥ ৩২৭ ॥ বৈশ্যেরা এমন কখন মনে করিবেন না, যে আমরা নীচ কর্ম্ম পশুপালন করিব না; বৈশ্য পশুপালন করিতে ইচ্ছা করিলে অপর কেহ পশুপালনে অধিকারী হইবেক না ॥ ৩২৮ ॥ বৈশ্য, মণিমুক্তা প্রবাল স্বর্ণাদি, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য এবং লবণাদি রস—ইত্যাদি দ্রব্যের মূল্য ও ভালমন্দ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।॥৩২৯॥ বৈশ্য সর্ব্বপ্রকার বীজের বপনবিধিজ্ঞ হইবেন, ভূমির দোষগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন এবং সপ্রস্থ দ্রোণাদি সকল প্রকার পরিমাণ ও তুলামান জ্ঞাত হইবেন ॥ ৩৩০ ॥ দ্রব্য সকলের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা, দেশ সকলের গুণাগুণ, পণ্য দ্রব্যের লাভালাভ এবং পশুদিগের পরিবর্দ্ধনোপায় সকল ॥ ৩৩১ ॥ শ্রমজীবীগণের পারিশ্রমিক ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, দ্রব্য সকলের স্থান ও তাহাদের পরস্পর সংযোগবিষয়ক জ্ঞান এবং ক্রয়বিক্রয়

সম্বন্ধে সমুদায় জ্ঞাতব্য অবগত থাকিবে॥ ৩৩২॥ বৈশ্য ধর্ম্মানুসারে ধনবৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন এবং সম্যক্ যত্নের সহিত সকল প্রাণীকে অন্নদান করিবেন॥ ৩৩৩॥ বেদজ্ঞ, গৃহস্থ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে যশোযুক্ত ব্রাহ্মণগণের সেবা করাই শূদ্রের পরম শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম॥ ৩৩৪॥ বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, উৎকৃষ্টজাতির সেবাকারী, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ও ব্রাহ্মণাদির নিত্য আশ্রিত শূদ্র—ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট জাতিভাবাপন্ন হয়॥ ৩৩৫॥ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অনাপদ্ কালের শুভ কর্ম্মবিধি এই কথিত হইল, এক্ষণে ইহাদের আপৎকাল বিহিত ধর্ম্ম ক্রমশঃ শ্রবণ কর॥ ৩৩৬॥

ইতি মানবীয়শাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তসংহিতার
নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপন।

দশম অধ্যায়।

শাস্ত্রে কথিত আছে, যে দ্বিজন্মা বর্ণত্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য, ইহাঁরা সতত স্বধর্ম্মনিরত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু বেদাধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের বেদ শ্রোতব্য; বেদাধ্যাপনা কদাপি বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে॥ ১॥ যথাশাস্ত্র সর্ব্ববর্ণের জীবনোপায় অবগত হইয়া, এবং স্বয়ং সদা শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণকে ঐ উপায় সকল উপদেশ দিবেন॥ ২॥ বেদাধ্যয়নাধ্যাপন ও তদ্ব্যাখ্যান বিষয়ে সবিশেষ উপযুক্ততা হেতু, উপনয়ন সংস্কারের বিশিষ্টতা প্রযুক্ত, সর্ব্ববর্ণাগ্রজ এবং পরমেশ্বরের উত্তমাঙ্গজ বলিয়া, ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ৩॥ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনয়ন সংস্কারবিহীন চতুর্থবর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে, বিশুদ্ধবর্ণ মধ্যে পঞ্চমবর্ণ নাই অর্থাৎ উক্ত চারিবর্ণ ভিন্ন সমস্ত সঙ্করজাতি॥ ৪॥ পরিণীত ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভসমুৎপাদিত সন্তান বৈশ্য এবং শূদ্রকর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভজনিত সন্তান শূদ্র॥ ৫॥ এতদ্ভিন্ন অসবর্ণপত্নীতে সমুৎপন্ন সন্তান জনকের সহিত সবর্ণ হয় না;—তাহারা নিশ্চয়ই জাত্যন্তর হইয়া থাকে॥ ৫॥ মন্বাদি ঋষিরা বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ণত্রয়কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়েরা মাতার হীন-জাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে এবং তাহারা যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত মাহিষ্য এবং করণ বা কায়স্থ এই তিন উপাধি প্রাপ্ত হয়। প্রথমের বৃত্তি হস্ত্যশ্বরথ শিক্ষা ও অস্ত্রধারণ, দ্বিতীয়ের নৃত্য, গান, গণনা ও শস্যরক্ষা; তৃতীয়ের দ্বিজবর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা, নৃপ সেবা, দুর্গ এবং অন্তঃপুর রক্ষা॥ ৬॥ ভর্ত্তা হইতে অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়ের নিয়ম সকল বর্ণিত হইল। অতঃপর ভর্ত্তা হইতে একবর্ণান্তরজা এবং দ্বিবর্ণান্তরজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি॥ ৭॥ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতবৈশ্যা-গর্ভসম্ভূত সন্তান অম্বষ্ঠ, পরিণীতাশূদ্রা-গর্ভসম্ভূত সন্তানেরা নিষাদ বা পারশব উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৮॥ ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান উগ্রোপাধি প্রাপ্ত হয় এবং জনক জননী স্বভাবানুসারে নিজে ক্রূরচেষ্ট ও ক্রূরকর্ম্মা হইয়া থাকে॥ ৯॥ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়জ; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাদি বর্ণদ্বয়জ এবং বৈশ্যের শূদ্রজ এই ষড়্‌বিধ তনয়েরা সবর্ণ পুত্রাপেক্ষা অপকৃষ্ট॥ ১০॥ ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত তনয় সূত; বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত সন্তান মাগধ এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত সন্তান বৈদেহোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১১॥ শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভজ সন্তান আয়োগব, ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত সন্তান ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত তনয় নরাধম চণ্ডালোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শূদ্র হইতে উৎপন্ন এই বর্ণত্রয় বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হয়॥ ১২॥ অনুলোমক্রমে একান্তরবর্ণজ অম্বষ্ঠ এবং উগ্রজাতি যেমন স্পর্শযোগ্য বলিয়া কথিত আছে, তদ্বৎ প্রতিলোমক্রমে একান্তরবর্ণজ, ক্ষত্তা ও বৈদেহ জাতিও স্পর্শযোগ্য হইয়া থাকে॥ ১৩॥ দ্বিজন্মাদিগের অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণজ,

একান্তরবর্ণজ এবং দ্ব্যন্তরবর্ণজ তনয়েরা মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কারযোগ্য হইবে ॥১৪॥ ব্রাহ্মণ কর্তৃক উগ্রকন্যাগর্ভসম্ভূত তনয় আবৃত; অম্বষ্ঠকন্যাগর্ভজতনয় আভীর এবং আযোগব-কন্যাগর্ভজ সন্তান ধিগ্বণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই এজন্য ইহারা নরাধম বলিয়া গণ্য ॥ ১৬ ॥ বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন মাগধ, এবং বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে প্রতিলোমক্রমে সঞ্জাত সূত—এ তিন জাতিরও পূর্ব্ববৎ ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই ॥ ১৭ ॥ নিষাদ-কর্তৃক শূদ্রকন্যাসম্ভূত পুক্কস এবং শূদ্র কর্তৃক নিষাদকন্যাগর্ভজ তনয় কুক্কুটক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ক্ষত্তা হইতে উগ্রকন্যাসম্ভূত সন্তান শ্বপাক এবং বৈদেহকর্তৃক অম্বষ্ঠকন্যাসম্ভূত তনয় বেণোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ দ্বিজাতি কর্তৃক পরিণীতা সবর্ণা গর্ভ সম্ভূত তনয়েরা উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে ব্রাত্যোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উহারা প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় ঔর্দ্ধদেহিকাদি পিতৃকার্য্যেও অধিকারী হয় না ॥২০॥ ব্রাত্য ব্রাহ্মণকর্তৃক সবর্ণা গর্ভজ তনয় ভূর্জ্জকণ্টকোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; দেশ বিশেষে ইহাদের আর চারিটী নাম আছে, যথা আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ ॥ ২১ ॥ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কর্তৃক সবর্ণা গর্ভজ তনয় দেশবিশেষে সপ্তবিধাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যথা ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় ॥ ২২ ॥ ব্রাত্য বৈশ্যকর্তৃক সবর্ণাসম্ভূত তনয় ক্রমশঃ এই কয়েকটী আখ্যা প্রাপ্ত হয়; যথা সুধন্বা, চার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র এবং সাত্বত ॥ ২৩ ॥ অন্যোন্য স্ত্রীগমন, সগোত্রে বিবাহ সংঘটন এবং উপনয়নাদি স্বধর্ম্মত্যাগ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরমধ্যে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে ॥২৪॥ অন্যোন্যব্যাসক্তি বশতঃ অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে যে সমস্ত সঙ্কর জাতি জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমগ্রভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥ নরাধম চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ছয়টী প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ ॥ ২৬ ॥ এই ছয়টী সঙ্করবর্ণ স্বজাতীয়া, মাতৃজাতীয়া এবং শ্রেষ্ঠজাতীয়া কন্যাতেও সদৃশবর্ণ তনয় উৎপন্ন করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যপত্নীগর্ভে ব্রাহ্মণকর্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের সবর্ণাসম্ভূত সন্তান দ্বিজ বলিয়া যেমন পরিগণিত হয়; তদ্রূপ বৈশ্য কর্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভজাত সন্তান দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যদিও শেষোক্তেরা কিঞ্চিৎ হীন, তথাপি তাহারা শূদ্রের প্রতিলোমজ সন্তানের ন্যায় হীন নহে ॥ ২৮ ॥ আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ সঙ্কর জাতিরা পরস্পর অনুলোম বা প্রতিলোমক্রমে পরস্পর জাতীয়া পত্নীগর্ভে যে সমস্ত সন্তান সমুৎপাদন করে, তাহারা তৎপিতামাতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে হীন, নিন্দার্হ ও সৎক্রিয়া-বহির্ভূত ॥ ২৯ ॥ শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানেরা যেরূপ অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, চণ্ডালাদি ষড়্‌বিধ সঙ্কর বর্ণকর্তৃক ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে সমুৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে হীন ও নিন্দার্হ ॥ ৩০ ॥ আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ হীনজাতীয়েরা পরস্পরমিশ্রভাবে পরস্পরবর্ণজা পত্নীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ; তাহারা জনকাপেক্ষা আরও হীন ॥ ৩১ ॥ দস্যুজাতি কর্তৃক আয়োগব-স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম সৈরিন্ধ্র; ইহারা কেশরচনাদি কার্য্যে সুচতুর; যদিও প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্য্যোপজীবী এবং পাশ দ্বারা মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ॥ ৩২ ॥ বৈদেহজাতি কর্তৃক প্রকৃত আয়োগব-স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মৈত্রেয়; ইহারা স্বভাবত মধুরভাষী এবং প্রাতঃকালে অরুণোদয়ে ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক নৃপতি প্রভৃতির স্তুতিপাঠ করা ইহাদের কার্য্য ॥ ৩৩ ॥ নিষাদ কর্তৃক আয়োগব-স্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম মার্গব বা দাশ; ইহারা নৌনির্ম্মাণ কর্ম্মোপজীবী এবং আর্য্যাবর্ত্তনিবাসীরা ইহাকে কৈবর্ত্ত জাতি বলিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ উচ্ছিষ্টভক্ষণশীলা এবং মৃতবস্ত্রপরিধানা আয়োগবী স্ত্রীগর্ভে জনক-

ভেদে সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয় এবং মার্গব এই জাতিত্রয় জন্মগ্রহণ করে॥ ৩৫॥ নিষাদকর্তৃক বৈদেহীগর্ভসম্ভূত সন্তানের নাম কারাবর; ইহারা চর্ম্মচ্ছেদকারী এবং বৈদেহ জাতি কর্তৃক কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ্র ও নিষাদ স্ত্রী হইতে মেদ জাতি জন্ম গ্রহণ করে; ইহারা গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করে॥ ৩৬॥ চণ্ডাল হইতে বৈদেহীস্ত্রীতে বেণুব্যবহারজীবী পাণ্ডুসোপাক-নামক পুত্র জন্মে, এবং নিষাদ হইতে বৈদেহীতে আহিণ্ডিক নামক পুত্র জন্মে॥ ৩৭॥ চণ্ডাল কর্তৃক পুক্কসী স্ত্রীগর্ভ হইতে যে পাপিষ্ঠ জাতি জন্মে, তাহার নাম সোপাক; সাধুবিগর্হিত ও নিতান্ত পাপজনক জহ্লাদের কার্য্য ইহাদের উপজীবিকা॥ ৩৮॥ চণ্ডাল হইতে নিষাদীগর্ভসম্ভূত যে সন্তান, তাহার নাম অন্ত্যাবসায়ী (গঙ্গাপুত্র); শ্মশান কার্য্য ইহাদের উপজীবিকা এবং ইহারা যাবত্ত ঘৃণার্হ জাতির ও ঘৃণনীয়॥৩৯ সুবিদিত যাবতীয় সঙ্করজাতির জনকজননীর নাম নির্দ্দেশ করিলাম; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশমান জাতি কর্ম্মদ্বারা জ্ঞেয়। ৪০। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সজাতিপত্নী-সম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণৌরসজাত তনয়দ্বয় ও ক্ষত্রিয়ৌরসজাত বৈশ্যার সন্তান; এই ছয়টী ষড়বিধ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী এবং ইহারা উপনয়নাদি দ্বিজসংস্কারযোগ্য; কিন্তু এই দ্বিজত্রয়ের প্রতিলোমজ তনয়েরা শূদ্রধর্ম্মী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাদের উপনয়নাদি কোন সংস্কারই নাই। ৪১। উক্ত ষড়বিধজাতি যুগে যুগে তপস্যা প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্যমধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে; তদ্রূপ তদ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপকর্ষতাও ঘটিয়া থাকে। ৪২। বক্ষ্যমাণক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে, যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদির অভাবে এবং ব্রাহ্মণদিগের সন্দর্শনাভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন॥ ৪৩॥ পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, অপহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে॥ ৪৪॥ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক, উহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪৫॥ দ্বিজাতি হইতে অনুলোমক্রমে সমুৎপন্ন সন্তানদিগের নাম অপশদ, এবং প্রতিলোমজ সন্তানদিগের নাম অপধ্বংসজ; যাবতীয় দ্বিজবিগর্হিত কর্ম্মই ঐ সকল জাতির উপজীবিকা॥ ৪৬॥ সূতজাতির বৃত্তি অশ্বসারথ্য, অম্বষ্ঠের চিকিৎসা, বৈদেহকজাতির বৃত্তি অন্তঃপুর রক্ষা, এবং মাগধ জাতির বৃত্তি স্থল ও জলপথে বাণিজ্য করা॥ ৪৭॥ নিষাদ জাতির বৃত্তি মৎস্যমারণ, আয়োগবের কাষ্ঠতক্ষণ এবং মেদ, চঞ্চু, অন্ধ্র এবং মদ্গু এই জাতিচতুষ্টয়ের বৃত্তি আরণ্যপশুহিংসা॥ ৪৮॥ ক্ষত্ত, উগ্র এবং পুক্কস এই জাতিত্রয়ের বৃত্তি বিলবাসী গোধাদির বধ বা বন্ধন, ধিগ্বণজাতির চর্ম্মকার্য্য এবং বেণজাতির বৃত্তি করতাল ও মৃদঙ্গাদিবাদন॥ ৪৯॥ ঐ সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করত চৈত্য-বৃক্ষমূলে, পর্ব্বতসমীপে শ্মশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে॥ ৫০॥ চণ্ডাল এবং শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রামবহির্ভাগে দেয়, কুক্কুর ও গর্দ্দভ মাত্র ইহাদের ধন এবং ইহাদিগকে পাত্ররহিত করা কর্ত্তব্য॥ ৫১॥ মৃতবস্ত্র ইহাদের পরিধেয়, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার আভরণ এবং একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ ইহাদের নিত্যকর্ম্ম॥ ৫২॥ সাধুরা যখন বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তখন ইহাদিগকে দর্শন নিষেধ করা, ইহাদের বিবাহক্রিয়া সজাতির মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবংঋণগ্রহণাদি ব্যবহার ভদ্রলোকের সহিত না হইয়া সজাতির সহিত সে সকল সম্পন্ন হইবে। ॥ ৫৩॥ ইহাদিগকে অন্ন প্রদান করিতে হইলে ভদ্রলোকেরা ভৃত্যদ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্নপ্রেরণ করিবেন, এবং গ্রামে বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত একবারে নিষেধ॥ ৫৪॥ রাজনির্দ্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ উহারা দিবাভাগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে, এবং অনাথশব গ্রাম হইতে বহির্নিক্ষেপ করিবে॥ ৫৫॥ রাজদণ্ডে যাঁহাদের প্রাণবিনাশ স্থির হইবে, ইহারা তাহার বধসাধন করিবে এবং ঐ বধ্যব্যক্তির বস্ত্রালঙ্কার ও শয্যা

ইহাদের প্রাপ্য হইবে॥ ৫৬॥ বর্ণবহির্ভূত সুবিশেষ অবিদিত, সঙ্করজাতি-সম্ভূত, আপাততঃ আর্য্যবৎ প্রতীয়মান কিন্তু অনার্য্য—এবম্ভূত ব্যক্তির কর্ম্মদর্শনে জাতি নির্ণয় করিবে॥ ৫৭॥ অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা এবং বধকর্ম্মের অনুষ্ঠান এই সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে॥ ৫৮॥ অসবংশসম্ভূত ব্যক্তি পিতৃ-প্রকৃতি-সম্পন্ন বা মাতৃ-প্রকৃতিসম্পন্ন অথবা তদুভয়-প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়, নিজ নীচকুলোত্ভূতি কোনরূপে গোপন করিতে পারে না॥৫৯॥ মহাকুলপ্রসূত ব্যক্তিরও জননে কোন দোষ থাকিলে, সে অবশ্যই অল্প পরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক তাহার পিতৃ-স্বভাবের অনুকরণ করিবে॥ ৬০॥ যে রাজ্যে বর্ণদূষক বর্ণসঙ্কর জাতি সমুৎপন্ন হয়, সে রাজ্য অচিরাৎ রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজাবর্গের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়॥ ৬১॥ পুরস্কারপ্রত্যাশা না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং বালক ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপৎ পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা, প্রতিলোমজ জাতির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে॥ ৬২॥ অহিংসা, সত্যবাক্যকথন, শুচিত্ব এবং ইন্দ্রিয়সংযম সর্ব্বসাধারণের—এই কয়েকটী ধর্ম্ম চাতুর্বর্ণের অনুষ্ঠেয় বলিয়া মহাত্মা মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৬৩॥

বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণসংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ বীজের উৎকর্ষত্ব জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৬৪॥ এবং এই ক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিবে॥ ৬৫॥ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভজ সন্তান এবং শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভজ সন্তান এতদুভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর?॥ ৬৬॥ এই প্রশ্নের উত্তর এই যে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভজ সন্তান পাকযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানগুণযুক্ত হইলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভজ সন্তান স্বভাবতঃ নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৭॥ মনুবিহিত শাসনানুসারে কি পারশব, কি চণ্ডাল—এতদুভয়ের মধ্যে কেহই উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইবার যোগ্য নহে। কারণ প্রথমটী নিন্দিতক্ষেত্রসম্ভূত এবং দ্বিতীয় প্রতিলোমজ॥ ৬৮॥

সুক্ষেত্রে সুবীজরোপণে যেমন অত্যুত্তম শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে দ্বিজাতিস্ত্রীজাত সন্তান উপনয়নাদি সর্ব্ববিধ দ্বিজাতি-সংস্কারের যোগ্য হয়। ৬৯। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ বীজের প্রশংসা, কেহ ক্ষেত্রের প্রশংসা, কেহ বা ক্ষেত্র ও বীজ উভয়েরই প্রশংসা করিয়া থাকেন—এ সন্দিগ্ধ স্থলে বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা প্রশস্ত। ৭০। ঊষর ভূমিতে উপ্ত বীজ কোন প্রকারে অঙ্কুরিত না হইয়া বিনষ্ট হয় এবং বীজরোপণ বিনা উর্ব্বর ভূমিও নিষ্ফল পড়িয়া থাকে না। এতদ্দ্বারা সুবীজ ও সুক্ষেত্র উভয়েরই প্রশংসা করা হইল। ৭১। কেবল বীজপ্রভাবেই তির্য্যগ্জাতিসম্ভূত ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদবিজ্ঞানাদি দ্বারা প্রশস্ত ও সর্ব্বজনের অর্চ্চনীয় হইয়াছিলেন। এজন্য সুবীজ সতত প্রশংসিত হইয়া থাকে। ৭২। ব্রহ্মা সবিশেষ এই ধার্য্য করিয়াছেন—যে দ্বিজকর্ম্মানুষ্ঠানকারী শূদ্র ও শূদ্রকর্ম্মানুষ্ঠানকারী দ্বিজ ইহারা উভয়ে পরস্পর সমও নয় এবং অসমও নয়। ৭৩। যে বিপ্রেরা ব্রহ্মযোনিস্থ ও সতত স্বকর্ম্ম নিরত, তাঁহাদের যথাক্রমে অধ্যাপনাদি ষট্কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকা আবশ্যক। ৭৪। সাঙ্গবেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন, যাজন দান, এবং প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ষড়বিধ কর্ম্ম। ৭৫। ষট্ কর্ম্ম মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং সৎপ্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৭৬।

কিন্তু যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ এতিনটী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। কেবল দান, অধ্যয়ন, এবং যাগ এই তিনটী উহাদের কর্ত্তব্য। ৭৭। এবং ক্ষত্রিয়বৎ ঐ তিন কার্য্য বৈশ্যের পক্ষেও নিষিদ্ধ। কারণ প্রজাপতি মনু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান মধ্যে উহাদের উল্লেখ করেন নাই। ৭৮। প্রজাগণের রক্ষাবিধানার্থ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা

এবং দান, যাগ এবং অধ্যয়ন উভয়েরই ধর্মকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ৭৯। স্বকর্ম্মমধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যাপন প্রশস্ত; ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন এবং বৈশ্যের বাণিজ্য এবং পশুপালন। ৮০।

যদি ব্রাহ্মণ যথোক্ত অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তি দ্বারা কুটুম্বসম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হয়, তবে গ্রামনগররক্ষাদি ক্ষত্রিয়বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কারণ ইহাই তাঁহার আসন্ন বৃত্তি॥ ৮১॥ নিজ বৃত্তি ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি এ উভয়বিধ কর্ম্মদ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকা-নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিবে, তখন কৃষিবাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয় হইবে॥ ৮২॥ বৈশ্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ইহাঁরা উভয়ে হিংসাবহুল গবাদিপরাধীনকৃষিকার্য্য যত্নতঃ পরিত্যাগ করিবেন॥ ৮৩॥ যদিও কেহ কেহ কৃষিজীবি-কার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা সজ্জন নিন্দিত, কারণ এতদুপলক্ষে হল কুদ্দা-লাদি সঞ্চালন দ্বারা ভূমিস্থিত বহুপ্রাণীর প্রাণ-নাশ সম্ভাবনা॥ ৮৪॥ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠায় ব্যাঘাৎ হইলে, নিষিদ্ধ বস্তু পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক বৈশ্যের বিক্রেতব্য বস্তুজাত বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন॥ ৮৫॥ সর্ব্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধান্ন, লবণ পশু এবং মনুষ্য এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষেধ॥ ৮৬॥ কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্র-নির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র; শণ এবং অতসীতন্তুময় বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ না হইলেও মেষলোম-বিনির্ম্মিত কম্ব-লাদি, এ সকলও বিক্রয় করিতে নিষেধ॥ ৮৭॥ জল, শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, মধু, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় এবং কুশ—এসকল বস্তুরও বিক্রয় নিষেধ॥ ৮৮॥ সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু বিশেষতঃ গজাদি দংষ্ট্রী পশু, অখণ্ডিত খুর অশ্বাদি, এতদ্ভিন্ন পক্ষী, নীল মদ্য, এবং লাক্ষা—এ সকল বস্তুর বিক্রয় নিষেধ॥ ৮৯॥ স্বয়ং কর্ষণদ্বারা তিল উৎপাদনপূর্ব্বক অচিরকালমধ্যে বিশুদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু লাভ প্রত্যাশায় বিলম্বে বিক্রয় নিষেধ॥ ৯০॥ ভোজন, মর্দ্দন এবং দান ব্যতীত যদি কেহ তিল বিক্রয় করে, তবে সে পিতৃ-পুরুষদিগের সহিত কৃমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরবিষ্ঠায় নিমগ্ন হয়॥ ৯১॥ ব্রাহ্মণ মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিবা-মাত্রই পতিত হয়; কিন্তু দুগ্ধ ক্রমাগত তিন দিন বিক্রয় করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৯২॥ মাংসাদি ভিন্ন অন্য নিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমাগত সাত দিন বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন॥ ৯৩॥ একরূপ রসদ্রব্যের বিনিময়ে অপর রসদ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের সহিত লবণের বিনিময় হয় না; সিদ্ধান্নের বিনিময়, আমান্নের সহিত হইতে পারে এবং ধান্যের বিনিময়ে তিল লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সমান পরিমাণ দিতে হয়॥ ৯৪॥ ব্রাহ্মণের আপৎকালে যে রূপ জীবিকা উক্ত হইল, ক্ষত্রিও বিপন্ন হইলে তদনুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু কখনও বিপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না॥ ৯৫॥ যদি কোন অধমজাতীয় ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য॥ ৯৬॥ স্বধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয় আর পরকীয় ধর্ম্ম সুন্দর হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয় নহে, যেহেতু জাত্যন্তর ধর্ম্মদ্বারা জীবন ধারণ করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়॥ ৯৭॥ বৈশ্য স্বধর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অনাচার পরিহারপূর্ব্বক দ্বিজশুশ্রূষাদি শূদ্রবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু আপদ্‌মুক্ত হই-লেই শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে॥ ৯৮॥ শূদ্র যদি নিজবৃত্তিদ্বারা পুত্র কলত্রাদির ভরণ পোষণে অক্ষম হয়, তবে কারুকরাদি কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে॥ ৯৯॥ যে কর্ম্মাচরণে দ্বিজ শুশ্রূষা নির্ব্বাহ হয় এমত বিবিধ কারুকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম করিবে॥ ১০০॥ স্বপথস্থিত ব্রাহ্মণ বৃত্ত্যভাব-প্রপীড়িত হইয়াও যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তবে বক্ষ্যমাণ বৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয়॥ ১০১॥ বিপন্ন ব্রাহ্মণ সকলেরই নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারে; যে স্বতঃ পবিত্র সে দোষ-দুষ্ট হয়, ইহা ধর্ম্মতঃ প্রতিপন্ন

হইতে পারে না ॥ ১০২॥ ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ জল ও অগ্নির ন্যায় পবিত্র; আপৎকালে নিন্দিতের যাজনাধ্যাপন প্রতিগ্রহেও তাঁহার অধর্ম্ম হয় না ॥ ১০৩॥ প্রাণাত্যয় সম্ভাবনায় ব্রাহ্মণ যদি নীচেরও অন্নগ্রহণ করেন, তথাপি আকাশে যেমন পঙ্ক লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহার কোন পাপাশঙ্কা নাই ॥ ১০৪॥ বুভুক্ষিত ঋষি অজীগর্ত্ত নিজ তনয়ের প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষুৎপ্রতীকার ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি কোন পাপে লিপ্ত হন নাই ॥ ১০৫॥ ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ ঋষি বামদেব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কুক্কুরমাংসভোজনেচ্ছুক হন, তথাপি তিনি পাপসংলিপ্ত হন নাই ॥ ১০৬॥ মহাতপা সপুত্র ভরদ্বাজমুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বৃধুনামা সূত্রধরের নিকট হইতে বহুসংখ্যক গো গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই ॥ ১০৭॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধাকাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে কুক্কুরের জঘনমাংস লইয়া ভোজন করেন, তথাপি পাপে লিপ্ত হন নাই ॥ ১০৮॥ ব্রাহ্মণের নিন্দিতাধ্যাপন যাজন ও প্রতিগ্রহ এ তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহই অতীব নিকৃষ্ট ॥১০৯॥ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃতাত্মা দ্বিজাতিদিগের যাজনাধ্যাপনকর্ম্ম ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ত্তব্য; কিন্তু আপদ্‌কালে নিকৃষ্টজাতি শেষজন্মা শূদ্র হইতেও প্রতিগ্রহ বিধেয় ॥ ১১০॥ জপ ও হোম দ্বারা শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতির যাজনাধ্যাপনসঞ্জাত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপ বিনাশের নিমিত্ত প্রতিগৃহীতদ্রব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মাসাবধি পয়ঃপানাদি তপস্যা আবশ্যক ॥ ১১১॥ স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ উপপাতকী প্রভৃতির নিকট হইতে শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, কারণ অসৎপ্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলশ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি আরও প্রশস্ত ॥ ১১২॥ ধনাভাবে অবসন্ন স্নাতক ব্রাহ্মণ ধান্য, বস্ত্রাদি, কুপ্য অর্থাৎ তাম্র কাংসাদি-নির্ম্মিত দ্রব্য এবং ধনাভিলাষী হইয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট যাচ্ঞা করিবেন এবং যদি সে দানে অনভিলাষ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ১১৩। কৃষ্টভূমি অপেক্ষা অকৃষ্ট ভূমির শস্য প্রতিগ্রহ করা প্রশস্ত এবং গো, ছাগ, মেষ, হিরণ্য, ধান্য ও সিদ্ধান্ন—এই সকল দ্রব্যের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্য অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্যের প্রতিগ্রহ প্রশস্ত। । ১১৪। সাত প্রকার ধনাগম ধর্ম্মসঙ্গত—যথা-দায়প্রাপ্ত ধন, মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন, ক্রয় জয়লব্ধ ধান্যাদি বৃদ্ধিলব্ধ, কৃষি বাণিজ্যাদি-কর্ম্মযোগে লব্ধ ধন এবং সৎপ্রতিগ্রহণ-লব্ধ ধন ॥ ১১৫॥ বিদ্যা, শিল্পকার্য, সেবা, গোরক্ষা বাণিজ্য, অল্পপ্রাপ্তিতে সন্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং সুদের জন্য ধন প্রয়োগ—এই দশটি লোকের জীবন হেতু ॥ ১১৬॥

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কদাচিৎ সুদ গ্রহণপূর্ব্বক ঋণদান কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কেবল ধর্ম্মকর্ম্মার্থ অল্পসুদে নিকৃষ্টকর্ম্মাকে ঋণদান করিতে পারেন ॥ ১১৭॥ সাধ্যানুসারে প্রজারক্ষা করত রাজা আপৎকালে ধান্যের চতুর্থভাগ করস্বরূপ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অধিক করগ্রহণদোষে লিপ্ত হইতে হয় না ॥ ১১৮॥ যুদ্ধ রাজার আত্মধর্ম্ম—একারণ প্রজারক্ষণে নিবিষ্টাত্মা রাজার কদাপি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। শস্ত্রদ্বারা সদা বৈশ্যকে রক্ষা করতঃ ধর্ম্মতঃ তাহার নিকট হইতে করগ্রহণ করিবেন ॥ ১১৯॥ আপৎকালে ধান্যের অষ্টমভাগ এবং অন্যাপৎকালে চতুর্থভাগ বৈশ্যের নিকট হইতে করস্বরূপ গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য, সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্ত বিংশতি ভাগ গ্রহণীয়, এবং শূদ্র, সূপকারাদি এবং শিল্পী ইহাদের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লওয়া বিধেয়, ইহাদের কর কদাপি গ্রাহ্য নহে ॥১২০॥ বিপ্রসেবায় জীবিকাসঙ্গতি না ঘটিলে, শূদ্র যদি বৃত্ত্যন্তরাভিলাষী হয়, তবে ক্ষত্রিয় তাহার সেব্য, এতদভাবে ধনশালী বৈশ্যের সেবাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ১২১॥ স্বর্গ লাভার্থ, অথবা স্বর্গ ও নিজজীবিকা এতদুভয় লাভার্থ ব্রাহ্মণ শূদ্রের আরাধ্য। ব্রাহ্মণসেবক—এই শব্দ বিশেষণ মাত্রেই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে ॥ ১২২॥ বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, এবং এতদ্ভিন্ন সে যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল ॥ ১২৩॥ শূদ্রভৃত্যের পরিচর্য্যাসামর্থ্য, কার্য্যনৈপুণ্য এবং উহার পোষ্যবর্গের পরিমাণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বেতন অবধারণ করা ব্রাহ্মণের

কর্ত্তব্য ॥ ১২৪ ॥ ব্রাহ্মণ আশ্রিত শূদ্রের ভক্ষ্যার্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানার্থ জীর্ণ বসন, শয়নার্থ জীর্ণশয্যা, এবং ধান্যের পুলাক প্রদান করিবেন ॥ ১২৫ ॥

লশুনাদি অপদ্রব্য ভক্ষণে শূদ্রের পাপ নাই, উপনয়নাদি সংস্কার নাই, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অধিকার নাই এবং পাক যজ্ঞাদি কার্য্যে নিষেধও নাই ॥ ১২৬ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ সদ্বৃত্তিশালী শূদ্র ধর্ম্মেচ্ছু হইয়া ব্রাহ্মণাদির অনুষ্ঠেয় পঞ্চমহাযজ্ঞাদি মন্ত্র-বর্জ্জন পুরঃসর করিলে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয় না; পরন্তু প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে ॥ ১২৭ ॥ অসূয়াশূন্য শূদ্র যদ্রূপ সদ্বৃত্তানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তদনুসারে ইহলোকে মান্য এবং পরলোকে স্বর্গলাভ করে ॥ ১২৮ ॥ অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান হওয়া উচিত নয়, কারণ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে ॥ ১২৯ ॥ চাতুর্ব্বর্ণের আপৎকালানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বিবৃত হইল, এতদনুষ্ঠানে লোক পরমগতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। ১৩০। চাতুর্ব্বর্ণের সমগ্র ধর্ম্মবিধি এই সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তিত হইল—অতঃপর প্রায়শ্চিত্তবিধান সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩১।

ইতি ভৃগুপ্রোক্ত মানবসংহিতার দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপন।

একাদশ অধ্যায়।

সন্তানের জন্য বিবাহার্থী, যাগেচ্ছু, পান্থ, যিনি যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়াছেন, গুরু বা পিতা মাতার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাঁহার অর্থের প্রয়োজন, অধ্যয়নার্থী এবং রোগী—॥ ১ ॥ এই নয় জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মভিক্ষুক স্নাতক বলিয়া জানিবে; নির্দ্ধন এই কয়েক জনকে বিদ্যাবত্তা অনুসারে দান করিবে ॥ ২ ॥ এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকে যজ্ঞবেদির মধ্যে বসাইয়া দক্ষিণার সহিত অন্ন প্রদান করিবে; এতদ্ব্যতিরিক্ত অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞবেদির বহির্ভাগে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ৩ ॥ রাজা যথাযোগ্য রত্ন সকল ও যজ্ঞের দক্ষিণা—এই সকল ব্রাহ্মণকে ও বেদবিদ্গণকে প্রদান করিবেন ॥ ৪ ॥ কৃতদার ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া যদি আর একটী দার পরিগ্রহ করে, তবে তাহার সেই বিবাহে কেবল রতিমাত্রই ফল হইবে; ঐ বিবাহোৎপন্ন যে সন্তান হইবে, উহা ধনদাতার ॥ ৫ ॥ যথাশক্তি বেদজ্ঞ এবং সংসারাসক্তিশূন্য ব্রাহ্মণকে ধনদান করা উচিত, ইহাদিগকে ধনদান করিলে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ॥ ৬ ॥ তিন বৎসর বা তদধিক পর্য্যন্ত অবশ্য পোষ্যগণের ভরণপোষণার্থ যাঁহার অন্ন পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোমপানের যোগ্য ॥ ৭ ॥ ইহা অপেক্ষা অল্পসংস্থানশালী দ্বিজ যদি সোমপান করেন, তবে তিনি সোমপান করিলেও সেই সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥ নিজের পিতা মাতা ভার্য্যা প্রভৃতি স্বজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছে অথচ পরকে দান করিবার বেলা যাঁহার শক্তির ক্রটী নাই; তাঁহার সেই দান ধর্ম্ম, ধর্ম্মের ছায়ামাত্র, উহা আপাততঃ মধুর বটে কিন্তু উহার পরিণাম বিষময় ॥ ৯ ॥ ভরণীয়গণকে বঞ্চিত করিয়া তিনি পারলৌকিক ধর্ম্ম বুদ্ধিতে যে দান করেন, উহার অসুখময় পরিণাম তিনি জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও ভোগ করেন ॥ ১০ ॥ যাগকারী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, যদি দ্রব্যাভাবে একাঙ্গে আটকাইয়া থাকে, তবে ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বাস করিলে, ॥ ১১ ॥ যে বৈশ্যের বহুধন আছে কিন্তু যে যাগযজ্ঞহীন ও সোমপান করে না, তাহার নিকট হইতে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য ঐ দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উক্তাঙ্গ পূরণ করিবে ॥ ১২ ॥ বৈশ্যের অভাবে, শূদ্রগৃহ হইতে ইচ্ছামতঃ দুই বা তিনটী যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে; যেহেতু শূদ্রের কোন যজ্ঞ সম্বন্ধ নাই ॥ ১৩ ॥ অথবা যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সাগ্নিক নয়, অথচ একশত গোধনযুক্ত এবং নিজে সাগ্নিক, পরন্তু যাগহীন ও সহস্রগোধনবিশিষ্ট, অথকিঞ্চিত্তে এইরূপ কুটুম্বের নিকট হইতে ঐ যজ্ঞদ্রব্য গ্রহণ করিবে ॥ ১৪ ॥ যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহাদি দ্বারা নিত্য ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্তাদি সৎকার্য্যে কিছুই ব্যয় করে না, উহার নিকট হইতে সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক

ঐ দ্রব্য আনিয়া যজ্ঞাদিপূরণ করিবে। বরং তাহাতে তাহার খ্যাতি ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ১৫॥ ছয়বেলা অথবা তিন দিন ভাত খাইতে না পাইয়া সপ্তম বেলায় যদি কোন হীনকর্ম্মার বাটীতে অন্ন ভিক্ষা না মিলে, তবে ঐ দানাদি ধর্ম্মরহিতনীচলোকের গৃহ হইতে একাদনের মত অন্ন অপহরণ করিতে পারে॥ ১৬॥ ঐ দানাদি ধর্ম্মহীনব্যক্তির খামার বা ক্ষেত্র কিম্বা গৃহ অথবা যে কোন স্থান হইতে ধান্য চুরি করিবে। ক্ষেত্রস্বামী যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে অপহরণের কারণ বলিবে॥ ১৭॥ ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা ক্ষত্রিয়ের কদাচ উচিত নয়; তবে প্রতিষিদ্ধসেবী, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানবিহীন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে যজ্ঞ না চলিলে ক্ষত্রিয়ও ঐ যজ্ঞাদি দ্রব্য হরণ করিতে পারে॥১৮॥ যেব্যক্তি অসাধুর নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া সাধুদিগকে প্রদান করে, সে এক নৌকায় আপনাকে, যে অসাধুর ধন চুরি করিয়াছে তাহাকে এবং যাহাকে প্রদান করে—এ সকলকেই দুঃখসাগর হইতে পার করে॥ ১৯॥ যাগশীলদিগের ধনকে জ্ঞানীরা দেবস্ব মনে করেন এবং অযাজ্ঞিকের ধন অসুরস্ব বলিয়া কথিত হয়॥ ২০॥ যাগাদির নিমিত্ত বলাৎকারে বা চৌর্য্য দ্বারা অসুরস্বাপহারীকে ধার্ম্মিক রাজার দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু রাজার মূর্খতাবশতই ব্রাহ্মণ অবসন্ন হন॥২১॥ অবসন্ন ব্রাহ্মণের পোষ্যবর্গ, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া রাজা তাঁহার জন্য আপনার কোষ হইতে বৃত্তি বিধান করিবেন॥ ২২॥ ব্রাহ্মণের এইরূপ বৃত্তি বিধান করিয়া দিলে রাজার তাঁহাকে চৌর্য্যাদি হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা হয়, এবং এই রক্ষা হেতু রাজা ঐ ব্রাহ্মণার্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশভাগী হন॥ ২৩॥ যজ্ঞের নিমিত্ত শূদ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করা ব্রাহ্মণের কদাচ উচিত নয়, ঐরূপ করিলে ব্রাহ্মণ পরজন্মে চণ্ডাল হন॥ ২৪॥ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়া, যে ঐ সমুদায় ধন ব্যয় না করে, সে এই পাপে জন্মান্তরে শতবর্ষপর্য্যন্ত শকুন বা কাক হয়॥ ২৫॥ যে ব্যক্তি লোভবশতঃ দেবস্ব বা ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করে, সে পাপাত্মা জন্মান্তরে গৃধ্রের উচ্ছিষ্টভোজী হয়॥ ২৬॥ যদি পশুযাগ ও সোমযাগ না হইয়া থাকে, তবে তদ্দোষোপশমনার্থ শূদ্র হইতে ও ধন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বৎসরান্তে বৈশ্বানরী ইষ্টি করিবে॥ ২৭॥ যে দ্বিজ অনাপৎকালেও আপৎকালোক্ত ধর্ম্ম করে, সে পরলোকে ঐ কর্ম্মের ফল পায় না—ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত॥ ২৮॥ বিশ্বদেব নামক দেবতা, সাধ্যগণ, ব্রাহ্মণেরা ও মহর্ষিরা প্রাণসংশয়রূপ আপৎকালে প্রতিনিধিরূপে বৈশ্বানরী প্রভৃতি ইষ্টি করিয়াছেন॥ ২৯॥ প্রথম কল্পোক্ত কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য থাকিতেও যে ব্যক্তি অনুকল্পোক্ত অর্থাৎ প্রতিনিধি বা তদনুরূপ বিধির অনুষ্ঠান করে, উহার পারলৌকিক কোন ফল হয় না॥ ৩০॥ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কোনরূপ অপকারের জন্য আবেদন করিবেন না, স্বকীয় ব্রাহ্মশক্তিতেই অপকারী মানবদিগকে শাসন করিবেন॥ ৩১॥ স্বকীয় শক্তি ও রাজশক্তি, এই উভয় হইতে তাঁহার স্বকীয় শক্তিই বলবত্তর; অতএব দ্বিজ স্বকীয় প্রভাবেই শত্রু সকলকে নিগ্রহ করিবেন॥ ৩২॥ অবিচারিত চিত্তে তিনি তখন অথর্ব্ববেদোক্তআঙ্গিরসী শ্রুতি অর্থাৎ অভিচার মন্ত্রাদি পাঠ করিবেন; বাক্যই ব্রাহ্মণের শস্ত্র, উহা দ্বারা তিনি শত্রু বিনাশ করিবেন॥ ৩৩॥ ক্ষত্রিয় বাহুবলে আপৎ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, বৈশ্য ও শূদ্র বল দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ জপ হোমাদি দ্বারা বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন॥ ৩৪॥ যিনি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, যিনি জনসমাজের উপদেষ্টা, যিনি ধর্ম্মব্যাখ্যাতা, সর্ব্বভূতেই যাঁহার মিত্রভাব, সেই দ্বিজই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য; তাঁহার প্রতি কেহ যেন অনিষ্ট বা রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ না করেন॥ ৩৫॥ অমূঢ়া কন্যা ও যুবতী, অল্পবিদ্য, মূর্খ, রোগপীড়িত এবং অনুপনীত; ইহারা শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত অগ্নিহোত্র হোমের অধিকারী নয়॥ ৩৬॥ এই কন্যাদিরা যদি হোম করে কিম্বা হোমকার্য্যে যাহার প্রতিনিধি হয়, তবে সকলেই নরকগামী হয়। বেদপারগ ব্রাহ্মণই হোতা হইবে॥৩৭॥ সম্পত্তি থাকিতে, আধান কার্য্যে যে ব্রাহ্মণ প্রজাপতি দেবতাক অশ্ব ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা না দেন, তিনি অধ্যা-

ধানে ফল প্রাপ্ত হন না, পরন্তু নিরগ্নিকই থাকেন॥ ৩৮॥ শ্রদ্ধাবান্ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া বরং অন্যান্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত; তথাপি অল্প দক্ষিণা দিয়া কদাপি যাগ করাইবে না॥ ৩৯॥ অল্পদক্ষিণযজ্ঞ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, খ্যাতি, স্বর্গ, আয়ুঃ, কীর্ত্তি, পুত্রাদি প্রজা এবং পশু,—এই সকল নষ্ট করে, এইজন্য অল্পধনব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন না॥ ৪০॥ অগ্নিহোত্রী যদি সায়ংপ্রাতে ইচ্ছা করিয়া হোম না করে, তবে তজ্জন্য একমাসকাল চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, যেহেতু উক্ত হোম না করিলে পুত্রহত্যার তুল্য পাপ হয়॥ ৪১॥ যাঁহারা শূদ্র হইতে অর্থ লইয়া তদ্দ্বারা অগ্নিহোত্রের উপাসনা করেন, ব্রহ্মবাদীদিগের মতে তাঁহারা অতি নিন্দিত এবং শূদ্রযাজী॥ ৪২॥ যাঁহারা শূদ্রধনে অগ্ন্যুপাসনা করেন, সেই অজ্ঞানদিগের মস্তকে দাতা শূদ্র পা দিয়া নরক হইতে নিস্তার পায়॥ ৪৩॥ শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম না করিলে—নিন্দিত কর্ম্মের আচরণ করিলে, এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইলে, মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়॥ ৪৪॥ কেহ কেহ কোন পণ্ডিত অনিচ্ছাকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে বিবেচনা করেন; আবার কেহ কেহ বা বেদ-প্রমাণে বলেন যে, ইচ্ছাকৃত পাপও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডন হয়॥ ৪৫॥ অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদাভ্যাসেই নষ্ট হয়, কিন্তু রাগ-দ্বেষাদি মোহ-বশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপের নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত আছে॥ ৪৬॥ ইহ-জন্মে দৈবাৎ প্রমাদাদিবশত পাপের জন্যই হউক, আর পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্যই বা হউক, প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া যে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত না করেন, সাধুদিগের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার উচিত নয়॥ ৪৭॥ কোন কোন দুরাত্মা ইহ জন্মের দুশ্চরিতের জন্য, কেহ কেহ বা পূর্ব্ব জন্মের দুশ্চরিতের জন্য কৌনখ্যাদিরূপবিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়॥ ৪৮॥ সুবর্ণচোর কুৎসিত নখ প্রাপ্ত হয়, সুরাপায়ী কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট হয়, ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগী হয় এবং গুরুভার্য্যাগামী বিকোষমেহন হয়॥ ৪৯॥ বিদ্যমানদোষাভিধায়ী পিশুন দুর্গন্ধনাসযুক্ত হয়; সূচক অর্থাৎ যে পরের মিথ্যাদোষের উল্লেখ করে, সে দুর্গন্ধ-মুখত্ব প্রাপ্ত হয়; ধান্যচোর অঙ্গহীন হয় ও মিশ্রক অর্থাৎ লাভের জন্য যে এক দ্রব্যের সহিত আর এক দ্রব্য মিশাইয়া বিক্রয় করে, সে অধিকাঙ্গ হয়॥ ৫০॥ অন্নচোর মন্দাগ্নিযুক্ত হয়, শাস্ত্র বা গুরুর অননুজ্ঞাত অধ্যায়ী মূক হয়, বস্ত্রাপহারীর শ্বেতকুষ্ঠ হয়, এবং অশ্বচোর খঞ্জ হয়॥ ৫১॥ দীপচোর অন্ধ, দীপ-নির্ব্বাপক কাণ, প্রাণিহিংসা দ্বারা রোগ-বাহুল্য এবং পরস্ত্রীর অভিমর্ষণকারী বাতব্যাধিতে স্থূলদেহ হয়॥ ৫২॥ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা সজ্জনঘৃণিত, জড়, মূক, অন্ধ, বধির এবং বিকৃতাকৃত মনুষ্য সকল জন্মগ্রহণ করে॥ ৫৩॥ এই কারণ পাপ-ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করা নিত্য কর্ত্তব্য; পাপের নিষ্কৃতি না হইলে নিন্দনীয় লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়॥ ৫৪॥ ব্রহ্মহত্যা, নিষিদ্ধসুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ-হরণ এবং বিমাতৃগমন ও এই সকল পাপীর সহিত ক্রমিক একবৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ, এই পাঁচটিকে মহাপাতক বলে॥ ৫৫॥ আপনার জাত্যুৎকর্ষ জানাইবার জন্য মিথ্যাভাষণ; রাজার নিকটে, অপরের মৃত্যুজনক দোষোদ্-ঘাটন এবং গুরুসম্বন্ধে অলীক কথন—ইহারাও ব্রহ্মহত্যার সমানপাতক বা অনুপাতক॥ ৫৬॥ অনভ্যাসহেতু ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদবিস্মরণ, বেদনিন্দা, সাক্ষীস্থলে মিথ্যা কথন, মিত্রবধ, লশুন-প্রভৃতি গর্হিত ও বিষ্ঠামূত্রাদি অখাদ্য-দ্রব্যের ভোজন, এই ছয়টী সুরাপানের সমান পাতক॥ ৫৭॥ গচ্ছিত বস্তুর অপহরণ, অশ্ব, রূপ্য, ভূমি, হীরক ও মণির অপহরণ—ইহা সুবর্ণ চৌর্য্যের সমান পাতক॥ ৫৮॥ সহোদরা ভগিনী, কুমারী, চণ্ডালী, সখা বা পুত্রের ভার্য্যাতে রেতঃসেক—গুরুপত্নীগমন সমান পাতক। সমানপাতক বা অনুপাতকে মহা-পাতকের ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার পাতক অনুপাতক॥ ৫৯॥ গোহত্যা, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্ম-বিক্রয়, পিতামাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায় ও স্মার্ত্তাগ্নি ত্যাগ এবং সুতত্যাগ- অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার না করা,॥ ৬০॥ জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ অর্থাৎ পরি-বেদন এইরূপ জ্যেষ্ঠেরও পরিবিত্তিত্ব;—ঐ দুই

ভ্রাতাকে কন্যাদান এবং ঐ বিবাহে পৌরহিত্য-করা ॥ ৬১ ॥ অরক্ষকা কন্যাদূষণ, বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ, পবিত্র তড়াগ বা উদ্যান অথবা স্ত্রী বা পুত্র বিক্রয় করা ॥ ৬২ ॥ ষোড়শবর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন এবং অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, ॥ ৬৩ ॥ রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কাজ করা, বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কায করা, ঔষধি নষ্ট করা, ভার্য্যাদির জার যোগ করিয়া জীবিকা; শ্যেনাদি অভিচারিক যোগ বা মন্ত্রাদিদ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট করণ, ॥ ৬৪ ॥ জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশে নয়, পরন্তু আপনার জন্য পাকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, এবং লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যের ভক্ষণ, ॥ ৬৫ ॥ অগ্ন্যাধানের অকরণ, সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি, দেব, পিতৃও ঋষ্যাদি ঋণের অপরিশোধ, শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা, এবং নৃত্য গীত বাদিত্রোপসেবন, ॥ ৬৬ ॥ ধান্য, তাম্র ও লোহাদি ধাতু এবং পশুচুরি, মদ্যপানকারিণী স্ত্রীগমন, স্ত্রীহত্যা, বৈশ্যহত্যা ও শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা, এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়। ॥ ৬৭ ॥ দণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের পীড়ন, অতি-শয় দুর্গন্ধ লশুন পুরীষাদি এবং মদ্যের আঘ্রাণ, কৌটিল্য ও পুরুষ মৈথুন—এই সকলের প্রত্যেক জাতিভ্রংশকর পাতক ॥ ৬৮ ॥ গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মৎস্য সর্প ও মহিষের বধ এসকলের প্রত্যেককে সঙ্করীকরণ পাতক জানিবে অর্থাৎ ইহাদ্বারা সঙ্কর জাতিত্ব প্রাপ্তি হয় ॥৬৯॥ নিন্দিত হইতে ধনপ্রতিগ্রহ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা ও মিথ্যাকথন—এইসকল পাপে পাত্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়—এজন্য ইহাদিগকে অপাত্রীকরণ পাতক বলে ॥ ৭০ ॥ কৃমি, কীট ও পক্ষীর হনন, কোনরূপ মদ্যকর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছে এমন ভক্ষ্যদ্রব্যের ভোজন, ফল, কাষ্ঠ ও পুষ্পের চুরি এবং অতি যৎসামান্য উপলক্ষে মনোবৈকল্য—এই সকলের প্রত্যেককে মলাবহ পাতক বলা যায়—ইহাতে চিত্তমল উপস্থিত হয় ॥ ৭১ ॥ এই সমুদয় পাতকের কথা পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইল—এক্ষণে যে যে ব্রত দ্বারা ঐ সমুদয় পাপ নষ্ট হয়, তাহা সম্যক্ শ্রবণ কর ॥ ৭২ ॥ ব্রহ্মহত্যাকারী আত্মশুদ্ধির জন্য কুটীর করিয়া, ভৈক্ষাহারী হইয়া, দ্বাদশবৎসর বনে কাটাইবে এবং তথায় হতব্যক্তির মস্তকের কপাল বা অন্য মৃত ব্যক্তির কপাল চিহ্নস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে রাখিবে ॥ ৭৩ ॥ অথবা স্বেচ্ছা করিয়া ত্বদীয় অভিসন্ধিজ্ঞ শস্ত্রধারীদিগের লক্ষ্যভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে; কিম্বা প্রজ্বলিত অগ্নিতে অধোমুখ হইয়া আপনাকে তিনবার এমত ক্ষেপণ করিবে, যাহাতে মরিয়া যায় ॥৭৪॥ অথবা অশ্বমেধ, স্বর্জিৎ, গোসব, বিশ্বজিৎ, ত্রিবৃৎ বা অগ্নিষ্টুৎ নামক যাগের মধ্যে একটী যাগানুষ্ঠান করিবে ॥ ৭৫ ॥ অথবা ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষালনার্থ বেদের মধ্যে কোন একবেদ জপ করতঃ স্বল্পাহার ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একশত যোজন পথ গমন করিবে ॥ ৭৬ ॥ অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে; যাবজ্জীবন জীবিকার উপযুক্ত ধন দিবে, অথবা যাবতীয় উপকরণের সহিত গৃহ প্রদান করিবে ॥৭৭॥ অথবা হবিষ্যান্নভোজী হইয়া প্রতিস্রোত দিয়া সরস্বতীনদীর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত গমন করিবে অথবা অল্পাহার হইয়া তিনবার সমগ্র বেদসংহিতা পাঠ করিবে ॥ ৭৮ ॥ অথবা ছিন্ন-কেশনখশ্মশ্রু হইয়া গোব্রাহ্মণের হিতে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রামান্তে, গোচারণে, পুণ্যাশ্রমে অথবা বৃক্ষমূলে কালযাপন করিবে ॥ ৭৯ ॥ তথায় ব্রাহ্মণার্থ কিম্বা গোরক্ষার্থ সদ্যঃপ্রাণত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিবেন, গোব্রহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্ম-হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৮০ ॥ অথবা দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত ব্রাহ্মণদ্রব্য আনয়ন করি-বার জন্য তিনবার তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে, কিম্বা একবার যুদ্ধ করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিলে কিম্বা অপহৃত দ্রব্যের জন্য ব্রাহ্মণকে যুদ্ধ করিয়া মরিতে উদ্যত দেখিয়া ঐ অপহৃত দ্রব্যের সমান দ্রব্য ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিলে, ব্রহ্ম-হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন ॥৮১॥ এইরূপে নিত্য দৃঢ়ব্রত, ব্রহ্মচারী এবং শুদ্ধসত্ত্ব থাকিয়া দ্বাদশ-বর্ষ অতীত হইলে পর ব্রহ্মহত্যা পাপের নিষ্কৃতি হয় ॥ ৮২ ॥ অথবা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণসমাজে

স্বীয় পাপ নিবেদন করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অবভৃথ স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয়॥৮৩॥ ধর্ম্মের মূল ব্রাহ্মণ ও অগ্রভাগ ক্ষত্রিয়—এইজন্য তাঁহাদের সমাজে আত্মপাপ জানাইলে পাপ হইতে শুদ্ধ হয়॥ ॥৮৪॥ ব্রাহ্মণ উৎপত্তিমাত্র দেবতাদিগের ও দৈবত এবং ইহলোকের প্রমাণস্বরূপ, বেদই এ বিষয়ের কারণ॥৮৫॥ তিনজন ও বেদবিৎব্রাহ্মণ পাপের নিষ্কৃতির জন্য যাহা বলিবেন, তাহাই পাপীদিগের বিশুদ্ধিহেতু; কারণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বাক্যই পবিত্রতাজনক॥৮৬॥ ব্রাহ্মণ ঈশ্বরে সমাহিতমনা হইয়া পূর্ব্বে যে সকল প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল, ইহার কোন একটী প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন॥৮৭॥ স্ত্রী, পুং বা নপুংসক, যে ভ্রূণ সম্বন্ধে এরূপ লিঙ্গবোধ নাই, সেই অবিজ্ঞাত ব্রহ্মণভ্রূণ এবং যাগকারী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এবং ঋতুস্নাতা ব্রাহ্মণী এই সকলের হত্যায়, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥৮৮॥ সাক্ষিস্থলে মিথ্যা কথা কহিলে, গুরুর মিথ্যাপবাদ দিলে, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করিলে এবং আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের স্ত্রীবধ করিলে এবং মিত্রবধে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥৮৯॥ অকামতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত কহিলাম। কিন্তু জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার ইহার দ্বিগুণাদি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নিষ্কৃতি নাই॥৯০॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত সুরাপান করিবে—ঐ সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হইলে পর তবে পাপের নিষ্কৃতি হয়॥৯১॥ অথবা অগ্নিবর্ণ জলন্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, ঘৃত, বা গোময়জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে। এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিষ্কৃতি॥৯২॥ সুরাপান করিলে গরুর লোমবিরচিতবস্ত্রধারী, জটাবান্ এবং সুরাপাত্র চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া খুদ বা তিলের খইল সম্বৎসর পর্য্যন্ত একবারমাত্র রাত্রে ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে পাপমুক্ত হয়॥৯৩॥ সুরা অন্নের মল, মলকেই পাপবলে—একারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সুরাপান করা উচিত নয়॥৯৪॥ গুড়রচিত গৌড়ী, পিষ্টনির্ম্মিত পৈষ্টী, মধু হইতে মাধ্বী, সুরা এইত্রিবিধ; ইহার একটী ও যেমন, সকলগুলিই সেইরূপ দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণগণ ইহা পান করিবেন না॥৯৫॥ নববিধ মদ্য, মাংস, ত্রিবিধ সুরা এবং আসব অর্থাৎ সদ্যোজাত মদ্য—এই সকল যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচদিগের খাদ্য, একারণ উহা দেবান্নভোজী ব্রাহ্মণের কদাচ ভক্ষণ করা উচিত নয়॥৯৬॥ ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া অশুচি স্থানেই বা পড়ে—গোপনীয় বেদবাক্যই বলিয়া ফেলে অথবা অপরাপর অকার্য্যই বা করে—ইহার কিছুই বলা যায় না। অতএব ব্রাহ্মণের মদ্যপান কদাপি উচিত নয়॥৯৭॥ যাঁহার কায়গত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আপ্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য দূরীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন॥৯৮॥

সুরাপানের নিষ্কৃতির জন্য এই নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিলাম, এক্ষণে সুবর্ণচৌর্য্যের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর॥৯৯॥ সুবর্ণাপহারী বিপ্র রাজার নিকটে গমন করিয়া স্বীয় দোষ খ্যাপন করত বলিবে, আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমার শাসন করুন॥১০০॥ রাজা উহার স্কন্ধস্থিত লৌহ মুদ্গর লইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে একবার আঘাত করিবেন। উক্ত আঘাতে মরিলে অথবা মৃতপ্রায় হইলে সুবর্ণাপহারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে পরন্তু ব্রাহ্মণ কেবল তপস্যাদ্বারা পাপমুক্ত হইতে পারেন॥১০১॥ তপস্যা দ্বারা সুবর্ণস্তেয়-জনিত পাপাপনোদন করিতে ইচ্ছুক দ্বিজাতি বনমধ্যে চীরবাস হইয়া, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন॥১০২॥ দ্বিজাতিরা সুবর্ণাপহরণ জন্য পাপ এই সকল ব্রত দ্বারা নষ্ট করিবেন। গুরুস্ত্রীগমন পাপ বক্ষ্যমাণ ব্রতের দ্বারা নষ্ট হয়॥১০৩॥ গুরুপত্নী অর্থাৎ বিমাতৃগামী পুরুষ আপন পাপ খ্যাপন করিয়া উত্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করিয়া জ্বলন্ত লৌহময় স্ত্রীর আকৃতিকে প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে—প্রাণবিয়োগ হইলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে॥১০৪॥ অথবা স্বয়ং আপনার লিঙ্গ ও বৃষণছেদন করিয়া তাহা অঞ্জলিতে ধরিয়া ঋজুভাবে

শরীরপাত পর্য্যন্ত দক্ষিণপশ্চিম—নৈঋত দিকে শরীর নিপাত পর্য্যন্ত গমন করিবে। এইরূপে মৃত্যু হইলে পর পাপের নিষ্কৃতি হইবে॥ ১০৫॥ অথবা খট্টাঙ্গধারী, চীরবস্ত্রপরিধায়ী এবং কেশ শ্মশ্রু নখ লোম রাখিয়া, নির্জ্জন বনে বাস করিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিবে॥ ১০৬॥ অথবা গুরুস্ত্রী-গমন পাপক্ষালনার্থ হবিষ্য ও নীবারাদির যাউ আহার করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তিনমাস পর্য্যন্ত চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করিবে॥ ১০৭॥ মহাপাতকীরা এই সকল ব্রত দ্বারা আপনাদের পাপক্ষালন করিবে। উপপাতকীরা উপপাতক ক্ষয়ের জন্য নিম্নলিখিত এই সকল নানাবিধব্রতের অনুষ্ঠান করিবে॥ ১০৮॥ উপপাতক সংযুক্ত গোহত্যাকারী প্রথম মাসে যবমণ্ড ভক্ষণ করিবে, মুণ্ডিতশিরা, ছিন্নশ্মশ্রু এবং গোচর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ হইয়া গরুর গোষ্ঠে বাস করিবে॥ ১০৯॥ দ্বিতীয় তৃতীয় এই দুইমাস একদিন উপবাসানন্তর দ্বিতীয়দিনের সায়ংকালে কৃত্রিম লবণবর্জ্জিত পরিমিত হবিষ্যভোজী হইবে, সংযতেন্দ্রিয় থাকিবে এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে॥ ১১০॥ মাসত্রয় পর্য্যন্ত দিবাভাগে গাভী সকলের অনুগমন করিবে এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ সকল গাভিসমুত্থিত ধূলি সেবন করিবে; কণ্ডূয়নাদি দ্বারা গোপরিচর্য্যা করিয়া এবং গাভিদিগকে প্রণাম করিয়া রাত্রিকালে তথায় বীরাসনে উপবিষ্ট থাকিবে॥ ১১১॥ গো সকল উত্থিত হইলে উত্থিত হইবে; গমন করিলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইবে; বীতমৎসরভাবে নিয়ত তাহাদিগের এইরূপ সেবা করিবে॥ ১১২॥ ব্যাধিত, বা চৌরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, পতিত বা পঙ্কমগ্ন হইলে যথাশক্তি সর্ব্বোপায়ে তাহাদিগকে মোচন করিবে॥ ১১৩॥ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বা প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি গাভী সকলকে রক্ষা না করিয়া কখন আত্মরক্ষা করিবেনা॥ ১১৪॥ আপনার বা অপরের গৃহে, ক্ষেত্রে বা খলে অর্থাৎ ধান মাড়িবার স্থানে, গাভি শস্য ভক্ষণ করিতেছে অথবা বৎস দুগ্ধপান করিতেছে দেখিয়া গৃহপতিকে বলিয়া দিবে না॥ ১১৫॥ যে গোহত্যাকারী এই বিধিতে গোসেবা করে, সে তিনমাসে গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে॥ ১১৬॥ এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সম্যক্ আচরিত হইলে একটি বৃষভ এবং দশটি স্ত্রীগবী দক্ষিণা দিবে। যদি উহা না থাকে, তবে যথাসর্ব্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে॥ ১১৭॥ অবকীর্ণী ব্যতীত অপর উপপাতকিদ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এইরূপে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে॥ ১১৮॥ অবকীর্ণী পাপী নির্ঋতি দেবতার উদ্দেশে চতুষ্পথে কাণা গর্দ্দভ বলি দিয়া পাকযজ্ঞমন্ত্রে যাগ করিবে॥ ১১॥ চতুষ্পথে হোম করিয়া "সমাসিঞ্চন্ত মারুত" ইত্যাদি ঋক্ দ্বারা মারুত, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নি দেবতাদিগকে, ঘৃত দ্বারা হোম করিবে॥ ১২০॥ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতস্থ দ্বিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীযোনিতে রেতঃপাত করাকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মচর্য্যাতিক্রম বলেন। ব্রহ্মচারীর রেতঃসেকের নাম অবকীর্ণ, অবকীর্ণবিশিষ্টকে অবকীর্ণী বলে॥১২১॥ ব্রহ্মচারীর যে ব্রাহ্মতেজঃ জন্মায়, অবকীর্ণী হইলে ঐ তেজ মারুত, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নি এই চারিতে সংক্রামিত হয়। একারণ ঐ চারি দেবতার হোম পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে॥ ১২২॥ অবকীর্ণপাপগ্রস্ত হইলে ব্রহ্মচারী গর্দ্দভ যাগাদি করিয়া গর্দ্দভচর্ম্ম পরিধান করিয়া আমি এই পাপ করিয়াছি—এইরূপে স্বকার্য্যখ্যাপন পূর্ব্বক সাত গৃহে ভিক্ষা করিবে॥ ১২৩॥ এবং ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে একবেলা আহার করিয়া প্রাতঃমধ্যাহ্ন ও সায়ং এই ত্রিকালীন স্নান করিয়া একবৎসরে তিনি ঐ পাপ হইতে শুদ্ধ হন॥ ১২৪॥ ইচ্ছাপূর্ব্বক জাতিভ্রংশকর পাপ করিয়া সপ্তাহসাধ্য সান্তপন নামক ব্রত করিবে; অজ্ঞানতঃ ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে॥ ১২৫॥ সঙ্করীকরণ এবং অপাত্রকরণ পাতক করিয়া একমাসকাল চান্দ্রায়ণ করিবে এবং মলিনীকরণ পাতক হইলে ত্রিরাত্র যবাগূর কাথ ভোজন করিবে॥ ১২৬॥ কামতঃ সদাচার ক্ষত্রিয়বধে ব্রহ্মহত্যার চতুর্ভাগ অর্থাৎ ত্রৈবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত জানিবে; ঐরূপ বৈশ্যবধে ষোড়শভাগ অর্থাৎ নবমমাসসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান

করিবে॥ ১২৭ ॥ ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানত ক্ষত্রিয়-বধ করে, তবে সুচরিতব্রত হইয়া এক বৃষভ এবং একসহস্র গো ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে॥ ১২৮ ॥ অথবা সংযত হইয়া গ্রামের অতিদূরে বৃক্ষমূলে বাস করিয়া জটাধারী হইয়া তিনবৎসর যাবৎ ব্রহ্মহত্যাব্রতাচরণ করিবেন॥ ১২৯ ॥ অজ্ঞানত সদ্বৃত্তি-নিরত বৈশ্যবধ করিয়া একবৎসর যাবৎ ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবে অথবা একশত গো দান করিবে॥ ১৩০ ॥ অজ্ঞানত শূদ্রহত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত ছয়মাস করিবে অথবা একবৃষভ ও দশটি শুক্লবর্ণা গাভি দক্ষিণা দিবে॥ ১৩১ ॥ জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক, ইঁদুরের একটিকে হত্যা করিলে শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥১৩২॥ অজ্ঞানত মার্জ্জারাদি বধে তিনদিন দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, অথবা ত্রিরাত্র একযোজনপথ ভ্রমণ করিবে অথবা ত্রিরাত্র নদীতে স্নান করিবে অথবা ত্রিরাত্র আপোহিষ্ঠাদি শুক্ত জপ করিবে॥ ১৩৩ ॥ সর্পহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণকে এক তীক্ষ্ণাগ্র লৌহময় দণ্ড প্রদান করিবে এবং নপুংসককে হত্যা করিয়া একভার পলাল (খড়) ও এক মাষা সীসা প্রদান করিবে॥ ১৩৪ ॥ শূকর বধে ঘৃতপূর্ণ ঘট ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিত্তিরি পক্ষিবধে চারি আঢ়ক পরিমিত তিল; শুকপক্ষী বধে দ্বিবৎসরবয়স্ক বৎস এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীবধে তিন বৎসরবয়স্ক বৎস ব্রাহ্মণকে দান করিবে॥ ১৩৫ ॥ হংস, বলাকা, বক, ময়ূর, বানর, শ্যেন ও ভাসপক্ষী বধে ব্রাহ্মণকে একটি গো প্রদান করিবে॥ ১৩৬ ॥ অশ্ববধ করিয়া ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দান করিবে, হস্তিবধে পাঁচটী নীল বৃষ; ছাগ এবং মেষ বধে একটী বৃষ এবং গর্দ্দভবধে একবৎসরবয়স্ক বৎস ব্রাহ্মণকে দান করিবে॥ ১৩৭ ॥ আমমাংসভোজী ব্যাঘ্রাদি পশুবধে পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে; অক্রব্যাদ হরিণাদি পশুবধে বৎসতরী দান করিবে এবং উষ্ট্রবধে একরতি সুবর্ণ দান করিবে॥ ১৩৮ ॥ উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-পুরুষব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে বধ করিলে ব্রাহ্মণ চর্ম্মপুট, ক্ষত্রিয় ধনু, বৈশ্য ছাগ ও শূদ্র মেষ দান করিবে॥ ১৩৯ ॥ সর্পাদি পূর্ব্বোক্ত জীবহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ যদি দান দ্বারা পাপক্ষয় করিতে না পারে, তবে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ ১৪০ ॥ অস্থিমান্ কৃকলাসাদি ক্ষুদ্র জন্তু বধে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং অস্থিহীন মৎকুণাদি বধে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে॥ ১৪১ ॥ কৃকলাস প্রভৃতি অস্থিবিশিষ্ট সহস্র প্রাণীবধে এবং অস্থিহীন এক শকটপরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণিবধে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ ১৪২ ॥ ফলদবৃক্ষ, গুল্মবল্লী, লতা এবং পুষ্পিত বীরুধছেদনে শতবার সাবিত্র্যাদি জপে শুদ্ধ হইবে॥ ১৪৩ ॥ যে সকল প্রাণী অন্নাদিতে জন্মায়, গুড়াদি রসে জন্মায়, এবং ফলে কিম্বা পুষ্পে জন্মায়—সেই সকল প্রাণীবধে ঘৃতপ্রাশন প্রায়শ্চিত্ত জানিবে॥ ১৪৪ ॥ কর্ষণ দ্বারা যে সকল ওষধি জন্মায়, এবং বনে আপনাপনি জন্মায় যে নীবারাদি—উহাদের অকারণ ছেদ করিলে পাপক্ষয়ার্থ এক দিবস দুগ্ধব্রত হইয়া গরুর অনুগমন করিবে॥ ১৪৫ ॥ এই সকল ব্রতদ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত হিংসা জন্য পাপক্ষয় করিবে; এক্ষণে অভক্ষ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৪৬ ॥ অজ্ঞানত মদ্যপান করিলে উপনয়ন সংস্কারে শুদ্ধি হয়; বুদ্ধিপূর্ব্বক পান করিলেও প্রাণান্তিকপ্রায়শ্চিত্ত, এই ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না॥১৪৭॥ সুরাপাত্রস্থিত জল অথবা সুরা ভিন্ন অন্য মদ্যভাণ্ডস্থ জল পান করিলে শঙ্খপুষ্পাখ্য ওষধি প্রক্ষেপ করিয়া পঞ্চরাত্র দুগ্ধভোজন করিবে॥ ১৪৮ ॥ মদিরা স্পর্শ করিয়া, মদিরা দান করিয়া, স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বিধিবৎ মদিরা প্রতিগ্রহ করিয়া এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট জল পান করিয়া সেই পাপক্ষয়ার্থ তিন দিন কুশ কথিত জলপান করিবে॥ ১৪৯ ॥ সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ, মদ্যপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে জলমধ্যে তিনটী প্রাণায়াম করিয়া ঘৃত প্রাশন দ্বারা শুদ্ধ হইবেন॥ ১৫০ ॥ অজ্ঞানবশতঃ মনুষ্যের বিষ্ঠা ও মূত্র অথবা সুরাসংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিতে হয়॥ ১৫১ ॥ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পুনরুপনয়নকালে মস্তকমুণ্ডন,

মেখলা ও দণ্ড ধারণ, ভিক্ষাচরণ, মধু মাংসাদি ত্যাগরূপব্রত সকল—এ সকলের প্রয়োজন নাই ॥ ১৫২ ॥ অভোজ্যদিগের অন্ন ভোজনে, স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে; অভক্ষ্য মাংস-ভক্ষণে-সপ্ত দিবা রাত্র যবের যাউ পান করিয়া থাকিবে ॥ ১৫৩ ॥ শুক্ত ও অপবিত্র কষায় রস পান করিয়া দ্বিজ তাবৎকাল অপবিত্র হন, যাবৎ উহাদের পরিপাক না হয় ॥১৫৪। গ্রাম্য শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, শৃগাল, বানর বা কাকের বিষ্ঠা বা মূত্র ভক্ষণে চন্দ্রায়ণ করিতে হয় ॥ ১৫৫ ॥ শুষ্ক মাংস ও ভূমি জাত ছত্রাক এবং হরিণ মাংস কি গর্দ্দভ মাংস এইরূপ সন্দিগ্ধ মাংস এবং সূনা অর্থাৎ পশু বধস্থান হইতে আনীত মাংস ভক্ষণ করিলে চন্দ্রায়ণ করিতে হয় ॥ ১৫৬ ॥ আমমাংস ভক্ষণশালী পশু-পক্ষী, গ্রাম্য-শূকর, উষ্ট্র, গ্রাম্য কুক্কুট, মনুষ্য, কাক ও গর্দ্দভের মাংস ভক্ষণে তপ্ত কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে ॥ ১৫৭ ॥ যে ব্রহ্মচারী মাসিক শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাকে ঐ জন্য তিন দিবস উপবাস করিতে হইবে এবং উহার মধ্যে এক দিবস জলে বাস করিতে হইবে ।১৫৮। ব্রহ্মচারী যদি কোন প্রকারে মধু বা মাংস ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া তবে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের সমাপন করিতে হইবে ॥ ১৫৯ ॥ বিড়াল, কাক, ইঁদুর, কুকুর ও নকুলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এবং কেশ ও কীটযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে ব্রহ্মসুর্চলা নামক ওষধির কথিতজল পান করিবে ॥ ১৬০ ॥ আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করা উচিত নয়; প্রমাদবশতঃ ঐরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে, যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে শীঘ্রই পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে ॥ ১৬২ ॥ অভক্ষ্য ভক্ষণের এই বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত বলিলাম—এক্ষণে স্তেয় পাপকারীর প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সজাতীয় গৃহ হইতে ধান্য এবং ভক্ষ্যাদি ধন চুরি করিলে একবৎসরকাল প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে ॥১৬৩॥ পুরুষ, স্ত্রী, ক্ষেত্র, গৃহ, কূপ এবং বাপীর জল হরণ করিলে, চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ॥৬৪॥ পরগৃহ হইতে অল্পমূল্য বা অল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্য চুরি করিলে, আত্মশুদ্ধির জন্য সান্তপন ব্রত করিবে এবং ঐ দ্রব্য তৎস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবে ॥ ১৬৫ ॥ মোদকাদি ভক্ষ্যদ্রব্যের ও পায়সাদি ভোজ্যদ্রব্যের, শকটাদি যানের, শয্যা, আসন, পুষ্পমূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পানে শুদ্ধ হইবে ॥ ১৬৬ ॥ তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম ও মাংস—এই সকল অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে ॥ ১৬৭ ॥ মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও পাষাণ—এই সকল অপহরণে দ্বাদশ দিন তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিবে ॥ ১৬৮ ॥ কার্পাস, পট্টবস্ত্র, কৌষেযবস্ত্র, দ্বিখুর ও একখুরবিশিষ্ট গো অশ্বাদি, পক্ষী, গন্ধ, ঔষধি ও কর্পূর অপহরণে তিনদিন দুগ্ধপান প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৬৯ ॥ দ্বিজ এই সকল ব্রত দ্বারা স্তেয়কৃত পাপের মোচন করিবেন; পরন্তু অগম্যাগমন পাপ বক্ষ্যমাণ ব্রতের দ্বারা নাশ করিবেন ॥ ১৭০ ॥ সহোদরা ভগিনী, মিত্রভার্য্যা, কুমারী ও চণ্ডালীতে রেতঃসেক করিলে, গুরুপত্নীগমন প্রায়শ্চিত্ত করিবে ॥ ১৭১ ॥ পিসতুত ভগিনী, মাসতুত ভগিনী এবং মাতুলের ভগিনী—এই সকল গমনে চান্দ্রায়ণ করিবে ॥ ১৭২ ॥ বুদ্ধিমান্ এই তিন ভগিনীকে ভার্য্যার্থে কদাচ গ্রহণ করিবেন না, জ্ঞাতিত্বপ্রযুক্ত তাঁহারা অগম্যা এবং গমনে নরকগামী হইতে হয় ॥১৭৩ পশুতে, রজস্বলা স্ত্রীলোকে, যোনি ভিন্ন অন্য স্থানে এবং জলে রেতঃসেক করিলে সান্তপন ব্রত করিবে ॥ ১৭৪ ॥ পুরুষে কিম্বা স্ত্রীলোকে, গোযানে, জলে বা দিবাকালে দ্বিজ মৈথুন করিয়া সেই বস্ত্রের সহিত তৎক্ষণাৎ স্নান করিবে ॥ ১৭৫ ॥ অজ্ঞানত চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, উহাদিগের অন্ন ভক্ষণ এবং উহাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল আচরণ করিলে, সমানতা অর্থাৎ তজ্জাতীয়তা প্রাপ্ত হইবেক ॥ ১৭৬ ॥ ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ভর্ত্তা পত্নী কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া একা গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং পুরুষের পরদার গমনে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে, উহাকেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করা ইবে ॥ ১৭৭ ॥

ঐ স্ত্রী যদি ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার সজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া ব্যভিচার করে, তবে প্রাজাপত্য এবং চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ॥১৭৮॥ একরাত্রি চাণ্ডালী গমনে ব্রাহ্মণ যে পাপ সঞ্চয় করে, ভিক্ষান্নভোজী হইয়া প্রতিদিন সাবিত্র্যাদি জপ করিলে তিন বৎসরে সে পাপ অপগত হয় ॥ ১৭৯ ॥ হিংসা, অভক্ষ্য ভক্ষণ, স্তেয়, অগম্যাগমন, এই চারি প্রকার পাপকারীর প্রায়শ্চিত্ত বলিলাম, এক্ষণে পতিত সংসর্গকারীর প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ কর ॥১৮০॥ পতিতের সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ করিলে পতিত হইতে হয়; যাজন, অধ্যাপন এবং যোনি সংসর্গে নয়, (কারণ উহাতে সদ্যো পাতিত্য) পরন্তু এক যানগমন, একাসনোপবেশন এবং এক পঙক্তি-ভোজন রূপ সংসর্গে ॥ ১৮১ ॥ যেরূপ পাপীর সহিত সংসর্গ হয়, সংসর্গশুদ্ধির জন্য সেই পাপীর যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা করিতে হইবে॥১৮২॥ সপিণ্ড ও সমানোদকেরা মহাপাতকীর জীবদ্দশায় গ্রামের বাহিরে যাইয়া নবম্যাদি তিথিতে সায়াহ্নে জ্ঞাতি, পুরোহিত ও গুরুসন্নিধানে তাহার উদকক্রিয়া করিবে ॥ ১৮৩ ॥ তাহাদের দাসী প্রেতকার্য্যের ন্যায় একটী উদকপূর্ণ ঘট পাদ দ্বারা ফেলিয়া দিবে এবং সপিণ্ড-সমানোদকেরা এক অহোরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে ॥ ১৮৪ ॥ তদবধি সপিণ্ডসমানোদকেরা ঐ পতিতের সহিত সম্ভাষণ ও একাসনোপবেশন, দায়াদি প্রদান ও কোনরূপ লোকব্যবহারে সংস্রব রাখিবে না ॥ ১৮৫ ॥ তদবধি জ্যেষ্ঠের যে প্রত্যুত্থান অভিবাদনাদি করিতে হয়, উহা নিবৃত্ত হইবেক এবং জ্যেষ্ঠলভ্য ধনের ও নিবৃত্তি হইবেক। কনিষ্ঠাদি গুণবান হইলে সেই এই জ্যেষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮৬ ॥ আর পতিত যদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে সপিণ্ডসমানোদকেরা উহার সহিত একত্র হইয়া পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিয়া নূতন জলপূর্ণ ঘট প্রক্ষেপ করিবে ॥ ১৮৭ ॥ জলে সেই ঘট নিক্ষেপ করিয়া স্বগৃহ প্রবেশপূর্ব্বক কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পতিত, পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞাতিকার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিবেন ॥ ১৮৮ ॥ স্ত্রীলোক পতিত হইলে পতিতপুরুষের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত পরন্তু তাহাকে বস্ত্রান্নপান দিতে হইবে এবং গৃহ সমীপে বাসস্থান দিতে হইবে ॥ ১৮৯ ॥ অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপীর সহিত দান প্রতিগ্রহাদি কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না; কিন্তু কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে উহাকে কদাচ নিন্দা করিবে না ॥ ১৯০ ॥ বালকহন্তা, কৃতঘ্ন, শরণাগত-হন্তা, এবং স্ত্রীহন্তা—ইহারা ধর্ম্মতঃ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইলেও ইহাদের সহিত কোনরূপ সংসর্গ করিবে না ॥ ১৯১ ॥ যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রীকথন হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী প্রাজাপত্য করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দিবে। ১৯২ ॥

বিকর্ম্মস্থ কিম্বা বেদপরিত্যক্ত দ্বিজেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকেও প্রাজাপত্যত্রয়রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ করিবে ॥ ১৯৩ ॥ ব্রাহ্মণ গর্হিত উপায়ে যদি ধন অর্জ্জন করেন, তবে ঐ ধন দান করিয়া বক্ষ্যমাণ জপ এবং তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবেন ॥ ১৯৪ ॥ সমাহিত মনে তিন সহস্র সাবিত্রী জপ করিয়া দুগ্ধপান করত একমাসকাল গোষ্ঠবাসী হইয়া অসৎপ্রতিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১৯৫ ॥ গোষ্ঠ হইতে পুনরাগত উপবাসকৃশ, প্রণত, ঐ ব্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরা জিজ্ঞাসা করিবেন, সৌম্য! তুমি কি আমাদিগের সহিত সমান, ব্যবহার হইতে চাও? ॥ ১৯৬ ॥ তাহাতে যদি ব্রাহ্মণ উত্তর করে যে, সত্যসত্যই আর আমি অসৎপ্রতিগ্রহ করিব না, তবে গরুকে ঘাস খাইতে দিবে, গরুতে যে স্থানে ঘাস খাইবে, সেই তীর্থস্থানে উহার সহিত ব্যবহার করিব বলিয়া ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিবেন ॥ ১৯৭ ॥ ব্রাত্যদিগের যাজন করিলে, আত্মীয় ভিন্ন পরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করিলে মারণ প্রভৃতি অভিচার কর্ম্ম করিলে এবং অহীন নামক যাগ করিলে, তিন প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ১৯৮ ॥ শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে এবং অযথাপাত্রে বা অযথা-দিনে বেদাধ্যয়ন করাইলে, দ্বিজ সম্বৎসর যবাহারী থাকিয়া ঐ পাপক্ষয় করিবেন ॥ ১৯৯ ॥ কুকুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, কিম্বা গ্রাম্য অপরাপর হিংস্র জন্তুদ্বারা অথবা মনুষ্য, অশ্ব, উষ্ট্র, বরাহদ্বারা দষ্ট হইলে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি হয় ॥ ২০০ ॥ একমাস

ধরিয়া ষষ্ঠকাল অন্নভোজন অর্থাৎ দুই দিবস অনাহার থাকিয়া তৃতীয়দিন সায়ংকালে ভোজন, বেদ সংহিতা পাঠ এবং প্রতিদিন "দেব কৃতস্যৈনস" এই আটটী মন্ত্রে হোম করিলে অপাঙক্তেয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ॥ ২০১ ॥ ইচ্ছা করিয়া উষ্ট্র বা গর্দ্দভযানে আরোহণ করিলে এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিলে, তজ্জনিত পাপক্ষয়ার্থ প্রাণায়ামে শুদ্ধ হয় ॥ ২০২ ॥ জল না লইয়া অথবা জলমধ্যে বেগার্ত্ত ব্যক্তি বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে, বস্ত্রসহিত গ্রামের বাহিরে নদ্যাদিতে স্নান করিয়া গোস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হয় ॥ ২০৩ ॥ বেদোক্তনিত্যকর্ম্মের অকরণে (যাহার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষরূপে কথিত নাই) এবং স্নাতক ব্রতের লোপ করণে অহোরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে ॥ ২০৪ ॥ ব্রাহ্মণকে হুঙ্কার অর্থাৎ চুপ কর ইত্যাদি বলিলে এবং গুরুজনকে ত্বংকার অর্থাৎ তুমি বাক্য বলিলে—স্নান করিয়া ভোজননিবৃত্ত থাকিয়া দিনশেষে অপমানিতের পা ধরিয়া প্রসন্ন করিবে ॥ ২০৫ ॥ ব্রাহ্মণকে যদি তৃণদ্বারাও তাড়ন করে, গলায় কাপড় দেয়, বিবাদে বা জয় করে, তবে প্রণিপাত দ্বারা প্রসন্ন করিবে ॥ ২০৬ ॥ ব্রাহ্মণের হননেচ্ছায় দণ্ডোত্তোলন করিলে শতবৎসর এবং তাহাকে আঘাত করিলে সহস্র বৎসর নরক প্রাপ্তি হয় ॥ ২০৭ ॥ আহত ব্রাহ্মণের দেহশোণিত পৃথিবীতে পড়িয়া যতগুলি ধূলি কণাকে আর্দ্র করে, তত সহস্র বৎসর আঘাত কর্ত্তা নরকে বাস করেন ॥ ২০৮ ॥ ব্রাহ্মণের উপর দণ্ডোদ্যম করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, তাঁহাকে আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, আহত স্থান হইতে রক্তপাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে ॥ ২০৯ ॥ যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল না, সেই সকল পাপক্ষয়ার্থ পাপীর শক্তিসামর্থ্য ও পাপের গুরু লঘু বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে ॥২১০॥ মনুষ্য যে সকল উপায়, দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই সকল দেবর্ষি পিতৃসেবিত উপায় তোমাদিগকে বলিতেছি ॥ ২১১ ॥ দ্বিজ প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র আচরণকালে প্রথম তিন দিবস দিনের বেলায় ভোজন করিবে, পর তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে, তার পর তিনদিন অযাচিত ব্রত অর্থাৎ অযাচিতভাবে যখন উপস্থিত হইবে তখন ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে। সুতরাং এই ব্রত দ্বাদশ দিন সাধ্য। প্রথম তিনদিন কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ ষড়্‌বিংশতিগ্রাস ভোজন; দ্বিতীয় তিনদিন সায়ংকালে দ্বাবিংশতিগ্রাস এবং তৃতীয় তিনদিন চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে ॥ ২১২ ॥ একদিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক একত্র করিয়া খাইবে, অপর কিছু খাইবে না এবং পরদিন উপবাসী থাকিবে—ইহাকে কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত বলে ॥ ২১৩ ॥ অতি কৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হইলে, দ্বিজ তিন তিন দিন এক এক গ্রাস মাত্র পূর্ব্বের ন্যায় ভোজন করিয়া থাকিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিবে। ইহা দ্বাদশাহ সাধ্য ॥ ২১৪ ॥ তপ্তকৃচ্ছ্র করিতে হইলে, বিপ্র সমাহিতভাবে থাকিয়া একবার মাত্র স্নান করিয়া প্রতি তিন দিন জল দুগ্ধ ঘৃত ও বায়ু উষ্ণ করিয়া ক্রমশঃ পান করিবে অর্থাৎ প্রথম তিন দিন জল ইত্যাদি করিয়া শেষ তিন দিন উষ্ণ বায়ু ভক্ষণ করিয়া—এইরূপে দ্বাদশাহ কাটাইবে ॥ ২১৫ ॥ যে ব্রতে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশাহ উপবাস করিতে হয়, তাহার নাম পরাক নামক কৃচ্ছ্র,—ইহা সর্ব্বপাপ অপনোদন করে ॥ ২১৬ ॥ ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে, তৎপরে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস ভোজন কমাইবে। পরে অমাবস্যায় উপবাস দিয়া শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুনরায় প্রতিদিন এক এক গ্রাসের বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে—ইহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত বলে। এই চান্দ্রায়ণের মধ্য-চান্দ্রায়ণ একমাস সাধ্য। এই চান্দ্রায়ণের মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ বা উপবাসপর বলিয়া ইহাকে পিপীলিকা-মধ্য বলে ॥ ২১৭ ॥ যবমধ্য চান্দ্রায়ণেও এই সমুদায় বিধি আচরণ করিতে হয়, তবে বিশেষ এই যে—শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন ও তৎপরে কৃষ্ণ প্রতিপদাদিক্রমে এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া

অমাবস্যায় উপবাস। ইহার মধ্যস্থল অর্থাৎ ইহার মধ্যভাগে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন বলিয়া ইহাকে যবমধ্য বলে॥ ২১৮॥ যতি-চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একমাস যাবৎ প্রতিদিন আট আট গ্রাস হবিষ্যান্ন মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে॥ ২১৯॥ মাসাবধি সমাহিত থাকিয়া প্রাতঃকালে চারি গ্রাস এবং সূর্য্যাস্তের পর চারি গ্রাস ভোজন করাকে শিশুচান্দ্রায়ণ ব্রত কহে॥২২০॥ যিনি মাসাবধি সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া একমাস যাবৎ যে কোন রীতিতে হউক তিনগুণ আশী অর্থাৎ দুইশত চল্লিশ গ্রাস হবিষ্য ভোজন করেন, তিনি চন্দ্রের সলোকতা প্রাপ্ত হন॥ ২২১॥ একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, মরুদ্গণ এবং মহর্ষিরা সমুদয় অকুশল শান্তির জন্য এই চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিয়াছেন॥ ২২২॥ এই ব্রতাচরণ কালে স্বয়ং প্রতিদিন ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবে এবং অহিংসা, সত্য, অক্রোধ এবং ঋজুতার অনুষ্ঠান করিবে॥ ২২৩॥ অথবা মাসাবধি দিনে তিন বার ও রাত্রিকালে তিনবার সবস্ত্রে নদ্যাদি-জলে প্রবেশ করিবে এবং কোন সময় স্ত্রী, শূদ্র ও পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিবে না॥ ২২৪॥ স্থান এবং আসন সম্বন্ধে চঞ্চল থাকিবে, কদাচ শয়ন করিবে না, যদি নিতান্ত অশক্ত হয়, তবে ভূমিতে শয়ন করিবে, খট্টাদি ব্যবহার করিবে না। স্ত্রীসংসর্গ-রহিত ব্রহ্মচারী, মেখলাদণ্ড-ধারী এবং গুরু দেব ও দ্বিজসেবায় তৎপর থাকিবে॥ ২২৫॥ সর্ব্বদা সাবিত্রী জপ করিবে এবং যথাশক্তি অঘমর্ষণাদি পাবন মন্ত্র সকলও জপ করিবে। এই জপ সকলব্রতেই প্রায়শ্চিত্তার্থ আদৃত হয়॥ ২২৬॥ লোকবিদিত পাপ সকল, দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বোক্ত ব্রতসকল দ্বারা ক্ষালন করিবে পরন্তু অনাবিষ্কৃত বা রহস্য পাপ সকল মন্ত্র ও হোমদ্বারা ক্ষালন করিবে॥ ২২৭॥ লোক সমাজে নিজের পাপজ্ঞাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা এবং অধ্যয়ন দ্বারা, পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপদ্ পক্ষে দানের দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়॥ ২২৮॥ পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং যে পরিমাণে তাহা লোকসমুখে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন নির্ম্মোক মুক্ত হয়, তেমনি সেও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে॥ ২২৯॥ এবং যে পরিমাণে সেই পাপকারীর মন দুষ্কৃত কর্ম্মকে নিন্দা করিতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার জীবাত্মাও দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হই[illegible] থাকে॥ ২৩০॥ পাপ করিয়া যদি সন্তাপ উ[illegible]স্থিত হয়, তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হও[illegible] যায়। পরন্তু পুনর্ব্বার আর এরূপ করিব না। এ[illegible] বলিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে—ত[illegible] সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ২৩১॥ পর লোকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয় মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া কায়মনোবাকে[illegible] নিত্য শুভ কর্ম্মের আচরণ করিবে॥ ২৩২। অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক পাপক[illegible] করিয়া পাপমুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে, উহ আর দ্বিতীয়বার করিবে না॥ ২৩৩॥ যদি কোন প্রায়শ্চিত্তে পাপকারীর চিত্ত লঘু না হয়, তবে সেই তপস্যা তাহাকে,তাবৎ করিতে হইবে, যতদিন না তাহার চিত্ততুষ্টি জন্মে॥ ২৩৪॥ এই দেবলোক ও মনুষ্যলোকে যে কিছু সুখ-সম্পত্তি আছে, তপস্যাই সকলের মূল, তাহাদের স্থিতি এবং তাহাদের অবধি; ইহা বেদদর্শী জ্ঞানীরা বলেন॥ ২৩৫॥ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনই ব্রাহ্মণের তপস্যা, রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের তপস্যা, কৃষিবাণিজ্য ও পশুপালনাদি বৈশ্যের তপস্যা এবং সেবাই শূদ্রের তপস্যা॥ ২৩৬॥ ফলমূলানিলাশী সংযতাত্মা ঋষিরা তপোবলেই সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইয়া থাকেন॥ ॥ ২৩৭॥ ঔষধবল, নিরোগিতাবল, বিদ্যাবল এবং নানাবিধ স্বর্গাদিতে যে স্থিতি—সমুদয়ই তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ হয়—তপস্যাই তাহাদের সাধন॥ ২৩৮॥ যাহা কিছু দুস্তর, যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্গম এবং যাহা কিছু দুষ্কর—সমুদয়ই তপস্যাসাধ্য; তপস্যাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না॥ ২৩৯॥ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকীরা এবং অপরাপর অকার্য্যকারীরা, সুতপ্ত তপস্যাদ্বারাই সেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ২৪০॥ কীট, সর্প, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী এবং স্থাবরাদি ভূতসকল তপোবলেই স্বর্গে গমন করে॥ ২৪১॥ লোকসকল কায়মনোবাক্যে যে কিছু পাপ করে, তপোধনেরা তপোবলে

তাহা শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ২৪২ ॥ তপস্তা দ্বারা ক্ষীণপাপ ব্রাহ্মণের যজ্ঞে দেবতারা হবিঃ-গ্রহণ করেন এবং তাহাকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন ॥ ২৪৩ ॥ সর্ব্বলোকপ্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন ; তপস্যা করিয়াই ঋষিরা বেদসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪৪ । দেবতারা বিশ্বসংসারে তপস্যার মহাভাগ্য দেখিয়া তপস্যাবই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ২৪৫ ॥ যথাশক্তি প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান এবং অপরাধসহিষ্ণুতা—ইহারা ব্রহ্মহত্যাদি জনিত মহাপাপ সকলকেও আশু নাশ করে ॥ ২৪৬ ॥ অগ্নি স্বীয়তেজে তৃণাদি যেমন ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করেন, বেদজ্ঞ সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমুদয় পাপ ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন ॥ ২৪৭ ॥ প্রকাশ্যে পাপের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত এ পর্য্যন্ত বলা গেল, এক্ষণে রহস্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ কর ॥ ২৪৮ ॥ একমাসকাল প্রতিদিন যদি ব্যাহৃতি প্রণব এবং শিরোযুক্ত সাবিত্রী-স্বরূপ প্রাণায়াম ষোড়শবার করে, তবে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া যায় ॥২৪৯ ॥ কৌৎস ঋষি দৃষ্ট "আপনঃ শোশুচ দঘমিত্যাদি" মন্ত্র, বশিষ্ঠঋষিদৃষ্ট "প্রতিস্তোমেভিকষসং ইত্যাদি" বেদমন্ত্র, "মহিত্রীণামবোস্তি,তি মাহিত্র ঋক্," এবং "শুদ্ধবত্য এতানিন্দ্রং স্তবামহ ইত্যাদি" তিন ঋক্‌মন্ত্র একমাস ব্যাপিয়া প্রতিদিন ষোড়শ বার পাঠ করিলে সুরাপায়ীও তাহার পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৫০ ॥ "অস্যবামীয়স্য বামস্য পলিতস্য এতৎ" এই সূক্ত একবারমাত্র পাঠ করিলে অথবা যজ্জাগ্রতো দূরং ইত্যাদি শিবসংকল্প মন্ত্র পাঠ করিলে সুবর্ণচোর তৎক্ষণাৎ উক্তপাপ হইতে মুক্ত হয ॥ ২৫১ ॥ হবিষ্যন্তং ইত্যাদি অথবা নতং মহো ইত্যাদি আটটী ঋক্ অথবা সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি পৌরুষসূক্ত একমাস যাবৎ প্রতিদিন ষোড়শবার অভ্যাস করিলে গুরুদারগামী তৎপাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৫২ ॥ মহাপাপক্ষয়েচ্ছু ব্যক্তি "অবতি হেলো বরুণযো" এই ঋক্ অথবা "যৎকিঞ্চিদং বরুণ দেবো" এই ঋক্, কিম্বা "ইতি মে মনঃ" এই সূক্ত সম্বৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যহ একবার জপ করিবে ॥ ২৫৩ ॥ অপ্রতিগ্রাহ্য প্রতিগ্রহ করিয়া অথবা গর্হিত অন্নভোজন করিয়া "তরৎসমন্দিধাবতী" এই চারিটী ঋক্ তিনদিন ব্যাপিয়া জপিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৫৪ ॥ নদীতে স্নান করিয়া "সোমারুদ্রা" এই ঋক্ এবং 'অর্য্যমণং,বরুণং মিত্রঞ্চেতি" তিনটী ঋক্ একমাস অভ্যাস করিলে বহু পাপহইতে মুক্ত হয় ॥২৫৫ ॥ ইন্দ্রমিত্রং বরুণাদি সাতটী ঋক্ ছয়মাস ব্যাপিয়া জপ করিলে,পাপী সর্ব্বপাপমুক্ত হয় এবং পুরীষ-মূত্রাদি জলে ক্ষেপ করিয়া একমাস ভৈক্ষ্য-ভোজী হইলে নিষ্পাপ হয় ॥ ২৫৬ ॥ "দেবকৃতস্যৈনস" ইত্যাদি শাকল মন্ত্র দ্বারা সম্বৎসর যাবৎ ঘৃতহোম করিলে অথবা "নম ইন্দ্রশ্চ" ইত্যাদি ঋক্ সম্বৎসর পর্য্যন্ত জপ করিলে মহাপাতকজনিত পাত হইতেও মুক্ত হয় ॥২৫৭॥ মহাপাতক সংযুক্ত ব্যক্তি সমাহিত ভাবে এক বৎসর ভৈক্ষ্যাহারী হইয়া গোর অনুগমন করত "পাবমানী" এই ঋক্ প্রত্যহ অভ্যাস করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৫৮ ॥ অথবা তিনটী পরাকব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইয়া সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া অরণ্যে বেদের কোন সংহিতা তিনবার অভ্যাস করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫৯ ॥ ত্রিরাত্র উপবাসী ও সংযত থাকিয়া প্রাতঃমধ্যাহ্ন সায়ং এই তিনবার প্রত্যহ স্নান করিয়া অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৬০ ॥ যজ্ঞরাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন সর্ব্বপাপহারী, অঘমর্ষণসূক্তও সেইরূপ সর্ব্বপাপ নাশন ॥ ২৬১ ॥ ত্রিভুবন নষ্ট করিলে, অথবা যথায় তথায় ভোজন করিলে ও বিপ্রের কিছুমাত্র পাপস্পর্শ হয় না, যদি তাঁহার বেদের ধারণা থাকে ॥ ২৬২ ॥ সমাহিত ভাবে ঋক্ সংহিতা বা যজুর্ব্বেদ সংহিতা অথবা সামবেদ সংহিতা উপনিষদ্‌যুক্ত করিয়া পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । ২৬৩ ॥ মহাহ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন শীঘ্র নিমগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ ত্রিবৃৎবেদে সকল পাপ শীঘ্র মগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২৬৪ ॥ ঋগ, যজুঃ ও বিবিধ প্রকার সামমন্ত্র সকলকে ত্রিবৃৎবেদ বলে, যিনি এই সকল জানেন, তাঁহাকেই বেদবেত্তা বলে ॥২৬৫॥ সকল বেদের আদি, ত্র্যক্ষরাত্মক, তিনবেদের অধিষ্ঠান ভূত, গুহ্য যে প্রণব, তাহাও একটী

ত্রিবৃৎ। যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে উঁহাকে জানেন, তাঁহাকেও বেদবেত্তা বলা যায় ॥২৬৬।

ইতি ভৃগুপ্রোক্ত মানবীয় ধর্ম্মসংহিতায়
একাদশাধ্যায় অনুবাদ সমাপন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে পাপরহিত। আপনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের সমগ্রধর্ম্ম কহিলেন, এক্ষণে জন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্মসকলের ফলাফল তত্ত্বতঃ আমাদিগকে বলুন ॥ ১ ॥ অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মনুপুত্র ভৃগু সেই মহর্ষিগণকে কহিলেন, এই সমুদয় কর্ম্মযোগের যাথাতথ্য শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম কৃত হয়, সেই কার্য্যগতি অনুসারেই লোকের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্তি হয় ॥ ৩ ॥ দেহীর মনোবাক্‌ কায়াশ্রিত উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন প্রকার কর্ম্মের প্রবর্ত্তক মনকেই জানিবে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম বক্ষ্যমাণ দশলক্ষণযুক্ত ॥ ৪ ॥ পরের দ্রব্য অন্যায়রূপে কি প্রকারে লইব এই চিন্তা, মনোদ্বারা অনিষ্ট চিন্তা এবং পরলোক নাই—দেহই আত্মা—এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ, অশুভদায়ক মানসকর্ম্ম এই ত্রিবিধ ॥৫॥ অপ্রিয় বাক্য, মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষকথন, রাজার, দেশের বা পুরাদি সম্বন্ধীয় নিষ্প্রয়োজন অসম্বদ্ধ প্রলাপ—অশুভকর বাচিক কর্ম্ম এই চারিবিধ ॥ ৬ ॥ অদত্তধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারসেবা, শারীরিক অশুভ কর্ম্ম—এই তিন প্রকার ॥ ৭ ॥ মানস শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মনোদ্বারাই ভোগ করিতে হয়, বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্যদ্বারা এবং শরীরকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ হয় ॥ ৮ ॥ শারীরিক কর্ম্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিককর্ম্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযোনি প্রাপ্তি এবং মানস-কর্ম্মদোষে চণ্ডালাদিযোনি প্রাপ্তি হয় ॥ ৯ ॥ যাহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত আছে অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবলে কায়মনোবাক্য দমন করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ—ত্রিদণ্ডী বলা যায়। নতুবা দণ্ডত্রয় ধারণ করিলেই ত্রিদণ্ডী হয় না ॥ ১০ ॥ কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া সর্ব্বভূতসম্বন্ধে যিনি এই ত্রিদণ্ডের যথা ব্যবহার করেন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১১ ॥ যিনি এই শরীরকে কার্য্য করান, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে এবং যিনি কর্ম্ম করেন, তাঁহাকে পণ্ডিতেরা ভূতাত্মা বা দেহ বলিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞের অতিরিক্ত জীবনামক অন্তরাত্মা দেহীর সহিত উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তিনি জন্মে জন্মে সুখ ও দুঃখ অনুভব করেন ॥ ১৩ ॥

ঐ মহান্‌ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, এই উভয়ে পঞ্চভূত সংপৃক্ত অর্থাৎ পঞ্চভূতের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং ইহারা সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন যিনি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সর্ব্বজীবে সমভাবে রহিয়াছেন ॥১৪॥ এই পরমাত্মার দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসংখ্য জীব বিনিঃসৃত হইয়া উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিতে স্থিতি করিয়া নানা দেহকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছে। ১৫ ॥ দুষ্কৃতকারীর জন্য পঞ্চভূতের অংশ হইতে পরলোকে আর একটী যাতনাময়দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৬ ॥ ঐ দেহারম্ভক ভূতের অংশে লীন থাকিয়া দুষ্কৃতিকারী ঐ শরীরদ্বারা যমকারিত যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ সে নিষিদ্ধশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদি বিষয়াসক্তি-দোষে যমলোকে দুঃখাদি অনুভব করিয়া, ভোগাবসানে নিষ্পাপ হইয়া মহৌজা ঐ উভয় মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞকে আশ্রয় করে ॥ ১৮ ॥ মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ে আলস্যরহিত হইয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী থাকেন এবং ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা জীব ইহ ও পরলোকে সুখ দুঃখ অনুভব করেন। ১৯ ॥ জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্ম ও অল্প অধর্ম্ম করেন, তবে পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূতদ্বারা শরীরী হইয়া তিনি পরলোকে সুখভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥ আর যদি তাহার অধর্ম্ম অধিক থাকে, ধর্ম্মের ভাগ অল্প থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ শ্রেষ্ঠ ভূতাংশ দ্বারা তাহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে সে যমযাতনা ভোগ করে এরূপ একটী দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥ জীব যমকৃতযাতনা ভোগ করিয়া নিষ্পাপ

হইলে পর নিজকর্ম্মানুসারে আবার ভাগমত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে ॥ ২২ ॥ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হেতুক জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে ॥ ২৩ ॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটী আত্মার গুণ জানিবে। এই তিন গুণ ব্যাপ্ত থাকিয়া মহত্তত্ত্ব স্থাবর জঙ্গমরূপ সকল পদার্থে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ এই সকল গুণের মধ্যে যে দেহে সাকল্যে যে গুণ অধিক থাকে, সেই দেহকে ঐ গুণ অধিক সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ সত্ত্বে জ্ঞান তমোগুণে অজ্ঞান এবং রজোগুণে রাগ দ্বেষ লক্ষিত হয়। সর্ব্বভূতাশ্রিত দেহ ব্যাপিয়া এই সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের গুণ এই;— ॥ ২৬ ॥ আত্মাতে প্রীতিযুক্ত প্রকাশরূপ যে বিশুদ্ধ প্রশান্তভাব অনুভব করা যায়, তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥ যাহা দুঃখসমাযুক্ত ও আত্মার অপ্রীতিকর, এবং যাহা শরীরিগণের দুর্নিবার বিষয় স্পৃহা জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে রজঃ বলিয়া জানিবে ॥ ২৮ ॥ যাহা সদসদ্ বিবেক শূন্য, অস্ফুট বিষয়াকার স্বভাব, অননুভবনশীল ও দুর্জ্ঞেয়, তাহাকেই তম জানিবে ॥ ২৯ ॥ এই গুণত্রয়ের ক্রমান্বয়ে যেরূপ উত্তম মধ্যম অধম ফলোদয় হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ বলিতেছি ॥৩০॥ বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা—এই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য ॥ ৩১ ॥ কর্ম্মে আসক্তি, অধৈর্য্য, নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ, অজস্র বিষয়োপভোগ—এ সকল রজোগুণের কার্য্য জানিবে ॥ ৩২ ॥ লোভ, নিদ্রালুতা, অধীরতা, ক্রূরতা, নাস্তিকতা, অযথাবৃত্তি অবলম্বন, যাজ্ঞা, ও প্রমাদ—এ সকল তমোগুণের লক্ষণ ॥ ৩৩ ॥ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালে বিদ্যমান এই সত্ত্বাদি তিন গুণের কার্য্য ক্রমশঃ সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৪ ॥ যে কর্ম্ম করিয়া এবং যে কর্ম্ম করিবার সময় আর যে কর্ম্ম করিতে গেলে লজ্জা উপস্থিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে তমোগুণ বলিয়া জানেন ॥ ৩৫ ॥ ইহলোকে মহতীখ্যাতি প্রত্যাশায় যে কর্ম্ম করা হয় এবং যে কর্ম্মের অসমাপ্তিতে দুঃখানুভব হয় না, তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে ॥৩৬॥ যে কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বান্তঃকরণে জ্ঞানের পিপাসা জন্মে, যে কর্ম্ম করিয়া কোনকালে লজ্জা পাইতে হয় না, আর যে কর্ম্মে আত্মতুষ্টি লাভ হয়, তাহাকে সত্ত্বগুণের কার্য্য জানিবে ॥ ৩৭ ॥ তমোগুণের লক্ষণ কামপ্রধানতা, রজোগুণের অর্থ-নিষ্ঠতা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্মপ্রধানতা। এই সকল কামাদির মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ, ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৮ এই গুণ সকলের মধ্যে যে গুণদ্বারা জীব যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদায় সংক্ষেপে যথাক্রমে বলিতেছি ॥ ৩৯ ॥ সাত্ত্বিকের দেবত্ব প্রাপ্তি, রাজসিকের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ও তমোগুণে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তি লোকের—এই ত্রিবিধ গতি হয় ॥ ৪০ ॥ এই যে সত্ত্বাদি গুণ নিমিত্ত ত্রিবিধা গতি উক্ত হইল, ইহারা আবার সংসার হেতু ভূতকর্ম্মভেদে ও জ্ঞানভেদে উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকারে বিভক্ত হয় ॥ ৪১ ॥ বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগ—ইহাদের তমোগুণনিমিত্ত যে গতি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অধমশ্রেণীভুক্ত ॥৪২॥ হস্তী, ঘোটক, শূদ্র ও গর্হিত ম্লেচ্ছেরা এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ—ইহারা মধ্যমাতামসী গতি মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ॥ ৪৩ ॥ নটাদি, পক্ষী, দাম্ভিক পুরুষ, রাক্ষস এবং পিশাচ—তমোগুণজনিত গতির মধ্যে ইহারা উত্তম শ্রেণীভুক্ত ॥ ৪৪ ॥ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন লগুড়াস্ত্র বল্ল জাতি, বাহুযোধী মল্লজাতি, নট, শস্ত্রজীবী, দ্যূতাসক্ত ও পানাসক্ত—ইহারা রজোগুণনিমিত্ত অধমগতিভুক্ত জানিবে ॥ ৪৫ ॥ জনপদেশ্বর রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজপুরোহিত এবং শাস্ত্রার্থকলহপ্রিয় ব্যক্তিরা—ইহারা রজোগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতিভুক্ত ॥ ৪৬ ॥ গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, যক্ষ, দেবানুচর, বিদ্যাধরাদি, এবং অপ্সরা—ইহারা রজোগুণ জনিত গতির মধ্যে, উত্তমাগতিভুক্ত ॥ ৪৭ ॥ বানপ্রস্থ, যতি, বিপ্র, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্র, ও দৈত্য—ইহারা সত্ত্বগুণ নিমিত্ত অধম গতির ফল ॥ ৪৮ ॥ যাহারা যাগশীল, ঋষি, দেবতা, বেদাভিমানী বিগ্রহধারী দেবতা, ধ্রুবাদি জ্যোতিষ্ক, বৎসর, সোমপাদি পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ—ইহারা মধ্যমা সাত্ত্বিকীগতির ফল

॥৪৯॥ ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তা, বিগ্রহধারীধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান্ মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত হইয়া সত্ত্বগুণ নিমিত্ত উত্তমাগতির ফল—ইহা পণ্ডিতেরা বলেন॥ ৫০ ॥ মনোবাক্‌কায়রূপ সাধনত্রয় ভেদে তিন প্রকার কর্ম্মের সত্ত্ব রজ তম ভেদে যে ত্রিবিধ গতি ও উহার আবার উত্তম মধ্যম অধম ভেদে যে তিন সার্ব্বভৌতিক সমগ্র গতিবিশেষ ইহা সর্ব্বতোভাবে বলা হইল ॥৫১॥ ইন্দ্রিয়বিষয়ে সর্ব্বদা প্রসক্ত হওয়ায় এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায়, অবিদ্বান্ নরাধমেরা পাপগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫২ ॥ এই জীব যে যে কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে ক্রমশঃ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদয় তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫৩॥ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতককারীরা বহু বর্ষ ঘোর নরক ভোগ করিয়া পাপক্ষয়ে এই সকল জন্ম প্রাপ্ত হয়॥ ৫৪॥ ব্রহ্মহত্যাকারী—কুকুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল ও পুক্কশ—এই সকল যোনি প্রাপ্ত হয়॥ ৫৫॥ সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ নরকক্ষয়ে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভক্ষক পক্ষী এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে॥ ৫৬॥ সুবর্ণহারী ব্রাহ্মণ ঊর্ণনাভ, সর্প, কৃকলাস, জলচর, কুম্ভীরাদি প্রাণী, এবং হিংসনশীল পিশাচাদির যোনিতে সহস্রবার জন্ম গ্রহণ করে॥ ৫৭॥ গুরুদারাপহারী—তৃণ, গুল্ম, লতা, আম-মাংস ভক্ষক জন্তু ও দন্তুর সিংহাদি এবং ক্রূরকর্ম্মা ব্যাঘ্রাদির যোনিতে শতবার জন্মগ্রহণ করে॥ ৫৮॥ যাহারা প্রাণীবধশীল—তাহারা মরণান্তে আম-মাংস ভক্ষণকারী জন্তু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অভক্ষ্য ভক্ষকেরা কৃমি হইয়া জন্মায়, চোরেরা পরস্পরের মাংস খাদক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং অন্ত্যজাতি স্ত্রীগমনকারীরা প্রেত হইয়া জন্মায়॥ ৫৯॥ পতিত সংসর্গী, পরস্ত্রীগামী, এবং বিপ্রস্বহারী; ইহারা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মায়॥ ৬০॥ মনুষ্য লোভবশত মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং বিবিধ রত্ন হরণ করিলে স্বর্ণকার যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে॥ ৬১॥ ধান্য চুরি করিলে ইঁদুর, কাংসহর্ত্তা হংস, জল হরণে প্লব নামক পক্ষী, মধুহর্ত্তা দংশ, দুগ্ধহর্ত্তা কাক, রসহর্ত্তা কুকুর এবং ঘৃত হর্ত্তা নকুল হয়॥ ৬২॥ মাংস চুরি করিলে গৃধ্র, চর্ব্বি হরণে পানকৌড়ী নামে জলচর পক্ষী, তৈল চুরি করিলে তেলাপোকা, লবণ চুরিতে চীরীবাক্ নামে উচ্চরব কীট এবং দধিচোর ক্ষুদ্র বকপক্ষী হয়॥ ৬৩॥ কৌষেয় বস্ত্র হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, ক্ষৌম বস্ত্র হরণে মণ্ডুক, কার্পাস বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, গোচোর গোধা, গুড় হরণে বাগ্‌গুদ্ অর্থাৎ বাদুড় হয়॥৬৪॥ উত্তম গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যহরণে ছুঁচা, বাস্তুকাদি পত্রশাকহরণে ময়ূর, বিবিধ সিদ্ধান্ন হরণে সজারু, অকৃতান্নব্রীহিযবাদি হরণে শল্যক হয়॥ ৬৫॥ অগ্নি হরণে বক, গৃহোপযোগী সূর্প মুষলাদি হরণে মৃত্তিকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণকারী পক্ষবিশিষ্ট কীট এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র চুরিতে চকোর পক্ষী হয়॥ ৬৬॥ মৃগ অথবা হস্তী হরণে বৃক, অশ্ব হরণে ব্যাঘ্র, ফল মূল হরণে মর্কট, স্ত্রী চুরিতে ভল্লুক, পানীয় জল হরণে চাতক পক্ষী, শকট প্রভৃতি যান হরণে উষ্ট্র ও অপরাপর পশু হরণে ছাগ হয়॥ ৬৭॥ যে কোন পরদ্রব্য অপহরণ করিলে এবং পুরাতনাদি অহুত হবি ভোজন করিলে অবশ্য তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তি হয়॥ ৬৮॥ স্ত্রীলোকেরা ও ইচ্ছাতঃ পরদ্রব্য হরণ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোনি সকল প্রাপ্ত হয়; পরন্তু উহারা ঐ পাপে ঐ সকল জন্তুর স্ত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥ ৬৯॥ ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয় যদি আপদ্ বিনা অপরকালে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে জন্মান্তরে শত্রুর দাসত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৭০॥ ব্রাহ্মণ স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে ছর্দ্দিভক্ষক জ্বালামুখ প্রেত, ও ক্ষত্রিয় ঐরূপ হইলে শব ও বিষ্ঠাভক্ষক কটপূতন নামক প্রেত বিশেষ হয়॥ ৭১॥ বৈশ্য স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে পূয়ভক্ষক মৈত্রাক্ষজ্যোতিক নামক প্রেত হয়, এবং শূদ্র স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে চৈলাশক নামে প্রেত হয়। যাহার গুহ্যদেশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ আছে, তাহাকে মৈত্রাক্ষজ্যোতিক এবং বস্ত্রে যে পোকা থাকে, তদ্ভক্ষক প্রেতকে চৈলাশক বলে॥ ৭২॥ বিষয়াত্মারা যে পরিমাণে যে বিষয়ে অত্যন্ত প্রসক্ত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে তাহাদের সেই ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে যাতনা দেয়॥ ৭৩॥ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা সেই সকল পাপকর্ম্মের বারম্বার

অভ্যাসে ইহলোকেও সেই সকল যাতনা প্রাপ্ত হয়॥ ৭৪॥ এবং ঘোর তামিস্রাদি নরকে, অসিপত্রবনাদি ও বন্ধন ছেদনাদি নরকে যাতনা অনুভব করে॥ ৭৫॥ এবং বিবিধ পীড়ন, কাকোলূককর্ত্তৃক ভক্ষণ, তপ্ত বালুকাদির উপর গমন এবং কুম্ভীপাকাদি অতি ভয়ানক নরক যন্ত্রণা ভোগ করে॥ ৭৬॥ দুঃখপ্রায় অপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিত্য দুঃখ ভোগ করে এবং শীতাতপজনিত নানা প্রকার ভয়ানক পীড়া প্রাপ্ত হয়॥ ৭৭॥ বারম্বার গর্ভবাস, দারুণ যন্ত্রণায় জন্ম গ্রহণ, বন্ধনাদি নানা প্রকার কষ্ট এবং পরের দাসত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৭৮॥ বন্ধু ও প্রিয়জন বিয়োগ, দুর্জ্জনের সহিত সহবাস, কষ্টে ধনার্জ্জন ও তাহার নাশ, কষ্টে মিত্র লাভ এবং পরে তাহার সহিত শত্রুতা—পাপীদিগের এইরূপ নানা দুর্গতি হয়॥ ৭৯॥ নিরুপায় জরাদশা, নানাবিধ ব্যাধি দ্বারা পীড়ন, ক্ষুধা পিপাসাদি দ্বারা নানাবিধ ক্লেশ এবং দুর্নিবার অকালমৃত্যু তাহাদের সংঘটিত হয়॥ ৮০॥ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক অন্তঃকরণের যে ভাবে যে যে কর্ম্ম আচরিত হয়, সেই ভাবের উৎকর্ষ হওয়াতে পরকালে সেইরূপ শরীর দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়॥ ৮১॥ কর্ম্ম সকলের ফলোদয় এই তোমাদিগকে কহিলাম, এক্ষণে যে সকল কর্ম্মে ব্রাহ্মণের মোক্ষ হয় তাহা শ্রবণ কর॥ ৮২॥ বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞানলাভ, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, ও গুরুসেবা—এই সকল কর্ম্ম মোক্ষসাধন॥ ৮৩॥ ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল শুভ কর্ম্মের মধ্যে পুরুষের পক্ষে কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা মোক্ষসাধন ?॥ ৮৪॥ ভৃগু উত্তর করিলেন, এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভই শ্রেষ্ঠ ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং উহা হইতেই অমৃত লাভ হয়॥ ৮৫॥ উপরোক্ত ছয়টী মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানের সোপানস্বরূপ বৈদিক কর্ম্ম কি ইহকাল, কি পরকাল, সর্ব্বদা শ্রেয়স্করতর জানিবে॥ ৮৬॥ পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মই ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ উহারাও আত্মজ্ঞানের অঙ্গ॥ ৮৭ বৈদিককর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মুক্তি লাভ হয়॥ ৮৮॥ ইহলোক সম্বন্ধে অথবা পরলোক সম্বন্ধে কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম্ম তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে॥ ৮৯॥ প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়॥ ৯০॥ আত্মযাজী সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি জানিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন॥ ৯১॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত সমুদায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ও আত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, এবং বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন॥ ৯২॥ এই সকলই দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্ম সকলের মূলীভূত ; অন্য লাভে দ্বিজের কৃতকৃত্যতা নাই। পরন্ত এই আত্মজ্ঞানাদি লাভেই তিনি কৃতকৃত্য হন॥ ৯৩ বেদই পিতৃদেবে, ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষু ; ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়—ইহাই স্থির মীমাংসা॥ ৯৪॥ যে সকল স্মৃতি বেদ বহির্ভূত, যে সকল শাস্ত্র কুদৃষ্টিপ্রেরিত, পরলোক সম্বন্ধে সে সমুদায়ই নিষ্ফল জানিবে—সেই সকল শাস্ত্র তমকল্পিতমাত্র॥ ৯৫॥ যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, পরন্ত পুরুষকল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে—আধুনিকতা হেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে॥ ৯৬॥ চাতুর্ব্বর্ণ্য, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—সমুদায় বেদ হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে॥ ৯৭॥ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সকলই বেদপ্রসূত। গুণ কর্ম্মানুসারে বেদই সকলের প্রসূতি॥ ৯৮॥ সনাতন বেদশাস্ত্র সকল ভূতকে ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানীরা ইহাকে মনুষ্যের পুরুষার্থ সাধনের পরমোপায় বলিয়া মনে করেন॥ ৯৯॥ সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডপ্রণেতৃত্ব, এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য—বেদশাস্ত্রজ্ঞই এই সকল পাইবার উপযুক্ত॥ ১০০॥ যেমন জাতবল অগ্নি সজল কাষ্ঠকেও দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনার কর্ম্মজনিত দোষ সকল নষ্ট করেন॥ ১০১॥ বেদ-

শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ যে কোন আশ্রমে বাস করুন না কেন, তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন॥ ১০২॥ অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থের কেবলমাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, ধারণকারীর অপেক্ষা যাঁহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অপেক্ষা, যিনি সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ॥ ১০৩॥ তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের প্রথম মোক্ষসাধন। তপস্যা দ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়॥ ১০৪॥ যিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুমান, এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি বিবিধ আগম সকল— এই তিনই উত্তমরূপে জানা কর্ত্তব্য॥ ১০৫॥ বেদ এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনি ধর্ম্মকে জানিতে পারেন; অপরে নহে। অশেষপ্রকারে মোক্ষসাধন উক্ত হইল, এক্ষণে মানবশাস্ত্রের রহস্যোপদেশ শ্রবণ কর॥ ১০৭॥ এই মানবশাস্ত্রে সকল প্রকার ধর্ম্ম বিধানই আছে, তথাপি কোন বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ না থাকাতে, তৎসম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তবে সেরূপস্থলে শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিবেন, অশঙ্কিতভাবে তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে॥ ১০৮॥ ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া যাঁহারা বেদাঙ্গ, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠে বেদশাস্ত্রকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যাঁহারা বেদের প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহাদিগকে শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে॥ ১০৯॥ অথবা দশের ন্যূন না হয়, কিম্বা তিনের ন্যূন না হয়, এমন বৃত্তিস্থ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সভা বসাইয়া সেই পারিষদ্ হইতে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে— তাহা হইতে বিচলিত হইবে না॥ ১১০॥ বেদত্রয়ের অধ্যেতা, অনুমানজ্ঞ তার্কিক, পদার্থনিরুক্তিকুশল এবং মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যিনি পাঠ করিয়াছেন, এমন ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ এইরূপ অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ্ হইবে॥ ১১১ ধর্ম্মসংশয় নির্ণয়ে যে প্রকার পারিষদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদ যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ এমন অন্যূন তিনটী ব্রাহ্মণ লইয়া হইবে॥ ১১২॥ বেদবিৎ একজন দ্বিজোত্তম ও যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে, পরন্তু লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানী যাহা বলিবে, তাহা ধর্ম্ম হইবে না॥ ১১৩॥ যাহাদের কোন ব্রত নাই—যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষত্ত্ব নাই জানিবে। সেই পারিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না॥ ১১৪॥ তমোভূত, মূর্খ, ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক যে পুরুষকে উপদেশ দেয়, সেই পুরুষের পাপ শতগুণ হইয়া ঐ মূর্খোপদেষ্টার অনুগমন করে॥ ১১৫॥

মোক্ষ সাধন ধর্ম্ম সমুদয় তোমাদিগকে বলিলাম, এই ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হইলে বিপ্র পরমগতি লাভ করেন॥ ১১৬॥ সেই ভগবান্ দেবমনু লোকহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, এইরূপে ধর্ম্মের পরমগুহ্য সমুদয় আমাকে কহিয়াছিলেন॥ ১১৭॥ সমুদয় সদসদ্ময় জগৎ ধ্যানস্থ হইয়া পরমাত্মাতে অবস্থিত দেখিবে, যিনি সমুদয় আত্মাতে দর্শন করেন, তাঁহার মন অধর্ম্মে কখন ধাবিত হয় না॥ ১১৮॥ আত্মাই সমুদয় দেবতা; সমুদয়ই আত্মাতে অবস্থিত, আত্মাই শরীরীগণের কর্ম্মযোগ সংঘটন করিতেছেন॥ ১১৯॥ অগ্রে দেহাকাশকে বাহ্যাকাশে, চেষ্টা ও স্পর্শের কারণ দৈহিক বায়ুকে বাহ্য বায়ুতে, অন্ন পাককারী ও চক্ষুর তেজকে বাহ্যতেজে, দেহস্থ জলকে বাহ্যজলে, শারীরিক পার্থিবাংশকে, বাহ্য পার্থিব মূর্ত্তিসকলে॥ ১২০॥ মনকে চন্দ্রে, শ্রোত্রকে দিকে, পাদেন্দ্রিয়কে বিষ্ণুতে, বলকে হরে, বাগিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, পায়ুিন্দ্রিয়কে মিত্রে, উপস্থকে প্রজাপতিতে সন্নিবিষ্ট বা ভাবনাদ্বারা উহাদের একত্ব সাধন করিবে॥ ১২১॥ পশ্চাৎ সকলের শাস্তা, অণু হইতেও অণু, প্রকাশস্বরূপ, স্বপ্নধীগম্য সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে॥ ১২২॥ সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ বা প্রজাপতি মনু বলিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপে, কেহ বা প্রাণরূপে, এবং

অপর কেহ বা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ॥ ১২৩ ॥ এই পরমাত্মাই পৃথিব্যাদি পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সমুদয় প্রাণী ব্যাপিয়া বৃদ্ধি ও নাশ দ্বারা চক্রবৎ এই সংসার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন ॥ ১২৪ ॥ এইরূপে যিনি আত্মময় সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বসমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ ব্রহ্ম লাভ করিবেন ॥ ১২৫ ॥ ভৃগুপ্রোক্ত এই মানব শাস্ত্র পাঠ করিলে দ্বিজ নিত্য আচারবান্ হন এবং যথেপ্সীত গতি লাভ করেন ॥ ১২৬ ॥

ইতি ভৃগুপ্রোক্ত মানবীয় ধর্ম্মসংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপন।
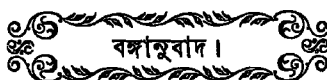
মনুসংহিতা সমাপ্ত।

অত্রিসংহিতা।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

অত্রিসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিহোত্র হোমান্তে নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট, বৈদিকপ্রধান, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঋষিপূজ্য মহর্ষি অত্রিকে প্রণাম করিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে ভগবন্! যাহা করিলে ত্রৈলোক্য কুশলে থাকিতে পারে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। ১। ২। অত্রি বলিলেন, হে বেদশাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ! তোমরা যে সন্দিগ্ধ অর্থাৎ দুর্নিশ্চেয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত (অর্থাৎ নিজের পর্য্যালোচনা ও গুরূপদেশ-অনুসারে) তৎসমস্তই বলিব। ৩। মহর্ষি অত্রি সর্ব্বতীর্থের জলে আচমন, সকল দেবতাকে প্রণাম, ও সকল সূক্ত জপ করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত, সমস্ত পাপ ও সংশয়ের বিনাশক, চতুর্ব্বর্ণের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যক্ত করিলেন। ৪। ৫ এ জগতে যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে পাপাচারী বা যাহারা ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারাও এই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইবে। ৬। অতএব ইহা বেদজ্ঞগণের যত্নপূর্ব্বক পাঠ্য এবং ধর্ম্ম অনুসারে সচ্চরিত্র শিষ্যদিগের নিকটও বক্তব্য। ৭। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূদ্র, এবং খলস্বভাব দ্বিজ, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্র শিক্ষা দিবেন না। ৮। যদি গুরু, শিষ্যকে একটী মাত্র অক্ষরও শিখাইয়া থাকেন, তথাপি, পৃথিবীতে এমত কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ঐ শিষ্য ঋণ-মুক্ত হইতে পারে। ৯। একাক্ষর-শিক্ষক গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মানিত না করে, সে শতবার কুক্কুর-জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১০। যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া সেই গর্ব্বে অন্যান্য শাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, সে একবিংশতিবার পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়। ১১। যে সকল মনুষ্য নিজ নিজ আচার পালনে সম্পূর্ণ তৎপর, অর্থাৎ কখনই অপথে পদার্পণ করে নাই, তাহারা দূরবর্ত্তী হইলেও লোকের প্রীতি-ভাজন হয়। ১২।

ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটী তপস্যা; আর, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন, এই তিনটী জীবিকা। ১৩। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটী তপস্যা; আর, অস্ত্রব্যবহার ও প্রাণি-রক্ষা এই দুইটী জীবিকা। ১৪। বৈশ্যেরও যজন দান ও অধ্যয়ন,—এই তিনটী তপস্যা; আর বার্ত্তা, অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষা ও কুসীদ, এই চারিটী জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজ-সেবাই তপস্যা এবং শিল্পকার্য্য জীবিকা। ১৫। আমি এই ধর্ম্ম বলিলাম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ এই ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া থাকিলে, ইহকালে বহুমান প্রাপ্ত হইয়া পরকালে সদ্গতি লাভ করে। ১৬। যাহারা পূর্ব্বোক্ত নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, নরপতি তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়া স্বর্গভাগী হয়েন। ১৭। স্বধর্ম্মে থাকিলে শূদ্রও স্বর্গলাভ করে। পরধর্ম্ম, সুন্দরী পরস্ত্রীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। ১৮। জপ হোম প্রভৃতি নিষেধিত কর্ম্ম-নিরত

শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন ; কারণ, জলধারা যেরূপ অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপহোমতৎপর শূদ্র, সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে। ১৯।

প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, অবিক্রেয়বিক্রয়, বা যাজন এই চারি কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পতিত হয়। ২০। ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা (গালা), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয়, ও দুগ্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শূদ্রবৎ হয়। ২১। ব্রত ও অধ্যয়ন শূন্য, ব্রাহ্মণ যে গ্রামে ভিক্ষা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ; রাজা, সেই চৌরপালক-গ্রামবাসীদিগকে বধ-দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২২। যে রাজ্যে পণ্ডিত-ভোগ্য বস্তু মূর্খে ভোগ করে, সেখানে অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন মহা ভয় উপস্থিত হয়। ২৩। যে রাজ্যে রাজা বেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করেন, সেখানে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২৪।

স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল এই তিন লোক ; ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও ভৈক্ষব এই চারি আশ্রম, দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নি ; এই সমস্তের রক্ষার জন্য বিধাতা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৫। যে সকল দ্বিজ মৌন অবলম্বন করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সহস্র দিব্য বৎসর স্বর্গলোকে পূজিত হয়েন। ২৬। যে রাজা, চতুর্ব্বর্ণের উক্ত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহাদের গুণ দোষ বিচার করেন, তিনি রাজত্বের দৃঢ়তা, কোষের উপচয়, যশ ও স্বর্গ লাভ করেন। ২৭। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়ানুসারে ধনসঞ্চয়, বিচারার্থীদিগের উপর অপক্ষপাতিতা এবং সর্ব্বতোভাবে রাজ্যরক্ষণ করা, এই পাঁচটী রাজাদিগের যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ২৮। রাজগণ প্রজাপালন করিয়া যাদৃশ পুণ্য লাভ করেন, ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ পুণ্যলাভ করেন না। ২৯। অকৃত্রিম জলাশয় না পাইলে হ্রদ বা সরোবরে স্নান করিবে ; পরকীয় জলাশয় হইলে চারিটী পঙ্কপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিবে। ৩০। (১) বসা (২) শুক্র (৩) রক্ত (৪) মজ্জা (৫) মূত্র (৬) বিষ্ঠা (৭) কর্ণের মল (খোল) (৮) নখ (৯) শ্লেষ্মা (১০) অস্থি (১১) চক্ষুর মল (১২) ঘর্ম্ম এই দ্বাদশটী মনুষ্যদিগের মল। ৩১। তাহার মধ্যে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রথম ছয়টীর শুদ্ধি এবং কেবল জলদ্বারা শেষ ছয়টীর শুদ্ধি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। ৩২। শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস অনসূয়া, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ৩৩। গুণিব্যক্তির গুণের অপলাপ না করা এবং অন্যের গুণের প্রশংসা না করা এবং অন্যের দোষ দেখিয়া উপহাস করা, ইহার নাম অনসূয়া। ৩৪। অভক্ষ্য বর্জ্জন, সৎসংসর্গ এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য আচারপালনের নাম শৌচ। ৩৫। প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্ম্মের বিবর্জ্জন, ইহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ মঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৬। শুভকার্য্যই হউক, আর অশুভকার্য্যই হউক, যাহা দ্বারা শরীর গ্লানিযুক্ত হয়, তাহা আত্যন্তিক ভাবে করিবে না, তাহার নাম অনায়াস। ৩৭। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যের মধ্য যখন যাহা যুটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া এবং পরস্ত্রীতে অভিলাষ না করার নাম অস্পৃহা। ৩৮। অপর কোন ব্যক্তি বাহ্য বা মানসিক দুঃখ উৎপন্ন করিলে, তাহার উপর ক্রোধ বা প্রতিহিংসা না করার নাম দম। ৩৯। অল্প আয় হইলেও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রতিদিন অক্ষুব্ধ চিত্তে অন্যকে দিবে, তাহার নাম দান। ৪০। পরের প্রতি, এবং মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু ও আত্মবন্ধু প্রভৃতি চিরাগত বন্ধুর প্রতি, সদ্য যাহার সহিত মিত্রতা হইয়াছে, তাহার প্রতি, এবং দ্বেষের পাত্র, বা নিজের শত্রু, এই সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করার নাম দয়া। ৪১। যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইয়াও এই সকল লক্ষণে বিভূষিত, তিনি উত্তম স্থান লাভ করেন এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৪২। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যপরতা, বেদাজ্ঞা প্রতিপালন, অতিথিসৎকার, ও বৈশ্ব-

দেব ইহাদিগের নাম ইষ্ট।৪৩। বাপী কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় উৎসর্গ, দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরাম (উপবন) উৎসর্গের নাম পূর্ত্ত। ৪৪। ব্রাহ্মণ, যত্নপূর্ব্বক ইষ্ট ও পূর্ত্ত করিবে। ইষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও পূর্ত্ত দ্বারা মোক্ষ লাভ হইবে। ৪৫। এই ইষ্ট ও পূর্ত্ত-কার্য্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য অধিকার। শূদ্র পূর্ত্তকার্য্যে অধিকারী বটে, কিন্তু তদন্তর্গত বৈদিক কর্ম্ম আপনি করিবে না।৪৬। সর্ব্বদা যম সেবন করিবে, নিয়মানুষ্ঠান যথা-কালে করিলেই হইল, সর্ব্বদা করিতে হইবে না, এবং যম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিযম করিলে পতিত হয়। ৪৭। অক্রুরতা, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, অহিংসা, দান, সরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও মৃদুতা এই দশটীর নাম যম। ৪৮। শৌচ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, অবৈধ রতিত্যাগ, ব্রত, মৌন, উপবাস ও স্নান এই দশটী নিযম। ৪৯। কুশময় প্রতিমূর্ত্তি তীর্থজলে নিমজ্জিত করিবে। তাহাতে যাঁহার উদ্দেশে ঐ কুশ-প্রতিমূর্ত্তি নিমজ্জিত হইবে, তিনি অষ্টভাগ পুণ্য লাভ করিবেন। ৫০। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্, বা গুরু ইহার মধ্যে যাহার পুণ্য কামনা করিয়া স্নান করিবে, তিনি স্নান জনিত দ্বাদশাংশ ফল লাভ করিবেন।৫১। অপুত্রব্যক্তি পুত্রের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে; যেহেতু শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য পুত্র ব্যতিরেকে হয় না। ৫২। পিতা যদি ভূমিষ্ঠ জীবৎ পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। ৫৩। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেই লোক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয এবং সেই দিনই শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু ঐ পুত্র নরক হইতে ত্রাণ করে। ৫৪। বহুপুত্র কামনা করা উচিত, কেননা যদি তাহার মধ্যে কোন পুত্র গয়া গমন, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ, কেহ বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে। ৫৫। * নরক-ভীরু পিতৃগণ "যে সন্তান গয়া গমন করিবে সে আমাদিগের উদ্ধার কর্ত্তা হইবে" বিবেচনা করিয়া তাদৃশ পুত্রের কামনা করিয়া থাকেন। ৫৬। ফল্গু নদীতে স্নান করিয়া, এবং গয়াসুরের মস্তকে পাদবিন্যাস-পূর্ব্বক অবস্থিত গদাধরদেবকে দর্শন করিয়া, লোক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও মুক্ত হয। ৫৭। যে ব্যক্তি মহানদীতে (গঙ্গা প্রভৃতিতে) আচমন করিয়া, দেব ও পিতৃ তর্পণ করে, সে নিত্যপদ লাভ এবং বংশের উদ্ধার করে। ৫৮। পবিত্র-ভোজ্য-রহিত শঙ্কাযুক্ত স্থানে প্রাণ রক্ষার্থ, যাহাতে শৌচ সন্দেহ আছে, এমত দ্রব্য ভোজন করিলে, তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৯। তিন দিন- ভিক্ষালব্ধ অক্ষারলবণ, তেজস্কর ব্রাহ্মী বৃক্ষের নির্যাস বা শঙ্খপুষ্পী দুগ্ধের সহিত খাইবে। ৬০। ✝

যদি কোন দ্বিজ না জানিয়া মদ্যভাণ্ড হইতে জলপান করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কয় দিন কি কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পাপ মোচন হইবে? ৬১। পলাশপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, পদ্মপত্র, উডুম্বরপত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথজলটুকুমাত্র তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ৬২। যিনি অনবধানতাবশতঃ এক-বার মাত্র সাযংকালে বা প্রাতঃকালে সন্ধ্যা না করিবেন, তিনি পর দিন স্নানান্তে একাগ্র-চিত্তে সহস্র গায়ত্রী জপ করিবেন। ৬৩। শোকাকুল হইযা বা অতিশয় পরিশ্রম করিযা স্নানাহ্নিক করিতে অক্ষম হইলে ভক্তি পূর্ব্বক "ব্রহ্মকূর্চ্চ" ও যৎকিঞ্চিৎদান করিযা শুদ্ধ হইবে। ৬৪। সর্পদষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গ জলে বা মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া বা সমুদ্র দর্শন করিযা শুদ্ধ হইবে। ৬৫। বৃক, কুক্কুর বা শৃগাল কর্ত্তৃক দষ্ট ব্রাহ্মণ, সুবর্ণশোধিত জলের সহিত ঘৃত ভোজন করিলে শুচি হইবে। ৬৬। (কিন্তু) ব্রাহ্মণী ঐ সকল শ্বাপদ কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে গ্রহনক্ষত্র দেখিযা

---

* নীলবৃষ লক্ষণ—যাহার পুচ্ছাগ্র, খুর, এবং শৃঙ্গ শুক্লবর্ণ ও অন্য অবয়বের রঙ্গ লাল, তাহাকে "নীলবৃষ" কহে।

✝ "ব্রহ্মসুবর্চ্চলাম" এইপাঠ থাকিলে তাহার অর্থ পীতবর্ণ, সূর্য্যাবর্ত্ত বৃক্ষের পত্র।

তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। ৬৭। ব্রতী ব্যক্তি কুক্কুর দষ্ট হইলে তিন দিন উপবাস কবিবে ও ঘৃতসিদ্ধ যাবক (যাউ) ভোজন কবতঃ ব্রত সমাপ্তি কবিবে। ৬৮। মোহ, অনবধানতা, বা লোভ বশতঃ ব্রতভঙ্গ কবিলে তিন দিন উপবাসান্তে শুদ্ধ হইবে এবং পুনর্ব্বাব ব্রত গ্রহণ কবিবে। ৬৯। যদি কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ কোন ব্রাহ্মণেব উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন কবে তাহা হইলে দুই দিন গায়ত্রী জপ কবিযা শুদ্ধ হইবে। ৭০। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ ক্ষত্রিব বা বৈশ্যেব উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন কবিলে তিন দিন গাযত্রী জপ কবিযা শুদ্ধ হইবে। ৭১। অভোজ্যান্ন, স্ত্রী-শূদ্রোচ্ছিষ্ট বা অভক্ষ্য মাংস ভোজন কবিলে সাত দিনযবমণ্ড পান কবিবে। ৭২। কুক্কুব-স্পৃষ্ট ব্যক্তি স্নান কবিবে ও কুক্কুবেব উচ্ছিষ্ট খাইলে ষাণ্মাসিক ব্রত কবিবে। ৭৩। অন্যান্য অসংস্পৃশ্য জাতি স্পর্শে স্নান ও তাহাব উচ্ছিষ্ট ভোজনে ষাণ্মাসিক ব্রত কবিবে। ৭৪। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা মূত্র বা সুবা স্পৃষ্ট দ্রব্য খাইলে পুনঃ সংস্কাব—(পুন-রুপনযন)ভাগী হইবে। ৭৫। দ্বিজগণেব পুনঃ সংস্কাবেব সময় মস্তক মুণ্ডন, মেখলা ধাবণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচবণ ও ব্রহ্মচর্য্য কবিতে হইবে না। ৭৬। গৃহমধ্যে শব থাকিলে তদ্দূষিত গৃহেব শুদ্ধি বলিব;—তত্রত্য মৃণ্ময়ভাণ্ড ও সিদ্ধান্ন পবিত্যাগ কবিবে। ৭৭। সেই সকল দ্রব্য গৃহ হইতে অপসৃত কবিযা গোমষ দ্বাবা লেপ দিবে, পবে ছাগ দ্বাবা আঘ্রাত কবাইব। ৭৮। ব্রাহ্মমন্ত্র পাঠ কবিযা ঐ গৃহেব অপবিত্রতা দূব কবতঃ উক্ত মন্ত্র পাঠ কবিযা সুবর্ণও কুশ-স্পৃষ্ট জলসেক কবিলে, উক্ত গৃহ শুদ্ধ হইবে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯। বাজা বা অন্ত্যজ বা শ্বপচ ব্যক্তি কোন দ্বিজকে বলপূর্ব্বক বিচালিত (সৎপথচ্যুত অভক্ষ্য ভক্ষণাদি দ্বাবা অসৎপথে প্রবর্ত্তিত), কবিলে ঐ দ্বিজ প্রাজাপত্য ব্রত কবিযা পুনঃসংস্কাব কবিবে। ৮০। কুক্কুব স্পর্শ কবিলে স্নান কবিবে এবং অকৃতস্নান কুক্কুবস্পৃষ্ট ব্যক্তিব উচ্ছিষ্ট ভোজন কবিলে যত্নপূর্ব্বক ব্রত কবিবে। ৮১। ইহাব পব অশৌচেব বিষয় বলিব, তাহাব পব প্রাযশ্চিত্তেব কথা বলিব। ৮২। সাগ্নিক এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একদিনেশুদ্ধ হয, কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিন দিনে, আব অগ্নিবেদ-বহিত ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয। ৮৩। শাস্ত্রানুসাবে ব্রত-ধাবী, আহিতাগ্নি ও বাজা, এবং ব্রাহ্মণ যাহাব অশৌচ না হওযা ইচ্ছা কবেন, এই সকল ব্যক্তিব স্বস্ব কর্ম্মে অশৌচ হইবে না। ৮৪। ব্রাহ্মণ দশ দিনেব পব, ক্ষত্রিব দ্বাদশ দিনেব পব, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনেব পব ও শূদ্র এক মাসেব পব শুদ্ধ হয। ৮৫। এক বংশোৎপন্ন হইযা আপনা হইতে অনুক্রমে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, ইহাদিগেবই পিণ্ড বা লেপ-দান ও তর্পণ হইযা থাকে। পূর্ব্বোক্ত মবণাশৌচও তাহাব অনুগামী, অর্থাৎ সপিণ্ড দিগেব হইবে। ৮৬। কিন্তু জননাশৌচে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দশ বাত্রি, পঞ্চমে ছয দিন, ষষ্ঠে তিন দিন, সপ্তমে দুই দিন, অষ্টমে এক দিন, ও নবমে দুই প্রহব অশৌচ, দশম পুরুষ মাত্র স্নান কবিলেই শুদ্ধ হইবে। ৮৭।৮৮। জনন মবণে হীনবর্ণা দাসী ও অনুলোমী পত্নীদিগেব স্বামীব সদৃশ অশৌচ হইবে, স্বামী মবিলে, যে বংশে তাহাবা জন্মিযাছিল, তদনুরূপ অশৌচ হইবে।৮৯। শবস্পৃষ্ট তৃতীয (অর্থাৎ শবস্পৃষ্টকে যে স্পর্শ কবে তাহাকে যে স্পর্শ কবে সেই ব্যক্তি) বস্ত্রান্তব গ্রহণ না কবিযাই অবগাহন কবিবে এবং শবস্পৃষ্ট চতুর্থ (অর্থাৎ শবস্পৃষ্ট তৃতীয স্পর্শী) সাত বাটীতে ভিক্ষা কবিযা খাইবে,ইহা শাববিধি (পবম্পবা শবস্পর্শীব শৌচ বিধি) বলিয়া স্মৃত হইযাছে।৯০। সপত্নীপুত্রেব জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদা পবিণীত একান্নবর্ত্তী অসবর্ণা মাতৃগণেব স্বামীব সমান (স্বামী, বর্ণানু-সাবে) অশৌচ হইবে, কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সমযে পবিণীতা হইলে স্বস্ববর্ণানুসাবে অশৌচ হইবে। ৯১। উষ্ট্রী বা মেষীব দুগ্ধ, অশৌচান্ন, সূপকাবেব (বাঁধুনি ব্রাহ্মণেব) অন্ন, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন কবিলে চান্দ্রাযণ কবিতে হইবে। ৯২। যে মনুষ্য অধর্ম্ম উদ্দেশ কবিযা (অর্থাৎ সন্ধ্যাদি কবিতে হইবে না ভাবিযা) অশৌচান্ন ভোজন কবে সে তিন দিবস উপবাস কবিয়া একদিন জলে অবস্থান

করিবে। ৯৩। সাগ্নিক ব্যক্তি অশৌচে মহা-
যজ্ঞ (কাম্য যজ্ঞ) করিবে না। কিন্তু শুষ্কান্ন বা
ফলদ্বারা নিত্য হোম করিবে। ৯৪। জন্মের
পর দশ দিনের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে
সদ্যঃশৌচ হইবে, তাহার জননাশৌচ আর
থাকিবে না এবং মরণাশৌচও হইবে না। ৯৫।
চূড়কর্ম্ম হইয়া গেলে বালক, নাম ও স্বধাপদ
উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে পারিবে।৯৬।
ব্রহ্মচারী বা যতি সদ্যঃ শৌচভোগী। পূর্ব্ব-
সংকল্পিত মন্ত্রজপে ও ব্রতে, ও যাজ্ঞিকদিগের
যজ্ঞে এবং যে বিবাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন
হইয়াছে, সেই বিবাহে (বিবাহপদসংস্কার
মাত্রের উপলক্ষক) সদ্যঃ শৌচ হইবে। ৯৭।
মধ্যে অশৌচ হইলেও বিবাহ, উৎসব
ও যজ্ঞে কোন দোষ হইবে না, যদি অশৌচ
হইবার পূর্ব্বে এসকল কার্য্যের আরম্ভ
হইয়া থাকে। ইহা অত্রি বলিয়াছেন। ৯৮।
গর্ভমৃত বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে অশৌচ হয়,
তাহাতে সূতিকা স্পর্শ না করিলে শুদ্ধ
আচমনের দ্বারা ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যতাজনক
অশৌচ যাইবে।৯৯। ক্ষত্রিয় পঞ্চম দিনে, বৈশ্য
সপ্তম দিনে, এবং শূদ্র দশম দিনে, স্পৃশ্য
হইবে, ইহা পণ্ডিতদিগের জ্ঞাতব্য এবং শূদ্রের
জনন মরণে যেরূপ, মৃত-জন্মেও সেইরূপ এক
মাস অশৌচ (ইহার দ্বারা অন্যবর্ণত্রয়েরও
পূর্ণাশৌচ জানিবে)। ১০০। ১০১।* (১) চির-
রোগী, অসচ্চরিত্র, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্মকার্য্য-
বর্জ্জিত মূর্খ, অতিশয় স্ত্রৈণ, ব্যসনে আসক্ত-
চিত্ত, চিরপরাধীন এবং স্বাধ্যায়ব্রহ্মচর্য্যবিহীন
ব্যক্তির সর্ব্বদা অশৌচ।১০২।১০৩। পরিবিত্তির
প্রায়শ্চিত্ত দুই প্রজাপত্য, পরিবেত্তৃ-পরিণীতা
কন্যার এক প্রজাপত্য, কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতি-
কৃচ্ছ্র, পরিবেত্তার সান্তপন। ১০৪। জ্যেষ্ঠ-
ভ্রাতা—কুব্জ, বামন, খঞ্জ, জনসমাজে নিন্দিত,
বেদাধ্যয়নে অসমর্থ, জন্মান্ধ, জন্মবধির বা
মূক হইলে পরিবেদনে অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহে
দোষ হইবে না। ১০৫। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্লীব,
দেশান্তরস্থ, পতিত, প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী),
যোগশাস্ত্ররত, (যোগাভ্যাস করিতে দৃঢ় ইচ্ছা
থাকায় বিবাহে অনিচ্ছুক), হইলে পরিবেদনে
দোষ হইবে না। ১০৬। যে ব্যক্তির পিতা
পিতামহ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগ্নিহোত্রাধিকারী
হয়েন নাই, পরে ঐ ব্যক্তি (প্রায়শ্চিত্ত করিয়া)
অগ্নি গ্রহণ করিলে পরিবেদন দোষে দোষী
হইবে না। ১০৭। জ্যেষ্ঠের স্ত্রীবিয়োগের
পর পুনর্ব্বিবাহ না হইলেও কনিষ্ঠ বিবাহে
অধিকারী, এবং ঐ জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ বা পাপী
হইলে কনিষ্ঠ অগ্নিহোত্রে অধিকারী। ১০৮।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীপেই বর্ত্তমান আছে, (এবং
উক্ত কোনরূপ দোষে দোষী নহে) অথচ
অগ্ন্যাধান করিতেছেন, সেস্থলে জ্যেষ্ঠের অনু-
মতি লইয়া কনিষ্ঠ অগ্ন্যাধান করিবে ইহা
শঙ্খবাক্য। ১০৯। অগ্নি, বেদ, বা তপস্যা এই
সকল কারণে জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে গৃহীত হইলেও
কনিষ্ঠকে পরিবেদন দোষে দূষিত করিতে
পারিবে না এবং অনুমতি ব্যতিরেকে কনিষ্ঠ
আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। ১১০। যাহা
শ্রুতি স্মৃতি কথিত নিত্য, বা নৈমিত্তিক
কার্য্য, এবং যাহা স্বর্গজনক কাম্য কর্ম্ম, তাহার
অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ১১১।
শুক্ল প্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র খাইবে,
ঐ দিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক
এক গ্রাস আহার বাড়াইবে অর্থাৎ পূর্ণিমা
পর্য্যন্ত তিথি সংখ্যানুসারে গ্রাস সংখ্যা
হইবে, এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন
এক এক গ্রাস কমাইবে ও অমাবস্যাতে
উপবাস করিবে, ইহা হইলেই চান্দ্রায়ণ ব্রত
করা হইল। পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই চান্দ্রায়ণ
ব্রতকে মহাপাতকনাশক বলিয়াছেন। ১১২।
বেদাভ্যাসরত, ক্ষমাশীল, মহাযজ্ঞানুষ্ঠায়ী
ব্যক্তিকে ব্রহ্মহত্যাদিজনিত পাপও স্পর্শ
করিতে পারে না। ১১৩। বায়ুভোজী হইয়া
দিবসে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও রাত্রিতে জলে
অবস্থান করত সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে;
তাহা দ্বারা ব্রহ্মবধ ব্যতিরিক্ত সকল পাপ নষ্ট
হইবে। ১১৪। পদ্মপত্র, উডুম্বরপত্র, বিল্বপত্র,
কুশ এবং অশ্বত্থপত্র, পলাশপত্র সিদ্ধ করিয়া

(১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে ঐ কনিষ্ঠের "পরিবেত্তা" এবং ঐ জ্যেষ্ঠের "পরিবিত্তি" সংজ্ঞা হয়।

তাহার জল পান "পর্ণকৃচ্ছ্র" নামে কথিত হয় ১১৫। গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গোমূত্র, গোময, এবং গব্য ঘৃত এই পঞ্চগব্য পান করিয়া পরদিন নিরম্বু উপবাস করিবে ইহা "সান্তপন" ব্রত। ১১৬। কথিত পঞ্চগব্যের এক একটী এক এক দিন, (কোন দিন দুগ্ধ মাত্র, কোন দিন দধি মাত্র, ইত্যাদি) এইরূপ পাঁচ দিন, এবং এক দিন মিশ্রিত সকল পঞ্চগব্য পান করিবে, এই ছয় দিনের পর সপ্তম দিনে উপবাস করিবে, এই ব্রত "মহাসান্তপন" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১৭। তিন দিন সায়ংকালে তিন দিন প্রাতঃকালে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে, ইহার পর তিন দিন উপবাস করিবে, (এই দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রত) "প্রাজাপত্য" নামে কথিত হইয়াছে। ১১৮। এই ব্রতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস অযাচিত তিন দিবসে চতুর্বিংশতিগ্রাস খাইবে, পরের তিন দিন উপবাস করিবে। ১১৯। প্রাজাপত্য ব্রতের মত তিনদিন রাত্রিতে, তিনদিন দিবসে ও তিনদিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিবে, কিন্তু এই নবদিনে এক এক গ্রাস মাত্র ভোজন। পরে তিন দিন উপবাস। ইহার নাম "অতিকৃচ্ছ্র"। ১২০। সকলের জানা উচিত যে, এই প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূত শরীর-শোধক ভোজন-গ্রাস কুক্কুটাণ্ড পরিমিত হইবে। কিম্বা যাহার মুখে স্বচ্ছন্দে যেরূপ গ্রাস প্রবিষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সেইরূপ গ্রাস বিধেয়।১২১। তিন দিন ছয়পল পরিমিত উষ্ণজল, তিন দিন ত্রিপল পরিমিত উষ্ণদুগ্ধ, এবং তিন দিন একপল পরিমিত উষ্ণঘৃত পান করিয়া, তিন দিন বায়ুভুক্ হইয়া থাকিলে "তপ্তকৃচ্ছ্র" নামক ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ১২২। ১২৩। তিন দিন ত্রিপল দধি, তিন দিন ত্রিপল ক্ষীর এবং তিনদিন একপল পরিমিত ঘৃত পান করিবে, আর তিন দিন বায়ুভুক্ হইবে, ইহাকেই "বৈদিককৃচ্ছ্র" ব্রত কহে। ১২৪। ১২৫। একদিন একবার মাত্র ভোজন, একদিন রাত্রিতে অযাচিত ভোজন এবং একদিন উপবাস দ্বারা "পাদকৃচ্ছ্র" ব্রত হয়। ১২৬। একবিংশতি দিন দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকাকে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত, এবং দ্বাদশ দিন উপবাস করাকে "পরাক" ব্রত কহে। ১২৭। চার দিন প্রত্যহ পিণ্যাক্ (খোল), দধি, শক্তু (ছাতু) এই কয় দ্রব্যের একএক গ্রাস ভোজন ও এক দিন উপবাস, এই ব্রত "সৌম্যকৃচ্ছ্র" নামে কথিত হয়। ১২৮। এই পাঁচটী কার্য্যের মধ্যে যথাক্রমে তিন দিন করিয়া এক একটী কার্য্যের আবৃত্তি করিলে পঞ্চদশ দিন সাধ্য যে ব্রত হয়, তাহা "তুলাপুরুষ" নামে জ্ঞাতব্য। ১২৯। দহ্যমানা কপিলা গাভীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান ব্যাসক্ত কৃচ্ছ্র, ইহা চাণ্ডালকেও শুদ্ধ করে। ১৩০। (দিবসে অনাহারে থাকিয়া) রাত্রিতে ভোজনের নাম নক্তব্রত। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান হয় নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত "চান্দ্রায়ণ" ইহা কথিত হইয়াছে।১৩১। তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন, পূর্ব্বোক্ত কৃচ্ছ্র করিলে তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হয়েন। ১৩২। বেদাভ্যাসতৎপর ক্ষমাশীল লোক ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে এবং তদুপদিষ্ট শৌচ ও আচার পালন করিলে গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভ করে। ১৩৩। দ্বিজাতি সকলের ধর্ম্ম এই উক্ত হইল। স্ত্রীশূদ্রদিগের পাতিত্যজনক কার্য্যের বিবরণ বলিতেছি, হে মহর্ষিগণ শ্রবণ কর। ১৩৪। জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতারাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্যজনক। ১৩৫। যে নারী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস করিয়া ব্রত করে, সে নারী স্বামীর আয়ুহরণ করে ও নরকে গমন করে। ১৩৬। নারী তীর্থস্থান অভিলাষিণী হইলে স্বামী, শিব বা বিষ্ণুর পাদোদক পান করিবে; ইহাতে পরম স্থান লাভ করিবে। ১৩৭। স্বামীর জীবিতাবস্থায় বা মৃত অবস্থায় স্ত্রী বামাঙ্গী, আর পুরুষ দক্ষিণ দিক্ ভাগী। কিন্তু শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও বিবাহ সময়ে স্ত্রী দক্ষিণ দিকে থাকিবে। ১৩৮। চন্দ্র, গন্ধর্ব্বগণ ও অগ্নিরা ইহারা স্ত্রীদিগকে শুচিতা দান করিয়াছেন এবং অগ্নি সর্ব্ব-শুচিতা দান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী সর্ব্ব-

দাই পবিত্র। ১৩৯। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয ; সংস্কাব (উপনয়ন) হইলে উহাকে দ্বিজ বলা গিযা থাকে, বিদ্যা দ্বাবা বিপ্রত্ব লাভ হয এবং উক্ত জন্ম, সংস্কাব ও বিদ্যা এই তিন দ্বাবা "শ্রোত্রিব" পদবাচ্য হয।১৪০। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্র অধ্যযন, ও তাহাব উপদেশমতে কার্য্য কবে, তাহাকে "বেদবিৎ" বলা যায। তাহাব বাক্য পবিত্রতাজনক।১৪১। বেদবিৎ একজনও ব্রাহ্মণ যে ধর্ম্ম আচবণ কবেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, শত সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি যাহা কবে, তাহা ধর্ম্ম নহে। ১৪২। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ জপ হোমাদি দ্বাবা অগ্নিব ন্যায দীপ্যমান্ হয়েন, আব জলসেকে যেরূপ অগ্নিব তেজোনাশ হয, প্রতিগ্রহ দ্বাবা তাঁহাবাও সেইরূপ হীন-তেজ হয়েন। ১৪৩। যেমন প্রবল বাযু আকাশ-সঞ্চাবী মেঘসকলকে বিদূরিত কবে, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ সেই প্রতিগ্রহজনিত দোষবাশিকে প্রাণাযাম দ্বাবা বিদূবিত কবেন। ১৪৪। যদি ব্রাহ্মণ, ভোজনান্তে আচমন কবিযা আর্দ্র হস্তে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাব লক্ষ্মী, বল, যশঃ, তেজঃ এবং আযুঃ হ্রাস হয। ১৪৫। যে ব্যক্তি ভোজনগৃহে বা আসনে অবস্থিত হইযা উপ-স্পর্শ (কুলকুচা) কবে, তাহাব অন্ন অভোজ্য, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ কবিতে হয়। ১৪৬। যে ব্যক্তি আপনাব অধিষ্ঠিত আসনে পাত্র বাখিযা সেই পাত্রেব জলে আচমন কবে, তাহাব অন্ন ভোজন কবিবে না; ভোজন কবিলে চান্দ্রায়ণ কবিতে হয। ১৪৭। বেদ হইতে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র নাই, মাতাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাই, ইহলোকে ও পবলোকে দান অপেক্ষা উত্তম বন্ধু নাই, কিন্তু অসৎপাত্রে প্রদত্ত দ্রব্য সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ কবে। ১৪৯। লৌহময পাত্রে যে হব্য (দেবদেয) কব্য (পিতৃদেয)অন্ন প্রদত্ত হয, তাহা দেবগণ বা পিতৃগণ গ্রহণ কবেন না, ভোক্তামনুষ্যেব পক্ষেও সেই অন্ন বিষ্ঠাবৎ সর্ব্বতোভাবে পবিত্যাজ্য এবং দাতা নবক-গামী হন। ১৫০। বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্যপাত্রে স্থাপিত অন্নও বামহস্ত বা লৌহ-পাত্রদ্বাবা কদাচ পবিবেশন কবিবে না। ১৫১। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃগণেব তৃপ্তি-উদ্দেশে মৃণ্ময পাত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইবেন, সেই অন্ন-দাতা এবং ঐ ভোক্তা উভযেই নবকগামী হই-বেন।১৫২। অন্যপাত্রেব নিতান্ত অভাব হইলে, ঐ সকল শ্রাদ্ধীয ব্রাহ্মণেব অনুমতিক্রমে মৃণ্ময পাত্রেও দিতে পাবিবে, কেন না শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-গণেব সত্য মিথ্যা সকল বাক্যই প্রামাণিক।১৫৩। সুবর্ণময, লৌহময, তাম্রময, কাংস্যময বা বৌপ্যময় পাত্রে কবিযা ভিক্ষা দান কবিলে, দাতাব ধর্ম্ম হয় না এবং ঐ ভিক্ষালব্ধদ্রব্য-ভোজী ভিক্ষু পাপ ভোজন কবে। ১৫৪। ভিক্ষুগণ কখনই, এমন কি বিপৎকালেও, কাংস্যপাত্রে ভোজন কবিবে না, কেন না যতিগণেব বৃক্ষপত্রে ও গৃহস্থগণেব কাংস্যপাত্রে ভোজন নিয়ম সিদ্ধ। ১৫৫। কাংস্যপাত্রেব যে অপবিত্রতা, এবং গৃহস্থেব যে পাপ, কাংস্যপাত্রে আহাব কবিলে ভিক্ষু সেই দুয়েব অধিকাবী হয়। ১৫৬। এ বিষযে (কেহ) বলিযা থাকেন। সুবর্ণ, আবন্ন, লৌহ, তাম্র কাংস্য এবং বৌপ্যময পাত্রে ভোজন করিলে ভিক্ষু দোষী হয না, কিন্তু ঐ সকল পাত্র গ্রহণ কবিলে দোষী হয। ১৫৭। যতি হস্তে জলপ্রদানপূর্ব্বক ভিক্ষা দিয়া পুনর্ব্বাব জল দিলে সেই ভিক্ষা মেরুতুল্য, এবং ঐ জল সমুদ্র তুল্য হয়। ১৫৮। যতি, ম্লেচ্ছ-গৃহ হইতেও মাধুকবীবৃত্তি অবলম্বন কবিবে, (অর্থাৎ নানা স্থান হইতে আহাবোপযুক্ত অন্ন সংগ্রহ করিবে) কিন্তু বৃহস্পতিব গৃহেও একান্ন (একমাত্র স্থান হইতে সংগৃহীত অন্ন) খাইবে না। ১৫৯। যে গৃহস্থ হইযা আপৎকাল ব্যতিবেকে (ইচ্ছা-পূর্ব্বক) সিদ্ধান্ন ভিক্ষা কবে, সে দশদিন বাত্রে বজ্র ও তিন দিন শুদ্ধ জলপান কবিবে। ১৬০। গোমূত্রমিশ্রিত যৃতপক যাবক "বজ্র" নামে অভিহিত,—ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। ১৬১। ব্রহ্মচাবী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরু-প্রতি-পালক, পথিক ও দবিদ্র,—এই ছযজনকে ভিক্ষু কহে। ১৬২। ছযমাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী স্ত্রীতে, এবং বালকেব দন্তজননেব পব (বালকেব ছয মাস বযঃক্রম পূর্ণ হইলে), জাতাপত্যা স্ত্রীতে, উপগত হইতে পাবে, ইহা বিহিত ধর্ম্ম। ১৬৩।

প্রথম ব্রহ্মহত্যা, দ্বিতীয় বিমাতৃগমন, তৃতীয় সুরাপান, চতুর্থ (অশীতি বত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণ—) স্তেয, পঞ্চম এই সকল পাপিগণের সহিত গুরুতর সংসর্গ—ইহা মহাপাতক। ১৬৪। এই সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য যথাক্রমে তিন বৎসর ব্রত আচরণ করিবে, তাহাতে অকামকৃত-ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১৬৫। ব্রহ্মহত্যা-পাপের অর্দ্ধপাপ ক্ষত্রিয় হত্যায়, ষষ্ঠভাগৈক ভাগ বৈশ্য হত্যায় এবং দ্বাদশভাগৈকভাগ শূদ্র হত্যায় ১৬৬। তিনমাস নক্ত-ব্রত, ভূমিতে শয়ন ও কৃচ্ছ্রাব্দ (৩০ প্রজাপত্য) করিলে স্ত্রী-হন্তা শুদ্ধ হইবে। ১৬৭। রজক, শৈলূষ (নাটকাদিতে সাজিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে), বেণু-কর্ম্মোপজীবী (ডোম) ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ১৬৮। সকল অন্ত্যজা গমনে, তাহাদিগের দ্রব্য ভোজনে, ও সম্প্রবেশনে (একত্র শয়নে) পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে—ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। ১৬৯। ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল-ভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে ৩৭ দিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া থাকিবে। ১৭০। ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজ বা রজস্বলা স্পৃষ্ট পকান্ন ভোজন করিলে, প্রাজাপত্যার্দ্ধ করিবে। ১৭১। চাণ্ডালান্ন-ভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি যথা;—ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয় সান্তপন, বৈশ্য, ষড়রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন, এবং শূদ্র ত্রিরাত্র-ব্রত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭২। ১৭৩। ব্রাহ্মণ, বৃক্ষে উঠিয়া ফল খাইতেছে, এমন সময়ে যদি চাণ্ডাল সেই বৃক্ষের মূল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৪। ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে ঐ ব্রাহ্মণ সবস্ত্র (বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়া) হইয়া স্নান এবং ঘৃত ভোজনপূর্ব্বক একদিন নক্ত-ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭৫। চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া তাহার ফল ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৬। ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে সবস্ত্র হইয়া স্নান ও একদিন কেবল পঞ্চগব্য পান করিবে এবং একদিন উপবাসী হইবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে। ১৭৭। ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল এক শাখায় আরূঢ় হইয়া ঐ শাখাস্থ ফল ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৮। ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭৯। ম্লেচ্ছস্ত্রীতে উপগত হইলে সান্তপন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ম্লেচ্ছোপভুক্ত ভার্য্যার সহিত ব্যবহার করিলে সবস্ত্র-স্নান, ঘৃতভোজন ও তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৮০। ১৮১। অন্য ব্যক্তি কর্তৃক অপত্যের নিমিত্ত সংগৃহীতা নারীতে গমন করিলে নদী জলদ্বারা স্নান এবং ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুচি হইবে। ১৮২। চাণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, শ্বপচ, কপালব্রতধারী,—অজ্ঞানতঃ ইহাদিগের স্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৩। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল স্ত্রীগমন করে বা গমন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ উপভোক্তা পুরুষ, ঐ স্ত্রীর সমজাতি হইবে, সেই পুরুষই সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১৮৪। দ্বিজ, তেল বা ঘৃত মাখিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ বা চাণ্ডাল স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক অহোরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৮৫। কেশ কীট নখ স্নায়ু এবং অস্থি-কণ্টক স্পর্শ করিলে নদীজলে স্নান ও ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৬। মৎস্যাস্থি, শৃগালাস্থি, নখ, শুক্তি (ঝিনুক), কপর্দ্দিকা (কড়ি) স্পর্শ করিলে স্নান ও সুবর্ণ-শোধিত উষ্ণ-ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৭। গোকুল (গোযাল) কন্দুশালা (ভর্জ্জন পাত্র) তৈলযন্ত্র ও ইক্ষুযন্ত্র (গুড় নিষ্পাদক) স্ত্রীলোক ও রোগীর শৌচাশৌচ বিচার্য্য নহে অর্থাৎ এ সকল সর্ব্বদাই শুচি। ১৮৮। স্ত্রী, উপপতি করিলেও দুষ্টা হইবেনা, ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত হিংসাদি দ্বারা দুষ্ট হইবেন না, জল বিষ্ঠামূত্রস্পর্শেও দুষ্ট হইবে না, অগ্নি অপবিত্র দ্রব্য দগ্ধ করিলেও অপবিত্র হইবে না। ১৮৯। প্রথমেই নারীগণকে চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, বহ্নি প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ ভোগ করেন,

পরে মনুষ্যগণ, তাহারা কোনরূপ মানসাদি সামান্য পাপে দুষ্ট হইতে পারে না। ১৯০। অসবর্ণ (উত্তমবর্ণ) পুরুষ কোন স্ত্রীর গর্ভ করিলে সেই গর্ভিণী নারী যাবৎ প্রসব না করে, তাবৎ অশুদ্ধ থাকিবে। প্রসবের পর সেই নারী ঋতুমতী বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধ হইবে। ১৯১। ১৯২। স্ত্রীর সম্পূর্ণ অমত সত্ত্বে, যদি কেহ বঞ্চনা, বল, বা চৌর্য্যপূর্ব্বক উপগত হয়, তাহা হইলে ঐ অদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু ঐ কার্য্যে স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না, পরে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ঐ স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিতে পারিবে (তাহার পূর্ব্বে করিবে না) কেননা ঋতুকাল উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়।* ।১৯৩। ১৯৪। রজক, চর্ম্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী) বরুড, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ কহে। ১৯৫। জ্ঞানপূর্ব্বক ইহাদিগের স্ত্রীগমন, অন্ন ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছ্রাব্দ (এক বৎসর একাদিক্রমে প্রজাপত্য ব্রত ৩০ প্রজাপত্য) করিতে হইবে, অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে চন্দ্রায়ণদ্বয়।১৯৬। যে নারী একবার মাত্র ম্লেচ্ছ বা (তাহার তুল্য) পাপিষ্ঠ (চাণ্ডালাদি বা অতিপাতকী প্রভৃতি) কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে, সে প্রাজাপাত্য ব্রতানুষ্ঠান ও রজনির্গমদ্বারা শুদ্ধ হইবে।১৯৭। যে নারী বলপূর্ব্বক হৃতা অথবা অন্যের বাক্যে বঞ্চিতা হইয়া সকৃৎ (একবার মাত্র) উপভুক্তা হয়, সে প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৯৮। দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যারত স্ত্রীলোকের রজঃ হইলে কখনই ব্রত ভঙ্গ হইবে না। ১৯৯। দ্বিজ, মদ্য সুরাস্পৃষ্ট কুম্ভের জল পান করিলে কৃচ্ছ্র পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত (পুনরুপনীত) হইবে। ২০০। অন্ত্যজের বহু পুষ্প-ফল-শোভিত বৃক্ষ থাকিলে সেই সকল বৃক্ষের পুষ্প এবং ফল সকলেরি উপভোগ্য। ২০১। চাণ্ডালস্পৃষ্ট জল পান করিলে ব্রাহ্মণ, "কৃচ্ছ্র পাদ" অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ২০২। শ্লেষ্মা, চর্ম্মপাদুকা, বিষ্ঠা, মূত্র, রজঃ, শোণিত, বা মদ্যকর্ত্তৃক দূষিত কূপের জল পান করিলে, কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ২০৩। ব্রাহ্মণ—তিন দিন, ক্ষত্রিয়—দুই দিন, এবং বৈশ্য—এক দিন, উপবাস ও শূদ্র—নক্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২০৪। সদ্য বমনস্পর্শে সবস্ত্র স্নান, পূর্ব্বদিনের বমনস্পর্শে এক দিন ও অধিক দিনের বমনস্পর্শে তিন দিন উপবাস, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ২০৫। মস্তক সুরালিপ্ত হইলে দশ দিন, কণ্ঠ সুরালিপ্ত হইলে ছয় দিন, উরু সুরালিপ্ত হইলে তিন দিন ও পাদ সুরালিপ্ত হইলে এক দিন, উপবাস করিবে। ২০৬। এস্থলে কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ, সুরা-ভিন্ন (অন্নবিকার পৈষ্টী, মাধ্বী, গৌড়ী এই ত্রিবিধ সুরা, প্রথমটী মুখ্য, দ্বিতীয় দুইটী গৌণ) মদ্য (পানাসাদি একাদশবিধ) প্রমাদতঃ পান করিলে দশদিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২০৭। যে ব্রাহ্মণ, মদ্যপ (অসকৃৎ মদ্যপান কর্ত্তা বা সকৃৎ সুরাপান কর্ত্তা) বা নিষাদের অন্ন ভোজন করে, দেবগণ তাহার প্রদত্ত হব্য ভোজন বা জল পান করেন না। ২০৮। স্ত্রীলোক সহমরণ বা অনুমরণ করিতে গিয়া চিতা হইতে পতিত হইলে বা রোগদ্বারা রজোহীন হইলে "প্রাজাপত্য" ব্রত করিয়া এবং দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে। ২০৯। যে সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা-গ্রহণ, মরণ সঙ্কল্পপূর্ব্বক অগ্নি-প্রবেশ, বা জল প্রবেশ করে অথচ উহাতে বিনষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তিন প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণ এবং জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় সংস্কারভাগী হইবে। ২১০। ২১১। ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মশাপাদি) দ্বারা বিনষ্ট হইলে তাহার অশৌচ হইবে না, তাহার উদ্দেশে, জলাদিদান, বা অশ্রুত্যাগ, কর্ত্তব্য নহে; তাহার গুণ বর্ণন কি তাহার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া দুঃখ করা, বা "কটধারণ" (শয্যান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র কটে শয়ন, বিধেয় নহে। ২১২। যদি কেহ ঐ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক স্নেহবশতঃ বা তাহার [illegible]

*১৮৯+১৯২ বচনের নানাদি ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে।

পুত্রাদির) ভয়ে বা বিনয়ে এই সকল নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহারই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ।২১৩। শৌচ-স্মৃতি বর্জ্জিত (যাহার শৌচাশৌচ বিষয়ক জ্ঞান নাই) বৃদ্ধ-চিকিৎসাদি নিষেধ করিয়া, উচ্চ দেশ হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন, বা জলপ্রবেশ দ্বারা আত্মঘাতী হইলে, পুত্রাদির তিন দিন মাত্র অশৌচ হইবে, দ্বিতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয় (গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিবার জন্য চিতা হইতে অস্থি-সংগ্রহ), তৃতীয় দিনে উদক দান ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধ করিবে।২১৪।২১৫। যাহার গৃহে অন্ততঃ একটীও সবৎসা গাভী নাই, তাহার কিরূপে মঙ্গল হইবে ও পাপ,দুঃখ বা অমঙ্গলের নাশ হইবে॥ ২১৬॥ দোহন বাহনের আতিশয্য, বজ্জুদানার্থ নাসিকা বেধ, নদীতে, পর্ব্বতে বা অবৈধ বোধে গোর মৃত্যু হইলে, সাক্ষাৎ গোবধ প্রায়শ্চিত্তের পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ ২১৭॥ ধর্ম্মিষ্ঠগণ আটটী বৃষ দ্বারা হল চালন করেন, ছয়টী বৃষ দ্বারা চালনও সমাজগর্হিত নহে। নির্দ্দয় ব্যক্তিরা চারটী বৃষ দ্বারা হলচালনা করে আর যাহারা দুইটি বৃষদ্বারা হলচালনা করে, তাহারা ত গোহত্যাকারী।২১৮। বৃষদ্বয়বাহিত হল এক প্রহর পর্য্যন্ত, বৃষ চতুষ্টয়বাহিত হল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, বড়্‌বৃষ বাহিত হল, তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত, অষ্টবৃষবাহিত হয সম্পূর্ণ এক দিন চালিত করিতে পারিবে।২১৯।* কাষ্ঠ লোষ্ট্র বা শিলা দ্বারা গোহত্যা করিলে "সান্তপন" ব্রত, মৃত্তিকা দ্বারা করিলে, "প্রজাপত্য" লৌহদণ্ড দ্বারা করিলে, "অতিকৃচ্ছ্র" করিবে।২২০। প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং একটী সবৃষগাভী পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবে।২২১। শরভ (অষ্টচরণ মৃগবিশেষ), উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।২২২। মার্জ্জার, গোধা, নকুল, ভেক বা পক্ষী বধ করিলে তিন দিন দুগ্ধপান বা পাদকৃচ্ছ্র করিবে।২২৩। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট-বিষ্ঠা-মূত্র-সংস্পৃষ্ট, বা নিজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।২২৪। বাপী, কূপ, তড়াগ বা কৃত্রিম বদ্ধজলাশয় দূষিত, শবাদি সংস্পৃষ্ট হইলে, ঐ দূষিত জলাশয় হইতে একশত কুম্ভ জল তুলিয়া লইয়া পঞ্চগব্য প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে।২২৫। কুম্ভাদিস্থিত জল, অস্থি, চর্ম্ম, গর্দ্দভ, বা কুক্কুরাদি স্পর্শে দূষিত হইলে সমস্ত জল ফেলিয়া দিয়া তত্তৎ পাত্রের মার্জ্জন দ্বারা শুদ্ধি।২২৬। গোদোহনপাত্র এবং চর্ম্মপুট (মোশক) স্থিত জল, যন্ত্র (জলাদি উত্তোলন পাত্র) আকর (দ্রব্যনিষ্পাদক যন্ত্র "ঘানি" প্রভৃতি) কারু ও শিল্পীর হস্ত স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধদিগের আচরণ এবং যাহার অশুচিত্ব প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই, তাহাও শুচি।২২৭। নগররোধ সময়ে, দুর্গম প্রদেশে, শিবির মধ্যে, গৃহদাহ উপস্থিত হইলে, যজ্ঞ আরব্ধ হইলে বা মহোৎসব সময়ে দোষাদোষ বিচার অকর্ত্তব্য।২২৮। পান-গৃহ, অরণ্যস্থ অবিজ্ঞাত-জলাশয়, জলোত্তোলনের ঘট, অবিজ্ঞাত কূপ, এবং দ্রোণীর (স্নানপাত্র বিশেষ) জল এবং খজ্জাদিকোষ হইতে নির্গত জল বা শ্বপাক চাণ্ডালাদি নীচ জাতি স্পৃষ্ট জল পান করিলে (পূর্ব্ব দিন উপবাস করিয়া) পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে।২২৯। বীর্য্য-বিষ্ঠা বা মূত্র-স্পৃষ্ট কূপজল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস এবং ঐরূপে দূষিত কুম্ভজল পান করিলে "সান্তপন" করিয়া শুদ্ধ হইবে।২৩০। কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক গলিত-প্রায় বা সম্পূর্ণরূপে গলিত শব স্পর্শে দূষিত জল পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে।২৩১। ব্রাহ্মণ—উষ্ট্রী, গর্দ্দভী বা মানুষী দুগ্ধ পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে।২৩২। ব্রাহ্মণ—উচ্ছিষ্ট অবস্থায় প্রতিলোমজাত-চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক পঞ্চরাত্র

---

* পূর্ব্ব শ্লোকে চারিটী ও দুইটী বৃষ দ্বারা হল চালনা নিন্দিত হইয়াছে অথচ এস্থলে একরূপ বিধানও করিলেন সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এইরূপ স্বল্পকাল চারিটী বা দুইটী বৃষ দ্বারা হল চালনা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সমস্ত দিন হল চালনা নিষিদ্ধ।

উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৩৩। গোতৃপ্তি-জনক জল অবিকৃত জল, ভূমি বা চর্ম্মভাণ্ড-স্থিত জল, যন্ত্রোদ্ধৃত জল ও ধারা জল পবিত্র। ২৩৪। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় (অজ্ঞানতঃ) স্পৃষ্ট হইলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৩৫। (সুরাভিন্ন) আকরজ (যন্ত্র-নিষ্পন্ন) বস্তু, কখনই অশুচি নহে, কারণ সুরাকর (সুরাযন্ত্র) ভিন্ন সকল আকরই শুদ্ধ। ২৩৬। যব চণক (ছোলা), খর্জ্জুর ও কর্পূর ভ্রষ্টই (বিতুষীকৃত) হউক আর অভ্রষ্টই হউক (সকল সময়েই) পবিত্র অন্যান্য দ্রব্য ভাল করিয়া বিতুষীকৃত হইলে শুদ্ধ। ২৩৭। স্ত্রীলোকের আচরিত কার্য্যে শৌচাশৌচ বিচার নাই, অর্থাৎ পবিত্র, আকাশাবলম্বী জলধারা ও বায়ু-উত্থাপিত ধূলি সর্ব্বদা পবিত্র। ২৩৮। পরস্পর সংলগ্ন রাশীকৃত দ্রব্যের মধ্যে, একটী দ্রব্য অশুচি হইলে, তাহাই অশুচি বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, অন্যগুলি অশুচি হইবে না। ২৩৯। অসংস্পৃষ্ট ভাবে, (যথানিয়মে) এক-পংক্তি-ভোজিগণের মধ্যে যদি একজনও নীলী (নীলবস্ত্র) ধারণ করে, তাহা হইলে তৎপুংক্তিস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই অশুচি বলিয়া গণ্য হইবে। ২৪০। যাহার বস্ত্রে বা ক্ষৌম সূত্রে নীলীরঙ্গ দেখা যাইবে (অর্থাৎ যে নীলীধারী হইবে), সেই ব্যক্তি ত্রিরাত্র ও অপরে এক এক দিন করিয়া উপবাস করিবে। ২৪১। (ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন) হে ভগবন্! হে তপোধন! সূর্য্য অস্তমিত হইলে রাত্রিকালে অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে কিরূপে শুদ্ধ হওয়া যায়, তাহা বলুন। ২৪২। অত্রি বলিলেন, রাত্রিকালে দিবা-নীত জল স্পর্শ করিলে, শব-স্পর্শ-ভিন্ন সকল অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত দোষ হইতে শুদ্ধ হইবে। ২৪৩। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, দেশকাল, বয়স, শক্তি ও পাপের বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া দেখিবেন। ২৪৪। দেবযাত্রা (দেবদর্শনার্থ গমন), বিবাহ যজ্ঞ এবং সকল উৎসব সময়ে স্পর্শদোষ নাই। ২৪৫। আরনাল (কাঁজি) দুগ্ধ, খই প্রভৃতি, দধি শক্তু, স্নেহপক্ব (পক্বতৈল বা তৈলাদি দ্বারা পক্ব), ও তক্র (ঘোল) শূদ্রকৃত হইলেও (তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির) দোষ হইবে না। ২৪৬। আর্দ্রমাংস (অপক্ব মাংস) ঘৃত, তৈল এবং ফলজাত তৈল (ইঙ্গুদী-তৈলাদি), চাণ্ডালাদি ইতর জাতির ভাণ্ডে থাকিলেও তাহা হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র শুচি হইবে। ২৪৭। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্ট জলপান করিলে, স্নানান্তে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৪৮। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ মহাপাতকী হইলে অগ্নিপাত্রাদি জলে নিক্ষেপ করিয়া পরে অগ্নিগ্রহণ করিবে। ২৪৯। যে ব্যক্তি বিবাহ না করিয়া গৃহস্থ ভাবে থাকে, তাহার অন্ন অভক্ষ্য, কারণ তাহার পাক নিষ্ফল বলিয়া কথিত আছে (দেবপিতৃগণ তাহার অন্ন ভোজন করেন না বলিয়া "তাহার পাক নিষ্ফল")। ২৫০। দ্বিজ, ঐ বৃথাপাক ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে জলে নিমগ্ন হইয়া তিন-বার প্রাণায়াম ও ঘৃত ভোজনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৫১। পঞ্চসূনাজনিত পাপনাশের জন্য বৈদিক (সাগ্নিকদিগের অভিমন্ত্রিত অগ্নি), লৌকিক (পাকাদি উদ্দেশে প্রজ্বালিত অগ্নি), হুতোচ্ছিষ্ট (নিত্য হোমান্তে ঐ কৃতাহুতি অগ্নি), জল বা ক্ষিতিতে (স্থণ্ডিলে) বৈশ্বদেব করিবে*। ২৫২ কনিষ্ঠ সদ্গুণসম্পন্ন ও জ্যেষ্ঠ দোষী হইলে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বেই বিবাহ করিবে এবং গৃহ্য সম্মত অগ্নি গ্রহণ করিবে (সাগ্নিক হইবে)। ২৫৩। কিন্তু নির্দ্দোষ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে, কনিষ্ঠ প্রথমে অগ্নিগ্রহণ করিলে, প্রতিদিন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবে। ২৫৪। মহাপাতকী স্পর্শ করিলে, অকৃত-স্নান মহাপাতকিস্পৃষ্ট ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে, স্নান করিবে। ২৫৫। পতিত ব্যক্তির সহিত, একপক্ষ বা এক মাস সংসর্গ করিলে, একপক্ষ গোমূত্রসিদ্ধ যাবক

* আখা, খল, নোড়া, শিল, উদূখল, পূর্ণকুম্ভ এই পাঁচটী জিনিসের নাম সূনা, ইহাতে যে জীবহিংসা হয় সেই পাপের নাশ জন্য অন্যান্য ঋষিগণের মতে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত আছে। বৈশ্বদেব পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত।

আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৫৬। পতিতের অন্ন জ্ঞানপূর্ব্বক একবার ভোজন করিলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ এবং অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ২৫৭। শাতাতপ মুনি বলেন, পতিতান্ন, বা চাণ্ডাল গৃহে, ভোজন করিলে মাসার্দ্ধ জলপান করিয়া থাকিবে। ২৫৮। গো ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত, এবং পতিত ব্যক্তির অগ্নিদ্বারা সৎকার হইবে না, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। ২৫৯। যে দ্বিজ কামমোহিত হইয়া চাণ্ডালী গমন করে, সে প্রাজাপত্য রীতিক্রমে তিনটী ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৬০। ব্রাহ্মণ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ, বা তাহার অন্ন ভোজন করিলে, প্রতিগৃহীত ধন পরিত্যাগ ও ভুক্ত অন্ন উদ্গীর্ণ করিয়া অতিকৃচ্ছ্র করিবে। ২৬১। চাণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির হস্ত হইতে শবোপরি পতিত কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও তৃণ এবং ঐ জাতির হস্তভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না (যদি করে তবে) এক দিন উপবাস করিবে। ২৬২। ভোজন করিতে করিতে চাণ্ডাল, পতিত, ম্লেচ্ছ, মদ্য পাত্র, এবং রজস্বলা স্পর্শ করিলে আর ভোজন করিবে না। ২৬৩। অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নান করিয়া তদ্দিবসে আর ভোজন করিবে না এবং ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে তিন দিন উপবাস করিবে, তাহার পরদিন ঘৃতের সহিত যাবক ভোজন করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে। ২৬৪ ভোজন করিতে করিতে বায়স বা কুক্কুট স্পর্শ করিলে, তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে, ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলে, এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৬৫। নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরূঢ় হইয়া, অর্থাৎ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে স্খলিত হইলে, মাস ব্যাপী চান্দ্রায়ণ করিবে, ইহা শাতাতপ বলেন। ২৬৬। পশুতে বা বেশ্যার রত হইলে প্রাজাপত্য এবং গো গমন করিলে মধুকথিত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ২৬৭। গোব্যতিরিক্ত-অমানুষীস্ত্রীতে, রজস্বলাতে, অযোনি অর্থাৎ পুরুষ বা নপুংসকে, বা জলে রেতঃ সেক করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ২৬৮। রজস্বলা, সূতিকা বা অন্ত্যজা স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহা পুরাতন বিধি। ২৬৯। যে রজস্বলা ও অন্ত্যজার সহিত সংসর্গ করে, সেব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বে স্নান করিবে। ২৭০। প্রস্রাবত্যাগ কালে উহাদিগের স্পর্শ হইলে একদিন, বিষ্ঠাত্যাগ বা জলপান কালে স্পর্শ হইলে তিনদিন ও মৈথুন কালে স্পর্শে পাঁচ দিন বা সাতদিন। উপবাস, ভোজন কালে স্পর্শে প্রজাপত্য, এবং দন্ত ধাবন কালে স্পর্শ হইলে একদিন উপবাস করিবে ইহাই শৌচ বিধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ২৭১। ২৭২। রজস্বলা স্ত্রী, কুকুর, চাঁণ্ডাল—বা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ স্পর্শ দিন হইতে চতুর্থদিন যাবৎ সংখ্যক দিন হইবে স্নানান্তে ঋতু-পঞ্চমদিন হইতে তাবৎ সংখ্যকদিন নিরাহারা হইয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৭৩। রজস্বলা স্ত্রী—উষ্ট্র, জম্বুক, বা শূকর কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে পাঁচদিন উপবাস ও পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৭৪। রজস্বলা ব্রাহ্মণী রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে, একরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। ২৭৫। রজস্বলা ক্ষত্রিয়া রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক (পঞ্চগব্য পান করিয়া) শুদ্ধ হইবে, ইহা ব্যাসবাক্য। ২৭৬। রজস্বলা বৈশ্যকন্যা রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী চারদিন উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৭৭। রজস্বলা শূদ্রা রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ছয়দিন উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী জ্ঞানপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে এই নিয়ম। ২৭৮। ব্রাহ্মণী অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ সকলকে স্পর্শ করিলে উহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণ—স্পর্শেরি প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল। ২৭৯। শঙ্খ বলেন, ব্রাহ্মণ, ভোজন বা প্রস্রাব করিবার সময়ে, কোন উচ্ছিষ্ট যুক্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, স্নান, ঐরূপ ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে জপ, হোম, ঐরূপ বৈশ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে নক্তব্রত, এবং ঐরূপ শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে উপবাস

করিবে। ২৮০। ২৮১। চর্ম্মকার, রজক, বেণু-জীবী (ডোম), কৈবর্ত্ত, এবং শৈলূষ ইহা-দিগকে অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে পবিত্র থাকিলেও আচমন করিবে। ২৮২। ব্রাহ্মণ—ইহাদিগের (জ্ঞানতঃ) স্পর্শে একদিন জল পান এবং আবার উচ্ছিষ্টযুক্ত এই সকল ব্যক্তির স্পর্শে, ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৮৩। যে ব্রাহ্মণ শ্বপাক (অন্ত্যাবসায়ী) জাতির ছায়া স্পর্শ করেন, তিনি স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবেন। ২৮৪। কোন দ্বিজের কোন অপবাদ হইলে, ঐ অপবাদগ্রস্ত, ব্যক্তি—অবণ্যে, ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত, মাসোপবাস কিম্বা চান্দ্রায়ণ করিবে।২৮৫। মিথ্যা (অর্থাৎ কাহারও বিশ্বাস্য কাহারও অবিশ্বাস্য অপবাদ হইলে) ভ্রূণহত্যা ব্রত করিবে; অথবা দ্বাদশদিন জলপানের দ্বারা পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৮৬। শঠ-ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত, সগুণ (সাগ্নিক ও বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণ—নির্গুণ (নিরগ্নি ও মূর্খ) ব্রাহ্মণকে মারিলে, পরাক ব্রত করিবে। ২৮৭। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত উপাপাতকী ব্রাহ্মণের দাহাদি কর্ত্তা, দুই প্রাজাপত্য করিবে। ২৮৮। দ্বিজ, ভোজন করিবার সময়ে, স্নেহপূর্ব্বক অন্য দ্বিজ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া ঐ অন্ন ভোজন করিলে, তিন দিন নক্তব্রত, অস্নেহপূর্ব্বক স্পৃষ্ট হইয়া আহার করিলে তিন দিন উপবাস করিবে।২৮৯। বিড়াল, কাক, কুক্কুর, বা নকুলের উচ্ছিষ্ট বা কেশকীট-দূষিত অন্ন ভোজন করিলে তেজস্কর ব্রাহ্মী-শাকের কাথ পান করিবে। ২৯০। ব্রাহ্মণ উষ্ট্রযানে (উটের গাড়ীতে) বা খরযানে (গাধার গাড়ীতে) ইচ্ছা-পূর্ব্বক আরোহণ, বা উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে, প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৯১। যথাক্রমে, আকৃষ্ট স্তম্ভিত এবং রেচিত নিশ্বাস হইয়া ব্যাহৃতি (ভূঃ ইত্যাদি প্রণব) এবং মস্তক (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদিমন্ত্র) যুক্ত গায়ত্রী তিন বার পাঠ করিবে তাহাকে প্রাণায়াম কহে।২৯২। পঞ্চগব্যে গোময়ের—দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, দুগ্ধ এবং দধি অষ্ট গুণ। ২৯৩। পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য পাপী, এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে। ২৯৪। যে সকল অজা, গো এবং মহিষী অপবিত্র (বিষ্ঠাদি) ভোজন করে, তাহাদিগের দুগ্ধ হব্যে (দেবোদ্দেশ্যে দেয় দ্রব্যে) এবং কব্যে (পিতৃ-উদ্দেশে দেয় দ্রব্য) লাগাইবে না ও তাহাদিগের গোময়দ্বারা লেপ দিবে না। ২৯৫। যাহাদিগের স্তন কম বা অধিক এবং যাহারা অন্যের স্তন ন্যূন করে,তাহাদিগের (গাভীপ্রভৃতির) দুগ্ধ হোতব্য (দেবোদ্দেশে দেয়) নহে; (হুত) দেবো-দ্দেশে দত্ত) হইলেও উহা অহুতই হইবে (দেওয়া না দেওয়া তুল্য হইবে)। ২৯৬। ব্রহ্মৌদন (আবসথ্যাধানাঙ্গ কর্ম্মবিশেষ), এবং সোম যাগে অর্থাৎ এই দুই কর্ম্মের ভোজ্য, সীমন্তোন্নয়ন ও জাত-কর্ম্মাঙ্গ-শ্রাদ্ধ এবং নব-শ্রাদ্ধ অর্থাৎ নবান্নমিশ্রিত শ্রাদ্ধান্ন, ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৯৭। ক্ষত্রিয়ের অন্ন—তেজঃ এবং শূদ্রান্ন—ব্রাহ্মণ্য নষ্ট করে (সুতরাং অভোজ্য); যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যার অন্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর মল ভোজন করে, (কন্যার অন্ন এবং মল উভয়ই তুল্য)। ২৯৮। কন্যার সন্তানাদি না জন্মিলে, পিতা তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, যদি স্নেহের খাতিরে অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে পূয় নরকে গমন করে। (এই দুই বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল; যে দৌহিত্র কি দৌহিত্রী জন্মিলে, জামাতৃ গৃহে, এবং দৌহিত্রাদি জন্মিবার পূর্ব্বে ও পরে আপন গৃহে, কন্যার হস্তে খাইতে কোন বাধা নাই)। ২৯৯। চতুর্ব্বেদা-ধ্যায়ী, সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ)—রাজার ভবনে ভোজন করিলে (রাজান্ন ভোজন করিলে), বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।৩০০। যে ব্রাহ্মণ, বিশেষ আপৎকাল ব্যতীত, নবশ্রাদ্ধ (মরণদিন হইতে চতুর্থ পঞ্চম নবম ও একাদশ দিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধ, ষাণ্মাষিক, মাসিক, এবং আব্দিক (আব্দিক ও পুনরাব্দিক) শ্রাদ্ধে ভোজন করে; তাহার পিতৃগণ—স্বর্গচ্যুত হয়েন অর্থাৎ নরক-গামী হয়েন।৩০১। নবশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে

চান্দ্রায়ণ, মাসিকে ভোজন করিলে, পরাক; ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, অতিকৃচ্ছ্র, ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, প্রাজাপত্য, আব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে পাদকৃচ্ছ্র এবং পুনরাব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একদিন উপবাস করিতে হইবে। ৩০২। যে ব্রাহ্মণ— ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া মাসশ্রাদ্ধে(প্রেতের) পর্ব্ব — (অমাবস্যা) শ্রাদ্ধে, দ্বাদশাহ শ্রাদ্ধ, (কুলাচার-অনুসারে বা বিশিষ্ট গণনা দ্বারা অযুরভাব নির্ণীত হইলে,দ্বাদশ দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধপরদিনে কর্ত্তব্য সপিণ্ডী করণান্তকার্য্যের নাম দ্বাদশাহ শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে, এবং অব্দশ্রাদ্ধে (প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধে) পাত্রীয় আসনে আসীন হইবেন, তাঁহার পিতৃলোকগণ, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও পতিত হইবেন (তথা হইতে চ্যুত হইয়া নরকগামী হইবেন)। ৩০৩। একাদশাহ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধে (অজ্ঞানতঃ ফল জল) ভোজন করিলে, একদিন এবং সঞ্চয়নে (অর্থাৎ বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা, কিম্বা যাহা হইতে অন্য লোককে পরিবেশন করিতেছে, সেই পাত্রের অন্ন) ভোজনে তিন দিন উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে।৩০৪ যে (সমর্থ) ব্যক্তির গৃহে, পক্ষের মধ্যে, (অন্ততঃ) মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন না করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজ না হয়, দ্বিজ তাহার অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ৩০৫। যে গৃহ বেদের পবিত্র ধ্বনিদ্বারা মুখরিত, গাভীশোভিত, কিম্বা বালকযুক্ত নহে; সে গৃহ শ্মশান-তুল্য। ৩০৬। যেখানে বহু লোক হাস্য পরিহাস কালেও, অধর্ম্ম ব্যতিরেকে (অর্থাৎ ধর্ম্ম কথা) বলে, ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলেও সেই দেশ অতীব ধর্ম্মপূর্ণ; সুতরাং পবিত্রতা-জনক। ৩০৭। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ হীন-বর্ণকে (আপনাহইতে অধম জাতিকে) অভিবাদন করে, সে স্নান ও ঘৃত-ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৩০৮। দ্বিজ, স্নান-সমুৎপন্ন (তৈলাভ্যঙ্গ, ক্ষৌরকর্ম্মাদি দ্বারা অবশ্য কর্ত্তব্য) হইলে, (স্নান না করিয়া) যদি পান ভোজন করে, তাহা হইলে (পরদিন) স্নানান্তে একাগ্রচিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে। ৩০৯। অঙ্গুলিদ্বারা দন্তধাবন,প্রত্যক্ষ (অন্য দ্রব্যের সহিত অমিশ্রিত) লবণ ভোজন, মৃত্তিকা ভোজন, এবং গোমাংস ভক্ষণ, এই চারিটী কার্য্য সমান (অর্থাৎ উক্ত তিনটী কার্য্য গোমাংস ভক্ষণের তুল্য)। ৩১০। দিবসে, কপিথ ছায়াতে অবস্থান, রাত্রিতে দধি ভোজন, শমীবৃক্ষ তলে অবস্থান, এবং কার্পাস বৃক্ষের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করিলে, বিষ্ণুও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন। ৩১১। সূর্য্য (উদয়াদি সময়ে দৃষ্ট সূর্য্য) এবং বায়ু (শ্মশানাগত-বায়ু) নখাগ্রস্পৃষ্ট জল, স্নানবস্ত্রস্পৃষ্ট-ঘটজল, সম্মার্জ্জনী-ধূলি ও কেশ-নিঃসৃত-জল অর্থাৎ ইহাদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার, দিনকৃত পুণ্য নাশ করে। ৩১২। (কিন্তু) যে ব্যক্তি দেব-মন্দিরোদ্ভব সম্মার্জ্জনী-ধূলি এবং দেবমন্দির-স্থিত কেশনিঃসৃত জল দ্বারা আবৃত হইয়াছে, সে গঙ্গাজল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে (দেব-মন্দিরোদ্ভব-ধূলি এবং দেবমন্দির স্থিত কেশ-জলও গঙ্গাজলের তুল্য)। ৩১৩। বল্মীক-(উই)-সম্ভূত, ইন্দুর গর্ত্তস্থ, জলমধ্যস্থিত, শ্মশানস্থ, বৃক্ষমূলস্থ, দেবমন্দিরস্থ, এবং বৃষ-খনিত-স্থানস্থিত এই সপ্তবিধ মৃত্তিকা, মঙ্গলার্থী পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা অগ্রাহ্য। ৩১৪। বিষ্ঠা-ত্যাগ সময়ে, মৈথুনান্তে, প্রস্রাব, হোম এবং দন্তধাবন সময়ে, পবিত্র স্থান হইতে কর্কর (কাঁকর) ও প্রস্তরখণ্ডরহিত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। ৩১৫। স্নান, ভোজন ও উপাসনা সময়ে, মৌনাবলম্বন করিবে; যে ব্যক্তি প্রতি-দিন মৌনাবলম্বন করিয়া ভোজন করে, সে বহুসহস্র কোটি যুগ স্বর্গে আদৃত হয়। ৩১৬। প্রৌঢ়পাদ (আসনে পদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক উত্ত-রীয়াদি বেষ্টন দ্বারা কটি এবং জঙ্ঘাদ্বয়ের বন্ধন কর্ত্তা) হইয়া স্নান, দান, জপ, হোম, ভোজন, দেবপূজা, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ করিবে না। ৩১৭। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিয়া সর্ব্বস্বও দান করে, তাহার সে সকল (দানজনিত ফল) নষ্ট এবং ভ্রূণ-হত্যার পাপ হয়। ৩১৮। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, বিবাহ, সংক্রান্তি, এবং পত্নীর প্রসব (সন্তান

জন্ম) সময়ে কর্ত্তব্য-দান নৈমিত্তিক সুতরাং ইহা রাত্রিতেও প্রশস্ত। ৩১৯। যে ব্যক্তি ক্ষৌমসূত্র কার্পাসসূত্র পট্টসূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দান করে, সে বস্ত্রদানের ফল লাভ করে। ৩২০। ঘৃতপূর্ণ উত্তম কাংস্য পাত্র ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি দিবে, তাহা হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ৩২১। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধকালে উত্তম পাদুকা দান করে, সে অন্ধ (অসৎ) পথাবলম্বী হইলেও, অন্নদান ফল লাভ করিবে। ৩২২। যে ব্যক্তি সমাহিত (ভক্তি ও একাগ্রতাযুক্ত) হইয়া, তৈল পূর্ণ পাত্র দান করে, সেই মনুষ্য নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩২৩। দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নদাতা, সুভিক্ষ সময়ে সুবর্ণ দাতা, এবং অরণ্যে (জলশূন্য দুর্গম বনে) জল দাতা ব্যক্তি, স্বর্গলোকে আদৃত হয়। ৩২৪। গাভী যতক্ষণ অর্দ্ধ প্রসূতা, (অর্থাৎ সন্তান সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই) ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গাভী পৃথিবী বলিয়া স্মৃত হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ গাভী দান করে, সে পৃথিবী দানের ফলভাগী হইবে। ৩২৫। যে প্রতিদিন গোগ্রাস প্রদান করে, তাহার (ঐ গোগ্রাস দান দ্বারাই) অগ্নিতে হোম, পিতৃতর্পণ, এবং দেবপূজা, নিষ্পন্ন হইবে। ৩২৬। বস্ত্র দান করিলে জন্মাবধি-স্বোপার্জ্জিত, মাতৃক (জননী হইতে প্রাপ্ত), এবং পৈতৃক (জনক হইতে প্রাপ্ত), যে পাপ তৎ সমুদায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ৩২৭। যিনি সকল উপস্কর (উপকরণ) যুক্ত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম দান করেন, তিনি একশত একজন পূর্ব্বপুরুষকে বা বংশকে নরক হইতে উদ্ধার করেন,। ৩২৮। আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি, এবং ভগবান্ মহাদেব, ইহাঁরা ভূমিদাতার অভিনন্দন করেন। ৩২৯ ভূমিদাতা, শতবর্ষ স্বর্গভোগ করিলে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পর্য্যন্ত উন্নত বালুকারাশির কণামাত্র নষ্ট হয়, সুতরাং ঐ পুণ্যভোগের ক্ষয় নাই, কন্যাদাতা, রোগীর প্রাণদাতাও এই রূপ ফলভাগী (ভূমিদান, কন্যাদান ও রোগী ব্যক্তির প্রাণদান) এই তিনটী, ফল (মহাফল) জনক দান। ৩৩০। ৩৩১। বিদ্যাদান—সকল দান হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা পুত্রাদি আত্মীয় ব্যক্তিকে, এবং উদারপ্রকৃতি ব্রাহ্মণকে দিবে, সকাম হইয়া দিলে—স্বর্গ ও নিষ্কাম হইয়া দিলে—মোক্ষ লাভ হয়। ৩৩২। যদি নিজের বিশেষ মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পিতৃমাতৃভক্ত, ঋতুকালে নিজদার রত, এবং উত্তম স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দান করা উচিত। ৩৩৩। ৩৩৪। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া, অপরকে দান করা উচিত নহে, এবং আমি এ রূপ কাণ্ড কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। ৩৩৫। ইহার পর ইহা বলিব—যাহারা, শ্রাদ্ধ কার্য্যের ব্রাহ্মণ, (পাত্রীয় ব্রাহ্মণ) হইতে পারে, যাহাদিগকে দান করিলে, পিতৃলোকের অক্ষয় (চিরস্বর্গ বাস), এবং যাহাদিগকে দান করা নিষ্ফল। ৩৩৬। যাহারা অঙ্গ হীন, রোগী, বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ৩৩৭। হিংসক, কপটাচারী, আত্ম-গোপন-পূর্ব্বক-বেদাভ্যাস-কারী, সেবাজীবী, কপিল-বর্ণ, কাণ, শ্বিত্রীরোগী (কুষ্ঠী প্রভৃতি), দুশ্চর্ম্মা (অনাবৃত-লিঙ্গ) শীর্ণকেশ (যাহার ঝাঁকড়া চুল), পাণ্ডুরোগী, বৃথা-জটাধারী, ভারবাহী, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, দ্বিভার্য্য, এবং বৃষলী-* পতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ৩৩৮। ৩৩৯। যে ব্যক্তি ভেদকারী (পরস্পরের বন্ধুত্ব নাশক), অনেকের পীড়াজনক, অঙ্গহীন, বা অধিকাঙ্গ হইবে, তাহাকেও অপনীত (দূরীকৃত) করিবে; (শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না)। ৩৪০। বহু-ভোজী, দীন-মুখ (গোঙ্‌ড়া মুখো), মৎসরী;—ইহাদিগকে পাত্রীয়ান্ন বা ধনাদি দান করিবে না। ৩৪১। যদি কেহ পংক্তি-দূষক অর্থাৎ অঙ্গহীনতাদি শারীরিক-দোষ-যুক্ত কিন্তু বিশেষ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েন; যম—তাহাকে অদুষ্ট (নির্দ্দোষ) কহিয়াছেন, (প্রত্যুত) তিনিই পংক্তিকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩৪২। শ্রুতি এবং স্মৃতিই ব্রাহ্মণদিগের দুইটী চক্ষুঃ, একহীন (শ্রুতিস্মৃতির মধ্যে এক বিষয়ে অনভিজ্ঞ) হইলে, কাণা এবং

* শূদ্রা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, এবং কন্যাকালে ঋতুমতীর নাম বৃষলী

দুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে, অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৩৪৩। যাহার—শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা, এবং সদ্বংশীয়তা নাই, সেই অন্ধাধমকে; শ্রাদ্ধে অন্ন দিবে না; ইহা অত্রি বলিয়াছেন। ৩৪৪। অতএব, বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,—কেবল বেদ দ্বারা নহে, ভগবান্ অত্রি ইহা বলিয়াছেন্।৩৪৫। যিনি যোগজনিত-দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাগ্র নিক্ষেপ (সৎপথে বিচরণ) করেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও পুরাণোক্ত বিধিনিষেধ দর্শন করেন; তিনিই উত্তম দৃষ্টিশালী এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। ৩৪৬। সর্ব্বদা শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণ ব্রতী, (নিয়মী) এবং সদ্বংশজাত তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোক চির স্বর্গবাসী হয়েন। ৩৪৭। এবম্বিধ ব্রাহ্মণ যে সময়ে দীপ্ততেজাঃ (বসুরুদ্রাদিত্য রূপী) পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ-উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের গ্রাস ভোজন করেন, (পূর্ব্বে) ঐ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে) নরক-মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করেন। ৩৪৮। এই জন্য শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বিচার করিবে। ৩৪৯। যে মৃতপিতৃক দ্বিজ প্রতি মাসে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ না করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়।৩৫০। যে গৃহস্থ সূর্য্য কন্যাগত হইলে অর্থাৎ (আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষাদিতে) শ্রাদ্ধ না করে, তাহার—ধন, পুত্র এবং বংশ পিতৃগণের দুঃখজনিত নিশ্বাসে বিনষ্ট হয়। ৩৫১। সূর্য্য কন্যাগত হইলে, পিতৃগণ সদ্বংশধরকে প্রাপ্ত হয়েন, (তাঁহার নিকট শ্রাদ্ধ পাইবার আশায় পৃথিবীতে আগমন করেন) বৃশ্চিক দর্শন (সূর্য্যের বৃশ্চিক রাশিতে গমন অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবাস্যা) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রেতপুরী (যমনগরী) শূন্য থাকে। ৩৫২। তাহার পর সূর্য্য বৃশ্চিক-গত হইলে (দীপান্বিতা অমাবাস্যা দিনে)—পিতৃগণ, নিবাপ (শ্রাদ্ধ না পাইলে) পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র বা ভ্রাতাকে(অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে)তাহাকে দারুণ অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন।৩৫৩। যাহারা পিতৃকার্য্যপরায়ণ, তাহারা সদগতিলাভ করে। ৩৫৪। যেরূপ সকল কাষ্ঠেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বহ্নি, সংঘর্ষণ দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেইরূপ (নানা কার্য্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) ধর্ম্ম শ্রাদ্ধদান দ্বারা স্পষ্ট জ্ঞাত হয় সন্দেহ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থিত অগ্নি, সংঘর্ষণ ব্যতীত শত চেষ্টাতেও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান ব্যতীত ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান হয় না। ৩৫৫। শ্রাদ্ধ করিলে, সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান, সকল পুণ্যজলে স্নান এবং সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে, সন্দেহ নাই। ৩৫৬। যেমন দিবাকর মেঘ হইতে, ও চন্দ্র রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়েন্, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান-প্রভাবে মহাপাতকী ব্যক্তিগণও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব তাপ (দুঃখ) অতিক্রম ও সর্ব্ব সুখ লাভ করে, সন্দেহ নাই। ৩৫৭। ৩৫৮। সকলদানের মধ্যে শ্রাদ্ধদানই প্রশস্ত (কেননা) শ্রাদ্ধদান, মেরুতুল্য (গুরুতর) পাপের ও (প্রায়শ্চিত্ত) শুদ্ধিজনক, এবং মনুষ্য শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। ৩৫৯। শ্রাদ্ধকাল, বৈশ্বদেব, হোম, দেবপূজা, এবং জপে (সূক্তাদি পাঠে), ব্রাহ্মণ প্রদত্ত অন্ন—অমৃত, (অমৃতবৎ তৃপ্তিজনক),—ক্ষত্রিয়-দত্ত অন্ন—দুগ্ধ, (দুগ্ধবৎ তৃপ্তিজনক), বৈশ্য-দত্ত অন্ন—অন্নমাত্র, (স্বানুরূপ তৃপ্তিজনক), শূদ্র-প্রদত্ত অন্ন—রুধির, (রুধিরবৎ অভক্ষ্য হইবে), এই সকল আমি বলিলাম, তাৎপর্য্য এই যে তিন বর্ণ সিদ্ধান্ন দ্বারা কার্য্য করিবে, শূদ্র আমান্ন দ্বারা। ৩৬০। ৩৬১। যেহেতুক বিপ্রান্ন—ঋগ্ যজুঃ সাম মন্ত্রদ্বারা শোধিত, সেইজন্য উহা অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন—বিচারানুগত—ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকর দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া উহা দুগ্ধ, বৈশ্যান্ন পশুপালন দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া অন্নমাত্র। ৩৬২। দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু এবং ম্লেচ্ছ এই দশবিধ (দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট। ৩৬৩। যিনি, প্রতিদিন, সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা, এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে "দেব" ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল-কর্ম্ম-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ,

দেব সংজ্ঞক)। ৩৬৪। শাক পত্র-ফল-মূল-ভোজী-বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ "মুনি" বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। ৩৬৫। যিনি, প্রত্যহ বেদান্ত পাঠী, সর্ব্ব সঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ "দ্বিজ" নামে অভিহিত হয়েন। ৩৬৬। যিনি সমরস্থলে সর্ব্ব সমক্ষে আরব্ধ সময়েই ধন্বিদিগকে, অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন সেই ব্রাহ্মণের "ক্ষত্র" সংজ্ঞা। ৩৬৭। কৃষি-কার্য্যের গো-প্রতি-পালক এবং বাণিজ্যতৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বলিয়া উক্ত হয়েন। ৩৬৮।—যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ "শূদ্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৩৬৯। চোর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী) সূচক (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য মাংসলোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত। ৩৭০। যে, ব্রহ্ম (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না। অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত। ৩৭১। যে নিঃশঙ্কভাবে, (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, তত্তৎ স্থলের (ব্যবহার বন্ধ করে) সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়। ৩৭২। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম, (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয়-ব্রাহ্মণ "চাণ্ডাল" বলিয়া গণ্য। ৩৭৩। (এই স্থলে একটী সচরাচর ঘটনা লিখিতে-ছেন)। বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠী, এবং পূর্ব্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কৃষিকর্ম্মে রত হয়, তাহাতেও বিফলমনোরথ হইলে, ভাগবত (ভণ্ড-বৈষ্ণব) ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ৩৭৪। জ্যোতির্ব্বিৎ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী,) অথর্ব্ববেদী, শুকবৎ পুরাণপাঠক (অর্থ বোধ না করিয়া যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ যজ্ঞ এবং মহাদানে (বিশেষ বচন ব্যতি-রেকে) কদাপি বরণ করিবে না। ৩৭৫। ইহাদিগকে বরণ করিলে, পিতৃশ্রাদ্ধ—অশুভ জনক দান ও যজ্ঞ নিষ্ফল হয়, এই জন্য ঐ সকল ব্যক্তি পরিত্যাজ্য। ৩৭৬। অস্ত্রাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, নক্ষত্র পাঠক, (নক্ষত্রজীবী), এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে। ৩৭৭। মাগধ (মগধ দেশীয়), মধুর (তোষামোদকারী), কপটাচারী, কূটব্যবহারী কামল (লোভী), এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে। ৩৭৮। শুল্কক্রীত স্ত্রী, শাস্ত্র সম্মত পত্নী নহে, সুতরাং তাহাতে উৎপাদিত পুত্রগণ, পিতৃ পিণ্ডাধিকারী নহে। ৩৭৯। দ্বিজ অষ্টশল্যাগত (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গে শল্যবিদ্ধ) হইয়াও অঞ্জলি-পুটে জল পান করিলে, ঐ জল পান সুরাপান ও গোমাংস ভক্ষণের তুল্য। ৩৮০। ঊর্দ্ধজঙ্ঘ (জঙ্ঘা ঊর্দ্ধ করিয়া অবস্থিত) ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিলে যাবৎ গঙ্গা স্নান না করে তাবৎ চাণ্ডালরূপে (অর্থাৎ অশুচি অবস্থায়) থাকিবে। ৩৮১। দীপ, শয্যা এবং আসনের ছায়া, কার্পাস শাখার দন্তধাবন-কাষ্ঠ এবং অজা-রেণু (ছাগীখুরোদ্ধৃত-ধূলি) স্পর্শ ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট করে। ৩৮২। গৃহে স্নান অপেক্ষা, কূপস্নানে দশগুণ অধিক, কূপস্নান অপেক্ষা, নদী তটে (নদী হইতে উদ্ধৃত জলদ্বারা) স্নানে দশগুণ অধিক, তট স্নান অপেক্ষা, নদীতে স্নানে দশগুণ অধিক, এবং গঙ্গাস্নানে অসংখ্য পুণ্য হয়। ৩৮৩। ব্রাহ্মণের স্রোতোজল, ক্ষত্রিয়ের সরোবর জল, বৈশ্যের বাপীকূপ জল, শূদ্রের ভাণ্ডজল সাধারণতঃ স্নানের উপযোগী, কিম্বা এই বচনে বর্ণানুসারে ঐ সকল জলের পার্থক্য নির্ণয় দ্বারা বুঝা যাইতেছে, স্রোতো জল সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট, সরোবর জল তাহা হইতে অপকৃষ্ট, বাপী কূপজল, তাহা হইতে অপকৃষ্ট, ভাণ্ডজল সর্ব্বাপ-কৃষ্ট। ৩৮৪। নিপাত হইলে, এক বৎসর—তীর্থ-স্নান, মহাদান, মৃত মহাগুরু-ভিন্ন অপরের তিলতর্পণ, এবং আরও যাহা

কিছু কাম্য কর্ম্ম আছে, তাহা করিবে না। ৩৮৫। (এই মহাগুরুর নিপাত বৎসরে) গঙ্গা, গয়া, অমাবস্যা এবং মৃতাহ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ এবং মঘাশ্রাদ্ধ করিবে, অন্য শ্রাদ্ধ সকল পরিত্যাগ করিবে। ৩৮৬। * ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, এবং দধি, এই চারিটী বস্তু আজ্য সংস্থান, সুতরাং হৃত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। ৩৮৭। ঋষিগণ স্বয়ং মহর্ষি অত্রির কথিত এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সেই সকল ধর্ম্মপরায়ণ (ঋষিগণ), মহাত্মা (অত্রিকে) ইহা বলিয়াছিলেন। ৩৮৮। যাঁহারা, আলস্য পরিহার পূর্ব্বক এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণ করিবেন (অর্থাৎ ইহার মর্ম্মগ্রহ করিবেন) তাঁহারা, ইহলোকে যশলাভ করিয়া অন্তে স্বর্গধামে গমন করিবেন। ৩৮৯। (ইহা পাঠ করিলে) বিদ্যার্থী, বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃপ্রার্থী আয়ুঃ, ও সৌন্দর্য্যাভিলাষী অতিশয় সৌন্দর্য্য, লাভ করিবেন। ৩৯০।

* এই ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণ নহে।

অত্রিসংহিতা সম্পূর্ণ।

উনবিংশতি সংহিতা।

(অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গির, যম,
আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি,
পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত,
দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও
বশিষ্ঠ-সংহিতা)

বঙ্গানুবাদ।

ভটপল্লি-নিবাসী
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা,
৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট্ বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১২৯৬।

বিষ্ণু-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-রজনী-অবসানে* ভগবান্ পদ্মযোনি জাগরিত হইলে বিষ্ণু সর্ব্বভূত সৃজন করিতে অভিলাষী হইলেন। পৃথিবী জলমগ্না আছেন জানিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পাদির ন্যায় এবারও তিনি জল ক্রীড়াপটু শুভ বরাহ-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিলেন। তাঁহার তৎকালে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ,—চরণ—চতুষ্টয়; যূপ, দংষ্ট্রা অর্থাৎ বহির্ভূত বিশালদন্ত; যজ্ঞ সকল,—দন্তসমূহ, চিতি,—মুখমণ্ডল; অগ্নি,—জিহ্বা; দর্ভ,—রোম; বেদার্থ,—মস্তক; অহোরাত্র,—চক্ষুর্দ্বয়; বেদ অর্থাৎ দ্বিগুণিত দর্ভমুষ্টি,—কর্ণদ্বয়; ঐ দর্ভমুষ্টির অগ্রভাগ,—কর্ণভূষণ; স্রুতধারা,—নাসিকা বংশ, স্রুব অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ,—মুখের অগ্রভাগ; সামগান,—ঘর্ঘর শব্দ, প্রায়শ্চিত্ত,—বিশাল নাসিকা বিবর; যজ্ঞীয় পশু,—জানু; উদ্গাতা,—অন্ত্র, হোম,—লিঙ্গ বীজ এবং ওষধি,—বৃহৎ অণ্ডকোষ; প্রাগ্বংশান্তর্গত বেদি,—অন্তরাত্মা; সোমরস,—শোণিত; মহাবেদি,—স্কন্ধ; দেবোদ্দেশে দেয় বস্তু,—গাত্রীয় গন্ধ; হব্য কব্যাদি,—বেগ, প্রাগ্বংশ অর্থাৎ যজ্ঞীয় গৃহবিশেষ,—শরীর; দক্ষিণা,—চিত্ত, উপাকর্ম্ম,—ওষ্ঠাধর; প্রবর্গ্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ঘর্ম্মজলপ্রবাহ,—ভূষণ; নানাবিধচ্ছন্দ,—গমনপথ; এবং গোপনীয় উপনিষদ্ সকল,—বসিবার স্থান হইয়াছিল। আর তিনি মহাতপাঃ দিব্য, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও সত্য-স্বরূপ, সুশ্রী, গমনাগমনে সকলের নিকটই পূজিত, মহাকায়, স্ফিক্-রূপে পরিণত মন্ত্র সকল দ্বারা বৈলক্ষণ্যযুক্ত, দীপ্তিশালী, নানাবিধ দীক্ষা-সমন্বিত, সমাধি এবং মহামন্ত্র স্বরূপী ও মহত্ত্ব সম্পন্ন। এবং একমাত্র ছায়াই তাঁহার পত্নীবৎ সহায় হইয়াছিল। সেই মণিময় পর্ব্বত শিখর সদৃশ আদিদেব মহাযোগী প্রভু আবির্ভূত হইয়া দিগ্দিগন্তপ্লাবী একীভূত মহাসমুদ্র জলে নিপতিত গিরি-বন-বাজি সমন্বিত সসাগর ধরামণ্ডলকে, স্বয়ং সেই সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; এবং পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্বকালে ত্রিভুবন-হিতাভিলাষী ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহ রূপ ধারণ করিয়া পাতালতল প্রবিষ্ট সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া তাহার স্বকীয় সুস্থির স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং সমুদ্রের জল সমুদ্রে, নদীর জল নদীতে, পল্বলের জল পল্বলে, সরোবরের জল সরোবরে, এইরূপে পৃথিবীপ্লাবী জলরাশিকে, নিজ নিজ স্থানে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সপ্তপাতাল, সপ্তলোক, দ্বীপ ও সমুদ্রের বিবিধ স্থান, তত্তৎস্থানপাল, লোকপাল, নদী, পর্ব্বত, বনস্পতি, ধর্ম্মবেত্তা-সপ্তর্ষি, সাঙ্গ-বেদ, সুরাসুর, পিশাচ, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস, মানুষ, পশুপক্ষী, মৃগাদি নানাবিধ প্রাণী, চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণিবর্গ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি

---

*আমাদিগের একবর্ষ দৈব একদিন; সেইরূপ দৈব দুই সহস্র বর্ষে এক ব্রহ্ম-রাত্রি।

এবং অন্যান্য বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্, স্থাবরজঙ্গম ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বলোকের অবিদিত স্থানে গমন করিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন, অবিদিত স্থানে গমন করিলে, পৃথিবী চিন্তা করতে লাগিলেন; "আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে? কশ্যপের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই বলিয়া দিবেন। কেন না, সেই মহামুনি নিরন্তরই আমার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন।"

সেই পৃথিবীদেবী, এই নিশ্চয় করিয়া রমণী-রূপ ধারণ পূর্ব্বক, কশ্যপকে দর্শন করিতে যাই-লেন এবং কশ্যপও তাঁহাকে আসিতে দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয়, নীলকমলপত্রের ন্যায় মনোহর; মুখমণ্ডল, শারদশশধরের ন্যায় প্রীতি প্রদ; অলকরাজি, ভ্রমর সমূহবৎ কৃষ্ণবর্ণ; বর্ণ শুক্ল; ওষ্ঠাধর, বন্ধুজীব-কুসুম সদৃশ রক্ত বর্ণ; স্বভাব নির্ম্মল; ভ্রূযুগল, অতি সুচারু এবং আনত; দশনপংক্তি—সূক্ষ্ম; নাসিকা—সুন্দর; কণ্ঠ, কম্বুসদৃশ সুদৃশ্য, উরুদ্বয়-পরস্পর মিলিত; বিশাল জঘন স্থল-অতীব পীন; স্তনদ্বয় ঐরাবত কুম্ভের ন্যায়-বিশাল, সুবর্ণ প্রভ, সমবৃদ্ধ ও ঘনপীবর; বাহুদ্বয় মৃণালের ন্যায় কোমল; করতলযুগল কিশলয় সদৃশ, উরুদ্বয় সুবর্ণস্তম্ভ-বৎ; জানুদ্বয় গূঢ় এবং সংশ্লিষ্ট, জঙ্ঘাদ্বয়, রোম-শূন্য; এবং সুবৃত্ত; চরণদ্বয়, অতিশয় মনোরম। জঘনস্থল দৃঢ়; মধ্যভাগ, সিংহ-শিশুমধ্যবৎ ক্ষীণ, নখনিকর প্রভাযুক্ত এবং তাম্রবর্ণ; অধিক কি? তাঁহার রূপ সকলেরি মনোহর হইয়াছিল। তাঁহার পরিধানে সূক্ষ্ম-সূত্র-গ্রথিত শুক্লবস্ত্র, অঙ্গে উত্তমোত্তম রত্নালঙ্কার, তাঁহার নিরন্তর দৃষ্টিপাতে দিঙ্মণ্ডল যেন নীলকমলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দেহপ্রভায়, দিগ্ বিদিগবস্থিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিতেছে। এবং প্রতি পদক্ষেপে, মৃত্তিকার কমল-রাশি প্রস্ফুটিত হইতেছে। ক্রমে সেইরূপ যৌবন-সম্পন্না রমণী-রূপা পৃথিবী বিনয় সহকারে কশ্যপের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কশ্যপও তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বিশেষরূপে আদর করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন;—হে বরন্দরে! আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারি-য়াছি। হে দেবি! তুমি জনার্দ্দনের নিকট গমন কর, যেরূপে তোমার অবস্থিতির উপায় হইবে, তাহা তিনি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিবেন। হে চারুমুখি! এক্ষণে তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে আছেন, ইহা আমি ধ্যান-প্রভাবে বিদিত আছি। আমার ধ্যান করিয়া জানিবার ক্ষমতাও তাঁহার প্রসাদেই হইয়াছে।

অনন্তর পৃথিবী "আচ্ছা" বলিয়া এবং কশ্য-পের বন্দনা করিয়া বিষ্ণুদর্শন-মানসে ক্ষীরোদ-সাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অমল-চন্দ্রিকা-বিধৌত, বায়ুবেগ-সমুত্থিত উত্তাল-তরঙ্গ-নিকর-সঙ্কুল, শত-হিমালয় পরিমিত-অপর ভূমণ্ডলবৎ প্রতীয়মান, সুধাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। ঐ সমুদ্র যেন চঞ্চল তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারণে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে; এবং ঐ সকল হস্তস্পর্শে নিরন্তর স্বীয় তনয় চন্দ্রের ধবলতা বিধানে তৎপর। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ বাসু-দেব তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া কলুষ-রাশি বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই তিনি অতি শুভ্র তাদৃশ বিশাল দেহভার বহন করিতেছেন্। ঐ সমুদ্র পাণ্ডুরবর্ণ, আকাশচারীদিগেরও অগম্য এবং পাতালমধ্যে অবস্থিত। তন্মধ্যনিহিত ইন্দ্রনীলমণি ও কপিশমণি প্রভা, গগনমণ্ডল তাহার নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। পৃথিবী, অনন্তনাগের বিশাল নির্ম্মোকসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ ক্ষীরোদ সমুদ্র দর্শন করিয়া তন্মধ্যস্থ অপরিমেয়, অপরিমেয়-পরিচ্ছদ-শোভিত বিষ্ণু-গৃহ দেখিতে পাইলেন। এবং তাহাতে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী মধুসূদনকে দেখিলেন, অনন্তনাগের ফণামণ্ডলাস্থত রত্নরাজি উজ্জ্বল-তর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া যাঁহার মুখপদ্ম দর্শনকে ক্লেশসাধ্য করিতেছিল। যাঁহার প্রভা শত শশাঙ্কবৎ স্নিগ্ধ এবং অযুত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র, যিনি কোনরূপ বিকারের বশবর্ত্তী নহেন, সর্ব্বরত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত, সূর্য্য প্রভ অর্থাৎ সুবর্ণময় মুকুট ও কুণ্ডল যাঁহার অধিকতর শোভা করিতেছিল, স্বয়ং লক্ষ্মী, মঙ্গলময় নিজ করতল চতুষ্টয়ে যাঁহার চরণ সংবাহনা করিতে-ছিলেন, চক্র প্রভৃতি যাবদীয় অস্ত্র মূর্ত্তিমন্ত

হইয়া চতুর্দ্দিকে যাঁহার সেবায় ব্যাপৃত ছিল, সেই পদ্মপলাশলোচন মধুসূদনকে অবলোকন করিয়া বন্দনা করিলেন এবং জানু দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করত নিবেদন করিলেন, "হে দেব! হে বিষ্ণু! আমি রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সকল লোকের হিতকামনায় তুমিই আমাকে উদ্ধৃত করিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছ। হে দেবেশ! এক্ষণে আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে?" তৎকালে দেবী বসুমতী তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলিলে মধুসূদন বলিতে লাগিলেন; বর্ণ এবং আশ্রম সকলের আচার পালনে তৎপর শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোমার অবস্থিতির উপায় করিবেন," তাঁহাদিগের উপর তোমার ভার ন্যস্ত আছে। দেবদেব এই কথা বসুমতীকে বলিলে বসুমতী তাঁহাকে বলিলেন "বর্ণ এবং আশ্রমের সনাতন ধর্ম্মসকল বলুন। তোমার নিকট হইতে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। হে দৈত্য বলসূদন! দেবাধিপতি দেব। তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে পদ্মনাভ। হে হৃষীকেশ। হে মহাবল পরাক্রম! হে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয়! হে সুদুষ্পার অর্থাৎ অপার! হে দেব। হে সর্ব্বধনুর্দ্ধারিন্! হে বরাহ! হে ভীম। হে গোবিন্দ। হে পুরাণ! হে পুরুষোত্তম। হে হিরণ্যকেশ। হে বিশ্বাক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা! হে যজ্ঞরূপ! হে নিরঞ্জন অর্থাৎ অব্যক্ত! হে স্থূলাদি দেহ! হে ক্ষেত্রজ্ঞ। হে লোকনাথ! হে সলিলার্ণবশায়ক অর্থাৎ অগাধ সমুদ্রশায়ি! হে মন্ত্র। হে মন্ত্রভব অর্থাৎ হোতা! হে অচিন্ত্য। হে বেদ বেদাঙ্গরূপিন্। হে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিকারিন্! হে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ। হে ধর্ম্মাঙ্গ! হে ধর্ম্মসম্ভব! হে বরদ! হে বিশ্বক্সেন! হে অবিনাশিন্! হে আকাশরূপ! হে মধুকৈটভসূদন! হে বৃহতাং বৃহৎ! অর্থাৎ আকাশাদিবর্দ্ধক! অথবা আকাশাদি হইতেও বৃহৎ পরিমাণ! হে অজেয়! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বভয়দ! হে বরেণ্য! হে অনঘ! হে জীমূত! অর্থাৎ মেঘশ্যাম! অথবা জীবানন্দকর! হে অব্যয়! হে জগন্নির্ম্মাণকারিন্! হে আপ্যায়ন! অর্থাৎ জগদানন্দ! হে চৈতন্যাশ্রয়! হে নিষ্ক্রিয়! হে সপ্তশীর্ষ অর্থাৎ ভূ প্রভৃতি সপ্তলোক স্বরূপ! হে যজ্ঞেশ্বর! হে পুরাণপুরুষোত্তম!* হে ধ্রুব! অর্থাৎ নিত্য! হে অক্ষর! হে সুসূক্ষেশ অর্থাৎ পরমাণুক্রিয়াদি হেতু! হে ভক্তবৎসল! হে পাবক! তুমি সকল দেবতাদিগের গতি, তুমি ব্রহ্মবাদীদিগের গতি এবং হে পুরুষোত্তম! তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের গতি, হে জগন্নাথ! তোমার আশ্রিত হইলাম। তুমি ধ্রুব, বাচস্পতি, প্রভু, সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ বেদ ব্রাহ্মণদিগের অদ্বিতীয় হিতকারী, অজেয় বসুষেণ, বসুপ্রদ এবং মহাযোগ বলযুক্ত, সর্ব্বব্যাপী আকাশ ও তোমার জঠরমধ্যে লুক্কায়িত, তুমিই তেজোরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদিতে বিরাজ করিতেছ। তুমি বাসুদেব, মহাত্মা, পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত ও সুরাসুর গুরু; তুমি দেব, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমিই সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর; তুমি বিরাটমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ এবং তুমি জগৎ কারণের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা। হে ভগবন্! আমার নিকট আশ্রমাচার রহস্য এবং সংগ্রহসহ চতুর্ব্বর্গের সনাতন ধর্ম্ম সকল বল।" দেবাধিপতি বিষ্ণু এইরূপ কথিত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীকে বলিলেন;—"হে পৃথিবী দেবি! যে সকল সাধুগণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন, আশ্রমাচার রহস্য এবং সংগ্রহ সহিত চতুর্ব্বর্গের সনাতন ধর্ম্ম সকল শ্রবণ কর। হে বামোরু! এই কাঞ্চনময় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন কর। আমি ধর্ম্ম বলিতেছি, সুখাসীন হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।" তখন পৃথিবী প্রখোপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-কথিত ধর্ম্মসমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারবর্ণ। তাহার মধ্যে আদি তিনবর্ণ—

---

* পুরাণপুরুষ আত্মা—তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মা।

দ্বিজাতি। তাহাদিগের গর্ভাধান হইতে শশ্মানকার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হইয়া থাকে। চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম যথা—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা; ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রচর্চ্চা; বৈশ্যের পশুপালন; শূদ্রের দ্বিজাতি সেবা; এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যজন এবং অধ্যয়ন। চতুর্ব্বর্ণের জীবিকা যথা—ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন; বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোপোষণ, সুদ লওয়া ও ধান্যাদিবীজ রক্ষা; এবং শূদ্রের সকল শিল্পকার্য্য; আপৎকালে অর্থাৎ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট জীবিকাদ্বারা নির্ব্বাহ না হইলে পর, পরবৃত্তি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজ্যপালন; ক্ষত্রিয় কৃষ্যাদি; তাহাতেও অভাব হইলে ব্রাহ্মণ, কৃষ্যাদি করিতে পারিবে ইত্যাদি। ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, গুরু-সেবা, তীর্থপর্য্যটন, দয়া, ঋজুতা, লোভ-ত্যাগ, দেবব্রাহ্মণপূজা এবং অসূয়া পরিত্যাগ, এই কথাটী সামান্য অর্থাৎ বর্ণমাত্রেরই প্রতিপাল্য ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অথ রাজধর্ম্ম। প্রজাপালন, বর্ণ এবং আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপনা করা কর্ত্তব্য। রাজা, যাহা পশুগণের হিতকর, শস্যপূর্ণ ও বৈশ্য শূদ্র বহুল, সেই গিরি-নদী-বনরাজি-শোভিত-দেশ আশ্রয় করিবেন। এবং সেই দেশে, মরুদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মহীদুর্গ, বারিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, গিরিদুর্গ, এই ষড়্বিধ দুর্গের যে কোন একটী অবলম্বন করিবেন। দুর্গাশ্রিত হইয়া অধীনস্থ গ্রামসমূহে এক একজন গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং দশ-গ্রামাধ্যক্ষ, শত-গ্রামাধ্যক্ষ এবং দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। গ্রামাধ্যক্ষ, নিজাধিকৃত গ্রামের দোষ পরিহার করিতে যত্ন করিবে। অসমর্থ হইলে দশ গ্রামাধিপতির নিকটে দোষের কথা নিবেদন করিবে। তিনি তাহার প্রতিকারে অক্ষম হইলে, শত গ্রামাধ্যক্ষের নিকট, তিনিও অসমর্থ হইলে দেশাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিবে। দেশাধ্যক্ষকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া দোষোদ্ধার করিতে হইবেই। রাজা, খনি, মাশুল আদায়, পারাপার স্থল এবং হস্তী প্রভৃ বন ভূমিতে বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। ধর্ম্ম কার্য্য ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে, অর্থ কার্য্য কুশলদিগকে, যুদ্ধকার্য্য বীরগণকে, উগ্রকার্য্য উগ্রব্যক্তিগণকে ও স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণে ক্লীবদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তিনি প্রতি বৎসর প্রজাদিগের নিকট ধান্য হইতে ষষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ছয়ভাগের এক ভাগ করস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। পশু, হিরণ্য এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের লভ্যাংশ হইতে শতকরা দুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, গন্ধ, পুষ্প, ফল, মূল, শাক, পত্র, অজিন, মৃদ্ভাণ্ড, আমভাণ্ড এবং বৈদল অর্থাৎ বেণুনির্ম্মিত পাত্র হইতে ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবে না, কারণ তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজে যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহার কিয়দংশ রাজা প্রাপ্ত হন।—রাজা সকল প্রজারই পাপপুণ্যের ছয় ভাগের একভাগ পাইয়া থাকেন (অতএব প্রজাগণ, যাহাতে পুণ্যকার্য্যে রত থাকে এবং পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহা করা রাজার সম্পূর্ণ উচিত) স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তদনুসারে দশভাগের একভাগ মাশুল গ্রহণ করিবেন (ইহা রপ্তানিমাশুল) পরদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তন্মূল্যের বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাশুল লইবেন (ইহা আমদানি মাশুল) যে স্থানে মাশুল আদায় হয়, সে স্থান হইতে মাশুল না দিয়া পলায়ন করিলে তাহার সকল দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। শিল্পী, কারু এবং শূদ্রগণ প্রতি মাসে রাজার এক একটি কর্ম্ম করিয়া দিবে। স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোশ, সৈন্য, রাষ্ট্র এবং মিত্র ইহার সমবেত নাম প্রকৃতি। যাহারা ইহাকে বা এই সকলের অন্যতমকে অপথে পরিচালিত করে বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে, তাহাদিগের বধ দণ্ড। স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রে চর রাখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দর্শন

করিবেন সাধুব্যক্তির পূজা করিবেন। দুষ্টদিগের দণ্ড দিবেন। শত্রু, মিত্র উদাসীন অর্থাৎ যে শত্রুও নহে, মিত্রও নহে এবং মধ্যম অর্থাৎ যে শত্রুও হইতে পারে, মিত্রও হইতে পারে, এই চতুর্বিধ রাজবর্গের প্রতি যথাযোগ্য এবং যথাকালে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায় প্রয়োগ করিবেন। সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ অপেক্ষা করিয়া অবস্থিতি, প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ এবং দ্বৈধীভাব অর্থাৎ প্রবল রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করা এই ষড়্‌বিধ উপায়ের অন্যতম যে কোন একটি সময়ানুসারে অবলম্বন করিবেন। চৈত্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। অথবা যে সময় শত্রুর বিপদ্ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে যাত্রা করিবে। যুদ্ধাদি দ্বারা পরকীয় রাজ্যলাভ হইলে সেই দেশের পূর্ব্বাপর প্রচলিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবেন না।

শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগের সমান আর ধর্ম্ম নাই। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী, বা জীবন; এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া কিংবা বর্ণ-সঙ্কর হওয়ার প্রতিবন্ধক হইতে গিয়া মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ করিবে। রাজা পরকীয় রাজ্য প্রাপ্তির পর সেই রাজ্যে পূর্ব্বরাজ-বংশীয় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিবেন, অর্থাৎ আপনার করদ রাজা করিবেন, রাজবংশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবেন না। কিন্তু সেই রাজবংশ যদি ক্ষত্রিয় না হয়, তাহা হইলে উচ্ছেদ করিতে পারিবে। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসংসর্গ এবং মদ্যাদি পানে আসক্ত হইবেন না। কটুভাষী এবং উগ্রদণ্ড হইবেন না, ধনাদি অপব্যয় করিবেন না। পৈতৃক রাজ্য বা জয় লব্ধ রাজ্যের পূর্ব্বাগত তোরণ দ্বারের উচ্ছেদ করিবেন না। অপাত্রে ধনাদি অর্পণ করিবেন না। আকর হইতে উৎপন্ন দ্রব্য রাজারই গ্রাহ্য; নিধি অর্থাৎ অস্বামিক প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইলে অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া অপরার্দ্ধ ভাগ স্বীয় ধনাগারে প্রেরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ, নিধি প্রাপ্ত হইলে নিজেই সমস্ত অংশ লইতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ধন পাইলে, রাজাকে চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারভাগের এক ভাগ এবং ব্রাহ্মণকে অপর চতুর্থ অংশ অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে। বৈশ্য, রাজাকে চতুর্থ অংশ ও ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। শূদ্র, প্রাপ্ত নিধিকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজাকে পাঁচ অংশ এবং ব্রাহ্মণকে পাঁচ অংশ দিবে; ও স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, নিধি প্রাপ্ত হইয়া যদি অংশদান ভয়ে এই কথা অপ্রকাশ রাখে এবং ইহা প্রচার হয়, তাহা হইলে রাজা, ব্রাহ্মণদের অংশ ব্রাহ্মণদের দিয়া অপর সমস্ত অংশ কোশজাত করিবেন। ব্রাহ্মণেতর সমস্তবর্ণ, নিজনিহিত ধন উত্তোলন করিলেও তাহা হইতে রাজাকে দ্বাদশ ভাগের একভাগ দিবে। যে ব্যক্তি অন্যের নিহিত ধন "আত্মনিহিত" বলিয়া অযথা-গ্রহণের চেষ্টা করে, তাহার নিহিত ধনের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড হইবে।—বালক, অনাথ এবং স্ত্রীলোকের সম্পত্তি, রাজা, রক্ষা করিতে বাধ্য। যে বর্ণেরই ধন অপহৃত হউক না কেন, রাজা ঐ অপহৃত ধন চৌরদিগের নিকট প্রাপ্ত হইলে তৎসমস্তই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদি চৌরদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে, আপনার ধনাগার হইতে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন। শান্তি এবং স্বস্ত্যয়নদ্বারা দৈববিপত্তির উপশম করিবেন। যুদ্ধাদি দ্বারা শত্রুসৈন্যের আক্রম দূর করিবেন। বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী করিবেন। বিশুদ্ধ, লোভশূন্য, অপ্রমত্ত এবং শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যাবদীয় অর্থকার্য্য-সহায় অর্থাৎ মন্ত্রী করিবে। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজা নিজেই ব্যবহার, অর্থাৎ বিচারাদি পরিদর্শন করিবেন। অথবা উক্ত কার্য্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন। যাহারা সদ্বংশসম্ভূত ও সংস্কার-শোধিত নিয়মী-ও শত্রুমিত্রে-সমদর্শী এবং কার্য্যপ্রার্থীগণ, যাহাদিগকে কাম বা ক্রোধ

উদ্রিক্ত করিয়া অথবা ভয় কিংবা লোভ প্রদর্শন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিতে না পারে, রাজা, এইরূপ লোকদিগকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা সকল কার্য্যই দৈবজ্ঞদিগের মতানুসারে করিবেন। দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা পূজা করিবেন। বৃদ্ধসেবী এবং যাগশীল হইবেন। ইঁহার অধিকারে ব্রাহ্মণ, অথবা অন্য কোন সৎকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি যেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া না থাকে। ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিবে। যাহাদিগকে দান করিবে, দান-বিবরণসহ তাহাদিগের পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, তাহাদিগের নাম, নিজ পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম; নিজের নাম, ভূমির পরিমাণ এবং সীমা নির্দ্দেশ অর্থাৎ চৌহদ্দী,—স্থায়ীবস্ত্র বা তাম্রফলকে লিখিয়া তাহাতে আপনার মুদ্রা (মোহর) চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবেন। এই সকল করিবার প্রয়োজন এই, পরবর্ত্তী রাজা এই সকল নিদর্শন দেখিলে, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। পরদত্ত ভূমি অপহরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণদিগকে সকল প্রকার ধন দান করিবেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিবেন। প্রিয়দর্শন এবং প্রসন্ন দৃষ্টি হইবেন। রাজার বিষনাশক এবং রোগনাশক নানাবিধ মন্ত্র জানা আবশ্যক। রাজা কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিয়া আত্মভোগের উপযোগী করিবেন না। সকল সময়ই ঈষৎহাস্য করিয়া কথা বলিবেন। বধ্য ব্যক্তির প্রতিও রূঢ়ব্যবহার করিবেন না।* দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে অপরাধানুরূপ দণ্ড করিবেন, লঘু গুরু করিবেন না। দণ্ডপ্রণয়ন (অর্থাৎ যে সকল পাপের দণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, কিংবা জাতি বয়ঃ প্রভৃতি বিবেচনায় দণ্ড তারতম্য হইতে পারে, সেই সকল স্থলে বুদ্ধিমতে দণ্ড স্থির করা) উপযুক্তরূপ করিবেন। দ্বিতীয় অপরাধ কাহারও ক্ষমা করিবেন না। যে স্বধর্ম্ম পালন করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দণ্ড না পাইয়া কোন মতে অব্যাহতি পাইবে না। যে রাজ্যে শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র দণ্ড অপ্রতিহত হইয়া প্রচারিত থাকে, রাজা সুবিজ্ঞ হইলে সেখানে প্রজাগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিজরাজ্যে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন এবং শত্রুদিগের উপর (শত্রু যতক্ষণ ক্ষমতাপন্ন থাকে ততক্ষণ) কঠোর দণ্ড দান করিবেন। মিত্রের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। এইরূপ স্বভাবের রাজা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিলেও তাঁহার যশঃ জলপতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় জগতে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। যে রাজা প্রজার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুখী হন, তিনি ইহকালে যশোলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গলাভ করেন।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

গবাক্ষনির্গত সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকণা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম ত্রসরেণু। আট-ত্রসরেণু—এক লিক্ষা। তিন-লিক্ষা—এক রাজসর্ষপ। তিন রাজসর্ষপে—এক গৌর সর্ষপ। ছয় গৌর সর্ষপে—এক যব। তিন যবে—এক কৃষ্ণল। পাঁচ কৃষ্ণলে—এক মাষ। বার মাষে—এক অক্ষার্দ্ধ। এক অক্ষার্দ্ধে এবং চার মাষ অর্থাৎ ষোল মাষে—এক সুবর্ণ।* চার সুবর্ণে—এক নিষ্ক†। সমপরিমাণ দুই কৃষ্ণলে—এক রূপ্যমাষক। ষোড়শ রূপ্য মাষকে—এক ধরণ‡। এক কর্ষতাম্রের নাম কার্ষাপণ (অথবা পণ)§ সার্দ্ধ দ্বিশত পণের নাম প্রথম সাহস; পঞ্চশত পণের নাম মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণের নাম উত্তম সাহস।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* তাৎপর্য্য এই যে, আইন বা পদ ঐ ব্যক্তিকে যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করুক না কেন, উক্ত আইনঅনুযায়ী বা পদস্থ ব্যক্তি তাহাতে দোষী নহেন; কিন্তু তাহার উপর মন্দ ব্যবহার, আইন বা পদের কার্য্য নহে; সুতরাং তাহাতে ঐ ব্যক্তিই দোষী।

* প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত স্বর্ণের মান কীর্ত্তিত হইল।

† চার সুবর্ণ স্বর্ণে—এক নিষ্ক, ইহা রজত এবং স্বর্ণময় দ্বিবিধই হইয়া থাকে। মিতাক্ষরাদির মতে ইহা রজত।

‡ এই পর্য্যন্ত রজতের মান নির্দ্দিষ্ট হইল।

§ ইহা তাম্রের পরিমাণ; সুবর্ণ, ধরণ, এবং কর্ষ, এই তিনটাই পরিমাণে সমান।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-ভিন্ন সকল বর্ণের মহাপাতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই। তবে ব্রাহ্মণের দণ্ড এই যে, নিম্নলিখিত চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।—চিহ্ন করিবার নিয়ম এই, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা করিবে, তাহার ললাটদেশে মস্তক-শূন্য পুরুষ অঙ্কিত করিয়া দিবে। সুরাপানে সুরাচিহ্ন। চৌর্য্য করিলে - কুকুর চরণ। গুরু-পত্নী-গমনে ভগাকার। অন্য কোন বধজনক কার্য্য করিলেও তাহার ধনাদি হরণ না করিয়া এবং দৈহিক দণ্ড না দিয়া (কেবল) রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। যাহারা কূটশাসন (অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া লোভাদি-বশতঃ অযথাশাসন) করে, (অথবা রাজদত্ত তাম্র-শাসনাদি জাল করার নাম কূটশাসন; যাহারা তাহা করে) যাহারা জাল দলিল প্রস্তুত করে, যাহারা বিষপান করিতে দেয়, গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, দস্যুবৃত্তি করে, স্ত্রীহত্যা, বা পুরুষ হত্যা করে, যাহারা দশকুম্ভাধিক ধান্য অপহরণ করে, যাহারা শতপলাধিক তুলাপরিচ্ছেদ্য সুবর্ণরজতাদি হরণ করে, যাহারা রাজবংশে উৎপন্ন না হইয়াও রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা সেতু ভাঙ্গিয়া দেয়, যাহারা অসামর্থ্য ব্যতীত দস্যুদিগের স্থান ও আহার প্রদান করে, (অর্থাৎ রাজা যদি দস্যু নিবারণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে যাহারা অন্য দস্যুর নিবারণার্থ কোন দস্যুকে বশীভূত করিতে স্থান ও আহার প্রদান করে, তাহারা এস্থানে গ্রাহ্য নহে) যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে; এবং যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। নিকৃষ্ট জাতি যে অঙ্গদ্বারা উৎকৃষ্ট জাতির অপরাধ করিবে, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। একাসনে বসিলে, তাহার কটিতে দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। থুথু দিলে ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দিবেন। বাতকর্ম্ম করিয়া দিলে মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন। গালা-গালি দিলে জিহ্বা ছেদন করিয়া দিবেন। দর্প সহকারে ধর্ম্মোপদেশ করিতে থাকিলে রাজা তাহার মুখে তপ্ততৈল ফেলিয়া দিবেন। দ্রোহপূর্ব্বক নাম বা জাতি উচ্চারণ করিলে তাহার মুখে দশ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কু পুতিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়ন স্বীয়দেশ, স্বীয়-জাতি এবং স্বীয় কর্ম্ম অন্য প্রকারে বলে। (অর্থাৎ এই সকল বিষয় যথার্থ না বলিয়া মিথ্যা বলে) তাহার দুইশত পণদণ্ড হইবে। যাহারা প্রকৃত কাণ, খঞ্জাদি (অর্থাৎ বিকৃতাঙ্গ), তাহাদিগকে তাহা (অর্থাৎ কাণ খঞ্জাদি) বলিয়া গালিদিলে দুইকার্ষাপণ দণ্ড। গুরুজনকে রূঢ় কথা বলিলে বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ দণ্ড। অপরের পাতিত্যঘটিত নিন্দা বা তিরস্কার করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। ("ঐ ব্যক্তি সুরাপান করিয়াছে" বা "যা যা সুরাপায়ী"। এইরূপ নিন্দা বা তিরস্কার পাতিত্য ঘটিত)। উপ-পাতক-ঘটিত তিরস্কার নিন্দাদি করিলে মধ্যম-সাহস দণ্ড। ত্রৈবিদ্যবৃন্দের (অর্থাৎ বেদ ত্রয়াভিজ্ঞ) জাতির, (ব্রাহ্মণাদির) কিংবা পূগের (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের) তিরস্কার নিন্দাদি করিলেও (ঐ দণ্ড) গ্রাম কি, দেশের নিন্দা করিলে (অর্থাৎ হাজার হউক ঐ গ্রামে কি ঐ দেশে নিবাস ত তার আর কত ভাল হইবে ইত্যাদি রূপে তিরস্কার বা নিন্দা করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। অশ্লীল কথা বলিয়া গালি দিলে, বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ, মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক (উহা করিলে) উত্তম সাহস ও সবর্ণকে গালিদিলে দ্বাদশপণ দণ্ড। হীন বর্ণকে গালি দিলে ছয়পণ দণ্ড। যথাকালে (অর্থাৎ গালাগালি দিবার কারণসত্ত্বে) উত্তমবর্ণ বা সবর্ণকে গালাগালি দিলে তৎপ্রমাণ অর্থাৎ ছয়পণ দণ্ড অথবা তিন কার্ষাপণ দণ্ড হইবে, (যে গালাগালি দিবে, তাহার গুণ অগুণ ভেদে দ্বিবিধ দণ্ড উক্ত হইল) শুক্ত বাক্য বলিলে (অর্থাৎ শ্লেষসহ-কারে গালি দিলেও) এইরূপ দণ্ড। সবর্ণা-গমনে পরদারগামীর উত্তম সাহস দণ্ড, হীন বর্ণাগমনে ও গোগমনে মধ্যম সাহস দণ্ড, অন্ত্যা (অর্থাৎ চণ্ডালী প্রভৃতি) গমনে বধদণ্ড। পশুগমনে শত কার্ষাপণ দণ্ড। দোষো-ল্লেখ না করিয়া দোষযুক্ত কন্যা দান করিলে

(তাহারও এই দণ্ড) এবং তাহাকেই ঐ প্রদত্ত কন্যার ভরণপোষণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্ট কন্যাকে দুষ্ট বলিলে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। গর্হিত মৎস বিক্রেতাকে এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রকে যে হত্যা করে- তাহাকে এক-কর-পাদ করিবেন অর্থাৎ তাহার এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন। গো-প্রভৃতি-গ্রাম্য-পশু-ঘাতীর শতকার্ষাপণ দণ্ড এবং পশুঘাতী পশুস্বামীকে হত পশুর মূল্য দিবে। মহিষাদি আরণ্য পশু হত্যা করিলে পঞ্চাশৎ কার্ষাপণ দণ্ড। পক্ষিঘাতী, ও মৎস্যঘাতীর দশকার্ষাপণ দণ্ড। কীট-হত্যাকারীর এককার্ষাপণ দণ্ড। ফলোপগম (অর্থাৎ আম্রপনসাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। পুষ্পোপগম (অর্থাৎ চম্পকাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, বল্লী (গুড়চী প্রভৃতি বীরুধ,) মালতী প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা ছেদনে শতকার্ষাপণ দণ্ড। তৃণ ছেদন করিলে এককার্ষাপণ (আম্রপনসাদি বৃক্ষচ্ছেদী হইতে তৃণচ্ছেদী পর্য্যন্ত) সকলেই তত্তদ্বস্তুর অধিকারীকে তাহার উৎপত্তি (অর্থাৎ উপস্বত্ব কিংবা আর একটা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহা) প্রদান করিবে। প্রহারার্থ হস্ত উদ্যত করিলে দশকার্ষাপণ, চরণ উদ্যত করিলে বিংশতি কার্ষাপণ, দণ্ডকাষ্ঠ উদ্যত করিলে প্রথম সাহস, প্রস্তর উদ্যত করিলে মধ্যম সাহস এবং শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। পাদ, কেশ বস্ত্র কিংবা হস্তগ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশপণ দণ্ড, বিনা রক্তপাতে দুঃখ উৎপাদন করিলে অর্থাৎ আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে দ্বাত্রিংশৎপণ দণ্ড, আর শোণিতোৎপাদক আঘাতে চতুঃষষ্টিপণ দণ্ড। হস্ত, পাদ, কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে এবং কর্ণ, নাসিকা ছেদনে মধ্যম সাহস, যাহাতে গমনাদি চেষ্টা, ভোজন, বা কথা কওয়া বন্ধ হয়, এরূপ প্রহার করিলেও (মধ্যম সাহস দণ্ড) নেত্র, কন্ধরা বাহু, সক্থি এবং স্কন্ধভঙ্গে উত্তম সাহস দণ্ড। উভয় নেত্রভেদী ব্যক্তিকে, রাজা যাবজ্জীবন বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন না; অথবা উভয় নেত্র রহিত করিয়া দিবেন, বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলে, প্রহর্তৃগণের প্রত্যেকেরই, কথিত দণ্ডের দ্বিগুণদণ্ড হইবে (এই সমস্ত সজাতি বিষয়ে জানিবে) যে সকল ব্যক্তি প্রহারার্ত্তের কাতর আহ্বানেও (তাহার পরিত্রাণার্থ) সেইদিকে গমন না করে এবং তৎসমীপবর্ত্তী যে সকল ব্যক্তি (তাহাকে উদ্ধার না করিয়া) সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পুরুষ পীড়াপ্রদ সকলেই আহতের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ৪২ পত্র ২২১ শ্লোক হইতে ২৬ শোকের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) যাহারা গ্রাম্য-পশুকে আঘাত করে, তাহারা ও উহাদিগের ব্রণ বিরোপণের ব্যয় দিবে। গো, অশ্ব, উষ্ট্র বা হস্তী অপহরণ করিলে রাজা তাহাকে এক-কর-পাদ করিয়া দিবেন। (অর্থাৎ এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন)। অজাহরণ করিলে এক-হস্ত করিয়া দিবেন। ধান্য-পহারীর (অপহৃত ধান্যাপেক্ষা) একাদশ গুণ দণ্ড। অন্য শস্যাপহারীরও ঐ দণ্ড। পঞ্চাশৎ পলাধিক স্বর্ণ, রজত বা উত্তম সংখ্যক পঞ্চাশৎ বস্ত্র অপহরণ করিলে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন। তন্ন্যূন সুবর্ণাদির তাহার হরণে একাদশগুণ অর্থ দণ্ড; সূত্র, কার্পাস, গোময়; গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, পক্ষী মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বৈদল (অর্থা সূক্ষ্ম বংশখণ্ড নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ), বংশ মৃণ্ময় পাত্র, অথবা লৌহভাণ্ড হরণ করি তত্তদ্দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থ দণ্ড পক্কান্ন হরণেও তন্মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থদণ্ড পুষ্প, হরিত (চণক গুচ্ছাদি), গুল্ম, বল্লী, ল ও পত্র হরণে পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড। শাক, ও ফল হরণেও (পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড)। ব পহারীর উত্তম সাহস দণ্ড। যে সকল দ্র নাম উল্লেখ হইল না, তাহা হরণ করিলে বস্তুর মূল্য-সম অর্থ দণ্ড। যাহাতে চো অপহৃত বস্তুসকল প্রকৃত ধনাধিকারীকে রাজা তাহা করিবেন। অনন্তর উক্ত প্রযুক্ত হইবে। যাহাদিগকে পথ ে উচিত, তাহাদিগকে পথ না দিলে

বিংশতি কার্ষাপণ দণ্ড। যাহাকে আসন দেওয়া উচিত, তাহাকে আসন না দিলে ও পূজার্হ ব্যক্তিকে পূজা না করিলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইলেও (ঐরূপ দণ্ড)। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া "আচ্ছা" বলে (অর্থাৎ স্বীকার করে) অথচ ভোজন করে না, সে সুবর্ণ মাষক অর্থদণ্ড এবং নিমন্ত্রয়িতাকে দ্বিগুণ অন্ন দিবে (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তথায় আহার না করিলে উক্ত দণ্ড হইবে)। অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে, উক্ত দণ্ড); জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সুবর্ণ অর্থ দণ্ড; আর সুরা দ্বারা দূষিত করিলে বধদণ্ড। ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে, অর্দ্ধ দণ্ড (অর্থাৎ যে দ্রব্যে ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, সেই দ্রব্যে ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে সেই দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে) বৈশ্যকে দূষিত করিলে, ক্ষত্রিয় দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। শূদ্রকে দূষিত করিলে প্রথম সাহস অর্থদণ্ড হইবে। অস্পৃশ্যজাতি (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি), জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে। রজঃস্বলা ঐরূপ করিলে, তাহাকে শিফা (বৃক্ষশাখা) দ্বারা তাড়না করিবে। যে ব্যক্তি পথ, উদ্যান এবং জল সমীপে অশুচি প্রক্ষেপ করে, অর্থাৎ মূত্র বিষ্ঠাত্যাগাদি করে, তাহার শতপণ দণ্ড। এবং সেই অশুচি বস্তু—পরিষ্কার করিয়া দিবে। গৃহ, ভূমি, কিংবা দেওয়াল ভেদ করিলে মধ্যম সাহসদণ্ড। পরকীয় গৃহে পীড়াকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে শতপণ দণ্ড। যে সাধারণ বস্তু অপলাপ করে, যে ব্যক্তি, প্রেরিত বস্তু প্রদান না করে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের জন্য-প্রেরিত বস্তু আত্মসাৎ করে, তাহারও ঐ দণ্ড) পিতা, পুত্র, আচার্য্য, (শিষ্য) যজমান, ঋত্বিক্ -পতিত না হইলে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহাকেও যদি পরিত্যাগ করে তবে (তাহারও ঐ দণ্ড) এবং (যে পরিত্যক্ত হইয়াছে) তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিবে। (কিন্তু পতিত পিতাকে পুত্র, পতিত পুত্রকে পিতা, ত্যাগ করিতে পারিবে ইত্যাদি) যে ব্যক্তি দৈব পিত্র্যকার্য্যে শূদ্র প্রব্রাজিত (অর্থাৎ দিগম্বরাদিকে) ভোজন করায়, যে আপনার অযোগ্য কার্য্য করে, (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে চাবিবদ্ধ গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে) উদ্ঘাটিত করে, যে ব্যক্তি বিনা আদেশে শপথ করে, আর যে ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, (তাহারও ঐ দণ্ড) পিতাপুত্র বিরোধে যাহারা সাক্ষী থাকে, তাহাদিগের দশপণ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে (অর্থাৎ সপণ বিবাদে প্রতিভূ হয়, অথবা কলহ বাধাইয়া দেয়) তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে তুলাদণ্ড বা দ্রোণ প্রস্থাদিমান বস্তু,—কূট, (অর্থাৎ ন্যূনাধিক) করে, তাহার; যে ব্যক্তি অকূট ঐ সকল দ্রব্যকে কূট বলে, তাহার; যে সকল জিনিস বিক্রয় করে, তাহার; যে সকল বণিক দেশান্তরাগত পণ্য অল্পমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য একমূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তম সাহস-দণ্ড। যে বণিক মূল্য গ্রহণ করিয়া ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে সে, ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধিসমেত প্রদান করিতে বাধ্য (যাজ্ঞবল্ক্য ৪৪ পত্র ২৫৯ শ্লোক)। এবং রাজা, ইহার শতপণ দণ্ড করিবেন। (বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও) ক্রেতা ক্রীতদ্রব্য গ্রহণ না করিলে এবং (দেবোপদ্রব্যাদি বশতঃ) সেই দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে ক্ষতি ক্রেতারই হইবে। রাজ-নিষিদ্ধ-দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিলে তাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য কাড়িয়া লইবে। নৌশুল্কগ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি স্থলজশুল্ক গ্রহণ করিলে দশপণ দণ্ড হইবে। ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, যতি, গর্ভবতী এবং তীর্থযাত্রীদিগের নিকট নৌশুল্ক গ্রহণ করিলে নাবিক-শুল্কাধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তির (ঐ দণ্ড হইবে) এবং গৃহীত শুল্ক তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে। দ্যূতক্রীড়ায় যাহারা কূটাক্ষ-দেবী (এমন পাশা নির্ম্মাণ

করা যায় যাহাতে দান পড়িবেই। সাধারণ ক্রীড়াস্থলে হস্তলাঘবে ক্রীড়োপকরণ পাশার পরিবর্ত্তে ঐ পাশাতে দান পড়াইয়া ক্রীড়া করিলে তাহাদিগকে কূটাক্ষদেবী বলা যায়) তাহাদিগের করচ্ছেদ দণ্ড। যাহারা মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে অক্ষক্রীড়া করে (অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুর প্রভাবে অপরের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া অক্ষক্রীড়া করে) তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ তাহাদিগের দণ্ড। যাহারা গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁটকাটা) তাহাদিগের করচ্ছেদ দণ্ড। পশুগণ, দিবসে বৃকাদিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তদবস্থায় পালক, রক্ষার্থে না আসিলে পালকের দোষ। পালক, বিনষ্ট পশুর মূল্য স্বামিকে দিবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, (পালক) গাভী প্রভৃতি দোহন করিলে পঞ্চবিংশতি কার্ষাপণ (তাহার) দণ্ড। মহিষী যদি শস্যনাশ (ভক্ষণ) করে, তাহা হইলে তৎপালকের আটমাষা অর্থ দণ্ড। পালক না থাকিলে তৎস্বামীর (ঐ দণ্ড হইবে) অশ্ব, উষ্ট্র, ও গর্দ্দভের (পক্ষেও এই নিয়ম) গো হইলে অর্দ্ধ দণ্ড (চারমাষা দণ্ড) ছাগ বা মেষ হইলে তদর্দ্ধ (দুইমাষা) দণ্ড। আর ঐ সকল পশু শস্যভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকিলে (অর্থাৎ শস্য ভক্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হইলে) দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সর্ব্বত্রই শস্যাধিকারীকে বিনষ্ট শস্যমূল্য প্রদান করিতে হইবে। পথ ও গ্রামসমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে অথবা বিবীতের সমীপবর্ত্তি ক্ষেত্রে এবং অনাবৃত ক্ষেত্রে(শস্য ভোজন করিলে) অপরাধ হইবে না। অল্পকাল ভোজন করিলেও অপরাধ হইবে না। উৎকৃষ্ট, বৃষ কিংবা সূতিকা (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৮ পত্র ১৬৮ শ্লোক দেখ) শস্য বিনষ্ট করিলেও দোষ হইবে না। যে উত্তম বর্ণকে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) ত্যাগ করে, সে রাজার দাস্য করিবে। ভাড়াটিয়া ভৃত্য, নির্দ্ধারিত কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দাস্য পরিত্যাগ করিলে, সম্পূর্ণ মূল্য স্বামীকে দিবে, এবং রাজার নিকট শতপণ অর্থ দণ্ড দিবে। তাহার দোষে দৈবোপদ্রবব্যতীত যে সকল বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহাও স্বামীকে (গুণকার) দিবে। আর ভৃত্যের বিনাদোষে স্বামী যদি নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ না হইতে (ঐরূপ ভৃত্যকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে, সেই স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন (অর্থাৎ সম্পূর্ণকালের নির্দ্ধারিতে মূল্য) এবং রাজাকে শতপণ দিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি পাত্রের দোষ ব্যতীত, একের উদ্দেশে বাগ্দত্তা কন্যা অপরকে প্রদান করে, সে, চৌরবৎ দণ্ডনীয়। নির্দ্দোষপত্নী পরিত্যাগ করিলেও (ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করে (ঐ দ্রব্য চোরাই মালই হউক আর যাহাই হউক) তাহাকে সেই ব্যক্তির অর্থাৎ ক্রেতার দোষ নাই। তবে ঐ দ্রব্য-স্বামী তাহা পাইবে (অর্থাৎ একজন একজনের বস্তু অপহরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল, তাহার পর চোর ধরা পড়িলে ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তির কিছু হইবে না। যাহার জিনিষ সে পাইবে, ক্রেতা, বিক্রেতাচোরের নিকট টাকা ফেরত পাইবে)। যদি অপ্রকাশ্য ভাবে, হীনমূল্যে ক্রয় করে, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই চৌরবৎ দণ্ড হইবে। গণদ্রব্য অর্থাৎ গ্রামাদি জনসমূহের সাধারণ দ্রব্য অপহরণ করিলে নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে। যে তৎকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করে, (তাহারও ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, রাজা, তাহার দ্বারা গচ্ছিত ধনের অধিকারীকে অর্থ বৃদ্ধিসমেত ঐ ধন দেওয়াইবেন, এবং তাহাকে চৌরবৎ শাসন করিবেন। যে ব্যক্তি অনিক্ষিপ্তকেও নিক্ষিপ্ত বলিবে; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে গচ্ছিত না রাখিয়া, গচ্ছিত রাখিয়াছি বলিবে, তাহারও ঐ দণ্ড। যে ব্যক্তি সীমা ভেদ করে, অর্থাৎ সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত করে, রাজা তাহাকে উত্তম সাহসদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা সীমাকে চিহ্নযুক্ত করিয়া লইবেন। (অমিশ্রভাবে) জাতিভ্রংশকর অভক্ষ্য (অর্থাৎ পলাণ্ডু লশুন প্রভৃতি) ভোজন করাইলে নির্ব্বাসন-দণ্ড হইবে, অভক্ষ্য এবং অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিলেও (ঐ দণ্ড)। দেব-প্রতিমা ভগ্ন করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড। বৈদ্য, উত্তম পুরুষের অর্থাৎ রাজপুরুষের (আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া) মিথ্যা চিকিৎসা করিলে, উত্তম

সাহস দণ্ড। সাধারণ পুরুষের (ঐরূপ করিলে) মধ্যম সাহস দণ্ড; এবং পশু পক্ষী তির্য্যগ্‌যোনির (ঐ রূপ করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। দিবার জন্য অঙ্গীকৃত বস্তু না দিলে, রাজা, তাহা দেওয়াইয়া প্রথম সাহস দণ্ড করিবেন। রাজা কূটসাক্ষীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবেন। উৎকোচোপজীবী সভ্যদিগেরও (ঐ দণ্ড) অন্যাধিকৃত গোচর্ম্মমাত্রাধিক ভূমি, তাহার (অর্থাৎ অধিকারীর) নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যকে যে প্রদান করে, সে বধ্য। আর তাহা হইতে ন্যূন হইলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থ দণ্ড হইবে। (সর্ব্বত্রই ভূমি পূর্ব্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে)। যে ভূমির উৎপন্ন-ফল একজন মনুষ্যের সংবৎসর ভোগ্য, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, সেই ভূমিই গোচর্ম্মমাত্র। দুইজনের নিকট যে আধি নিক্ষেপ করা হইয়াছে (অর্থাৎ এক বস্তুই অগ্রপশ্চাৎ সময়ে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে), সেই দুই ব্যক্তি যদি বিবাদ করে, এই বন্ধকী দ্রব্য আমার, উভয় পক্ষেই এইরূপ বলিয়া স্বত্ব স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে বিনা বলাৎকারে যাহার ভোগে থাকে, তাহারই প্রকৃত। যদি সাগম ভোগ সহকারে সম্যক্‌রূপে দখলে থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ভোগ করিতেছে; সেই প্রাপ্ত হইবে, তাহা কদাচ অপহার্য্য নহে। (আগম শব্দের অর্থ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি) যে দ্রব্য, পিতা, যথাবিধি ভোগের নিয়ম অনুসারে ভোগ করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর ইহাকে (অর্থাৎ তৎ পুত্রকে) কিছু বলিতে পারিবে না, যেহেতু সেই দ্রব্য তাহার ভোগতঃ প্রাপ্ত। যে ভূমি যথাবিধি তিনপুরুষ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে, লেখ্য (অর্থাৎ দলিল) না থাকিলেও চতুর্থ পুরুষ সেই ভূমি প্রাপ্ত হইবে। নখী, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, আততায়ী ও এতদ্ভিন্ন হস্তী অশ্ব বধ করিলে হন্তা দোষভাগী হইবে না। ইহাদিগকে হিংসার্থে উদ্যত দেখিলে অথচ উপায়ান্তর না থাকিলে বধ করা যাইতে পারে। গুরু, বালক, বৃদ্ধ কিংবা বহুশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ (যেই কেন হউক্ না) আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে। গোপনভাবে হউক আর প্রকাশ্যভাবে হউক আততায়ি বধে হন্তার কোন দোষ হয় না। কেন না আততায়ীর দুষ্কার্য্যই হত্যাকারীর ক্রোধোদ্দীপক। খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত, (১) বিষপ্রয়োগে উদ্যত, (২) অগ্নি দানে (অর্থাৎ গৃহাদি দাহে) উদ্যত, (৩) শাপদানার্থ উদ্যত হস্ত, (৪) আথর্ব্বণিককার্য্য (অর্থাৎ অভিচার) দ্বারা মারিতে উদ্যত, (৫) রাজ সকাশে কুৎসাকারী—(অর্থাৎ যে অপরাধে বধ দণ্ড হয়, মিছামিছি রাজার নিকট সেই অপরাধ-ঘটিত নিন্দাকারী) (৬) এবং ভার্য্যাপহারী, (৭) এই সাতজনকে আততায়ী বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন, কীর্ত্তিহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশিষ্ট অপবাদ দিয়া কীর্ত্তি নষ্ট করে)। ধনাপহারী এবং ধর্ম্ম-কার্য্য-বিনাশী ব্যক্তিদিগকেও পণ্ডিতেরা (আততায়ী) বলিয়াছেন। হে ধরণি! আমি তোমার নিকট সকল অপরাধেরই অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া অতীব বিস্তীর্ণ দণ্ডবিধি বলিলাম। অন্য অপরাধে (অর্থাৎ যাহার দণ্ড উক্ত হয় নাই) জাতি, ধন ও বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা, ব্রাহ্মণদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন। যে রাজনিযুক্ত দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে মুক্তি প্রদান করে, তাহাকে এবং যে নরাধম অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করে, তাহাকে দণ্ডনীয় (ও দণ্ডিত) ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড বহন করিতে হইবে। যাহার নগরে (অর্থাৎ রাজ্যে) চোর নাই, পরস্ত্রীগামী পুরুষ নাই, দুর্ব্বাক্যবাদী লোক নাই, স্তেয়াদি-সাহসিক বা দাঙ্গাবাজ লোক নাই, সেই রাজা ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উত্তমর্ণ যাবৎধন প্রদান করিবে তাবৎ ধন অধমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে (ইহা আসল)। আর প্রতি মাসে বর্ণানুসারে (যথাক্রমে) প্রতিশতে দুইভাগ, তিন ভাগ, চার ভাগ এবং পাঁচ ভাগ (বৃদ্ধি) লইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৮ পত্র ৩৮ শ্লোক দেখ)। অথবা

সকল বর্ণই নিজ নিজ অঙ্গীকৃত বৃদ্ধি প্রদান করিবে। (ঋণ গ্রহণের সময়) বৃদ্ধি বিষয়ে কোন কথা না থাকিলেও একবৎসর অতীত হইলে যথাবিহিত অর্থাৎ দুইভাগ তিনভাগ ইত্যাদি যথোক্ত, অথবা মধ্যস্থ কল্পিত বৃদ্ধি দিবে। আর বন্ধকী দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকিলে বৃদ্ধি হইবে না। দৈবোপদ্রব, কি রাজোপদ্রব ব্যতীত অন্য কোন কারণে আধি-বিনাশ হইলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে তাহা দিতে বাধ্য। যদি পরিত্যাগ করিবার কোন কথা না থাকে তাহা হইলে বৃদ্ধিশেষ প্রবিষ্ট হইলেও স্থাবর আধি পরিত্যাগ করিবে না। (অর্থাৎ আধিকৃত ক্ষেত্রাদির উৎপন্ন আয়ে উচিতমত সুদ পরিশোধ হইয়াও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিবে না। আর যদি এমন কথা থাকে, যে সুদ পরিশোধের অবশিষ্ট অংশদ্বারা ঋণ পরিশোধও হইতে থাকিবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ঐ আধি পরিত্যাগ করিবে)। আর যে স্থাবর গৃহীত ধন-প্রবেশার্থ (অর্থাৎ সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এই জন্য) আধিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা গৃহীত ধন প্রবেশ হইলে (অর্থাৎ সমস্ত সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে) প্রত্যর্পণ করিবে*। অধমর্ণ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ দিতে যাইলে যদি তাহা উত্তমর্ণ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে পরে আর সুদ চলিবেনা। সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ, ধান্যের তিনগুণ; বস্ত্রের চারগুণ; রসের (অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদির) আটগুণ; এবং স্ত্রী-পশুর বৎস পর্য্যন্ত। (যাজ্ঞবল্ক্যে ২৮ পত্র ৪০ শ্লোক দেখ)। কিণ্ব, কার্পাস, সূত্র, চর্ম্ম, আয়ুধ, ইষ্টক এবং অঙ্গারের অক্ষয় বৃদ্ধি (অর্থাৎ ইহাদিগের সুদ চিরকাল চলিবে)। অনুক্ত বস্তুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি। দত্তঋণ যে কোনরূপে আদায় করিতে চেষ্টা করুকনা কেন (উত্তমর্ণকে) রাজা কিছু বলিবেন না। আর সাধ্যমান (অর্থাৎ আদায় করিবার অবস্থায় কোনরূপে পীড়িত) হইয়া অধমর্ণ যদি রাজার নিকট যায়, রাজা গৃহীত-ধনের সমপরিমাণ তাহার অর্থ দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ যদি (কোন রূপে আদায় করিতে না পারিয়া) রাজার নিকট গমন করে, (অথবা অভিযোগ উপস্থিত করে) এবং ঋণ গ্রহণাদির বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে অধমর্ণ, কৃত-ঋণের দশমাংশের একাংশ রাজ সরকারে অর্থদণ্ড দিবে। (উত্তমর্ণকে ত পরিশোধ করিবেই)। এবং প্রাপ্ত-ধন উত্তমর্ণ ঐ ধনের বিংশতি ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিবে। যে অধমর্ণ, সকল ঋণের অপলাপ করে, উত্তমর্ণ তৎসমস্তের মধ্যে কিয়দংশ সপ্রমাণ করিলে (উত্তমর্ণ-কথিত-সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অধমর্ণ বাধ্য হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৬ পত্র ২১ শ্লোক দেখ)। তাহা প্রমাণ করিবার তিন রকম উপায়, লিখিত (অর্থাৎ দলিল) সাক্ষী ও শপথ করা। ঋণ গ্রহণ সসাক্ষিক হইলে ঋণ পরিশোধও সাক্ষি-সন্নিধানে করিবে। লিখিত প্রয়োজন সমাপ্ত হইলে ঐ লিখিত (দলিল) ছিঁড়িয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ ঋণ দানার্থ কৃত দলিলের প্রয়োজন— তাহা আদায় হওয়া, সে কার্য্য সমাপ্ত হইলে দলিল নষ্ট করিবে)। অসম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ সময়ে উত্তমর্ণের নিকট লেখ্য (অর্থাৎ খতপত্র প্রভৃতি না থাকিলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে নিজ লিখিত (একরারপত্র) প্রদান করিবে। ঋণগ্রাহী পরলোকগত, প্রব্রজিত, কিংবা নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার পুত্র পৌত্র দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; অতঃপর ইচ্ছা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। সপুত্র ব্যক্তির, বা অপুত্র ব্যক্তির যে ধনাধিকারী হইবে সেই ঋণ পরিশোধ করিবে। নির্ধন অপুত্রক ব্যক্তির যে স্ত্রী গ্রহণ করিবে, সে ঋণ শোধ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৯ পত্র ৫২ শ্লোক দেখ) স্ত্রীলোকের পতি-পুত্র-কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। স্ত্রীলোকের

* ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোন কথা যদি না থাকে তবে অধিক আয়কর স্থাবর আধিও পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যদি সুদ পরিষ্কারের পর উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা মূলধন পরিশোধার্থ আধিপ্রদত্ত হয়। তবে ক্রমে মূল শোধ হইলে উহা প্রত্যর্পণ করিবে। কি রকম কথা থাকিলে স্থাবর, আধি প্রত্যর্পণ করিবে, ইহা জানাইবার জন্য এই অংশ উক্ত হইল। ইহা কোন পণ্ডিতের মত।

কৃত ঋণ স্বামী পুত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। পিতা, পুত্রকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। অবিভক্ত অবস্থায় পরিবার ভরণার্থ কৃত ঋণ, যে জীবিত থাকিবে সেই দিবে (যাজ্ঞবল্ক্য ২৯ পত্র ৪৬ শ্লোকে বিশেষ দেখ)। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের ধন হইতে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ হইবে। আর ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে (উত্তরাধিকারাদি সূত্রে) স্বস্ব অধিকৃত পৈতৃক সম্পত্তি অনুসারে অংশ দিয়া পৈতৃক ঋণ শোধ করিবে। গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক এবং ব্যাধ ইহাদিগের স্ত্রী যে ঋণ করিবে স্বামী তাহা পরিশোধ করিবে। বাক্ প্রতিপন্ন (অর্থাৎ যাহা পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে সেই) ঋণ, কুটুম্বী (অর্থাৎ পরিবারান্তর্গত যে কোন স্বীকারকারী ব্যক্তি) পরিশোধ করিতে বাধ্য। আর কুটুম্ব ভরণার্থে ঋণ (স্ত্রীলোকের কৃতই হউক আর যাহাই হউক) পরিবারের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিবে ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। যে ব্যক্তি আগামী কল্য সমস্ত সমভাবে প্রদান করিব (অর্থাৎ সুদ দিব না, কেবল যাহা লইতেছি তাহাই দিব) এই বলিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ লোভবশতঃ তাহা পরিশোধ না করে, উত্তমর্ণ, পশ্চাৎ তাহার সুদ পাইতে পারিবে। দর্শনে, প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূত্ব বিহিত আছে, কথা ঠিক না হইলে (রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ) প্রথম দুই জনের অর্থাৎ দর্শন-প্রতিভূ এবং প্রত্যয়-প্রতিভূর দ্বারাই দেওয়াইবেন (আর দান-প্রতিভূ জীবিত না থাকিলে) তদীয় পুত্রাদি দ্বারাও দেওয়াইবেন (যাজ্ঞবল্ক্য ৩০ পত্র ৫৪। ৫৫ শ্লোক দেখ)। বহু প্রতিভূ হইলে যে, যেরূপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিবে, সে সেইরূপ প্রদান করিবে। আর অর্থের কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ধনীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হইবে (যাজ্ঞ...৩০ পত্র ৫৬ শ্লোক)। উত্তমর্ণোপপীড়িত অধমর্ণ-প্রতিভূ যে ধন প্রদান করিবে, অধমর্ণ, স্বীয় প্রতিভূকে, তাহার দ্বিগুণ ধন দিতে বাধ্য (ঐ ৫৭ শ্লোক দেখ)।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

আরম্ভ। লেখ্য অর্থাৎ দলিল ত্রিবিধ,—রাজসাক্ষিক সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজবিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত কায়স্থ (অর্থাৎ মুহুরী) লিখিত, বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত (অর্থাৎ পাঞ্জা) ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য—রাজসাক্ষিক। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য সসাক্ষিক। আর স্বহস্ত লিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। তাহা বলপূর্ব্বক সাধিত হইলে অপ্রমাণ (বলপূর্ব্বক সাধিত কি না তাহা অধমর্ণাদির কথায় জানা যাইবে)। আর ছলপূর্ব্বক কৃত সকল দলিলই (অপ্রমাণ)। দূষিত-কর্ম্ম-ভ্রষ্ট (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য করায় দোষী বলিয়া পরিচিত—কূটসাক্ষী প্রভৃতি; অথবা দূষিত এবং কর্ম্মভ্রষ্ট, অভিবৃদ্ধাদি দূষিতের মধ্যেও কূটসাক্ষী প্রভৃতি কর্ম্মভ্রষ্টের মধ্যে গণ্য) সাক্ষীগণের অঙ্কিত (অর্থাৎ হস্তচিহ্নিত) লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও (অপ্রমাণ)। এবং তাদৃশ ব্যক্তির লিখিতও (অপ্রমাণ)। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত অর্থাৎ এই প্রকার লোক যে দলিলের গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে অন্যতর, তাহা অপ্রমাণ। দেশাচারের অবিরুদ্ধ সুস্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অলুপ্ত-ক্রম-বর্ণ-মালা-যুক্ত সুযোগ্য-ব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ (অর্থাৎ তল্লিখিত পত্রাক্ষর) তৎকৃত-চিহ্ন (অর্থাৎ শ্রীকারাদি) তৎকৃত পত্রান্তর, (হাঁ ইহাদিগের পরস্পরের এরূপ ব্যবহার এতাদৃশ সময়ে সম্ভবপর বটে ইত্যাদি) যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখন পরিপাটীর তুল্য লিখন পরিপাটী এতৎ সমস্ত দ্বারা সন্দিগ্ধ লেখ্য সপ্রমাণ করিবে। লেখক—কি অধমর্ণাদি—কি সাক্ষী, যদি বলে এ লেখ্য আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের অক্ষরাদি দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ করিবে, যেখানে ঋণী, ধনী সাক্ষী, কিংবা লেখক মৃত হয়, সেখানে সেই লেখ্য তাহাদিগের স্বহস্ত চিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অসাক্ষীর বিষয় আরম্ভ হইল।

রাজা, শ্রোত্রিয়, (অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গবেদাধ্যায়ী) প্রব্রজিত, ধূর্ত্ত, তস্কর, পরাধীন, স্ত্রীলোক, বালক, সাহসিক, (দস্যু প্রভৃতি) অতি বৃদ্ধ, সুরাদি-সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ব্যসনান্বিত এবং অনুরাগান্ধ—ইহারা সাক্ষী হইবে না। শত্রু, মিত্র, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ অধমর্ণাদি) বিকর্ম্মা,—(অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী), দৃষ্টদোষ (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার কূটসাক্ষ্য ইত্যাদি দোষ প্রমাণ হইয়াছে) এবং সহায়—ইহারাও সাক্ষী হইবেনা। যে ব্যক্তি সাক্ষীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট না হইয়াও উপস্থিত হইয়া কিছু বলে, (সেও অসাক্ষী) এবং একজন লোকও অসাক্ষী। চৌর্য্য, সাহস (অর্থাৎ দস্যুতা প্রভৃতি) বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালিগালাজ করা) দণ্ডপারুষ্য (অর্থাৎ আঘাতাদি) সংগ্রহণ (অর্থাৎ পরস্ত্রী হরণাদি) এ সকল বিষয়ে সাক্ষী পরীক্ষা করিবে না (অর্থাৎ রাজাদিকেও সাক্ষী হইতে হইবে)। অনন্তর সাক্ষীদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে। সদ্বংশোৎপন্ন, সচ্চরিত্র, ধনবান্, যজ্ঞশীল, তপোনিষ্ঠ, পুত্রবান্, ধার্ম্মিক, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অধীতবেদ, সত্যবাদী, এবং ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধ, (তর্কশাস্ত্র, ঋগ্‌ যজুঃ সামবেদ এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি-বিষয়ক শাস্ত্র এই সমুদায়ে সবিশেষ পারদর্শী) ব্যক্তিরা (সাক্ষী হইবার উপযুক্ত।) কথিত গুণসম্পন্ন এবং বাদী প্রতিবাদী উভয়ের অনুমত এক ব্যক্তিও (সাক্ষী হইতে পারে।) বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষীগণকে (প্রথমে) জিজ্ঞাসা করিবে। আর কার্য্যবশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে প্রতিবাদীর (সাক্ষীগণকেই জিজ্ঞাসা করিবে; যাজ্ঞবল্ক্য ২৬ পত্র ১৮ শ্লোক দেখ)। নির্দ্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তর-গত হইলে যাহারা তাঁহার বক্তব্য অবগত থাকিবে তাহারাই প্রমাণ (অর্থাৎ সাক্ষী স্থানীয়।) সাক্ষাৎ দর্শন বা সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে সাক্ষী হয় *সাক্ষীগণ সত্য দ্বারা পূত হ'ন। তবে যেখানে (সত্য বলিলে) ব্রহ্মচারীর বধ হয় সেখানে অনৃত দ্বারা পূত হ'ন। এইরূপ স্থলে দ্বিজাতি মিথ্যা-জনিত পাপক্ষালনার্থ কুষ্মাণ্ড মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। আর শূদ্র একদিন উপবাসী থাকিয়া, দশটী গাভীকে গ্রাস দিবে। স্বভাবতঃ বিকৃতি, মুখের বিবর্ণতা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ দ্বারা কূট সাক্ষী বুঝিয়া লইবে। (যাজ্ঞ ২৬ পত্র ১৬ শ্লোক দেখ)। সাক্ষীদিগকে সূর্য্যোদয় হইলে আহ্বান করিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। "বল এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে; "সত্য বল" এই বলিয়া ক্ষত্রিয়কে; গো বীজ সুবর্ণ দ্বারা (অর্থাৎ মিথ্যা বলিলে গো প্রভৃতি নিষ্ফল হইবে বলিয়া) বৈশ্যকে, এবং সকল মহাপাতক দ্বারা শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে। এবং নিম্নলিখিত কথা সাক্ষীদিগকে শুনাইবে, যে সকল স্থান মহাপাতকীগণের ও যে সকল স্থান উপপাতকীগণের (প্রাপ্য) কূট সাক্ষীদিগেরও সেইসকল স্থান। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যত পুণ্য কৃত হইয়াছে ও হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহা বিনষ্ট হয়। সত্যবলে সূর্য্যদেব আলোক দান করেন। সত্যবলে চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন। সত্যবলে বায়ু-বহন হয়। সত্যবলে, পৃথিবী, ধারণ করেন। সত্যবলে জল স্থিতি। সত্যবলে অগ্নি-স্থিতি। সত্যবলে আকাশ স্থিতি। সত্যবলে দেবগণ। সত্যবলেই যাগযজ্ঞ। সহস্র অশ্বমেধ এবং একটী সত্য, তুলাতে ধৃত হইলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট (অর্থাৎ গুরুভার) হয়। যাহারা জানিয়াও সাক্ষ্য প্রদান কালে চুপ করিয়া থাকে, তাহাদিগের পাপ এবং রাজদণ্ড—কূটসাক্ষীদিগের তুল্য। এইরূপ, রাজা বর্ণানুক্রমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন। যাহার সাক্ষীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলিবেন (অর্থাৎ যাহার প্রস্তাবিত বিষয় সাক্ষীদিগের সত্য-কথানুসারে সত্য বলিয়া

* গালাগালির দর্শন হয় না শ্রবণ হয়, এই জন্য দ্বিতীয় কল্পের উল্লেখ। ফলকথা দর্শন সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ দর্শন, শ্রবণ সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে তবে সাক্ষী হইতে পারিবে।

প্রমাণ হইবে) সে জয়ী হইবে। আর যাহার সাক্ষীগণ বিপরীত-বাদী তাহার পরাজয় নিশ্চিত। রাজা, সাক্ষিদ্বৈধ হইলে অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষীগণই কূট সাক্ষী বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে বহুত্ব গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যে দিকে অধিক সাক্ষী সেই পক্ষের জয় হইবে। সমান হইলে উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন সাক্ষীরাই গ্রাহ্য। সমান গুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণসাক্ষীগণই প্রমাণ। কূটসাক্ষী যে যে বিবাদে মিথ্যা বলিবে; তত্তৎবিবাদঘটিত কার্য্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ সেইখানেই কার্য্য শেষ হইবে, আর কৃতকার্য্য ও অকৃতবৎ হইবে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অথ শপথ কার্য্য। রাজদ্রোহ এবং সাহস-(অর্থাৎ দস্যুতাদি) কার্য্যে যথেচ্ছ (শপথ করাইবে)। গচ্ছিত রাখা এবং চৌর্য্যে, গচ্ছিত ও অপহৃত ধন প্রমাণে (শপথ)। সকল অর্থেই তাহার মূল্য সুবর্ণ কল্পনা করিয়া লইবে। অর্থাৎ সংশয়স্থলে শপথ বিধি, রাজদ্রোহাদি সন্দেহে যে কোন শপথ গচ্ছিত রাখা না রাখা এবং অপহরণ করা না করা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে ঐ ধনের প্রমাণে নিম্ন লিখিত রীতিক্রমে শপথ হইবে; যে বস্তুঘটিত শপথ চলিবে তন্মূল্যমত সুবর্ণ হিসাব ধরিয়া শপথের বিধি যথা—) তাহাতে কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে শূদ্রের হস্তে দূর্ব্বা দিয়া শপথ করা-ইবে। দুই কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে তিল দিয়া; তিন কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে রজত দিয়া; চার কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে স্বর্ণ দিয়া; পাঁচ কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে, হস্তে লাঙ্গলোদ্ধৃত মৃত্তিকা দিয়া শপথ করাইবে। সুবর্ণার্দ্ধের ন্যূন হইলে, শূদ্রকে কোশ প্রদান করিবে। (কোশ প্রদানের রীতি উল্লিখিত হইবে) তদূর্দ্ধ হইলে, পাত্রানুসারে তুলা, অগ্নি, জল ও বিষের অন্যতম দিব্য দিবে। (পূর্ব্বাপেক্ষা) দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যেরও শপথ কর্ত্তব্য। তিনগুণ হইলে ক্ষত্রিয়ের ও চার গুণ হইলে ব্রাহ্মণের (শপথ হইবে) আগামিকালে বিশ্বাস প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে কোশ প্রদান করিবে না। তবে কোশস্থানে ব্রাহ্মণকে লাঙ্গলোদ্ধৃত মৃত্তিকা হস্তে দিয়াই শপথ করাইবে। পূর্ব্বে যাহার দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, স্বল্প অর্থেও তাহাকে প্রধান দিব্য-গণেরই মধ্যে যে কোন একটী দিব্য করা-ইবে। সজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিকে অধিক প্রয়োজনেও শপথ করাইবে না। অভিযোগকারী শীর্ষবর্ত্তন করিবে। (অর্থাৎ যদি এ ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রতি-পন্ন না হয় ত আমি দণ্ড গ্রহণ করিব এই স্বীকার করিবে) অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথ করিবে। রাজদ্রোহ এবং দস্যুতা প্রভৃতি সাহসকার্য্যে শীর্ষবর্ত্তন ব্যতীতও (দিব্য করিতে হইবে)। স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, বিকল, অসমর্থ এবং রোগীদিগকে তুলা দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ ইহাদিগের তুলা পরীক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা (তুলা) বায়ু বহিতে থাকিলে হইবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অসমর্থ এবং লৌহকারকে অগ্নি দিবে না অর্থাৎ ইহা-দিগের অগ্নিপরীক্ষা হইবে না। শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্নি দিবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, পিত্তপ্রকৃতি এবং ব্রাহ্মণকে বিষদান করিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের বিষপরীক্ষা নিষিদ্ধ। বর্ষাকালেও (দিবে না)। কফরোগাক্রান্ত, ভীরু, শ্বাসকাসযুক্ত এবং জলজীবীকে (জালি-কাদি) জল দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের জলপরীক্ষা নিষিদ্ধ। হেমন্তকালে এবং শিশিরকালেও (দিবে না) নাস্তিকদিগকে কোন দিব্য দিবে না অর্থাৎ—ইহাদিগের কোন পরীক্ষা হইবে না। ব্যাধি মরকো পদ্রবযুক্ত দেশেও (কোন দিব্য দিবে না)। পূর্ব্বদিনে কৃতোপবাস, সবস্ত্র-স্নাত (অভিযুক্ত) ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয়কালে আহ্বান করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে দিব্য সকল করাইবে

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর তুলার বিষয় কথিত হইতেছে। (তুলা স্তম্ভ) চার হস্ত উচ্চ এবং দুই হাত বিস্তৃত; তাহাতে পাঁচ হাত আয়ত সারবৃক্ষ-নির্ম্মিত (দণ্ডের) উভয় দিকে শিক্য (শিকা) থাকিবে তাহার নাম তুলা। স্বর্ণকার ও কাংস্যকারদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি, সেই তুলা ধারণ করিবে অর্থাৎ উন্নতি-অবনতি-হেতু-স্থান বিশেষ অবলম্বন করিবে। তাহার এক শিক্যে অভিযুক্ত পুরুষকে আর দ্বিতীয় শিক্যে প্রস্তর প্রভৃতি পরিমাণ দ্রব্য স্থাপন করিবে। পরিমাণ দ্রব্য ও পুরুষকে ঠিক সমভাবে ধারণ (অর্থাৎ সমান ওজন) ও সুচিহ্নিত করিয়া পুরুষকে নামাইবে। (পুরুষের বস্ত্রাভরণাদি ও পরিমাণ পাষাণাদি, ভ্রষ্ট হইলে যাহাতে জানা যায়; এইজন্য চিহ্নিত করা আবশ্যক। তুলা এবং তুলাধারীকে শপথ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ প্রথম তুলাধারীকে দিব্য দিবে ও তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে)। যে সকল স্থান ব্রহ্মঘাতীদিগের (প্রাপ্য) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এবং যে সকল স্থান কূটসাক্ষী-দিগের (প্রাপ্য) মিথ্যাতুলাধারী তুলাধারকেরও সেই সকল স্থান। (ব্রহ্মঘাতী প্রভৃতি ব্যক্তি যে সকল নরক ভোগ করে, ঐ ব্যক্তিরও তাহাই ভোগ করিতে হয়)। ধটশব্দ ধর্ম্ম-বাচক এইজন্য তুমি "ধট" এই নামে অভিহিত হইয়াছ। হে ধট! যাহা মনুষ্যে জানে না, তাহা তুমিই জান; ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য তোমাতে তুলিত হইতেছে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। অনন্তর পুনর্ব্বার সেই পুরুষকে শিক্যে আরোপিত করিবে। তুলিত হইয়া যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বে সমধৃত পরিমাণ পাষাণাদি অপেক্ষা গুরুভার হয়) তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ পবিত্র। শিক্যচ্ছেদ অক্ষভঙ্গাদি হইলে পুনর্ব্বার সেই মনুষ্যকে তুলিত করিবে, যাহা হইতে নির্দ্ধারণ হইতে পারে। এইরূপ নিঃসংশয় জ্ঞান হওয়া (আবশ্যক)।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অগ্নি পরীক্ষার কথা কথিত হইতেছে। ষোড়শ-অঙ্গুলি-পরিমিত ষোড়শ-অঙ্গুলি-অন্তর অন্তর সাতটী মণ্ডল করিবে। অনন্তর মুখ প্রসারিত বাহু অভিযুক্ত ব্যক্তির করদ্বয়ে সাতটী অশ্বত্থ পত্র দিবে। দুই হস্তের সহিত সেই সকল পত্র সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে, তাহাতে অর্থাৎ পত্রাচ্ছাদিত হস্ত-দ্বয়ে পঞ্চাশৎ পল পরিমিত, সমতল অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে। (অভি-যুক্ত ব্যক্তি) তাহা লইয়া সেই সকল মণ্ডলে নাতি শীঘ্র নাতি-বিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ করত গমন করিবে। তৎ পশ্চাৎ সপ্তম মণ্ডল পার হইয়া (হস্তস্থিত) লৌহপিণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিবে। যে ব্যক্তির দুই হাতের মধ্যে কোন স্থলেও দগ্ধ হয় তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্ব্বথা অদগ্ধ সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ভয়ক্রমে (লৌহপিণ্ড) ফেলিয়া দেয়, অথবা যে ব্যক্তি দগ্ধ হইল কি না ঠিক করা যায় না, শপথ ক্রিয়ার অশুদ্ধি বশতঃ অর্থাৎ তাহা ঠিক না হওয়ায় তাহাকে পুনর্ব্বার লৌহপিণ্ড গ্রহণ করাইবে। অভিযুক্তব্যক্তি উভয় কর দ্বারা ব্রীহিমর্দ্দন করিলে তাহার উভয় করতল অগ্রেই (অর্থাৎ অশ্বত্থ পত্র দিবার পূর্ব্বেই) লক্ষ্য করিবে (কোন চিহ্ন আছে কি না দেখিবে)। অনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহার অর্থাৎ অভি-যুক্ত পুরুষের হস্তদ্বয়ে লৌহপিণ্ড স্থাপন কর্ত্তব্য। হে অগ্নি! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। অতএব হে অগ্নি! যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই অবগত আছ। ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য, শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জল পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। পঙ্ক, শৈবল, দুষ্ট-গ্রাহ, দুষ্ট-মৎস্য এবং জলৌকাদিবর্জ্জিত জলে (জল পরীক্ষা হয় যথা) তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি আনাভিমগ্ন, রাগদ্বেষশূন্য (অর্থাৎ অভিযুক্ত পুরুষের মিত্রও নহে শত্রুও নহে) অন্য এক পুরুষের জানুদ্বয় ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকার মন্ত্রপূত জলে প্রবেশ করিবে। ঠিক সেই সময়েই আর একজন পুরুষ অনতি আকর্ষিত ও অনতি অনাকর্ষিত শরাসন দ্বারা শরক্ষেপ করিবে। অপর এক পুরুষ সেই পতিত শরকে সবেগে আনয়ন করিবে। এই কালের মধ্যে যাহাকে দেখা যাইবে না, অর্থাৎ যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জলমধ্যে অবগাঢ় থাকিবে, সে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। অন্যথা—একাঙ্গ দর্শনেও অবিশুদ্ধ হইবে। হে জল! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। অতএব হে জল!, যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহার স্থলে আরোপিত কলঙ্ক এই মনুষ্য, তোমাতে নিমগ্ন হইতেছেন। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। হিমালয় সম্ভূত শার্ঙ্গ-বিষ ব্যতীত সকল বিষই অদেয়। সেই বিষের সাত যব ঘৃতাক্ত করিয়া অভিশপ্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে। যদি বিষ, বেগক্রম শূন্য হইয়া সুখে জীর্ণ হয়? তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিয়া দিনান্তে বিদায় দিবে। হে বিষ! বিষত্ব এবং বিষমত্ব হেতু, সর্ব্বদেহীর নিকটেই তুমি ক্রূর। যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহারাভিশস্ত এই মনুষ্য শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কোশ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। দেবতার দিকে সম্মুখ করিয়া ইহা আমি করি নাই, বলিতে বলিতে উগ্রদেবতা (দুর্গা প্রভৃতির) পূজা করিয়া তদীয় স্নান জল হইতে তিন প্রসৃতি জল পান করিবে। দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহের মধ্যে যাহার ;—রোগ, অগ্নি-উপদ্রব, জ্ঞাতিমরণ অথবা রাজভীতি হয়, দেখা যায় ; তাহাকে অশুদ্ধ জানিবে, বিপর্য্যয়ে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। দিব্যে শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন পুরুষকে ধার্ম্মিক রাজা সম্মানিত করিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুত্র দ্বাদশবিধ হইয়া থাকে। স্বীয় রমণীর মধ্যে যথাবিধি সংস্কৃতাপত্নীতে আপনার উৎপাদিত পুত্র,—ঔরস (ইহা) প্রথম। নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে সপিণ্ড (সগোত্র, সবর্ণ) বা উত্তম বর্ণ পুরুষকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র,—ক্ষেত্রজ (ইহা) দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র,—তৃতীয়। "ইহার যে পুত্র সে আমার পুত্র অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকারী হইবে" এই বলিয়া পিতাকর্ত্তৃক যে কন্যা প্রদত্তা হয় সে পুত্রিকা। আর উক্ত পুত্রিকা বিধিঅনুসারে অপ্রদত্তা (অথচ মনে মনে পুত্রিকা বলিয়া স্থিরীকৃতা) ভ্রাতৃহীনা কন্যাও পুত্রিকা-পদবাচ্যাই হইবে। চতুর্থ পৌনর্ভব পুত্র। পুনঃ সংস্কৃতা (অর্থাৎ পাত্রান্তরের সহিত পরিণীতা) অক্ষতা (অর্থাৎ অনুপভুক্তা—বাগ্‌দত্তা),—পুনর্ভূ। এবং পরোপভুক্তা, পুনঃ সংস্কৃতা না হইলেও (অর্থাৎ একজনের সহিত বাগ্‌দান ও অপরের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল পুরুষান্তরের সংসর্গদূষিত হইলেই) পুনর্ভূ হইবে। পঞ্চম—কানীন পুত্র যাহা কন্যাকালে পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয়। যে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে উক্ত পুত্র তাহারই হইবে। ষষ্ঠ গূঢ়োৎপন্ন পুত্র (স্বামীগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে (অর্থাৎ পুরুষান্তর দ্বারা) উৎপাদিত পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন কহে। যাহার পত্নীতে উৎপন্ন

হইবে ঐ পুত্র তাহার। সপ্তম সহোঢ় পুত্র। যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণীতা হয়, তাহার (সেই গর্ভোদ্ভব) পুত্র—সহোঢ ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের। অষ্টম দত্তক পুত্র। মাতাপিতা যাহাকে প্রদান করিয়াছে ঐ পুত্র তাহার। নবম ক্রীত পুত্র। যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে ঐ পুত্র তাহার। দশম স্বয়মুপগত। (যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বক স্বয়ং একজনের শরণাপন্ন হয় সে, স্বয়মুপগত)। যাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র। পিতামাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ। যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিবে ঐ পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ। ইহাদিগের মধ্যে (পরোল্লিখিত অপেক্ষা) পূর্ব্বপূর্ব্বোল্লিখিত পুত্র প্রধান। সেই পুত্রই পিতার ধনাধিকারী হইবে। * সেই, অন্য সকলকে ভরণপোষণ করিবে। নিজ ধনানুসারে অবিবাহিতা ভগিনীর এবং অসংস্কৃত ভ্রাতৃদিগের সংস্কার করাইবে। পতিত, ক্লীব, অচিকিৎসনীয় মহারোগাক্রান্ত এবং মূকাদি বিকল ব্যক্তিরা পৈতৃক ধনে ভাগ পাইবে না। যাহারা ধনাধিকারী, ইহারা তাহাদিগের ভরণীয়। তাহাদিগের ঔরস পুত্র (পিতামহ ধনের) অংশ পাইবে। কিন্তু পাতিত্যজনক কার্য্য করিবার পর উৎপন্ন পতিত পুত্র ভাগ পাইবে না। (ক্লীবের ক্ষেত্রজ-পুত্র ভাগ পাইতে পারিবে। উচ্চবর্ণীয় রমণীতে উৎপন্ন হীনবর্ণের পুত্রগণ ভাগ পাইবে না। তাহার পুত্রেরাও পৈতামহ ধনে অংশ পাইবে না। তবে যাহারা ধনাধিকারী তাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণ করিবে। যে ব্যক্তি ধনাধিকারী সেই পিণ্ড দিবে। একজনের পরিণীতা বহুস্ত্রীর মধ্যে একজন স্ত্রীর পুত্র সকল রমণীরই পুত্র স্থানীয়। সহোদর ভ্রাতার পুত্রও (অন্যান্য ভ্রাতার পুত্র স্থানীয়) আর পুত্র পিতার ধনাধিকারী না হইলেও পিণ্ড দিবে। যেহেতু সুত, পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, সেইজন্য স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার "পুত্র" এই নাম দিয়াছেন। পিতা যদি জীবিত পুত্রের মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে ইহাতে (অর্থাৎ পুত্রেতেই) পিতৃঋণ সংক্রামিত করেন (অর্থাৎ স্বয়ং পিতৃঋণ মুক্ত হন) এবং অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। পুত্র দ্বারা সর্ব্বলোক আয়ত্ত করা যায়, পৌত্র দ্বারা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়, আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগতে পৌত্র এবং দৌহিত্রের তারতম্য নাই, কারণ দৌহিত্রও সেই অপুত্রকে অর্থাৎ অপুত্র মাতামহকে পৌত্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া থাকেন।

* ঔরস ও দত্তক ব্যতীত অন্য দশবিধপুত্র কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোমা স্ত্রীতে মাতৃ-সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। এবং প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্য্যগণের নিন্দিত। সেই সকল প্রতিলোমা-সম্ভূতগণের মধ্যে শূদ্রোৎপাদিত বৈশ্যা-পুত্র আয়োগব; বৈশ্যোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র পুক্কস; শূদ্রোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র মাগধ; শূদ্রোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র চাণ্ডাল; বৈশ্যোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র বৈদেহক; ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র সূত। সঙ্কর-সঙ্কর অসংখ্যের (অর্থাৎ এই সকল সঙ্করজাতির সাঙ্কর্য্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে) আয়োগবদিগের-রঙ্গাবতারণ, পুক্কসদিগের ব্যাধত্ব, মাগধদিগের স্তব পাঠ, চাণ্ডালদিগের বধ্যবধ (অর্থাৎ জল্লাদের কার্য্য) বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও স্ত্রীজীবন এবং সূতদিগের-অশ্বসারথ্য (বৃত্তি); গ্রামবহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ইহা চাণ্ডালদিগের বিশেষ কার্য্য। এই সকলেরই নিজ সমান জাতিদিগের সহিত ব্যবহার এবং নিজ পৈতৃক ধনাধিকার হইবে। এই সকল সঙ্কর জাতি পিতৃ মাতৃক্রমে প্রদর্শিত হইল। ইহারা অপ্রকাশ্য ভাবেই থাকুক ও প্রকাশ্য ভাবেই থাকুক তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়াই (তথ্য) জানিয়া লইবেন। ব্রাহ্মণের জন্য গাভীর জন্য, স্ত্রীলোক এবং

বালকের উদ্ধারার্থ অনুপস্থিত (অর্থাৎ প্রশস্ত) দেহত্যাগ, বাহাদিগের অর্থাৎ প্রতিলোমা-সম্ভূতদিগের সিদ্ধির প্রতি কারণ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার স্বোপার্জ্জিত ধনে যথেচ্ছতা হইতে পারে। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব (অর্থাৎ পিতা স্বোপার্জ্জিত ধন নিজের ইচ্ছানুসারে কোন পুত্রকে অন্য কোন পুত্রকে অধিক ভাগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু পৈতৃক ধন যথোচিত অংশ করিয়া দিতে হইবে)। পিতৃবিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর জাত ভ্রাতাকে উপযুক্ত অংশ দিতে বাধ্য। অপুত্র ব্যক্তির ধন পত্নীগামী, অর্থাৎ পত্নীর প্রাপ্য, পত্নীর অভাবে কন্যাগামী; তাহার অভাবে পিতৃগামী; তাহার অভাবে মাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী; তদভাবে বন্ধুগামী; তদভাবে সকুল্যগামী;—তদভাবে সহাধ্যায়িগামী;—তদভাবে ব্রাহ্মণ ধন ব্যতীত অপরের ধন রাজগামী হইবে। (এ স্থলে পুত্র শব্দে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কন্যাশব্দে দুহিতা দৌহিত্র, বন্ধু শব্দে ভ্রাতুষ্পৌত্র পিতৃ-দৌহিত্রাদি; সকুল্য শব্দে জ্ঞাতি ও সহাধ্যায়ী শব্দে শিষ্য সহাধ্যায়ী প্রভৃতি)*। ব্রাহ্মণ ধন ব্রাহ্মণদিগের হইবে। বানপ্রস্থের ধন আচার্য্য—অথবা অর্থাৎ তদভাবে শিষ্য গ্রহণ করিবে। সংসৃষ্টিসোদরের পুত্রকে সংসৃষ্টিসোদর ধনাংশ ভাগ করিয়া দিবেন (যথোক্ত অধিকারীশূন্য সংসৃষ্টিসোদরের মৃত্যু হইলে তদীয় অংশ সংসৃষ্টিসোদর প্রাপ্ত হইবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৩ শ্লোকে বিশেষ বিবরণ দেখ)। পিতা, মাতা, পুত্র, এবং ভ্রাতার প্রদত্ত বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত আধিবেদনিক (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৮ শ্লোক) মাতৃবন্ধু-দত্ত পিতৃ-বন্ধু-দত্ত শুল্ক এবং বিবাহপরলব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ এতাদৃশ উপায় প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের ধন স্ত্রীধন, স্বামীর ধনে—স্ত্রীলোকের অধিকার থাকিলেও তাহা স্ত্রীধন নহে। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারবিবাহে বিবাহিত নারী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইলে তদীয় ধন (স্ত্রীধন) স্বামীর হইবে, শেষ বিবাহে বিবাহিত নারীর স্ত্রীধন পিতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যে কোন বিবাহে বিবাহিত নারীরই যে ধন থাকিবে, সন্তান থাকিলেও তাহা কন্যার প্রাপ্য, স্বামী জীবিত থাকিতে যে অলঙ্কার স্ত্রীলোকেরা পরিবে, স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ তাহা লইবে; না লইলে পতিত হইবে। বিভিন্ন পিতৃক পৌত্রাদির অংশ কল্পনা পিতা হইতে হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৭ পত্র ১২৩ শ্লোকের শেষাংশ দেখ)। যাহার যাহা পৈতৃক ধন সেই তাহা গ্রহণ করিবে অপরে গ্রহণ করিবে না।

* রঘুনন্দনের মতে সকুল্যগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তদভাবে শিষ্যগামী, তদভাবে সহাধ্যায়িগামী, এইরূপ অনুবাদ হইবে ও রঘুনন্দন উদ্ধৃত মূল ও ইহার অনুরূপ শব্দে প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্ত। বন্ধু শব্দে মাতামহাদি।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের যদি চতুর্ব্বর্ণীয় স্ত্রীতেই পুত্র হয়। তাহা হইলে তাহারা (যথাকালে) পৈতৃক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চার অংশ, ক্ষত্রিয় পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র ব্যতীত অপর তিন পুত্র হয়, তাহা হইলে সেই ধন নবধা ভাগ করিবে এবং উচ্চ বর্ণানুক্রমে চার তিন দুই ভাগে বিভক্ত ধনাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যাপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে, আট ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, তিন এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়াপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে তাহারা ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, দুই এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণীপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে ধন ছয় ভাগ করিয়া তাহা হইতে (ক্ষত্রিয়াপুত্রাদি) তিন দুই এবং এক ভাগ

লইবে। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদিগেরও এই বিভাগ (অর্থাৎ তিন অংশ দুই অংশ এবং একাংশই (হইবে)। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয় দুইটী সন্তান হয়, তাহা হইলে ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে ব্রাহ্মণ চার ভাগ ক্ষত্রিয় তিন ভাগ লইবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ধন ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ ও দুইঅংশ বৈশ্য গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা বিভাগ করিবে (তাহা হইতে) চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা বিভাগ করিবে, ক্ষত্রিয় তিন অংশ এবং বৈশ্য দুই অংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র এই দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই ধন চারভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) তিন অংশ ক্ষত্রিয় এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের বৈশ্য, শূদ্র দুই পুত্র হয় তাহা হইলে তাহারা সেই ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) দুই অংশ—বৈশ্য এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতীয় হইলে সকল ধনাধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলে এবং বৈশ্যের একমাত্র পুত্র বৈশ্য—এবং শূদ্রের একমাত্র পুত্র শূদ্র সকল ধনাধিকারী হইবে) দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র—শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশে অধিকারী।—আর অপুত্র—ধনের যে গতি এখানে দ্বিতীয় ধনার্দ্ধেরও সেই গতি। মাতৃগণ পুত্রভাগানুসারে ভাগ পাইবেন। অবিবাহিতা ভগিনীগণও ভ্রাতৃভাগানুসারে (অংশ পাইবেন) সবর্ণ বহুপুত্র সমাংশ গ্রহণ করিবে, তবে তাহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শ্রেষ্ঠ উদ্ধার (অর্থাৎ সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ অধিক দ্রব্য) দিবে। যদি দুইজন ব্রাহ্মণীপুত্র এবং একজন শূদ্রাপুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ ধন নবধা পুত্রত্রয় বিভক্ত করিয়া তাহার আট ভাগ ব্রাহ্মণী এবং এক ভাগ শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি দুইজন শূদ্রাপুত্র ও একজন ব্রাহ্মণী-পুত্র হয়, তাহা হইলে ছয় ভাগে বিভক্ত ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং দুই অংশ শূদ্র—গ্রহণ করিবে। এই রীতিতে অপর স্থলেও অংশ কল্পনা হইবে। বিভক্ত হইবার পর একান্নবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার যদি বিভাগ করে, তাহা হইলে সমভাগ হইবে; সেখানে জ্যেষ্ঠতা থাকিবে না, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন উদ্ধার থাকিবে না। পৈতৃক দ্রব্য বিনষ্ট না করিয়া নিজ ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করিবে, স্বীয় চেষ্টালব্ধ সেই ধনে যদি ইচ্ছা না থাকে ত, ভাগ দিতে হইবে না। যে অপ্রাপ্তপৈতৃক-দ্রব্য (স্বীয় ক্ষমতায়) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা স্বোপার্জ্জিত ধন, তাহা ইচ্ছা না থাকে ত পুত্রদিগের সহিত বিভাগ করিতে হইবে না। বস্ত্র, পত্র (অর্থাৎ বাহন বা ঋণাদি পত্র) অলঙ্কার, পক্কান্ন, জল, স্ত্রী, যোগক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি চেষ্টা এবং লব্ধবস্তুর রক্ষা এতদ্বিষয়ক ব্যয়াদির হিসাব পুস্তক গোপ্রচার এবং পুস্তক বিভাজ্য নহে। বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, স্ত্রী, যাহার যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তাহারই থাকিবে, পুস্তক পণ্ডিতের প্রাপ্য, পক্কান্ন, জল, যোগক্ষেম ও গোপ্রচার স্থান বিভক্ত হইবার উপযুক্ত নহে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মৃতদ্বিজের শূদ্র দ্বারা নির্হরণ (অর্থাৎ বহন দহনাদি) করাইবে না। এবং শূদ্রের দ্বিজ দ্বারা (ঐ কার্য্য করাইবে) না। পুত্রগণ পিতা মাতার নির্হরণ করিবে, কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে, শূদ্রপুত্র তাহারও (নির্হরণ) করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ অনাথ ব্রাহ্মণের নির্হরণ করে তাহারা স্বর্গলোকভাগী হয়। মৃত বান্ধবকে বহন করতঃ বামাবর্ত্তে চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃতের সংকার করিবার পর সবস্ত্র জলে নিমজ্জন করিবে। অনন্তর প্রেতের-

উদ্দেশে উদকদান করিয়া কুশের উপর একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিম্বপত্র দংশন ও দ্বারদেশনিহিত প্রস্তরে পদন্যাস করিয়া গৃহ প্রবেশ করিবে। অগ্নিতে আতপতণ্ডুল বিকীর্ণ করিবে। চতুর্থ দিনে অস্থিসঞ্চয় করিবে। সেই সঞ্চিত অস্থি গঙ্গাতে নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য। পুরুষের যাবৎ সংখ্যক অস্থি গঙ্গাজলে থাকে, সে তাবৎ সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করে। যতদিন অশৌচ থাকিবে, ততদিন প্রেতকে জল এবং এক একটী পিণ্ড (প্রত্যহ) দিবে। ক্রীত বা যাচিত দ্রব্য আহার করিবে। (তৎকালে) মাংস ভোজন করিবে না। ভূমিশায়ী হইবে। পৃথক্ পৃথক্ স্থানে শয়ন করিবে। অশৌচান্তে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া তিল কল্ক কিংবা সর্ষপকল্ক মাখিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিবার পর, স্নান করিবে ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহ-প্রবেশ করিবে। সেখানে শান্তি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে। দেবতারা অপ্রত্যক্ষ দেবতা, ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ দেবতা। ব্রাহ্মণগণই লোক রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ দিগের প্রসাদে দেবগণ স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রাহ্মণোক্ত বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে কথা বলেন, দেবগণ তাহা অনুমোদন করেন। প্রত্যক্ষ দেবগণ তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবগণও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। হে মনোরমে ভূমি! প্রবল সত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বান্ধবমরণে দুঃখভারাক্রান্ত জনগণকে যে সকল বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিবেন, সেই সকল বাক্য আমি তোমার নিকট বলিব।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

যাহা আমাদিগের উত্তরায়ণ, তাহা দেবতাগণের দিন। দক্ষিণায়ন রাত্রি। এক বৎসরে —অহোরাত্র, তাহার ত্রিংশতে (অর্থাৎ ত্রিংশৎ বৎসরে) এক মাস। দ্বাদশ মাসে বর্ষ। এইরূপ দিব্য দ্বাদশ শত বর্ষে কলিযুগ। দ্বিগুণ দ্বাপরযুগ। ত্রিগুণ ত্রেতাযুগ। চতুর্গুণ সত্যযুগ। দ্বাদশ সহস্র দিব্যবর্ষে চারযুগ। এক সপ্ততি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। তাহা ব্রহ্মার এক দিন। রাত্রিও তাবৎকাল (অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ সমকাল, ১২০০০০০০ দিব্যবর্ষ ব্রহ্মার রাত্রি। ২৪০০০০০০ দিব্যবর্ষে ব্রহ্মার অহোরাত্র। আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে এক দিব্যবর্ষ)। এবং বিধ অহোরাত্র অনুসারে মাস বর্ষ গণনা দ্বারা নিষ্পন্ন শতবর্ষ সকল ব্রহ্মারই আয়ুঃকাল। এক ব্রহ্মার আয়ুঃকালে পুরুষের এক দিন নির্দ্ধারিত হয়। সেই দিনান্তে—মহাবল্ল লৌকিকরাত্রিও তাবৎকাল। পৌরুষ অহোরাত্র কত যে অতীত হইয়াছে এবং কত যে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। যেহেতু কাল অনাদি অনন্ত। এইরূপ এই সদাগতিশীল নিরালম্বকালে এমন কোন ভূতই দেখিতে পাই না যাহা চিরস্থায়ী। গঙ্গার বালুকা,—ইন্দ্র যখন বৃষ্টি করেন, তাৎকালিক জলধারা—গণনা করিতে পারা যায়, কিন্তু এই জগতে কত যে ব্রহ্মা অতীতকালের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র এবং সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মনু বিনষ্ট হন। যখন এই অনাদিকাল প্রভাবে বহুসহস্র ইন্দ্র ও নিযুত নিযুত দৈত্যেন্দ্র বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মনুষ্য বিষয়ে আর বক্তব্য কি? সর্ব্বগুণসম্পন্ন বহুতর রাজর্ষিগণ, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, কালক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। যাঁহারা এমন কি, ইহ জগতে প্রভু; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকারী,—তাঁহারাও কালক্রমে বিলীন হইয়া থাকেন, অতএব, কালই বলবত্তর। কালই কর্ম্ম-পাশ-বশ প্রাণী সকলকে আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে, তাহাতে আর শোক কি? জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চয়; মরিলেই জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়ে ইহ জগতে সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু শোকে এখানে শোক করিয়া মৃতব্যক্তির কোন উপকারসাধন করিতে পারে না; অতএব রোদন করা অনুচিত। (যাহাতে উপকার হয়, এইরূপ) ক্রিয়া সকল নিজ শক্তি অনুসারে করা উচিত। সুকৃত ও দুষ্কৃত

এই দুই সহায় যাহার অনুগমন করে, বান্ধবগণ শোক করুক আর নাই করুক, তাহার আর কি করিতে পারে (অর্থাৎ চিরসহচর পাপ পুণ্যই মৃতের অনুগমন করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করে। বান্ধবের শোক কোন ফলদায়ক নহে)। বন্ধুগণের যতদিন অশৌচ থাকে, ততদিন প্রেত, স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। এইজন্য প্রেত পিণ্ডজল-প্রদায়ী সেই সকল বান্ধবগণের নিকটই (অলক্ষিতভাবে) থাকে। যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেত-পদবাচ্য। প্রেতলোকগত ব্যক্তিকে জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত অন্ন প্রদান কর। প্রেত তৎপরে পিতৃলোকপ্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধে সুধাময় অন্ন ভোজন করে। অতএব পিতৃলোকগত এই ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধদান কর। দেবত্বে, নরকে, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ যোনিতে এবং মনুষ্যত্বে (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যে অবস্থাই ঘটুক না কেন, তাহাতেই) প্রেত, স্ববান্ধবপ্রদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ করিলে প্রেত এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েরই পুষ্টি হয়।

অতএব নিরর্থক শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধই অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রেতের বন্ধুগণ ইহাই অবশ্য করিবেন। মানুষ, শোক করিয়া প্রেতের বা আত্মার উপকার করিতে পারে না। হে মনুষ্যগণ! লোক সকলকে অনাক্রন্দ (অর্থাৎ বিপদের সময় যাহাকে অবলম্বন করা যায় এরূপ-বন্ধু-শূন্য) এবং বান্ধবগণকে ক্ষণবিনশ্বর দেখিয়া সর্ব্বদা একমাত্র ধর্ম্মকে সহায়ার্থ বরণ কর। বন্ধু, দেহ ত্যাগ করিলেও মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে পারে না; যেহেতু পত্নী ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে যাম্য পথ অবরুদ্ধ। যেখানেই কেন গমন করুক না একমাত্র ধর্ম্মই ইহার অনুগমন করে। অতএব হে (মনুষ্য!) সাবধানে এই নরলোকে ধর্ম্মাচরণ কর বিলম্ব করিও না। যে ধর্ম্ম ভাবিবে "কাল করিব" তাহা আজ করিয়া লইবে। যাহা ভাবিবে "অপরাহ্নে করিব" তাহা পূর্ব্বাহ্নে করিয়া লইবে। এ ব্যক্তি করিল কি,—না—করিল মৃত্যু, সে প্রতীক্ষা করে না। যেমন বৃক-স্ত্রী, অন্যাসক্তচিত্ত মেষশাবকের নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ মৃত্যু সেআপণ গৃহাসক্ত মনুষ্যের নিকট হঠাৎ আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে (আপণ শব্দে দোকান)। কালের প্রিয় কেহ নাই, ইহার দেব্যও কেহ নাই, আয়ুষ্য কর্ম্ম ক্ষীণ হইলেই কাল বলপূর্ব্বক লোককে আত্মসাৎ করে। কাল প্রাপ্ত না হইলে শত শত শর বিদ্ধ হইয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। আর কাল প্রাপ্ত ব্যক্তি কুশাগ্র স্পর্শেও জীবন ত্যাগ করে। মৃত্যু কিংবা জরাগ্রস্ত মানবকে পরিত্যাগ করিতে ঔষধ সকল অসমর্থ; মন্ত্রগণ অসমর্থ; হোম সকল অপারক; জপাদিও অশক্ত; শত শত প্রতিবিধান করিলেও অবশ্যম্ভাবী অনর্থ নিবারণ করিতে পারে না। সুতরাং সে বিষয়ে শোক কি? যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস আপন মাকে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম নিঃসংশয় কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়। (সহস্র সহস্র মনুষ্য থাকিলেও তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না)। ভূতসকল অব্যক্তাদি, ব্যক্ত-মধ্য এবং অব্যক্তান্ত অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য হয়, আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিমুগ্ধ হন না। যেমন মনুষ্য, এই সকল স্থানে পূর্ব্বধৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর ধারণ করে, এইরূপ দেহী কর্ম্মজনিত নবদেহ ধারণ করেন। ইহাঁকে (অর্থাৎ আত্মাকে) শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না; ইহাঁকে অগ্নি, দগ্ধ করিতে অসমর্থ; জলরাশি ইহাঁকে পচাইতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না; ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, চিরস্থির অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য এবং ইনি অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব ইহাঁকে এইরূপ অবগত হইয়া শোক হইতে শান্ত হও।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর অশৌচান্তে সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত-কর-চরণ ও স্বাচান্ত হইয়া—এবংবিধ (অর্থাৎ সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত কর-চরণ ও স্বাচান্ত) উত্তরাস্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি গন্ধমাল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে, এক-বচনান্ত করিয়া—মন্ত্র সকলের উহ করিবে (প্রকৃত হইতে বিকৃত করার নাম উহ) ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া একটীমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণগণ কৃতাহার এবং দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইলে প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অক্ষয্যোদক দান করিয়া চতুরঙ্গুল প্রস্থে (অর্থাৎ আড়ে), চতুরঙ্গুল অন্তর, চতুরঙ্গুলনিম্ন বিতস্তিপ্রমাণ দীর্ঘ তিনটী কর্ষূ (অর্থাৎ পাত্র বিশেষ) করিবে কর্ষূসমীপে অগ্নিত্রয়ের আধান এবং পরিস্তরণ করিয়া তাহার এক এক অগ্নিতে তিন বার আহুতি দিবে। (মন্ত্র যথা) সোমায় পিতৃমতে স্বধানমঃ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধানমঃ যমায়াঙ্গিরসে স্বধানমঃ। এবং তিন স্থানেই পূর্ব্ববৎ পিণ্ডদান করিবে। অন্ন, দধি, ঘৃত, মধু এবং মাংস দ্বারা কর্ষূত্রয় পূর্ণ করিয়া "এতত্তে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। প্রতিমাসে মৃত তিথিতে এইরূপ করিবে ঠিক সংবৎসরান্তে, প্রেত, প্রেতপিতা, প্রেতপিতামহ প্রেত প্রপিতামহ উদ্দেশে দেবপক্ষপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সকল ভোজন করাইবে। এই কার্য্যে অগ্নৌকরণ আবাহন এবং পাদ্য দান করিবে। "সংসৃজতুত্বা পৃথিবী সমানীব" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেতের পাদ্যপাত্র পিতৃগণের পাদ্যপাত্রত্রয় সম্মিলিত করিবে। উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে চারিটী পিণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপে আচমন করিলে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া কিয়দ্দূর অনুগমনান্তে বিদায় দিবে। অনন্তর পাদ্য-পাত্র জলবৎ প্রেতপিণ্ড ও পিতৃপিণ্ডত্রয়ে মিশ্রিত করিবে, এই (অর্থাৎ মিশ্রণ) কার্য্য কর্ষূসমীপেই হইবে। * অথবা (অর্থাৎ কুলাচারাদি থাকিলে) মৃত্যুর প্রথম মাসে বারদিনে মাসিক সকল করিয়া ত্রয়োদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে। শূদ্রগণ দ্বাদশদিনেই স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া (সপিণ্ডীকরণ করিবে) মৃত্যু বৎসরে যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে মাসিক শ্রাদ্ধের একদিন বাড়াইবে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিন মাসিক করিয়া চতুর্দ্দশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে)। এইরূপে কর্ত্তব্য সপিণ্ডীকরণ স্ত্রীলোকদিগেরও হইবে (এবং স্ত্রীলোকেরাও করিতে পারিবে)। এবং যাবজ্জীবন প্রতি বৎসর শ্রাদ্ধ করিবে। সংবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ করা হইবে; তদুদ্দেশেও ঐ এক বৎসর সম্পূর্ণ কুম্ভসমেত অন্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* কর্ষূ সন্নিকর্ষেও অর্থাৎ কর্ষূস্থিত অন্নাদি মিশ্রণেও এইরূপ প্রেতকর্ষূ, পিতৃকর্ষূত্রয়ে মিশ্রিত করিবে ইহা সাগ্নিকদিগের গ্রাহ্য। এই সকল কার্য্য শাখান্তরীয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সপিণ্ডদিগের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণের অশৌচ দশাহ। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ। বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন। শূদ্রের একমাস। আর সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়। অশৌচকালে হোম, দান, প্রতিগ্রহ এবং স্বাধ্যায়ে অধিকার থাকে না। অশৌচাবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তির অন্নভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অশৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ন একবারও ভোজন করে, যতদিন তাহাদিগের অশৌচ, তাহার ততদিন অশৌচ থাকিবে। অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে (যথা) দ্বিজ, অশৌচ-বিশিষ্ট সবর্ণের অন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিবে, পরে উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে। ব্রাহ্মণ, অশৌচবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের অন্নভোজন করিলে বা ক্ষত্রিয়, অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া ইহাই করিবে। ব্রাহ্মণ অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া উক্ত কার্য্য করিবে। ব্রাহ্মণাশৌচে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াশৌচে বৈশ্য তদন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া পাঁচশতবার গায়ত্রী জপ করিবে;

[ব্রাহ্মণাশৌচে বৈশ্য, তদন্নভোজন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে; দ্বিজ, শূদ্রাশৌচে তদন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্যব্রত করিবে।* শূদ্র, দ্বিজাশৌচে তদন্নভোজন করিলে স্নান করিবে। হীনবর্ণীয় পত্নী এবং দাসবর্গের—স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজবর্ণানুরূপ অশৌচ। উচ্চবর্ণসপিণ্ডে (অর্থাৎ তদীয় জনন মরণে) তজ্জাতীয় অশৌচান্তে হীনবর্ণদিগের শুদ্ধি হইবে। ক্ষত্রিয়, নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রাহ্মণের মরণে দশ দিন অশৌচ ভোগ করিবে ইত্যাদি) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতীয় সপিণ্ডে (যথাক্রমে) ছয় দিন তিন দিন এবং এক দিন পরে শুদ্ধি। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে ছয় দিন ও তিন দিন পরে শুদ্ধি। বৈশ্যের শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে ছয় দিন পরে শুদ্ধি। গর্ভস্রাব হইলে মাস তুল্য অহোরাত্রে শুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে, সূতিকার মাস সমসংখ্যক দিন অশৌচ থাকিবে। বালক জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে বা গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞাতিদিগের সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে, জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হইবে না। বালক অশৌচমধ্যে মরিলে পিতা মাতার পূর্ণাশৌচ হইবে, গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞাতিদিগের অস্পৃশ্যত্বজনক অশৌচ স্নানাপানের মাত্র; মরণাশৌচের মত হইবে না জননাশৌচ থাকিবেই। অজাতদন্ত শিশুমরণে সদ্যঃশৌচ। ইহার অগ্নি সংস্কার বা জল দান করিতে হইবে না। জাতদন্ত অথচ অকৃতচূড় বালক মরিলে অহোরাত্র অশৌচ কৃত-চূড়, অথচ অনুপনীত হইলে তিন দিন অশৌচ; অতঃপর অর্থাৎ উপনীত হইবার পর মরণে যথোক্ত সময়ে শুদ্ধি হইবে। বিবাহ,—স্ত্রীলোকদিগের সংস্কার; স্ত্রীলোক সংস্কৃতা হইলে তন্মরণে পিতৃপক্ষে অশৌচ হইবে না। কিন্তু সংস্কৃতা কন্যার সন্তান জন্ম বা মৃত্যু পিতৃগৃহে হইলে একদিন ও তিন দিন অশৌচ হইবে। জননাশৌচের মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচ-অবসানেই শুদ্ধি হইবে। পূর্ব ঐ অশৌচের অন্তিমদিনে অন্য পূর্ণ ঐ অশৌচ হইলে দুই দিন বৃদ্ধি হইবে,—আর ঐ দিনের অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত-সময়ে ঐরূপ হইলে তিন দিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ মধ্যে অন্য-জ্ঞাতি মরণ হইলেও এইরূপ। (সমান অশৌচের পক্ষে এই নিয়ম)। বিদেশস্থ ব্যক্তি জ্ঞাতির জন্ম বা মরণ শ্রবণ করিলে। অশৌচের অবশিষ্ট দিন অতীত হইবার পর শুদ্ধ হইবে। (মনে কর দশাহ অশৌচ; পঞ্চম দিনে তাহা শ্রবণ করিলে, আর পাঁচ দিন পরেই শুদ্ধ হওয়া যাইবে, এইরূপ বুঝিয়া লইবে)। অশৌচ অতীত হইলে পর সংবৎসরের মধ্যে শ্রবণ করিলে একদিন অশৌচ হইবে (এই নিয়মটী মরণাশৌচের পক্ষে। আর সগুণদিগের একরাত্র; নিগুর্ণদিগের ত্রিরাত্র)। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। অসপিণ্ড, আচার্য্য, কিংবা মাতামহের মরণে তিন দিন অশৌচ। ঔরস ব্যতীত অন্যপুত্রের জন্ম মরণে এবং পরপূর্ব্বা ভার্য্যার সন্তানোৎপত্তি বা মরণে তিন দিন অশৌচ। আচার্য্য-পত্নী, আচার্য্য-পুত্র, উপধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, ও রাজার মরণে একদিন অশৌচ। অসপিণ্ড অর্থাৎ অসগোত্র অথচ সবর্ণ, নিজ গৃহে মরিলে, ঐ গৃহস্বামীর একদিন অশৌচ হইবে। ভৃগুপতন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন, জলপ্রবেশ, যুদ্ধ, বিদ্যুৎ, এবং রাজ-দণ্ড—এই সকলের অন্যতম কারণ বশতঃ মৃত্যু হইলে অশৌচ হইবে না। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না। ব্রতী—(অর্থাৎ দীক্ষিতদিগের সোমযোগাদি ব্রতে অশৌচ থাকিবে না। সত্রীদিগের (অর্থাৎ যাহারা নিয়ম করিয়া প্রত্যহ অন্নদান করে সেই সকল ব্যক্তির) অন্নসত্রে অশৌচ থাকিবে না। কারুদিগের কারুকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না; যে কার্য্য করাতে রাজার ইচ্ছা হইবে, রাজাজ্ঞাকারীদিগের তাহাতে অশৌচ থাকিবে না। দেব-প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ (সকল সংস্কার এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য) পূর্ব্বসংবৃত্ত (অর্থাৎ আরব্ধ) হইলে তাহাতে আর অশৌচ

* ইহা অশৌচান্ন ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত। এতদ্ভিন্ন শূদ্রান্নাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

প্রতিবন্ধক হয় না। দেশবিপ্লবে অশৌচ থাকে না (অর্থাৎ অশৌচ থাকিলেও সেই সময় শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করা যাইতে পারে। কষ্ট-জনক আপৎকালেও এইরূপ। আত্মঘাতী এবং পতিত ব্যক্তিগণের মরণে অশৌচ হয় না এবং তাহাদিগকে উদকাদি প্রদান করা নিষিদ্ধ। পতিত ব্যক্তির দাসী, তাহার মৃতাহে পাদদ্বয় দ্বারা একটী কুম্ভ ফেলিয়া দিবে। যে, উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির রজ্জুচ্ছেদ করিবে, সে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। আত্মঘাতীদিগের দাহাদি সংস্কারকারী এবং তজ্জন্য অশ্রুপাতকারী ব্যক্তিও (ঐ ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে)। মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই বান্ধবগণের সহ মিলিত হইয়া অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইবে। অস্থিসঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে ঐ রূপ করিলে সবস্ত্র স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজ, শূদ্র শবের অনুগমন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ জপ করিবার পর উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বিজ-শবের অনুগমন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। শূদ্র, শবানুগমন করিলে স্নান করিবে। চিতাধূম সেবন করিলে সকল বর্ণই স্নান করিবে। মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, কণ্ঠ হইতে রুধির নির্গম হইলে, বমন, রেচন, ক্ষৌরকর্ম্মাচরণ, শবস্পর্শি-স্পর্শ, রজস্বলা স্পর্শ, চাণ্ডাল-স্পর্শ, বৃষোৎসর্গীয় যূপ স্পর্শ, ভক্ষ্য-ভিন্ন পঞ্চনখ-শব-স্পর্শ (অর্থাৎ) শশকাদি যে সকল পঞ্চনখ ভক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত; তদতিরিক্ত-পঞ্চনখ-শব-স্পর্শ, সস্নেহ (স্নেহ শব্দে বসা মেদ প্রভৃতি) তদীয় অস্থি স্পর্শ করিলেও (স্নান করিবে।) এই সমস্ত স্নানে পূর্ব্ব-পরিহিত বস্ত্র অপ্রক্ষালিত-অবস্থায় স্নান করিবে না। রজস্বলা, চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা, হীনবর্ণীয়-রজস্বলা-স্পর্শে—শুদ্ধ হইতে যে কএক দিন অবশিষ্ট থাকে, ততদিন উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে (এই উপবাস চতুর্থ দিনের পর হইতে কর্ত্তব্য।) সবর্ণা কিংবা উত্তমবর্ণা স্পর্শে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। ক্ষবথ (অর্থাৎ হাঁচি) নিদ্রা, অধ্যয়নারম্ভ ভোজনারম্ভ পান, স্নান, নিষ্ঠীবন বস্ত্রপরিধান, অধ্বসঞ্চরণ, প্রস্রাব বিষ্ঠা—ত্যাগ পঞ্চনখের অস্নেহ অস্থি স্পর্শ এবং চাণ্ডালের সহিত বা ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিলে আচমন করিবে।

নাভির অধঃ অঙ্গ, ও বাহুর অগ্রভাগ মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি নিজ স্বকায়িক মল, সুরা, কিংবা মদ্যস্পৃষ্ট হইলে তত্তদঙ্গ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অপর অঙ্গ এইরূপে দূষিত হইলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা তদঙ্গ প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মুখ কিংবা ওষ্ঠাধর ঐরূপে দূষিত হইলে উপবাসপূর্ব্বক স্নান ও পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, নেত্রমল এবং ঘর্ম্ম—মনুষ্যদিগের এই দ্বাদশটী মল। গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা জানিবে। যেমন একটী সেইরূপ এই সকল গুলিই দ্বিজাতিগণের অপেয়। মাধুক, ঐক্ষব, টাঙ্ক, কৌল, খার্জ্জুর, পানস, মৃদ্বিকারস, মাধ্বী এবং নারিকেলজ, এই দশবিধ মদ্য—ব্রাহ্মণের পক্ষে স্পর্শেও অপবিত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই সকল স্পর্শে অশুচি হইবে না। শিষ্য, মৃতগুরুর দহন বহনাদি কার্য্য করিলে তাহাতে প্রেতসপিণ্ডদিগের সহিত দশ রাত্রে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। স্বীয় আচার্য্য, উপাধ্যায়, পিতা, মাতা এবং অন্যান্য গুরুর অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইবে না। আদিষ্টী অর্থাৎ (ব্রহ্মচারী বা আরব্ধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি) যতদিন ব্রত সমাপ্তি না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে না। ব্রত সমাপ্তি হইলে পর জল দান করিয়া ত্রিরাত্রান্তে শুদ্ধ হইবে। জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন ও জল, লেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল—দেহীদিগের শুদ্ধিজনক অন্ন শৌচই সকল শৌচের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেব্যক্তি অন্ন বিষয়ে পবিত্র, সেই পবিত্র,—শুদ্ধ মৃত্তিকাজলে পবিত্র হইলেই পবিত্র হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ—ক্ষমাদ্বারা অকার্য্যকারিগণ দানদ্বারা গূঢ়—পাপীরা জপদ্বারা এবং প্রধান প্রধান বেদজ্ঞগণ—তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ হন। শোধনীয় বস্তু মৃত্তিকা জলদ্বারা শুদ্ধ হয়।

নদী—স্রোতদ্বারা, মনোদুষ্টা নারী—ঋতু দ্বারা এবং দ্বিজোত্তমগণ—সন্ন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হন। অগ্নি—বহির্দ্দেহ পবিত্র করে; মন—সত্যপ্রভাবে শুদ্ধ হয়; জীবাত্মা—বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়। এই তোমাকে শারীরিক শৌচের যথার্থ তত্ত্ব বলিলাম। এক্ষণে নানাবিধ দ্রব্যের শুদ্ধি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যে দ্রব্য—শারীরিক মল—সুরা বা মদ্য-স্পর্শে দূষিত; তাহা অত্যন্ত দূষিত। অত্যন্তোপহত সকল ধাতুপাত্রই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে শুদ্ধ হইবে। মণিময়, প্রস্তরময় এবং শঙ্খময় পাত্র সাত দিন ভূমিতে নিখাত হইলে (শুদ্ধ হইবে)। শৃঙ্গময় দন্তময় এবং অস্থিময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর দারুময় এবং মৃণ্ময়পাত্র পরিত্যাজ্য (অর্থাৎ কোনরূপেই শুদ্ধ হইবে না)। বস্ত্র অত্যন্তোপহত হইলে, তাহার যে অংশ প্রক্ষালিত হইলে বিকৃত রাগ (অর্থাৎ বেরং)হয় তাহা দূর করিবে। সুবর্ণময়, রজতময়, শঙ্খময়, মণিময়, প্রস্তরময় পাত্র, চমস এবং গ্রহ নির্লেপ হইলে (অর্থাৎতাহাতে মল লাগিয়া না থাকিলে) জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থালী স্রুক্ ও স্রুব উষ্ণ জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সকল পাণিস্থিত কুশদ্বারা সম্মার্জ্জিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যে পবিত্র হইবে(যাজ্ঞবল্ক্য ১৩ পত্র ১৮৪ শ্লোক দেখ)। * বজ্র নামক যজ্ঞীয়পাত্র, শূর্প, শকট, মুষল এবং উলূখল—ইহাদিগের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি। সভা, যান ও আসনেরও এইরূপে শুদ্ধি। ধন্য, চর্ম্ম,রজ্জু, তন্তু-নির্ম্মিত, ব্যজনাদি বৈদল, সূত্র, কার্পাস এবং বস্ত্র—এই সকল দ্রব্য বহুতর হইলে তাহার (প্রোক্ষণে শুদ্ধি) শাক, মূল,ফল, পুষ্প সম্বন্ধে ও তৃণ, কাষ্ঠ এবং শুষ্কপত্রেরও (ঐ নিয়ম)। আর এই সকল দ্রব্য অল্প হইলে তাহার প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি। কৌষেয় বস্ত্র এবং মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র—ক্ষার মৃত্তিকাযোগে শুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ পর্ব্বতীয়-ছাগরোম-নির্ম্মিত কম্বল অরিষ্ট দ্বারা শুদ্ধ হয়। বল্কল-তন্তু-নির্ম্মিত অংশুপট্ট বিল্বফল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ক্ষৌম বস্ত্র গৌর-সর্ষপ দ্বারা (শুদ্ধ হয়)। শৃঙ্গময় অস্থিময় এবং দন্তময় পাত্রের পক্ষে এই নিয়ম। মৃগ-লোমজাত রাঙ্কবাদি বস্ত্র। পদ্মবীজ দ্বারা (পবিত্র হয়)। তাম্র—পিত্তল—রাঙ—এবং সীসময় পাত্র অম্ল-জল যোগে শুদ্ধ হয়। কাংস্য ও লৌহ পাত্র ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফল-সম্ভূত পাত্র গোলাঙ্গুল-কেশ দ্বারা মার্জ্জিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। রাশীকৃত দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ঘৃতাদি দ্রব্য (প্রস্থতি মাত্র পরিমিত) প্রাদেশ পরিমিত কুশপত্রদ্বয় দ্বারা উৎপবন (কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন) করিলে শুদ্ধ হইবে। গৃহনিহিত প্রভূত গুড়াদি ইক্ষুবিকার, প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নি তপ্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। সকল লবণের পক্ষেও এই নিয়ম। মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর দেবপ্রতিমা, দ্রব্যবৎ শোধিত করিয়া (অর্থাৎ প্রতিমা যে দ্রব্যের নির্ম্মিত তাহার পক্ষে কথিত শুদ্ধি-নিয়ম অনুসারে শোধিত করিয়া) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ হয়। অসিদ্ধ অন্নের যতগুলি মাত্র দূষিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগের কণ্ডন ও প্রক্ষালন করিবে (কণ্ডন শব্দে কাঁড়ান)। দ্রোণাধিক সিদ্ধ অন্ন উপহত হইলেও দুষ্ট হয় না (অর্থাৎ পরিত্যাজ্য নহে)। তবে তাহার মাত্র উপহত অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক (অবশিষ্টান্নের উপর) গায়ত্রী জপ করিয়া সুবর্ণ জল নিক্ষেপ করিবে; এবং তাহা ছাগ (অশ্ব) ও অগ্নিকে প্রদর্শন করিবে। ভক্ষ্য-পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, গো-ঘ্রাত, পাদস্পৃষ্ট, ক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপরে হাঁচিয়া দেওয়া হইয়াছে ও কেশকীট দূষিত অল্প অন্ন—মৃত্তিকা-ক্ষেপে শুদ্ধ হয়। অমেধ্য-লিপ্ত দ্রব্য হইতে যতক্ষণ ঐ অমেধ্য-কৃতলেপ এবং গন্ধ না যায়, সকল দ্রব্য-শুদ্ধিতেই ততক্ষণ মৃত্তিকা ও জল প্রদান করিতে হইবে। ছাগের এবং অশ্বের মুখ—পবিত্র, গো'র মুখ পবিত্র নহে। মনুষ্যের কায়িক মল পবিত্র নহে। পথসকল চন্দ্র-

* কুল্লুকভট্ট বলেন, সকল যজ্ঞীয় পাত্রই প্রথমে হস্তমার্জ্জিত পরে প্রক্ষালিত হইলে শুদ্ধ হয়।

সূর্য্যের কিরণে ও বায়ু সম্পর্কে বিশুদ্ধ হয়। রথ্যা, কর্দ্দম, জল এবং পক্কেষ্টকনির্ম্মিত স্থান সকল—অন্ত্য, কুকুর অথবা কাকস্পৃষ্ট হইলে, বায়ু-সম্পর্কেই শুদ্ধ হয়। অত্যন্তোপহত প্রাণীদিগের শৌচ, অনলস হইয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা—অবশ্য করাইবে। যদি অপবিত্র বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে একটী গাভীর তৃষ্ণা দূর হয় ভূমিস্থিত সেই জল পবিত্র। পর্ব্বতাদিস্থিত সেইরূপ জলও পবিত্র। মৃত পঞ্চনখ দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া অবশিষ্ট জল বস্ত্র দ্বারা অপনীত করিবে। পরে ইষ্টকাচিত কূপে বহ্নি প্রজ্বালন করিবে। পরে নূতন জল হইলে তাহাতে পঞ্চগব্যক্ষেপ করিবে। হে বসুন্ধরে! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থাবর ক্ষুদ্র জলাশয়েও কূপবৎ শুদ্ধি কথিত হইয়াছে; কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ে (নদ্যাদিতে) দোষ নাই। দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তিনটী বস্তু পবিত্র করিয়াছেন (যথা) অদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহার উপঘাত বিজ্ঞাত হয় নাই) জলসিক্ত (অর্থাৎ যাহা উপঘাতসন্দেহে প্রোক্ষিত বা প্রক্ষালিত) এবং বাক্য প্রশস্ত (অর্থাৎ উপঘাত সন্দেহে "পবিত্র হউক" বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা যাহার প্রশংসা করেন)। কারু-হস্ত-প্রসারিত পণ্য ব্রাহ্মণান্তরিত ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য এবং সমস্ত আকর নিত্য পরিশুদ্ধ। স্ত্রীলোকের মুখ—নিত্যশুচি, পক্ষী ফল পাতনে শুচি (অর্থাৎ পক্ষি পাতিত ফল পবিত্র); দোহন সময়ে ক্ষীর প্রক্ষরণে বৎসমুখ পবিত্র; এবং মৃগ-ব্যাপাদনে কুকুর পবিত্র। অতএব কুকুর-হতের মাংস এবং এতদ্ভিন্ন অপরাপর মাংসাশী জন্তু কর্ত্তৃক কিংবা চণ্ডালাদি দস্যু-কর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর মাংস পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাভির ঊর্দ্ধে যে সকল ইন্দ্রিয় ছিদ্র আছে, তাহা পবিত্র বলিয়া জানিবে। আর নাভির অধঃস্থিত যে সকল ইন্দ্রিয় ছিদ্র তাহাও দেহচ্যুত। অর্থাৎ স্বস্থান ভ্রষ্ট—মল অপবিত্র। মক্ষিকা, বিন্দু (অর্থাৎ মুখনিঃসৃত-স্বল্প নিষ্ঠীবন কণিকা) পতিতাদির ছায়া, গো, হস্তী, অশ্ব, চন্দ্র সূর্য্য কিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি এবং মার্জ্জার (স্পর্শ বিষয়ে) সর্ব্বদা পবিত্র। যে সকল মুখ-সম্ভূত বিন্দু অঙ্গে নিপতিত হয় তাহা উচ্ছিষ্টকর নহে। মুখ প্রবিষ্ট শ্মশ্রুলোম, অথবা দন্ত-মধ্যস্থিত অন্নকণাদিও উচ্ছিষ্টতা প্রযোজক নহে।

পরকে আচমন করাইতে হইলে যে আচমন জলবিন্দু নিজ পাদদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা বিশুদ্ধ ভূমিস্থিত জলের তুল্য; অতএব তদ্দ্বারা অপবিত্র হইবে না। দ্রব্যধারীব্যক্তি কোনরূপ-উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে,সেই দ্রব্য ভূমিতে না রাখিয়া অমনিই আচমন করিলে, শুদ্ধি লাভই করিবে। গৃহ, মার্জ্জন এবং উপলেপন দ্বারা—পুস্তক,—প্রোক্ষণ দ্বারা (শুদ্ধ হয়) সম্মার্জ্জন, উপলেপন, সেচন উল্লেখন, দাহ অথবা গাভীর অধিষ্ঠান—ইহার দ্বারা ভূমি-শুদ্ধি হয়। গো-সকল, পবিত্র এবং মঙ্গলজনক, ত্রৈলোক্য, গোসকলের উপর নির্ভর করিতেছে, যজ্ঞ বিস্তার গো হইতেই হইয়া থাকে, এবং গোসকল সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, ঘৃত,দুগ্ধ, দধি এবং রোচনা—গোসকলের এই ষড়ঙ্গ সর্ব্বদা পরম মঙ্গল জনক। গাভীদিগের পবিত্র শৃঙ্গজলে সকল পাপ বিনষ্ট করে, গাভীদিগের কণ্ডূয়ন করিয়া-দিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, গোগ্রাস প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়। গোতীর্থে গাভীর অবস্থিতি স্থানে গঙ্গা বসতি করেন, ইহাদিগের ধূলিতে পুষ্টি অবস্থিত। ইহাদিগের করীষে (অর্থাৎ শুষ্কগোময়ে) লক্ষ্মী এবং ইহাদিগের প্রণামে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছেন; অতএব সর্ব্বদা ইহাদিগের প্রণাম করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

আরম্ভ। বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চার ভার্য্যা হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের এক। (যথা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা ইত্যাদি)। সবর্ণ-বিবাহে স্ত্রীলোকেরা পাণিগ্রহণ করিবে;

অসবর্ণ বিবাহে, ক্ষত্রিয়কন্যা, শর গ্রহণ করিবে। বৈশ্যকন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বসন দশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে। সগোত্রা বা সমান-প্রবরা ভার্য্যা বিবাহ করিবে না। মাতৃপক্ষের পঞ্চম ও পিতৃপক্ষের সপ্তম পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না। অসদ্বংশীয়া স্ত্রী (বিবাহ করিবে) না। দুশ্চিকিৎস্য রোগান্বিতাকে (বিবাহ করিবে) না। অধিকাঙ্গীকে (বিবাহ করিবে) না। হীনাঙ্গীকে (বিবাহ করিবে) না। অতি কপিলাকে (বিবাহ করিবে) না। কুৎসিত-বহু-ভাষিণীকে (বিবাহ করিবে) না। বিবাহভেদ নিরূপণ;—বিবাহ, অষ্টবিধ হইয়া থাকে; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ। আহ্বান পূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রকে কন্যা-সম্প্রদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞস্থ—ঋত্বিক্‌কে (দক্ষিণারূপে) কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম) দৈব। গোমিথুন-গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা দান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার না.) আর্ষ। প্রার্থিত হইয়া কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) প্রাজাপত্য। সকাম—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মাতৃ-পিতৃ-রহিত সংসর্গ। অর্থাৎ কেবল স্ব স্ব ইচ্ছাকৃত সংসর্গ গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ক্রয় করিয়া বিবাহের নাম আসুর। যুদ্ধে হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম রাক্ষস। সুপ্তা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী বিবাহ ধর্ম্ম্য। গান্ধর্ব্বও ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, একবিংশতি পুরুষ,—দৈব বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, চতুর্দ্দশ পুরুষ—আর্ষবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, সপ্তপুরুষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র চার পুরুষ পবিত্র করে। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যা সম্প্রদানকারী ব্রহ্মলোক গমন করে। দৈববিবাহে স্বর্গ; আর্ষবিবাহে বিষ্ণুলোক এবং প্রাজাপত্য-বিবাহে দেবলোক। গান্ধর্ব্ববিবাহ করিলে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, অর্থাৎ সপিণ্ড, মাতামহ এবং মাতা ইহারা কন্যাদানে অধিকারী। (পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে, পর পর উল্লিখিত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ঐ কার্য্যে অধিকারী; যথা—প্রথম পিতা, তদভাবে পিতামহ ইত্যাদি)। তিন বার ঋতুদর্শন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যা স্বয়ংবর করিবে। কেননা তিনবার ঋতু দর্শন হইয়া গেলে কন্যা আপনার উপর প্রভুত্ব সম্পন্ন হয়। যে কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, সেই কন্যা বৃষলী বলিয়া জ্ঞাতব্যা। তাহাকে হরণ করিলে দোষী হইতে হয় না।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, নিরূপিত হইতেছে। ভর্ত্তার সমান ব্রতাচরণ, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা, গৃহোপকরণ দ্রব্য সামগ্রীকে বেশ মাজিয়া ঘসিয়া গুছাইয়া রাখা, অমিত হস্ততা (অর্থাৎ অল্পব্যয় করা) ধন-পাত্র সুগোপন করিয়া রাখা, বশীকরণাদি মূলকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচার তৎপরতা, ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে বেশবিন্যাস না করা, পরগৃহে গমন না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা এবং সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্রতা—(যথাক্রমে) বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যে, পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের বশে থাকা, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য বা ভর্ত্তার সহগমন বা অনুগমন (স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম)। স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত এবং উপবাস নাই* কিন্তু পতিকে যে সেবা করে, সেইজন্যই স্বর্গে আদৃতা হয়। যে স্ত্রী, পতি জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে স্বামীর আয়ুঃহরণ ও নরক গমন করে। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী,—সাধ্বী স্ত্রী, পুত্রবতী হইলেও সনকাদি সুপ্রসিদ্ধ আবাল্য ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* ভর্ত্তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের যজ্ঞ সিদ্ধি হয় না, (ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে) ব্রত উপবাস হয় না, ইহা কুল্লুকভট্ট বলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুপত্নী থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, সমান বর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐকার্য্য করিবে। (যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ইত্যাদি)। আপৎকালেও অর্থাৎ সবর্ণা পত্নীর রজোদোষাদিতেও ঐ নিয়ম। কিন্তু দ্বিজ,শূদ্রা-পত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য কদাচ করিবে না। দ্বিজের শূদ্রাভার্য্যা কখনই ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী নহে, রাগান্ধ দ্বিজের রতিকার্য্যার্থই শূদ্র ভার্য্যা কথিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে, সত্বরই স সন্তানকুলকে শূদ্র করিয়া তুলে। যাহার দৈবকার্য্য, পিত্র্যকার্য্য, বা আতিথেয়কার্য্য তৎপ্রধান (অর্থাৎ শূদ্রা-ভার্য্যা সমভিব্যাহারে কৃত) তাহার অন্ন পিতৃগণ ও দেবগণ ভোজন করেন না; এবং সে স্বর্গ গমন করে না। (তবে শূদ্রা বিবাহ কোন্ স্থলে হইতে পারে তাহা যাজ্ঞবল্ক্যে ৪ পত্র ৫৬ শ্লোকের টীকাতে দেখিবে)।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গর্ভের স্পষ্টতা জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ঋতু-কালে, নিষেক কর্ম্ম অর্থাৎ গর্ভাধান। স্পন্দনের পূর্ব্বে—অর্থাৎ তৃতীয় মাসে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক উৎপন্ন হইলে (তদ্দিনে) জাতকর্ম্ম, অশৌচান্তে নামকরণ—ব্রাহ্মণের মঙ্গল, ক্ষত্রিয়ের বলবৎ, বৈশ্যের ধনযুক্ত এবং শূদ্রের নিন্দিত (নাম হইবে)। চতুর্থ মাসে আদিত্যদর্শন অর্থাৎ নিষ্ক্রমণ। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন। তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ। * এই সমস্ত ক্রিয়াই স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া করিবে। তাহাদিগের বিবাহ সমন্ত্রক। গর্ভাষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, গর্ভৈকাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। তাহাদিগের মেখলা,—(যথাক্রমে) মুঞ্জা ধনুর্গুণ এবং বল্বজ (অর্থাৎ তৃণবিশেষ) নির্ম্মিত হইবে, (ব্রাহ্মণের মুঞ্জানির্ম্মিত ইত্যাদি) যজ্ঞসূত্র এবং বস্ত্র কার্পাসময় শণময় এবং আবিক (অর্থাৎ মেষলোমজাত) হইবে। (ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ও বস্ত্র—কার্পাসময় ক্ষত্রিয়ের শণময় ইত্যাদি) মৃগের, (ব্রা) ব্যাঘ্রের (ক্ষ) এবং ছাগের (বৈ) চর্ম্ম (যথাক্রমে তাহাদিগের উত্তরীয়) তাহাদিগের দণ্ড—পালাশ খাদির এবং ঔডুম্বর; কেশান্ত (ব্রা) ললাট (ক্ষ) এবং নাসা দেশ পর্য্যন্ত পরিমিত (বৈ) হইবে। অথবা সকলেরই উক্ত সকল প্রকার দণ্ড হইতে পারে। (দণ্ডসকল) সরল এবং ত্বক্‌যুক্ত হইবে। আর তাহাদিগের ভিক্ষা-চর্য্যা আদিতে ভবৎ শব্দ (ব্রা) মধ্যে ভবৎ শব্দ (ক্ষ) শেষে ভবৎ শব্দ (বৈ) যোগে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২ পত্র ৩০ শ্লোকে)। (উপনয়নের মুখ্য কাল উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সামান্য কাল উক্ত হইতেছে),ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের—দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের,—ও চতুর্ব্বিংশবর্ষ পর্য্যন্ত বৈশ্যের গায়ত্রী অতিক্রম হইবে না, এই যথাকালে অসংস্কৃত তিন বর্ণই ইহার পর (অর্থাৎ যথাক্রমে গর্ভষোড়শ গর্ভ দ্বাবিংশতি ইত্যাদির পর) গায়ত্রী-বর্জ্জিত, ব্রাত্য ও সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। যাহার, যে চর্ম্ম,যে যজ্ঞসূত্র, যে মেখলা,যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র (বিহিত হইয়াছে ব্রাহ্মণের মৃগ-চর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি) সেই সেই চর্ম্মাদি তাহার ব্রতেও (অর্থাৎ কেশান্তাদি কার্য্যেও) হইবে (অর্থাৎ নূতন হইবে)। মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, যজ্ঞসূত্র, অথবা কমণ্ডলু ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্য মেখলাদি ধারণ করিবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য টীকায় ত্রিলোচনচার্য্য বলেন, প্রথম বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ চূড়াকরণের মুখ্যকাল। বস্তুতঃ তৃতীয় বর্ষই মুখ্যকাল। ইহা রঘুনন্দনাদি বহুপণ্ডিতের সম্মত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আরম্ভ। ব্রহ্মচারিগণের গুরুগৃহে বাস ও সন্ধ্যাদ্বয়ের উপাসনা, (কর্ত্তব্য)। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা—ও উপবিষ্ট হইয়া সায়ং সন্ধ্যা করিবে। দুই সময়েই স্নান ও হোম; জলে—দণ্ডবৎ অর্থাৎ স্নানমন্ত্র ব্যতীত অবগাহন, আহূত হইয়া অধ্যয়ন গুরুর প্রিয় হিতকার্য্য করা, মেখলা, দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীত ধারণ—গুরুকুল ব্যতীত অন্য গুণবান্ ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা, গুরুর অনুজ্ঞাত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের আহার।—শ্রাদ্ধ, কৃত্রিম লবণ ভোজন, নিষ্ঠুর-বাক্য কথন, পর্য্যুষিত ভোজন, নৃত্য, গীত, স্ত্রী সম্ভোগ, মধু, মাংস, অঞ্জন, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, প্রাণিহিংসা ও অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ—এই সকল পরিত্যাগ—করা; স্থণ্ডিল শয়ন, গুরুর পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থান ও গুরুর পরে শয়ন, কর্ত্তব্য। কর্ম্ম। সন্ধ্যোপাসনা করিয়া গুরুর অভিবাদন করিবে। ব্যত্যস্ত পাণি হইয়া তাঁহার পাদ-স্পর্শ করিবে, "ব্যত্যস্ত পাণি হইয়া" ইহার অর্থ এই যে দক্ষিণ পাণি দ্বারা দক্ষিণ পাদ ও সব্য পাণি দ্বারা ইতর পাদযুগপৎ স্পর্শ করিবে। অভিবাদনান্তে স্বীয় নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক ভোঃ শব্দ কীর্ত্তন করিবে (এইরূপ অভিবাদন বাক্য হইবে, যথা,—অভিবাদয়ে অমুকশর্ম্মাহমস্মি ভোঃ) দণ্ডায়মান থাকিয়া উপবিষ্ট থাকিয়া, শয়ান থাকিয়া, আহার করিতে করিতে, অথবা পরাঙ্মুখ থাকিয়া গুরুর অভিভাষণ করিবে না। গুরু আসীন থাকিলে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু গমন করিতে থাকিলে স্বয়ং অনুগমন করত তাঁহার অভি-ভাষণ করিবে, গুরু আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলে, প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু ধাবমান হইলে,তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অভিভাষণ করিবে। গুরু পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে অভিমুখ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু, দূরস্থ হইলে, তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিভাষণ করিবে, গুরু শয়ন করিয়া থাকিলে, প্রণাম করিয়া তাঁহার অভি-ভাষণ করিবে। তাঁহার চক্ষু-গোচরে যথেচ্ছ-ভাবে বসিয়া থাকিবে না, ইহাঁর নাম কেবল (অর্থাৎ নিরুপপদ উচ্চারণ করিবে না) ইহাঁর গমন চেষ্টা এবং কথনাদির অনুকরণ করিবে না। যেখানে ইহাঁর নিন্দা বা পরীবাদ হইবে—সেখানে থাকিবে না, শিলাফলকে, নৌকা ও রথাদি যান ব্যতীত ইহাঁর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে, তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি ব্যতীত স্বীয় গুরু-জনের অভিবাদন করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ, বা সমান বয়স্ক, গুরুপুত্র—নিজের অধ্যা-পক হইলে তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যব-হার করিবে, কিন্তু ইহাঁর পাদ প্রক্ষালন করিবে না ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, এইরূপে এক বেদ, দুই বেদ বা তিন বেদ আয়ত্ত করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আয়ত্ত করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে সসন্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্মে; মৌঞ্জী-বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে, গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এইজন্যই তাহাদিগের দ্বিজত্ব। মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্ব্বে দ্বিজ—শূদ্র-তুল্য থাকে, ব্রহ্মচারী—মুণ্ডিত-মুণ্ড, অথবা জটিল হইবে। বেদাধ্যয়নের পর গুরুর অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক স্নান করিবে; অথবা বেদগ্রহণানন্তর জন্ম শেষ গুরুকুলেই অতিবাহিত করিবে; তাহাতে আচার্য্য মৃত হইলে, আচার্য্য পুত্রের প্রতি আচার্য্যবৎ ব্যবহার করিবে; অথবা অর্থাৎ তদভাবে গুরুপত্নী বা গুরু সবর্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবে; তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অগ্নিসেবক হইবে।

যে বিপ্র আলস্য রহিত হইয়া এইরূপে ব্রহ্ম-চর্য্য করেন, তিনি উৎকৃষ্টলোকে গমন করেন; এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ব্রহ্মচারী-দ্বিজের কামতঃ রেতঃ-পাত,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক ব্রত-লঙ্ঘন বলিয়া অভিহিত হয়। এই পাপ আচরিত হইলে, গর্দ্দভ-চর্ম্ম পরিধান করিয়া স্বীয়কর্ম্ম

কীর্ত্তন করত সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবে; সেই ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে লব্ধ ভিক্ষার দ্রব্য (অহোরাত্রের মধ্যে) একবার ভোজন এবং ত্রৈকালিক স্নান করত, একবর্ষ অতিবাহিত করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। (ইহা অবকীর্ণীব্রত)। আর ব্রহ্মচারীদ্বিজ, স্বপ্নাবস্থায় অনিচ্ছাবশতঃ স্খলিতবীর্য্য হইলে স্নানান্তে সূর্য্য পূজা করিয়া তিনবার "পুনর্ম্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্" এই মন্ত্র জপ করিবে। বিনারোগে নিরবচ্ছিন্ন সাত দিন ভিক্ষাহার এবং অগ্নিকার্য্য না করিলে অবকীর্ণীব্রত করিবে। যদি কামকৃতনিদ্রা পরবশ ব্রহ্মচারীর অজ্ঞাতভাবে সূর্য্যদেব উদিত বা অস্তমিত হন, তাহা হইলে দিনমাত্র উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদেশপূর্ব্বক, বেদাধ্যাপন করেন, তাহাকে আচার্য্য বলিয়া—আর যিনি বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সমগ্র বেদ, অধ্যাপনা করেন (অথবা বিনা বৃত্তিতে) বেদৈকদেশ অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলিয়া জানিবে, তিনি যাহার যজ্ঞে হোতৃত্বাদি কার্য্য করেন, তাঁহাকে তাহার ঋত্বিক্ বলিয়া জানিবে। কুলশীলাদি বিষয়ে অপরীক্ষিত ব্যক্তির যাজন করিবে না, অধ্যাপনা করিবে না, উপনয়ন দিবে না। (এবং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা যজন করিবে না, তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবে না, উপনীত হইবে না)। অন্যায়তঃ পৃষ্ট হইয়াও যে উত্তর প্রদান করে এবং যে অন্যায়তঃ জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগের মধ্যে অন্যতরের মৃত্যু হয় বা পরস্পর বিদ্বেষাপন্ন হয়। যে শিষ্যের অধ্যাপনে ধর্ম্মসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি হয় না, অথবা শিষ্য, অধ্যয়নানুরূপ শুশ্রূষা না করে, ঊষরক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ন্যায়, সে পাত্রে বিদ্যাদান অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন;—আমাকে রক্ষা কর; আমি তোমার সেবধি (গুপ্ত অক্ষয় ধন)। অসূয়াকারী, কুটিল এবং অসংযত ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিওনা। তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী হইব। যাহাকে শুচি, সাবধান, মেধাবী, ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, বলিয়া স্থির জানিবে এবং যে তোমার অপকার করে না ও করিবে না, আর যে তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলে না, হে ব্রহ্মন্! নিধি পালক সেই ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবে। (অর্থাৎ অসূয়াকারী দিগকে বিদ্যা দান করিবে না। শুচি এবং কথিত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যা দান করিবে।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমা কিংবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করিয়া সাড়েচারি মাস বেদাধ্যয়ন করিবে। অনন্তর উপাকৃত বেদের উৎসর্গ—গ্রাম বহির্ভাগে করিবে, অনুপাকৃতের উৎসর্গ করিতে হয় না। উৎসর্গ ও উপাকর্ম্মের মধ্যে বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে না; ঋতুশেষে অহোরাত্রে ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে অধ্যয়ন করিবে না। ইন্দ্র-ধ্বজ-পতনে ও ইন্দ্রধ্বজোত্থানে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না; প্রচণ্ড পবন বহিতে থাকিলে (অধ্যয়ন করিবে) না; অকালে বর্ষণ বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিগ্দাহে (অধ্যয়ন করিবে) না; যে গ্রাম মধ্যে শব থাকে, তথায় (অধ্যয়ন করিবে) না, শস্ত্রসম্পাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; কুক্কুর—শৃগাল—বা গর্দ্দভের ধ্বনি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; বাদ্যশব্দ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির সমীপে (অধ্যয়ন করিবে) না, দেবতায়ন, শ্মশান চতুষ্পথ এবং রথ্যাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; জলমধ্যে (অধ্যয়ন করিবে) না; পীঠোপরি পদতল স্থাপন করিয়া (অধ্যয়ন করিবে) না, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌকা, যান এবং রথাদি যানে আরূঢ় হইয়া (অধ্যয়ন করিবে) না, বমন করিলে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না, বিরেচন হইলে, (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে)

না, অজীর্ণ দোষ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, পঞ্চনখ, (অধ্যয়ন সময়ে গুরুশিষ্যের) মধ্যস্থান দিয়া গমন করিলে (অধ্যয়ন করিবে) না, রাজা, এক শাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়, গো, অথবা ব্রাহ্মণের বিপত্তি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, উপাকর্ম্ম করিলে তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে) না; উৎসর্গেও তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে) না, সামগান কালে ঋগবেদ যজুর্ব্বেদ (অধ্যয়ন করিবে) না, রাত্রিশেষে অধ্যয়ন করিবার পর আর শয়ন করিবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু অনধ্যায়ে অধীত শাস্ত্র, ইহ পরলোকে ফলপ্রদ হয় না; পরন্তু তাহাতে অধ্যয়ন করিলে গুরুশিষ্যের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গুরু, অনধ্যায় ব্যতীত, সৎশিষ্য-ক্ষেত্রে বিদ্যাবীজ বপন করিবে। শিষ্য, প্রত্যহ বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসানে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে; এবং প্রণব উচ্চারণ করিবে। ঋগবেদ অধ্যয়ন করিলে তদ্দ্বারা ইহার অর্থাৎ অধ্যয়নকারীর পিতৃলোক ঘৃত দ্বারা তৃপ্ত হন। যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে তাহাতে মধুদ্বারা, সামবেদ, অধীত হইলে তাহাতে দুগ্ধদ্বারা, অথর্ব্ববেদ অধীত হইলে, তাহাতে মাংসদ্বারা আর পুরাণ, ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধীত হইলে তাহাতে ইহার (পিতৃগণ) অন্নদ্বারা তৃপ্ত হ'ন। যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া ইহলোকে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা (অর্থাৎ বিদ্যা) তাহার পরলোকে ফল প্রদান করিবে না। আর যে নিজবিদ্যা প্রভাবে পরকীয় যশ বিনষ্ট করে, বিদ্যা তাহারও পরলোকে ফলদায়িনী হইবে না। সম্মতি না থাকিলে অপরের অধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বিদ্যা গ্রহণ করিবে না; তথাবিধ গ্রহণ—বেদচৌর্য্য,—সুতরাং ইহা, ইহার (গ্রহীতার) নরক-জনক হয়। লৌকিক, বৈদিক, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যাহা হইতে লাভ করাযায় কদাচ তাঁহার দ্বেষ বা অপকার করিবে না, উৎপাদক এবং বেদাধ্যাপক এই দুই জনের মধ্যে বেদাধ্যাপক পিতা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু ব্রহ্মজন্মই ইহ পর উভয় লোকে স্থায়ী। মাতাপিতা পরস্পর কামবশে, যে ইহাকে (অর্থাৎ যে বালককে) উৎপাদন করে, তাহার যে মাতৃগর্ভে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লাভ, তাহা পশ্বাদি-সাধারণ উৎপত্তি মাত্র। বেদপারগ আচার্য্য, যথাবিধি উপনয়নপূর্ব্বক সাবিত্রী-অনুবচন দ্বারা তাহার (অর্থাৎ বালকের) যে জন্ম উৎপাদন করে, সেই জন্মই সত্য অজর এবং অমর। যিনি, সুখবিতরণ ও অমৃত প্রদান করত বর্ণ-স্বর-বৈগুণ্য-রহিত সত্যস্বরূপ বেদ-মন্ত্র দ্বারা শ্রবণকুহরদ্বয় পরিপূর্ণ করেন, তাঁহাকেই পিতামাতা বলিয়া মানিবে, কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অপকার করিবে না।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

মাতা, পিতা এবং আচার্য্য—এই তিনজন পুরুষের মহাগুরু হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিবে। তাঁহাদিগের প্রিয়-হিতকার্য্য আচরণ করিবে। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিবে না। ইঁহারাই তিন বেদ; ইঁহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতা; ইঁহারাই ত্রিলোক এবং ইঁহারাই এই তিন অগ্নি—পিতা গার্হপত্য অগ্নি; মাতা দক্ষিণাগ্নি; এবং আচার্য্য আহবনীয় অগ্নি; এই তিনজন যাহার নিকট আদৃত, সকল ধর্ম্মই তাহার আদৃত, আর ইঁহারা যাহার নিকট অনাদৃত, তাহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল। মাতৃভক্তি দ্বারা এই লোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম লোক, (অর্থাৎ দেবলোক) এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ করিতে পারে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

রাজা, ঋত্বিক্, শ্রোত্রিয়, অধর্ম্ম-নিষেধক, উপাধ্যায়, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং (বয়োজ্যেষ্ঠ—) বৈবাহিকাদি সম্বন্ধী—ইহারা আচার্য্যবৎ মান্য। ইহাদিগের সবর্ণা পত্নী, এবং পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা ও

জ্যেষ্ঠা ভগিনীও (ঐরূপ মান্য)। পিতৃব্য, মাতুল এবং ঋত্বিক্ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের প্রত্যুত্থানই অভিবাদন। হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে করিবে, পাদস্পর্শ করিবে না। (সামান্যতঃ) গুরুপত্নীদিগের গাত্রোৎসাদন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন হরিদ্রাদি গ্রহণ ও তৈলমর্দ্দন, কজ্জলরঞ্জন, কেশ-সংযমন ও পাদপ্রক্ষালনাদি করিবে না। পর-স্ত্রী অপরিচিতা হইলেও তাহাকে, ভগিনী, কন্যা বা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। গুরুজনকে "তুমি" এইরূপ (যুষ্মৎশব্দ) বলিবে না, গুরুজনের (কোনরূপ) মান হানি করিলে, উপবাসী থাকিয়া দিনান্তে তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক আহার করিবে। গুরুর সহিত বিরোধপূর্ব্বক কথা কহিবে না অর্থাৎ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া বিতণ্ডাদি করিবে না; ইহাঁর (গুরুর) নিন্দা অথবা অনভিপ্রেত কার্য্য করিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে (অর্থাৎ যৌবন-প্রাপ্ত গুণ-দোষাভিজ্ঞ) শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না; পরন্তু যুবাশিষ্য, "অসাবহং" অর্থাৎ অমুক আমি, ইহা বলিয়া (অভিবাদনের বাক্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) যুবতী গুরুপত্নীদিগকে ভূমিতে অর্থাৎ পাদগ্রহণ ব্যতীত যথাবিধি অভিবাদন করিবে। শিষ্টাচার অনুস্মরণ করত (যুবাশিষ্য ও) প্রবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুরুপত্নীদিগের পাদগ্রহণ, এবং প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে। ধন, সহায়সম্পন্নতা, অধিক বয়ঃক্রম, শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্ম, এবং বিদ্যা, এই পাঁচটী মান্যতাকারণ; তবে যাহা যাহা পরবর্ত্তী, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। ধনী-অপেক্ষা স্বজনসম্পন্ন; তদপেক্ষা, অধিকবয়স্ক; তদপেক্ষা ক্রিয়াবান্; তদপেক্ষা, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞানী অধিক মান্য। দশ-বর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ এবং শত-বর্ষ-বয়স্ক রাজাকে পিতা-পুত্র বলিয়া জানিবে, সেই দুইজনের মধ্যে ব্রাহ্মণই পিতা; ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠতা, জ্ঞানানুসারে; ক্ষত্রিয়দিগের কার্য্যানুসারে; আর বৈশ্যদিগের ধনধান্যানুসারে; কেবল, শূদ্রদিগেরই (জ্যেষ্ঠতা) জন্মানুসারে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মানুষের—বহুলোক ও বহুদ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমীর, কাম ক্রোধ লোভ নামক ঘোরতর তিনটী শত্রু আছে। সেই শত্রুত্রয়ে আক্রান্ত হইয়া এই ব্যক্তি অর্থাৎ মনুষ্য বা গৃহস্থ মনুষ্য, অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সংকরীকরণ অপাত্রীকরণ, মলাবহ এবং প্রকীর্ণক পাপে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ, নরকের দ্বার—এই ত্রিবিধ, ইহা আত্মাকে বিনষ্ট (অর্থাৎ সর্ব্ব সুখ বঞ্চিত—অতীব নিকৃষ্ট) করে, অতএব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন—এই (ত্রিবিধ) অতি পাতক। এই সকল অতিপাতকিগণ, অগ্নি প্রবেশ করিবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণস্বামিক (অশীতি রত্তিকার অন্যূন) সুবর্ণচৌর্য্য, এবং গুরুপত্নীগমন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) এই চতুর্ব্বিধ এবং এতৎপাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গ—এই পঞ্চবিধ মহাপাতক। এক যানারোহণ, একত্র ভোজন, একত্র অবস্থিতি এবং একত্র শয়ন ইত্যাদি শরীরসংসর্গ, পতিতদিগের সহিত (নিরবচ্ছিন্ন) এক বৎসর করিলে, পতিত হয়, যৌন সম্বন্ধ

র্থাৎ বিবাহাদি, স্রৌব সম্বন্ধ অর্থাৎ অধ্যয়জনাদি এবং মৌথ-সম্বন্ধ অর্থাৎ অধ্যয়নাদি; গুরু সংসর্গ করিলে সদ্য পতিত হয়। ই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধযজ্ঞ র্থাৎ তদীয় অবভৃথ স্নান বা পৃথিবীস্থ যাবীয় তীর্থ পর্য্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, এবং বৈশ্যহত্যা, রজস্বলা হত্যা, গর্ভবতীহত্যা, অত্রিগোত্রসম্ভূতা-হত্যা, স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব বিষয়ে অনবধাবিত গর্ভহত্যা এবং শরণাগত হত্যা,—এই সকল কর্ম্ম—ব্রহ্মহত্যার তুল্য; কূটসাক্ষ্য এবং মিত্রহত্যা—এই দুই কার্য্য সুরাপানের তুল্য; ব্রাহ্মণভূমিহরণ, এবং গচ্ছিত বস্তু অপহরণ—সুবর্ণ হরণের তুল্য, পিতৃব্য,মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং রাজা—এতদন্যতমের পত্নীগমন, পিতৃস্বসৃ-গমন, মাতৃস্বসৃ-গমন, ভগিনীগমন, শ্রোত্রিয, ঋত্বিক, উপধ্যায় এবং বন্ধু—এতদন্যতমের পত্নীগমন, ভগিনী-সখী-গমন, সগোত্রাগমন, উত্তমবর্ণাগমন, কুমারীগমন, অন্ত্যজাগমন রজস্বলাগমন, শরণাগতাগমন, প্রব্রজ্যাবলম্বিনী-গমন এবং ন্যাসীকৃতাগমন গুরুপত্নীগমনের তুল্য। এই সকল অনুপাতকিগণ, মহাপাতকিদিগের ন্যায় অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান বা তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা পবিত্র হইবে; অজ্ঞানকৃত অগম্যাগমনের ও জ্ঞানকৃত অন্য অনুপাতকের ইহা প্রায়শ্চিত্ত।)

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

উৎকর্ষজনক মিথ্যাবাক্যে (যথা শূদ্রের "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ উক্তি) রাজগামী খলতা, (অর্থাৎ রাজার নিকট দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ) গুরুর অলীক-নিন্দা করা, বেদনিন্দা, বেদবিস্মরণ, আহিত অগ্নিত্যাগ, অপতিত মাতা-পিতা-পুত্র-পত্নীত্যাগ, অভোজ্যান্ন-ভোজন, (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্ন ভোজন) অভক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি ভক্ষণ) পরস্বাপহরণ, পরদার গমন, অনুচিত কর্ম্ম, যথা ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা, অসৎপ্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়-হত্যা, বৈশ্য হত্যা, শূদ্র-হত্যা, গোহত্যা, অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয়। অনুজকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের পরিবিত্তিতা, পরিবেদন, তাহাকে অর্থাৎ পরিবিত্তি বা পরিবেত্তাকে কন্যাদান, তাহার অর্থাৎ পরিবিত্তির এবং পরিবেত্তার যাজন, ব্রাত্যতা, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতন দান পূর্ব্বক অধ্যয়ন রাজাজ্ঞাক্রমে সকল যোনিতে অধিকার গ্রহণ করা, মহা-যন্ত্রপ্রবর্ত্তন অর্থাৎ জলপ্রবাহ প্রতিবন্ধ হেতু সেতুবন্ধাদি, দ্রুম, গুল্ম, বল্লী, লতা, এবং ওষধির বিনাশন, স্ত্রীলোককে বেশ্যা করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা অভিচার কার্য্য অর্থাৎ শ্যেনাদি যজ্ঞ করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির মারণ, মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা বশীকরণ; (দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া) কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অগ্নিআধান না করা, দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ না করা; (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়)। চার্ব্বাকাদি অসৎশস্ত্র চর্চ্চা, নাস্তিকতা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ, এবং মদ্যপায়িনী ভার্য্যার সহিত সংসর্গ, এই সকল উপপাতক। (যাজ্ঞবল্ক্য ৬২৬০ পত্র ২২৭ হইতে ২৪২ শ্লোক দেখিবে)। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ, চান্দ্রায়ণ, অথবা পয়াক ব্রত করিবে, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিবে (এই প্রায়শ্চিত্তত্রয় স্থানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে)।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, নগ্ন পুরীষাদি অঘ্রেয় বস্তু এবং মদ্য আঘ্রাণ কর

ভূটিহত্যা, পশু মৈথুন, এবং পুং-মৈথুন; এই সকল পাপ জাতিভ্রংশকর। এতন্মধ্যে জাতিভ্রংশকর কর্ম্মজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে সান্তপন ব্রত, ও অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে প্রাজাপত্য করিবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

(অনুক্ত) গ্রাম্য ও আরণ্য পশু হিংসা, সঙ্করী-করণ। সঙ্করীকরণ পাপ করিলে এক মাস যাবকাহার করিয়া থাকিবে অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিন্দিতের (অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদির) নিকট হইতে ধন গ্রহণ (অর্থাৎ পারিতোষিকাদি গ্রহণ) * বাণিজ্য, কুসীদ জীবন, অসত্যভাষণ, এবং শূদ্র সেবা এই সকল অপাত্রীকরণ পাপ। অপাত্রীকরণ পাপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র বা শীতকৃচ্ছ্র অথবা অভ্যস্ত মহাসান্তপন (অর্থাৎ দুইটী মহাসান্তপন) দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পক্ষী-হত্যা, জলচর-হত্যা এবং মৎস্যাদি জলজ প্রাণীহত্যা, কৃমি-হত্যা ও কীটহত্যা আর মদ্যানুগত (অর্থাৎ মদ্যের সহিত এক পেটকাদিতে আনীত শাকাদি) ভোজন, এই সকল পাপ মলাবহ। তপ্তকৃচ্ছ্র মলিনীকরণ পাপে শুদ্ধিজনক, অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* তাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ উপপাতক বলিয়া গণ্য আর পারিতোষিকাদি গ্রহণ অপাত্রী করণ। অথবা অসৎপ্রতিগ্রহ শব্দে নিন্দিত বস্তুর গ্রহণ, তাহাই উপপাতক, যথা তিলাদি গ্রহণ, আর ম্লেচ্ছাদির নিকট প্রতিগ্রহ, অপাত্রীকরণ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

যে সকল পাপ অনুক্ত রহিল, তাহা প্রকীর্ণক। প্রকীর্ণ পাতকে লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে, অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নরকের বিষয় উক্ত হইতেছে। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সংজীবন, অবীচি, তাপন, সম্প্রতাপন, সংঘাতক, কাকোল, কুড্মল, পূতিমৃত্তিক, লৌহ-শঙ্কু, ঋচীষ, বিষম পন্থান, কণ্টক শাল্মলি, দীপনদী, অসিপত্রবন, এবং লোহচারক. এই সমস্ত নরক। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত অতি পাতকীগণ, পর্য্যায়ক্রমে এক কল্প, এই সকল নরক ভোগ করে। মহাপাতকিগণ, অনুপাতকিগণ এক মন্বন্তর (এক সপ্ততি দিব্য চতুর্যুগে এক মন্বন্তর) উপপাতকিগণ চতুর্যুগ, সঙ্করীকরণ-পাপী, জাতিভ্রংশকর পাপী, অপাত্রীকরণ পাপী এবং মলিনী-করণ পাপী-সকল সংবৎসর সহস্র; আর প্রকীর্ণ পাপীরা (পাপের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে) বহুবর্ষবৃন্দ নরক-ভোগ করে। সকল পাতকিগণ, প্রাণত্যাগের পর যাম্যপথে গমন করিয়া দারুণ দুঃখভোগ করে। তাহারা ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণের কষ্টানুকারী বরবিশেষ দ্বারা যেখান সেখান দিয়া আকৃষ্ট হইয়া অতিকষ্টে নরকে যে প্রকারে উপনীত হয়; সেই প্রকারে কুক্কুর, শৃগাল মাংসাশী কাক, কঙ্ক, বকাদি, অগ্নিতুণ্ড অর্থাৎ ভল্লুকাদি ভুজঙ্গ, এবং বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দংশিত হইতে থাকে। তাহারা অগ্নিদগ্ধ, কণ্টকবিদ্ধ, ক্রকচপাটিত এবং তৃষ্ণাপীড়িত হইতে থাকে; বারংবার ক্ষুধা-পীড়িত, ঘোর ব্যাঘ্রগণ তাড়িত এবং পূযরক্ত-গন্ধে মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। পরকীয় অন্নপানাদিতে লালসান্বিত হইলে, তাহারা ভীষণ কাক কঙ্ক বকাদির ন্যায় বিকটাস্য যমকিঙ্কর কর্তৃক তাড়িত হয়। কোন স্থলে তাহারা তৈল পক্ক হয়, কোন স্থলে মুষল তাড়িত

হয় এবং কোন স্থলে লৌহময় শিলায় পেষিত হইতে থাকে; এবং কোন স্থলে বালু, কোন স্থলে পূয, কোন স্থলে রক্ত, কোন স্থলে বিষ্ঠা এবং কোন স্থলে পূয়গন্ধযুক্ত দারুণ মাংস ভোজন করে; কোন স্থলে অগ্নিমুখ ভীষণ কৃমিগণের ভক্ষ্য দ্রব্য হইয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারে অবস্থান করিতে থাকে। কোন স্থলে তাহারা শীতার্ত্ত হয়, কোন স্থলে বা বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করে, এবং কোন স্থলে সুদারুণ প্রেতমণ্ডলী পরস্পরে পরস্পরকে ভোজন করে, কোন স্থলে ভূতকর্ত্তৃক তাড়িত হয়, কোন স্থলে (বন্ধনে বদ্ধ হইয়া) লম্বমানভাবে থাকে; কোন স্থলে তাহারা শরনিকর-বিক্ষিপ্ত হয়, কোন স্থলে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে। যম-কিঙ্করেরা তাহাদিগের গলায় পা দিয়া থাকে, এবং তাহারা সর্পদেহ রজ্জুতে আবদ্ধ যন্ত্রদ্বারা পীড়িত আর জানু ধরিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে;—ভগ্নপৃষ্ঠ, ভগ্নমস্তক, ভগ্নগ্রীব, ও সূচীকণ্ঠ হইয়া (যাহাদিগের সূচী পরিমিত কণ্ঠনাল) সুদারুণ ও বহু দুঃখভারাক্রান্ত সেই সকল পাপীরা কূটগৃহ প্রমাণ যাতনাক্ষম শরীরদ্বারা এইরূপ পাপ ফল ভোগ করিয়া তির্য্যগ্ জাতিতে বিবিধ দুঃখ ভোগ করে।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সমস্ত নরকে দুঃখভোগ করিয়া পাপিগণের তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। অতিপাতকিগণের পর্য্যায়ক্রমে সকল স্থাবর-যোনিতে, মহাপাতকিগণের কৃমিযোনিতে, অনুপাতকিগণের পক্ষিযোনিতে; উপপাতকিগণের জলজ যোনিতে; জাতিভ্রংশকর পাপিগণের জলচর যোনিতে; সঙ্করীকরণ পাপীদিগের মৃগযোনিতে; অপাত্রী-করণ পাপী দিগের পশুযোনিতে এবং মলিনী-করণ পাপীদিগের মনুষ্য মধ্যে অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম হয়। প্রকীর্ণ পাপে নানাবিধ হিংস্রক্রব্যাদ হইয়া উৎপন্ন হয়। অভোজ্য অন্ন অথবা অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিলে কৃমি হয়; চৌর,—শ্যেনপক্ষী হয়; উৎকৃষ্টপথ যাচিয়া লইলে সর্প; ধান্যহরণ করিলে মূষিক; কাংস্য হরণ করিলে হংস; জলহরণ করিলে জলকুক্কুট,—মধুহরণ করিলে দংশ; দুগ্ধহরণ করিলে কাক, ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুক্কুর; ঘৃতহরণ করিলে নকুল, মাংসহরণ করিলে গৃধ্র; বসা হরণ করিলে মদগু; তৈল হরণ করিলে তৈলপায়িক; লবণ হরণ করিলে চীরী নামক পক্ষিবিশেষ; দধি হরণ করিলে বলাকা; এবং কৌশেয় হরণ করিলে তিত্তির হয়। ক্ষৌমবস্ত্র হরণ করিলে মণ্ডূক; কার্পাসসূত্রোৎপন্ন বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ; গো হরণ করিলে গোধা; গুড় হরণ করিলে বাল্গুদ নামক পক্ষী; গন্ধ হরণ করিলে ছুচুন্দরি, পত্রশাক হরণ করিলে ময়ূর; সিদ্ধান্নাদি কৃতান্ন হরণ করিলে শ্বাবিৎ; আমান্ন হরণ করিলে শল্লক; অগ্নি হরণ করিলে বক, গৃহোপকরণ সূর্প মুষলাদি হরণ করিলে, গৃহকারী অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকাগৃহ নির্ম্মাতা সপক্ষ কীটবিশেষ, রক্তবস্ত্র সকল হরণ করিলে চকোর পক্ষী; গজ হরণ করিলে কচ্ছপ, ফল বা পুষ্প হরণ করিলে মর্কট; স্ত্রীহরণ করিলে ভল্লুক; রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র, পশু হরণ করিলে ছাগল হয়। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পরকীয় যে যে দ্রব্য হরণ—বা অহুৎসৃষ্ট পুরোডাসাদি হবি ভোজন করিলে, অবশ্য তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকেরাও এই প্রকার অপহরণ করিলে পাপী হইবে এবং তাহারা এইসকল জন্তুর ভার্য্যাত্ব লাভ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সমস্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিবার পর প্রাপ্ত তির্য্যগ্‌যোনি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতি হইলে, তাহাতেও এই চিহ্ন সমস্ত উৎপন্ন হয়;—অতিপাতকী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত; ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মাপীড়াগ্রস্ত; সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত; স্বর্ণহারী কুনখী; বিমাতৃগামী অনাবৃতলিঙ্গ; পিশুনের নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়; সূচকের মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়; ধান্যচৌর অঙ্গহীন হয়; ধান্য-মিশ্র অতিরিক্তাঙ্গ হয়;

অন্নাপহারক আমযাবী হয়; বাগপহারক মূক হয়; বস্ত্রাপহারক শ্বিত্র রোগাক্রান্ত হয়; অশ্বাপহারক পঙ্গু হয়; দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রতি গালিগালাজ করিলে মূক হয়; বিষদাতা লোলজিহ্ব হয়; অগ্নিদাতা উন্মত্ত হয়; গুরুর প্রতিকূলতা করিলে অপস্মার রোগাক্রান্ত হয়, গোহত্যা বা (দেবাদিগৃহের) দীপহরণ করিলে অন্ধ হয়; দীপনির্ব্বাণকর্ত্তা কাণ (অর্থাৎ এক চক্ষুহীন) হয়; বাঙ বা চামর বা সীস বিক্রয় করিলে রজক হয়; অশ্বাদি এক শফ্ জন্তু বিক্রয় করিলে মৃগব্যাধ হয়; কুণ্ডের (জারজবিশেষের) অন্নভোজন করিলে ভগাস্য অর্থাৎ মুখে ভগাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়।* চুরি করিলে ঘাণ্টিক অর্থাৎ বৈতালিক—ঘড়িয়াল হয়। কুসীদজীবী ভ্রামর-রোগাক্রান্ত হয়; একাকী মিষ্টভোজী, বাতগুল্ম রোগী হয়; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে খর্ব্বাট হয়; অবকীর্ণী অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ ব্রহ্মচারী শ্লীপদ রোগযুক্ত হয়; অন্যের বৃত্তিহন্তা দরিদ্র হয়; এবং পরপীড়ক ব্যক্তি দীর্ঘরোগাক্রান্ত হয়; এইরূপ কর্ম্মবিশেষবশে, দুষ্টচিহ্নযুক্ত—রোগান্বিত, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, একলোচন, বামন, বধির, মূক, দুর্ব্বল এবং অন্যপ্রকার অর্থাৎ ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে; অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিম্নলিখিত সমস্ত কৃচ্ছ্র-পদবাচ্য হইয়া থাকে। তিন দিন উপবাসী থাকিবে, প্রতিদিন তিনবার স্নান করিবে। প্রতি স্নানেই তিনবার জলমধ্যে অবগাহন, মগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ-জপ করিবে। দিবসে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, রাত্রিতে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে, কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী ধেনু দান করিবে। ইহা অঘমর্ষণ। তিনদিন রাত্রি ভোজন অর্থাৎ নক্ত; তিন দিন দিবা-ভোজন অর্থাৎ একভক্ত; তিন দিন অযাচিত আহার এবং তিন দিন উপবাস করিবে।* ইহার অর্থাৎ এই দ্বাদশ দিনসাধ্য কার্য্যের নাম প্রাজাপত্য। তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে ও তিন দিন উপবাস করিবে;—ইহা তপ্ত-কৃচ্ছ্র। উক্তরূপ শীতল দ্রব্য দ্বারা হইলে, ইহাই শীতকৃচ্ছ্র; অর্থাৎ তিন দিন শীতল জল পান, তিন দিন শীতল ঘৃত পান, তিন দিন শীতল দুগ্ধ পান, ও তিন দিন অনশন;—ইহা শীতকৃচ্ছ্র। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া একবিংশতি দিন অতিবাহিত করার নাম কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। এক মাস সক্তুমিশ্রিত জল-আহার—উদককৃচ্ছ্র; এক মাস মৃণাল-ভোজন—মূলকৃচ্ছ্র; এক মাস বিল্ব-ভোজন বা পদ্ম-বীজ-ভোজন—শ্রীফল-কৃচ্ছ্র; দ্বাদশ দিন উপবাস—পরাক। এক দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক, পান করিবে; দ্বিতীয় দিন উপবাসী থাকিবে,—ইহা সান্তপন। প্রত্যহ অভ্যস্ত গোমূত্রাদি দ্বারা যদি সান্তপন অর্থাৎ এক এক দিন গোমূত্রাদির এক একটী দ্রব্য আহার ও এক দিন উপবাস এই সাত দিন সাধ্য ব্রত মহাসান্তপন। ত্র্যহাভ্যস্ত হইলে, অতিসান্তপন অর্থাৎ এক একটী দ্রব্য তিন দিন করিয়া আহার;—এইরূপ আঠার দিন, ও তিন দিন উপবাস;—এই ব্রতের নাম অতিসান্তপন। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল ও সক্তুর উপবাসান্তরিত আহার, তুলাপুরুষপদবাচ্য, অর্থাৎ এক দিন উপবাস, তৎপরে পিণ্যাক ভোজন, পরদিনে উপবাস তৎপরে আচাম আহার ইত্যাদি। কুশপত্র, পলাশপত্র, উডুম্বর-পত্র, পদ্মপত্র, বট পত্র, শঙ্খপুষ্পীপত্র, ব্রাহ্মীশাক-পত্র; ইহাদিগের এক একটীর কথিত জল অর্থাৎ তাহার সহিত সিদ্ধ জল; এক এক দিন পান করিয়া থাকিলে, (সপ্তাহসাধ্য) পর্ণকৃচ্ছ্র হইবে। কৃতবাপন অর্থাৎ মুণ্ডিত ত্রিকালস্নায়ী, স্থণ্ডিলশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সকল কৃচ্ছ্র করিবে। স্ত্রী-লোক, শূদ্র ও পতিতদিগের সহিত আলাপ করিবে

---

* নন্দপণ্ডিত বলেন, ভগাস্য হয় অর্থাৎ মুখে মৈথুন করিতে দেয়, তাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তির ঐ পাপ কারণ।

* অঘমর্ষণ বিধিতে তিন দিন উপবাসের বিধান আছে, তাহার অনুবৃত্তি করিয়া "তিন দিন উপবাস," ইহা নিবেশিত হইল। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

না; এবং নিত্য পবিত্র প্রণব, জপ ও যথাশক্তি হোম করিবে।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অথ চান্দ্রায়ণ। অবিকৃত গ্রাসে ভোজন করিবে, শুক্ল-পক্ষে চন্দ্রকলা-বৃদ্ধি-অনুসারে, ক্রমে সেই সকল গ্রাস বাড়াইবে। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলাহানি অনুসারে কমাইবে অর্থাৎ শুক্ল-প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস ইত্যাদিরূপে, পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস হইবে, কৃষ্ণপ্রতিপদে চতুর্দ্দশ গ্রাস ইত্যাদি অমাবস্যাতে উপবাস করিবে, ইহা চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রায়ণ (দ্বিবিধ) যবমধ্য ও পিপীলিকা-মধ্য। যে চান্দ্রায়ণের মধ্যস্থলে অমাবস্যা হয়, তাহা পিপীলিকা মধ্য। যাহার পৌর্ণমাসী মধ্যস্থলে হয়, তাহা যবমধ্য। একমাস কাল প্রত্যহ আট গ্রাস করিয়া ভোজন করিলে, তাহা যতিচান্দ্রায়ণ, একমাস-কাল প্রতিদিন দিনের বেলা, চার গ্রাস, ও রাত্রিবেলা চার গ্রাস ভোজন করিবে; তাহা শিশু-চান্দ্রায়ণ। একমাসের মধ্যে যে কোন রূপে, অর্থাৎ কোনদিন একগ্রাস. কোনদিন বা পঁচিশ গ্রাস ইত্যাদি অনিয়মিত রূপে ষষ্টি ন্যূন তিনশত গ্রাস অর্থাৎ দুই শত চল্লিশ গ্রাস, ভোজন করিবে। ইহা সামান্য চান্দ্রায়ণ। হে ভূমি! পুরাকালে সপ্তর্ষিগণ, ব্রহ্ম ও রুদ্র এই ব্রত করায় সর্ব্বমল মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে গুরু-পাপভারাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। তৎক্ষয়ার্থ আপনার জন্য প্রসৃতি-পরিমাণ যাবক পাক করিবে। তৎকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান নিষিদ্ধ, এবং ইহাতে বলিকর্ম্ম, নাই, অপক্ব অথচ পচ্যমান, যাবক এবং, পক্ব যাবক মন্ত্রপূত করিবে। পচ্যমান যাবকের রক্ষা করিবে। তাহার মন্ত্র,—"ব্রহ্মাদেবানাং পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্" এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক চরু-স্থালীকণ্ঠে, কুশবন্ধন করিবে। আর সেই পক্ব যাবক-চরু পাত্রান্তরেও ঢালিয়া ভোজন করিবে। "যে দেবা মনোজাতা মনোজুষঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (ঐ চরু) আপনাতে আহুতি দিবে অর্থাৎ ভোজন করিতে অন্য মন্ত্র পাঠ করিবে না। অনন্তর আচমন করিয়া "আপঃ প্রাণভৃতঃ দুর্ম্মাপো হংসাক সুদরে বরঃ তা অস্মভ্যমনমীবা অপক্ষা অনাগমঃ সন্তু দেবীরমৃতা মতাবৃধ" এই মন্ত্র দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে। মেধার্থী ব্যক্তি এইরূপ তিন দিন ভোজন করিবে, পাপকারী ব্যক্তি ছয় দিন, সাতদিন পান করিলে, মহাপাতকিগণের অন্যতম ও (আত্মাকে) পবিত্র করে। আর দ্বাদশ দিন পান করিলে পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপ-কেও বিনষ্ট করে। একমাস পান করিলে নিজকৃত পূর্ব্বপুরুষকৃত সকল পাপ (বিনষ্ট করে। গোময়ের সহিত বহির্গত যবের যাবক ঐরূপে একবিংশতি দিন পান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যাবক-মন্ত্রপূত করিবার মন্ত্র,—তুমি যব, তুমি ধান্যরাজ, বরুণ তোমার দেবতা, তুমি মধুসংযুত হইয়া সর্ব্ব পাপ বিনাশ কর; অতএব পবিত্ররূপী ঋষিগণ ইহা স্মরণ করিয়াছেন। যবই ঘৃত বা মধু, যবই জল বা অমৃত। হে যবসকল! তোমরা আমার পাপ সকল এবং বাচিক, কায়িক ও মানসিক আমার যে কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে; তাহা পবিত্র কর; অর্থাৎ তাহা হইতে আমাকে মোচিত কর। হে যবগণ! আমার অলক্ষ্মী এবং কালকর্ণী বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার কুক্কুর-শূকরোচ্ছিষ্ট ভোজন, উচ্ছিষ্ট দূষিত-ভোজন, মাতা পিতার অশুশ্রূষা, পবিত্র কর; অর্থাৎ এই সকল কারণোৎপন্ন পাপ বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার গণান্ন, গণিকান্ন, শূদ্রান্ন, জাতশ্রাদ্ধান্ন, চৌরান্ন ও নব

শ্রাদ্ধান্ন; এই সকল ভোজনজনিত পাপ বিশুদ্ধ কর। হে যবগণ। আমার বালধূর্ত্ত অর্থাৎ বালকের প্রতি ধূর্ত্ততা অথবা মূর্খতা ও ধূর্ত্ততা—তত্তৎ কারণোৎপন্ন পাপ; রাজদ্বারকৃত অধর্ম্ম, স্বর্ণস্তেয়, অর্থাৎ সকল মহাপাতক, ব্রত সকলের অপরিপালন; অযাজ্যযাজন ও ব্রাহ্মণ-নিন্দা; এই সকল পাপ হইতে পবিত্র কর।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। এই ব্রত এক বৎসর করিলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকশুক্ল দ্বাদশী পর্য্যন্ত, ঐ নিয়মে ব্রত করিলে; পাপ রাশি হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যাবজ্জীবন এই ব্রত করিলে, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, পুরাণাদি প্রসিদ্ধ, শ্বেতদ্বীপ (ইংলণ্ড নহে) প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষীয় দ্বাদশীতে এক বৎসর কাল এইরূপ করিলে স্বর্গলোক, এবং যাবজ্জীবন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। পঞ্চদশীতেও এইরূপ; অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ণিমা অমাবস্যাতে ঐরূপ করিলে, দ্বাদশীর পক্ষে যে ফল উক্ত হইয়াছে, সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যোগশায়ী কেশবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। যে পূর্ণিমাতে, গগনমণ্ডলে, চন্দ্র ও বৃহস্পতি, এক নক্ষত্র বা এক রাশিস্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হন; সেই পূর্ণিমা ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লদ্বাদশী, বৎসরের মধ্যে মহতী; তাহাতে দান; উপবাস ইত্যাদি কার্য্য অক্ষয় ফলজনক, বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

বনে পর্ণকুটীর করিয়া বাস করিবে। তিন বার স্নান করিবে। নিজদুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত গ্রামে ভিক্ষাচারণ করিবে, তৃণশায়ী হইবে। এই মহাব্রত (অকামত) ব্রহ্মহত্যা বা যোগস্থ ক্ষত্রিয় (যাগস্থ বৈশ্য) গর্ভবতী, রজস্বলা, ক্ষেত্রিগোত্রসম্ভূতানারী অথবা বন্ধু হত্যা করিলে দ্বাদশ বৎসর করিবে। কামতঃ নরপতি বধে এই মহাব্রতই দ্বিগুণ করিয়া করিবে সামান্য ক্ষত্রিয় বধে, পাদোন মহাব্রত করিবে, বৈশ্যবধে অর্দ্ধ, শূদ্রবধে তদর্দ্ধ। এই সকল বিষয়েই শবশিরোধ্বজী হইবে, অর্থাৎ স্বকর-কল্পিত দণ্ডাগ্রে শবমুণ্ড স্থাপন করিয়া রাখিবে। সকল জীবের প্রতি ক্ষমা করিবে। মুণ্ডিত কেশাদি হইয়া একমাস গবানুগমন করিবে। গোগণ আসীন হইলে, উপবেশন করিবে; দণ্ডায়মান থাকিলে দণ্ডায়মান থাকিবে; অবসন্ন হইলে উদ্ধার করিবে; ভয় হইতে রক্ষা করিবে। তাহাদিগের শীতাদি নিবারণ না করিয়া আপনার শীতাদিনিবারণ করিবে না। গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে। দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে; এই গোব্রত, গোবধ করিলে করিবে। গজবধে পাঁচটী নীলবৃষ দান করিবে। তুরগবধে বস্ত্র; গর্দ্দভবধে, মেষবধে ও ছাগবধে এক বৎসরবয়স্ক বৃষ, উষ্ট্রবধে সুবর্ণ কৃষ্ণল প্রদান করিবে। কুক্কুর হত্যা করিলে তিনদিন উপবাসী থাকিবে। মূষিক, মার্জ্জার, নকুল, মণ্ডুক, ডুণ্ডুভ ও অজাগর ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে কৃসরান্ন ভোজন করাইয়া, লৌহদণ্ড দক্ষিণা দিবে। গোধা, পেচক, কাক বা মৎস্য হত্যা করিলে তিন দিন উপবাস করিবে। হংস, বক, বলাকা, মদ্গু, বানর, শ্যেন, ভাস ও চক্রবাক পক্ষী ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। সর্পহত্যা করিলে লৌহময় খনিত্র দিবে। ব্রাহ্মণাদি ব্যতীত ক্লীবহত্যা করিলে এক ভার পলাল প্রদান করিবে বরাহ হত্যা করিলে, ঘৃতকুম্ভ; তিত্তিরি হত্যা করিলে একদ্রোণ তিল; শুক হত্যা করিলে দ্বিবর্ষবয়স্ক

বৎস; ক্রৌঞ্চ হত্যায় ত্রিহায়ণ বৎস ও মাংসাশী মৃগবধে দুগ্ধবতী গাভী, অমাংসাশী মৃগবধে বৎসতরী দান করিবে। অনুক্ত মৃগবধে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। অনুক্ত পক্ষী হত্যা করিলে রাত্রিতে আহার করিবে বা একমাস রজত দান করিবে। জলচর হত্যা করিলে উপবাসী থাকিবে। অস্থিযুক্ত সহস্র প্রাণী অর্থাৎ ক্বকলাসাদি হত্যা করিলে ও পূর্ণ এক শকট অস্থিরহিত প্রাণী হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যা-ব্রত করিবে। অস্থিযুত প্রাণীবধে, ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবে। অস্থিরহিত প্রাণীহিংসায় প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফলপ্রদ বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা ও পুষ্পিত শাখা, ইহাদিগের অন্যতম ছেদনে, গায়ত্রী প্রভৃতি শতমন্ত্র জপ করিবে। অন্নাদিজাত, রসজাত এবং ফলপুষ্পসম্ভূত সর্ব্বপ্রকার প্রাণীহত্যায় ঘৃতভোজন শুদ্ধিজনক। কৃষ্ণ ক্ষেত্রজাত অথবা বনে স্বয়ংজাত ঔষধি—বৃথা অর্থাৎ দেবকার্য্যাদির অনুদ্দেশ্যে ছেদন করিলে একদিন, দুগ্ধমাত্রাহারী হইয়া গবানুগমন করিবে।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুরাপায়ী ব্যক্তি, যজনযাজনাদি সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া একবর্ষ কণমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। মল ও মদ্য সকলের অন্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে। লসুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, এতদ্গন্ধী (অর্থাৎ লসুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড়্বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, বানর এবং গো (এতদন্যতমের) মাংসভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। এই-সকল প্রায়শ্চিত্তেই দ্বিজগণের প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃসংস্কার করিবে। পুনঃসংস্কারকার্য্যে বপন, মেখলা, দণ্ড ভৈক্ষ্যচর্য্যা, ও ব্রহ্মচর্য্য—করিবে না। শশক, শল্লক, গোধা গণ্ডার এবং কূর্ম্ম ব্যতীত অপর পঞ্চনখ জন্তুর মাংসাশনে সাত দিন উপবাস করিবে। গণ, গণিকা, চৌর, বা গায়নের অন্ন ভোজন করিলে সাত দিন দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবী, কদর্য্য, দীক্ষিত, নিগড়াদিবদ্ধ, অভিশস্ত, ক্লীব, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, দাম্ভিক, চিকিৎসাজীবী, লুব্ধক, ক্রূর, নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট-ভোজী, অবীরা স্ত্রী, স্বর্ণকার, শত্রু, পতিত, পিশুন * মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মবিক্রয়ী, সোমরসবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক, কর্ম্মকার, নিষাদ, রঙ্গাবতারী, বেণজীবী, লৌহবিক্রয়ী, শ্বজীবি, শৌণ্ডিক, তৈলিক, চেল-নির্ণেজক, রজস্বলা, এবংসহোপপতি বেশ্যা; ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন ভ্রূণঘাতীর দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, গবাঘ্রাত, জ্ঞানপূর্ব্বক পাদদ্বারা স্পৃষ্ট অবক্ষুত অন্ন মত্তক্রুদ্ধ, ও আতুর, ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন অনর্চ্চিত; অন্নাদি অথবা বৃথামাংস ভোজন করিলেও সাতদিন দুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ১১ পত্র। ১৬০—১৬৭ শ্লোক দেখ)। পাঠীন রোহিত, রাজীব, সিংহ তুণ্ড এবং শকুল ভিন্ন সকল প্রকার মৎস্য ভোজনেই তিন দিন উপবাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। সুরাভাণ্ডস্থ জল পান করিলে, সাতদিন শঙ্খপুষ্পীর সহিত সিদ্ধজল পান করিয়া থাকিবে। মদ্যভাণ্ডস্থ জল পান করিলে পাঁচ দিন ঐ রূপ করিবে সোমপায়ী ব্যক্তি, সুরাপায়ীর মুখগন্ধ আঘ্রাণ করিলে জলমগ্ন অবস্থায় তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করিয়া একদিন থাকিবে। খরমাংস, উষ্ট্র, মাংস বা কাকমাংস ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। অজ্ঞাত মাংস, যাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এ বিষয় নিশ্চয় নাই, সেই পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংস, বধস্থানস্থিত মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংসাশী পশু-পক্ষীর মাংস ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র। কলবিঙ্ক; জলকুক্কুট, চক্রবাক, হংস রজ্জুদাল, সারস, দাত্যূহ (অর্থাৎ কাক বিশেষ,) শুক, সারিকা, বক, বলাকা, কোকিল ও খঞ্জন, পক্ষী ভোজনে তিনদিন উপবাস করিবে। একশফ অর্থাৎ

---

* কুল্লুকভট্ট বলেন, পিশুন শব্দে অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী।

অশ্বাদি, ও উভয় দন্ত অর্থাৎ গজাদি ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। তিত্তিরি, কপিঞ্জল লাবক বর্ত্তিকা ও ময়ূর ব্যতীত (অনুক্ত) সকল পক্ষীমাংস ভোজনেই অহোরাত্র উপবাস করিবে। কীট, ভোজনে একদিন (দিনমাত্র অহোরাত্র নহে) ব্রাহ্মীশাকের ক্বাথজল পান করিবে। কুক্কুর মাংসাসনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ছত্রাক, ও কবক অর্থাৎ ছত্রাকবিশেষ ভোজনে সান্তপন। যববিকার, গোধূমবিকার, দুগ্ধবিকার, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ভোজ্য, ও শুক্ত অর্থাৎ কালবশে অম্লভাব প্রাপ্ত; খাণ্ডব ব্যতীত যাহা পর্য্যুষিত, তদ্ভোজনে উপবাস করিবে। ছেদনোৎপন্ন নির্য্যাস, বিষ্ঠাদিজাত বস্তু, রক্তবর্ণ বৃক্ষ-নির্য্যাস, শালুক, দেবাদির উদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত, কৃসর * সংযাব, পায়স, অপূপ, শষ্কুলী, নৈবেদ্যার্থ-অন্ন (নিবেদনের পূর্ব্বে), পুরোডাসাদি হবি (হোমের পূর্ব্বে), গো, অজা, মহিষী ব্যতীত (অপর সকলের) দুগ্ধ, অনির্দ্দশাহ সেই সকল অর্থাৎ গো, অজা ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্দিনী অর্থাৎ স্রবৎস্তনী, সন্ধিনী, ও বৎসহীনা, গাভীর দুগ্ধ, বিষ্ঠাদিভোজী গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ, এবং দধি ব্যতীত কেবল শুক্তাভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে ও একদিন জলে অবস্থান করিবে। মধুপান, মাংসভোজনেও প্রাজাপত্য করিবে। বিড়াল, কাক, নকুল, বা মূষিকের উচ্ছিষ্ট ভোজনে মাত্র ব্রাহ্মীশাক-রস পান করিবে। কুক্কুরোচ্ছিষ্ট ভোজনে একদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। পঞ্চনখ জন্তুর বিষ্ঠামূত্র ভোজনে সাতদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। আমশ্রাদ্ধ ভোজন করিলে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে, শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে ব্রাহ্মণ সাতদিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্ট ভোজনে পাঁচদিন, ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট ভোজনে তিনদিন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোজনে একদিন, দুগ্ধপান করিয়া জীবনধারণ করিবে। শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় পাঁচ দিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী তিনদিন এবং শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্যও তিনদিন দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্য এক দিন এইরূপ করিবে। চণ্ডালের অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির আমান্ন ভোজনে তিন দিন উপবাস করিবে; আর সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে পারাক ব্রত। বিপ্র, মন্ত্র দ্বারা অসংস্কৃত পশু কোনরূপেই ভোজন করিবে না। পরন্তু সনাতন নিয়মের অনুগামী হইয়া মন্ত্র-সংস্কৃত পশু ভোজন করিতে পারিবে। পশুঘাতী ব্যক্তি ইহলোকে যাগাদি-উদ্দেশ ব্যতীত বৃথা পশু-হত্যা করিলে, পশুশরীরে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখানুভব ও নরক ভোগরূপ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্যই পশুগণের সৃজন করিয়াছেন। যজ্ঞও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ, অতএব যজ্ঞে যে বধ হয়, তাহা বধের মধ্যেই গণ্য নহে, সুতরাং পাপজনক হইবে না। বৃথা মাংস-ভোজীর, পরলোকে যাদৃশ পাপভোগ হয়, ধনার্থী মৃগঘাতীর, তাদৃশ পাপভোগ হয় না। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, তির্য্যক্, ও পক্ষীসকল, যজ্ঞার্থে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, পুনর্ব্বার উন্নতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গন্ধর্ব্বাদি-যোনি প্রাপ্ত হয়। মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য, ও দেবকার্য্য—এই সকল কর্ম্মেই পশুগণের হিংসা করিবে, অন্যকর্ম্মে কোন রূপেই হিংসা করিবে না, বেদার্থতত্ত্বাভিজ্ঞ দ্বিজ, যজ্ঞার্থে পশু হিংসা করিলে, আপনাকে ও পশুগণকে উত্তমা গতি লাভ করান। গৃহবাসী, গুরুকুলবাসী, বা অরণ্যবাসী আত্মবান্ দ্বিজ আপৎকালেও অবেদবিহিত হিংসা করিবে না। চরাচর যে বেদবিহিত হিংসা নিয়ত আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেন না বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ। যে ব্যক্তি নিজসুখ-অভিলাষে অহিংসক প্রাণীসকলের হিংসা-করে, সে, জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর কোন স্থানেই সুখলাভ করে না। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের বধবন্ধন—ক্লেশ প্রদানে অনিচ্ছুক,

* কুল্লূকভট্ট বলেন, তিলের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন, তিল ও মুদ্গের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর।

সর্ব্বহিতৈষী সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে। যে ব্যক্তি কাহারও হিংসা করে না, সে ধর্ম্মবিষয়ক যাহা চিন্তা করে, ধর্ম্মসাধন যাহা করে, এবং যে সকল পরমার্থ জ্ঞানা দিতে মনোনিবেশ করে, অনায়াসে তাহা প্রাপ্ত হয়। প্রাণীহিংসা না করিলে কখনই মাংস হয় না, প্রাণীবধও স্বর্গজনক নহে অর্থাৎ নরক গমনের হেতু, অতএব মাংস পরিত্যাগ করাই বিধি। মাংসের উৎপত্তি ও প্রাণিগণের বধবন্ধন ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল মাংসভক্ষণ হইতেই নিবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি, পিশাচবৎ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না অর্থাৎ পিশাচেরা যেমন অবৈধ মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তেমন করে না; সে ব্যক্তি, লোকের প্রীতিভাজন হয় এবং ব্যাধিপীড়িত হয় না। অনুমন্তা অর্থাৎ যাহার অনুমতিব্যতীত হত্যা হয় না; বিশসিতা অর্থাৎ যে হত পশুর অঙ্গসকল অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে—কর্ত্তন করে; হত্যাকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক ও ভক্ষক, ইহারা (সকলেই) ঘাতক অর্থাৎ পশু হিংসার পাপভাগী। যে ব্যক্তি পিতৃগণের ও দেবগণের পূজা না দিয়া পরকীয় মাংস দ্বারা কেবল স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা অপেক্ষা আর পাপী নাই। যে ব্যক্তি একশত বর্ষকাল বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে; তাহার এবং যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার, পুণ্যফল সমান। মাংস পরিত্যাগে যে ফল পাওয়া যায়, দিব্য অর্থাৎ পবিত্র ফল মূল ভোজন বা বানপ্রস্থ ভোজ্য নীবারাদি অন্ন ভোজ্য দ্বারা সেফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আমি ইহলোকে যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, "মাংসঃ" আমাকে সে পরলোকে ভোজন করিবে। পণ্ডিতগণ, মাংস শব্দের ইহাই মাংসত্ব (মাংস নাম হইবার কারণ) বলিয়া থাকেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অশীতি রক্তিকার অন্যূন ব্রাহ্মণস্বামিক স্বর্ণাপহারী, রাজাকে আপনার দুষ্কর্ম্মের কথা বলিয়া একটী মুষল অর্পণ করিবে। রাজকৃত সেই মুষলাঘাতে হত হইয়া বা ত্যক্ত অর্থাৎ হত না হইয়া, পবিত্র হইবে। অথবা দ্বাদশ বৎসর মহাব্রত করিবে। গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলেও দ্বাদশ বর্ষ মহাব্রত করিবে। ধন, ধান্য অপহরণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। দাস, দাসী, কূপক্ষেত্র ও বাপী অপহরণে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অল্প মূল্য দ্রব্যাপহরণে সান্তপন করিবে। মোদকাদি ভক্ষ্য, ওদনাদি ভোজ্য, পানীয়, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পান। তৃণ, কাষ্ঠ, দ্রুম, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম ও আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ ও কাংস্য, অপহরণে দ্বাদশ দিন তণ্ডুলাদির কণা ভোজন করিয়া থাকিবে। কার্পাস, কৌষেয় এবং ঊর্ণাদি অপহরণে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। গবাদি দ্বিশফ ও অশ্বাদি একশফ হরণে তিন দিন উপবাস করিবে। পক্ষী, চন্দনাদি গন্ধ, ওষধি, রজ্জু এবং বৈদল অর্থাৎ সূক্ষ্ম বেণুখণ্ড নির্ম্মিত সূর্প ব্যঞ্জনাদি অপহরণে একদিন উপবাস করিবে। অপহৃত দ্রব্য কোন উপায়ে প্রকৃত ধনাধিকারীকে দিয়াই তদনন্তর পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধাতিক্রমে পুরুষ যে যে দ্রব্য অপহরণ করিবে, যে যে জাতিতে জন্ম হউক না কেন, তাহাতে সেই সেই দ্রব্যের অভাব থাকিবে। যেহেতু জীবন, ধর্ম্ম এবং সমস্ত অভিলষিত বস্তু, ধনের উপর নির্ভর করে, অতএব যাহাতে কাহারও ধনহানি করা না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসাকারী, আর যে ব্যক্তি ধনহিংসাকারী অর্থাৎ চৌর; তাহাদিগের মধ্যে ধনহিংসাকারী অতিশয় দুঃখ পাইয়া থাকে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগম্যাগমন করিলে, চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া মহাব্রত বিধি অনুসারে এক বৎসর কাল প্রাজাপত্য করিবে। পরস্ত্রী গমনেও ঐ ব্রত। গো-গমনে গোব্রত করিবে। পুরুষে, অযোনিতে, আকাশে, (করব্যাপারাদি দ্বারা) জলমধ্যে অথবা গো-যানে মৈথুন করিলে, সবস্ত্র স্নান করিবে। চাণ্ডালীগমনে তজ্জাতি সমানতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালী-গমনে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে। পশুগমনে বা বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্য করিবে; একবার ব্যভিচারিণী স্ত্রী পুরুষের পরদার গমনে যে ব্রত, তাহা করিবে। দ্বিজ একরাত্র বৃষলী সেবনে যে পাপ করে, তাহা বিনষ্ট করিতে, তিন বর্ষ নিত্য ভিক্ষায় ভোজন ও জপ করিতে হয়।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

যে পাপাত্মা, যাঁহার সহিত সংসৃষ্ট হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পাপীর সংসর্গী, সেই ব্যক্তি তদীয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পঞ্চনখ মরণ-দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে জলপান করিলে, ব্রাহ্মণ তিন দিন; ক্ষত্রিয় দুই দিন, ও বৈশ্য একদিন উপবাস করিবে। শূদ্র রাত্রিতে ভোজন করিবে। সকল দ্বিজই ব্রতান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে। শূদ্র পঞ্চগব্য পান করিবে না। যদি শূদ্র পঞ্চগব্য পান করে এবং ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই মহারৌরব নামক নরকে গমন করে। পর্ব্ব এবং পীড়া ব্যতীত ঋতুকালে পত্নী গমন না করিলে, তিন দিন উপবাসী থাকিবে। কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। মূত্রত্যাগ বা বিষ্ঠাত্যাগ করিয়া জল শৌচ না করিলে, সবস্ত্র স্নান ও মহাব্যাহৃতি হোম কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পর মৈথুন করিলে সবস্ত্র স্নানান্তে অষ্টোত্তর শত বার গায়ত্রী জপ করিবে। কুক্কুর শৃগাল, বিড়্বরাহ, গর্দ্দভ, বানর, কাক, এবং বেশ্যাকর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, নদীতে গিয়া ষোড়শবার প্রাণায়াম করিবে। অধীতবেদ বিস্মৃত হইলে, এবং আহিত অগ্নি ত্যাগ করিলে একবৎসর কাল ত্রিকালস্নায়ী ও স্থণ্ডিলশায়ী হইবে এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন একবারমাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথাদি প্রয়োগ করিলে, গুরুর অলীক নিন্দা করিলে বা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে, একমাস দুগ্ধ খাইয়া থাকিবে। নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি, কৃতঘ্ন, কূটব্যবহারী ও ব্রাহ্মণবৃত্তিঘ্ন ইহারা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবে। পরিবিত্তি; পরিবেত্তা; যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় নাই সেই কন্যা; কন্যাদানকর্ত্তা এবং যাজক চান্দ্রায়ণ করিবে। গোমনুষ্যাদি প্রাণী, ভূমি, ধর্ম্ম ও সোমরস বিক্রয় করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। আর্দ্রক, যবাদি ওষধি, গন্ধপুষ্প, ফল, মূল, চর্ম্ম, বেত্র, বৈদল, তুষ, কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, দুগ্ধ, পিণ্যাক, তিল ও তৈল বিক্রয় করিলে প্রাজাপত্য করিবে। শ্লেষ্মা, শুকফল, লাক্ষা, মধুচ্ছিষ্ট (মোম) শঙ্খ, শুক্তি, বাঙ্, সীস, কৃষ্ণ লৌহ (চুম্বক) তাম্র এবং গণ্ডারশৃঙ্গময় পাত্র বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। রক্তবস্ত্র, রাঙ, রত্ন, গন্ধ, গুড়, মধু, রস এবং ঊর্ণা বিক্রয় করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, (রাঙ ও গন্ধের পুনর্গ্রহণ, মিশ্রিত রাঙ্ ও মিশ্রিত গন্ধের বিক্রয়ে প্রায়শ্চিত্ত লাঘব জ্ঞাপনার্থ)। মাংস, লবণ, লাক্ষা ও ক্ষীর বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে (লাক্ষার পুনর্গ্রহণ মিশ্রিত লাক্ষা-বিক্রয়েও প্রায়শ্চিত্ত সাম্য জ্ঞাপনার্থ)। এবং অবিক্রয় বিক্রয়ীর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। উষ্ট্র বা গর্দ্দভ আরোহণে গমন, নগ্ন-অবস্থায় স্নান, নিদ্রা বা ভোজন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। একাগ্রচিত্তে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ, একমাস গোষ্ঠে অবস্থিতি ও ৩ দিনমাত্র দুগ্ধ পান করিলে অসৎ প্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। অযাজ্য যাজন, পরকীয় আবসানিক কার্য্য এবং সকল অভিচার করিলে, তিনি প্রাজাপত্য দ্বারা সেই পাপকে বিনষ্ট করিতে পারে। যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অনুবচন হয় নাই (অর্থাৎ ব্রাত্য), তাহাদিগকে তিন প্রাজাপত্য করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে। যে সকল

দ্বিজ, বিকর্ম্মস্থ এবং ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত, তাহাদিগেরও এই প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ দিবে। ব্রাহ্মণগণ নিন্দিত-কর্ম্ম করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করেন, তাহার পরিত্যাগ গায়ত্রী প্রভৃতি জপ ও তপশ্চরণ দ্বারা সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম লঙ্ঘন ও স্নাতক ব্রত লোপে উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডোদ্যম করিলে প্রাজাপত্য, দণ্ডনিপাতনে অতিকৃচ্ছ্র, আর রক্তোৎপাদনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপাচারীদিগের সহিত কোন কার্য্য করিবে না, আর ইহারা কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগের আর নিন্দা করিবে না। বালঘ্ন, কৃতঘ্ন, শরণাগতঘাতী ও স্ত্রীঘাতিগণ ধর্ম্মতঃ বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিবে না। যাহার বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষ; সেই বৃদ্ধ ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক; স্ত্রীলোক এবং রোগী অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্তভাগী হইবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল না, তাহাদিগের শমার্থ,—পাপীর শক্তি ও পাপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে।

চতুঃপঞ্চাশত অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রহস্য প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইতেছে। ব্রহ্মহত্যাকারী, একমাস কাল, প্রত্যহ নদীতে গিয়া স্নান, ষোড়শবার প্রাণায়াম ও একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র হইবে। কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। সুরাপায়ী ব্যক্তি, অঘমর্ষণ ব্রত করিয়া পবিত্র হইবে, স্বর্ণাপহারী দশসহস্র বার সন্তাপ করিয়া পবিত্র হইবে। আর বিমাতৃগামী তিন দিন উপবাসী থাকিয়া, পুরুষসূক্ত মন্ত্র, জপ ও উক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পবিত্র হইবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সকল পাপের নাশক, তেমনি অঘমর্ষণসূক্ত সর্ব্ব পাপনাশক। দ্বিজ সর্ব্ব পাপক্ষয়ার্থ প্রাণায়াম করিবে। দ্বিজের সকল পাপই প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস সংযম করিয়া সব্যাহৃতি (ভূঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি সহিত) সপ্রণবা গায়ত্রী মস্তকের সহিত (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্র—মস্তক) তিনবার মনে মনে পাঠ করিবে। ইহা প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে (প্রণব ঘটক) অকার, উকার ও মকার, এবং ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ; ইহা দোহন করিয়া লইয়াছিলেন; অর্থাৎ ইহাই তিনবেদের সার। পরমেষ্ঠি প্রজাপতি তৎ ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্রের তিন পাদ, তিন বেদ হইতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। উভয় সন্ধ্যা সময়ে এই অক্ষর (অর্থাৎ প্রণব) এবং ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী জপ করিলে, বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তির তিন বেদ অধ্যয়নে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্য লাভ হয়। দ্বিজ, গ্রামবহির্ভাগে গায়ত্রী, প্রণব ও ব্যাহৃতি, এই তিন মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে এক মাসে, ত্বক হইতে সর্পের মত, মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এই তিনমন্ত্র, ও যথাকালে, স্বীয় নিত্য কর্ম্ম দ্বারা বিযুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি, সাধুসমাজে নিন্দাভাজন হয়। অবিনাশী ওঙ্কারপূর্ব্বিকা তিন মহাব্যাহৃতি, এবং ত্রিপদ গায়ত্রী, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া তিন বর্ষ প্রত্যহ এই গায়ত্রী জপ করে, সে ব্যক্তি, বায়ুর মত কামচারী, ও আকাশবৎ অবয়বশূন্য হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। একাক্ষর (অর্থাৎ ওঙ্কার) পরব্রহ্ম; প্রাণায়াম সর্ব্বাপেক্ষা পাপনাশক; সাবিত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; মৌন অপেক্ষা সত্য কথা উৎকৃষ্ট। বেদোক্ত সকল হোমযোগাদি কার্য্যই নশ্বর, কিন্তু অক্ষর (প্রণব) ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া, অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞেয়, যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মাই ওঙ্কার। দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে জপযজ্ঞ দশগুণে—উপাংশুজপ শত গুণে ও মানসজপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। বিধি-যজ্ঞের সহিত যোগ, বলি কর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথি ভোজন, এই যে

চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ, সেই সমস্ত, জপ যজ্ঞের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে; অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। ব্রাহ্মণ অন্য কিছু করুক বা না করুক। ব্রাহ্মণ, জপ দ্বারাই নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ করে; যেহেতু, ঐ সর্ব্বপ্রাণিমিত্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মে লীন হয়; ইহা আগমে উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্ববেদের মধ্যে যে কয়টী বিশেষ পবিত্র, তাহা নিরূপিত হইতেছে। এই সকল মন্ত্র-জপ ও এই সকল মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া দ্বিজগণ পূত হয়। অঘমর্ষণ, দেবকৃত, শুদ্ধবতী, তরৎসমন্দীয়, কুষ্মাণ্ডী, পাবমানী, দুর্গাসাবিত্রী, অতীষঙ্গ, পদস্তোভ, ব্যাহৃতি—সামগণ, ভারুণ্ড, চন্দ্রসাম, পুরুষব্রত—সামদ্বয়, অবলিঙ্গ—আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি, বার্হস্পত্য, গোসূক্ত, আশ্বসূক্ত, চন্দ্রসূক্ত—সামদ্বয়, শতরুদ্রিয়, অথর্ব্বশিরঃ, ত্রিসুপর্ণ, মহাব্রত, নারায়ণী এবং পুরুষসূক্ত আজ্য, দোহত্রয়, রথন্তর, অগ্নিব্রত, বামদেব এবং বৃহৎসাম; এই সকল মন্ত্র গীত হইয়া প্রাণীদিগকে পবিত্র করে এবং গানকর্ত্তা যদি ইচ্ছা করে, ত জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

কাহারা ত্যাজ্য, ইহা কথিত হইতেছে, যথা ব্রাত্য, পতিত এবং তিন পুরুষ যাবৎ মাতা পিতা উভয় পক্ষই যাহাদিগের অপবিত্র, তাহারা পরিত্যাজ্য। ইহারা সকলেই অভ-জ্যান্ন এবং অপ্রতিগ্রাহ্য ধন (অর্থাৎ) ইহাদিগের কাহারও অন্নভোজন করিবে না এবং প্রতিগ্রহ করিবে না। যাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা অনুচিত, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজ প্রতিগ্রহ দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যে দ্রব্যসকলের প্রতিগ্রহবিধি না জানিয়া প্রতিগ্রহ করে, সে দাতার সহিত নরকমগ্ন হয়। প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ না করে, সে দাতার লোক প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অভয়, আমিষ, মধু, শয্যা, আসন, গৃহ, পুষ্প, দধি ও শাক, এই সকল বস্তু দানার্থ উদ্যত হইলে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। সম্মুখে আনীত ভিক্ষা, আহ্বানপূর্ব্বক দিতে চাহিলে, তাহা দুষ্কার্য্যকারীর নিকটেও লওয়া যায়, ইহা ব্রহ্ম মানিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই ভিক্ষা গ্রহণ না করে, পিতৃগণ তাহার দত্ত কব্য, পঞ্চদশ বর্ষ ভোজন করেন না, অগ্নিও (তৎপ্রদত্ত) হব্য দেবগণকে প্রদান করেন না। ক্ষুধার্ত্ত গুরুজন ও ভৃত্যবর্গের ক্ষুধা মোচনার্থ আর পিতৃলোক ও দেবগণের পূজনার্থ, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের তৃপ্তিসাধন করিবে না। তদ্বৎ-প্রতিগ্রহ সমর্থ ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্যও কুলটা, ক্লীব, পতিত এবং শত্রুগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের মৃত্যু হইলে, অথবা তাঁহারা জীবিত থাকিতেও তদ্ব্যতীত গৃহে থাকিলে, আত্মবৃত্তি নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বদা সাধুগণের নিকটেই প্রতিগ্রহ করিবে। আর্দ্ধিক অর্থাৎ অর্দ্ধসীরী, কুলমিত্র, নিজদাস, নিজ গোপালক নিজ নাপিত এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য * (যাজ্ঞ ১২ পত্র ১৬৫ শ্লোক)।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

গৃহাশ্রমীর অর্থ, তিনপ্রকার হইয়া থাকে,—শুক্ল, শবল, ও কৃষ্ণ। শুক্ল অর্থ দ্বারা ইহলোকে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা দৈবত্ব; শবল দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা মনুষ্যত্ব এবং কৃষ্ণ

*পরাসর সংহিতাতে এই বচনের অর্থান্তর লিখিত হইবে, কিন্তু তাহা মিতাক্ষরার মূলক ভট্টাদির অস্ফুট লিখিত বলিয়া এ স্থানে বিবৃত হইল না।

দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা তির্য্যক্। নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে উপার্জ্জিত সকল অর্থই শুক্ল অর্থ। অনন্তর বৃত্তি, (যথা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন-শবল অন্তরিত বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, প্রীতিদায় (অর্থাৎ বন্ধুত্ব সূত্রে প্রাপ্ত) এবং ভার্য্যার সহিত প্রাপ্ত (অর্থাৎ বিবাহ লব্ধ) ধন, অবিশেষে সকলেরই শুক্ল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। উৎকোচপ্রাপ্ত শুল্ক প্রাপ্ত, অবিক্রেয়-বিক্রয়-প্রাপ্ত, উপকৃতের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন, শবল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পার্শ্বিক অর্থাৎ চামর চালনাদি দ্বারা লব্ধ দ্যূতপ্রাপ্ত, চৌর্য্য-প্রাপ্ত, প্রতিরূপক অর্থাৎ কৃত্রিম সুবর্ণাদি প্রস্তুত করিয়া উপার্জ্জিত, দস্যুতাদি সাহস দ্বারা উপার্জ্জিত এবং ছলপূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনুষ্য, যাদৃশ ধন দ্বারা যে কোন কার্য্য করে, ইহলোক ও পরলোকে সেই কর্ম্মের তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টপঞ্চাশত অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রমী বৈবাহিক অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোমাদি পাক যজ্ঞ করিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র করিবে। দেবগণের হোম করিবে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দর্শপূর্ণ মাস যাগ করিবে। প্রতি অয়নে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে) পশু দ্বারা (যাগ করিবে); শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্রয়ণ যাগ করিবে, অথবা ব্রীহিপাক সময়ে ও ধান্যপাক সময়ে (অগ্রয়ণ যাগ করিবে)। তিন বর্ষের অধিক চলিবার উপযুক্ত ধান্যসম্পন্নব্যক্তি প্রতিবর্ষে সোমযাগ করিবে, ধনাভাব হইলে বৈশ্বানর যাগ করিবে। যাগে শূদ্রলব্ধ অন্ন প্রদান করিবে না। যজ্ঞ উদ্দেশে ভিক্ষা করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই যজ্ঞে ব্যয় করিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে, বৈশ্বদেব হোম করিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া অর্চ্চিত ভিক্ষা দান করিলে গোদান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু অভাবে, ভিক্ষুদের অন্ন গাভীদিগকে দিবে। কিংবা বহ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। গৃহস্বামীর ভোজনের পরও অন্ন থাকিলে, তৎকালে উপস্থিত ভিক্ষুকে; ফিরাইয়া দিবে না। কণ্ডণী (উদু-খল মুষল) পেষণী (শিল নোড়া) চুল্লী (আখা) জলাধার কলস, উপস্কর (সর্ম্মাজ্জনী প্রভৃতি) গৃহস্থের এই এই পাঁচটী সূনা অর্থাৎ জীবহত্যার স্থান। তৎপাপ নিষ্কৃতির জন্য, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ করিবে। ইহার নাম পঞ্চযজ্ঞ। বেদাধ্যয়ন বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ; হোম দেবযজ্ঞ, বলিকর্ম্ম, (সর্ব্বভূতোদ্দেশে অন্নদান) ভূতযজ্ঞ, পিতৃতর্পণ পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসৎকার, মনুষ্যযজ্ঞ। যে, দেবতা (ভূতবর্গ) অতিথি, পোষ্য, (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতি, পিতৃলোক এবং আত্মা এই পাঁচ ব্যক্তির নির্ব্বপণ (অন্নদান) না করে, সে জীবন্মৃত। ব্রহ্মচারী যতি এবং ভিক্ষু (অর্থাৎ বানপ্রস্থ)। ইহারা গৃহস্থাশ্রম হইতেই জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, অতএব ইহারা অভ্যাগত হইলে, গৃহস্থ ইহাদিগের অবমাননা করিবে না। গৃহস্থই যাগ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দান করে, অতএব গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথিবর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাবিরোধী অর্থ এবং ধর্ম্মাবিরোধী কাম,) সেবা, সর্ব্বদা অন্নদান, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-সৎকার, স্বাধ্যায় সেবা (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি) এবং পিতৃতর্পণ যথাবিধি এই সকল কার্য্য করিলে, গৃহস্থ ইন্দ্রলোকে গমন করে।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ চারিদণ্ড অরুণোদয় কাল, তাহার প্রথম দুই দণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ, দিবসে ও প্রাতঃ সায়ং উভয় সন্ধ্যাকালে,

উত্তর মুখ হইয়া। প্রস্রাব বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। তৃণাদিদ্বারা অনাবৃত ভূভাগে ফালকৃষ্ট ভূমিতে যজ্ঞীয়বৃক্ষ ছায়াতে ক্ষারযুক্ত ভূমিতে শাদ্বল স্থানে প্রাণীযুক্ত স্থানে, গর্ত্তে বাল্মীকে পথে রথ্যাতে উচ্চপথে পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি বস্তুর উপরে উদ্যানে উদ্যান সমীপে বা জল সমীপে অঙ্গারে ভস্মে গোময়ে গোষ্ঠে আকাশে জলে বায়ু, অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য স্ত্রীলোক গুরুজন এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে মস্তক অবগুণ্ঠিত না করিয়া মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে না। লোষ্ট্র ইষ্টকাদিদ্বারা মলদ্বার মার্জ্জনা করিয়া, শিশ্ন গ্রহণ পূর্ব্বক, উত্থান করিবে। তদন্তে উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকাদ্বারা গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। প্রস্রাব দ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার এবং হস্তে (অর্থাৎ বাম হস্তে) দশবার, দুই হাতে সাতবার, দুই পায়ে তিনবার তিনবার, মৃত্তিকা দিবে। ইহা গৃহস্থের শৌচ; ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর; ত্রিগুণ, বানপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতিদিগের। এইরূপ শৌচে গন্ধাদি দূর না হইলে, গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। ইহার ক্রমে গন্ধাদি দূর হইলেও উক্ত সংখ্যানুসারে শৌচ হইবে, ইহা বিধি। (রঘুনন্দনের মতে গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ অনুপনীতাদির পক্ষে)।

ইতি ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

পলাশের দন্তধাবন মুখে দেওয়া উচিত নহে। শ্লেষ্মাতক, অরিষ্ট, বিভীতক, ধব এবং বন্ধন বৃক্ষেরও নহে। বন্ধুক, নির্গুণ্ডী, শিগ্রু, তিল্ব এবং তিন্দুক বৃক্ষেরও নহে। কোবিদার, শমী, পীলু, পিপ্পল, ইঙ্গুদ, গুগ্গুল বৃক্ষেরও নহে। পারিভদ্রক, অম্লিকা, মোচক, শাল্মলী, এবং শণসম্ভূত নহে। মধুর অর্থাৎ যষ্টিমধু প্রভৃতির নহে। অম্ল অর্থাৎ আমলকী প্রভৃতির নহে। অর্থাৎ এই সকল বৃক্ষ-শাখার কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে না। ঊর্দ্ধশুষ্ক কাষ্ঠ নহে, পিচ্ছিল (কাষ্ঠ) নহে, দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখ হইয়াও নহে। উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া বট, অসন, অর্ক, খদির, করঞ্জ, বদর, শাল, নিম্ব, অরিমেদ, অপামার্গ, মালতী, ককুভ এবং বিল্ব ইহাদিগের অন্যতম বৃক্ষ শাখাসম্ভূত, কষায়, তিক্ত, কিংবা কটু-রসযুক্ত, (দন্তধাবন কাষ্ঠ) মুখে দিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত স্থূল, সত্বচ, এবং দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত দন্ত ধাবন কাষ্ঠ মৌনাবলম্বী হইয়া প্রাতঃকালে মুখে দিবে। সেই কাষ্ঠ প্রক্ষালণ পূর্ব্বক মুখে দিয়া অশুচি রহিত স্থানে যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। আর অমাবস্যাতে কদাচ দন্তধাবন কাষ্ঠ মুখে দিবে না।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিজাতিদিগের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে প্রাজাপত্য নামক তীর্থ; অঙ্গুষ্ঠমূলে, ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগে দৈব এবং তর্জ্জনীমূলে পিত্র্যতীর্থ, জানুমধ্যে হস্ত রাখিয়া পবিত্র দেশে সুখাসীন, তন্মনস্ক, প্রশান্তচিত্ত এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া—যাহা অগ্নি দ্বারা তাপিত নহে, ফেনিল নহে; শূদ্র কর্ত্তৃক বা এক হস্ত দ্বারা আনীত নহে, এবং অক্ষার, সেই জল দ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা তিনবার জল স্পর্শ করিবে। দুইবার মার্জ্জন করিবে। জলদ্বারা ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র (নাসা চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে)। দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ) (১) ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩),) যথাক্রমে হৃদয়গামী (১), কণ্ঠগামী (২) ও তালুগামী (৩) জলদ্বারা পবিত্র হ'ন। আর স্ত্রী শূদ্র, একবার মাত্র ওষ্ঠপ্রান্তস্পৃষ্ট জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে।*

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* তালুস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্ত্রীশূদ্র ও শুদ্ধ হইবে। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যোগক্ষেমের জন্য রাজার নিকট গমন করিবে। একাকী, পথ চলিবে না। অধার্ম্মিক দিগের সহিত, শূদ্রগণের সহিত না, শত্রুদগের সহিত না, অতি প্রত্যুষে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নকালে না, জলের নিকট দিয়া না, অতিশীঘ্র না, রাত্রিকালে না, সর্ব্বদা বা হিংস্র, রোগী কিংবা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না, হীনাঙ্গ (বাহন) দ্বারা না, দুর্ব্বল (বাহন) দ্বারা না, বলীবর্দ্দ দ্বারা না, উদ্দাম (বাহন) দ্বারা না, (অর্থাৎ যথাসম্ভব ইহাদিগের সহিত, এসকল সময়ে এবং এই সকল যানে পথ চলিবে না)। বাহনদিগের ঘাস জল না দিয়া আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিবে না, চতুষ্পথে অবস্থান করিবে না, রাত্রিতে বৃক্ষমূলে না, শূন্যগৃহে না, তৃণের উপর না, পশুদিগের বন্ধনাগারে না, কেশ, তুষ, কপাল, অস্থি, ভস্ম বা অঙ্গারে না, কার্পাশবীজে না, (অর্থাৎ এই সকল স্থানে অবস্থান করিবে না), চতুষ্পথ, দেবপ্রতিমা, প্রজ্ঞাতবনস্পতি, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা পূর্ণকুম্ভ, আদর্শ, ছত্র, ধ্বজ-পতাকা, শ্রী বৃক্ষ, শবাবক নন্দ্যাবর্ত্ত (অর্থাৎ রাজ গৃহবিশেষ), তালবৃন্ত চামর অশ্ব হস্তী ছাগ গাভী দধি দুগ্ধ মধু গৌর সর্ষপ বীণা চন্দন অস্ত্র আর্দ্র গোময় ফল পুষ্প আর্দ্রশাক গোরোচনা দুর্ব্বাঙ্কুর উষ্ণীষ অলঙ্কার রত্ন স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র আসন যান এবং আমিষ প্রদক্ষিণ করিবে। ভৃঙ্গারোদ্ধৃত সর্ব্ব শস্যাঢ্য মৃত্তিকা, রজ্জুবদ্ধ একাকী পশু, অনূঢ় কন্যা এবং পক্ক মৎস্য দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে। অনন্তর মত্ত উন্মত্ত বিকলাঙ্গ বান্ত (জাতবমন) বিরিক্ত (জাতবিরেচন) মুণ্ডিত জটিল বামন কাষায়বস্ত্রধারী প্রব্রজিত কাপালিকাদি মলিন তৈল গুড় শুষ্ক-গোময় কাষ্ঠ তৃণ পলাশাদি পত্র ভস্ম অঙ্গার লবণ ক্লীব মদ্য নপুংসক (অর্থাৎ ক্লীববিশেষ) কার্পাস রজ্জু পাদশৃঙ্খলা ও মুক্তকেশ ব্যক্তি অবলোকন করিলে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। বীণাবন্দন আর্দ্রশাক উষ্ণীষ অলঙ্কার ও কুমারীদিগকে প্রস্থানকালে অভিনন্দন করিবে। দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, কপিল বর্ণ ব্যক্তি, এবং যজ্ঞ দীক্ষিত ইহাদিগের ছায়া বেলা, নিষ্ঠীবন, বান্ত, রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র, ও স্নান জল আক্রমণ করিবে না, বৎস বন্ধন রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না, বৃষ্টি হইবার সময় দৌড়িবে না, বৃথা নদী পার হইবে না, দেবতা ও পিতৃলোককে সলিল দান না করিয়া (নদী পার হইবে) না, বাহু দ্বারা না অর্থাৎ সাঁতার দিবে না। ভগ্ন নৌকা দ্বারা না, জলপ্রায় দেশে (তীরে) অবস্থান করিবে না, কূপের ভিতর দেখিবে না। বৃদ্ধ, ভারবাহী রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রোগী, বর এবং চক্রী (অর্থাৎ গাড়োয়ান) ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে। আবার ইহাদিগের মধ্যে রাজা মান্য (অর্থাৎ রাজার পথ ইহারা ছাড়িয়া দিবে, স্নাতক ব্রাহ্মণ আবার রাজারও মান্য) তবেই হইল স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজার পথ সম্বন্ধে ছাড়িয়া দিবে। রাজা ঐ ব্রাহ্মণের পথ ছাড়িয়া দিবেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না, তবে আপৎকালে (অর্থাৎ আত্ম জলাশয়ের অভাব দৃষ্ট হইলে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধরণ পূর্ব্বক স্নান করিতে পারিবে। অজীর্ণ হইলে, পীড়িত হইয়া, উলঙ্গ অবস্থায়, গ্রহণ ব্যতীত রাত্রিকালে উভয় সন্ধ্যাতে স্নান করিবে না। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পূর্ব্বদিক্ অরুণ-কিরণ রঞ্জিত দেখিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে শিরঃ কম্পন করিবে না। (স্নানবস্ত্র বা হস্তদ্বারা) অঙ্গ হইতে জলাপনয়ন করিবে না। তৈলযুক্ত বস্ত্র স্পর্শ করিবে না *। পূর্ব্ব-পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালিত না হইলে, তাহা পরিধান করিবে না, স্নানান্তে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবে। স্রক্, অনুলেপ,

* রঘুনন্দন ধৃত পাঠ—"ন তৈলং বা সংস্পৃশেৎ" তাহার অনুবাদ—তৈলস্পর্শ করিবে না।

এবং পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিবে না; প্রস্রবণ দেবখ্যাত ও সরোবরে স্নান করিবে। উদ্ধৃত জল (অর্থাৎ কুম্ভাদি জল) হইতে ভূমিস্থিত জল (অর্থাৎ কূপাদি জল) ঐ স্থাবর জল হইতে প্রস্রবণাদি ক্ষরিত জল; তাহা হইতে নদীজল; তাহা হইতেও বসিষ্ঠাদি সাধুগৃহীত; বসিষ্ঠপ্রাচী প্রভৃতির জল; সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গাজল পবিত্র। মৃত্তিকাজল দ্বারা গায়ত্রীর মল অপনীত করিয়া জলে অবগাহন করিবে তৎপরে "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র "হিরণ্য বর্ণ," ইত্যাদি চারমন্ত্র এবং "ইদমাপঃ প্রবহত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থকে মন্ত্রপূত করিবে। তদনন্তর জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবে, অথবা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং; এই মন্ত্র, অথবা দ্রুপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র ও গায়ত্রী, অথবা যুঞ্জতে মনঃ এই অনুবাদক, অথবা পুরুষকে তিনবার জপ করিবে। স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্র হইলে জলে থাকিয়াই দেব পিতৃতর্পণ করিবে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলে, তীর্থে উঠিয়া তর্পন করিবে। দেবপিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে না, বস্ত্র নিষ্পীড়ান্ত স্নানের পর আচমন করিয়া (পুনর্ব্বার) যথাবিধি আচমন করিবে। পুরুষ সূক্তের প্রতিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুরুষকে অর্থাৎ নারায়ণকে এক বজ্রকটী পুষ্প দিবে, তৎপশ্চাৎ এক অঞ্জলি জল, প্রথমেই দৈবতীর্থ দ্বারা দেবতর্পণ করিবে। তদনন্তর পিত্র্যতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। তাহার মধ্যে প্রথমে স্বীয় বংশোদ্ভবদিগের; পরে মাতামহাদি সম্বন্ধী গণের; তৎপরে বান্ধবদিগের; তদনন্তর সুহৃদ-গণের তর্পণ করিবে। (তর্পণের ক্রম যথা প্রথম পিত্রাদি তিন পুরুষ, পরে মাতামহাদি তিন পুরুষ, তৎপরে মাতৃ প্রভৃতি তিন জন, তৎপশ্চাৎ মাতামহী প্রভৃতি তিন জন, তদনন্তর সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া পিতৃব্যাদি শ্বশুরাদি সকলের তর্পণ কর্ত্তব্য)। এইরূপে নিত্যস্নায়ী হইবেন। স্নানান্তে,যথাশক্তি পবিত্র জপ করিবে,বিশেষতঃ গায়ত্রী ও পুরুষসূক্ত অবশ্য জপ করিবে, এই দুই হইতে (আর) অধিক নাই। স্নান করিলে তবে দৈব পিত্র্য কার্য্যে, পবিত্র জপে এবং বিধিবোধিত দানে অধিকারী হয়। অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা—মাত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত হইলেই তাহার এই সকল বিনষ্ট হয়, ইহা ধারণা। নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি যমালয়ের যাতনা ক্লেশ ভোগ করে না, কেননা যে সকল মনুষ্য পাপকারী, তাহারাও নিত্য স্নান-গুণে পূত হইয়া যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর উত্তমরূপে স্নান, তদন্তে উত্তম রূপে হস্তপদ প্রক্ষালন ও তৎপরে উত্তমরূপে আচমন করিয়া, দেবপ্রতিমাতে কিংবা স্থলে (অর্থাৎ ঘটাদিতে) জন্ম মৃত্যুরহিত ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিবে। "আখনোঃ প্রাণন্তোত" এই মন্ত্র দ্বারা জীব দান করিয়া—"যুঞ্জতেমনঃ" এই অনুবাক দ্বারা আবাহন করিয়া, জানুদ্বয়, পাণিদ্বয় ও মস্তক (এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া) নমস্কার করিবে, "আপোহিষ্টা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য, "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, "শন্ন আপোধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয়, "ইদমাপঃ প্রবহত" এই আদি মন্ত্রদ্বারা স্নানীয় "রথেষ্ঠক্ষেষু বৃষভ রাজা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ অলঙ্কার, "যুবা সুবাসাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, "পুষ্পাবতীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পুষ্প "ধূরসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ধূপ, "তেজোঽসি শুক্রমসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দীপ, "দধিক্রাব্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধুপর্ক এবং "হিরণ্যগর্ভঃ" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রদ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিবে চামর, ব্যজন, আদর্শ, ছত্র, পানীয়, জল এবং আসন—এতৎ সমস্ত, দেবকে গায়ত্রী দ্বারাই নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য পদ ইচ্ছা করে। সে এইরূপে বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া তৎপরে পুরুষ-সূক্ত জপ করিবে এবং তদ্দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে।

পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে উদ্ধৃত জল দ্বারা দেব কার্য্য ও পিতৃ কার্য্য করিবে না। চন্দন, মৃগনাভি, অগুরু, দেবদারু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও জাতী-ফল ব্যতীত অনুলেপন প্রদান করিবে না, নীলী রক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে না। মণি সুবর্ণের প্রতিরূপ অলঙ্কার অর্থাৎ তৎ সদৃশ কৃত্রিম অলঙ্কার প্রদান করিবে না। উগ্র গন্ধ, গন্ধশূন্য ও কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্পও যদি শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি হয় তাহা দিবে। রক্তবর্ণ হইলেও কুঙ্কুম এবং পদ্ম দিতে পারিবে। ধূপের জন্য প্রাণী অঙ্গ দিবে না। ঘৃত তৈল ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ বসা প্রভৃতি দীপের জন্য দিবে না। নৈবেদ্যে অভক্ষ্য দ্রব্য দিবে না। ভক্ষ্য হইলেও ছাগী দুগ্ধ বা মহিষী দুগ্ধ পঞ্চ নখ, মৎস্য এবং বরাহ-মাংস দিবে না। পঞ্চ নখের মধ্যে শশ মাংস দিতে পারে। সংযত, পবিত্র, একাগ্র-চেতা, প্রশান্তচিত্ত, এবং ত্বরা-ক্রোধ শূন্য হইয়া সকল বস্তুই নিবেদন করিবে।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর (যথাক্রমে) অগ্নি পরিসমূহন, পর্য্যুক্ষণ, পরিস্তরণ ও পরিষেচন করিয়া সকল চরুর অগ্রভাগ লইয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত ও বাসুদেবের— অনন্তর অগ্নি সোম, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, ইন্দ্রাগ্নি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, অনুমতি, ধন্বন্তরি, বাস্তোষ্পতি এবং "অগ্নয়ে 'স্বিষ্টিকৃতে'" অর্থাৎ স্বিষ্টি কৃত অগ্নির হোম করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট অন্ন, ওদনাদি-ভক্ষ্য ও শাকাদি উপভক্ষ্যদ্বারা অগ্নির পূর্ব্বোত্তর কোণে, অম্বানামাসি দুলানামাসি নিতত্নীনামাসি চুপুণিকানামাসি এই সমস্ত উচ্চারণপূর্ব্বক নামকরণ আবাহনাদি করিয়া এই সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। অগ্নির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দিনি! সুভগে! সুমঙ্গলে! ভদ্র কালি! এই সকল বলিয়া আহ্বানাদি পূর্ব্বক প্রদক্ষিণক্রমে সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। গৃহধারক সর্ব্বস্তম্ভে হিরণ্যকেশীশ্রী, বনস্পতিগণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের,—গৃহদ্বারে, মৃত্যুর— জলাধারে বরুণের; উলূখলে বিষ্ণুর; শিলাতে মরুদগণের; অট্টালিকার উপরে রাজা বৈশ্রবণ এবং ভূতগণের, অগ্নির পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র ও ইন্দ্র-পুরুষদিগের; দক্ষিণভাগে যম ও যমপুরুষদিগের; পশ্চিমভাগে বরুণ ও বরুণ-পুরুষদিগের; উত্তরভাগে সোম ও সোম পুরুষদিগের; মধ্যে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুরুষদিগের; ঊর্দ্ধে আকাশের; স্থণ্ডিলে দিবাচর ভূতগণের; রাত্রিকালে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর দক্ষিণাগ্রকুশে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ মাতা পিতামহী প্রপিতামহী—ইহাদিগের স্ব স্ব নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ড সকলের অনুলেপন, পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দিবে। পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে। কুক্কুর, কাক এবং শ্বপচ (পতিতাদির) উদ্দেশে ভূমিতে বলি দিবে। ভিক্ষা দিবে। অতিথিসৎকারে পরম ফল আছে; বৈশ্বদেবের পরেও অতিথি আসিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিবে। অভুক্ত অতিথিকে গৃহে রাখিবে না। যেমন সকল বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ; স্ত্রীলোকের প্রভু স্বামী; তেমনি গৃহস্থের প্রভু অতিথি। গৃহস্থ তাহার অর্থাৎ অতিথির পূজা করিলে স্বর্গলাভ করে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, (অতিথি) তাহার ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া (তদ্বিনিময়ে) স্বীয় পাপ অর্পণ করে। একদিনমাত্র স্থায়ী ব্রাহ্মণ অতিথি বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেহেতু স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান অনিত্য, সেইজন্যই তাহাকে অতিথি বলা যায়। এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বা সাঙ্গতিক ব্রাহ্মণ— (বিচিত্র আলাপাদি দ্বারা মিলিয়া মিশিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে যে তাহাকে "সাঙ্গতিক" বলে) যেস্থলে স্ত্রী এবং আহিত অগ্নি আছে, সেস্থানে উপস্থিত হইলেও তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে না। ক্ষত্রিয়ও যদি অতিথি ধর্ম্মানুসারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর তাহাকেও ইচ্ছা

মত ভোজন করাইবে। যদি গৃহে বৈশ্য, শূদ্রও অতিথি-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে, দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যবর্গের সহিত তাহাদিগকেও ভোজন করাইবে। সখাপ্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তিও প্রীতিপূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইলে ভার্য্যার সহিত বর্ত্তমান হইয়া তাহাদিগকেও প্রস্তুত অন্ন ভোজন করাইবে। নববিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূ, কুমারী, রোগী এবং গর্ভবতী—নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাদিগকে অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহাদিগকে অন্নদান না করিয়া পূর্ব্বেই ভোজন করে, সে কুক্কুর, গৃধ্রকর্ত্তৃক তাহার নিজদেহ ভক্ষণ, ভোজন করিবার সময় বুঝিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ, ভৃত্যবর্গ, আত্মীয়গণ ভোজন করিলে পর তৎপশ্চাৎ স্বামী স্ত্রীতে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভৃত্যগণ ও গৃহস্থিত দেবতাগণের পূজা করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে অর্থাৎ দেবতাদিকে দান করে না, সে কেবল পাপ ভোজন করে (অন্ন নহে)। যাহা পাক যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন; তাহাই সাধুগণের ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছে। গৃহস্থ অতিথিসৎকার ফলে যেরূপ লোক সকল প্রাপ্ত হয়, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না। অতিথিকে দিবসে ও রাত্রিতে, সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি, যথাশক্তি, আসন, পাদ প্রক্ষালনজল এবং অন্ন প্রদান করিবে। প্রতিশ্রয়, শয্যা, পাদাভ্যঙ্গ, (অর্থাৎ চরণে তৈল প্রদান), এবং দীপ,—অতিথিকে ইহাদিগের এক একটী দান করিলে গো দানের তুল্য ফল হয়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালে ভোজন করিবে না। চন্দ্র সূর্য্যের মুক্তি হইলে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। মুক্তি না হইলে অস্ত গমন করিলে, তৎপর দিন মুক্তি দর্শনান্তে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। গো, ব্রাহ্মণের বিপত্তিদিনে ও রাজবিপত্তিদিনে ভোজন করিবে না। (অগ্নিহোত্র করিতে প্রতিনিধি দিয়া) প্রবাসি-অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্র কার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে, বৈশ্বদেবও করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে এবং পর্ব্বে যখন পর্ব্বকার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে, তখন ভোজন করিবে। অজীর্ণ হইলে ভোজন করিবে না। অর্দ্ধ রাত্রে (ঠিক) মধ্যাহ্নকালে উভয় সন্ধ্যাতে আর্দ্রবস্ত্র, হইয়া, একবস্ত্র হইয়া, উলঙ্গ হইয়া, জলে থাকিয়া ঊর্দ্ধজানু হইয়া ভগ্ন বা ছিন্ন আসনে বসিয়া শয্যায় থাকিয়া ভগ্নপাত্র ক্রোড়ে রাখিয়া, ভূমিতে রাখিয়া, হস্তে করিয়া ভোজন করিবে না। যে দ্রব্যে (পরে) লবণ দিবে তাহাও ভোজন করিবে না। স্বীয় পংক্তিতে উপবিষ্ট বালকদিগকে ভর্ৎসনা করিবে না। একাকী মিষ্ট ভোজন করিবে না। উদ্ধৃত স্নেহভোজন করিবে না। দিবসে ভৃষ্ট যব ভোজন করিবে না। রাত্রিতে তিল যুক্ত দ্রব্য, দধি, সক্তু, কোবিদার, বট, পিপ্পল, শণ ও শাক ভোজন করিবে না। দান না করিয়া হোম না করিয়া আর্দ্র পাদ না হইয়া আর্দ্রকর ও আর্দ্র মুখ না হইয়া ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া ঘৃত লইবে না। অর্থাৎ খাইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত লওয়া অনুচিত। উচ্ছিষ্ট হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র দর্শন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া মস্তক স্পর্শ করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণ করিবে না। পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া ভোজন করিবে। অন্নের অভিনন্দন করিয়া এবং প্রশান্তচিত্ত, মাল্যধারী ও অনুলিপ্ত হইয়া ভোজন করিবে। দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ সক্তু, মাংস ও মোদক ব্যতীত অন্য দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া খাইবে না। ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না। আকাশে অর্থাৎ মঞ্চাদির উপরে ভোজন করিবে না। উত্থিত অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভোজন করিবে না। অনেকলোক দেখিতে থাকিলে ভোজন করিবে না। এবং এক ব্যক্তি মাত্র দেখিতে থাকিলে বহুলোকে ভোজন করিবে না। শূন্য-গৃহ, অগ্নিগৃহ এবং দেবগৃহে কখন ভোজন করিবে

না। অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না।
অতিশয় তৃপ্ত হইবে না। অর্থাৎ অধিক-অন্ন
ভোজনে বিশিষ্ট রূপ উদর পূর্ত্তি করিবে না।
তৃতীয় বার ভোজন করিবে না। অপথ্য কথনই
ভোজন করিবে না, অতিপ্রাতঃকালেও
ভোজন করিবে না। অতি সায়ংকালেও ভোজন
করিবে না। দিবসে অতিতৃপ্তব্যক্তি রাত্রিকালে
ভোজন করিবে না। ভাবদুষ্ট অর্থাৎ বিষ্ঠাদির
ন্যায় দৃশ্যমান বস্তু ভোজন করিবে না।
ভাবদূষিত ভাণ্ডে ভোজন করিবে না। শয়ন
করিয়া প্রৌঢপাদ হইয়া অর্থাৎ আসনে
পদতল স্থাপন করিয়া—(উপু) হইয়া বা
অবসক্থিকা করিয়া অর্থাৎ জঙ্ঘাদ্বয় ও
কটিদেশ—বেষ্টনীরূপে বন্ধন করিয়া—(বেটম)
বাঁধিয়া ভোজন করিবে না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়-সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, আমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে
স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না। শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন
করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত
হইয়া কাম্যস্নান বা কাম্যহোম করিয়া
ব্রতাবলম্বী হইয়া উপবাস করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ
করিবে না। ভোজন করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-
সম্ভোগ করিবে না। যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ
করিবে না। দেবায়তন, শ্মশান এবং শূন্যগৃহে
স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। বৃক্ষমূলে দিবসে
উভয় সন্ধ্যাতে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না।
মলযুক্তাকে বা স্বয়ং মলযুক্ত হইয়া গমন
করিবে না। অভ্যক্তাকে বা স্বয়ং অভ্যক্ত
হইয়া গমন করিবে না। রোগার্ত্তাকে বা স্বয়ং
রোগার্ত্ত হইয়া উপগমন করিবে না। দীর্ঘকাল
জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে, হীনাঙ্গী
অধিকাঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠা বা গর্ভবতী নারীতে
উপগত হইবে না।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

আর্দ্রপাদ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। উত্তর
শিরা পশ্চিম শিরা, অধঃশিরা উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা
যাইবে না। আর্দ্রবংশোপরি আকাশে অর্থাৎ
স্তম্ভাবলম্ব উচ্চস্থানে পলাশশয্যাতে পঞ্চকাষ্ঠ-
নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে গজভগ্নবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা
নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে বিদ্যুদ্দগ্ধ বৃক্ষ-নির্ম্মিত
পর্য্যঙ্কে, ভগ্ন ও ছিন্ন পর্য্যঙ্কে, অগ্নিদগ্ধ পর্য্যঙ্কে,
গজযূথের মদজলসিক্ত বৃক্ষ সম্ভূত পর্য্যঙ্কে
নিদ্রা যাইবে না। শ্মশান, শূন্যালয় ও দেবগৃহে
নিদ্রা যাইবে না। চঞ্চললোকদিগের মধ্যে
স্ত্রীলোকের মধ্যে ধান্য গাভী, গুরুজন, অগ্নি
ও দেবমূর্ত্তির ঊর্দ্ধে নিদ্রা যাইবে না। উচ্ছিষ্ট
হইয়া নিদ্রা যাইবে না। দিবসে উভয় সন্ধ্যাতে
ভস্মের উপরে অপবিত্র স্থানে আর্দ্রস্থানে
এবং পর্ব্বতশৃঙ্গে নিদ্রা যাইবে না।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

কাহারও অবমাননা করিবে না, হীনাঙ্গ,
অধিকাঙ্গ, মূর্খ বা ধনহীন ব্যক্তিদিগকে উপ-
হাস করিবে না। হীনসেবা করিবে না। স্বাধ্যায়-
বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে না। বয়স, পড়াশুনা,
বংশ, ধন এবং দেশের অনুরূপ বেষভূষা
করিবে। উদ্ধত হইবে না। প্রতিদিন শাস্ত্রা-
লোচনা করিবে। বিভব থাকিলে, জীর্ণ বা
মলিন বস্ত্র পরিবে না। নাস্তি অর্থাৎ নাই
একথা বলিবে না। গন্ধহীন, উগ্রগন্ধ, অথবা
রক্তবর্ণ মাল্য ধারণ করিবে না। রক্তবর্ণ হইলেও
পদ্ম ধারণ করিবে। বেণুদণ্ড, জলপূর্ণ কমণ্ডলু,
কার্পাস, যজ্ঞসূত্র এবং স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ
করিবে। উদ্যন্ত অস্তগামী বস্ত্রাবৃত আদর্শ
মধ্যগত জলমধ্যগত আদিত্য দর্শন করিবে না।
এবং মধ্যাহ্নকালে আদিত্য দর্শন করিবে না।
ক্রুদ্ধ গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।
তৈল, জল কিংবা মলযুক্ত আদর্শেও নিজ
প্রতিবিম্ব দেখিবে না। ভোজনপরায়ণ
পত্নীকে, নগ্ন স্ত্রীলোককে, যে প্রস্রাব করিতেছে,
এমন কোন ব্যক্তিকেও আলানভ্রষ্ট হস্তীকে
দেখিবে না। বিষম স্থানে থাকিয়া বৃষাদি
যুদ্ধ দেখিবে না। উন্মত্ত বা মত্তকে দেখিবে
না। অগ্নিতে অশুচি দ্রব্য বক্ত বিষ

নিক্ষেপ করিবে না; এবং জলেও ঐ সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নি-লঙ্ঘন করিবে না। পাদদ্বয় প্রতপ্ত করিবে না। কুশদ্বারা বা কুশোপরি পাদমার্জ্জনা করিবে না। কাংস্যপাত্রে পা দিবে না। পাদ-দ্বারা পাদমার্জ্জনা করিবে না। পাদদ্বারা মাটীতে দাগ দিবে না। হস্ত দ্বারা লোষ্ট্র মর্দ্দন করিবে না। নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। দন্ত দ্বারা নখ লোম ছেদন করিবে না। দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবে। নূতন রৌদ্র সেবনও পরিত্যাগ করিবে। অন্যপরিহিত-বস্ত্র, উপানহ (পাদুকা) মাল্য এবং যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিবে না। শূদ্রকে উপদেশ দিবে না। দাস ব্যতীত শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট এবং যে কোন শূদ্রকে হবিঃ প্রদান করিবে না। শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রত-উপদেশ করিবে না। মিলিত পাণিদ্বয় দ্বারা মস্তক বা জঠর কণ্ডূয়ন করিবে না। দধি বা পুষ্প প্রত্যাখান করিবে না। আপনার মাল্য আপনি অপনীত করিবে না। সুপ্তব্যক্তিকে জাগাইবে না। বজ স্বলার সহিত কথা কহিবে না। ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজের সহিতও কথা কহিবে না। অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণ সন্নিধানে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবে। পরক্ষেত্রে গাভী চরিলে তাহা ক্ষেত্রস্বামীকে বলিয়া দিবে না। বৎস দুগ্ধ পান করিলে তাহাও বলিয়া দিবে না। উদ্ধত ব্যক্তিদিগকে আনন্দিত করিবে না। শূদ্ররাজ্যে বাস করিবে না। অধার্ম্মিক জনাকীর্ণস্থানে, বৈদ্যহীন স্থানে ও উপসর্গগ্রস্ত স্থানে বাস করিবে না। পর্ব্বতেও বহুকাল থাকিবে না। বৃথা চেষ্টা করিবে না। নৃত্যগীত করিবে না। আস্ফোটন (হস্তদ্বারা বাহুতে শব্দ করার নাম আস্ফোটন) করিবে না। অশ্লীল বাক্য, অনৃত বাক্য ও অপ্রিয় বাক্য কীর্ত্তন করিবে না। কাহারও মর্ম্মে আঘাত দিবে না। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে নিজের প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। দীর্ঘায়ুঃ ইচ্ছুক বহুক্ষণ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। অকারণ সর্প বা শস্ত্র দ্বারা ক্রীড়া করিবে না। অকারণ ইন্দ্রিয় ছিদ্র স্পর্শ করিবে না। অপরের প্রতি দণ্ডোদ্যম করিবে না। তবে শাসনার্থ ব্যক্তিকে শাসনার্থ তাড়না করিতে পারিবে বটে কিন্তু তাহাকেও বংশখণ্ড বা রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠে তাড়না করিতে হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র এবং মহাত্মগণের নিন্দাবাদ করিবে না। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থকাম পরিত্যাগ করিবে। লোক বিদ্বিষ্ট ধর্ম্মও পরিত্যাজ্য। পর্ব্বে শান্তি হোম করিবে এবং পর্ব্বে তৃণ পর্য্যন্ত ছেদন করিবে না। অলঙ্কৃত হইয়া থাকিবে। এইরূপ আচার পালন করিবে। ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রুতি স্মৃতি উপদিষ্ট, সাধু-গণের উত্তমরূপে সেবিত যে আচার তাহাই পালন করিবে। আচার হইতে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়, আচার হইতে অভীষ্টগতি প্রাপ্তি হয়, আচার হইতে অক্ষয় ধন পাওয়া যায়, আচার হইতে দুর্লক্ষণ নষ্ট হয়, সর্ব্ব লক্ষণ বর্জ্জিত হইলেও যে মনুষ্য সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধালু এবং অসূয়াশূন্য, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দম যম অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয় দমনই দম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ দমনের নাম দম, বাহেন্দ্রিয় দমনের নাম যম, অন্তঃকরণ দমন হইলে, বাহেন্দ্রিয় দমন স্বতঃ-সিদ্ধ অতএব এক দম শব্দদ্বারা উভয়ের সংগ্রহ হইতেছে। দমযুক্ত ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক আয়ত্ত। দমরহিত ব্যক্তির ঐহিক বা পারত্রিক, কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। দম পরম পবিত্র, দম পরম মাঙ্গল্য, যে কিছু মনে ইচ্ছা করা যায়, এক দম প্রভাবে সমস্ত লাভ হয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ এবং জিহ্বা, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত, চিত্ত সারথির বশবর্ত্তী সৎপথানুযায়ী জ্ঞানরথে যিনি গমন করেন, তাঁহাকে কাম ক্রোধাদি শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না, যদি পঞ্চেন্দ্রিয় অশ্বগণ, সেই রথকে অসৎপথে লইয়া না যায়। যেমন আপূর্য্যমান নিত্য-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হয়; সেই রূপ

সকল কামনারাশি যাহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যাহার অন্তরেই লীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন, বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি শান্তি লাভ করে না।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি, শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে, ব্রাহ্মণ সকলের নিমন্ত্রণ করিবে। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে শুক্লপক্ষের পূর্ব্বাহ্নে এবং কৃষ্ণপক্ষের অপরাহ্নে অর্থাৎ শুক্লপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে পূর্ব্বাহ্নে কৃষ্ণপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে অপরাহ্নে; উত্তমরূপে স্নাত, উত্তমরূপে কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে বয়োবাহুল্য ও বিদ্যাক্রমানুসারে কুশাস্তৃত আসনে উপবেশন করাইবে। দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ করিয়া দুইজনকে ও পিতৃ পক্ষে উত্তর মুখ করিয়া তিন জনকে অথবা উভয় পক্ষেই এক এক জনকে উপবেশন করাইবে। আমশ্রাদ্ধ ও কাম্যশ্রাদ্ধে কঠশাখোক্ত পঞ্চদশ রক্ষোঘ্ন মন্ত্রের প্রথম পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা; পশুশ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা, অমাবস্যা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চমন্ত্র দ্বারা, আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরপরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় তিন অষ্টমীতে কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে ও অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধে যথাক্রমে প্রথম পঞ্চ মধ্যম পঞ্চ ও শেষ পঞ্চমন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমী-কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে প্রথম পঞ্চ; পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমী কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ, মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা; অন্বষ্টকা ত্রয়ের পক্ষেও ঐ রীতি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণানুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। "অপযান্তুসুরা" ইত্যাদি দুইমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিল দ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিয়া দিয়া "এত পিতরঃ সর্ব্বাংস্তানগ্ন আ মে যন্তেতদ্বঃ পিতরঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। তৎপরে কুশতিল মিশ্রিত গন্ধ জলদ্বারা "যান্তিষ্ঠন্ত্বমৃতাবাক্" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "জন্মে মাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পাদ্যসম্পাদন নিবেদন অর্ঘ্য সম্পাদন নিবেদন এবং অনুলেপন সম্পাদনও নিবেদন করিয়া কুশ তিল বস্ত্র পুষ্প অলঙ্কার ধূপ দীপ দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। অনন্তর ঘৃতসিক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণের চিন্তা করত অন্নের প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক "অগ্নৌকরবাণি" অর্থাৎ অগ্নিকার্য্য করি, এই কথা বলিবে। অনন্তর বিপ্রগণ "কুরু" অর্থাৎ কর সেই অগ্নিকার্য্য বিষয়ে এই উত্তর দিলে তিনবার আহুতি দিবে। "যে মামকাঃ পিতর এতদ্বঃ পিতরোঽয়ং যজ্ঞে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত হবিঃ মন্ত্রপূত করিয়া যথাপ্রাপ্ত পাত্রে বিশেষতঃ রজতময় পাত্রে "অন্নং নমোবিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ" এই বলিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া আসীন ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রথমে,—নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উদ্দেশে উত্তর মুখ হইয়া উপবিষ্ট ব্রাহ্মণত্রয়কে পরে নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন করিতে থাকিলে, "যন্মে প্রকামা অহোরাত্রৈঃ ক্রব্যাৎ" এই মন্ত্র জপ করিবে; এবং ইতিহাস পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট সমীপে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি "পৃথিবী দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক, পিতৃ উদ্দেশে একটী "অন্তরীক্ষং দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতামহ উদ্দেশে দ্বিতীয়, দ্যৌদ্য "দ্যৌ দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রপিতামহ উদ্দেশে তৃতীয় পিণ্ডস্থাপন করিবে, "যে হত্র পিতরঃ" ইত্যাদি বলিয়া বস্ত্রদান করিবে "বিরাম্নঃ পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অন্নদান করিবে, "অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করত কুশমূলে কর ঘর্ষণ করিবে। "উর্জ্জং বহন্তীঃ," ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জলদ্বারা পিণ্ড প্রদক্ষিণ, পিণ্ড বিকিরণ ও পিণ্ডাগ্র ভূমি সেচন করিয়া অর্ঘ্য পুষ্প, ধূপ অনুলেপন এবং অন্নাদি ভক্ষ্যভোজ্য আর মধু ঘৃত তিলযুক্ত উদকপাত্র নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণ, ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে "মামেক্ষেষ্ট" এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর কুশযুক্ত শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন, ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টাগ্রভাগে বিকীর্ণ করিয়া "তৃপ্তা ভবন্তঃ সম্পন্নং" অর্থাৎ আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত? কার্য্য সম্পন্ন

হইয়াছে ত? জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর তাহার উত্তর পাইয়া উত্তর মুখ তিন ব্রাহ্মণকে প্রথমে আচমন জল দিবে, পরে পূর্ব্বমুখ দুই ব্রাহ্মণকে আচমন জল দিবে। অনন্তর "সুপ্রোক্ষিতং' এই বলিয়া শ্রাদ্ধদেশ প্রোক্ষণ করিবে। কুশ হস্ত হইয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগের অগ্রে 'রমোরামঃ' এই মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর যথাশক্তি দক্ষিণা দান দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর "অভিরমন্ত ভবন্ত" অর্থাৎ আপনারা অভিরত হউন এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে বলিলে ব্রাহ্মণেরাও "অভিরতাঃ স্মঃ" অর্থাৎ অভিরত হইলাম, ইহা তাহাকে বলিবে। তখন শ্রাদ্ধকর্ত্তা "দেবাশ্চ পিতরশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। নামগোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক, অক্ষয্যোদক দান করিয়া "বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্" পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিবে, তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুট, তদ্গত চিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিবে। আমাদিগের বংশে দাতা অধিক হউক, বেদজ্ঞান ও বংশ বিস্তার অধিক হউক, আমাদিগের বংশে সৎকার্য্য শ্রদ্ধা যেন বিগত না হয় এবং আমাদিগের বহু দেয় "হউক" ব্রাহ্মণেরা তথাস্ত এই কথা বলিবে। আমাদিগের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন বহু অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকট অনেকে প্রার্থনা করুক, আমরা যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি, এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইবে। অনন্তর যথোচিত পূজা, অনুগমন ও অভিবাদন পূর্ব্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বিদায় করিবে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টকাতে, যথাক্রমে শাক, মাংস ও পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া অন্বষ্টকাতেও [illegible] পূর্ব্ব উক্তরূপে অর্থাৎ প্রথম [illegible] ইত্যাদিরূপে হোম করিয়া মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর [illegible] দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা ও অনুগমন করিয়া বিদায় দিবে। তাহাতে কর্ষূত্রয়কে কর্ষূত্রয় করিবে। কর্ষূমূলে পূর্ব [illegible] দান করিয়া পিণ্ডদান—পুরুষদিগের কর্ষূত্রয় মূলে, স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ষূত্রয় মূলে হইবে। পুরুষ-কর্ষূত্রয় অন্নমাংস [illegible] স্ত্রীলোকদিগের কর্ষূত্রয় অন্নমাংস [illegible] দ্বারা পূর্ণ করিবে। তিনটী কর্ষূ প্রত্যেকটীই দধি, [illegible] দ্বারা পূর্ণ করিয়াই [illegible] "[illegible] ভবতীভ্যোঽক্ষয়মস্তু" অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি আপনাদিগের এবং মাতা প্রভৃতি আপনাদিগের অক্ষয় হউক, ইহা পাঠ করিবে।

ইতি চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, পিতা জীবিত থাকিতে, শ্রাদ্ধ করিবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে তাহার অষ্টকা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি, শ্রাদ্ধ পিতা জীবিত থাকিতেও করিতে পারে। সে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের করিবে। পিতা ও পিতামহ জীবিত থাকিতে (ঐরূপ করিতে হইলে) পিতামহ যাহাদিগের করিয়া থাকেন; পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবেই না। যাহার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন জনের মধ্যে পিতা মৃত, সে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া পিতামহের ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং পিতামহ মৃত সে, ঐ দুই জনকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের পিতামহকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতামহ মৃত, সে পিতামহকে পিণ্ড দিয়া প্রপিতামহের ঊর্দ্ধতন দুই জনকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং প্রপিতামহ মৃত সে পিতাকে পিণ্ড দিয়া [illegible] ঊর্দ্ধতন দুইজনকে পিণ্ড দিবে; [illegible] শার্দ্দূলের উৎ[illegible] করিয়া [illegible] এইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। [illegible] শ্রাদ্ধ মন্ত্র বর্জ্জিত অর্থাৎ [illegible] বর্জ্জিত করিয়া করিবে।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* [illegible]

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অমাবস্যা সকল, তিন অষ্টকা, তিন অন্বষ্টকা, মাঘীপূর্ণিমা, ভাদ্রীপূর্ণিমার পরবর্ত্তী মঘাযুক্ত কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, ব্রীহিপাককাল ও যবপাক কাল—শ্রাদ্ধের এই সকল কাল নিত্য, ইহা প্রজাপতি বলেন, এই সকল কালে শ্রাদ্ধ না করিলে নরকগামী হয়।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূর্য্য সংক্রমণ, বিষুবদ্বয়, বিশেষতঃ অয়নদ্বয় অর্থাৎ সংক্রান্তি, তাহার মধ্যে বৈশাখ মাসের ও কার্ত্তিক মাসের বিষুব সংক্রান্তি, আর শ্রাবণ ও মাঘ মাসের অয়নসংক্রান্তি ব্যতীপাত জন্ম নক্ষত্র এবং গর্ভাধান প্রভৃতি বৃদ্ধিকার্য্য, শ্রাদ্ধের এই সকল কাল কাম্য, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। এইসকল কালে যে শ্রাদ্ধ কৃত হয়, তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে, বিচক্ষণ গণ সন্ধ্যা ও রাত্রি কালে শ্রাদ্ধ করিবে না। কিন্তু যদি গ্রহণ হয়, তাহা হইলে তৎকালেও করিতে পারিবে, গ্রহণ সময়ে কৃত শ্রাদ্ধ, বিশেষ ফলজনক; সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া চন্দ্রতারকাস্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

রবিবারে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্বদা আরোগ্যলাভ করে; সোমবারে সৌভাগ্য, মঙ্গলবারে যুদ্ধজয়, বুধবারে সর্ব্বকাম, বৃহস্পতিবারে অভীষ্টবিদ্যা; শুক্রবারে ধন ও শনিবারে আয়ুঃ লাভ করে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। রোহিণীতে অপত্য; সৌম্যে অর্থাৎ মৃগবাশিতে ব্রহ্মতেজ; রৌদ্রে অর্থাৎ আর্দ্রাতে কর্ম্মসিদ্ধি; পুনর্ব্বসুতে ভূমি; পুষ্যে পুষ্টি; সর্পে অর্থাৎ অশ্লেষাতে সম্পত্তি; পৈত্র্যে অর্থাৎ মঘাতে সর্ব্বকাম; ভগে অর্থাৎ পূর্ব্বফাল্গুনীতে সৌভাগ্য; আর্য্যমনে অর্থাৎ উত্তর ফল্গুনীতে ধন; হস্তানক্ষত্রে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা; ত্বাষ্ট্রে অর্থাৎ চিত্রাতে রূপবান্ পুত্রগণ; স্বাতিতে বাণিজ্য সিদ্ধি; বিশাখাতে সুবর্ণ; মৈত্রে অর্থাৎ অনুরাধাতে বন্ধুগণ; শাক্রে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাতে রাজ্য; মূলানক্ষত্রে কৃষিফল; আপ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়াতে সমুদ্রযানজনিত ধনাগম; বৈশ্বদেবে অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়াতে সর্ব্বকাম, অভিজিৎভাগে শ্রেষ্ঠতা; শ্রবণানক্ষত্রে সর্ব্বকাম; বাসবে অর্থাৎ ধনিষ্ঠাতে সর্ব্বকাম; বারুণ অর্থাৎ শতভিষাতে আরোগ্য; আজে অর্থাৎ পূর্ব্বভাদ্রপদে কুপ্য দ্রব্য; আহিব্রধ্নে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদে গৃহ; পৌষ্ণে অর্থাৎ রেবতীতে গাভী; অশ্বিনীতে অশ্ব এবং যাম্যে অর্থাৎ ভরণীতে শ্রাদ্ধ করিলে আয়ুঃ লাভ হয়। প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ; এবং সুরূপ ভার্য্যা, দ্বিতীয়াতে ইষ্টপ্রদ কন্যা; তৃতীয়াতে সর্ব্বকাম; চতুর্থীতে পশুগণ; পঞ্চমীতে সম্পত্তি; এবং সুরূপ পুত্রগণ; ষষ্ঠীতে দ্যূত জয়, সপ্তমীতে কৃষিফল; অষ্টমীতে বাণিজ্য লাভ, নবমীতে পশুগণ; দশমীতে অশ্বগণ; একাদশীতে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ; দ্বাদশীতে আয়ুঃ, ধন, রাজ্যজয়, ও সুবর্ণ রৌপ্য। ত্রয়োদশীতে সৌভাগ্য; আর পঞ্চদশীতে অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে সর্ব্বকাম লাভ হয়; শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধকার্য্যে চতুর্দ্দশী—প্রশস্ত অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে অন্যের শ্রাদ্ধ করা নিষেধ; শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধ চতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য। দুইটী পিতৃ গীতাগাথাও আছে। বর্ষাকালে কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে কুঞ্জর ছায়াযোগে * এবং সমস্ত

করিবে। এই পরিবর্ত্তনের নাম উহ, পদ বা মন্ত্রের উহকে প্রকৃত্যূহ বলে। মাতামহাদি শ্রাদ্ধে প্রকৃত্যূহ করিতে পারিবে। যথা পিতৃ প্রভৃতির শ্রাদ্ধে শুন্ধন্তাং পিতরঃ ইত্যাদি মন্ত্র আছে মাতামহাদি শ্রাদ্ধে শুন্ধন্তাং মাতামহাঃ ইত্যাদি রূপে পদ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে কিন্তু ভ্রাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধে এ সকল প্রকৃত্যূহ যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে; লিঙ্গাদির উহ যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে না।

* মঘা ত্রয়োদশী দিনে হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে কুঞ্জর ছায়াযোগ হয়।

কার্ত্তিক মাস, যে ব্যক্তি অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করে তাদৃশ নরোত্তম যেন আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হয়।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে—আহৃত জল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না। কুশাভাব হইলে কুশস্থানে কাশ বা দূর্ব্বা প্রদান করিবে। বস্ত্রাভাবে বস্ত্রের জন্য কার্পাস সূত্র দিবে। যদ্যপি দশা আহত বস্ত্রসম্ভূত হয়, তথাপি তাহা প্রদান করিবে না। উগ্রগন্ধ গন্ধহীন কণ্টকযুক্ত বৃক্ষসম্ভূত এবং রক্তবর্ণ এই সকল পুষ্প পরিত্যাজ্য। শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি পুষ্প কণ্টকসম্পন্ন বৃক্ষসম্ভূত হইলেও এবং পদ্ম রক্তবর্ণ হইলেও তাহা দিবে, বসা এবং মেদ দীপার্থে দিবে না, ঘৃত বা তৈল দিবে, জীবজাত অর্থাৎ নখশৃঙ্গাদি ধূপার্থে—দিবে না, মধু ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুলু দিবে, চন্দন কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরু এবং পদ্মকাষ্ঠ অনুলেপনার্থে দিবে। প্রত্যক্ষ লবণ (কৃত্রিম লবণ) দিবে না, হস্তে করিয়া ঘৃতব্যঞ্জনাদি দিবে না। তৈজস পাত্র, বিশেষতঃ রজঃ তম পাত্র দিবে, খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডারশৃঙ্গপাত্র, কুতপ, কৃষ্ণাজিন, তিল গৌর সর্ষপ, আতপতণ্ডুল রাজতপাত্রাদি পবিত্র এবং রক্ষোঘ্ন বক্ষ্যমাণ বস্তু সকল স্থাপন করিবে—পিপ্পলী, মুচুকুন্দ, ভূস্তৃণ, শিগ্রু, সর্ষপ, সুরসা, সর্জ্জক, সুবর্চ্চল, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালক্য, উপোদকী, তণ্ডুলীয়ক, কুসুম্ভ, পিণ্ডালুক, মহিষীদুগ্ধ, রাজমাষ, মসূর, পর্য্যুষিতভক্ষ্য এবং কৃত্রিম লবণ দিবে না, শ্রাদ্ধকালে ক্রোধ করিবে না, অশ্রুপাত করিবে না। ত্বরা করিবে না, ঘৃতাদিদানে তৈজসপাত্র, খড়্গপাত্র এবং কল্পপাত্র প্রশস্ত, এ বিষয়ে শ্লোক আছে।

সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, খড়্গপাত্র, তাম্রপাত্র অথবা কল্পপাত্রে প্রদত্ত দ্রব্য অক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত হয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

একবার দত্ত তিল, ব্রীহি, যব, মাষ ফল, শ্যামাক, প্রিয়ঙ্গু, নীবার, দুগ্ধ, জল, মূল এবং গোধূম দ্বারা পিতৃগণ একমাসকাল প্রীতিলাভ করেন, মৎস্যমাংস দ্বারা দুই মাস, হরিণমাংস দ্বারা তিন মাস, মেষমাংস দ্বারা চার মাস, পক্ষীমাংস দ্বারা ছয় মাস, রুরুমাংস দ্বারা সাত মাস, পৃষৎমাংস দ্বারা আট মাস, গবয় মাংস দ্বারা নয় মাস, মহিষ মাংস দ্বারা, কূর্ম্মমাংস দ্বারা একাদশ মাস, গব্যদুগ্ধ বা তদ্বিকার অর্থাৎ দধি প্রভৃতি দ্বারা এক বৎসর প্রীতি ভোগ করেন। এ বিষয় পিতৃগীত গাথা আছে—কালসাক, মহাসল্ক, মৎস্য, বাধ্রীণস ছাগের মাংস এবং শৃঙ্গহীন গণ্ডার ইহাদিগকে নিত্য ভোজন করিয়া থাকি।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

অন্ন আসনে রাখিবে না, পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না; অবক্ষুত করিবে না,—তিল অথবা সর্ষপদ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিবে, সংবৃত স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে না, শ্রাদ্ধকালে রজস্বলাকে দর্শন করিবে না, কুক্কুর বিড়্‌বরাহ ও গ্রাম্য কুক্কুটকে দর্শন করিবে না, যত্নপূর্ব্বক ছাগলকে শ্রাদ্ধ দেখাইবে, ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বী হইয়া আহার করিবে, বেষ্টিত মস্তক হইয়া, পাদুকা পরিয়া ও পীঠোপরি পাদতল রাখিয়া আহার করিবে না। হীনাঙ্গ এবং অধিকাঙ্গ ব্যক্তিগণ শূদ্র এবং পতিতেরাও শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক বা পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে অন্য ভিক্ষুককে ভোজন করাইতে পারিবে। ভোক্তা ব্রাহ্মণগণ দাতা

---

† ঈষদ্ধৌত, নূতন, শুক্লবর্ণ দশাযুক্ত এবং অপরিহিত পূর্ব্ব বস্ত্রের নাম আহত বস্ত্র।

কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ভোজ্যদ্রব্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য দ্রব্যের গুণকীর্ত্তিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণ ভোজন করিতে থাকেন। সর্ব্বপ্রকার অন্নাদি মিলিত করিয়া এবং জলসিক্ত করিয়া কৃতাহার ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখ-ভূমিস্থিত কুশোপরি নিক্ষেপ করত ত্যাগ করিবে। সংস্কারানর্হ অর্থাৎ ঊনদ্বিবার্ষিকাদি মৃত বালকদিগের এবং দোষ দর্শন না করিয়া যাহারা কুলস্ত্রী পরিত্যাগ করে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ পাত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ও কুশোপরি যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; তাহা। আর শ্রাদ্ধকার্য্যে যাহা ভূমিগত উচ্ছিষ্ট, তাহা অনলস এবং অকুটিল দাস বর্গের প্রাপ্য ভাগ—ইহা ঋষিগণ বলিয়া থাকেন

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু পিত্র্যকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অনুচিত কর্ম্মকারী, বৈড়ালব্রতী বৃথা চিহ্নধারী অর্থাৎ যে ভণ্ডব্রহ্মচারী ইত্যাদি, নক্ষত্রজীবী দেবল চিকিৎসক, অপরিণীতা-পুত্র, তৎপুত্র, বহুযাজী, গ্রামযাজী শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী, ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী পর্ব্বকার, সূচক, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপিত নিরস্তব শূদ্রান্ন পুষ্ট, পতিত সংসর্গী, অনধীয়ান্ (অর্থাৎ বেদানধ্যায়ী) সন্ধ্যোপাসন ভ্রষ্ট, রাজ সেবক, দিগম্বর পিতার সহিত বিবাদমান পিতৃত্যাগী মাতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী অগ্নিত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পঙক্তি দূষক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ কার্য্যে যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অথ পঙক্তিপাবন। ত্রিকণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি জ্যেষ্ঠসামগ, বেদপারগ, একবেদেরও পারগামী, পুরাণ-ইতিহাস-ব্যাকরণ-পারগ এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও পারগ তীর্থপূত যজ্ঞপূত তপঃপূত, সত্যপূত, মন্ত্রপূত, গায়ত্রীজপনিরত ব্রাহ্মদেয়ানুসন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতার সন্তান ত্রিসুপর্ণ জামাতা এবং দৌহিত্র ইহারা পাত্র, বিশেষতঃ যোগিগণ। এ বিষয়ে পিতৃগীত একটী গাথা আছে। যদ্দ্বারা আমরা তৃপ্ত, হই, এইরূপ যোগী ব্রাহ্মণকে যে যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে যেন সেই ব্যক্তি আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ম্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিলেও শ্রাদ্ধ করিবে না। পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে জলাশয় স্বামীর সমতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ পানকর্ত্তা যদি ব্রাহ্মণ আর জলাশয় স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সদৃশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি। যে দেশে চতুর্ব্বর্ণ-ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পুষ্করে কৃত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম এবং তপস্যা অক্ষয়-ফল-জনক হয়। পুষ্করে স্নান মাত্র করিলে সকল পাপ হইতে পূত হয়; গয়াশীর্ষ অক্ষয় বট অমরকণ্টক পর্ব্বত, বরাহ-পর্ব্বত, নর্ম্মদাতীরের যে কোন স্থান, যমুনাতীর, বিশেষতঃ গঙ্গা, কুশাবর্ত্ত, বিন্দুক, নীলপর্ব্বত, কনখল, কুব্জাম্র, ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, মহালয়, নড়ন্তিকা, সুগন্ধ্যা, শাকম্ভরী, ফল্গুতীর্থ, মহাগঙ্গা, ত্রিহলিকাশ্রম, কুমার, ধারা, প্রভাস, বিশেষতঃ সরস্বতীর যে কোন স্থান, গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, সকল সময়ে নৈমিষারণ্য, বিশেষতঃ বারাণসী

অগস্ত্যাশ্রম কণ্বাশ্রম কৌশিকী সরযূতীর শোণনদ ও জ্যোতিষানদীর সঙ্গমস্থল শ্রী পর্ব্বত, কালোদক উত্তরমানস বড়বা মতঙ্গবাপী সপ্তার্ষ বিষ্ণুপদ স্বর্গমার্গপদ গোদাবরী গোমতী বেত্রবতী বিপাশা বিতস্তা শতদ্রুতীর চন্দ্রভাগা ঐরাবতী সিন্ধুতীর দক্ষিণপঞ্চনদ ঔসজ ইত্যাদি অন্যতীর্থ প্রধান প্রধান নদীসকল, স্বভাব অর্থাৎ শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম স্থান পুলিন প্রস্রবণ পর্ব্বত নিকুঞ্জ বন উপবন গোময়োপলিপ্ত স্থান এবং মনোজ্ঞ অর্থাৎ তুলসী চত্বরাদি এই সকল স্থানে উক্তরূপ হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার অক্ষয়ফল হয়। এবিষয়ে কতকগুলি পিতৃগীত গাথা আছে। যে বহুতোয়া বিশেষতঃ শীতলা নদীতে আমাদিগকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই প্রাণী যেন আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়। যে, সমাহিত হইয়া গয়াশীর্ষে বা অক্ষয় বটে আমাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে, সেই নরোত্তম যেন আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে, বহুপুত্র প্রার্থনা করা উচিত, যদি তাহার মধ্যে এক জনও গয়া গমন করে বা অশ্বমেধ যাগ করে; অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

অথ বৃষোৎসর্গ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে বৃষোৎসর্গ হয়। তাহাতে প্রথমেই বৃষ পরীক্ষা করিবে, (যেন বৃষটী) জীববৎসা ও দুগ্ধবতী গাভীর পুত্র, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, নীল-লোহিত বর্ণ শুক্ল-মুখ, শুক্ল-পুচ্ছ, শুক্ল-খুর ও শুক্ল শৃঙ্গ * এবং যূথশ্রেষ্ঠ হয়। অনন্তর গোষ্ঠে সুপ্রজ্বলিত অগ্নি পরিস্তরণপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা পৌষ্ণ চরু অর্থাৎ যাহার দেবতা সূর্য্য—এইরূপ চরু পাক করিয়া "পূষা গা অন্বেতু" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পর লৌহকার, বৃষের এক পার্শ্বে চক্র ও অপর পার্শ্বে ত্রিশূল দ্বারা অঙ্কন করিবে (দাগ দিবে)। অঙ্কিত বৃষকে "হিরণ্য বর্ণা" ইত্যাদি চার ও "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে, স্নাত এবং অলঙ্কৃত সেই বৃষকে স্নাত অলঙ্কৃত চারটী বৎসতরীর সহিত আনয়ন করিয়া রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত ও কুষ্মাণ্ড মন্ত্র জপ করিবে। বৃষের দক্ষিণকর্ণে "পিতা বৎস" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে; এবং "বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা সমে রক্ষতু সর্ব্বতঃ।" অর্থাৎ বৃষ সাক্ষাৎ ভগবান্ চতুষ্পাদধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত, তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বরণ করি; তিনি আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করুন। আর "এনং যুবানং পতিং বোদদাম্যনেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মাঃসাম্মহি প্রজয়া মাতনুভির্মারধাম দ্বিষতে সোম রাজন্" ইহাও পাঠ করিবে। ঈশান কোণে বৃষকে বৎসতরী-যুক্ত করিবে, হোতাকে এক যোড় বস্ত্র সুবর্ণ ও কাংস্য প্রদান করিবে; লৌহকারকে মনোমত বেতন ও বহুঘৃত ভোজন প্রদান করিবে, আর এ কার্য্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। উৎসৃষ্ট বৃষভ যে জলাশয়ে জলপান করে, সেই জলাশয় সমস্ত পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয়। দর্পিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা যে কোন স্থানের ভূমি খুঁড়িলে তাহা প্রচুর অন্ন পানরূপে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করে।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশাখীপূর্ণিমাতে, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর ও মুক্তালাঙ্গুল ভূষিত করিয়া মেষলোমসম্ভূত বস্ত্রে প্রসারিত করিবে; তৎপরে তাহা তিল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তাহার নাভিতে স্বর্ণ দিবে। আহত বস্ত্র যুগল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে; সকল প্রকার গন্ধ ও রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। যথাক্রমে ক্ষীর দধি ঘৃত ও মধুপূর্ণ চারটী তৈজসপাত্র চারিদিকে রাখিয়া বস্ত্রযুগল-

* কেহ কেহ বলেন, নীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা রক্তবর্ণ অথচ শুক্ল মুখ ইত্যাদি—এই অর্থ। ইহা কিন্তু রঘুনন্দনধৃত শঙ্খবচনাদির অনুমত নহে।

ধারী আহিতাগ্নি অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণকে ঐ কৃষ্ণাজিন প্রদান করিবে। এবিষয়ে কতকগুলি কারণ আছে। যে ব্যক্তি সখুর শৃঙ্গযুক্ত কৃষ্ণাজিন তিল ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত করিয়া দান করে; সমুদ্রগুহা সপর্ব্বত বন-কানন; চতুঃসমুদ্র-বলয়িতা পৃথিবী দানে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। কৃষ্ণাজিনে তিল, সুবর্ণ মধু এবং ঘৃত করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দেয় সে সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

প্রসূয়মানা অর্থাৎ অর্দ্ধনিঃসৃত—বৎসা) গাভী পৃথিবী হয়। সেই গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পৃথিবী দানের ফল-প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে একটী গাথা আছে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত হইয়া উভয়তোমুখী গো দান করিলে সবৎসা গাভীতে যত রোম থাকে, ততযুগ স্বর্গবাস করে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোননবতিতম অধ্যায়।

কার্ত্তিক মাসের অধিদেবতা অগ্নি, অগ্নি আবার সকল দেবতার মুখ; অতএব সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস বহিঃ স্নান-রত গায়ত্রী জপ-তৎপর একবার মাত্র হবিষ্যাশী হইয়া থাকিলে সম্বৎসরকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

সমস্ত কার্ত্তিকমাসে নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয় গায়ত্রীজপরত হবিষ্যাসী ও দানশীল হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমাতে একপ্রস্থ চূর্ণিত লবণ সুবর্ণনাভ করিয়া [অর্থাৎ মধ্যভাগে সুবর্ণযুক্ত করিয়া চন্দ্রোদয়কালে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, এই কর্ম্মদ্বারা রূপবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ হয়; পৌষী পূর্ণিমা যদি পুষ্যাদিনক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে তদ্দিনে গৌরসর্ষপ কল্ক অর্থাৎ শ্বেতসর্ষের তৈল দ্বারা উদ্বর্ত্তিত শরীর অর্থাৎ নির্ম্মলীকৃত দেহ গব্যঘৃতপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত এবং সর্ব্বৌষধি সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্ববীজ দ্বারা স্নাত হইয়া ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের স্নান করাইবে। অনন্তর গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্র, ঐন্দ্রমন্ত্র এবং বার্হস্পত্য মন্ত্র এবং স্বিষ্টকৃত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে; তৎপরে সুবর্ণ সহিত ঘৃত দিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। হোতাকে একযোড় বস্ত্র দান করিবে। এই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টিলাভ হয়, মাঘীপূর্ণিমা যদি মঘা নক্ষত্রাযুক্ত হয়; তাহা হইলে তদ্দিনে তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পূত হয়, ফাল্গুণমাসের পূর্ণিমা উত্তরফল্গুণী নক্ষত্রযুক্ত হইলে তদ্দিনে সুসংস্কৃত ও স্বাস্তীর্ণ শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিলে, রূপবতী ধনবতী এবং মনোজ্ঞা ভার্য্যা লাভ হয়; স্ত্রীলোক ঐরূপ করিলে ঐরূপ স্বামী প্রাপ্ত হয়। চৈত্র পূর্ণিমা চিত্রা-নক্ষত্র যুক্তা হইলে তদ্দিনে চিত্রবস্ত্র প্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা হইলে তদ্দিনে সাতজন ব্রাহ্মণকে ক্ষৌদ্র মধু-যুক্ত তিল দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রীত করিলে পাপ মুক্ত হয়, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্র যুক্তা হইলে তদ্দিনে ছত্র পাদুকা প্রদান করিলে গো সম্পত্তিশালী হয়; উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্তা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে সান্ন বস্ত্রযুগাচ্ছাদিত জল ধেনু দান করিলে স্বর্গলাভ হয়; উত্তর-ভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রীঃ পূর্ণিমাতে গোদান করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়; আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র অশ্বিনী নক্ষত্র স্থিত হইলে সুবর্ণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ পাত্র ব্রাহ্মণকে দিলে দীপ্তাগ্নি হয়; কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা যদি কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দিনে চন্দ্রোদয় সময়ে দীপমধ্যস্থানে ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশস্য গন্ধ রত্নযুক্ত শুক্লবর্ণ বা অন্ত বর্ণ বৃষ দান করিলে তাহার কান্তার ভয় থাকে না। উপবাসী থাকিয়া বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায়

অক্ষত দ্বারা বাসুদেব পূজা, অক্ষত গোমূত্র এবং অক্ষত দান করিলে মহাপাপমুক্ত হয়। এবং সে দিনে যাহা দান করিবে, তাহাই অক্ষয় হইবে। উপবাসী থাকিয়া পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে তিল দ্বারা স্নান, তিলোদক দান, তিল দ্বারা বাসুদেব পূজা, তিলহোম এবং তিল ভোজন করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়; মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র পাইলে উপবাসী থাকিয়া তাহাতে বাসুদেবের অগ্রভাগে মহাবর্ত্তিময় দ্বারা দীপ দান করিবে; অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত ঘৃত দিয়া মহা রঞ্জন-রক্ত একখানি সম্পূর্ণ বস্ত্র দ্বারা একটি দীপ দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে, আর অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত তিল তৈল দিয়া সম্পূর্ণ একখানি শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আর একটি দীপ বাম পার্শ্বে দিবে; এই করিয়া কৃতার্থ ব্যক্তি যে রাজ্যে যে দেশে যে বংশে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সম্পূর্ণ আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ ঘৃত দান করিবে। তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রীতি করিলে রূপবান্ হয়। সেই মাসেই প্রত্যহ দুগ্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে রাজ্যভাগী হয়; চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে গমন করিলে প্রতি মাসে রেবতী প্রীত্যর্থ মধুঘৃত যুক্ত পরমান্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া রেবতীকে প্রীত করিলে রূপবান্ হয়; মাঘ মাসে প্রত্যহ অগ্নিতে তিল হোম করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সঘৃত কুষ্মাণ্ড ভোজন করাইলে দীপ্তাগ্নি হয়, সকল চতুর্দ্দশীতে নদীজলে স্নান করিয়া ধর্ম্মরাজের পূজা করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়।

যদি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ ভোগ্য বিপুল ভোগ ইচ্ছা কর, মাঘ ফাল্গুন দুই মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

এক-নবতিতম অধ্যায়।

কূপকর্ত্তার অর্দ্ধেক পাপ কূপ হইতে জল নিঃসৃত হইলে বিনষ্ট হয়। তড়াগ-কারী নিত্য তৃপ্ত হইয়া বরুণলোক ভোগ করে; জলদাতা সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করে; বৃক্ষগণ পরলোকে বৃক্ষরোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ উপকারী হয়; বৃক্ষদাতা বৃক্ষপুষ্প দ্বারা দেবগণকে; ফল দ্বারা অতিথিগণকে; ছায়া দ্বারা অভ্যাগতদিগকে; এবং বৃষ্টি সময়ে জলধারা পিতৃগণকে প্রীত করে। সেতুকারী স্বর্গলাভ করে; দেবগৃহনির্ম্মাণকারী যে দেবতার গৃহ করে সেই দেবতার লোকে গমন করে। আর তাহা সুধা-সিক্ত অর্থাৎ চুণকাম করিলে তপস্বী হয়। পবিত্র করিলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়। পুষ্প দান করিলে শ্রীমান্ হয়, অনুলেপন প্রদানে কীর্ত্তিমান্ হয়, দীপ প্রদানে চক্ষুষ্মান্ এবং সর্ব্বত্র উজ্জ্বল হয়, অন্ন প্রদানে বলবান্ হয়, ধূপ প্রদানে ঊর্দ্ধগমন করে; দেবনির্ম্মাল্য পরিহার করিলে গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। দেবগৃহ মার্জ্জন, দেবগৃহোপলেপন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালনাদি এবং ব্রাহ্মণের অসুস্থ-অবস্থায় পরিচর্য্যা এই সকল কার্য্যও গোদানের সম-ফল। কূপ, উপবন, তড়াগ এবং দেবগৃহের পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা মৌলিক কর্ত্তা অর্থাৎ নির্ম্মাতার অনুরূপ ফল লাভ করে।

এক-নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অভয় দান—সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাহা প্রদান করিলে অভীষ্টলোক গমন করে, ভূমি প্রদানেও ঐ ফল হয়। গোচর্ম্মমাত্র পৃথিবী দান করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। গোদান করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দশ ধেনু দান করিলে সুরভিলোক, শত ধেনু দান করিলে ব্রহ্মলোক এবং সুবর্ণ-শৃঙ্গ রৌপ্য-খুর মুক্তালাঙ্গুল কাংস্যক্রোড় এবং বস্ত্রোত্তরীয় ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুতে যত রোম থাকিবে, তত বর্ষ স্বর্গভোগ করিবে—বিশেষতঃ কপিলাদান করিলে। ভারবহনক্ষম বিনীত বৃষ দান করিলে দশ ধেনু দানের ফল পায়। অশ্বদাতা সূর্য্য-সালোক্য, বস্ত্রদাতা চন্দ্রসালোক্য; সুবর্ণ দান করিলে

অগ্নি-সালোক্য পায়। রজত দান করিলে রূপবান্ হয়; তৈজসপাত্র প্রদান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির পাত্র হয়। ঘৃত মধু বা তৈল দান করিলে এবং ঔষধ দান করিলে অরোগী হয়। লবণ দান করিলে লাবণ্য, শ্যামাকাদি ধান্য দান করিলে এবং শস্য দান করিলে তৃপ্তি; অন্ন দান করিলে সকল ইষ্ট; কুলথ্যাদি ধান্য দানে করিলে সৌভাগ্য, অনুক্ত অপরাপর দ্রব্য দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। তিলদাতা বাঞ্ছিত সন্তান প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ দান করিলে দীপ্তাগ্নি হয় এবং সমরে সকলের নিকট জয়লাভ করে, আসন প্রদান করিলে স্থান অর্থাৎ রাজ্য; শয্যা দান করিলে ভার্য্যা; পাদুকা দানে অশ্বতরী-যুক্ত রথ; ছত্রদানে স্বর্গ তালবৃন্ত বা চামর দানে কর্ম্ম সুখ; এবং গৃহ দান করিলে নগরাধিপত্য প্রাপ্ত হয়। লোকে যাহা যাহা অতিশয় অভীষ্ট বস্তু এবং গৃহে যাহা প্রিয় বস্তু আছে "ইহা আমার অক্ষয় হউক" এইরূপ ইচ্ছা করিলে তত্তৎ বস্তু গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দিবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

অব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার সমান অর্থাৎ ঠিক্ তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; হীন ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ, উত্তম অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণে সহস্র গুণ; এবং বেদপাঠী ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার অনন্তগুণ পাওয়া যায়। আপনার পুরোহিতই দানপাত্র; ভগিনী, কন্যা এবং জামাতাও দানপাত্র বটে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈড়ালব্রতী ব্রাহ্মণকে এক বিন্দু জলও দিবে না, পাপিষ্ঠ-বকব্রতীকেও না; এবং বিদ্বান্ উপস্থিত থাকিতে বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও দিবে না। ধর্ম্মধ্বজী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বহুজনের সমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বতঃ পরতঃ তাহা প্রকাশ করে সর্ব্বদা পরধনাভিলাষী, কপট লোক, বঞ্চক, হিংস্র এবং বিশ্বনিন্দুক ব্যক্তিকে বৈড়ালব্রতী বলিয়া জানিবে। আপনার বিনীতভাব প্রদর্শনার্থ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, নিষ্ঠুর, পরার্থ নাশ করিয়া স্বার্থসাধনে তৎপর কুটিল এবং কপট বিনয়ী দ্বিজ—বকব্রতী। জগতে যাহারা বকব্রতী এবং যাহারা মার্জ্জার লিঙ্গী অর্থাৎ বিড়াল ব্রতী তাহারা সেই পাপফলে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। পাপ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত।—পাপ গোপন পূর্ব্বক ব্রতচর্য্যার দ্বারা স্ত্রী শূদ্রাদির ভ্রম জন্মাইয়া ধর্ম্মচ্ছল করিবে না। বেদাভিজ্ঞগণ ইহলোকে ও পরলোকে ঈদৃশ ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন। অথবা যাহা কপট অবলম্বনে অনুষ্ঠিত, তাহা রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ অলিঙ্গী অর্থাৎ অব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে ব্যক্তি লিঙ্গীবেশ অর্থাৎ মেখলা অজিনাদি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির পাপ হরণ করে এবং কুক্কুরাদি তির্য্যক্ যোনিতে উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থদান যশোলিপ্সু হইয়া করিবে না, ভয়ক্রমে করিবে না, উপকারী ব্যক্তিকে করিবে না, নৃত্যগীতশীল ব্যক্তিদিগকেও করিবে না; ইহা নিশ্চয়।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

গৃহস্থ আপনার মাংসলোল এবং শুক্লকেশ দেখিলে অথবা অপত্যের অপত্য দেখিলে ভার্য্যাকে পুত্রাদিগের নিকট রাখিয়া কিংবা তৎকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া বনে গমন করিবে। সেখানেও অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে; অফালকৃষ্ট যজ্ঞাদি দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে। স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে, চর্ম্ম বা চীর বস্ত্র পরিধান করিবে। জটা, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ধারণ করিবে। তিন বার স্নান করিবে। কপোতবৃত্তি অর্থাৎ যথালব্ধভোজী—সঞ্চয় হীন, মাসসঞ্চয়ী অথবা বৎসর-সঞ্চয়ী হইবে। যে বৎসরসঞ্চয়ী সে পূর্ব্বসঞ্চিত দ্রব্য আশ্বিনী পূর্ণিমাতে দান করিয়া ফেলিবে।

বনে বাস করত পত্রপুট-একটী মাত্র পত্র, পাণিতল অথবা শরবাদিখণ্ডে করিয়া গ্রাম হইতে আহরণপূর্ব্বক আট গ্রাস ভোজন করিবে।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষিত করিবে; গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইবে। বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে শয়ন করিবে। হেমন্তকালে আর্দ্র বস্ত্রে থাকিবে, সকল সময়েই নক্তভোজী হইবে। পুষ্পাশী, ফলাশী, শাকাশী পর্ণাশী মূলাশী হইবে অথবা এক এক পক্ষ অন্তে একবার করিয়া যবান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে; অথবা চান্দ্রায়ণ দ্বারাই দিনপাত করিবে; অথবা অশ্মকুট্ট বা দন্তোলূখলিক হইবে, দেবজাতি মানুষাদিজাতি সমুদয়াত্মক এই সমস্ত জাতির মূল—তপস্যা, মধ্য—তপস্যা অন্ত—তপস্যা—এবং তপস্যাই ইহাকে ধারণ করিয়া আছে। যাহা দুশ্চর, যাহা দুর্লভ, যাহা দুরবর্ত্তী এবং যাহা দুষ্কর, তৎসমস্তই তপস্যা-সাধ্য; যেহেতু তপস্যা দুর্লঙ্ঘনীয়।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

এই রূপে তিন আশ্রমে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপাত্য যাগ করিয়া সর্ব্ববেদ-দক্ষিণা অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দানপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রমী হইবে। এই যাগাদির কথা যজুর্ব্বেদীয় উপাখ্যান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিবে, সাত বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে, ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবে না; ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করিবে না; লোকের আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্রসকল নিরাকৃত হইলে মৃণ্ময়-পাত্র; দারুময়-পাত্র কিংবা অলাবু পাত্রে ভিক্ষা করিবে, তাহার সেই সকল পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। পূজাপূর্ব্বক ভিক্ষা দিতে আসিলে তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইবে। অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিবে না; শূন্য-স্থানবাসী বা বৃক্ষমূলবাসী হইবে। গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না, কৌপীন আচ্ছাদন মাত্রই বস্ত্র গ্রহণ করিবে। দৃষ্টি পূতপাদ ক্ষেপণ করিবে; বস্ত্রপূত জল লইবে; সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ করিবে; মনঃপূত আচরণ করিবে। মরণ অথবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবে না। পরোক্ত অবমান-সূচক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অবমাননা করিবে না, আশীর্ব্বাদক হইবে না, নমস্কার-শূন্য হইবে। যে এক বাহু কুঠার দ্বারা ছেদন করে এবং যে অপর একবাহু চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে; তাহাদিগের দুই জনের অমঙ্গল এবং মঙ্গল চিন্তা করিবে না। প্রাণায়াম ধারণা ও ধ্যানে তৎপর হইবে। সংসারের অনিত্যতা শরীরের অশুচিতা, জরা দ্বারা রূপ-বিপর্য্যয়, শারীরিক ও মানসিক আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধিদ্বারা উপতাপ, নিত্যান্ধকারাবৃত গর্ভে মূত্রপুরীষ মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শীতোষ্ণ দুঃখানুভব, জন্ম দশায় যোনিসঙ্কট নির্গম হেতু বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ, বাল্যকালে মূঢ়তা, গুরুজনের অধীন হইয়া থাকা, অধ্যয়নে বহুক্লেশ, যৌবনে বিষয় প্রাপ্তির জন্য বহু ক্লেশ, অসৎ কার্য্য করিয়া বিষয় লাভ হইলে পর তদীয় ভোগবশতঃ নরক গমন, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয়গণের বিরহ, নরকে মহাদুঃখ, সংসার সংসরণ ক্রমে লব্ধ তির্য্যগ্‌যোনিতে মহাদুঃখ, এই সকল আলোচনা করিবে। এইরূপ এই সতত-যায়ী সংসারে কিছুই সুখ নাই। দুঃখাপেক্ষা যাহা কিছু সুখ নামে আছে, তাহাও অনিত্য; সেই অনিত্য সুখ-ভোগে আশক্তি বা সুখের অভাবে মহাদুঃখ আলোচনা করিবে। আবার বসা রুধির মাংস মেদ অস্থি মজ্জা এবং শুক্রাত্মক সপ্তধাতুময় চর্ম্মাবৃত দুর্গন্ধ মলময় সুখ শতসংবৃত হইলেও বিকার যুক্ত, প্রযত্ন ধৃত হইলেও বিনাশশীল, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের আবাস ভূমি, পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতময়, অস্থি শিরা ধমনি ও স্নায়ু রজস্বল ষট্‌ত্বচ্‌ এবং ষষ্ট্যধিক ত্রিশত অস্থিদ্বারা ধার্য্যমাণ;—এই শরীরও দেখিবে; সেই সকল অস্থির বিভাগ যথা—স্থান দন্ত মূলাস্থির সহিতঅর্থাৎ দন্তাস্থি চতুঃষষ্টি বিংশতি, পাণিপাদ স্থিত শলাকা কৃতি অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি, অঙ্গুলি পর্ব্বাস্থি ষষ্টি, পার্ষ্ণিদ্বয় দুই, গুল্ফে চার, অরত্নিবাহুতে দুই, জঙ্ঘাদ্বয়ে চার, জানু ও কপোলে দুই দুই, অক্ষ তালু শ্রোণি এবং শ্রোণীফলকে দুই দুই, ভগাস্থি এক, পৃষ্ঠাস্থি

পঞ্চচত্বারিংশৎ, গ্রীবাতে পঞ্চদশ অস্থি, জত্রু অস্থি, এক হনু অস্থিও ঐ, হনুমূলে দুই, ললাট চক্ষু ও গণ্ডে দুই দুই, নাসাতে ঘন নামক এক অস্থি, স্থালক এবং অর্ব্বুদের সহিত পার্শ্বাস্থি দ্বিসপ্ততি, বক্ষঃস্থলে সপ্তদশ, শঙ্খক দুই, এবং মাথার খুলি চার অস্থি। শরীরের সপ্তশত শিরা, নবশত স্নায়ু, দুইশত ধমনী, পঞ্চশত পেশী, ক্ষুদ্র ধমনী ও তদীয় প্রশাখা একোনত্রিংশৎ লক্ষ নবশত বটপঞ্চাশৎ, শ্মশ্রু এবং কেশকূপ তিন লক্ষ একশত সাত; মর্ম্মস্থান দুই শত; সন্ধিস্থান চতুঃপঞ্চশত কোটি সপ্তষষ্টি লক্ষ রোম নাভি ওজ মলদ্বার শুক্র শোণিত শঙ্খক মস্তক কার্য্য এবং হৃদয় ইহা প্রাণায়তন; বাহুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয় মধ্য এবং মস্তক এই ষড়ঙ্গ বসা মাংস স্নেহ ফুস্‌ফুস নাভি ক্লোম যকৃৎ প্লীহা ক্ষুদ্রান্ত্র বৃক্কদ্বয় বস্তি বিষ্ঠাধার আমাশয় হৃদয় স্থূলান্ত্র গুহ্যদ্বার-উদর নাভির অধঃস্থিত গুহ্য মণ্ডলদ্বয় চক্ষুর তারাদ্বয় চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয় কর্ণ সষ্কুলী দ্বয় কর্ণদ্বয় কর্ণপালীদ্বয় গণ্ডদ্বয় ভ্রূদ্বয় শঙ্খকদ্বয় দন্তাবেষ্টদ্বয় ওষ্ঠাধর জঘন; কূপকদ্বয় বংক্ষণদ্বয় বৃষণদ্বয় শ্লেষ্মসংঘাত, প্রবৃদ্ধ বৃক্কদ্বয় স্তনদ্বয় উপজিহ্বা কটিপ্রোথদ্বয় বাহুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয় উরুদ্বয় উরুস্থিত মাংসপিণ্ড তালু উদর বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের শিরোভাগদ্বয় চিবুক হনুমূল ও কপোলের সন্ধিদ্বয় এবং শরীরস্থিত নিম্নদেশ—এই কুৎসিত দেহে এই কয়টী স্থান; শব্দ স্পর্শ রস রূপ এবং গন্ধ—বিষয়; নাসিকা চক্ষু ত্বক্ জিহ্বা এবং কর্ণ ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত পাদ পায়ু উপস্থ এবং জিহ্বা অর্থাৎ বাক্যযন্ত্র ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আত্মা এবং প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াতীত, হে বসুধে! এই শরীর—ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়, যিনি ইহা অবগত আছেন ক্ষেত্রাভিজ্ঞগণ তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া থাকেন। হে ভাবিনি! সকল ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; মুমুক্ষুগণের ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

ষণ্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

উত্তান চরণদ্বয় উরুদ্বয়ে রাখিবে; দক্ষিণ কর বামকরে রাখিবে নিশ্চল জিহ্বা তালুদেশে স্থাপন করিবে; দন্ত দ্বারা দন্তস্পর্শ করিবে না; নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবে, কোন দিকে দৃষ্টি করিবে না, নির্ভয় এবং প্রশান্তচেতাঃ হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত নিত্য ইন্দ্রিয়াতীত নির্গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত সর্ব্বজ্ঞ অতিস্থূল সর্ব্বত্রগ নিরাকার সর্ব্বতঃপাণিপাদ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার হস্তপদ রহিয়াছে সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ আছে সর্ব্বতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তি অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি অপ্রতিহত পুরুষেরা তাঁহাকে চিন্তা করিবে এইরূপ ধ্যান করিবে; এক বৎসর ধ্যান নিরত হইয়া থাকিলে যোগের আবির্ভাব হয়; যদি নিরাকার বস্তুতে লক্ষবদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথিবী জল তেজ বায়ু-আকাশ মন বুদ্ধি অর্থাৎ অহঙ্কার আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি অব্যক্ত এবং পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধ্যান করিয়া তাহাতে লক্ষ্যলাভ করিবার পর তত্তৎ বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর অপর ধ্যান করিবে; এইরূপে পুরুষ-ধ্যান আরম্ভ করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে অধোমুখ স্বীয় হৃৎপদ্মের মধ্যে দীপবৎ অবস্থিত পুরুষের ধ্যান করিবে; তাহাতে অসমর্থ হইলে কিরীটী কুণ্ডলধারী অঙ্গদধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বনমালা বিভূষিত বক্ষঃস্থল সৌম্যরূপ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং ধরণী-সেব্যমানপাদযুগল ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করিবে; যাহার ধ্যান করিবে মৃত্যুর পর তাহা প্রাপ্ত হয় ইহা ধ্যান রহস্য। অতএব সকল ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারী বস্তু ত্যাগ করিয়া অক্ষর অর্থাৎ নিত্য ও অবিকৃত বস্তুরই ধ্যান করা উচিত; পুরুষ ব্যতীত অক্ষর বস্তুও কিছু নাই। পুরুষ প্রাপ্তি হইলেই মুক্ত হয়, যেহেতু মহাপ্রভু সকল পুর অর্থাৎ পূতগ্রাম বা লিঙ্গ শরীর অধিকার করিয়া শয়ন অর্থাৎ অবস্থান করেন, সেই জন্য

তত্ত্ববিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাকে পুরুষ এই নামে অভিহিত করেন। যোগী প্রত্যহ নিরালস হইয়া প্রথম রাত্রি ও শেষ রাত্রিতে নিগুর্ণ পঞ্চবিংশ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অনন্তর্গত সত্যরূপ এবং চক্ষুরাদির অগোচর বিষ্ণুরূপী পুরুষের ধ্যান করিবে এবং তাহা অর্থাৎ ব্রহ্ম—পুরুষ প্রকৃত্যাদি সর্ব্বতত্ত্বের বহির্ভূত অনাসক্ত সর্ব্বভৃৎ নির্গুণ অথচ ত্রিগুণকার্য্য জ্ঞান সুখাদির সাক্ষীস্বরূপ ভূত সকলের বহির্ভাগে এবং অন্তরে স্থিত স্থাবর ও জঙ্গম স্বরূপ নিরাকারত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়, অতএব দূরস্থ অথচ তিনি নিকটেও আছেন। প্রকৃত রূপে বলিতে গেলে, ভূতের সহিত অবিভক্ত অথচ বিভক্তের মত স্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ সর্ব্বসংহারক এবং সর্ব্বোৎপাদক। তিনি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ আর অজ্ঞান নিবৃত্তির পর প্রাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ ঘট পটাদি, জ্ঞেয়স্বরূপ জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত। এইরূপ; ক্ষেত্র যোগ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা উত্তমরূপে বিদিত হইলে আমাকে পাইতে পারে।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বিষ্ণু বসুমতীকে এই সমস্ত কথা বলিলে বসুমতী ভগবান্কে জানুদ্বয় এবং মস্তক ও করদ্বয় দ্বারা নমস্কার করিয়া অর্থাৎ উক্ত অঙ্গ সকল ভূতলে লুষ্ঠিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—ভগবন্! আকাশ শঙ্খরূপে,বায়ু চক্ররূপে,তেজ গদারূপে, এবং জল পদ্মরূপে—এইরূপ মহাভূতচতুষ্টয় তোমার নিকটে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে; আমি এইরূপে ভগবানের পাদদ্বয় মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। বসুমতী কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া ভগবান্ "তথাস্তু" বলিলেন। পৃথিবী পূর্ণমনোরথা হইয়া তাহাই করিলেন।

"তোমাকে নমস্কার হে দেবদেব! বাসুদেব! আদিদেব! কামদেব! কামপাল! মহীপাল! অনাদিমধ্যান্ত! প্রজাপতি! মহাপ্রজাপতি! ঊর্দ্ধস্পতি! বাচস্পতি! জগৎপতি! দিবস্পতি! বনস্পতি! পয়স্পতি! পৃথিবীপতি! সলিলপতি! দিকুপতি! মহৎপতি! মরুৎপতি! লক্ষ্মীপতি! ব্রহ্মরূপ! ব্রহ্মপ্রিয়! সর্ব্বগ! অচিন্ত্য! জ্ঞানগম্য! পুরুহূত! পুরুষ্টুত! ব্রহ্মণ্য! ব্রহ্মপ্রিয়! ব্রহ্মকায়িক! মহাকায়িক! মহারাজিক! চতুর্মহারাজিক! ভাস্বর! মহাভাস্বর! সপ্ত! মহাভাগ! স্বর! তুষিত! মহাতুষিত! প্রতর্দ্দন! পরিনির্ম্মিত! অপরিনির্ম্মিত! বশবর্ত্তিন্! যজ্ঞ! মহাযজ্ঞ! যজ্ঞযোগ! যজ্ঞগম্য! যজ্ঞনিধন! অজিত! বৈকুণ্ঠ! অপার! পর! পুরাণ! মেধ্য! প্রজাধর! চিত্রশিখাণ্ডধর! যজ্ঞভাগহর! পুরোডাশহর! বিশ্বেশ্বর! বিশ্বধর! শুচিশ্রবঃ! অচ্যুতার্চ্চিন! স্বতার্চ্চি! খণ্ডপরশু! পদ্মনাভ! পদ্মধর! পদ্মধরাধর! হৃষীকেশ! একশৃঙ্গ! মহাবরাহ! কপিল! অচ্যুত! অনন্ত! পুরুষ! মহাপুরুষ! কপিল! সাংখ্যাচার্য্য! বিশ্বক্সেন! ধর্ম্ম! ধর্ম্মদ! ধর্ম্মাঙ্গ! ধর্ম্মবসুপ্রদ! বরপ্রদ! বিষ্ণু! জিষ্ণু! সহিষ্ণু! কৃষ্ণ! পুণ্ডরীকাক্ষ! নারায়ণপরায়ণ! এবং জগৎপরায়ণ! তোমাকে বহুবার নমস্কার এই বলিয়া দেবদেবের স্তব করিলেন। পূর্ণমনোরথা বসুমতী পৃথিবী তখন এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া দেবসমক্ষে বলিতে লাগিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবনবতিতম অধ্যায়।

দেবদেব বিষ্ণুর পাদসংবাহনে নিযুক্তা তপস্যা-তেজস্বিনী তপ্তকাঞ্চন-চারুবর্ণা লক্ষ্মীকে অবলোকন করিয়া, আনন্দিতা বসুমতী সেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে প্রফুল্ল-রক্তকমল-সুন্দর করতলে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! হে প্রফুল্ল-পদ্মনাভ-পাদসংবাহন-কারিণি! (প্রফুল্ল-পদ্মনাভ শব্দে—বিষ্ণু)। হে প্রফুল্ল-রক্ত-কমল-মধ্য সমান-বর্ণে! প্রফুল্ল রক্তকমল গৃহে সর্ব্বদা তোমার বাস। হে ইন্দীবরলোচনে! হে সুবর্ণবর্ণে! হে শুক্লাম্বরধারিণি! হে রত্নবিভূষিতাঙ্গি! হে চন্দ্রাননে! হে সূর্য্যসদৃশ-দীপ্তিশালিনি! মহাপ্রভাবে! জগৎশ্রেষ্ঠে! তুমি নিদ্রা, তুমিই জগতের প্রধান, তুমি

লক্ষ্মী, তুমি ধৈর্য্য, তুমি শোভা, তুমি বিরতি তুমি জয়া, তুমি কান্তি, তুমি প্রভা, তুমি কীর্ত্তি, তুমি বিভূতি, তুমি সরস্বতী, তুমি বাক্য এবং তুমি পাপনাশিকা শক্তি। স্বধা তিতিক্ষা বসুধা প্রতিষ্ঠা স্থিতি উত্তমদীক্ষা সুনীতি বিশালখ্যাতি অনসূয়া স্বাহা মেধা এবং বুদ্ধি এ সকলই তুমি, হে শশিসুলোচনে! যেমন এই দেব, শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু সকলই ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন; হে বরদে! তদ্রূপ তুমিও অবস্থিতি করিতেছ, জানি তথাপি আমি, বিভূতিরূপিণী তোমার বসতি জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই প্রকার উক্ত হইলে, দেববরের অগ্রভাগস্থিতা লক্ষ্মী তখন বসুধাকে বলিতে লাগিলেন; হে হেমবর্ণে! আমি সর্ব্বদা মধুসূদনের পার্শ্বে অবস্থিতা আছি। এই মধুসূদনের আজ্ঞাক্রমে যাহাকে মনে স্মরণ করি, সজ্জনগণ তাহাকে শ্রীমান্ বলে, যে আমার দ্বারা আপনাকে স্মরণ করাইতে পারে, তাহাতেই আমি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছি, হে লোকধাত্রি, তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ কর।* সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বিরাজিত নির্ম্মেঘ গগণমণ্ডল, ইন্দ্রায়ুধভূষিত বিদ্যুদালোক, সমুজ্জল বর্ষণোন্মুখ জলধর, নির্ম্মল, স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন নির্ম্মল বস্ত্র, সুধা-ধবলিত প্রাসাদমালা, ধ্বজভূষিত দেবমন্দির, সদ্যঃ প্রস্তুত বাস্ত, গোময়োপলিপ্ত স্থান, মত্ত গজেন্দ্র, প্রহৃষ্ট অশ্ব, দর্পিত বৃষ এবং অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণ—হে ভূমে। এই সকলে আমি অবস্থিত আছি। সিংহাসন আমলক বিল্ব ছত্র শঙ্খ পদ্ম প্রদীপ্ত হুতাশন শাণিত খড়্গ এবং আদর্শ তলে আমি অবস্থিতা। জলপূর্ণ কুম্ভ, সচামর সতালবৃন্ত অলঙ্কৃত স্থান, মনোহর ভৃঙ্গার পাত্র এবং নবোদ্ধৃত মৃত্তিকাতে আমি অবস্থিতা; দুগ্ধ ঘৃত হবিত তৃণ ক্ষৌদ্র মধু দধি, পুরন্ধ্রিদিগের দেহ, কুমারীদিগের দেহ, দেবতা, তপস্বী ও যাজ্ঞিকগণের দেহ, শূর রণজয়ী পুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়া পতিত শবদেহ, স্বর্গ সভাগত তদীয় আত্মা বেদধ্বনি শঙ্খ শব্দ স্বাহাশব্দ স্বধাশব্দ বাদ্যশব্দ রাজাভিষেক বিবাহোদ্যত বর, যজ্ঞ শিরঃস্নাতব্যক্তি, শুক্ল পুষ্প পর্ব্বত ফল রম্য প্রদেশ প্রধান প্রধান নদী পূর্ণ সরোবর নির্ম্মল জল হরিত-তৃণাবৃত ভূমি পদ্ম-বন ফলপুষ্পসম্পন্ন-বন সদ্যোজাত শিশু স্তন্যপায়ী শিশু হর্ষযুক্ত ব্যক্তি সাধু ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য সদাচারনিষ্ঠ শাস্ত্রানুশীলনতৎপর বিনীতবেশ সুবেশ জিত-বহিরিন্দ্রিয় জিত-মনোবৃত্তি মলশূন্য শুদ্ধান্নভোজী অতিথিপূজক, স্বদার সন্তুষ্ট ধর্ম্মনিরত ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ অতিথিভোজন রহিত সর্ব্বদা পুষ্পান্বিত সুগন্ধি দেহ সুগন্ধ লিপ্ত স্বর্ণকুণ্ডলাদি ভূষিত সত্যবাদী সর্ব্বভূত হিতে রত গৃহস্থ ক্ষমান্বিত ক্রোধবর্জ্জিত স্বকার্য্য দক্ষ পরকার্য্য-দক্ষ উদারবেশ সর্ব্বদা, বিনীত সর্ব্বদা সুবিভূষিত, পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী অমুক্তহস্তা সপুত্র-সুরক্ষিতভাণ্ডা উপহার-প্রিয়া পরিষ্কৃত গৃহ, জিতেন্দ্রিয়া কলহ-পরাঙ্মুখী ধর্ম্মপরায়ণা এবং দয়ান্বিতা নারীসকল ও মধুসূদন—এইসকলে আমি সর্ব্বদা অবস্থিতা। আমি কখনই নিমেষের জন্যও পুরুষোত্তম-বিযুক্তা হইয়া অবস্থিতি করি না।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শততম অধ্যায়।

স্বয়ং বিষ্ণুর কথিত এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল দ্বিজগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহাদিগের উত্তম রূপে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। পবিত্র মঙ্গলজনক স্বর্গজনক আয়ুর্য্য জ্ঞান-সাধন যশস্কর এবং ধন সৌভাগ্য বর্দ্ধন এই শাস্ত্র—ভূতিলিপ্সু মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা পাঠ্য, ধারণীয়, প্রার্থনীয়, শ্রোতব্য এবং শ্রাদ্ধকালে শ্রাবয়িতব্য। হে বসুধে! আমি প্রসন্ন হইয়া জগতের হিতার্থে তোমার নিকট এই উৎকৃষ্ট নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। এই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সৌভাগ্যজনক পরম গোপনীয় দুঃস্বপ্ননাশক বহুপুণ্য প্রচারক এবং মঙ্গল-জনক। *

শততম অধ্যায়ে বিষ্ণু-সংহিতা সমাপ্ত।

---

* মূলে "তত্র" স্থলে "যত্র" এই পাঠ কতিপয় পুস্তকসম্মত। যে সংস্মারণে আমি অবস্থিত; হে লোকধাত্রি তাহা শ্রবণ কর।" ইহা অনুবাদ। যে স্মরণ বরায সে সংস্মারণ। লক্ষ্মীদ্বারা আপনার স্মরণ করাইয়া দেয়।

*এই শ্লোকের নানাবিধ অর্থ হইতে পারে, তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

হারীতসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

কলিকাতা

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

সূচীপত্র।

হারীতসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

রাজা অম্বরীষ, মার্কণ্ডেয় সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে সত্তম। ভূঃ-ভুবঃ এবং স্বর্লোকস্থিত যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, ইহা পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন। এক্ষণে বর্ণ ও আশ্রম সমূহের ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন, যাহাদ্বারা সনাতন নারসিংহদেব সন্তুষ্ট হন। ইহা শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন;—আমি এই স্থলে পূর্ব্বকালে ঋষিগণের সহিত মহাত্মা হারীতের যে অত্যুত্তম সংবাদ হইয়াছিল, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মুনি সকল, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বহ্নিসদৃশ দীপ্তিশালী, উপবিষ্ট হারীতকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন হে ভার্গব। হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবন্। আমাদিগকে বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধর্ম্ম-সমূহ বলুন। এবং সংক্ষেপে বিষ্ণুভক্তিকর যোগশাস্ত্র ও অন্যান্য যাহা বিষ্ণুভক্তিকর তাহাও বলুন; আপনি আমাদিগের গুরু। সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া ভগবান্ হারীত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ মুনিগণ! আমি বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের নিত্যধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন্। এই ধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র সম্যক্ প্রকার ধারণ করিলে মনুষ্য জন্মসংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বে (সৃষ্টির প্রাক্কালে) জলোপরি লক্ষ্মীর সহিত নাগপর্য্যঙ্কে, পরমাত্মা দেব, জগৎস্রষ্টা বিষ্ণু, যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সেই যোগনিদ্রাগত ভগবানের নাভিদেশে একটি মহৎ পদ্ম হইয়াছিল। সেই পদ্মমধ্যে বেদবেদাঙ্গ-ভূষণ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বারম্বার জগৎ সৃজন কর এইরূপ বলিলে তিনি, দেবাসুর মনুষ্যলোকযুক্ত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অপাপ ব্রাহ্মণগণকে মুখ হইতে সৃজন করিলেন। তৎপরে বাহুদ্বয় উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকল সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ পদ্মযোনি, তাহাদিগের ধন যশঃ আয়ু স্বর্গ ও মোক্ষকর যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি; হে দ্বিজসত্তমগণ। আপনারা শ্রবণ করুন।

ব্রাহ্মণীগর্ভে ব্রাহ্মণ-ঔরসে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত; সেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও বাসযোগ্য দেশ বলিতেছি। হে দ্বিজসত্তমগণ! যেদেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতই বিচরণ করিয়া থাকে, সেই দেশে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন; যেহেতু ধর্ম্ম সেই দেশেই সিদ্ধ হয়। মহাত্মা ব্রাহ্মণের স্বকীয় ছয়প্রকার কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, যিনি সেই ছয়প্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবন যাপন করেন, তিনি সুখলাভ করেন।

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধ্যাপন তিন প্রকার;— এক, ধর্ম্মের নিমিত্ত; দ্বিতীয়, ধনের জন্য;

তৃতীয় শুশ্রূষা লাভ জন্য। যে ব্রাহ্মণ এই সকল কর্ম্মের মধ্যে অভাব পক্ষে একটি কর্ম্মও না করেন, তাঁহাকে বৃষাচার বলা গিয়া থাকে। এতাদৃশ কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণকে হিতৈষিব্যক্তি কখনও বিদ্যা দান করিবে না। উপযুক্ত শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবে এবং অযোগ্য শিষ্যকে পরিত্যাগ করিবে। নিন্দিত (অর্থাৎ নিষ্পাপ বলিয়া লোক সমাজে জ্ঞাত) ব্যক্তির নিকট, গৃহে ধর্ম্ম সিদ্ধির জন্য প্রতিগ্রহ করিবে। (এই শ্লোকে গৃহে এই শব্দ থাকাপ্রযুক্ত প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ বিধেয় অন্যত্র নহে)। প্রতিদিন শুচিপ্রদেশে নিবিষ্ট চিত্তে বেদাভ্যাস করিবে। শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রও বেদের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে এবং দিবারাত্র গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রুতিস্মৃতিবিহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কিম্বা ভোজন করাইলে, সেই দান ভোজনাদি কর্ম্ম, দাতার কুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবেন। শ্রুতি এবং স্মৃতি, ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত চক্ষুর্দ্বয়। ইহার মধ্যে, শ্রুতি কিম্বা স্মৃতিরূপ এক চক্ষু না থাকিলে কাণ এবং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ উভয় নেত্রহীন হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। (তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান নেত্রদ্বয় থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ হন্ না; পরন্তু বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ বলিয়া কথিত হন্; বাহ্যপথে পরিভ্রমণ কালেই আমাদিগের এই বহিশ্চক্ষু উপকারে আসে; কিন্তু জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে হইলে এই বহিশ্চক্ষুর্দ্বয় কোন উপকারেই আসে না; সেস্থলে শ্রুতি এবং স্মৃতি চক্ষুর্দ্বয়ই পথ প্রদর্শক; এবঞ্চ ব্রাহ্মণগণেরও সর্ব্বদাই বাহ্যমার্গ পরিত্যাগ করিয়া আন্তর (জ্ঞান) মার্গেই বিচরণ করিতে হয়; সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ চক্ষুঃ না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতি পদেই অন্ধের ন্যায় বিড়ম্বিত হইতে হয়।

নিরালস্য হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিবে ও প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বিবাহাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবে। যথাবিধি স্নান সমাপনান্তে প্রতিদিনই বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে। যথাশক্তি অনুসারে গৃহাগত অতিথিগণকে, বিচার না করিয়া (অর্থাৎ নির্গুণ সগুণ আদি বিবেচনা না করিয়া) পূজা করিবে। অন্য অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে, গৃহী, শক্তি অনুসারে পূজা করিবে। সর্ব্বকালেই স্বদার রত থাকিবে ও পরদার বর্জ্জন করিবে। উদার বুদ্ধি ব্যক্তি, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে, হোম করিয়া ভোজন করিবে। সত্যবাদী ও জিতক্রোধ হইবে; অধর্ম্মে মতি করিবে না; শাস্ত্রবিহিত স্বকীয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রমাদপ্রযুক্ত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। পরের মঙ্গলজনক ও পরলোক হিতকারি সত্য বাক্য বলিবে। এই সংক্ষেপে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথিত হইল। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণই করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মপদ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, এই আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত অখিল পাপহারী ধর্ম্ম, আমি কহিলাম। এক্ষণে রাজন্যগণের ও পৃথক্ পৃথক্ বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও ধর্ম্ম বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথাক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণত্রয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, যে ধর্ম্মের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় উত্তমগতি লাভ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করতঃ সম্যক্ অধ্যয়ন করিবেন এবং যথাবিধি যজ্ঞ সকলও করিবেন। রাজা ধর্ম্মবুদ্ধি সমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিবেন, নিয়ত স্বভার্য্যা নিরত হইবেন ও সর্ব্বকালেই ষড়্‌ভাগের একভাগ, কর গ্রহণ করিবেন। এবঞ্চ নীতি শাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু, সন্ধি বিগ্রহাদির তত্ত্বজ্ঞ, দেব

ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্য্যে, (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে) বত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসাবে যাজন, অধর্ম্ম পবিবর্জ্জন, কবিতে হইবে। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচাবণ কবিয়া উত্তম গতিলাভ করেন।

বৈশ্য যথাবিধি, গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য কবিবে। এবং যথাশক্তি দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইবে। বৈশ্য, দম্ভ মোহ-বিহীন, বাক্যেব দ্বাবাও পবেব অহিংসক, স্বদাব নিবত, দান্ত ও পবদাব বিহীন হইবে। বৈশ্য, ধন ব্যয়দ্বাবা বিপ্র ও যজ্ঞকালে যাজক-দিগকে ভোজন কবাইবে। দেহ পতন (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম সমূহে অপ্রভুত্ব কবিয়া কালক্ষয় কবিবে। এবং নিবালস্য হইয়া সর্ব্বদাই যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান করিবে। এবং পিতৃকার্য্য-পব হইবে ও ভগবান্ নবসিংহদেবেব পূজাবত হইবে। ইহাই বৈশ্যেব ধর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানে বত যে বৈশ্য, এতদুক্ত ধর্ম্মাচবণ কবিবে, সে অন্তে স্বর্গলাভ কবিবে, সন্দেহ নাই।

শূদ্র, যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেব সেবা করিবে, বিশেষতঃ ভৃত্যেব ন্যায় ব্রাহ্মণগণেব সেবা কবিবে। অযাচিত প্রদাতা (অর্থাৎ প্রার্থনা না কবিতেই প্রদানকাবী) হইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কষ্ট স্বীকাব কবিবে। প্রাক যজ্ঞবিধানানুসাবে আলস্য-হীন হইয়া দেব পূজা কবিবে। এবং ন্যায়পথালম্বী শূদ্রগণেব বিলক্ষণ অর্চ্চনা করিবে। শূদ্র,—মন, বাক্য, ও শবীব ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বকালে যথাযথ জীর্ণ বস্ত্রেব ধাবণ, বিপ্রেব উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্বকীয় দাবে বতি, পবদাব বিবর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য কবিবে। এবং এই সকল কর্ম্ম করিলে পাপ নষ্ট হয় ও পুণ্যবলে শূদ্র ইন্দ্রত্ব লাভ কবে। পূর্ব্বকালে যে প্রকাব ব্রহ্মা বলিযাছেন, আমি, বর্ণ সকলেব সেই নানাপ্রকাব ধর্ম্ম কহিলাম। হে মুনিগণ। এক্ষণে আমি আদ্য অশ্রামধর্ম্ম বলিতেছি, ক্রমশঃ আপনাবা শ্রবণ করুন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়, উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস কবিবে, এবং কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বাবা গুরুকুলেব মঙ্গল কবিবে। গুরুগৃহে বাস-কালে ব্রহ্মচর্য্য, নিম্নশয্যা ও বহ্নিব উপাসনা কবিবে। এবং গুরুব জলকুম্ভাহবণ, কাষ্ঠা-হবণ ও গোগ্রাস প্রদান কবিবে। ব্রহ্মচাবী যথাবিধি বেদাধ্যয়ন কবিবে। বিধি পবিত্যাগ কবিয়া অধ্যয়ন কবিলে অধ্যয়নেব ফল লাভ হয় না। যে কোন ব্যক্তি, দুঃস্বভাব-বশতঃ বিধি পবিত্যাগ কবিয়া বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম কবে, সে অধ্যয়নাদির ফল লাভ কবিতে পাবে না। এবং বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মাচারী ব্যক্তি, বিধি, অর্থাৎ মঙ্গলজনক পুণ্যাদি হইতে বিযুক্ত হন। সেই হেতু স্বাধ্যায় সিদ্ধিব নিমিত্ত বেদবিহিত ব্রতাদিব আচবণ কবিবে। গুরু-সন্নিধানে অশেষবিধ শৌচ শিক্ষা কবিবে। সমাহিত ব্রহ্মচাবী, প্রমাদ রহিত হইয়া আহার্য্য বস্তু লাভেব নিমিত্ত প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে, ভিক্ষাচরণ কবিবে। ব্রহ্মচাবী স্নানকালীন আচমনেব পরে কোন দিনও দন্তধাবন করিবেন না। ছত্র, পাদুকা, গন্ধমাল্যাদি নৃত্যগীত, নিবর্থক আলাপ ও মৈথুন—ব্রহ্মচাবী এই সকল অতি যত্নেব সহিত পবিত্যাগ কবিবে। সংয-তেন্দ্রিয় ব্রহ্মচাবী, হস্তি ও অশ্বেতে আবোহণ পবিত্যাগ কবিবে। ব্রতস্থিত ব্রহ্মচাবী নিয়-মানুসাবে সন্ধ্যোপাসনা কবিবে। সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাপনান্তে গুরুব পাদদ্বযেব অভিবাদন কবিয়া ভক্তিসহকাবে পিতা ও মাতাব বন্দনা কবিবে। আচার্য্য, মাতা ও পিতা নষ্ট হইলে, (অর্থাৎ অবজ্ঞাদি দ্বাবা ক্ষুব্ধ হইলে,) সকল দেবতা নষ্ট হন। এই হেতু ব্রহ্মচাবী, মৎসব বিহীন হইয়া, ইহাঁদিগেব আজ্ঞা প্রতিপালন কবিবে। গুরুর নিকটে বেদত্রয় বেদদ্বয় অথবা একবেদ অধ্যয়ন কবিযা গুরুকে দক্ষিণা দিবে। অনন্তব গ্রামে গিয়া সংযমী হইয়া বাস কবিবে। যাঁহাব জিহ্বা উপস্থ, উদব, এবং হস্ত সুগুপ্ত (অর্থাৎ বশী-কৃত), তিনি সংন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক সেই আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কাল-

যাপন করিবেন। আচার্য্যাভাবে তৎপুত্রের নিকট, তদভাবে বেদাধ্যাপক আচার্য্যের শিষ্য সমীপে, তদভাবে আচার্য্যকুলে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে, বাস করিবে।

যিনি অধ্যয়নের পর এইরূপে গুরুকুলে বাস করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক বলা যায়। এই নৈষ্ঠিক ব্যক্তি, বিবাহ বা সম্পূর্ণ সংন্যাস করিবেন না। যিনি নিবালস্য হইয়া বিধি অনুসারে পূর্ব্বকথিত কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ দেহত্যাগ করেন, সেই দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। যে সমাহিত ব্রহ্মচারী বিধিপূর্ব্বক গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি অতি দুর্লভ শুভ বিদ্যা লাভ করেন ও তাদৃশজনসুলভ, বিদ্যার ফল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, প্রাপ্ত হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির অর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, অসমানার্ষগোত্রা (অর্থাৎ যে কন্যার গোত্র ও প্রবর স্বকীয় গোত্র প্রবরের সহিত, মিলে না) ভ্রাতৃমতী শুভ লক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা ও সুচরিত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে। যদিও বর্ণ ধর্ম্মানুসারে গান্ধর্ব্বাদি নানাপ্রকার বিবাহ কথিত আছে, তাহা হইলেও প্রশস্ত (অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম) ব্রাহ্মবিধি (পাত্রকে যথাবিধি আমন্ত্রণান্তে পূজা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কন্যা প্রদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ বিধি) অনুসারে পাণিগ্রহণ করিবে। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ। উপাসনোপযুক্ত কাষ্ঠ সকল আনয়ন করতঃ তন্দ্রা রহিত হইয়া,প্রতিদিনই প্রভাত ও সায়ং সময়ে অগ্নিতে হোম করিবে। উষাকালে উত্থান করতঃ যথাবিধি শৌচ করিয়া প্রতিদিন দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিবে। মুখ, অধৌত থাকিলে. মনুষ্য অপ্রয়ত হয়, এইজন্য আর্দ্র অথবা শুষ্কদন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। করঞ্জ, খদির, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্ণি, প্রশ্নিপর্ণি, জম্ব নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক ও উড়ুম্বর এই সকল কাষ্ঠ, দন্তধাবন-কর্ম্মে প্রশস্ত। কণ্টকি বৃক্ষের ও ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের দন্তধাবন কাষ্ঠ যথাক্রমে পুণ্য ও যশোদায়ক। এই সংক্ষেপে ব্যবহার্য্য দন্তকাষ্ঠ প্রকীর্ত্তিত হইল। অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ অথবা দশাঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ এই স্থানে কথিত হইতেছে। প্রতিপদ্ অমাবস্যা পূর্ণিমা ষষ্ঠী ও নবমীতিথিতে দন্তের সহিত কাষ্ঠযোগ করিলে, সপ্তমকুল্ পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়, এইজন্য ঐ সকল দিনে দণ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। নিষিদ্ধ দিবসে দণ্ডকাষ্ঠের ব্যবহার না করিয়া, কেবল দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ-শুদ্ধির আচরণ করিবে। পূর্ব্বে আচমন করিয়া, স্মৃত্যন্তরে কথিত মন্ত্রে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অন্য স্মৃতিতে কথিত মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষণ করিয়া জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অব্যক্ত-জন্মা ভগবান্ ব্রহ্মার বরদানে সবল, মন্দেহ নামে রাক্ষসগণ প্রাতঃকালে সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ নিক্ষিপ্ত, গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলাঞ্জলি, সেই সকল মন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া সূর্য্য, মহাভাগ মরীচ্যাদি ও সনকাদি যোগিগণের সহিত গমন করেন। সেইজন্য সায়ং ও প্রাতঃকালে সমাহিত হইয়া সন্ধ্যা উল্লঙ্ঘন করিবে না; যে ব্যক্তি মোহবশতঃ সন্ধ্যার উল্লঙ্ঘন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। সায়ংকালে আচমনান্তে মন্ত্রের দ্বারাআপনাকে প্রোক্ষিত করতঃ সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। তদন্তে জলস্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যথাবিধি নক্ষত্র থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে, এবং যতক্ষণ সূর্য্য সম্পূর্ণ দৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অভ্যাস করিবে। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত সময়েই সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে, এবং যে কাল পর্য্যন্ত নক্ষত্র দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অভ্যাস করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত, দ্বিজোত্তম, স্বয়ং হোম করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণের উপায় চিন্তা করিবেন, তাহার

পব শিষ্য সকলেব মঙ্গলের জন্য কিঞ্চিৎ-স্বাধ্যায আচবণ কবিবেন ; তৎপবে কার্য্যেব জন্য বাজাব নিকট গমন কবিবেন। দূবদেশে গমন কবিযা কুশ পুষ্প ও কাষ্ঠ আহবণ কবিবেন। তৎপবে মনোবম, শুদ্ধদেশে যাইয়া মাধ্যাহ্নিক স্নান কবিবেন। সংক্ষেপে পাপনাশক সেই স্নানেব বিধি বলিতেছি। সেই বিধি অনুসাবে স্নান কবিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ কবিতে পাবা যায়। শুদ্ধ তণ্ডুল ও তিলেব সহিত স্নানার্থ মৃত্তিকাগ্রহণপূর্ব্বক সুমনা হইযা শুদ্ধ ও অধিক জলশালিনী নদীতে গমন কবিবে। নদীবিদ্যমানা থাকিলে অন্য জলে স্নান কবিবে না এবং বহুজল পূর্ণ সবোববাদি থাকিলে অল্প-জল কূপাদিতে স্নান কবিবে না। নদী স্নানই প্রশস্ত, স্রোতেব প্রতিকূল-ভাবে দণ্ডাবমান হইয়া নদী স্নান কবিবে, নদী না থাকিলে তড়াগাদি জলে স্নান কবিবে।

শুচিদেশে জল ছিটাইযা বস্ত্র সকল স্থাপন কবিবে। যত্নপূর্ব্বক মৃত্তিকা-জল দ্বাবা স্বকীয দেহ লিপ্ত কবিবে। স্নানেব পূর্ব্বকালে পণ্ডিত ব্যক্তি,আচমন কবিবেন। এবং যথানিযমে বাগ্‌-যত হইয়া হবি স্মবণ কবত উকপ্রমাণ জলে মগ্ন হইবেন। তৎপবে তীবে গমন কবিয়া মন্ত্রেব সহিত জলে আচমন কবত বারুণমন্ত্র ও পাব-মানী ঋকেব দ্বাবা প্রোক্ষণ কবিবে। হে দ্বিজ-গণ। তৎপবে প্রবত্নপূর্ব্বক স্যোনা পৃথিবী ইত্যাদি মন্ত্রেব দ্বাবা কুশাগ্র জলেব দ্বাবা প্রোক্ষণ কবত ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িযা শবীবে মৃত্তিকা লেপন কবিবে। তৎপবে পুনর্ব্বাব মজ্জন কালে নাবাযণদেবকে স্মবণ কবিবে। তৎপবে জলমধ্যে নিমগ্ন হইযা অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিবে , তৎপবে স্নানান্তে তণ্ডুল ও তিলেব দ্বাবা দেবর্ষিও পিতৃদিগেব তর্পণ করিবে , তৎপবে বস্ত্র হইতে জল নিষ্পীড়ন কবত তীব-প্রাপ্ত হইযা তত্রস্থ বস্ত্রদ্বয় ও উত্তবীয পবিধান কবিবে ও কেশ সকল কম্পিত কবিবে না। অতিশয় বক্ত ও নীল বস্ত্র প্রশস্ত নহে। মল যুক্ত ও গন্ধহীন বস্ত্র, সর্ব্বদা পবিত্যাগ কবিবে। তৎপবে বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্তিকা জলেব দ্বাবা চবণদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তৎ-পবে আচমন কবিবে ; তাহাব বিধান এইরূপ যে, দক্ষিণ কবকে গোকর্ণ সদৃশ কবিয়া, তাহাব মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ কবিযা, ত্রিবাব পান কবিবে ; পবে দুইবাব জল দ্বাবা মুখ মার্জ্জন কবিবে। তদন্তে পাদ ও মস্তক অভ্যুক্ষণ কবিয়া, তিন অঙ্গুলি দ্বাবা মুখ স্পর্শ কবিবে, ও অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বাবা চক্ষু দ্বয় স্পর্শ কবিবে। এইরূপ বিধানানুসাবে ধীমান্ নিব-লস, শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণ, কুশহস্ত হইযা পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তবমুখে যথান্যাযে প্রাণায়ামত্রয কবিবেন। তৎপবে বেদমাতা গাযত্রীব উদ্দেশে জপ যজ্ঞ কবিবে। এই জপ যজ্ঞ তিন প্রকাব ; আপনাবা ইহাব তত্ত্ব বুঝুন। বাচিক, উপাংশু ও মানস ; এই তিন প্রকাব জপযজ্ঞ ; ইহাব মধ্যে পব পর জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যাহা উচ্চ ও নীচ উচ্চাবিত স্পষ্ট পদাক্ষব শব্দেব দ্বাবা মন্ত্র পাঠ কবা যায়, তাহাকে বাচিক বলা যায। যাহাতে মন্ত্র শনৈঃ শনৈঃ উচ্চাবিত হয় ও ওষ্ঠ দ্বয় কিঞ্চিৎ কম্পিত হয অথচ, শব্দ কথঞ্চিৎ শ্রবণ যোগ্য হয, তাহাকে উপাংশু জপ বলা যায। বুদ্ধি দ্বাবা পদ ও অক্ষবশ্রেণী স্মৃত হইবে ; বর্ণ ও পদাক্ষব শুনা যাইবে না ; কেবল মাত্র শব্দ ও তাহাব অর্থ চিন্তনা দ্বাবা যে জপ হয় তাহাব নাম মানস জপজজ্ঞ।

জপেব দ্বাবা স্তুত হইয়া দেবতা প্রসন্ন হন। দেবতা প্রসন্ন হইলে, মনীষিগণ বিপুল ভোগ-সমূহ প্রাপ্ত হয়েন। জপ কবিলে, ভীষণ বাক্ষসগণ—পিশাচগণ—ও মহা সর্পগণ নিকটে আসিতে পাবে না, দূব হইতেই, তাঁহাবা পলাযন কবে। ছন্দঃ ও ঋষ্যদি জানিয়া নিবা-লস্য হইযা মন্ত্র জপ করিবে। ও অর্থজ্ঞান কবিযা অহবহঃ গাযত্রী জপ কবিবে। সর্ব্বোত্তম সহস্রবাব, মধ্যম শতবাব, অন্ততঃ অধম দশ-বাবও যিনি প্রতি দিন গায়ত্রী জপ কবেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না। গায়ত্রী জপান্তে উর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যকে পুষ্পাঞ্জলি দিযা উদুত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি সূক্ত ও তচ্চক্ষুঃ ইত্যাদি সূক্ত জপ কবিবে। তৎপবে প্রদক্ষিণান্তে হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া সূর্য্যকে নমস্কার

করিবে। তাহার পরে দেব-তীর্থাদির দ্বারা জল লইয়া দেবাদির সন্তর্পণ করিবে, পরে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে, যেহেতুক এই স্থলে ভক্তজনের স্নান ও দান আচমনযুক্তই প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাযুক্ত কুশাসনে উপবিষ্ট, কুশহস্ত ও পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ বিধানানুসারে ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। তৎপরে উত্থান করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত অঞ্জলি লইয়া গিয়া হংসঃশুচিসদ্ ইত্যাদি ঋক্ উচ্চারণ করিয়া তিল, পুষ্প ও তণ্ডুলযুক্ত অর্ঘ্য, ভাস্করকে প্রদান করিবে। তৎপরে সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া গৃহে গমন করিবে। তাহার পর পুরুষ সূক্তের বিধানানুসারে গৃহেতেই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বলিকর্ম্ম বিধানানুসারে বৈশ্বদেবকে বলি দিবে। যে কালের মধ্যে গো-দোহন হইতে পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত অতিথির অপেক্ষা করিবে। যাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই, এবং যাঁহার পরিচয়ও জানা না থাকে, তাদৃশ অতিথি গৃহাগত হইলে, গৃহী, স্বাগত আসন প্রদান দ্বারা পূজা করিবে। অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন করিলে গৃহমেধির অগ্নি সকল তুষ্ট হন। আসন প্রদান করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলে পিতৃগণ দুর্লভ প্রীতিলাভ করেন। যোগ্য অন্ন প্রদান করিলে প্রজাপতি তৃপ্ত হন। সেই জন্য বিষ্ণুপূজার পর, গৃহস্থ ভক্তি ও শক্তি অনুসারে অতিথির পূজা করিবেন। পরিব্রাজক ব্রহ্মচারি ভিক্ষুকে অনিবেদিত ব্যঞ্জনসমন্বিত অন্নযুক্ত ভিক্ষা প্রদান করিবে।

বৈশ্বদেব বলি সমাপ্ত না হইতেই যদি ভিক্ষু উপস্থিত হন, তাহা হইলে বৈশ্বদেবের অন্নাদি উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্র অন্ন তাঁহাকে দিয়া বিদায় করিবে। যেহেতু বৈশ্বদেবকৃত-দোষ-সমূহ ভিক্ষু দূর করিতে পারেন, কিন্তু ভিক্ষুকৃত দোষ বৈশ্বদেব দূর করিতে পারেন না। সেইজন্য গৃহে ভিক্ষু উপস্থিত হইলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দিবে। এবং যতিগণ বিষ্ণুস্বরূপ এইরূপ নিঃসন্দেহ ভাবনা করিবে। গৃহী অগ্রে সুবাসিনী কুমারী বালক ও বৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং আহার করিবেন। পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া মৌন কিম্বা অল্পভাষিত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কারকরতঃ তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের দ্বারা প্রাণাদির আহুতি প্রদানান্তে সমাহিতচিত্তে স্বাদু অন্ন ভোজন করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া ইষ্টদেবতা স্মরণ পূর্ব্বক উদর স্পর্শ করিবে। পরে সায়ংসন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস ও পুরাণের আলোচনা করিবে। দ্বিজাতিদিগের প্রাতঃ ও সায়ংকালে আহার বেদবিহিত। কিন্তু অগ্নিহোত্রিদিগের প্রাতঃকালে ভোজন করিবার বিধি নাই, তাঁহাদিগের সায়ংকালে ভোজন বিহিত। শিষ্যদিগকে অনধ্যায় কাল, বর্জ্জন করিয়া পাঠ করাইবে। অনধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণোক্তই গৃহীত। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণী ও পর্ব্বসকল, অক্ষয়তৃতীয়া, মাঘমাসের সপ্তমী ও রথ্যাখ্যা সপ্তমী এইসকল দিনে অধ্যয়ন করাইবে না। স্নানকালে তৈল-মর্দ্দন করিয়া, অধ্যাপন করিবে না। শব, বাহিত হইতেছে অথবা মহীস্থ রহিয়াছে দেখিয়া কিম্বা রোদন শ্রবণ করিয়া, পাঠ করিবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ। গৃহস্থ,—হিরণ্য গো ও পৃথিবী দান যথাশক্ত্যনুসারে করিবেন। এই গৃহস্থের সারভূত ধর্ম্ম কথিত হইল। যিনি শ্রদ্ধার সহিত এই ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। এবং নারসিংহের প্রসাদে তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয় এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। হে বিপ্রগণ। এই তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে, শাশ্বত ধর্ম্মরাশি কথিত হইল; গৃহী প্রযত্নের সহিত গৃহস্থের পালনীয় এই ধর্ম্ম করিলে, ভগবান্ হরির সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহাভাগ সত্তমগণ। ইহাব পব আমি বানপ্রস্থাশ্রমেব ধর্ম্ম বলিতেছি আপনাবা অবধান করুন। গৃহস্থ, পুত্র পৌত্রাদি ও আপনাব পলিত মুণ্ড দেখিযা, পুত্রগণেব উপব ভার্য্যাব বক্ষণেব ভাব প্রদান কবত, কিম্বা ভার্য্যাব সহিত বনে প্রবেশ কবিবে। নখ-বোম এবং শুভ্রবর্ণ গাত্রাববণ ধাবণ কবত, বনস্থ; যথাবিধি অগ্নিতে হোম কবিবে। বনসম্ভূত ধান্য, অনিন্দিত নীবাবাদি কিম্বা শাক মূল ফলেব দ্বাবা প্রযত্নানুসাবে নিত্য আহুতি প্রদান কবিবে। ত্রিসন্ধ্যা স্নানযুক্ত হইয়া তীব্র তপস্যাব আচবণ কবিবে। পক্ষান্তে কিম্বা মাসান্তে নিজ পাক কবিয়া আহাব কবিবে। চতুর্থকালে * অথবা অষ্টমকালে কিম্বা ষষ্ঠকালে ভক্ষণ করিবে, অথবা কেবল বাযুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি মধ্যস্থ, বর্ষাকালে নিবাশ্রয়, হেমন্তকালে জল মধ্যস্থিত হইযা তপশ্চবণ কবত কালযাপন কবিবে। যিনি এই কর্ম্ম যথাক্রমে কবিতে সমর্থ হন, তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা স্বকীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইযা, উত্তবদিকে প্রব্রজন কবিবেন। পবে বন গমন কবিযা দেহপাত পর্য্যন্ত মৌনী হইয়া অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ বহিবিন্দ্রিয-জন্য জ্ঞানেব অবিষয) ব্রহ্মকে স্মবণ কবিলে, দেহান্তে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। যে ব্যক্তি বনে গমন কবিয়া প্রশান্ত স্বভাব ও সমাধিযুক্ত হইযা তপস্যা কবেন, তিনি মলহীন প্রশান্ত ও বিমুক্ত-পাপ হইয়া, দিব্য পুবাতন পবম পুরুষকে লাভ কবিতে পাবেন।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

* এস্থলে চতুর্থকাল শব্দেব অর্থ এই;—যেরূপ ব্রাহ্মণেব প্রাতঃ ও সাযংকালে দুইবাব ভক্ষণ কবিবাব বিধি হওযায, প্রাতঃকালকে আহাবেব প্রথম কাল বলা যায। এইরূপ সাযংকালকে দ্বিতীয কাল কহা গিযা থাকে। কেহ যদি একদিন উপবাস কবিযা পব দিবস সাযাহ্নকালে আহাব কবে, তাহা হইলে তাহাব চতুর্থ কালে আহার হইল, কেননা সেই আহাবেব পূর্ব্বে তাহাব আব তিনবাব আহাব-কাল অতীত হইযাছে। এইরূপ অষ্টম ও ষষ্ঠ-কাল বুঝিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপব উত্তম চতুর্থ আশ্রম (অর্থাৎ সংন্যাস) বলিব; শ্রদ্ধাব সহিত সেই আশ্রমানুষ্ঠান কবিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কবিতে পারা যায। পূর্ব্বাধ্যায় কথিত বীতিতে বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিযা সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস কবতঃ ব্রাহ্মণ সংন্যাসবিধি অনুসাবে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ কবিবেন। পিতৃগণ দেবগণ ও মনুষ্যগণ উদ্দেশ দান ও শ্রাদ্ধ কবিয়া এবং আপনাব অগ্নিক্রিয়া সমাপনানন্তব, পূর্ব্ব অথবা উত্তব দিক লক্ষ্য কবত স্বীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইযা প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিবে। সেই সময হইতে পুত্রাদিব প্রতি স্নেহ ও আলাপাদি পবিত্যাগ কবিবে। বন্ধু ও সর্ব্বভূতকেই অভয় প্রদান কবিবে। চতুবঙ্গুল পবিমিত, কৃষ্ণগো-বাল-বজ্জু দ্বাবা বেষ্টিত, সমপর্ব্ব, প্রশস্ত, বেণুনির্ম্মিত, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসীব বাহ্য ও মানস শৌচেব জন্য প্রকীর্ত্তিত হইযাছে। আচ্ছাদন বাস কৌপীন, শীতনিবাবিণী কন্থা ও পাদুকাদ্বয সংগ্রহ কবিবে, অন্য কোন প্রকাব দ্রব্য সংগ্রহ কবিবে না। এই সকল দণ্ড কৌপীনাদিই সন্ন্যাসীব চিহ্নরূপে উক্ত হইযাছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ কবিয়া সন্ন্যাস পূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন কবতঃ মন্ত্রপূত বাবিদ্বাবা আচমন কবিবে। তৎপবে দেবতাগণেব তর্পণ কবিয়া, সূর্য্যকে সমস্তক প্রণাম কবিবে। অনন্তব পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইযা, যথাশক্তি গাযত্রী জপান্তে পবব্রহ্মেব ধ্যান কবিবে। প্রতি দিবস আপনাব প্রাণধাবণেব জন্য ভিক্ষার্থ ভ্রমণ কবিবে। সাযংকালে ব্রাহ্মণগণেব গৃহে উপস্থিত হইযা দক্ষিণ হস্তেব দ্বাবা সম্যক্ কবদ্ব প্রার্থনা কবিবে। বামকবে পাত্র স্থাপন কবিযা দক্ষিণ হস্তেব দ্বাবা সংগ্রহ কবিবে। যত অন্নেব দ্বাবা নিজেব তৃপ্তিব সম্ভাবনা তৎপবিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ কবিবে। তৎপবে সংযমী, সেই পাত্র অন্যত্র শুচি দেশে স্থাপন কবিযা সমাহিত চিত্তে চতুবঙ্গুল দ্বারা সর্ব্বব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন কবতঃ পৃথক পাত্রে রাখিবে। পরে

তাহা সূর্য্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে কিম্বা এক পাত্রেই যতি ভোজনান্ত করিবেন। বট কিম্বা অশ্বত্থপত্রে, অথবা কুম্ভী ও তৈন্দুক নির্ম্মিত পাত্রে যতি কখনই ভোজন করিবে না। কাংস্যপাত্রে ভোজন কারি যতিগণ মলাক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, এই জন্য কদাচ কাংস্য পাত্রে যতিগণের ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে পাক করে ও যে কাংস্য পাত্রে ভোজন করায় তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ কাংস্য পাত্রে ভোজনকারি-যতিগণ প্রাপ্ত হয়েন। যতি, ভোজন করিয়া সেই পাত্রদ্বয় ধৌত করিবে; সেই পাত্র যজ্ঞের চমসের (যজ্ঞিয়-পাত্র বিশেষের) ন্যায় কখনই দুষিত হয় না। অনন্তর আচমনান্তে নিদিধ্যাসন করত ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিবে। বুধ, জপ ধ্যান ও ইতিহাস দ্বারা দিনাবশেষ অতিবাহিত করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া দেব-গৃহাদিতে রাত্রি জাপন করিবে। এবং হৃদয়-পুণ্ডরীকভবনে অবিনাশি ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে, যদি সন্ন্যাসী এপ্রকার ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বভূত সম-দর্শি জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হন। তাহা হইলে তিনি সেই পরম স্থান (মুক্তি) লাভ করেন যে স্থান পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী, রূপরসগন্ধ স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে, এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বর্ণ ও আশ্রম সমূহের ধর্ম্ম লক্ষণ কথিত হইল। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করেন। এক্ষণে সংক্ষেপে সার উত্তম যোগ শাস্ত্র বলিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যোগভ্যাস বলেতেই সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়। এই জন্য ক্রিয়ারত ব্যক্তি যোগরত হইয়া নিত্য ধ্যান করিবে। অগ্রে দুর্দ্ধর্ষ মনকে ধারণা দ্বারা বশ করিয়া, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা যথাক্রমে বচন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিবে। এইরূপ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করত, জ্ঞান-স্বরূপ জগদাধার বলিয়া কীর্ত্তিত অনাময় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মকে শনৈঃ শনৈঃ ধ্যান করিবে। নির্জ্জনে একান্তচিত্তে উপবেশন করিয়া, বাহির ও অন্তরস্থ নির্ম্মল সুবর্ণ সদৃশ প্রভাশালী পরমাত্মাকে দেহপাতকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে। যিনি সকল প্রাণির হৃদয়, যিনি সকলের হৃদয়স্থিত, যিনি সকল জ্ঞানের জ্ঞেয়, সেই পরমাত্মাই আমি, এ প্রকার চিন্তা করিবে। আত্মসাক্ষাৎকার সুখ হইতে যাহা কিছু বেদ ও স্মৃতি-কথিত, তপোধ্যানাদি ধর্ম্ম আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। যে প্রকার অশ্বহীন রথে কিম্বা রথিহীন অশ্বে কোন ফল হয় না, সেইরূপ বিদ্যা ও তপস্যা একত্রে না থাকিলে কোন ফল নাই, পরস্পর মিলিত হইলেই উপকারে আইসে। পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষে ভর দিয়া আকাশে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ পক্ষদ্বয় দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সুখরূপ-আকাশে যথেষ্ট সঞ্চরণ করা যায়। কর্ম্মবিহীন শুষ্ক জ্ঞান বা জ্ঞানহীন কেবল কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না। বিদ্যা ও তপস্যাযুক্ত ব্রাহ্মণ যোগপর হইয়া বাহ্য ও লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। যেমন দেহাদির বিনাশ হয়, সেই রূপ সম্পর্কবিহীন আত্মার বিনাশ কখনই হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের নিকট বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে বর্ণাশ্রমস্থগণের সনাতন ধর্ম্ম সংক্ষেপে এই কথিত হইল। মুনিগণ ধর্ম্মমোক্ষ-ফলপ্রদ এই প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করত অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সেই হারীত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজের নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হারীতমুখনিঃসৃত শাস্ত্রানু-সারি এই ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া যিনি আচ-

রণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, উক্ত বর্ণচতুষ্টয়েব মধ্যে যে কেহ সেই সেই ধর্ম্মের অন্যথা আচবণ কবিবে, সে সদ্যঃ জাতি হইতে পতিত হইবে।

যে প্রকার যাহার ধর্ম্ম অভিহিত হইল, তাহার সেই প্রকার ধর্ম্মই অনুষ্ঠান যোগ্য। এই হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনাপদে (সাবধানে) স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! এই চাবিপ্রকাব বর্ণ ও চাবি-প্রকাব আশ্রম। যাঁহাবা এই বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা পবমগতি লাভ করেন। ভগবান্ নরসিংহ যে প্রকার স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন, সে প্রকার স্বধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মাচাবীর প্রতি প্রসন্ন হন্ না। এই হেতু নিবালস্য হইয়া যথাকালে স্বধর্ম্মাচারী মনুষ্যগণ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ও ভগবান্ নরসিংহেব পদ লাভ করিতে পাবেন। উৎপন্ন বৈরাগ্য বলে ক্রিয়াবান্ যোগী, সর্ব্বদা পরব্রহ্মেব ধ্যান করিবেন; তাহা হইলে দেহান্তে অনন্ত সত্য সুখস্বরূপ সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

হারীতসংহিতা সম্পূর্ণ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লী নিবাসী

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে,

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

ভূমিকা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অতি সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ এবং বিস্তৃতার্থপূর্ণ। তাহার সমুদয় মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অনুবাদে স্থানে স্থানে টীকাকার বা সংগ্রহকার-দিগের ভাষার অনুগমন করিয়া যাইতে হইয়াছে; ইহা না করিলে যাজ্ঞ-বল্ক্যের অনুবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কোন কোন স্থলে মূলের ভাষা ও টীকাকারদিগের ভাষার পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য ( ) এই চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। কোন স্থলে বা অর্থ-বিশদ করিতেও ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শেষোক্ত স্থলে ঐ চিহ্নের মধ্যে একটী 'অর্থাৎ' পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনেকগুলি টীকা, তন্মধ্যে মিতাক্ষরাই প্রধান; এইজন্য প্রায়ই মিতাক্ষরার মতগ্রহণ করিয়াছি; তবে যে স্থলে অপরের ব্যাখ্যা উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে, সেইস্থলে তাহা মূল-অনুবাদে সন্নিবেশিত করিয়া টীকায় মিতাক্ষরামত উদ্ধৃত করিয়াছি।

অনুবাদক
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
সাং ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

মুনিগণ (সামশ্রবা প্রভৃতি); যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপ অর্চনা করিয়া বলিলেন,—চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, এবং অনুলোম প্রতিলোমজাত অপরাপর জাতিসকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বলুন্ ॥ ১ ॥ মিথিলানগরীস্থ সেই যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেই মুনিগণকে বলিলেন,—যেদেশে কৃষ্ণসারমৃগ ব্যক্তি বিশেষের পালিত না হইয়া বিচরণ করে, তাহাতেই বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিবে ॥ ২ ॥ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, এই ছয়প্রকার) এবং চারি বেদ,—এই চৌদ্দটী, পুরুষার্থ-সাধন জ্ঞান এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ ॥ ৩ ॥ মনু, অত্রি বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, এবং বসিষ্ঠ, ইহাঁরা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ৪।৫ ॥ পূর্ব্বোক্তদেশে পুণ্যকালে শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠান করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপযুক্তপাত্রে যে ধনাদি প্রদান করা যায়, তাহা, এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্যযাগযজ্ঞাদি, ধর্ম্মপ্রাপ্তির অসাধারণ উপায় ॥ ৬ ॥ শ্রুতি, স্মৃতি, মহাজনের আচার, আপনার প্রীতি এবং সম্যক্ সঙ্কল্প জনিত শাস্ত্রাবিরুদ্ধ কামনা, ইহাই ধর্ম্মজ্ঞানের মূল ॥ ৭ ॥ যাগ যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান, এবং স্বাধ্যায় এইসকল কর্ম্ম অপেক্ষা, চিত্তাবরোধদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই উৎকৃষ্টধর্ম্ম ॥৮॥ সন্দেহ হইলে, তাহার নিরাকরণ এইরূপে হইবে, যথা বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ চারিজন ব্রাহ্মণ অথবা ত্রৈবিদ্যমণ্ডলীর নাম সভা। সেই সভা অথবা অধ্যাত্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে অতিনিপুণ, বেদধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি, যাহা কহিবেন তাহাই ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র, এই চারিপ্রকার বর্ণ; তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণত্রয়—দ্বিজ। সেই দ্বিজগণেরই গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ বক্ষ্যমাণ ঋতুকালে গর্ভাধান, গর্ভ স্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই জাতকর্ম্ম, একাদশদিনে অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে নামকরণ, জন্মের পর চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, এবং কুলাচারানুসারে অর্থাৎ কাহারও এক বৎসরে, কাহারও তিন বৎসরে,—এই দুই মুখ্য কালে বা পাঁচ বৎসর প্রভৃতি গৌণকালে, চূড়াকরণ হইয়া থাকে ॥১১।১২॥ এই সমস্ত কার্য্য করিলে শুক্রশোণিত-সম্ভূত পাপরাশি দূরীভূত হয়। এই সকল সংস্কারকার্য্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মন্ত্রহীন; কেবল তাহাদিগের বিবাহ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক করিবে ॥ ১৩ ব্রাহ্মণদিগের গর্ভাষ্টমে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়দিগের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্যদিগের গর্ভদ্বাদশে

উপনয়ন হওয়া বিধি। তবে বৈশ্যের উপনয়ন কুলাচারানুসারে হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ১৪ ॥ নিজ নিজ গৃহ্যোক্ত বিধিঅনুসারে উপনীত করিবার পর, গুরু, শিষ্যকে মহাব্যাহৃতি (ভূঃ ইত্যাদি) উচ্চারণ করিয়া বেদাধ্যাপনা করিবেন এবং উক্ত শিষ্যকে শৌচ এবং আচার শিক্ষা করাইবেন ॥ ১৫ ॥ দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন পূর্ব্বক, দিবা, প্রাতঃকাল, এবং সায়ংকালে উত্তরমুখ, ও যদি রাত্রি হয় ত দক্ষিণাভিমুখ হইয়া মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে ॥ ১৬॥ অনন্তর শিশ্নগ্রহণ পূর্ব্বক উত্থান করিয়া মৃত্তিকা এবং উদ্ধৃত জল দ্বারা এইরূপ শৌচ করিবে, যাহাতে বিণ্মূত্রের লেপ, বা গন্ধ কিছুমাত্র না থাকে*॥১৭॥ পবিত্রস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া হস্ত উভয়জানুর অন্তরালে রাখিয়া দ্বিজগণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন ॥১৮॥ কনিষ্ঠামূল (১) তর্জ্জনীমূল (২) অঙ্গুষ্ঠমূল (৩) এবং করতলের অগ্রভাগ অর্থাৎ অঙ্গুল্যাগ্র (৪) এইকয় স্থানের নাম যথাক্রমে প্রজাপতিতীর্থ (১) পিতৃতীর্থ (২) ব্রহ্মতীর্থ (৩) এবং দেবতীর্থ, (৪) ॥ ১৯ ॥ তিনবার জলপানান্তে (অঙ্গুষ্ঠ মূলদ্বারা) দুইবার (মুখে) মার্জ্জন করিয়া ঊর্দ্ধদেহগতচ্ছিদ্রসকল অর্থাৎ নাসিকাদি, জলদ্বারা স্পর্শকরিবে। অবিকৃত ফেনবুদ্বুদরহিত শূদ্রকর্ত্তৃক অনাহৃত জল, (পানসময়ে) বক্ষঃ (১) কণ্ঠ (২) তালু (৩) পর্য্যন্ত গমনকরিলে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩) গণ যথাক্রমে শুদ্ধ হইবেন। ওষ্ঠপ্রান্তে একবার মাত্র স্পৃষ্ট হইলেই স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ শুদ্ধ হইবে ॥ ২০।২১ ॥ প্রাতঃস্নান, জলদৈবত মন্ত্র অর্থাৎ আপোহিষ্ঠা প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জন, প্রাণায়াম, সূর্য্যোপস্থান এবং প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ২২ ॥ প্রণবযুক্ত একএকটী ব্যাহৃতি যথাক্রমে পূর্ব্বে যোজনা করিয়া শিরঃ অর্থাৎ আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তিনবার গায়ত্রীজপ করিবে (জপ করিবার সময় মুখনাসিকাদি হইতে নিয়মমত বায়ুনির্গম হইবেনা; রেচক পূরক এবং কুম্ভক করিয়া থাকিবে) ইহাই প্রাণায়াম ॥ ২৩॥ এইরূপ প্রাণায়াম করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে, এবং সায়ংকালে পশ্চিমাস্য হইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে, অর্থাৎ যাবৎ নক্ষত্রদর্শন না হয় তাবৎ সায়ংসন্ধ্যার বিহিত কাল। প্রাতঃকালে সূর্য্যদর্শনপর্য্যন্ত পূর্ব্বাস্য হইয়া ঐরূপ করিতে থাকিবে; অর্থাৎ যাবৎ সূর্য্যোদয় না হয় তাবৎ প্রাতঃসন্ধ্যার বিহিত কাল। সন্ধ্যোপাসনানন্তর প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে সমিধাদি আহুতিপ্রদান করিবে। ২৪। ২৫। অনন্তর "আমি অমুক" এইরূপে নিজনাম উল্লেখ করিয়া গুরু প্রভৃতি বৃদ্ধবর্গকে অভিবাদন করিবে। ২৬। এবং অধ্যয়নসিদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। গুরু, অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলে পর অধ্যয়ন করিবে, ভিক্ষাদি করিয়া যাহা পাইবে,তৎসমস্ত গুরুকে অর্পণ করিবে, মনঃ, বাক্য, শরীর, এবং কর্ম্মদ্বারা তাঁহার হিতাচরণ করিবে ॥ ২৭॥ কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, শুচি, আধিব্যাধিরহিত, অসূয়াশূন্য, সচ্চরিত্র, সেবাকুশল, বন্ধু, বিদ্যাদাতা, এবং ধনদাতা এই সকল ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনীয় ॥ ২৮ ॥ (এই অধ্যয়নের সময়) দণ্ড, অজিন, যজ্ঞোপবীত এবং মেখলা ধারণ করিবে, এবং স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণবাটীতে ভিক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য (৩) যথাক্রমে আদি (১) মধ্য (২) এবং অন্তে (৩) ভবৎ শব্দপ্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিবে "ভবতি! ভিক্ষাংদেহি" ক্ষত্রিয় বলিবে "ভিক্ষাংভবতি! দেহি" বৈশ্য বলিবে "ভিক্ষাংদেহিভবতি!" ॥ ৩০ ॥ অগ্নিকার্য্য করিবার পর, গুরুর অনুমতিঅনুসারে মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। ভোক্তব্য-

* মৃত্তান্তরে হস্তমৃত্তিকা দিবার কার্য্য, যেরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে গন্ধলেপনাদি দূর না হইলে ততক্ষণ ঐরূপ শৌচ করিতে হইবে। যতক্ষণ গন্ধলেপ না যায় ইহা জানাইবার জন্যই "গন্ধলেপ"-ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

বস্তুর নিন্দা করিবে না, প্রত্যুত "এইরূপ অন্ন প্রতিদিন হউক" ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। এবং ভোজনের পূর্ব্বে আপোশন অর্থাৎ গণ্ডূষ করিতে হইবে॥ ৩১॥*

দ্বিজ, ব্রহ্মচারী-অবস্থায়, বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানাহৃত অন্ন, ভোজন করিবে না। এবং ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে অধিকারী নহে,এইজন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মণপদের উল্লেখ) শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, যাহাতে ব্রতভঙ্গ না হয়, এরূপ দ্রব্য ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে॥ ৩২॥ ব্রহ্মচারী দ্বিজ, মধু অর্থাৎ মৌ, মাংস, অঞ্জন, গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিষ্ঠুরবাক্য, স্ত্রীসম্ভোগ, জীবহিংসা, উদয়াস্তসময়ে সূর্য্য দর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা জুগুপ্সিত বাক্য, এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক পরের দোষ উল্লেখ করা, ইত্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৩॥ যিনি গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সকল সংস্কার করিয়া বেদ-অধ্যাপন করেন, তিনি গুরু। যিনি কেবল উপনয়ন দিয়া বেদশিক্ষা দেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়॥ ৩৪॥ যিনি বেদের একদেশ শিক্ষাদেন তিনি উপাধ্যায়, এবং যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহাকে ঋত্বিক বলা যায়। গুরু, আচার্য্য, উপাধ্যায়, এবং ঋত্বিক এই কয় মান্যের মধ্যে যদপেক্ষা পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, তদপেক্ষা তিনি অধিক মান্য অর্থাৎ গুরু, সর্ব্বাপেক্ষা মান্য, আচার্য্য তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎন্যূন ইত্যাদি; কিন্তু জননী ইহাঁদিগের অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়া॥ ৩৫॥ এক এক বেদঅধ্যয়নে দ্বাদশবর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচবৎসর। কেহ কেহ বলেন মাত্র বেদগ্রহণসময় ব্রহ্মচর্য্য করিলেই চলিবে। গর্ভষোড়শবর্ষে কেশমুণ্ডন অর্থাৎ "গোদানাখ্য কর্ম্ম" করিবে†॥৩৬

(পূর্ব্বে গর্ভাষ্টমাদি-উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণাদির উপনয়নের মুখ্যকাল উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যে কতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে।) ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্যের (৩) যথাক্রমে ষোড়শ (১) দ্বাবিংশ (২) এবং চতুর্ব্বিংশবর্ষ (৩) পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল॥ ৩৭॥ এ পর্য্যন্ত উপনয়ন না হইলে, তদুত্তর ইহারা যাবৎ ব্রাত্যস্তোমযাগ না করে, তাবৎ দ্বিজোচিত সকল ধর্ম্মেই অনধিকারী,গায়ত্রী উপদেশের অযোগ্য, এবং সংস্কারহীন হয়। যেহেতু প্রথম উৎপত্তি জনকজননী হইতে, এবং দ্বিতীয় উৎপত্তি মৌঞ্জীবন্ধন হইতে, অতএব এই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ৩৯॥ যজ্ঞ, তপস্যা, এবং উপনয়নাদি শুভকার্য্যবোধক বলিয়া একমাত্র বেদই দ্বিজগণের মুক্তিজনক॥ ৪০॥ যিনি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, সেই দ্বিজ, মধু ও দুগ্ধদ্বারা দেবগণের, এবং ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন্॥ ৪১॥ যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি ঘৃত ও অমৃতদ্বারা দেবগণের এবং ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃগণের প্রীতিসাধন করেন॥ ৪২॥ যিনি প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সোমরস ও ঘৃতদ্বারা দেবগণের এবং মধুঘৃতদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন। অর্থাৎ ইহা অধ্যয়ন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি হ'ন॥ ৪৩॥ আর প্রত্যহ যথাশক্তি অথর্ব্ববেদপাঠী দ্বিজ, মেদঃ দ্বারা দেবগণকে এবং মধুঘৃত দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন॥ ৪৪ যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি, বাকোবাক্য অর্থাৎ প্রশ্নোত্তররূপ বেদবাক্য, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, রুদ্রদৈবত্যমন্ত্র, যজ্ঞগাথাদি গাথা, ভারতাদি ইতিহাস, এবং বারুণী প্রভৃতি বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তিনি মাংস, ক্ষীর, ওদন ও মধুদ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত করেন, এবং ঘৃত মধুদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন॥ ৪৫। ৪৬॥ দেবগণও পিতৃগণ, পরিতৃপ্ত হইয়া, অধ্যয়নকারিকে মঙ্গলজনক, অভিলষিত সমস্তফল প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত

* পূর্ব্বোক্ত সময়ে অগ্নিকার্য্য না হইলে, এই সময় উক্ত কার্য্য করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য পুনর্ব্বার "কৃতাগ্নিকার্য্য" (অর্থাৎ অগ্নি কার্য্য করিবার পর) এই কথাটীর উল্লেখ হইয়াছে।

† ষোড়শবর্ষে কেশমুণ্ডন ব্রাহ্মণের পক্ষে, ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে সম্ভবমত বিবেচনা করিয়া লইবে।

করেন। আর যে যে যজ্ঞপ্রতিপাদক বেদৈকদেশ অধ্যয়ন করিবেন, সেই সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইবেন॥ ৪৭॥ এবং এইরূপ নিত্যস্বাধ্যায়শীলদ্বিজ, তিনবার ধনপূর্ণ পৃথিবীদানের আর উত্তমতপস্যার ফল প্রাপ্ত হ'ন॥ ৪৮॥ (সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজমাত্রের কর্ত্তব্য) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আচার্য্য সন্নিধানে, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্য-পুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য-পত্নীর সমীপে, এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয়-অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন॥ ৪৯॥ জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, উক্ত বিধি অবলম্বনে থাকিয়া ক্রমে দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন; ইহসংসারে তাঁহার আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ৫০॥

বেদাধ্যয়ন, অথবা ব্রহ্মচর্য্য, (এই একটী একটী) কিম্বা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য উভয়ই সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবে। পশ্চাৎ গুরুর অনুমতিক্রমে স্নান করিবে॥ ৫১॥ অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজাতি, নপুংসকত্বাদি দোষশূন্য অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে পাত্রান্তরের সহিত যাহার বিবাহদিবার স্থিরতা পর্য্যন্ত হয় নাই এবং অপরের উপভুক্তা নহে, তাহাকে অনন্যপূর্ব্বা কহে), কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃবন্ধু হইতে অধস্তন সপ্তম পর্য্যন্ত, এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধস্তন পঞ্চম পর্য্যন্ত, সপিণ্ড কহে; তদ্ভিন্ন), বয়ঃ কনিষ্ঠা অরোগিণী, (অর্থাৎ যাহার দুশ্চিকিৎস্য রোগ নাই) ভ্রাতৃযুক্তা অসমান প্রবরা, অসগোত্রা, এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তিনী একটী সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবে॥ ৫২। ৫৩॥ মাতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ, এবং পিতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ এইদশ পুরুষের বিদ্যাদিগুণে অতিসুবিখ্যাত পুত্র-পৌত্রদাসদাসীধনধান্যাদি সমৃদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগের অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের মহাকুল হইতেই বিবাহ করা নিয়ম বটে, কিন্তু কুষ্ঠপ্রভৃতি সঞ্চারী রোগ, কিম্বা, হীনক্রিয়ত্বাদি দোষ থাকিলে ঐ কুল হইতেও কন্যা বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৫৪॥ (পুরুষসম্ভাব্য)-এই সকল গুণযুক্ত, এবং দোষ বর্জ্জিত সবর্ণ * শ্রোত্রিয় পুংস্ত্ববিষয়ে, বিশেষযত্নসহকারে পরীক্ষিত, অস্থবির, বুদ্ধিমান্ এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি, বরপাত্র হইবার উপযুক্ত॥ ৫৫॥ দ্বিজাতিগণ, শূদ্রজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহা আমার সম্মত নহে, যেহেতু তাহাতে অর্থাৎ ভার্য্যাতে স্বয়ং আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে †॥ ৫৬॥ যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্যদিগের (৩) বর্ণের ক্রমিকত্ব অনুসারে, তিনটী (১) দুইটী (২) এবং একটী মাত্র (৩) ভার্য্যা হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, বৈশ্যের একমাত্র বৈশ্যাই ভার্য্যা, আর শূদ্রজাতীয়ের স্বজাতীয়াই ভার্য্যা হইবে॥ ৫৭॥ বরকে আহ্বান করিয়া তাহাকে যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যাসম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ। সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, দশজন পূর্ব্ব দশজন পর এবং আত্মা এই পূর্ব্বাপর একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে॥ ৫৮॥

যজ্ঞস্থ ঋত্বিক্‌কে, (দক্ষিণারূপে) যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যা সম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা দৈববিবাহ। গোমিথুন-গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যাদান-দ্বারা নিষ্পন্ন বিবাহ আর্ষবিবাহ। এই উভয় বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্তবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, পূর্ব্বাপর চতুর্দ্দশ পুরুষ, এবং শেষোক্ত পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্র, পূর্ব্বাপর ছয় পুরুষ পবিত্র করে॥ ৫৯॥ "তোমরা দুইজনে একত্র ধর্ম্ম আচরণ কর" এই কথা (কন্যা ও জামাতার প্রতি) বলিয়া,

---

* সবর্ণ অর্থে উৎকৃষ্ট বর্ণ বা সমান বর্ণ।

† দ্বিজ পুত্রার্থী হইয়া শূদ্রাকে বিবাহ করিবে না। তবে পুত্রোৎপত্তির পর ভার্য্যাবিয়োগ হইলে, কেবল মাত্র রতিকাম হইয়া শূদ্রাকেও বিবাহ করিতে পারিবে, ইহাই বচনের তাৎপর্য্য। এইরূপ-বিবাহিত স্ত্রীতেও পুত্র জন্মিতে পারে বলিয়া শূদ্রাগর্ভসম্ভূত দ্বিজপুত্রের ধনাধিকারের কথা উল্লিখিত হইবে।

নিম্ন বর্ণোদ্ভব কন্যার সহিত উচ্চবর্ণীয় পুরুষের বিবাহ, পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রার্থী-বরকে কন্যাসম্প্রদান যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা প্রাজাপত্য। এই প্রাজাপত্য-বিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র, ছয়জন পূর্ব্ববংশ্য, ছয়জন পরবংশ্য, এবং আত্মা ইহাদিগকে পবিত্র করে॥ ৬০॥ শুল্ক-গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যাদান যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম, আসুর বিবাহ। পরস্পর অনুরাগ প্রযুক্ত শপথপূর্ব্বক বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ; সংগ্রামে অপহরণপূর্ব্বকবিবাহের নাম রাক্ষস বিবাহ, ছলক্রমে অর্থাৎ কন্যার নিদ্রাদি অবস্থায় হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম পৈশাচ বিবাহ। ৬১। সবর্ণ-বিবাহে পাণিগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত হীন-বর্ণার বিবাহ স্থলে, ক্ষত্রিয়া শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা, প্রতোদ গ্রহণ করিবে। ৬২। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, এবং জননী, ক্রমোপন্যস্ত এই কয় ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাব হইলে, উন্মাদাদিদোষ-রহিত পরপর ব্যক্তি, কন্যাদানে অধিকারী। অর্থাৎ পিতার অভাবে, পিতামহ, তদভাবে ভ্রাতা ইত্যাদি। ৬৩। অধিকারী ব্যক্তি কন্যাদান না করিলে, ঐ অদত্ত-কন্যার প্রতিঋতুতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে, আর দানাধিকারীর অভাব হইলে কন্যা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে। ৬৪। বাক্য দ্বারাই হউক, আর মনঃ দ্বারাই হউক,যে কন্যা একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিলে, অর্থাৎ অপরকে দিলে ঐ কন্যাদাতা, চৌরের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম-বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর মিলে, তাহা হইলে বাগ্‌দত্তাদি কন্যা উৎকৃষ্টবরকেই সম্প্রদান করিবে।৬৫। কন্যাকর্ত্তা, দুষ্টকন্যার দোষোল্লেখ না করিয়া দান করিলে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্টকন্যা গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিলেও, ঐ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি ঐ কন্যার মিথ্যা দোষখ্যাপন করে তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। ৬৬। পুনঃ-সংস্কৃতা-অক্ষতা এবং ক্ষতার নাম পুনর্ভূ। যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন সবর্ণ পুরুষকে আশ্রয় করে তাহার নাম স্বৈরিণী (এই দ্বিবিধ স্ত্রী অন্যপূর্ব্বা)। ৬৭। দেবর, তদভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র পুরুষ ঘৃত লিপ্ত হইয়া অজাতপুত্রাস্ত্রীতে, উহার পিত্রাদির অনুমতিক্রমে, মাত্র পুত্রোৎপাদনমানসে, ঋতুকালে গমন করিবে। ৬৮। যতদিন গর্ভ না হয়, তত দিন উক্ত নিয়মে গমন করিবে; ইহার পর, কিম্বা নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া গমন করিলে পতিত হইবে। এই বিধি অনুসারে উৎপন্ন পুত্র, পূর্ব্বপরিণেতার ক্ষেত্রজ পুত্র হইবে। ৬৯। ভৃত্য-ভরণাদি-অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, যাহাতে মাত্রজীবন থাকে এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত ধিক্কার দিবে, এবং ভূতলে শয়ন করাইবে এইরূপে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে অকার্য্যে বিরক্ত করিবার জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে। ৭০। স্ত্রীদিগকে, চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন; গন্ধর্ব্ব, মধুরভাষিতা দিয়াছেন এবং পাবক সমস্ত বস্তু-অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন; অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র।৭১। মানসব্যভিচার হইলে, বাক্রোদর্শনদ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে। আর যদি হীনবর্ণের সংসর্গে গর্ভ হয়, ভ্রূণহত্যা, স্বামীহত্যা, মহাপাতক, বা শিষ্য সংসর্গাদি করে, তাহাহইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়॥ ৭২॥ পূর্ব্বপরিণীতাভার্য্যা, সুরাপায়িনী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাষিণী, স্ত্রীপ্রসবিনী, "মেয়ে-বিউনী," অথবা পুরুষ-দ্বেষিণী হইলে অর্থাৎ এই অষ্টবিধ স্ত্রীলোকের মধ্যে একবিধ হইলেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবে॥৭৩॥ অধিবিন্নস্ত্রীকে অর্থাৎ যে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে সেই স্ত্রীকে, পূর্ব্ববৎ ভরণ পোষণ করিবে; অন্যথা অতিশয় পাপ হইবে। যেখানে স্বামী স্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেখানে ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়॥ ৭৪॥ যে স্ত্রী, স্বামী বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে, অপরপুরুষে আসক্ত না হয়, সে, ইহলোকে যশস্বিনী হয় এবং (পরলোকে) উমার সহিত ক্রীড়া করিতে পায়॥ ৭৫॥ আজ্ঞাবর্ত্তিনী, কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী, এবং

মিষ্টভাষিণী, স্ত্রী থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে,রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামীধনের তৃতীয়াংশের একাংশ দেওয়াইবেন। স্বামী নির্দ্ধন হইলে, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দেওয়াইবেন॥ ৭৬॥ স্ত্রী, স্বামীর বাক্যপালন করিবে, কারণ ইহাই স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে, শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে॥ ৭৭॥ যেহেতু, পুত্রপৌত্র প্রপৌত্র দ্বারা ইহলোকে বংশবিস্তার হয় এবং অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। অতএব সন্তানার্থ স্ত্রীসম্ভোগ করিবে এবং ধর্ম্মার্থ তাহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে॥ * ৭৮॥ স্ত্রীদিগের ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। তাহার মধ্যে যুগ্ম অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি অহোরাত্রীয়-রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। পরন্তু চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি এইসকল পর্ব্ব,এবং ঋতুর প্রথম চারি অহোরাত্র বর্জ্জন করিবে॥ ৭৯॥ এইরূপে পুরুষ, মঘা মূলা বর্জ্জন করিয়া চন্দ্রস্থাদি কালে রজস্বলাব্রত এবং স্বল্পাহারাদি দ্বারা কৃশীকৃত পত্নীতে গমন করতঃ লক্ষণাক্রান্ত পুত্রউৎপাদন করিবে॥ ৮০॥

"তোমাদিগের কাম-বিঘ্ন করিলে পাতকী হইবে" স্ত্রীলোকদিগের এই বর স্মরণ করতঃ তাহাদিগের কামানুসারে কামী হইয়া ঋতুভিন্ন কালেও গমন করিতে পারিবে, এবং নিজপত্নীর প্রতিই অনুরক্ত হইবে। কারণ, স্ত্রীগণের রক্ষা করা অতিআবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৮১॥ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ, অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্রব্য-দ্বারা স্ত্রীগণকে পরিতুষ্ট করিবেন॥ ৮২॥ স্ত্রীলোক, গৃহোপকরণ বস্তু গুছাইয়া রাখিবে, কাজ কর্ম্মে তৎপর হইবে, সর্ব্বদা হাস্যমুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিবে এবং সকল কার্য্যই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া করিবে॥ ৮৩॥ স্বামী, বিদেশে যাইলে, স্ত্রী, ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সভা-দর্শন, উৎসব-দর্শন, হাস্য-পরিহাস এবং পরগৃহে গমন, পরিত্যাগ করিবে॥ ৮৪॥ স্ত্রীজাতিকে, কন্যাকালে পিতা, বিবাহের পর ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবে। যে সময়ে প্রকৃত রক্ষকের অভাব হইবে, সেই সময়ে বন্ধু বান্ধবগণ রক্ষা করিবেন। কোন সময়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না॥ ৮৫॥ পতিহীনা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলের আশ্রয়ে থাকিবে। অন্যথা নিন্দনীয় হইবে॥ ৮৬॥ যে স্ত্রী, স্বামীর প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, উত্তম আচার সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি ইহকালে যশঃ ও পরকালে সর্ব্বোত্তমা গতি প্রাপ্ত হ'ন॥ ৮৭॥ বহুভার্য্য ব্যক্তি, সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অপর বর্ণীয় স্ত্রীকে ধর্ম্ম করাইবে না। এবং বহুতর সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজনীয় নহে॥ ৮৮॥ স্বামী, সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে শ্রৌত অগ্নি, তদভাবে স্মার্ত্ত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অবিলম্বে, বিধিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাহ ও অগ্নি আহরণ করিবেন *॥ ৮৯॥ পরিণীত সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্র, পিতামাতার সবর্ণ হইবে। অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহে বিবাহিতপত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্রগণ বংশবর্দ্ধন করিয়া থাকে॥ ৯০॥ বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত। বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ, এবং শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ, কিম্বা পারশব॥ ৯১॥ ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য (১) এবং শূদ্র (২) জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য (১) এবং উগ্র (২) বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং বৈশ্যের ঔরসে, শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম করণ, এই বিধি, বিবাহিত ভার্য্যাবিষয়েই জানিবে॥ ৯২॥ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহার নাম

* বংশবিস্তার এবং অগ্নিহোত্রাধিকার, বিবাহের ফল।

* যাহাদিগের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, বা যজ্ঞ করা হয় নাই, অথবা যে আশ্রমান্তর গ্রহণে অনধিকারী, তাহাদিগের পক্ষে এই বিধি।

সূত। বৈশ্যের ঔরসে যে পুত্র হয় তাহার নাম বৈদেহক। শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র হয়, তাহার নাম চাণ্ডাল; এই জাতি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত ॥৯৩॥ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যসংসর্গে "মাগধ" এবং শূদ্র সংসর্গে "ক্ষত্তা" সংজ্ঞক আর বৈশ্যা,শূদ্রসংসর্গে আয়োগব সংজ্ঞক; পুত্র প্রসব করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥ মাহিষ্য জাতীয় পুরুষের ঔরসে করণজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে "রথকার" জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ প্রতিলোমজ অর্থাৎ হীনজাতীয় পুরুষসংসর্গে উচ্চজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন (১) এবং অনুলোমজ অর্থাৎ উচ্চ জাতীয় পুরুষের ঔরসে নীচ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ব্যক্তিগণকে (২) যথাক্রমে অসৎ (১) এবং সৎ (২) বলিয়া জানিবে ॥ ৯৫॥ জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তত্বাদি হইতে বিপ্রত্বাদি লাভ, কোন স্থলে সপ্তম, কোন স্থলে ষষ্ঠ, কোন স্থলে বা পঞ্চম জন্মে হইতে পারে। আর জীবিকার অপকর্ষে সপ্তম,ষষ্ঠ, এবং পঞ্চজন্মে নীচজাতির সাম্য হইবে। অধর অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাতে, ক্ষত্রিয়াদি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র এবং উত্তর অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতীয় স্ত্রীতে ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র, ইহাদিগের উচ্চনীচতা এবং জাত্যুৎকর্ষ পূর্ব্বোক্তরূপেই জানিবে* ॥৯৬ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ বিবাহাগ্নিতে, কিম্বা বিভাগকালাহৃতঅগ্নিতে, স্মার্ত্তকর্ম্ম, এবং আহবনীয়াদি বৈতানিকঅগ্নিতে শ্রৌতকর্ম্ম করিবে ॥ ৯৭ ॥ শরীরচিন্তা অর্থাৎ বিণ্মূত্রাদি পরিত্যাগ সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শৌচকার্য্য সমাহিত হইলে, দ্বিজ, দন্তধাবন পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে ॥ ৯৮ ॥ আহবনীয়াদি অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে সূর্য্য দৈবত্য মন্ত্র সকল জপ করিবে। আর বেদার্থজ্ঞান বিবিধশাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধীতশাস্ত্রের আলোচনা করিবে ॥ ৯৯ ॥ অনন্তর অলব্ধদ্রব্যের লাভ, এবং লব্ধদ্রব্যের রক্ষার জন্য কোন রাজা বা জমীদারের নিকট উপস্থিত হইবেন, তৎপরে স্নান করিয়া দেব-ঋষি-পিতৃ-তর্পণ এবং দেবার্চ্চনা করিবে ॥ ১০০ ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, এবং অধ্যাত্মিকাবিদ্যা, জপযজ্ঞসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্তবিধি অনুসারে যথাশক্তি অধ্যয়ন করিবে ॥ ১০১ ॥ বলিকর্ম্ম (১), তর্পণ (২), হোম (৩), অধ্যয়ন অধ্যাপন (৪), ও অতিথি সৎকার (৫), যথাক্রমে (ইহাদিগের নাম), ভূতযজ্ঞ (১) পিতৃযজ্ঞ (২) দেবযজ্ঞ (৩) ব্রহ্মযজ্ঞ (৪) ও মনুষ্যযজ্ঞ (৫)। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ, গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য ॥ ১০২ ॥ স্ব স্ব গৃহ্যোক্তবিধি-অনুসারে বৈশ্বদেবের হোম করিবে, অবশিষ্ট অন্নদ্বারা সর্ব্বভূতোদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর কুক্কুর, চাণ্ডাল, বায়স, ও পতিতদিকে ভূমিতে অন্ন দিবে ॥ ১০৩ ॥ পিতৃলোক ও মনুষ্য উদ্দেশে প্রত্যহ অন্ন (তদভাবে, ফলমূল, তদভাবে) জল দিবে, এবং প্রত্যহ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবে, আপনার জন্য ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবে না। কিন্তু দেবতার জন্য প্রস্তুত করিবে ॥ ১০৪ ॥ বালক, স্ববাসিনী অর্থাৎ বিবাহিতা হইয়া যে পিতৃগৃহে অবস্থিতি করে, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, পীড়িত, কুমারী, অতিথি এবং ভৃত্যগণকে ভোজন করাইয়া স্বামী-স্ত্রী অবশিষ্ট অন্নভোজন করিবে ॥ ১০৫ ॥ দ্বিজাতি, ভোজনের প্রারম্ভে ও অন্তে আপোশন ক্রিয়াদ্বারা ভুজ্যমান অন্নকে, অনগ্ন এবং অমৃত করিবেন ॥ ১০৬ ॥

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে। ব্রহ্মচারী-ভিক্ষুককে স্বস্তিবাচনাদিপূর্ব্বক ভিক্ষা দিবে। এবং ভোজনকালে আগত সখিসম্বন্ধিবান্ধবদিগকে ভোজন করাইবে ॥ ১০৭ ॥ শ্রোত্রিয়, গৃহাগত হইলে, তাঁহার প্রীতির জন্য "এ সকল আপনার" ইহা বলিয়া মহোক্ষ, অর্থাৎ বৃহৎবৃষ বা মহাজ অর্থাৎ বৃহৎ ছাগ, সম্মুখে রক্ষা করিবে। উহা শ্রোত্রিয়কে দান বা তাঁহার জন্য হত্যা করিতে হইবে না। তাঁহার স্বাগতপ্রশ্ন আসন দানাদি রূপসৎকার করিবে। তিনি উপবিষ্ট

* ইহার ব্যাখ্যা এই:—ব্রাহ্মণ বিবাহিত নিষাদীর গর্ভে যে কন্যা হইল তাহাকে ব্রাহ্মণে বিবাহ করিল এইরূপ বরাবর হইলে ব্রাহ্মণোঢা ষষ্ঠী নিষাদী বংশীয়া যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ. এই স্থলে সপ্তম জন্মে জাত্যুৎকর্ষ হইল। এইরূপ ব্রাহ্মণ পরিণীতা পঞ্চমী অম্বষ্ঠা-বংশীয়া যে পুত্র প্রসব করে, সে ব্রাহ্মণ, এস্থলে ষষ্ঠ জন্মে জাত্যুৎকর্ষ, এইরূপ চতুর্থী মূর্দ্ধাভিষিক্তা যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ, এস্থলে পঞ্চমজন্মে জাত্যুৎকর্ষ।

হইলে আপনি উপবেশন করিবে, তাঁহাকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করাইবে এবং "আপনার আগমনে ধন্য হইলাম" ইত্যাদি মধুর বাক্য বলিবে ॥ ১০৮ ॥

ত্রিবিধ-স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, মিত্র এবং জামাতা মাতুল-শ্বশুরাদি, গৃহে আগত হইলে, বৎসরে একবার করিয়া মধুপর্ক দ্বারা পূজনীয় এবং যাগিককে প্রতিযজ্ঞে (যজ্ঞ যদি বৎসরে ৪টী-হয় তাহাতেও) উক্তরূপে পূজা করিবে ॥১০৯॥ পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া এবং বেদপারগব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলিয়া জানিবে, এই অতিথি ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গৃহীর বিশেষ মান্য * ॥ ১১০ ॥ অনিন্দনীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ব্যতীত, পরপক্ব বস্তুভোজনে অভিলাষী হইবে না। বাক্‌চাপল্য পাণিচাপল্য এবং পাদচাপল্যাদি পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১১ ॥ শ্রোত্রিয়অতিথিকে উত্তম-ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিবে। ইতিহাস-পুরাণাদিবেত্তা, কাব্যকথায় সুচতুর, সন্তোষ-জনক আলাপে সুনিপুণ বন্ধুদিগের সহিত, অবশিষ্ট দিবাভাগ, অতিবাহিত করিবে ॥১১২॥ সায়ংসন্ধ্যোপাসনা, অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদান, এবং ঐ সকল অগ্নির উপাসনান্তে ভৃত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া অনতিতৃপ্তিজনক আহার করিবে; অনন্তর আয়ব্যয়াদিবিষয়কচিন্তা করিয়া শয়ন করিবে ॥ ১১৩ ॥ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ সময়ে শেষার্দ্ধে জাগরিত হইয়া নিজহিতচিন্তা করিবে। এবং যথাকালে শক্ত্যনুসারে ধর্ম্মার্থ কামের সেবা করিবে ॥১১৪ বিত্ত (১) বন্ধু (২) বয়স্‌ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতা বা সপ্ততির ঊর্দ্ধ বয়স্‌ (৩) কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রৌতস্মার্ত্ত-ক্রিয়াকলাপ (৪) এবং বিদ্যা (৫) প্রভাবে লোক, যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত মান্য হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণের নিকট ধনশালী লোকমান্য, তাহার নিকটও বন্ধুসম্পন্ন ব্যক্তি মাননীয় ইত্যাদি। এই সকল গুলি বা ইহার অন্যতম, কোন একটী অধিক পরিমাণে থাকিলে.মান্য, অতএব অশীতি-পর বৃদ্ধশূদ্রও সম্মান পাইয়া থাকে* ॥ ১১৫ ॥ বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক, স্ত্রীলোক, রোগী, বর ও চক্রী অর্থাৎ গাড়োওয়ান্‌ ইহা-দিগকে সাধারণ লোক,পথ দিতে বাধ্য। স্নাতক ব্যতীত এই সকল লোকেরও রাজা সম্মাননীয় অর্থাৎ ইহারা রাজাকে পথ দিবে, কিন্তু স্নাতক; রাজারও মান্য ॥ ১১৬ ॥ যাগ, অধ্যয়ন, এবং দান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম; অধিকের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ যাজন এবং অধ্যাপনা অর্থাৎ ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কার্য্য ॥ ১১৭ ॥ প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম। কুসীদভোগ (সুদখাওয়া), কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, এবং পশুপালন, বৈশ্যের, প্রধান কর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ১১৮ ॥ দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষাধিকার হইতে বিচ্যুত না হইয়া বাণিজ্য করিতে পারিবে; অথবা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে (পরন্তু সকল সময়েই দ্বিজাতিগণের হিতে নিযুক্ত থাকিবে) ॥ ১১৯ ॥ নিজভার্য্যায় অনুরক্ত, শৌচাচার-যুক্ত, ভৃত্যপালক, ও শ্রাদ্ধ-কার্য্যে তৎপর, হইবে। "নমঃ" এই মন্ত্রমাত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞ করিবে ॥ ১২০ ॥ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, অন্তঃকরণসংযম, দয়া, এবং ক্ষমা ইহা সকলেরই ধর্ম্মসাধন ॥ ১২১ ॥ বয়স্‌, বুদ্ধি, ধন, বাক্য বেশ, বিদ্যা, বংশ এবং কর্ম্মের অনুরূপ, অথচ কৌটিল্য ও শঠতা বর্জ্জিত বৃত্তি আচরণ করিবে ॥ ১২২ ॥ যাহার ত্রিবর্ষভোগ্য বা তদধিক অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপান করিবে। এবং যাহার বর্ষভোগ্য অন্ন-সংস্থান আছে,সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্ব্বকর্ত্তব্য

* পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে। শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সর্ব্ববেদাধ্যায়ী এবং বেদপারগ অর্থাৎ একশাখাধ্যায়ী, এই দ্বিবিধ অতিথি, ব্রহ্মলোকগমনেচ্ছু গৃহীর মাননীয়। ইহা মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখ্যা।

* মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা এই:-

এই সমস্ত বা ইহার অন্যতম থাকিলে বৃদ্ধবয়সে শূদ্রও সম্মানিত হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিক্রিয়াকলাপ করিবে ॥ ১২৩ ॥* প্রতিবর্ষে সোমযাগ, প্রতিঅয়নে অর্থাৎ প্রতি দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণে বা প্রতিবর্ষে, পশুযাগ, শস্যোপত্তিসময়ে অগ্রয়ণ যাগ এবং প্রতিবর্ষে চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিবে ॥ ১২৪ ॥ † সোমযাগ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান কোনরূপে অসম্ভব হইলে তত্তৎকালে, দ্বিজ, বৈশ্বানর যাগ করিবে; দ্রব্য থাকিতে, সোমযাগাদিস্থলে বৈশ্বানর যাগ এইরূপ ন্যূনকল্প কার্য্য অর্থাৎ করিবে না এবং যে কার্য্য ফলপ্রদ অর্থাৎ কাম্য তাহাও হীনকল্পে করিবে না ॥১২৫॥ শূদ্রের নিকট ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ করিলে পরজন্মে চণ্ডাল হয়। যজ্ঞ করিবার নামে যে দ্রব্য পাইয়াছে, যজ্ঞে তাহা না দিলে, ভাস পক্ষী অথবা কাক হইবে।১২৬॥ নিপতিত বা অন্য পরিত্যক্ত শস্যাদির মঞ্জরী গ্রহণের নাম শিল, পরিত্যক্ত কণামাত্র গ্রহণের নাম উঞ্ছ, গৃহী এই উপায়দ্বয়ে কুশূলপরিমিত ধান্যযুক্ত অর্থাৎ দ্বাদশদিন কুটুম্ব-ভরণোপযুক্ত ধান্য সম্পন্ন, কুম্ভপরিমিত-ধান্যযুক্ত অর্থাৎ ছয় দিন কুটুম্ব ভরণোপযুক্ত ধান্যাদি সম্পন্ন, তিন দিন কুটুম্ব ভরণোপযুক্ত ধান্যাদিসম্পন্ন অথবা অশ্বস্তন (অর্থাৎ যাহার পরদিন খাইবার সংস্থান নাই) হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; এই চতুর্ব্বিধ জীবিকাবলম্বী গৃহীগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পরপর প্রশস্ত; অর্থাৎ কুশূলপরিমিত ধান্যসম্পন্ন অপেক্ষা কুম্ভপরিমিত ধান্য সম্পন্ন গৃহী প্রশংসার পাত্র ইত্যাদি ॥ ১২৭ ॥ অপ্রতিষিদ্ধ ব্যক্তি হইতেও স্বাধ্যায়বিরোধী অর্থগ্রহণ করিবেনা। অজ্ঞাতকুলশীল-ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, বিরুদ্ধ অর্থাৎ অযাজ্যযাজন এবং প্রসঙ্গ অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে না এবং সর্ব্বদা সন্তোষশীল হইবে ॥ ১২৮ ॥ ক্ষুধায় কাতর অর্থাৎ বিভাগ-লব্ধ ধন দ্বারা কুটুম্ব ভরণাদি করিতে অসমর্থ হইলে, বিজ্ঞাতকুলশীল রাজা, অন্তেবাসী এবং যাজনার্হ ব্যক্তির নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিবে। দাম্ভিক অর্থাৎ লোকবঞ্চনের জন্য ধর্ম্মকার্য্যকারী, হৈতুক (কুতার্কিক), পাষণ্ডী অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ-আশ্রমাদি-অবলম্বী, বকবৃত্তি অর্থাৎ বঞ্চক ইত্যাদি ব্যক্তিকে বৈদিক লৌকিক সকল কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে ॥১২৯ শুক্লাম্বরধারী হইবে। শ্মশ্রু, কেশ, ও নখের ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে। বাহ্য আভ্যন্তর শৌচযুক্ত এবং স্নানানুলেপন দ্বারা সদ্গন্ধশালী হইবে। ভার্য্যার সম্মুখে অথবা একবস্ত্রপরিধান করিয়া, কিম্বা উত্থিত হইয়া ভোজন করিবে না ॥ ১৩০ ॥ প্রাণবিপত্তিসংশয়াবহকর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিযুক্তদেশে গমনাদি করিবে না, হঠাৎ কাহাকেও অপ্রিয়, অহিত, কিম্বা অনৃত-বাক্য বলিবে না। চৌর্য্য করিবে না এবং বার্দ্ধুষী হইবে না অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃদ্ধিগ্রহণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না ॥ ১৩১ ॥ সুবর্ণকুণ্ডল, যজ্ঞোপবীত, বেণুযষ্টি এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে, (প্রথম দুইটী সর্ব্বদা, শেষ দুইটী সময় বিশেষে)। দেব-প্রতিমা, উদ্ধৃতমৃত্তিকা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ১৩২ ॥ নদী, ছায়া, পথ, গোষ্ঠ, জল ও ভস্মাদিতে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিবে না। অগ্নি সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া বা স্ত্রীলোক ও দ্বিজাতির সম্মুখে, কিম্বা সন্ধ্যাদ্বয়ে উক্ত কার্য্য করিবে না ॥ ১৩৩ ॥ (উদয়াস্তময়াদি কালে) সূর্য্যদর্শন করিবে না, নগ্ন, বা মৈথুনাসক্ত স্ত্রী দর্শন করিবে না। মূত্রপুরীষাদি দেখিবে না এবং অশুচি হইয়া গ্রহনক্ষত্রাদি দর্শন করিবে না ॥ ১৩৪ ॥ বৃষ্টিপাত হইতেছে এমত সময়ে এই সমস্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ "অয়ং মে বজ্রঃ" জানাবৃত হইয়া গমন করিবে এবং পশ্চিমদিগে মস্তক রাখিয়া অথবা নগ্নাদি অবস্থায় শয়ন করিবে না ॥ ১৩৫ ॥ নিষ্ঠীবন, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, এবং রেতঃ জলে নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নিতে চরণদ্বয় তপ্ত করিবে না এবং অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না ॥ ১৩৬ ॥ অঞ্জলিদ্বারা জলপান করিবে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না।

---

* ইহা কাম্যসোমযাগাদির বিধান হইল। নিত্য-কর্ত্তব্য সোমপানে ধনী দরিদ্র বিচার নাই।

† এই সকল কর্ম নিত্যকর্ত্তব্য

দ্যূত বা ধর্ম্মঘ্ন অর্থাৎ পশুহিংসাদিদ্বারা ক্রীড়া করিবে না এবং রোগীর সহিত একত্র শয়ন করিবে না ॥ ১৩৭ ॥

জনপদবিরুদ্ধ, কুলাচারবিরুদ্ধ এবং গ্রামবিরুদ্ধ কর্ম্ম; চিতাধূম স্পর্শ, বাহুদ্বারা নদীসন্তরণ, আর, কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার, কপাল ও অস্থিকার্পাসাদিতে অবস্থিতি এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩৮ ॥ বৎস গাভীর স্তন্যপান করিতেছে, এমন সময়ে তৎস্বামীকে এ কথা বলিয়া দিবে না আপনিও নিবর্ত্তিত করিবে না। কুপথ দ্বারা নগর গ্রাম, মন্দির, ইত্যাদি কোন স্থলেই প্রবেশ করিবে না, কৃপণ ও শাস্ত্রাতিক্রমী রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না ॥ ১৩৯ ॥ সূনী, অর্থাৎ হিংসাপর, তৈলিক, সুরাবিক্রয়ী, বেশ্যা এবং পূর্ব্বোক্ত রাজা এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির মধ্যে যথাক্রমে পর পর ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক দশগুণ দুষ্ট। অর্থাৎ সূনী হইতে তৈলিক, তাহা হইতে সুরাবিক্রয়ী ইত্যাদি ॥ ১৪০ ॥ ওষধি প্রাদুর্ভূত হইলে, শ্রাবণী পূর্ণিমা, শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত অন্য কোন দিন, অথবা হস্তা নক্ষত্রযুক্তা পঞ্চমীতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবে। উক্ত সময়ে ওষধি প্রাদুর্ভূত না হইলে ভাদ্র মাসে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দিনে বা তন্মাসীয় পূর্ণিমায় আরম্ভ করিবে ॥ ১৪১ ॥ পৌষমাসীয় রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত দিনে, অথবা অষ্টকা তিথিতে, গ্রামের বহির্ভাগে জলসমীপে বেদাধ্যয়নের যথাবিধি উৎসর্গ করিবে ॥ ১৪২ ॥ শিষ্য, ঋত্বিক্, গুরু বন্ধু বা স্বশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে, উপাকর্ম্মে ও উৎসর্গে, তিন দিন অনধ্যায় ॥ ১৪৩ ॥

সন্ধ্যাগর্জ্জন, নির্ঘাত (অর্থাৎ আকাশে, উৎপাতসূচকধ্বনি বিশেষ) ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বেদের মন্ত্রভাগ কিম্বা ব্রাহ্মণভাগের সমাপ্তি, এবং উপনিষদধ্যয়নে, অহোরাত্র অনধ্যায় ॥ ১৪৪ ॥ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণদিন, এবং ঋতুসন্ধির (অর্থাৎ এক ঋতুর অবসানে অন্য ঋতুর আরম্ভ সময়ে) অন্তর্গত প্রতিপদে (অর্থাৎ চৈত্র, শ্রাবণ, ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিপদে*) অহোরাত্র অনধ্যায়। একোদ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজন অথবা শ্রাদ্ধিকদ্রব্য প্রতিগ্রহদিনেও অহোরাত্র অনধ্যায়। (একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজনাদিতে তিনদিন অনধ্যায়) ॥ ১৪৫ ॥ গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ এবং মনুষ্য, এই সপ্তবিধ গ্রাম্য, মহিষ, বানর, ভল্লুক, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত এবং মৃগ এই সপ্তবিধ আরণ্য, সমষ্টিতে এই চতুর্দ্দশবিধ পশু, মণ্ডুক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, বিড়াল, মূষিক ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী, অধ্যয়নপর ছাত্র এবং অধ্যাপনপর গুরু এই উভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলে, এবং শক্রধ্বজের পতন ও উত্থানদিনে অহোরাত্র অনধ্যায় ॥ ১৪৬ ॥ কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, বা পেচক শব্দ করিলে (১।২।৩।৪) সামগান হইলে (৫) বাণের (অর্থাৎ শর সম্পাতের কিম্বা বীণাদির) শব্দ অথবা আর্ত্তনাদ হইলে (৬।৭) অপবিত্র, শব, শূদ্র, অন্ত্য, (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি নীচ জাতি) শ্মশান, এবং পতিত ব্যক্তির সন্নিধানে (৮।৯।১০।১১।১২।১৩) অশুচিদেশে (১৪) আপনার অশুচিঅবস্থায় (১৫) বর্ষাসময়ে অথচ সন্ধ্যাভিন্ন কালান্তরে) পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ বা পুনঃ মেঘ নির্ঘোষ হইলে (১৬।১৭) ভোজন করিবার পর হস্ত আর্দ্র থাকিতে (১৮) জলমধ্যে (১৯), অর্দ্ধরাত্রে (২০), প্রবল বায়ু বহিলে (২১), ঔৎপাতিক ধূলিবর্ষে (২২) দিগ্দাহে (২৩), সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যাকালে (২৪), কুজ্ঝটিকা হইলে (২৫), রাজা বা চোরাদির ভয় উপস্থিত হইলে (২৬), ধাবন করিতে করিতে (২৭), দুর্গন্ধ বা মদ্যাদি গন্ধ পাইলে (২৮), শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে (২৯), গর্দ্দভ, উষ্ট্র, রথ, হস্তী, অশ্ব, নৌকা, বৃক্ষ, ঈরিণ, (অর্থাৎ ঊষর, বা মরুভূমি)

* এইস্থানে ঋতু শব্দ ষড়্ ঋতু বোধক নহে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এই প্রধান ঋতুত্রয়বোধক। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা দ্বারা ইহাই বুঝা গেল। এস্থলে মূলে পুনর্ব্বার অহোরাত্র গ্রহণ পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উল্কাপাতান্ত স্থলে আকালিকত্বজ্ঞাপনের জন্য। যে সময়ে এই সকল উপস্থিত হয়, পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী কার্য্যাদির নাম আকালি।

এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিবার সময় (৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭), অধ্যয়ন করিবে না। (অর্থাৎ কুক্কুর-শব্দাদি, অনধ্যায়ের নিমিত্ত) ঋষিগণ, এই সপ্তত্রিংশৎ প্রকার নিমিত্তাধীন্ অনধ্যায়কে, তাৎকালিক (অর্থাৎ নিমিত্ত যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী) বলিয়া মানিয়া থাকেন (শয়নাদি আরও কতগুলি অনধ্যায়ের নিমিত্ত আছে), ॥১৪৭—৫০॥ দেবপ্রতিমা, ঋত্বিক্, স্নাতক, আচার্য্য, এবং পর স্ত্রীর ছায়া, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন, এবং উদ্বর্ত্তন (অর্থাৎ যে সকল হবিদ্রাদি, গাত্রে মাখা হইয়াছিল তাহা), ইত্যাদি (অর্থাৎ স্নান জলাদি) কতগুলি দ্রব্য, ইহাতে দণ্ডায়মান হইবে না, এবং ইহা লঙ্ঘন করিবে না ॥ ১৫১ ॥ বিপ্র (অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ), সর্প, রাজা, এবং আপনাকে কদাপি অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে। কাহারও মনে ব্যথা দিবে না ॥ ১৫২ ॥ উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পাদোদক (অর্থাৎ যে জল দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করা হইয়াছে তাহা), গৃহ হইতে দূরে পরিত্যাগ করিবে। শ্রুতি স্মৃতি কথিত আচার, নিত্য সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিবে।১৫৩॥ গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং অন্ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিবে না। আর পাদ দ্বারা উহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিবে না। কাহারও নিন্দা বা তাড়ন করিবে না। তবে শিক্ষার্থ পুত্র এবং শিষ্যকে (সামান্য রূপ) তাড়না করিবে ॥ ১৫৪ ॥ বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা, যত্ন সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কার্য্যও লোকগর্হিত হইলে তাহা করিবে না। (যথা মধুপর্কে গো-বধাদি)। কারণ,তাহা (লোকসম্মত অগ্নিষ্টোমাদির ন্যায়) স্বর্গসাধন নহে ॥১৫৫॥ জননী, জনক অতিথি, বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, সংবন্ধী (অর্থাৎ বৈবাহিক, শ্বশুর শ্যালকাদি) মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত, বান্ধব (অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় ও মাতৃপক্ষীয় বন্ধু), ঋত্বিক্, পুরোহিত, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, দাস এবং সনাভি (অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী কিম্বা জ্ঞাতিগণ), ইহাদিগের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তি,—বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, প্রাজাপত্যাদি সমস্ত লোক প্রাপ্ত হ'ন ॥ ১৫৬। ১৫৭ ॥ পঞ্চপিণ্ড, উদ্ধৃত না করিয়া, পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না। নদী, দেবনির্ম্মিত খাত, হ্রদ এবং প্রস্রবণে স্নান করিবে (তাহাতে পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিতে হইবে না) ॥ ১৫৮ ॥ শয্যা আসন উদ্যান গৃহ এবং রথাদি যান এই সকল বস্তু পরকীয় হইলে, অনুমতি ব্যতীত তাহা উপভোগ করিবে না। অগ্নিহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রৌত-স্মার্ত্ত অগ্নিতে অধিকার নাই তাহাদিগের—শূদ্রাদির, অথবা ঐ-অগ্নি-রহিত ব্রাহ্মণের) অন্ন, আপৎকাল ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না ॥ ১৫৯ ॥ কদর্য্য (অর্থাৎ কৃপণ), নিগড়াদিবদ্ধ, চৌর, ক্লীব, রঙ্গাবতারী (অর্থাৎ নটচারণাদি), বৈণ (অর্থাৎ বেণুজীবী —ডোম) অভিশস্ত (অর্থাৎ "পাতিত্যজনক দুষ্কার্য্যকারী" বলিয়া যাহার অপবাদ রটিয়াছে) বার্দ্ধুষী, বেশ্যা, গণ, (অর্থাৎ বহুলোক) দীক্ষী (অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় যজ্ঞের পূর্ব্বে যজ্ঞ দীক্ষিত),* চিকিৎসাজীবী, আতুর, ক্রুদ্ধ, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, মত্ত, শত্রু, ক্রূর, উগ্রকর্ম্মা (অর্থাৎ দারুণ কর্ম্মা) পতিত, ব্রাত্য, দাম্ভিক, (অর্থাৎ লোকরঞ্জনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী) নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্টভোক্তা, পতিপুত্ররহিতাস্ত্রী, স্বর্ণকার, স্ত্রীজিত, গ্রামযাজী অর্থাৎ বহুযাজী, লৌহবিক্রয়ী, লৌহকার, তক্ষাদি, তন্তুবায়, শ্বজীবী, নৃশংস (অর্থাৎ নির্দ্দয়), রাজা, রজক (অর্থাৎ বস্ত্রের রঙ করে যে), কৃতঘ্ন, বধজীবী (অর্থাৎ প্রাণিবধ দ্বারা জীবনধারণ করে যে) চেলনির্ণেজক (অর্থাৎ বস্ত্রের মলাপনয়নকারী) মদ্যবিক্রয়জীবী, সহোপপতি-বেশ্মা (অর্থাৎ যাহার বাড়ীতে উপপতি, যাওয়া

* মনু ৪ অধ্যায় ২০৯—১০ শ্লোকে "গ্রাহ, এবং দীক্ষিতের অন্নভোজন করিলে [illegible] হওয়ার জন্য "অ-দীক্ষিণাং" কথাটির এই অর্থ করিলাম। [illegible] গণশব্দে বহুযাজী—বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই অর্থ [illegible] [illegible] নহে [illegible] [illegible]।

আসা করে), পিশুন (অর্থাৎ পরদোষ প্রকাশক), মিথ্যাবাদী, চাক্রিক (অর্থাৎ তৈলিক), বন্দী (অর্থাৎ স্তাবক) এবং সোমরস বিক্রেতা, ইহাদিগের অন্নভোজন করা নিষিদ্ধ ॥ ১৬০—১৬৪ ॥ (অগ্নিহীনের অন্ন অভোজ্য এই বিধানদ্বারা শূদ্রান্নভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু) দাস, গোপালক, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে আপনাদিগের মিত্রতা চলিতেছে) অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত একজমীতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়,) নাপিত, এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে,শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য * ॥ ১৬৫ ॥ ইতিস্নাতকব্রতপ্রকরণ। এক্ষণে জাতিধর্ম্ম কথিত হইতেছে। অনর্চ্চিত (অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তিকে উপযুক্তসম্মান-সহকারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই), বৃথা মাংস (অর্থাৎ দেবপূজাদির নিমিত্ত যাহার পাক হয় নাই), কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, শুক্ত (অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ মধুর হইলেও দধ্যাদি সংযোগে অম্ল হয়), পর্য্যুষিত (একরাত্রি-অন্তরিত) উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, সংঘুষ্ট, (অর্থাৎ এ অন্ন কে খাইবে এইরূপ ঘোষণাদ্বারা যাহা প্রদত্ত হয়), পর্য্যায়ান্ন (অর্থাৎ বস্তুতঃ একের অন্ন, অপরের বলিয়া প্রদত্ত হইলে উহাকে পর্য্যায়ান্ন কহে), গো-আঘ্রাত, পক্ষির উচ্ছিষ্ট, জ্ঞান পূর্ব্বক পদদ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না॥ ১৬৬। ১৬৭ ॥ পর্য্যুষিত অদনীয় বস্তু ঘৃতাদিস্নেহযুক্ত হইয়া বহুদিন থাকিলেও তাহা ভোজ্য। বহুদিনের পর্য্যুষিত গোধূম চূর্ণ পিষ্টক, যবচূর্ণপিষ্টক ও দুগ্ধবিকার (অর্থাৎ শুষ্ক ক্ষীরাদি), স্নেহাক্ত না হইলেও (যদি বিস্বাদ না হয়) ভোজ্য ॥১৬৮॥ সন্ধিনী (অর্থাৎ যে বৃষসংস্পৃষ্টা, কিম্বা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, অথবা অন্য বৎসের দ্বারা স্তন্যপান করাইয়া যাহার দোহন করিতে হয়) অনির্দ্দশা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিবাহিত হয় নাই) এবং বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, উষ্ট্রী, একশফ (অর্থাৎ বড়বাদি) অজা ব্যতীত সকল দ্বিস্তনী স্ত্রী, মহিষী ব্যতীত সকল আরণ্য, এবং মেষ, ইহাদিগের দুগ্ধ,ও শকৃন্মূত্র, ব্যবহার করিবে না ॥ ১৬৯ ॥ দেবপূজার্থ প্রস্তুত হবিঃ (দেবপূজার পূর্ব্বে), শোভাঞ্জন, রক্তবর্ণবৃক্ষনির্য্যাস, ছেদনজাতবৃক্ষনির্য্যাস, যজ্ঞে অদত্ত পশুর মাংস,বিষ্ঠাস্থানে উৎপন্ন, অপানদেশ দ্বারা উদর-নিঃসৃত বীজ হইতে উৎপন্ন, কবক (অর্থাৎ পাতালকোঁড়,) মাংসাসী পক্ষী, দাত্যূহ অর্থাৎ (চাতক) শুক, প্রতুদ (অর্থাৎ শ্যেনাদি) টিট্টিভ, সারস, একশফ (অর্থাৎ অশ্বাদি) হংস, পারাবতাদি সকল গ্রাম্যপক্ষী, ক্রৌঞ্চ, জলকুক্কুট, চক্রবাক, বলাকা, বক, বিষ্কির (অর্থাৎ চকোরাদি,) দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত কৃসর (অর্থাৎ তিলমুদগসিদ্ধ ওদন,) সংযাব (অর্থাৎ ক্ষীরগুড়ঘৃতাদি দ্বারা নির্ম্মিত) পায়স, অপূপ (অর্থাৎ স্নেহাপক গোধূমবিকার) শষ্কুলী (অর্থাৎ স্নেহপক গোধূমবিকার) কলবিঙ্ক, দ্রোণকাক, কুরর, বৃক্ষকুট্টক, জালপাদ (অর্থাৎ যে সকল পক্ষীর পাদ জালাকৃতি, অজাল পাদ হংসও আছে এইজন্য পূর্ব্বে হংসের পুনরুল্লেখ আছে,) খঞ্জন, অজ্ঞাতজাতিমৃগপক্ষী, চাষ, কলহংসাদিরক্তপাদ, (এই সকল পক্ষী) সৌন (অর্থাৎ বধস্থানসম্ভূতমাংস) শুষ্কমাংস, এবং মৎস্য, (ভোজন করিবে না।) যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করে ত, তিনদিন উপবাস করিয়া থাকিবে * ॥ ১৭০—১৭৪ ॥ পলাণ্ডু, গ্রাম্যশূকর, ছত্রাক, গ্রামকুক্কুট, লশুন, এবং গৃঞ্জন (অর্থাৎ গাঁজর) ইহা জ্ঞানপূর্ব্বকসকৃৎ ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে ॥ ১৭৫॥ পঞ্চনখের মধ্যে, শ্বাবিৎ,গোধা, কচ্ছপ, শল্লকী, এবং শশ, (আর গণ্ডার) মৎস্যের মধ্যে, সিংহতুণ্ড, রোহিত, পাঠীন, রাজীব, এবং সশল্ক (চিংড়িপ্রভৃতি মৎস্য), দ্বিজগণের ভক্ষ্য। (ইহা

* এ বিধিও এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

* এই প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক বচন অন্য স্মৃত্যুক্ত বচনের সহিত বিরুদ্ধ হইলে, জ্ঞানপূর্ব্বক, অজ্ঞানপূর্ব্বক, আপদে, নিরাপদে, বহুবার ভোজন, সকৃৎ ভোজন, সম্পূর্ণ ভোজন, অসম্পূর্ণ ভোজন, ইত্যাদি অবস্থা ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে। আর এস্থলের পুনরুক্তি, প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য সূচনাদির জন্য।

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্ম, এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য চাতুর্বর্ণ্য-সাধারণধর্ম্ম বলিতেছেন),হে মুনিগণ! অতঃপর মাংসভক্ষণ ও মাংসবর্জ্জনবিষয়ে বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৭৭। ১৭৮॥ মাংসভক্ষণ অভাবে প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইলে,(১) শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, (২) প্রোক্ষিত (অর্থাৎ প্রোক্ষণনামক শ্রৌতসংস্কারসংস্কৃত যাগার্থ পশুর হুতাবশিষ্ট মাংস) (৩) এবং ব্রাহ্মণ, দেব, বা পিতৃগণকে অর্পণ করিয়া তদবশিষ্ট (৪—৬) মাংস ভোজন করিলে দোষী হইবে না॥ ১৭৮॥ যে দুরাচার, অবিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ যজ্ঞাদি উদ্দেশ ব্যতীত) পশুহত্যা করে, সে, সেই পশুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ঘোর নরকে বাস করে॥ ১৭৯॥ (প্রোক্ষিতাদিব্যতীত মাংস ভোজন করিব না এইরূপ সঙ্কল্প পূর্ব্বক) মাংসভোজনপরিত্যাগ করিলে, অভিলষিত সকলবিষয় নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হয়। (বর্ষে বর্ষে) অশ্বমেধ ফল লাভ করে। এবং সেই মাংসত্যাগী ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণ, গৃহস্থ হইলেও সকলের নিকট মুনির ন্যায় মান্য হইবে॥১৮০॥ ইতি ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ। স্বর্ণময় রজতময়, পাত্র অব্জ (অর্থাৎ শঙ্খ মুক্তাদি), যজ্ঞীয় উলুখলাদি ঊর্দ্ধপাত্র, ষোড়শি প্রভৃতি গ্রহ, অশ্ম (অর্থাৎ মণি প্রস্তর) শাক, রজ্জু, মূল, ফল, বস্ত্র, বিদল চর্ম্ম প্রভৃতি, প্রোক্ষণীপাত্র প্রভৃতি-পাত্র, এবং চমস (গোদোহনপাত্র বিশেষ) (এই সকল বস্তু মাত্র উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে,) কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব, ও প্রাশিত্রহরণাদি সস্নেহ পাত্র, স্ফ্য (অর্থাৎ বজ্র নামক যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ), শূর্প, যজ্ঞীয় অজিন, ধান্য, মুষল, উলূখল, এবং শকট এই সকল বস্তুর উষ্ণবারি দ্বারা শুদ্ধি (গৃহীতের পুনর্গ্রহণ, অপবিত্রতাধিক্যে শৌচ নির্ণয়ের জন্য) *। শয্যা প্রভৃতি সংহত দ্রব্য এবং রাশীকৃত ধান্য—বস্ত্র—শাকাদির প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি॥১৮১—৮৩॥ দারুময়, শৃঙ্গময় এবং অস্থিময় পাত্রের তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি, বিল্ব-অলাবু-নারিকেলাদি-ফল-সম্ভূত পাত্র, গোলাঙ্গূল-কেশ দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই শুদ্ধ হইবে, এবং যথোক্তরূপে শোধিত যজ্ঞীয় পাত্রগণকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে দক্ষিণ করতল বা কুশাদি দ্বারা ঘর্ষণে শুদ্ধ করিয়া লইবে, (ইহা সংস্কারার্থ)॥ ১৮৪ মেষলোমজাত, এবং কৌশিকবস্ত্র—... মৃত্তিকা, গোমূত্র, এবং জল দ্বারা, বল্কলত... নির্ম্মিত অংশুপট্ট—বিম্বফল, গোমূত্র এ... জলদ্বারা, পার্ব্বতীয়-ছাগ-রোমনির্ম্মিত কম্ব... অরিষ্ট, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা প... করিলে শুদ্ধ হইবে। (অশুচি দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে এইরূপ শুদ্ধি)॥ ১৮৫॥ ক্ষৌম গৌরসর্ষপ, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা, মৃন্ম... পাত্র (বিশেষ অশুচি না হইলে) পুনঃ ... দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শিল্পীগণের হস্ত, বিপণি... যবব্রীহ্যাদি বিক্রেয় দ্রব্য, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য এবং স্ত্রীমুখ, সর্ব্বদা পবিত্র॥ ১৮৬॥ মার্জ্জন দাহন, কাল (অর্থাৎ যতদিনে সেই অপ... বস্তুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়), গোপ্রচার, ... (অর্থাৎ গোময়াদি জলসেক বা বৃষ্টি), ... (অর্থাৎ তক্ষণ, বা খনন) এবং গোময়াদি দ্ব... লেপন, (অপবিত্রতার ন্যূনাধিক-অনুসারে এতৎ সমস্ত বা ইহার মধ্যে যে কোন এ... দ্বারা অশুচি ভূভাগ শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জন লেপন দ্বারা গৃহ শুদ্ধি হইবে (গৃহের মার্জ্জন ও লেপন প্রত্যহ কর্ত্তব্য ইহা বুঝাইবার জ... ইহা উক্ত হইল)॥১৮৭॥ ভক্ষণীয় বস্তু—গো... ঘ্রাত, কেশদূষিত কীট-দূষিত বা মক্ষিকা-দূ... হইলে, শুদ্ধির জন্য তাহাতে ভস্ম বা মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে॥ ১৮৮॥ ত্রপু, সীসক এব... তাম্র-পিত্তলাদি (অপবিত্রতানুসারে) ক্ষারজল অম্লজল, এবং কেবল জলদ্বারা, আর, কাংস্য, লৌহ, ভস্ম-জলদ্বারা, প্রস্থাধিক ঘৃতাদি দ্রব্য অধিক ঘৃতাদির সহিত মিশ্রণ দ্বারা শু... হইবে। (তৎপরিমিত বা তন্ন্যূন ঘৃতাদি প্র... ছাকিয়া লইলে শুদ্ধ হইবে)॥ ১৮৯॥ মৃত্তি... ও জল দ্বারা গন্ধলেপ দূর করিলে, মূত্র

---

* কুল্লূক ভট্টের মতে, চরুস্থালী প্রভৃতি স্নেহযুক্ত হইলেই উষ্ণবারি দ্বারা তাহার শুদ্ধি, নচেৎ কেবল জল দ্বারা। নিঃস্নেহ উলূখলাদির শুদ্ধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এ বচনে সস্নেহের শুদ্ধি উক্ত হইতেছে।

পুরীষাদি-অপবিত্র-দ্রব্য-লিপ্ত স্মুবর্ণরজতাদি,শুদ্ধ হইবে। বাক্‌শস্ত (অর্থাৎ "ইহা শুচি" এইরূপ কথা দ্বারা প্রশংসিত) অথবা যথাসম্ভব প্রক্ষালিত সলিল প্রোক্ষিত অবিজ্ঞাত বস্তু (অর্থাৎ শুচি কি অশুচি বলিয়া যাহা জ্ঞাত হয় নাই) সর্ব্বদাই শুচি ॥ * ॥১৯০॥ গোতৃপ্তি কৃৎ (অর্থাৎ যাহা পান করিলে গোর তৃপ্তি জন্মিতে পারে), প্রকৃতিস্থ এবং মহীগত (অর্থাৎ অশুদ্ধ ভূমিতে স্থিত হইলেও) জল, শুচি (অর্থাৎ আচমনাদি যোগ্য)। আর, কুক্কুর, চাণ্ডাল, ব্যাঘ্র রাক্ষসাদি মাংসাশী প্রাণী, এবং পুক্কসাদি ইহারা যে মাংস নিপাতিত করে তাহা পবিত্র ॥১৯১॥ সূর্য্যাদির কিরণ, অগ্নি, অজাদিসংস্পৃষ্ট ব্যতীত অন্য ধূলী, ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, হিমকণা, ও মক্ষিকা এই সকল বস্তু, চাণ্ডালাদিস্পৃষ্ট হইলেও স্পর্শকালে শুদ্ধ এবং বৎস, প্রস্রবণ (অর্থাৎ পানজনকব্যাপার দ্বারা, স্তন হইতে, দুগ্ধাকর্ষণ) কালে, শুচি (বালকের আচরণও পবিত্র) ॥ ১৯২ ॥ অজ এবং অশ্বের মুখ, পবিত্র, গোর মুখ পবিত্র নহে। বসা প্রভৃতি শরীর মল, অপবিত্র। চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মি ও বায়ু দ্বারা পথসকল পরিশুদ্ধ হয় ॥ ১৯৩ ॥ মুখচ্যুত বিন্দু, আচমনাবশিষ্টজলকণা, এবং মুখমধ্য প্রবিষ্ট শ্মশ্রু, অপবিত্র নহে। অপরিচ্যুত দন্তলগ্ন বস্তুও পবিত্র ॥ ১৯৪ ॥ পূর্ব্বে আচমন করিয়া [illegible]লেও, স্নান, পান, ক্ষবণ (হাঁচি), নিদ্রা, ভোজন, রথ্যোপসর্পণ (অর্থাৎ পথবেড়ান), এবং বস্ত্রপরিধানের পর, (আর রোদন অধ্যয়নাদির পর) পুনরাচমন করা কর্ত্তব্য ॥ ১৯৫ ॥ পথস্থিত, পঙ্ক এবং জল, আর পক্কেষ্টকচিত ধবলগৃহাদি, চাণ্ডালাদি নীচজাতি, কুক্কুর এবং বায়সে স্পর্শ করিলে, তাঁহা বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইবে ॥ ১৯৬ ॥ ইতি দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ। ব্রহ্মা বিশুদ্ধ ধ্যান করিয়া বেদ রক্ষা পিতৃলোক দেবলোকের তৃপ্তি, এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ব্রাহ্মণ দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৯৭ ॥ কর্ম্ম এবং জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট। তাহার মধ্যে কর্ম্মীগণ প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তমআত্মতত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯৮ ॥ কেবল বিদ্যা কেবল তপস্যা (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ পাত্র হয় না। কিন্তু যাহার (জাতি) কর্ম্ম এবং বিদ্যাতপস্যা এই উভয় আছে, পূর্ব্বে ঋষিগণ, তাহাকেই সম্পূর্ণপাত্র বলিয়াছেন ॥ ১৯৯ ॥ গো, ভূমি, তিল এবং স্মুবর্ণাদি বস্তু অর্চ্চনাপূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত উদক দানাদিরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা পূর্ব্বক) পাত্রে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণপাত্রে, অভাবে কেবল বিদ্যাদি সম্পন্ন অসম্পূর্ণ পাত্রে) দান করিবে। কিন্তু আত্মহিতৈষী বিদ্বান্ ব্যক্তি অপাত্রে কিছুই অর্পণ করিবেন না ॥ ২০০ ॥ বিদ্যাহীন বা তপোহীন ব্যক্তি, প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে, দাতাকে এবং আপনাকে অধোগামী করে ॥ ২০১ ॥ (অপতিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্রে প্রত্যহ যথাশক্তি যথাবিধি দান করিবে। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ত বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দিবে। এবং যাচিত হইয়াও শ্রদ্ধাসহকারে, যথাশক্তি দান করিবে। (তবে অযাচিত হইয়া দান, যাচিত হইয়া দানাপেক্ষা অধিক ফলজনক) ॥ ২০২ ॥ স্বর্ণময় শৃঙ্গ, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্যপাত্র এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে ॥ ২০৩ ॥ এই গাভীদাতা, দত্ত গাভীর যত রোম থাকে, ততবৎসর স্বর্গে বাস করেন, আর ঐ দত্তগাভী, যদি কপিলা হয়, তাহা হইলে আপনার উদ্ধার ত হয়ই অধিকন্তু পিত্রাদি ছয় পুরুষকেও উদ্ধার করে ॥ ২০৪ ॥ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে (অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্গাদির সহিত) উভয়তোমুখী গো দান করে, সেই গাভীদাতা, বৎস এবং গাভীর

* বহুসম্মত ব্যাখ্যা এই—বাক্‌শস্ত (অর্থাৎ শৌচাশৌচ সন্দেহ হইলে, প্রামাণিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক "শুচি" বলিয়া কথিত। অদুনির্ণিক্ত (অর্থাৎ অদৃষ্টশুদ্ধি-দ্রব্য এবং সন্দেহস্থলে বাক্‌শস্ত না হইলে, যথা সম্ভব প্রক্ষালিত বা প্রোক্ষিত) এবং অবিজ্ঞাত (অর্থাৎ যে দ্রব্যের প্রতি অশুচি বলিয়া একেবারে সংশয় হয় নাই। এই সকল বস্তু সর্ব্বদাই শুচি।

বোমসমসন্ধ্যক বর্ষ, স্বর্গে বাস করে ॥ ২০৫ ॥ বৎসের সম্মুখস্থিত পদদ্বয় এবং মুখ, যে সময়ে মাতৃগর্ভনিষ্ক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় সেই সময় হইতে (প্রসূতি গাভীকে উভয়তোমুখী কহে) যে সময় পর্য্যন্ত বৎস ভূমিষ্ঠ না হয় তাবৎকাল ঐ গাভীকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে ॥ ২০৬ ॥ হেমশৃঙ্গাদি হউক বা না হউক, ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধদা) কিম্বা অধেনু (অর্থাৎ অবন্ধ্যা অথচ তৎকালে দুগ্ধদিতেছে না) গাভী কোনরূপে দান করিলে দাতা স্বর্গে আদৃত হ'ন। যদি দত্ত গাভীটী কেবল রুগ্না এবং বিশেষ দুর্ব্বলা না হয় ॥ ২০৭। শ্রান্তের শ্রমাপনোদন, রোগীর পরিচর্য্যা, দেব দেবীর পূজা ও উপযুক্ত ব্যক্তির পাদপ্রক্ষালনা এবং উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গোদানের তুল্য ॥ ২০৮ ॥ ফলদায়িনী ভূমি, দেবালয়, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, প্রবাসিদিগের আশ্রয়, নৈবেশিক (অর্থাৎ কন্যা); সুবর্ণ এবং ভার-বাহীবলীবর্দ্দ প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয় ॥ ২০৯ ॥ গৃহ, ধান্য, অভয়, পাদুকা, ছত্র, মাল্য, কুস্কুমাদি অনুলেপন, রথাদি যান, আম্রাদি বৃক্ষ, প্রিয়-বস্তু (অর্থাৎ যাহার যে বস্তু প্রিয়, তাহাকে সেই বস্তু এমন কি ধর্ম্মাদি পর্য্যন্ত) এবং শয্যা দান করিলে অতিশয় সুখভোগ করে ॥ ২১০ ॥ যে হেতু বেদ, সর্ব্বধর্ম্মময় অতএব ঐ বেদদান সর্ব্বদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা দান করিলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ॥২১১॥ যিনি প্রতিগ্রহ সমর্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাত্র) হইয়াও প্রতিগ্রহ করেন না। যে সকল স্থান নিরন্তরদানকর্ত্তাদিগের প্রাপ্য, তিনি সেই সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হ'ন ॥ ২১২ ॥ কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, দধি, পৃথিবী, মাংস, শয্যা, আসন এবং ভ্রষ্টযব এই সকল বস্তু কেহ দান করিতে আসিলে তাহা ফিরাইয়া দিবে না ॥ ২১৩ ॥ কারণ প্রার্থনা ব্যতিরেকে আনীত বস্তু দুষ্কার্য্য কারীর নিকট, হইতেও গ্রহণ করা যায়। কেবল কুলটা নপুংসক, পতিত এবং শত্রুর নিকট গ্রহণ করা যায় না ॥ ২১৪ ॥ দেবতা ও অতিথির পূজা, মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের ও ভার্য্যা পুত্রাদি পোষ্যবর্গের পোষণ এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পতিতাদি অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি ভিন্ন সকলের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে ॥ ২১৫ ॥ ইতিদান প্রকরণ। অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি (গর্ভধানাদি অপরপক্ষ, দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণসারমাংসাদিপ্রাপ্তিকাল ... ব্রাহ্মণসম্পত্তি-লাভ-কাল, মেষ সংক্রান্তি, তুল সংক্রান্তি, সামান্য সংক্রান্তি, ব্যতীপা যোগ, গজচ্ছায়া, (চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে, সূর্য্য ... নক্ষত্রে থাকিতে ত্রয়োদশী তিথি ... গজচ্ছায়া হইয়া থাকে), চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ এবং যে সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ই... হয় এই সকল কাল শ্রাদ্ধকাল বলিয়া ... হইয়াছে ॥ ২১৭। ২১৭ ॥ চতুর্ব্বেদাধ্যয়ন ... (১) শ্রোত্রিয়, (২) ব্রহ্মজ্ঞ, (৩) বেদার্থবি (অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের অর্থজ্ঞ (৪ জ্যেষ্ঠসামা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসাম ... যে ব্যক্তি যথোচিত ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক অধ্যয়ন করে) (৫) ত্রিমধু (অর্থাৎ ত্রিম ঋগ্বেদের একদেশ যিনি যথোচিত ...চর্য সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (৬) ত্রিসুপ (অর্থাৎ ত্রিসুপর্ণ ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের ... যিনি যথোচিত ব্রতচার্য্যা সহকারে অধ্যয়ন করেন) (৭) স্বস্ত্রীয় (৮) ঋত্বিক্ (জামাতা (১০), যাজ্য (১১), শ্বশুর (১২), ম তু (১৩), ত্রিণাচিকেত (অর্থাৎ ত্রিণাচিকেত যজুর্ব্বেদৈকদেশ, যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা স... কারে উহা অধ্যয়ন করেন) (১৪) দৌহিত্র (১... শিষ্য (১৬), সংবন্ধী (বৈবাহিক শ্যালকাদি (১৭ বান্ধব (১৮), কর্ম্মনিষ্ঠ, (১৯) তপোনিষ্ঠ (২ পঞ্চাগ্নি (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী) (২১), ... এবং নৈষ্ঠিক এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী (২২) মাতা। সেবানিরত (২৩), এই সকল মধ্যম বয়স্ক ... শ্রাদ্ধের সম্পত্তি। (এই ব্রাহ্মণ সমাগমই ... সম্পত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে)* ॥২১৮—২

* এই ত্রয়োবিংশতি প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে, ... ১৪। ২১ ও ২২ সংখ্যোক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রধান। কেহ ... ব্যাখ্যা করেন, যে প্রথমোক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম, ... এবং ব্রহ্মজ্ঞ শব্দ, বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণের পরি...

কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, এক নেত্রহীন, পুনর্ভূপুত্র, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতে তদবস্থা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায় যাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়াছে) কুণ্ড (উপপতির ঔরসে সধবা স্ত্রীর গর্ভজাত), গোলক (ঐ রূপে বিধবার স্ত্রীর গর্ভজাত) কুনখী, শ্যাবদন্ত (স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্ত) ভৃতকাধ্যাপক (অর্থাৎ যে, বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে) ভৃতাধ্যেতা (অর্থাৎ বেতন দিয়া যে অধ্যয়ন করে) ক্লীব, কন্যাদূষী (অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক, যে ব্যক্তি অবিবাহিতা নারীর দোষ প্রকাশ করে) অভিশস্ত, মিত্রদ্রোহী, পিশুন, সোমবিক্রয়ী, পরিবিন্দক (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে, কৃতবিবাহ বা জ্যেষ্ঠ অনাহিতাগ্নি থাকিতে কৃতাধান, কনিষ্ঠ,—পরিবিন্দক; সেই জ্যেষ্ঠ, পরিবিত্তি, তাদৃশ পাত্রকে কন্যাদাতা; এবং যাজক এই সকলগুলিও পরিবিন্দক শব্দের লক্ষিত অর্থ) যে ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত মাতা পিতা এবং গুরুকে (ও ভার্য্যা পুত্রকে) ত্যাগ করে, কুণ্ড গোলকের অন্নভোজী, অধার্ম্মিকের পুত্র, পুনর্ভূ-পতি; চোর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ-কর্ম্ম-কারী এবং কিতবাদি, শ্রাদ্ধকার্য্যে নিন্দনীয়। * ২২১।২২২। ২২৩॥ শ্রাদ্ধচিকীর্ষু ব্যক্তি, পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রভাবে থাকিবেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও বাক্য, মনঃ, কায় ও কর্ম্ম দ্বারা সংযত হইবেন ২২৪॥ অপরাহ্ণ সময়ে আহ্বান করিয়া বে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত প্রশ্ন। আদৃত করিবে, অনন্তর কৃত পাদপ্রক্ষান, কৃতাচমন কুশহস্ত ঐ সকল ব্রাহ্মণকে, স্বয়ং কুশহস্ত হইয়া উপবেশন করাইবে॥২২৫ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত গোময়াদি লিপ্ত দক্ষিণাপ্রবণ (অর্থাৎ দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন) স্থানে, দৈবে (অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে) যথাশক্তি সমব্রাহ্মণ এবং পৈত্র্যে (অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে) অযুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে॥২২৬ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মধ্যে (পিত্রাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত) দেবপক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া বসাইবে অথবা অশক্ত হইলে একটী একটী করিয়া উভয় পক্ষে দুইটী মাত্র ব্রাহ্মণ বসাইবে। পার্ব্বণাঙ্গীভূত মাতামহাদি শ্রাদ্ধেও ঐরূপ (অর্থাৎ মাতামহাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত দেবপক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং মাতামহাদি পক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া বসাইবে। অশক্ত হইলে এক এক জন করিয়া উভয় পক্ষে দুই জন মাত্র) অথবা বৈশ্বদেবিক (অর্থাৎ দেবপক্ষ) সমুদায়ে একেবার করিলেই চলিবে (পিত্রাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত বৈশ্বদেবিক একবার এবং মাতামহাদি শ্রাদ্ধাঙ্গী ভূত বৈশ্বদেবিক আর একবার এরূপ না করিলেও চলিবে)॥ ২২৭ ॥ অনন্তর ব্রাহ্মণ দিগকে হস্ত প্রক্ষালন জল এবং আসনার্থ কুশসমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে "বিশ্বে দেবাস আগত" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণের আবাহন করিবে॥ ২২৮॥ ব্রাহ্মণ সমীপে প্রদক্ষিণ ক্রমে ভূমিতে যবক্ষেপ করিয়া কুশদ্বয় যুক্ত তৈজসাদিপাত্রে, "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল দিবে, অনন্তর "যবোঽসি যবয়া" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যব নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিও দিবে॥২২৯। ব্রাহ্মণগণের কুশ ও অর্ঘ্যপাত্রযুক্ত করতলে "যাদিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর করশৌচার্থ জল প্রদানপূর্ব্বক, গন্ধ পুষ্প মাল্য ধূপ দীপ প্রদান করিবে॥ ২৩০॥ এবং আচ্ছাদন দান করিয়া কর শৌচার্থ জল দিবে। এ সমস্ত কার্য্যের পর বিকৃতোপবীত হইয়া বামভাগে পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের দ্বিগুণাবর্জ্জিত কুশমুষ্টি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ গণের অনুমতিক্রমে, "উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে, তৎপরে "আয়ান্তনঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপাসনা করিবে॥ ২৩১।২৩২ ব্রাহ্মণদিগের চতুষ্পার্শ্বে "অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্র

নহে কিন্তু বেদার্থবিৎ, জ্যেষ্ঠসামা ইত্যাদি শব্দই বিশেষ ব্রাহ্মণের পরিচায়ক, আর পূর্ব্বোক্ত তিনটী শব্দ ইহাদিগের একরূপ বিশেষণ।

* যদি শ্রাদ্ধকালে চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম ইত্যাদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, ত এই-সকল-দোষ-শূন্য ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধীয় পাত্র হইতে পারিবে ইহা জ্ঞাপনের জন্য এই সকল দোষের কথা উক্ত হইল।

উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বে যত ব্যবসাধ্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তৎসমস্তই তিলদ্বারা করিতে হইবে। অর্ঘ্য পাত্র হইতে আসনাচ্ছাদনান্ত সকল কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করিবে॥ ২৩৩॥ অর্ঘ্য দানের পর তাহার সংস্রব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণহস্ত-গলিত অর্ঘ্যোদক) পিতৃপাত্রে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি (অর্থাৎ প্রপিতামহ পাত্রে-আবৃত করিয়া কুশাস্তবিত ভূমিতে) "পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এইমন্ত্রে ঐ পাত্র উলটাইয়া অধোমুখে রাখিবে॥ ২৩৪ অনন্তর অগ্নিতে আহুতি দিবার নিমিত্ত ঘৃতাক্ত অন্ন(অর্থাৎ শাকাদি রহিত)গ্রহণ করিয়া "অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "কুরুষ" এইরূপ তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, পিতৃযজ্ঞবৎ অর্থাৎ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে, (নিরগ্নি ব্যক্তি, জলাদিতে) আহুতি দিয়া সমাহিতচিত্তে হুতাবশিষ্ট অন্ন মৃণ্ময় পাত্র ব্যতীত যথা-লব্ধ পাত্রে বিশেষতঃ রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করিবে॥ ২৩৫।২৩৬॥ অন্ন স্থাপনের পর "পৃথিবীতে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পাত্রাভিমন্ত্রণ করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে অন্নোপরি ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠ নিবেশিত করিবে। "ইদং বিষ্ণু" ইহার পূর্ব্বে দৈব ও পিত্র্যে যথাক্রমে "বিষ্ণোহব্যং রক্ষস্ব" এবং "বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিবে॥২৩৭॥ ব্যাহৃতি যুক্ত গায়ত্রী ও "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া "যথাসুখং জুষধ্বং" বলিবে। ব্রাহ্মণগণও মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে॥ ২৩৮॥ ক্রোধ ও ত্বরা শূন্য হইয়া অভিলষিত হবিষ্য অন্ন, ব্রাহ্মণ দিগের তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত প্রদান করিবে, পুরুষসূক্ত পাবমানী প্রভৃতি মন্ত্র এবং ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে॥২৩৯॥ অনন্তর সকল অন্ন গ্রহণ করিয়া "তৃপ্তাঃস্থ" এই কথা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। তৃপ্ত হইয়াছি এইরূপ উত্তর পাইয়া, এবং অবশিষ্ট দ্রব্য খাইতে অনুমতি পাইয়া উচ্ছিষ্ট সমীপে কুশাস্তবিত ভূমিতে তিলোদক প্রক্ষেপপূর্ব্বক সেই অন্ন প্রক্ষেপ করিবে পরে গণ্ডূষার্থ ব্রাহ্মণ দিগের হস্তে এক বার জল দিবে॥ ২৪০॥

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পাতিদেশে চরুপাক হইলে হুতাবশিষ্ট চরুরসহিত সকল অন্নগ্রহণ করিয়া অগ্নিসমীপে পিণ্ডপ্রদান করিবে, তদভাবে ব্রাহ্মণার্থকৃত অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক উহা তিলমিশ্র করিয়া উচ্ছিষ্ট সমীপে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পাতিদেশে পিণ্ডরূপে দান করিবে। এবং তৎকালে দক্ষিণমুখ হইবে॥ ২৪১॥ মাতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধও ঐরূপ (অর্থাৎ বৈশ্বদেবাবাহনাদি পিণ্ডদানপর্য্যন্ত) করিবে। পরে ব্রাহ্মণ দিগকে আচমন করিতে দিয়া স্বস্তিবাচন ও অক্ষয্যোদক করিবে (অর্থাৎ "অক্ষয্য মস্তু" তবে এই কার্য্যফল অক্ষয় হউক বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল দিবে এবং ব্রাহ্মণেরা বলিবেন "অক্ষয্য মস্তু" অক্ষয় হউক)॥ ২৪২॥ অনন্তর যথাশক্তি দক্ষিণাদান করিয়া স্বধাং বাচয়িষ্যে এই প্রশ্নের পর "বাচ্যতাং" এইরূপে স্বধা বাচনে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত অর্থাৎ পিত্রাদির "স্বধা" বলুন (পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং) ইত্যাদিরূপে স্বধাকার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণও "অস্তুস্বধা" এইকথা বলিলে ভূমিতে জল সেচন করিবে, পরে বলিবে "বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন্ "প্রীয়ন্তাং" "আচ্ছাপ্রীত হউন্" ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে উচ্যমান মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা "দাতারো নোভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃসন্ততিরেবচ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ বহুদেয়ং চনোহস্তু। (অর্থাৎ আমাদিগের বংশে দাতৃ সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, বেদজ্ঞান অধিক হউক্ এবং বংশ বিস্তৃত হউক্। যেন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা বিদূরিত নাহয়। এবং দেয় বস্তু আমাদিগের যেন প্রচুর হয়। এই সকল প্রার্থনা-মন্ত্র-পাঠান্তে ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ প্রিয়বাক্য বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এবং অগ্রে পিতৃব্রাহ্মণ পরে পিতামহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ক্রমানুসারে তাঁহাদিগকে প্রীতমনে বিদায় দিতে হইবে॥ ২৪৩—২৪৬॥ পূর্ব্বে

যে পিতৃ-অর্ঘ্য-পাত্রে সংস্রব-জল স্থাপিত হইয়াছিল (২৩৪ শ্লোকে ইহার বিধি উল্লেখ হইয়াছে) সেই পিতৃ-পাত্র খুলিয়া উত্তান করিয়া দিবার পর বিদায় দিবে ॥ ২৪৭ ॥ অনন্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের অনুগমন করিয়া উহাদিগের নিকট প্রতি নিবৃত্ত হইতে অনুমতি পাইলে, পিতৃদত্তাবশিষ্ট অন্ন, বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া ভোজন করিবে। এবং সেই অহোরাত্র ভোক্তৃ-ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রহ্মচর্য্য করিবে এবং দান প্রতিগ্রহাদি করিবে না ॥ ২৪৮ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণ বিধি-অনুসারে পিতৃগণের পূজা করিবে প্রভেদের মধ্যে, এই যে তখন অবিকৃতোপবীত ও প্রদক্ষিণ-প্রচার হইবে (অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত যেমন সর্ব্বদা থাকে সেই ভাবে থাকিবে এবং মুখ পরিবর্ত্তন আসন পরিবর্ত্তনাদি প্রদক্ষিণক্রমে হইবে পিতৃগণকে নান্দীমুখ বিশেষণে বিশেষিত করিবে। এই পূজাতে দধি কর্কন্ধুমিশ্র পিণ্ড দিবে এবং তিলের পরিবর্ত্তে যবদ্বারা সমস্ত কার্য্য হইবে ॥ ২৪৯ ॥ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একব্যক্তি মাত্রই উদ্দিষ্ট হইবে দৈবপক্ষে আবাহন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান থাকিবে না, অর্ঘ্য ও পবিত্র একটী মাত্র থাকিবে। এবং এই শ্রাদ্ধ বিকৃতোপবীত হইয়া করিবে ॥ ২৫০ ॥ আর এই শ্রাদ্ধে অক্ষয্যোদক-করণের পরিবর্ত্তে "উপতিষ্ঠতাং" ও ব্রাহ্মণ বিদায় কালে "বাজে বাজে" মন্ত্রের পরিবর্ত্তে "অভিরম্যতাং" বলিবে এবং ব্রাহ্মণেরাও "অভিরতাঃস্মঃ" বলিবে। অপর সমস্ত পূর্ব্ববৎ ॥ ২৫১ ॥ অর্ঘ্যের জন্য গন্ধ-জল-তিলযুক্ত চারিটী পাত্র করিবে। তন্মধ্যে প্রেতার্ঘ্য-পাত্রস্থজল চারিভাগ করিয়া তিনভাগ জল "যেসমানা" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ পিতৃপাত্রত্রয়ে (অর্থাৎ পিতৃসপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পাত্রে ইত্যাদি যথাসম্ভব) সেচন করিবে। এবং অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য (অর্থাৎ বিশ্বদেবাবাহনাদি বিসর্জ্জনান্তকার্য্য পার্ব্বণবৎ, এবং অবশিষ্ট প্রেতার্ঘ্য পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রেতস্থানীয় ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ঘ্য দিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টবৎ সমাপ্ত করিবে) এই অর্থাৎ একোদ্দিষ্টত্ব ও পার্ব্বণত্ব উভয়-ধর্ম্মাক্রান্ত-সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ স্ত্রীলোকেও করিবে। * ২৫২। ২৫৩ ॥ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের উপস্থিতি, কুলাচার (বা সংবৎসর মধ্যে অধিকারীর প্রাণনাশের অবধারণ) এই সকল কারণবশতঃ একবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হইবে তদুদ্দেশেও পূর্ণ সংবৎসর প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কুম্ভ এবং অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৫৪ ॥ মৃত্যুর পর সেই বৎসরের মাসে মাসে মৃততিথিতে, প্রতি বৎসর মৃত্যু মাসের মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আর আদ্য একোদ্দিষ্ট অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্য ॥ ২৫৫ ॥ পিণ্ডসকলকে গো, অজ, যাচক-ব্রাহ্মণ, অগ্নি অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। ভোক্তৃব্রাহ্মণগণ ভোজনাসনে উপবিষ্ট থাকিলে উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করিবে না ॥ ২৫৬ ॥ পিতৃগণ, শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত হবিষ্যান্ন অর্থাৎ তিলব্রীহ্যাদি দ্বারা একমাস, পায়স দ্বারা একবৎসর, আর ভক্ষ্যমৎস্য, তাম্রবর্ণ মৃগ, মেষ, ভক্ষ্য পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, রুরু, বন্যশূকর, এবং শশ ইহাদিগের মাংস দ্বারা যথাক্রমে এক এক মাস অধিক কাল তৃপ্ত হইবেন। (অর্থাৎ হবিষ্যাদি দ্বারা ১ মাস ভক্ষ্য মাংসে দুই মাস, তাম্রবর্ণ মৃগমাংসে তিন মাস ইত্যাদি) ॥ ২৫৭। ২৫৮ ॥ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত গণ্ডার মাংস, মহাশল্ক (মৎস্যবিশেষ) ক্ষৌদ্র মধু নীবারাদি মুন্যন্ন, রক্তচ্ছাগ-মাংস, কালশাক বার্দ্ধ্রীণসের (অর্থাৎ বৃদ্ধ শ্বেত ছাগের) মাংস, গয়াতে যাহা কিছু প্রদত্ত হয় তৎসমস্ত এবং ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশীতে, বিশেষতঃ মঘাযুক্ত ঐ ত্রয়োদশীতে যাহা প্রদত্ত হয় তৎসমুদয়, অনন্তফলজনক হইয়া থাকে ॥ ২৫৯ ২৬০ ॥ যিনি একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া

---

* মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা এই :—
সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট (অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বকর্ত্তব্য পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং মৃতাহনিমিত্তক শ্রাদ্ধ) মাতারও করিবে এই বচন দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে যে মাতৃপক্ষ নাই ইহা বোধিত হইল।

প্রতি প্রতিপৎ প্রভৃতি অমাবস্যান্ত চতুর্দ্দশ তিথিতে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি যথাক্রমে রূপ-লক্ষণাদিসম্পন্ন কন্যা (১), উত্তম জামাতা (২), অজাদি ক্ষুদ্র পশু (৩), সদাচারী পুত্র (৪), দ্যূতে জয় (৫), কৃষিকর্ম্মে ফল (৬), বাণিজ্যে লাভ (৭), গবাদি দ্বিশফ পশু (৮), অশ্বাদি এক-শফ পশু (৯), ব্রহ্মতেজোযুক্ত পুত্র (১০), স্বর্ণ রৌপ্য (১১), ত্রপুসীসাদি ধাতু (১২), স্বজাতি প্রধানতা (১৩), এবং সর্ব্বাভীষ্ট (১৪), প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করায় উত্তম কন্যা লাভ, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করায় উত্তম জামাতৃ লাভ ইত্যাদি) যাহারা শস্ত্রহত, চতুর্দ্দশীতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৬১—২৬৩॥ যিনি বিশ্বাসী আদরাতিশয়যুক্ত এবং গর্ব্ব-ঈর্ষ্যাদি-রহিত হইয়া কৃত্তিকা প্রভৃতি ভরণী পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করেন তিনি স্বর্গ (১), অপত্য (২), নিজ সামর্থ্যের আতি-শয্য (৩), নির্ভীকতা (৪), ফলবৎ ক্ষেত্র (৫), শারীরিক বল (৬), গুণবান্ পুত্র (৭), স্বজাতি প্রাধান্য (৮), জনপ্রিয়তা (৯), ধনাদি সম্পত্তি (১০), শ্রেষ্ঠতা (১১), মঙ্গল (১২), অপ্রতি-হতাজ্ঞতা (১৩), বাণিজ্য কৃষি কুসীদ পশু-পালন (১৪), অরোগিতা (১৫), যশঃ (১৬), শোকশূন্যতা (১৭), ব্রহ্মলোক (১৮), সুবর্ণাদি (১৯), বেদজ্ঞান (২০), ভিষক্ সিদ্ধি অর্থাৎ ঔষধ ফল প্রাপ্তি (২১), ত্রপুসীসাদিকুপ্য (২২), গো (২৩), ছাগ (২৪), মেষ (২৫), অশ্ব (২৬), এবং আয়ুঃ (২৭), এই সপ্তবিংশতি প্রকার অভিলষিত বস্তু যথাক্রমে প্রাপ্ত হন ॥২৬৪—২৬৭ ॥ বসু, রুদ্র এবং আদিত্য—পিতা পিতা-মহ এবং প্রপিতামহ শব্দবাচ্য, সুতরাং কেবল রাম, শ্যাম, যদু, শ্রাদ্ধের সম্প্রদানীয় দেবতা নহে। মনুষ্যদিগের পিত্রাদিপদবাচ্য বসু প্রভৃতি, শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মনুষ্য-গণের রাম শ্যাম যদু নামক পিতৃ-পিতা-মহ প্রপিতামহকে পরিতৃপ্ত করেন এবং প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকারিব্যক্তিকে আয়ুঃ প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ এবং রাজ্য ইত্যাদি সকল বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৬৮। ২৬৯ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, বিনায়ককে কর্ম্মবিঘ্নের জন্য এবং গণ-দিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ২৭০ ॥ তিনি যাহার উপর উপসর্গ করেন তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি যেন জলে অবগাহন করিতেছে, কাষায়বাসা মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণকে দেখিতেছে, আম-মাংসাশী মৃগাদিতে আরোহণ করিতেছে, এবং চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছে, দৌড়িতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ইচ্ছামত দৌড়িতে না পারায় পশ্চাদনুগামিশত্রুর কর-কবলিত হইতেছে এই সকল স্বপ্ন দেখিতে পায়। আর সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে, আরব্ধ কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এবং বিনা কারণে বিষণ্ণ হয় ॥ ২৭১—২৭৩ ॥ তাঁহার (বিনায়ক) উপসর্গ হইলে রাজকুমার রাজ্যলাভ করিতে পারে না। কুমারী অভিলষিত স্বামী প্রাপ্ত হয় না। গর্ভবতী স্ত্রী অপত্য লাভে বঞ্চিত থাকে ঋতুমতী স্ত্রীর গর্ভ হয় না ॥ ২৭৪ ॥ শ্রোত্রিয়—আচার্য্যতা, শিষ্য—অধ্যয়ন, বণিক্ —লাভ, এবং কর্ষক—কৃষিফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৭৫ ॥ এই উপসর্গগ্রস্ত বা উপসর্গভীত ব্যক্তিকে শুভদিনে যথাবিধি স্নান করাইবে। (স্নান বিধি যথা) প্রথমে ঘৃতাপ্লুত গৌর-সর্ষপের কল্ক, গাত্রে; এবং সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বগন্ধ, মস্তকে মাখাইবে। অনন্তর ভদ্রাসনে উপ-বেশন করাইয়া চারিজন সুব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে। (ভদ্রাসন যথা,) এক-বর্ণ চারিটী উত্তম নবকুম্ভ দ্বারা অশোষ্য হ্রদ বা নদীসঙ্গম হইতে যে জল উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে অশ্বস্থান, হস্তিস্থান, বল্মীক, নদী-সঙ্গমস্থল, এবং অশোষ্য হ্রদ এই সকল স্থান হইতে আনীত পঞ্চবিধ মৃত্তিকা, গোরোচনা, কুঙ্কুমাদি গন্ধ ও গুগ্গুলু নিক্ষেপ করিবে। (এবং সেই জলপূর্ণ চূতাদিপল্লবশোভিত, চন্দনচর্চ্চিত, মাল্যভূষিত নববস্ত্রান্বিত চারিটী কুম্ভ বেদীর পূর্ব্বাদি চারিদিকে স্থাপিত করিবে) অনন্তর (পঞ্চবর্ণ-চূর্ণদ্বারা নির্ম্মিত মণ্ডলে সংস্থাপিত) রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মে স্থাপনীয় (শ্বেতবস্ত্র প্রচ্ছাদিত শ্রীপর্ণীনির্ম্মিত আসনের নাম) ভদ্রাসন ॥ ২৭৮

২৭৯॥ যে অনন্তশক্তি বহু-প্রবাহ পাবন উদক, সপ্তাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে তাহার দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি, সেই পবিত্রতা জনক উদক তোমাকে পবিত্র করুন্ (প্রথম কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার এই মন্ত্র) ॥ ২৮০ ॥ বরুণ রাজা তোমাকে কল্যাণ প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্য ও বৃহস্পতি শুভ অর্পণ করিয়াছেন ইন্দ্র এবং বায়ু মঙ্গল দিয়াছেন সপ্তর্ষিগণ ক্ষেমপ্রদান করিয়াছেন (ইহা দ্বিতীয় কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র) ॥ ২৮১ তোমার কেশে, সীমন্তে, মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে এবং নেত্রদ্বয়ে যে দৌর্ভাগ্য আছে, জল, তৎ সমস্ত বিদূরিত করুন্ (ইহা তৃতীয় কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র; এই তিন মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থকলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবে) ॥২৮২॥ আচার্য্য এইরূপে অভিষিক্ত ব্যক্তির মস্তক বামপাণিগৃহীত কুশগুচ্ছে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে, অন্তে-স্বাহাযুক্ত মিত, সংমিত, শাল, কটঙ্কট, কুষ্মাণ্ড, এবং রাজপুত্র এই মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ মিতায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র) উচ্চারণ পূর্ব্বক উদুম্বর বৃক্ষজাত স্রুব দ্বারা সার্ষপতৈলের আহুতি প্রদান করিবে ॥ ২৮৩।২৮৪ ॥ (অনন্তর যজমান স্বয়ং স্থালীপাকবিধিঅনুসারে লৌকিকাগ্নিতে চরুপাক করিয়া ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ সেই চরুদ্বারা উক্ত অগ্নিতে হোম করিবে, অন্তে "নমঃ" পদযুক্ত বলিমন্ত্রনাম দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, এবং অনন্তের চতুর্থ্যন্তনাম ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) হুতাবশিষ্টবলি ইন্দ্রাদিকে অর্পণ করিবে পরে বিনায়ক এবং বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে সকৃদবহত তণ্ডুল, তিলপিষ্ট মিশ্রিত ওদন, পক্ক এবং আম এই উভয়বিধ মৎস্য ও উভয়বিধ মাংস, নানাবর্ণের পুষ্প, কুঙ্কুমাদি সুগন্ধ দ্রব্য, গৌড়ী, পৈষ্টী, এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা, মূলক (অর্থাৎ মূলাকার ভক্ষ্য-বিশেষ) পূরী, স্নেহপক্ক গোধূমবিকার, পিষ্টাদিময় মাল্য, দধিমিশ্রিত অন্ন, পায়স, গুড়পিষ্ট (অর্থাৎ গুড়পিঠা,) এবং মোদক এই সকল বস্তু উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে অনন্তর শূর্পে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে উপহারাবশিষ্ট বলি স্থাপন করিবে এবং ঐ বলিযুক্ত শূর্প (বলিং গৃহ্নন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে) সর্ব্বভূতোদ্দেশে চতুষ্পথে স্থাপন করিবে। ২৮৫—৮৮। পরে, বিনায়ক, ও বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে,অর্ঘ্য ও দূর্ব্বা, তথা সর্ষপ এবং পুষ্পের পূর্ণাঞ্জলি, প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে। ২৮৯। হে ভগবতি! আমাকে রূপ দাও, যশ দাও ভাগ্য দাও পুত্র দাও (অধিক কি বলিব) আমাকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান কর। (গণেশের নিকট প্রার্থনা কালে ভগবতির পরিবর্ত্তে ভগবন্ বলিতে হইবে)। ॥ ২৯০ ॥ অনন্তর স্নানানন্তর যজমান শুক্ল বস্ত্র, শুক্ল মাল্য এবং শুক্ল চন্দনাদি ধারণ করিয়া * ব্রাহ্মণভোজন, করাইবে এবং গুরুকে বস্ত্রদ্বয় ও দক্ষিণা দিবে ॥ ২৯১ ॥ এইরূপে যথাবিধি বিনায়কের পূজা এবং বক্ষ্যমাণ রূপে গ্রহগণের পূজা করিলে, নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বোত্তম সম্পত্তি লাভ করে ॥ ২৯২ ॥ প্রতিদিবস, সূর্য্যদেব কার্ত্তিকেয় এবং মহাগণপতির পূজা করিলে মোক্ষ লাভ করে এবং উক্ত দেবগণকে স্বর্ণরৌপ্যাদিময় তিলক প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ॥২৯৩॥ ধন ধান্যাদি সম্পত্তি, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ুঃ অথবা পুষ্টিকামনায়, কিম্বা অভিচার করিবার জন্য গ্রহপূজা করিবে ॥২৯৪॥ সূর্য্য, সোম, কুজ (মঙ্গল), সৌম্য (বুধ), বৃহস্পতি শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু ইঁহারা "গ্রহ" বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন ॥ ২৯৫ ॥ তাম্র স্ফাটিক ও রক্তচন্দন হইতে (এক একটী), সুবর্ণ হইতে দুইটী, রৌপ্য, লৌহ, সীস ও কাংস্য হইতে (এক একটী) এইরূপ যথাক্রমে নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি করিবে

* শুক্ল বস্ত্রাদি ধারণ স্নানের পরই কর্ত্তব্য। হোম পর্য্যন্ত আচার্য্যের কার্য্য। যজমান উপহার দান ও প্রার্থনা করিলে আচার্য্য চতুষ্পথে শূর্প স্থাপন করিবেন। তদন্তে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যজমানের আচরণীয়।

অর্থাৎ তাম্র হইতে রবির, সুবর্ণ হইতে বুধ ও বৃহস্পতির ইত্যাদি; যথাক্রমে ইঁহাদিগের বর্ণ, রক্ত, শুক্ল, রক্ত, পীত, পীত, শুক্ল, আনীল, নীল এবং ধূম্র) ॥ ২৯৬ ॥ তদভাবে, গ্রহদিগের নিজ নিজ বর্ণানুসারে গটে, অথবা রক্তচন্দনাদি দ্বারা মণ্ডলে চিত্রিত করিবে। এবং ঐ সকল গ্রহকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ বস্ত্র, পুষ্প ও গন্ধ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৯৭ ॥ সকলকেই ধূপদীপ গুগ্‌গুলু ও নৈবেদ্য দিবে। প্রতি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া চরুপাক করিতে হইবে। আকৃষ্ণেন (১), ইমং দেবাঃ (২), অগ্নির্মূর্দ্ধা-দিবঃককুৎ (৩), উদ্‌বুধ্যস্ব (৪), বৃহস্পতে অতি-যদর্য্যঃ (৫), অনাৎ পরিস্রুতঃ (৬), শন্নোদেবীঃ (৭), কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ (৮), কেতুং কৃণ্বন্নিমান্(৯), নবগ্রহের এই নয়টি মন্ত্র যথাক্রমে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ২৯৯ । ৩০০ ॥ অর্ক (অর্থাৎ আকন্দ) (১), পলাশ (২), খদির (৩), অপামার্গ (অর্থাৎ আপাঙ্) (৪), অশ্বত্থ (৫), উদুম্বর (অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর) (৬); শমী (৭), দূর্ব্বা (৮) এবং কুশ (৯), যথাক্রমে নবগ্রহের এই নববিধ সমিধ্ ॥ ৩০১ ॥ এক একবিধ সমিধ্ মধু, ঘৃত, দধি বা ক্ষীর যুক্ত করিয়া আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রত্যেক গ্রহ উদ্দেশে, অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৩০২ ॥ গুড়মিশ্রিত ওদন (১), পায়স (২), নীবারাদি অন্ন (৩), ক্ষীর মিশ্রিত ষষ্টিকৌদন (৪), দধি মিশ্রিত ওদন (৫), ঘৃতৌদন (৬), তিলচূর্ণমিশ্রিত ওদন (৭), মাংসমিশ্রিত ওদন (৮), নানা রকম ওদন (৯), এই নববিধ ভোজ্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি প্রীতি উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে দিবেন অথবা শক্ত্যনুসারে যে ওদন মিলিবে যথাবিধি সম্মানসহকারে তাহাই দিবেন ॥ ৩০৩ । ৩০৪ ॥ ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধবতী গাভী), শঙ্খ, বৃষ, সুবর্ণ, বস্ত্র, শুভ্রবর্ণ অশ্ব, কৃষ্ণা গাভী লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ছাগ এই নববিধদ্রব্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহ যাগের দক্ষিণা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ৩০৫ ॥ যে পুরুষের যে সময় যে গ্রহ বিরুদ্ধ হয়, সেই পুরুষ তৎকালে যত্ন পূর্ব্বক সেই গ্রহের পূজা করিবে। ব্রহ্মা গ্রহগণকে এই বর দিয়াছিলেন যে, যে তোমাদিগকে পূজা করিবে তোমরাও তাহার ইষ্টসিদ্ধি ও অনিষ্ট শান্তিদ্বারা মনে রাখিবে ॥ ৩০৬ ॥ রাজাদিগের উন্নতি ও অবনতি এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও নিরোধ, গ্রহেরই অধীন, অতএব গ্রহগণ সকলেরই পূজ্যতম ॥ ৩০৭ ॥ বিশেষ উৎসাহ-সম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, সদ্বংশোদ্ভব, সত্যবাদী, পবিত্র, অদীর্ঘসূত্র (অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভে এবং আরব্ধ কার্য্যের সমাপনে আলস্যশূন্য), মেধাবী, প্রশস্তমনা, অপরুষ (অর্থাৎ যিনি পরদোষ কীর্ত্তনে রত নহেন), ধার্ম্মিক, ব্যসন-শূন্য, দুর্ব্বোধ-অর্থ-অবধারণে সক্ষম, নির্ভীক, রহস্যবেত্তা (অর্থাৎ গোপনীয়ার্থ গোপনে চতুর), স্বরন্ধ্রগোপ্তা (অর্থাৎ স্বীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোনস্থানে যদি কোন বিশৃঙ্খলা থাকে তাহার প্রচ্ছাদনে তৎপর), এবং আন্বীক্ষিকী (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র) দণ্ডনীতি (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র) বার্ত্তা (অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদিবিষয়ক শাস্ত্র) ও ত্রয়ী (অর্থাৎ ঋগ্ যজুঃ সাম) এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভি-ষিক্ত হইবেন ॥ ৩০৮—৩১০ ॥ সেই রাজা, হিতাহিত বিবেচনশীল মৌল (অর্থাৎ যাহারা বংশানুক্রমে ঐ রাজবংশের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছে), গম্ভীর প্রকৃতি এবং পবিত্র ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করি-বেন ॥ ৩১১ ॥ গ্রহোৎপাতও তাঁহার শান্তির উপায়-বেত্তা শাস্ত্রোক্ত ও বিদ্বান্ সদ্বংশীয় অনুষ্ঠানাদি-সম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি ও অথর্ব্বাঙ্গি-রসোক্ত-শান্ত্যাদি-কর্ম্মে সুনিপুণ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী করিবে ॥ ৩১২ ॥ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া করিবার জন্য কতকগুলি ঋত্বিক্ বরণ করিবে, এবং যথাবিধি প্রচুর-দক্ষিণক যজ্ঞ করিবে ॥ ৩১৩ ॥ রাজা, ব্রাহ্মণ-দিগকে নানাবিধ ভোগসাধনদ্রব্য এবং বিবিধ ধন দান করিবেন। কারণ ব্রাহ্মণকে যাহা অর্পিত হয় তাহা রাজাদিগের অক্ষয় নিধিস্বরূপ ॥ ৩১৪ ॥ অগ্নিসাধ্য রাজসূয়াদি

অপেক্ষা ব্রাহ্মণাগ্নিতে আহুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ-
ইহা কথিত আছে। কারণ এ আহুতিদানে
অঙ্গ হীনতা নাই, পশু হিংসা নাই এবং প্রায়
শ্চিত্তক্লেশ নাই ॥ ৩১৫ ॥

অলব্ধ বস্তু লাভ করিতে ধর্ম্মানুসারে চেষ্টা
করিবে। লব্ধবস্তু যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে।
পালিত বস্তু নীতিশাস্ত্রানুসারে বাড়াইবে।
ঐ বর্দ্ধিত বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে।
কিম্বা ধর্ম্মার্থক সেবায় নিযুক্ত করিবে ॥ ৩১৬ ॥
রাজা, ভূমিদান, বা নিবন্ধ (কোন বিষয়ে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) করিলে ভাবী সাধু-
রাজার পরিজ্ঞানার্থ—লেখ্য করাইবেন ॥ ৩১৭॥
রাজা কার্পাসাদি পটে, বা তাম্র ফলকে, নিজ-
বংশ্য পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতি-
গ্রহীতার নাম, প্রতিগ্রহের (অর্থাৎ নিবন্ধের)
পরিমাণ, এবং গ্রামক্ষেত্রাদি প্রদত্তভূমির
চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ এইসকল বিষয়
লিখিবেন, উক্তপত্রে আপন হস্তাক্ষর (দস্তখত)
থাকিবে কালের (অর্থাৎ সন মাস তারিখ)
উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নিজ মুদ্রার
চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন (পাকাদলিল)
করিয়া দিবেন॥ ৩১৮। ৩১৯ ॥ রাজা—সুরম্য,
পশুবৃদ্ধিকর, আজীব্য (অর্থাৎ যেখানে সহজে
জীবিকা নির্ব্বাহ হয়) তরুগিরি নদী শোভিত
দেশে রাজধানী স্থাপন করিবেন। সেখানে
প্রজাবর্গ—সৈন্যসামন্ত—ধনরত্নও আত্মরক্ষার্থে
দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন ॥ ৩২০ ॥ অনন্য ব্যাপারা-
সক্ত তত্তদ্বিষয়ে সুচতুর পাত্র এবং আয় ব্যয়াদি-
কার্য্যে অনলসব্যক্তিগণকে তত্তৎকার্য্যে (অর্থাৎ
যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক-
দিগকে ইত্যাদি) অধ্যক্ষ করিবেন্ ॥ ৩২১ ॥
ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধার্জ্জিত দ্রব্য বিতরণ এবং
প্রজাগণকে সর্ব্বদা অভয়দান ইহা হইতে
রাজাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই ॥ ৩২২ ॥
যাঁহারা রাজ্য রক্ষার্থ সম্মুখরণ করিতে করিতে
অকূট (অর্থাৎ যাহা বিষাদিলিপ্ত নহে) অস্ত্রা-
ঘাতে নিহত হন্ তাঁহারা যোগিদিগের ন্যায়
স্বর্গে গমন করেন ॥ ৩২৩ ॥ নিজ সৈন্যসামন্ত
বিমুখ হইলেও যাঁহারা শত্রুসৈন্য অভিমুখে
অগ্রসর হন্ তাঁহারা তৎকালে প্রতিপদক্ষেপে
—অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। আ
যাহারা পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে
চেষ্টা করে, রাজা তাহাদিগের পুণ্যহরণ করে
॥ ৩২৪ ॥ তবাহংবাদী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি,
তোমারি আমি এই কথা বলে), ক্লীব
(নপুংসক বা অত্যন্ত ভীরু,) নিরস্ত্র, অপরের
সহিত যুদ্ধে আসক্ত, যুদ্ধ হইতে বিরত, যুদ্ধ দর্শ
এবং বাদ্যকর চারণাদি, এই সকল ব্যা
মারিবে না ॥ ৩২৫ ॥ আপনার এবং রা
রক্ষাবিধান পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃ
গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং আয়ব্যয় প
করিবেন। তৎপরে বিচারকার্য্য পরিস
নন্তর স্নানকরিয়া ইচ্ছানুসারে বে
করিবেন ॥ ৩২৬ ॥ তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত ব
গণের আনীত হিরণ্যাদি আপনি দে
কোষাগারে রাখিতে অনুমতি দি
অনন্তর চারগণের (অর্থাৎ গোপনীয়
পররাজ্যাদির বিবরণ জানিবার জন্য প্রে
ছদ্মবেশী পুরুষদিগের) সহিত সাক্ষাৎ
বেন এবং মন্ত্রির সহ একত্র হইয়া দূত
(অন্য রাজার নিকট প্রেরিত ব্যক্তিগণে
সকল কথা শুনিবেন ও তাহাদিগকে
প্রেরিত করিবেন ॥ ৩২৬। ৩২৭ ॥ অ
একাকী অথবা কলাকুশল বিশ্বাসী মন্ত্রী
পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত বিহার করি
পরে বেশভূষাবিভূষিত হইয়া চ
সৈন্য পরিদর্শন করিবেন, এবং সেনাপ
সহিত তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উপায়
চিন্তা করিবেন ॥ ৩২৮ ॥ পরে সায়ংকা
সন্ধ্যাউপাসনা পূর্ব্বক পূর্ব্বসাক্ষাৎ
চরদিগের নিকট গোপনীয় বিবরণ শুনি
তৎপরে নৃত্যগীতাদি ক্রীড়ায় কিছুক্ষণ অ
বাহিত করিয়া ভোজন করিবেন, অন
যথাশক্তি স্বাধ্যায় পাঠ করিবেন ॥ ৩২
অনন্তর শয়ন করিবেন এবং যথাকা
নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। এই উভয় স
তূর্য্যাদিবাদ্যধ্বনি হইবে। নিদ্রা পরিত্যা
করিয়াই মনে মনে শাস্ত্র ও কর্ত্তব্য কার্য্যে
চিন্তাকরিবেন ॥ ৩৩০ ॥ অনন্তর বি
চরদিগকে দানমানাদি দ্বারা সৎকৃত করি

নিজ সামন্ত মণ্ডলের এবং অন্য রাজবর্গের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরে ঋত্বিক্ পুরোহিত এবং আর্য্যগণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ এবং বৈদ্য গণকে দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে স্বর্ণ, ভূমি প্রদান করিবেন পরে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে কন্যালঙ্কারাদি গার্হস্থ্যোপযুক্ত দ্রব্য এবং উত্তম উত্তম গৃহ প্রদান করিবেন ॥ ৩৩১।৩৩২॥ রাজা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমা, ভালবাসার পাত্রে সরলতা, শত্রুর প্রতি ক্রোধ, এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার, করিবেন ॥ ৩৩৩॥ (প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবার কারণ এই যে) ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিলে প্রজাকৃত পুণ্যের ষড়্ভাগৈক ভাগ গ্রহণ করিতে পান। এবং প্রজাপালন, ভূম্যাদি সমস্ত দান হইতে অধিক ফলজনক ॥ ৩৩৪॥ প্রতারক—তস্কর—দুর্বৃত্ত— দস্যুগণ—ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি বিশেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩৩৫॥ অরক্ষিত প্রজাগণ যে কিছু অসৎ-কর্ম্ম করে তাহার অর্দ্ধভাগী রাজা, কারণ তিনি, রক্ষা করিবেন বলিয়াই প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন ॥ ৩৩৬॥ রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, (জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি) গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ডিত করিবেন ॥ ৩৩৭॥ উৎকোচজীবী (অর্থাৎ ঘুষখোর) দিগকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। এবং শ্রোত্রিয়দিগকে সর্ব্বদা দান, মান ও সৎকারের সহিত নিজরাজ্যে বাস করাইবেন ॥ ৩৩৮॥ যে রাজা নিজরাজ্য হইতে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া ধন বৃদ্ধি করে সে, অচিরকালের মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সবান্ধবে বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩৯॥ প্রজা-পীড়ন-সন্তাপ-সম্ভূত কৃশানু রাজার বংশ, লক্ষ্মী এবং প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না ॥ ৩৪০॥ রাজার ন্যায়ানুসারে স্বরাজ্য পালনে যে ধর্ম্ম হয়, বক্ষ্যমাণ নীতি-ক্রমে পররাজ্যগ্রহণ করিলেও সেই ধর্ম্ম লাভ হয় ॥ ৩৪১॥ যে সময়ে পরদেশ নিজবশে আসিবে, তখন ঐ দেশের আচার ব্যবহার এবং কুলাচার, পূর্ব্বরাজার অধিকারে যেরূপ ছিল তদ্রূপই রাখিবে ॥ ৩৪২॥ মন্ত্রণা এইরূপ ভাবে গোপন রাখিবে, যাহাতে মন্ত্রণাকার্য্যের, যে পর্য্যন্ত ফল নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মন্ত্রণা না জানিতে পারে। কারণ মন্ত্রণাই রাজ্য-স্থিতির মূল ॥ ৩৪৩॥ অনন্তরবর্ত্তী রাজা— শত্রু, তৎপরবর্ত্তী রাজা—মিত্র, এতদ্ব্যতীত রাজা উদাসীন, সেই অরি মিত্র উদাসীন মণ্ডলের চেষ্টাদি বিশেষরূপে জানিয়া যথাযোগ্য সামাদি উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৪॥ সাম, (প্রিয়-বাক্যকথন) দান, ভেদ (পরস্পর বিচ্ছেদ করান), এবং দণ্ড (বধাদি), এই চতুর্ব্বিধ উপায় দেশকালপাত্রাদি অনুসারে সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা অভিলষিত ফল সিদ্ধি হইবে। গত্যন্তর না থাকিলেই কিন্তু দণ্ড উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৫॥ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় দ্বৈধীভাব, এই ষড়্‌বিধ গুণ যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৬॥ যৎকালে, পররাজ্য শস্যাদি সম্পন্ন, শত্রু হীনবল এবং আপনার অশ্বগজরথ পদাতি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তখনই তদ্দেশজয়ের জন্য যাত্রা করিবে। ৩৪৭। দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ের সাহায্যে ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার পূর্ব্বজন্ম-কৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই দৈব। ৩৪৮। কেহ দৈব, কেহ স্বভাব, কেহ কাল এবং কেহ পুরুষকারকে ফলসিদ্ধির প্রতি কারণ বলেন। আর কুশলবুদ্ধিগণ এই সকলের মিলনে ফল-সিদ্ধি হয়, ইহা বলেন। ৩৪৯। যেমন এক-চক্র দ্বারা রথের গতি হইতে পারে না। এইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবল মাত্র দৈব, ফল সাধক হইতে পারে না। ৩৫০। যেহেতু হিরণ্য এবং ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্র লাভই

শ্রেষ্ঠ, অতএব মিত্র লাভের জন্য সবিশেষ যত্ন করিবেন এবং সাবধান হইয়া "সত্য" পালন করিবেন। ৩৫১। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত রাজা, অমাত্য (অর্থাৎ মন্ত্রি পুরোহিতাদি), ব্রাহ্মণাদি প্রজা, দুর্গ, কোশাগার, হস্ত্যশ্বরথ পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্য, এবং মিত্র এই সকলই রাজ্যের মূল কারণ, রাজ্য, এই সপ্তাঙ্গ সম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। ৩৫২। রাজা তাদৃশ রাজ্য পাইয়া দুর্বৃত্তগণকে দণ্ড প্রদান করিবেন; যেহেতু ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ধর্ম্মকেই দণ্ড, রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৩৫৩। লুব্ধ, এবং অকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি. ন্যায়ানুসারে উক্ত দণ্ড পরিচালনে সমর্থ হয় না। তবে সত্য-প্রতিজ্ঞ, শুচি, সুসহায়-সম্পন্ন এবংকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি, উহা ন্যায়তঃ পরিচালন করিতে পারেন। ৩৫৪। সেই দণ্ড, যথা শাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, সুরাসুর-মনুজ-পরিবৃত ভুবনমণ্ডলকে আনন্দিত করে, নচেৎ সকলকেই ক্রোধান্বিত করিয়া তুলে। ৩৫৫। শাস্ত্রব্যতিক্রমে দণ্ডপ্রদান, স্বর্গ কীর্ত্তি এবং-ভূরাদি-সমস্ত-লোক-প্রাপ্তি বিনষ্ট করে। এবং শাস্ত্রানুসারে দণ্ডদান রাজার স্বর্গ, কীর্ত্তি, এবং জয়ের কারণ হয়। ৩৫৬। সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি পূজ্যতম-ব্যক্তি, শ্বশুর কিম্বা মাতুল, যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই রাজার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না ॥ ৩৫৭ ॥ যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত করেন্ বধ্যব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেন্, তিনি প্রচুর-দক্ষিণ সুসম্পূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৫৮ ॥ রাজা এইরূপ অপরাধীগণের প্রতি দণ্ড দানে যজ্ঞফল প্রাপ্তি এবং বৈপরীত্যে স্বজনাদি নাশ বিচিন্তা করিয়া প্রত্যহই সভ্যবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণানুসারে ব্যবহার কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ॥ ৩৫৯ ॥ কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জানপদগণ, স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে, তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ড করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিবেন ॥ ৩৬০ ॥ গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত সূর্য্যকিরণে উড্ডীয়মান ধূলিকণা, ত্রসরেণু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেই অষ্টত্রসরেণু—একলিক্ষা তিন লিক্ষায় একরাজসর্ষপ বলে, তিন রাজসর্ষপে এক গৌর সর্ষপ, ছয় গৌরসর্ষপে একমধ্যযব, তিন মধ্য যবে এক কৃষ্ণল, পঞ্চকৃষ্ণলে একমাষ ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ, চার বা পাঁচ সুবর্ণ একপল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ইহা সুবর্ণের পরিমাণ) ॥ ৩৬১। ৩৬২ ॥ পূর্ব্বোক্ত দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্য মাষ, ষোড়শ রূপ্য মাষে এক ধরণ। দশ ধরণে এক পল বা এক শতমান। পূর্ব্বোক্ত চার সুবর্ণে এক রৌপ্য নিষ্ক। (ইহা রজতের পরিমাণ) (সুবর্ণ পর্য্যায়) কর্ষপরিমিত তাম্রে একপণ ॥ ৩৬৩। ৩৬৪ ॥ অশীত্যধিক সহস্রপণ উত্তমসাহস দণ্ড। তাহার অর্দ্ধ মধ্যমসাহস। এবং তাহার অর্দ্ধভাগ, অধমসাহস বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ২৬৫ ॥ ধিক্কার দণ্ড, বাগ্‌যন্ত্রণা দণ্ড, অর্থ দণ্ড, এবং শারীরিক দণ্ড, অপরাধানুসারে এই সকল গুলি, বা ইহার মধ্যে কোন একটী, অপরাধীর প্রতি প্রযোজ্য ॥৩৬৬॥ অপরাধ, দেশ, কাল, বল, কর্ম্ম এবং ধনাদি বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে অপরাধীকে দণ্ড দিবেন ॥ ৩৬৭ ॥

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্কীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে
আচারাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় অধ্যায়।

নরপতি, ক্রোধও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার অর্থাৎ মোকর্দ্দমা, স্বয়ং বিচার করিবেন ॥ ১ ॥ মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, এবং যাহারা শত্রু এবং মিত্রে পক্ষপাত বর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে, এবং কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ করিবেন ॥ ২ ॥ অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহার দর্শনে অশক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বোক্ত

ভ্যগণ, স্নেহ, লোভ অথবা ভয় প্রযুক্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে, সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন্ ॥ ৪ ॥ স্মৃতি ও আচার বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করে, ত তাহা ব্যহারের বিষয় হইবে, উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম ভাষা, পক্ষ কিম্বা প্রতিজ্ঞা ।৫। বাদী মোকর্দ্দমা রুজু করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সম্মুখে তাহাই লেখ্য, এবং সেই লেখ্যে (যথাযোগ্য) বৎসর মাস পক্ষতিথি বারাদি ও বাদী প্রতিবাদীর নামজাত্যাদি উল্লিখত থাকিবে ॥৬॥ অপ্রসিদ্ধ(যথা আমার আকাশকুসুম গ্রহণ করিয়াছে দিতেছেনা ইত্যাদি) নিরাবাধ (যথা আমার ঘরের দীপালোকে ইহারা কার্য্য করে ইত্যাদি) নিরর্থ (যথা যাহা বোধগম্য হয় না কডমুবচুনবিচ ইত্যাদি) নিষ্প্রয়োজন (যথা এই ব্যক্তি আমাদিগের পাড়ায় অধ্যয়ন করে ইত্যাদি) অসাধ্য (যথা শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল, ইত্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (যথা অমুক মূক আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে ইত্যাদি) এসকল পক্ষ নহে পক্ষাভাস সুতরাং ব্যবহারের বিষয় নহে ॥৭॥ ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা যাহা বলিবে তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লেখাইতে হইবে। অনন্তর বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে ॥ ৮ ॥ প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ করিবে। অন্যথা বিপরীত ফল। ঋণদানাদিবিবাদে এই চতুষ্পাদ ব্যবহার প্রদর্শিত হইল। ("অর্থী, যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রত্যর্থীর সমক্ষে ঠিক তাহাই লিখিবে" এইরূপ প্রথম ভাষাপাদ, "ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে বাদীর সমক্ষে তৎসমস্ত লেখাইতে হইবে" এইরূপে, দ্বিতীয় উত্তরপাদ, "বাদী—তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে" এইরূপে তৃতীয় ক্রিয়াপাদ, এবং "প্রমাণ ঠিক হইলে, জয়লাভ অন্যথা বিপরীত ফল" এরূপ চতুর্থ সাধ্যসিদ্ধিপাদ উক্ত হইয়াছে) ॥ ৯ ॥ যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন, এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে তাহাহইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয় ততদিন, প্রতিবাদী, বাদীর নামে, পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী, ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ না হয়। * ॥ ১০ ॥ তবে বাক্পারুষ্য (অর্থাৎ গালি গালাজ) দণ্ড পারুষ্য (মারামারি,) এবং সাহস (অর্থাৎ বিষশস্ত্রাদিদ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে, পাল্টা অভিযোগও উপস্থিত করিতে পারে। মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির পর জরীমানার টাকা বা ডিক্রীর টাকা যাহাতে সহজে আদায় হয় সেই জন্য বিচারক সকল বিবাদেই বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রতিভূ গ্রহণ করিবেন ॥ ১১ ॥ অভিযুক্ত-ব্যক্তি, অভিযোগ অপলাপ করিলে পর, বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাদীর কথিত ধন—বাদীকে, এবং তত্তুল্যধন রাজদণ্ড দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহাহইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী, নিজ উল্লিখিত ধনের দ্বিগুণধন রাজদণ্ড দিবে ॥ ১২ ॥ সাহস, চৌর্য্য, বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, এবং দোগ্ধ্রী—গো এই সকল ঘটিত অভিযোগে, পাতকাভিযোগে, ও কালবিলম্বে প্রাণ নাশ বা ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, কুল স্ত্রীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বত্বঘটিত অভিযোগে, যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর

* কোনব্যক্তির প্রতি এক বাদীর আরোপিত অপরাধ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত অপর বাদী তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না, এবং বাদী, আপনার কথা, আবেদন সময়ে এবং প্রতিবাদীর সম্মুখে লেখন সময়ে, ঠিক রাখিবেন। শেষাংশটুকুর, ষষ্ঠ শ্লোকের সহিত পুনরুক্তি, বিষয় ভেদে মীমাংসনীয়। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

দেন, তাহা করিবেন অন্য স্থলে বিলম্ব অবিলম্ব সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সৃক্কণী লেহন করে, ললাটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বদ্ধ হইয়া আইসে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতিস্নিগ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে, এইরূপ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ (অর্থাৎ অন্য কোন ভয়াদি নিমিত্ত ব্যতীত) বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক, আর সাক্ষ্যেই হউক, সে ব্যক্তি দুষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৪—১৬ ॥ যে প্রৌঢ়বাদমাত্র পরায়ণ হইয়া অধমর্ণের অস্বীকৃতধন বিনাপ্রমাণে সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়, যে অভিযুক্ত হইয়া পলায়ন করে এবং যে অভিযুক্ত, উত্তর লেখনাদির জন্য বিচারকের আহ্বানে সভায় উপস্থিত হইয়া কোন উত্তর না দেয়, তাহারা, বিবাদে হীন এবং দণ্ডনীয় হয় ॥ ১৭ ॥ (ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সম্মুখে লেখ্য, অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতিদ্বারা আত্মপক্ষ সপ্রমাণ করিবেন; ইহা অষ্টম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে প্রতিবাদীর সপ্রমাণ উত্তর লেখনের পর, বাদী, আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবে, না—বাদীর ভাষার ন্যায় কেবল মাত্র প্রতিবাদীর উত্তর লেখনের পর, বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে। এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ যোগীশ্বর বলিতেছেন) উভয় পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাদীপক্ষ দুর্ব্বল হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। * ॥ ১৮ ॥

যদি পণবন্ধ পূর্ব্বক (অর্থাৎ আমি যদি পরাজিত হই তাহা হইলে এতটাকা হারিব এইরূপ বাজি রাখিয়া) বিবাদ হয় তাহা হইলে রাজা পরাজিত ব্যক্তির নিকট হইতে রাজসরকারে উচিত মত অর্থদণ্ড ও পণোল্লিখিত অর্থ এবং জেতাকে সাধিত অর্থ দেওয়াইবেন ॥ ১৯ ॥ বিচারক, বাদী প্রতিবাদীর প্রমাদাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূর্ব্বক ব্যবহার কার্য্যকে উদ্ঘাটিত-সত্যের সহিত যোজিত করিবেন, কারণ প্রকৃত-সত্য-বিষয়ও অনুপন্যস্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া পড়ে ॥ ২০ ॥ প্রতিবাদী যদি বাদীর লিখিত সমস্ত বস্তুর অপলাপ করে অর্থাৎ ঋণগ্রহণ-বিচারে বাদী বলিল আমার ৫০ স্বর্ণমুদ্রা ৫০ রজত মুদ্রা উত্তম উত্তম বস্ত্রযুগ্ম গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিবাদী যদি তদুত্তরে বলে আমি কিছুই লই নাই; কিম্বা লইয়াছিলাম বটে কিন্তু সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি এমত স্থলে যদি অপলাপিত বস্তু সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটি বস্তুও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া প্রমাণিত, হয় তাহা হইলে, রাজা, বাদী-লিখিত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই, অথচ তৎপরে উল্লেখ করিয়াছে তাহা আর দেওয়া যাইবেনা ॥ ২১ ॥ স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রাচীন আচার দৃষ্টে স্থিরীকৃত ন্যায়ই প্রধান (অর্থাৎ যাহা ন্যায় বলিয়া বোধ হইবে তাহা করিবে) এবং অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান্ (অর্থাৎ এতদ্দ্বয়ের বিরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য) ইহাই নিয়ম ॥ ২২ ॥ লিখিত দলিল, ভোগ, এবং সাক্ষী, প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; ইহার একটীও না থাকিলে বক্ষ্যমাণ দিব্য সকলের মধ্যে যে কোন একটী দিব্য প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ বাদী প্রতিবাদীর উভয় পক্ষ সপ্রমাণ হইলে অর্থঘটিত সকল বিবাদেই উত্তর পক্ষ জয়ী হইবে (যথা বাদী বলিবে অমুক ব্যক্তি আমার ১০ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বলিল করিয়াছিলাম

* এসম্পত্তি আমার, বেশ ॥ এ সম্পত্তি আমার এইরূপ বিবাদী-উভয়-পক্ষের সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন এতকাল পূর্ব্বে আমাকে অমুক দান করিয়াছে এতদিন ভোগ করিয়াছি—তাঁহার সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, অপর ব্যক্তি যদি পূর্ব্বেই বলিয়া থাকেন, যে পূর্ব্বে এ সম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই এই কারণে আমার হইয়াছে, তাহা হইলে এই-ব্যক্তির সাক্ষীগণকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা

বটে পরিশোধ করিয়াছি, এইস্থলে ঋণগ্রহণ এবং প্রতিশোধ উভয় পক্ষ প্রমাণিত হইলে প্রতিশোধ পক্ষের জয়) আধি, প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়স্থলে পূর্ব্ব পক্ষই জয়ী হইবে; (যথা শ্যাম নিজের ভদ্রাসন বাটী এক জনের নিকট বন্ধক রাখিয়া আর এক জনের নিকট বন্ধক রাখিল, পরে উক্ত ব্যক্তি খালাস করিতে না পারায় বাটী দখল করিবার জন্য দুই মহাজনেই বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, উভয় পক্ষই সপ্রমাণ হইলে, যে প্রথম বন্ধক রাখিয়াছিল, তাহারই জয় হইবে। আধিশব্দে বন্ধক। প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়ের সময়ও ঐরূপ উদাহরণ)। ২৪। স্বামী, আপনার স্থাবর সম্পত্তি, নিঃসম্বন্ধ-অপর লোকে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিবারণ না করিলে, বিংশতি বর্ষ পরে ঐ সম্পত্তিতে আর স্বত্ব থাকিবে না। অস্থাবর সম্পত্তি হইলে দশবর্ষ পরেই আর স্বত্ব থাকিবে-না। ২৫। তবে বন্ধকী দ্রব্য, সীমা স্থান, উপনিক্ষেপ (অর্থাৎ সংখ্যা ও নামাদিকীর্ত্তন-পূর্ব্বক গচ্ছিতদ্রব্য), জড় ও বালকের সম্পত্তি, উপনিধি (অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের কথা প্রকাশ না করিয়া যে মুদ্রাঙ্কিত পেটিকাদি গচ্ছিত রাখা হয়, তাহার নাম উপনিধি) রাজস্ব, দাস্যাদি স্ত্রী এবং শ্রোত্রিয়ের ধন পরে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিষেধ না করিলে ঐ সকল সম্পত্তির স্বামী বিংশতি বৎসর বা দ্বাদশ বৎসর পরে নিঃস্বত্ব হইবে-না। ২৬। যে ব্যক্তি আধি প্রভৃতি শ্রোত্রিয়ের সম্পত্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, তত্তৎস্বামীর বিনানুমতিতে ভোগ করে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু, প্রকৃত স্বামীকে এবং তৎপরিমিত বা তদীয়-শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড রাজ সরকারে দেওয়াইবেন। ২৭। আগম (অর্থাৎ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি), ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ; কিন্তু পিত্রাদি-পুরুষত্রয়-ক্রমাগত ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ নহে, কারণ এই ভোগ প্রমাণিত আগম অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ, (সুতরাং বুঝা গেল, প্রথম স্বত্বাধিকারী পুরুষের পক্ষে আগম এবং চতুর্থ পুরুষের পক্ষে ভোগ বলবৎ প্রমাণ) আর দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের পক্ষে প্রমাণিত আগমও প্রমাণ নহে, যদি তাহার সহিত অল্প মাত্রও ভোগ না থাকে (অর্থাৎ একেবারে ভোগ নাই কেবল আগম আছে, ইহা অপেক্ষা স-ভোগ আগম বলবৎ প্রমাণ)॥ ২৮॥ যে ব্যক্তি, ক্রয় প্রতিগ্রহাদি করিয়াছে, সেই যদি অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্রয় প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিয়া দিবেন, তাহার পুত্র কি পৌত্র অভিযুক্ত হইলে, সাগম ভোগ প্রমাণিত করিবে, কারণ তাহাদিগের পক্ষে বিশিষ্ট ভোগই বলবৎ প্রমাণ॥ ২৯॥ যে ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-কারী অভিযুক্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারী সেই আগম প্রমাণিত করিবে। সেই ব্যবহারে আগম সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত না হইলে প্রমাণিত (রাজা), ভোগমাত্র, প্রামাণ্য জনক হইবে না* আগম, যদি বিশুদ্ধ হয়, অবে প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আগম বিশুদ্ধ না হইলে প্রমাণিত ভোগও স্বত্বের কারণ হইবে না॥ ৩০॥ রাজনিযুক্ত, গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নানাজাতীয় জনসমূহ এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ, ব্যবহারার্থী মনুষ্যদিগের ব্যবহার কার্য্যে এই সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ বন্ধুবর্গ-দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শনজন্য নানাজাতীয় জনসমূহের নিকট, তাহার দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্য গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোকের নিকট যাইতে পারিবে—ইত্যাদি; কিন্তু রাজনিযুক্ত-লোকদৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্য গ্রাম বা নগরবাসী জনসমূহের নিকট যাইবে না—ইত্যাদি। এখন যেমন মুন্সেফ হইতে জজ, জজ হইতে হাইকোর্ট আপিল হয়; কিন্তু হাইকোর্ট হইতে জজের নিকট আপিল হয় না। সেইরূপ, ভাব এই: শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দৃষ্ট ব্যবহার পরিবর্তিত হইবে না) ॥ ৩১ ॥ তবে বল বা ভয় নিষ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, রাত্রিকাল কৃত, গৃহাভ্যন্তর কৃত, গ্রাম-বহির্দ্দেশকৃত

* ২৮—৩০ শ্লোকেরব্যাখ্যান্তর-উল্লেখ অনর্থক।

এবং শক্রকৃত ব্যবহার, শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্জ্জিত করিবে ॥ ৩২ ॥ মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং অনিযুক্ত সম্বন্ধ শূন্য ব্যক্তি, এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ ॥ ৩৩ ॥ রাজা শৌণ্ডিকাদি দ্বারে কাহারও প্রনষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে যে উক্ত বস্তুর বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বিবৃত করিয়া ঐ বস্তুতে নিজের স্বত্ব জানাইবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যে চিহ্ন বলিতে না পারিয়াও আত্মস্বত্ব জানাইবে, তাহার প্রার্থিত বস্তুর মূল্য-পরিমিত অর্থ দণ্ড হইবে ॥ ৩৪ ॥ রাজা নিধিপ্রাপ্ত হইলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে তাহার অর্দ্ধভাগ প্রদান করিবেন, বিদ্বান্-ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ংই সমস্ত ভাগ গ্রহণ করিবেন, যেহেতু তিনিই সমস্ত জগতের প্রভু ॥ ৩৫ ॥ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে নিধি প্রাপ্ত হইলে, রাজা তাহাকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়া অবশিষ্ট সকল ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। আর রাজাকে নিধি-প্রাপ্তি-সমাচার না জানাইয়া গোপনে সমস্ত লইবার চেষ্টা করিলে, রাজা তাহা জানিতে পারেন ত সমস্ত নিধি গ্রহণ করিবেন এবং উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড করিবেন ॥ ৩৬ ॥ রাজা, চৌরাপহৃত দ্রব্য পাইলে, যাহার বস্তু অপহৃত হইয়াছে, তাহাকে দিবেন। না দিলে, যে অপহরণ করিয়াছিল, তাহার অর্থাৎ চৌরের কলুষরাশি প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৭ ॥ সবন্ধক ঋণে, প্রতিমাসে শতকরা অশীতি ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ সুদ) বন্ধক শূন্য ঋণ হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণানুসারে যথাক্রমে শতকরা শতভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শতপণ ধার দিলে তাহার নিকট প্রতিমাসে ২ পণ, ক্ষত্রিয়কে দিলে তাহার নিকট ৩ পণ ইত্যাদি বৃদ্ধি লইবে) ॥ ৩৮ ॥ যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শতভাগের দশ ভাগ, এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ সুদ দিবে। অথবা সকল বর্ণ, সকল জাতিকে ঋণগ্রহণ সময়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে ॥ ৩৯ ॥ (বহুকাল ঋণ থাকিলে, অথচ মধ্যে মধ্যে সুদ গ্রহণ না করিলে, যতদূর পর্য্যন্ত সুদ বাড়িতে পারে, তাহা বলিতেছেন) স্ত্রী-পশু (অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি), ধার করিলে, তাহার বৎসের মূল্য পর্য্যন্ত সুদ হইলে, আর সুদ বাড়িবে না। রসের (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদির) সুদ, মূল ধন অপেক্ষা আটগুণ পর্য্যন্ত বাড়িবে, বস্ত্র ধান্য এবং সুবর্ণের যথাক্রমে দুইগুণ তিনগুণ এবং চারগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। (উদাহরণ শ্যাম ঘোষ, রাম ঘোষের নিকট পঞ্চবর্ষীয় গাভী ধার করিয়াছে, তদনুরূপ আর একটী গাভী দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক দিন গত হইল, ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না,—রাম ঘোষ ভদ্রলোক, সুদ চাহিতে পারে নাই, ক্রমে লইলে এত সুদ লইতে পারিত, যে তদ্দ্বারা আর একটী গাভী ক্রয় করা যায়। তাহার পর, শ্যাম ঘোষ, যদি ঋণ পরিশোধ করে ত একটী বৎস বা বৎস মূল্য মাত্র সুদ দিবে, আর অধিক দিতে হইবে না—ইত্যাদি) * ॥ ৪০ ॥ যে অর্থ ঋণ বা কোন অধর্ম্ম উপায়ে গ্রহণ করিয়াছে, সেই ধনস্বামী গ্রহীতার নিকট হইতে যে কোনরূপে তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে, রাজা নিবারণ করিতে পারিবেন না। পরন্তু সেই অবস্থায় গ্রহীতা যদি রাজার নিকট বিচারার্থ গমন করে, তাহা হইলে রাজা ঐ গ্রহীতার নিকট হইতে গৃহীত ধন আদায় করিয়া দিবেন এবং উহার শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড করিবেন ॥ ৪১ ॥ এক অধমর্ণের সমান জাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা ঐ অধমর্ণ দ্বারা ঋণ গ্রহণের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে এক এক জন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ভিন্নজাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের, দ্বিতীয়তঃ

* গাভী প্রভৃতি পোষাণি দিলে, পালক, একটী বৎস লইয়া স্বামীকে গাভী প্রত্যর্পণ করিবে এই ব্যাখ্যা মিতাক্ষরা সম্মত। অপর সকল অংশের ব্যাখ্যা সমান।

ক্ষত্রিয় উত্তমর্ণেব ইত্যাদি ক্রমে পবিশোধ করাইবেন॥ ৪২॥ অধমর্ণের নামে নালিশ কবিয়া দ্রব্য আদায় কবিতে হইলে যত দ্রব্য উত্তমর্ণ পাইবে, তাহাব শতকবা শতভাগেব দশভাগ রাজা অধমর্ণকে দণ্ড কবিবেন। আব উত্তমর্ণ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষসহকারে বাজাকে শতকবা শত ভাগের পাঁচ ভাগ দ্রব্য দিবেন (শতভাগের দশ ভাগ বা শত ভাগেব পাঁচ ভাগ শব্দেব অর্থ, উক্ত দ্রব্যেব দশমাংশ এবং বিংশতিতম অংশ, ইহা কেহ কেহ বলেন)। ৪৩। হীনজাতি (অর্থাৎ উত্তমর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতি ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে ঋণ পরিশোধনার্থ বাজা তাহার দ্বাবা যথাযোগ্য উত্তমর্ণেব কর্ম্ম করাইয়া দিবেন। এবং ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতির মধ্যে উত্তম ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে, উহাব আয় অনুসাবে ক্রমে পরিশোধ কবাইযা দিবেন। ৪৪। অধমর্ণ ঋণ পবিশোধ কবিতে আসিলেও যদি উত্তমর্ণ সুদ বৃদ্ধি লোভে উহা গ্রহণ না করে এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট রাখে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আব সুদ দিতে হইবে না। ৪৫। পবিবার ভরণার্থ অবিভক্ত অবস্থায় যে ঋণ কবা যায়, তাহা অভিভাবক কর্ত্তা, পবিশোধ করিবে, তাহাব মৃত্যু হইলে বা তিনি দীর্ঘ প্রবাসী হইলে, ঐ পবিবাবেব অন্তর্গত সকল অংশীদার উহা পরিশোধ কবিবে॥ ৪৬॥ পতিকৃত ঋণ স্ত্রীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতা পিতাকে এবং স্ত্রীকৃত ঋণ পতিকে, পবিশোধ কবিতে হইবে না; তবে যদি ঐ ঋণ পবিবাব প্রতিপালনার্থ কৃত হয়, তাহা হইলে দিতে হইবে॥ ৪৭॥ মদের ঋণ, বেশ্যার জন্য ঋণ, দ্যূতক্রীড়ার্থ কৃত ঋণ, বাজদণ্ড বা শুল্কেব অবশিষ্ট ঋণ এবং বৃথাদানেব (অর্থাৎ নট গায়কাদি উদ্দেশে দানেব) ঋণ, পিতৃপিতামহ-কৃত হইলেও পুত্র পৌত্রকে পরিশোধ করিতে হইবে না॥ ৪৮॥ গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলুষ, বজক এবং ব্যাধ এই সকল জাতীয় স্ত্রী, যে ঋণ করিবে, উহাদিগেব পতিকে ঐ ঋণ পবিশোধ করিতে হইবে; যে হেতু, উক্ত জাতীয়দিগের জীবিকা স্ত্রীর উপরেই নির্ভব কবিতেছে॥ ৪৯॥

যে ঋণ পবিশোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে, তাহা, যে ঋণ স্বামীব সহ একত্রে করিয়াছে, তাহা এবং নিজকৃত যে ঋণ, তাহাই স্ত্রীলোক পবিশোধ করিতে বাধ্য, তাহাকে অন্য ঋণ পবিশোধ কবিতে হইবে না॥ ৫০॥ পিতৃ পিতামহ, দূরদেশস্থিত, মৃত, কিংবা দুশ্চিকিৎস্যবোগাদি ব্যসনে অভিভূত হইলে পুত্র পৌত্রগণ ঐ ঋণ পবিশোধ করিবে। যদি অপলাপ কবে, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ কবিয়া দিলে উহা দিতে হইবে॥ ৫১॥ যে ধনাধিকারী (অর্থাৎ যেমন চাবিটী পুত্রের মধ্যে উইলসূত্রে একটী পুত্র ধনাধিকারী হয়, সেইরূপ), তাহাকেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তদভাবে ভার্য্যাগ্রাহী; (অর্থাৎ বিবাহিতা অথচ অক্ষতা স্ত্রীকে পূর্ব্ব স্বামীব অবর্ত্তমানে অপবে বিবাহ কবিলে শেষ বিবাহ কর্ত্তা (১); একজনেব বিবাহিতা যুবতী পত্নী বিশেষ বিপৎপাতে যদি অপরকে আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে ঐ আত্মসমর্পণের পাত্র (২); এবং বহুধনসম্পন্না বা অপত্যবতী স্ত্রী যেপবপুরুষকে আশ্রয় কবে সে (৩); এই ত্রিবিধ ভার্য্যাগ্রাহী) তদভাবে অনন্যাশ্রিতদ্রব্য (অর্থাৎ পৈতৃকধনে অধিকাবী হইব উপযুক্ত অথচ পিতাব ধনাভাববশতঃই হউক অন্য কারণেই হউক, ধনাধিকারে বঞ্চিত) ... ঋণ পবিশোধ কবিতে বাধ্য; ঋণ ... উত্তমর্ণেব নিকটেই কবিতে হইবে, তদভ তাহাব পুত্র পৌত্রাদিব নিকটে; উত্তম পুত্রাদি হীন হইলে যে কেহ তাহার উত্তবাধিকাবী থাকিবে, তাহার নিকটে কবিবে (ব্যাখ্যান্তব উল্লেখ নিবর্থক)॥ ৫২॥ ভ্রাতৃগণ স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ইহাদিগের ধন যত। দ অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পবস্পব অনুমতি ব্যতীত ইহাঁদিগেব মধ্যে কেহই প্রতি- হইতে পাবিবে না; ঋণদান, ঋণগ্রহণ বা ... প্রদান কবিতেও পবিবেন না॥ ৫৩॥ "আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন্ আবশ্যক মতে ইহা৷

দেখাইয়া দিব” এইরূপে দর্শনের—“ইহাকে আপনি ঋণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না লোকটা বিশ্বাসী” এইরূপে বিশ্বাস করিবার “ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ঋণ দিউন” এইরূপে দানের এই ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব (অর্থাৎ জামিন হওয়া) বিহিত আছে, দর্শনের এবং বিশ্বাস করিবার প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে, রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ, তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন; কিন্তু ইতিমধ্যে পরলোক-প্রাপ্তি হইলে তাহাদিগের পুত্র দ্বারা আর দেওয়াইতে পারিবেন না। এবং যাহার জন্য প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে না দিলে, দানের প্রতিভূ, তদভাবে তৎপুত্রাদিগণ দ্বারা উত্তমর্ণের প্রদত্ত-ধন দেওয়াইবেন ॥ ৫৪॥ দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে না; কিন্তু দান প্রতিভূর পুত্রগণ, ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে ॥ ৫৫ ॥ যদি অনেক ব্যক্তি, অংশ নির্দ্দেশ করিয়া এক জনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে, যে, যেরূপ অংশের প্রতিভূ, সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছায়াশ্রিত (অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দেশ না করিয়া সকলে মেলিয়া অধমর্ণের সদৃশ) হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য ॥ ৫৬ ॥ প্রতিভূ, সর্ব্বজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ, প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে ॥৫৭॥ তবে স্ত্রী-পশুর অধমর্ণ, স্ত্রী-পশু-দাবী প্রতিভূকে সবৎস স্ত্রী পশু দিবে, ধান্যের অধমর্ণ, তাহাকে তিনগুণ ধান্য দিবে, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুর্গুণ বস্ত্র দিবে এবং রসের অধমর্ণ আটগুণ রস দিবে ॥ ৫৮ ॥

ইতি প্রতিভূ প্রকরণ।

দ্বিগুণ বৃদ্ধিহইলেও যদি মোচন না করা হয়, তাহা হইলে, বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব-বহির্ভূত হইবে)। যে বন্ধক দ্রব্যের মোচন সময় নির্দ্ধারিত করা থাকে, তাহা, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সব বন্ধক বস্তুর ফলভোগ হয় (অর্থাৎ ক্ষেত্রাদি), তাহা কখনই নষ্ট হইবে না ॥৫৯॥ অপ্রকাশ্য আধি ভোগ করিলে এবং প্রয়োজনীয় আধি, ব্যবহারাক্ষম করিয়া দিলে, সুদ পাইবে না। অথবা ব্যবহারাক্ষম হইলে, পূর্ব্ববৎ করিয়া দিবে। আর যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর মূল্যাদি দিতে হইবে। কিন্তু দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, দিতে হইবে না ॥ ৬০ ॥ উপভোগেই আধিগ্রহণ সপ্রমাণ হয়। আধি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার হইয়া পড়ে (অর্থাৎ সুদ সমেত মূল্যের তুলনায় অল্প বলিয়া বোধ হয়), তাহা হইলে অন্য আধি রাখিবে অথবা ধনীকে কিছু অর্থ দিবে ॥ ৬১ ॥ অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্ম্মল চরিত্র জানিয়া যদি বহুমূল্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লইয়া আইসে, তাহা হইলে দ্বিগুণ সুদ সমেত মূলধন দিয়া বন্ধক দ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে। (নষ্ট হইবে না)। আর যদি এরূপ সত্য করা থাকে যে, “দ্বিগুণ সুদ হইলে ও আমি তাহা দিবা লইব, কিন্তু যেন আধিনাশ না হয়” তাহা হইলেও সত্যমত দ্বিগুণ দিয়া আধি মোচন করিয়া লইবে ॥ ৬২ ॥ অধমর্ণ, সুদ সমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে, উত্তমর্ণ তাহার বন্ধক বস্তু ছাড়িয়া দিবে, অন্যথা চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে, উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া আধি লইয়া আসিবে ॥ ৬৩॥ (উত্তমর্ণ পক্ষে, অধমর্ণ-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে, কিম্বা অধমর্ণ আধি বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু উত্তমর্ণ উপস্থিত নাই, তখন কি করা উচিত তাহা, কথিত হইতেছে)। তৎকালে ঐ আধির যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া যাবৎ উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধনগ্রহণ পূর্ব্বক আধি মোচন না করে বা আধিমূল্য দ্বারা নিজদত্ত ঋণের কিয়দংশ পরিশোধিত না করে, তাবৎ উত্তমর্ণের নিকট যেমন আছে, তেমনি রাখিবে। পরন্তু আর বৃদ্ধি হইবে না। যদি ঋণ গ্রহণকালে এরূপ সত্য থাকে যে, মূলধন সুদে বৃদ্ধি পাইয়া

দ্বিগুণ হইলে, দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য; আধি নাশ না হয় এবং মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তাহাহইলে তৎকালে অধমর্ণ সন্নিহিত না হইলে, উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া আধি বিক্রয় করিতে পারিবে॥ ৬৪॥ যখন বিনা বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে; তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা যদি উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধিত হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবেন। "এই আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, তোমার লাভ, অল্প উৎপন্ন হয়, তোমার ক্ষতি," উত্তমর্ণের অঙ্গীকার মতে অধমর্ণের এরূপ কিছু বলা না থাকে, এবং দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় ত আধি ছাড়িয়া দিবেন অন্যথা নহে॥৬৫

ইতি ঋণাদান প্রকরণ।

বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণ্ডপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহার নাম "ঔপনিধিক" ইহা যাহার নিকট ন্যস্ত করিবে, সে ব্যক্তি, ন্যাসকারীকেও তদ্রূপে প্রত্যর্পণ করিবে॥ ৬৬॥ রাজা, দৈব বা তস্করের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় এবং তাহার পরে রাজাদি উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার মূল্য দিতে হইবে। এবং রাজা তন্মূল্য পরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন॥ ৬৭॥ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে, বা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করে, তাহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে। উপভোগ করিলে, মাসে শতকরা শত ভাগের পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি সমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশ সমেত সমস্ত মূল্য দিতে হইবে। যাচিত (অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান করিবার জন্য অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি চাহিয়া লওয়া হয়), অন্বাহিত (অর্থাৎ যে দ্রব্য গচ্ছিত অবস্থায় অপরের নিকট গচ্ছিত হয়), ন্যাস অর্থাৎ প্রথমে কোন্ বস্তু গৃহস্বামীকে দেখাইয়া "গৃহস্বামীর নিকটে দিবে" এই বলিয়া সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা), নিক্ষেপ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু অর্পণ করা) ইত্যাদি বিষয়েরই এই নিয়ম জানিবে॥ ৬৮॥ তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত স্মার্ত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিন জন সাক্ষী দিতে হইবে, সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে, সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিরই সকল জাতীয় সকল-বর্ণীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে (জাতি —মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি, বর্ণঃ—ব্রাহ্মণাদি)॥৬৯।৭০॥ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব (অর্থাৎ দ্যূতকর) শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি, ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরিগণিত নহে। কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই॥ ৭১॥

সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ-সম্বন্ধ আছে), সহায়, শত্রু, চৌর, সাহসী (অর্থাৎ গোঁয়ার), দৃষ্ট-দোষ, বন্ধু পরিত্যক্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিগণ, সাক্ষী হইবার অযোগ্য॥ ৭২। ৭৩॥ উভয় পক্ষ সম্মত, ধর্ম্মজ্ঞ এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাক্-পারুষ্য, দণ্ড-পারুষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে॥ ৭৪॥ বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে এই সকল কথা শুনাইবে "যে সকল স্থান উপপাতকী মহাপাতকীদিগের গন্তব্য ও যে সকল স্থান অগ্নিপ্রদ স্ত্রীঘাতী শিশুঘাতীদিগের গন্তব্য—সেই ব্যক্তি সেই সকল স্থানে গমন করে, যে সাক্ষী হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে। শত শত জন্মান্তরে যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, তৎসমস্ত তাহার সঞ্চিত বলিয়া জানিবে, যাহাকে নিরর্থক পরাজয় করিতে চেষ্টা পাইতেছ" ॥৭৫—৭৭॥ ঋণগ্রহণের ব্যবহারে সাক্ষীগণ কোন কথা না বলিলে, রাজা ষট্চত্বারিংশ

দিনে সাক্ষীদিগের নিকট হইতে সুদ সমেত টাকা আদায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সহিত সাধিত ধনের শতকরা শতভাগের দশ ভাগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৭৮ ॥ যে পাপিষ্ঠ, নরাধম বিবাদ বিষয় অবগত থাকিয়াও সাক্ষ্য দান না করে, তাহাব পাপ এবং দণ্ড কূট সাক্ষীর তুল্য ॥ ৭৯ ॥

দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য; দুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের; দুই পক্ষেই সমান গুণবান্ লোক থাকিলে, যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগেরই কথা গ্রাহ্য ॥৮০ ॥ সাক্ষিগণ, যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্যরূপ বলে তাহার পরাজয় নিশ্চিত ॥ ৮১ ॥ কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্যপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা হইলে পূর্ব্বসাক্ষিগণ কূটসাক্ষী হইবে ॥ ৮২ ॥ এই সকল কূটসাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এই বিবাদ-পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবে এবং ব্রাহ্মণ, কূটসাক্ষী হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে ॥ ৮৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রথমে সাক্ষ্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া "যে সকল স্থান উপপাতকী" ইত্যাদি ৭৫—৭৭ বচনোক্ত সাক্ষ্য, শ্রবণ করিয়াছে, পরে ভয়-লোভাদি-অভিভূত হইয়া "আমি সাক্ষী হইব না" বলিয়া অপর সাক্ষীর নিকটে নিজের সাক্ষিত্ব অপলাপ করিলে, তাহাকে ঐ বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দণ্ড করিবেন এবং ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন ॥ ৮৪ ॥ যে-বিবাদে সত্য কথা বলিলে, ব্রহ্মচারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেখানে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে, দ্বিজসাক্ষিগণ প্রত্যেকে তজ্জনিত পাপলেশ ক্ষয়ার্থ সারস্বতচরু নির্ব্বপণ করিবে ॥ ৮৫ ॥

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি-সময়াদি-বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন ভবিষ্যতে বিস্মৃত্যাদি-নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এই জন্য সেই সকল বিচার ঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্য-পত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রথমেই ধনীর নাম লিখিত হইবে ॥৮৬ ॥ এবং ঐ লেখ্য—বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র সব্রহ্মচারিক (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়ন প্রযুক্ত সংজ্ঞা বিশেষ; যথা—অমুক মাধ্যন্দিন ইত্যাদি) ও নিজ-পিতৃ-নামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইলে, অধমর্ণ, "আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত" এই কয়েকটী কথা স্বহস্তে সন্নিবেশিত করিবে ॥৮৮॥ এবং তাহাতে সাক্ষিগণ পিতৃনাম লেখনপূর্ব্বক ইহা লিখিবে যে, "আমি অমুক এ-বিষয়ে সাক্ষী থাকিলাম।" সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে ॥ ৮৯ ॥ অনন্তর "আমি অমুকের পুত্র অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম", সর্ব্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে ॥ ৯০ ॥ সাক্ষিব্যতীতও স্বহস্তে লিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে, কিন্তু বলাৎকার বা লোভ প্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত কৃত হইলে প্রমাণ হইবে না ॥ ৯১ ॥ লেখ্য-লিখিত ঋণও তিন পুরুষের দেয়। আধি ততদিন ভোগ করিতে পারিবে, যত দিন না ঋণ পরিশোধিত হয় (অর্থাৎ এ ঋণ পরিশোধ চতুর্থ পঞ্চম পুরুষেরও কর্ত্তব্য ॥ ৯২ ॥ লেখ্য, দেশান্তরস্থ, কদক্ষর, লিখিত নষ্ট, লুপ্তাক্ষর, অপহৃত, অর্দ্দিত বিদলি, দগ্ধ, কিংবা ছিন্ন হইলে অন্য লেখ্য পত্র করিতে পারিবে ॥ ৯৩ ॥ নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষি নির্দ্দেশাদি ক্রিয়া, অসাধারণ "শ্রী", কারাদি চিহ্ন, অর্থী প্রত্যর্থীর চিরাগত ঋণদানগ্রহণরূপ সম্বন্ধ ও এতৎসংখ্যক অর্থপ্রাপ্ত্যুপায়, এইসকল হেতু দ্বারা সংদিগ্ধলেখ্য পত্রের শুদ্ধি হইবে ॥ ৯৪ ॥ অধমর্ণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে, অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাক্ষরে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া রাখিবে

॥ ৯৫ ॥ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে, ঐ লেখ্য পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধসূচক আর একখানি লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিবে, যে ঋণ গ্রহণ লোকের সমক্ষে তাহার পরিশোধও লোক-সমক্ষে করিবে ॥ ৯৬ ॥ তুলা, অগ্নি, জল, বিষ এবং কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্য বিশুদ্ধির জন্য এই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইল; অভিযোক্তা শীর্ষকস্থ হইলে (অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণ না হইলে যদি অভিযোক্তা, দণ্ড গ্রহণে সম্মত হয়, তবে) প্রধান প্রধান অভিযোগে অভিযুক্তের প্রতি এই সকল দিব্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য ॥ ৯৭ ॥ অর্থী প্রত্যর্থীর পরস্পর সম্মতিক্রমে প্রত্যর্থীকে দিব্য করিতে হইবে, অথবা পরাজয় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে * রাজদ্রোহ বা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সংশয় শীর্ষক ব্যতিরেকেও দিব্য করিতে হইবে ।৯৮। প্রাড়্‌বিবাক, পূর্ব্বদিবস হইতে উপবাসী কৃতস্নান আর্দ্রবাসা দিব্যার্থী ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয় সময়ে আহ্বান করিয়া রাজা এবং সভ্য ব্রাহ্মণদিগের সমীপে সমস্ত দিব্য করাইবেন ॥ ৯৯ ॥ স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ এবং যোগিদিগের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি, বৈশ্যের পক্ষে জল, এবং শূদ্রের পক্ষে সপ্তযব পরিমিত বিষ, প্রশস্ত দিব্য ॥ ১০০ ॥ সহস্র পণের ন্যূন ধন গ্রহণ শঙ্কায় অগ্নি, বিষ, তুলা কিংবা জল দিব্য হইতে পারিবে না। তবে রাজদ্রোহ কি মহাপাতক বিষয়ে অভিযোগ হইলে, শুদ্ধ্যর্থিগণ অর্থাদি সংখ্যা মনে না করিয়া পবিত্রভাবে দিব্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ১০১ ॥ (অথ তুলা বিধি)[১] তুলা ধারণজ্ঞ (অর্থাৎ স্বর্ণকারাদি) তুলারূঢ় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিমান পাষাণ খণ্ডাদি দ্বারা সমান করিবে, পরে অভিযোক্তা, কৃত্রিম ন্যূনাধিক্য পরিহারার্থ প্রতিমান পাষাণাদিকে এবং অভিযুক্ত পুরুষকে চিহ্নিত করিবে, অভিযুক্ত পুরুষ তুলা হইতে অবতারিত হইয়া "হে তুলে! তুমি সত্য, সত্যের আবাস ক্ষেত্র, দেবগণ তোমার নির্ম্মাতা, অতএব হে কল্যাণি! সত্য প্রকাশ কর। আমার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর কর। হে মাতঃ! যদি আমি পাপী হই, তাহা হইলে আমাকে গুরুভাবাক্রান্ত করিয়া প্রতিমান হইতে নিম্নগামী কর। আর যদি শুদ্ধ হই ত প্রতিমান হইতে উর্দ্ধে উত্থাপিত কর।" এই বলিয়া তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে ॥ ১০২—১০৪ ॥ আর অভিযুক্ত ব্যক্তি, হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রীহি মর্দ্দন করিলে, তাহার তিলাদিযুক্ত স্থান অলক্তকরসাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া হস্তে সপ্ত অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিবে। যতগুলি অশ্বত্থপত্র, ততগাছি সূত্র দ্বারা অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্ত বেষ্টন করিবে ॥ ১০৫ ॥

হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। হে পাবক! হে কবে! সাক্ষীর ন্যায় আমার পুণ্য পাপ পরিদর্শন করিয়া যাহা সত্য হয়, তাহা প্রকাশ কর ॥ ১০৬ ॥ অভিযুক্ত এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাড়্‌বিবাক তাহার অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়ে পঞ্চাশৎপল-পরিমিত সমতল জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে ॥ ১০৭ ॥ সেই অভিযুক্ত, লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিয়া সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিবে ॥ ষোড়শ অঙ্গুলি অন্তর বিরচিত এক একটী মণ্ডলের পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলি ॥ ১০৮ ॥ পরে উক্ত লৌহপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ব্রীহি মর্দ্দন করিবে, যদি হস্ত দগ্ধ না হইয়া থাকে ত শুদ্ধি লাভ করিবে। সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিতে না করিতে যদি পিণ্ড পতিত হয়, কিংবা দগ্ধ হইয়াছে, কি-না হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপে অগ্নি গ্রহণ করিবে ॥ ১০৯ ॥ (অথ জলবিধি) "হে বরুণ! তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর" এই বলিয়া জলকে মন্ত্রপূত করিয়া নাভিপ্রমাণ-জলে অবস্থিত-পুরুষান্তরের উরু অবলম্বন পূর্ব্বক জলে ডুব দিবে ॥ ১১০ ॥ যে সময়ে ডুব দিবে, ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি, পূর্ব্বমুক্ত বাণ যে স্থলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে যাইবে। অনন্তর তৎস্থানস্থিত পতিত-শরগ্রাহী এক বেগবান্

* অভিযুক্ত ব্যক্তি, নিজের ইচ্ছানুসারে, অথবা অভিযোক্তা বিশেষ পণ বদ্ধ করিলে, দিব্য করিবে, এই ব্যাখ্যা বহু সম্মত।

ব্যক্তি আসিয়া যদি দেখে অভিযুক্ত তখনও ডুব দিয়া আছে, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত শুদ্ধি লাভ করিবে॥ ১১১॥ (অথ বিষবিধি) হে বিষ! তুমি ব্রহ্মার পুত্র এবং সত্য ধর্ম্মে অবস্থিত, এই অপবাদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর, সত্য প্রকাশ করিয়া আমার পক্ষে অমৃত স্বরূপ হও॥ ১১২॥

এই বলিয়া হিমালয়জাত শৃঙ্গোৎপন্ন (সপ্ত যব পরিমিত ঘৃতাক্ত) বিষ ভোজন করিবে। বিনা শারীরবিকারে যাহার বিষ জীর্ণ হয়, তাহার শুদ্ধি হইবে॥ ১১৩॥ (অথ কোশ বিধি) প্রাড়্‌বিবাক দুর্গা প্রভৃতি উগ্রদেবতা পূজা করিয়া ঐ সকল দেবতার স্নানীয় জল লইয়া মন্ত্রপূত করিবে, অনন্তর তাহা হইতে তিন প্রসৃতি জল অভিযুক্তকে পান করাইবে॥ ১১৪॥ চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে যাহার রাজকৃত বা দেবকৃত ঘোর বিপদ না হয় সে, শুদ্ধি লাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥১১৫॥ যোগমূর্ত্তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষ ও দৈব এই দ্বিবিধ প্রমাণ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করিলেন, এক্ষণে দায়ভাগ বিধি কীর্ত্তন করিতেছেন॥ ১১৬॥ যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে পুত্রদিগকে (স্বোপার্জ্জিত ধন) ইচ্ছামত অংশ করিয়া দিতে পারিবেন। অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (সকল ধনেরই) প্রধান ভাগী কিংবা সকলকেই সমভাগী করিবেন। ॥১১৭॥ যদি সমভাগ করেন, তাহা হইলে ভর্ত্তা, বা শ্বশুর যাহাদিগকে স্ত্রীধন প্রদান করেন নাই, সেই সকল পত্নীদিগকেও পুত্রদিগের সমান অংশ দিবেন॥ ১১৮॥ যে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম এবং পিতৃধন গ্রহণে অভিলাষী নহে, তাহাকে যৎসামান্য ভাগ দিয়াও বিভাগ করিতে পারেন। আর ন্যূনাধিক বিভক্ত পুত্রগণের পিতৃকৃত ভাগ (অর্থাৎ ন্যূনাধিক ভাগ) ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত) হইলে (যেমন পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠের বিংশতিতম ভাগ অধিক ছিল, সেইরূপ) অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, (নচেৎ পৈতৃক ধনের ইচ্ছামত ভাগ করিলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে) ইহা স্মৃত হইয়াছে॥ ১১৯॥ (বিভাগের কালান্তর উক্ত হইতেছে) পিতা মাতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ, পরস্পর সমবেত হইয়া পৈতৃক ধন এবং ঋণ সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। এবং কন্যাগণ মাতার ঋণ-পরিশোধাবশিষ্ট স্ত্রীধন বিভাগ করিয়া লইবে, কন্যা না থাকিলে পুত্রগণই উহা গ্রহণ করিবে॥ ১২০॥ পিতৃ মাতৃ দ্রব্য উপহত না করিয়া যাহা নিজের উপার্জ্জিত, মিত্র সকাশে প্রাপ্ত এবং বিবাহ-লব্ধ, তাহা অপর অংশীদারের হইবে না॥ ১২১॥ যে পিতৃ পৈতামহ ধন অপরে হরণ করিয়াছিল, তাহাও পুনরুদ্ধার করিলে উদ্ধর্ত্তা, অপর অংশীদারদিগকে ভাগ দিবে না, বিদ্যালব্ধ ধনেরও ভাগ দিতে হইবে না (এ সমস্তই পিতৃ-মাতৃ-ধন-উপঘাত ব্যতিরেকে হইলে, অবিভাজ্য জানিবে॥১২২॥ কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সাধারণ ধন বর্দ্ধিত করিলে সকল অংশীরই সমভাগ। (এক্ষণে পিতামহ ধনে পৌত্রদিগের বিভাগ প্রকার বর্ণিত হইতেছে) বিভিন্ন পিতৃক পৌত্রগণের পিতা হইতে অংশ কল্পনা হইবে। (মূলধনীর চারিটী পুত্র, ঐ পুত্রগণের মধ্যে একজন এক পুত্র, আর একজন দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হয়। মূল ধনীর মৃত্যুকালে দুই পুত্র এবং তিনটী মৃতপিতৃক পৌত্র বর্ত্তমান থাকে, এমত অবস্থায় ঐ ধন পাঁচ অংশ না হইয়া চারি অংশ হইবে। দুই অংশ পুত্রদ্বয়, এক অংশ এক পৌত্র এবং এক অংশ দুই পৌত্র গ্রহণ করিবে; তবেই হইল পৌত্রগণের অংশ পুত্রগণের ন্যায় নহে, তাহাদিগের পিতা হইতে ভাগ; পুত্রগণের ন্যায় হইলে, কথিত স্থলে চার ভাগ না হইয়া পাঁচ ভাগ হইত এবং সকলেই সমভাগী হইত)॥ ১২৩॥ যাহা পিতামহের ভূমি, নিবন্ধ বা দ্রব্য হইবে, তাহাতে আপনার এবং পিতার তুল্য স্বত্ব॥ ১২৪॥ পিতা, পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলে তৎপরে যদি সবর্ণাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিভাগের পর জাত পুত্রই পিতার অংশের অধিকারী হইবে। আর পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, তৎকালে মাতৃগর্ভস্থ বালক যথাকালে ভ্রাতৃগণ যে ধন গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে আয়ের ও ব্যয়ের

অবধাবণপূর্ব্বক উপযুক্ত অংশ গ্রহণ কবিবে ॥ ১২৫ ॥ পিতা মাতা পুত্রগণকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কাবাদি প্রীতিপূর্ব্বক দান কবিবেন, তাহা তাহাবি ধন। পিতাব পবলোক প্রাপ্তিব পব বিভাগ কবিলে, স্ত্রীধন বহিত মাতাও পুত্রদিগেব সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, তৎকালে অসংস্কৃত ভ্রাতা থাকিলে, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ সাধাবণ ব্যয়ে, তাহাব সংস্কাব কার্য্য সম্পন্ন কবিয়া দিবেন। সবর্ণাভগিনীগণ অসংস্কৃত থাকিলে নিজাংশেব চতুর্থাংশ প্রদান কবিয়া সংস্কাব কর্ম্ম সমাধা কবিবেন ॥ ১২৬। ১২৭ ॥ চাবি জন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয় পত্নীব গর্ভজাত) ব্রাহ্মণ-পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনেব চাবি ভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ, তিন জন (ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয় পত্নীব গর্ভজাত) ক্ষত্রিয়পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ ও দুই জন (বৈশ্যা ও শূদ্রাব গর্ভজাত) বৈশ্য-পুত্র দুই ভাগ এবং একভাগ প্রাপ্ত হইবে। (ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশ হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চাবি ভাগ, ক্ষত্রিয়া-পুত্র তিন, বৈশ্যাপুত্র দুই, শূদ্রাপুত্র একভাগ পাইবে ইত্যাদি) ॥ ১২৮ ॥ বিভাগের পূর্ব্বে কোন অংশীদাব সাধারণ ধন হইতে কিছু অপহবণ কবিলে, তাহা যদি বিভাগেব পর দৃষ্টিগোচব হয়, তাহা হইলে, সেই দ্রব্য সকল অংশীদাব সমভাগ কবিয়া লইবেন, ইহাই নিয়ম ॥ ১২৯ ॥ অপুত্র ব্যক্তি গুরুনিয়োগক্রমে (উৎপৎস্যমান অপত্য উভয়েবই হইবে, এই অভিসন্ধিপূর্ব্বক) যে পুত্র উৎপাদিত কবে, সেই পুত্র উভয়েবই (অর্থাৎ জনয়িতা এবং জননীস্বামীর) ধর্ম্মতঃ উত্তরাধিকাবী এবং পিণ্ডদাতা ॥ ১৩০ ॥ (বিবাহ সংস্কৃতা ভার্য্যার নিয়োগ হইবে না, তবে) যে কন্যাব কোন পাত্রেব সহিত বিবাহ দেওয়া সত্যবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাণিগ্রহণ মন্ত্র পাঠ না হইলেও সেই পাত্রই ঐ কন্যার পতি। এই পতির মৃত্যু হইলে, অগৃহীত-পাণি পূর্ব্বোক্ত কন্যাকে মৃতপতির সহোদর ভ্রাতা বিবাহ কবিবে; যথাবিধি বিবাহ করিয়া ঘৃতাভ্যঙ্গ মৌনাবলম্বনাদি নিযমানুসাবে শুক্লবস্ত্রপবিধানা শুদ্ধব্রতচাবিণী ঐ স্ত্রীব যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয়, তাবৎ অতি নির্জ্জনে প্রতি ঋতুকালে এক একবাব উপগত হইবে ॥ ১৩১। ১৩২ ॥ ধর্ম্মপত্নীব গর্ভসম্ভব ঔবসপুত্রই শ্রেষ্ঠ, পুত্রিকাপুত্র তৎসদৃশ, সগোত্র বা তদিতব (অর্থাৎ সবর্ণ, এবং দেবব) কর্ত্তৃক স্বক্ষেত্রে (পূর্ব্বোক্তরূপে) উৎপাদিত পুত্র—ক্ষেত্রজ, ভর্ত্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে পবপুরুষের সংসর্গে উৎপাদিত পুত্র—গূঢ়জ, কন্যাবস্থায় উৎপন্ন পুত্র—কানীন-ইহাকে মাতামহেব পুত্র বলিয়া জানিবে ॥ ১৩৩। ১৩৪ ॥ অক্ষতা অথবা ক্ষতা পুনর্ভূ নারীব গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব, মাতা পিতা যে পুত্র অপবকে প্রদান কবেন সে দত্তকপুত্র (এ পুত্র গ্রহীতাব উত্তরাধিকাবী) ॥ ১৩৫ ॥ পিতৃ-মাতৃ-বিক্রীত পুত্র—ক্রীত, (ক্রেতাব উত্তবাধিকারী)। নিজ কৃত (অর্থাৎ পুত্র বলিয়া সম্ভাবিত এবং পালিত) পুত্র—কৃত্রিম, যে পিতৃ-মাতৃ-হীন শিশু স্বয়ং আত্মসমর্পণ কবে, সে স্বয়ং-দত্ত পুত্র, জননীব পরিণয়াবস্থায় গর্ভস্থ পুত্র—সহোঢ়জ ॥ ১৩৬ ॥ যে শিশু, মাতৃ-পিতৃ-পবিত্যক্ত অবস্থায় অপবের গৃহীত হয়, সে অপবিদ্ধ পুত্র। (গ্রহীতাব উত্তবাধিকারী) পুত্রেব মধ্যে প্রথমোল্লিখিত এক এক জনেব অভাব হইলে পব পব উল্লিখিত পুত্র পিণ্ডদ এবং ধনাধিকারী ॥ ১৩৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত বিধি, সজাতীয় তনয়গণেব প্রতিই বিহিত হইল। আব শূদ্র দাসীতে যে পুত্র উৎপাদিত কবে, সে, উৎপাদকেব ইচ্ছা থাকিলে অংশ পাইতে পাবে ॥ ১৩৮ ॥ পিতাব মৃত্যুব পব উহাব ভ্রাতৃগণ (অর্থাৎ শূদ্রের পবিণীতাপত্নীব গর্ভজাত পুত্রগণ) উক্ত দাসীপুত্রকে, সবর্ণ ভ্রাতা থাকিলে, তাহাকে যে অংশ দিতে হইত, তাহাব অর্দ্ধাংশ দিবে। ঐ সকল ভ্রাতা এবং উৎপাদকেব দুহিতা বা দৌহিত্র না থাকিলে, সকল অংশই গ্রহণ করিতে পাবিবে ॥ ১৩৯ ॥ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র রহিত ধনী স্বর্গলাভ করিলে, পত্নী, দুহিতা, পিতা, মাতা, কনিষ্ঠ-

সহোদর, জ্যেষ্ঠসহোদর, কনিষ্ঠ, বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, ভ্রাতৃপুত্র, আপেক্ষিক ঘনিষ্ঠ গোত্রজ, বন্ধু, আচার্য্য, শিষ্য, ব্রহ্মচারী ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে উত্তরোত্তর উল্লিখিত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী হইবে, সকল বর্ণেই এই নিয়ম ॥ ১৪০। ১৪১ ॥ বানপ্রস্থ, যতি এবং নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীদিগের পুস্তক বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দ্রব্য থাকিবে, তাহাতে আচার্য্য, সৎশিষ্য, ধর্ম্মভ্রাতা এবং একাশ্রমী ইঁহারা যথাক্রমে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিতের অভাবে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি) অধিকারী হইবেন ॥১৪২॥ (বিভক্ত নিজধন, পিতা ভ্রাতা বা পিতৃব্য ধনের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবিভক্তবৎ ব্যবহার করিলে উহাদিগকে সংসৃষ্টী বলা যায়) সংসৃষ্টী হইবার পূর্ব্বে যখন ধনবিভাগ করিয়া লয়, তখন পত্নীর অবিজ্ঞাত গর্ভ থাকে, পশ্চাৎ সংসৃষ্টী হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ গর্ভোদ্ভব পুত্রকে, যাহার সহিত সংসৃষ্টী হইয়াছিল সেই সংসৃষ্টী, অংশ দিতে ,, আর যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় ত সংসৃষ্টী তাহার ধনাধিকারী হইবে। সহোদর ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা [illegible] ইত্যাদি পাঁচ জনে মি[illegible]বিভাগ কর্ত্তব্য ঐরূপ পুত্রকে স্থলে পুত্রলিপ্সা সংসৃষ্টী হইলে, আর [illegible] ইচ্ছামত সহোদর সংসৃষ্টীই অংশ দিবেন, ধন) [illegible] অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, সহোদর সংসৃষ্টীই উত্তরাধিকারী হইবেন ॥১৪৩॥ পুত্রাদিরহিত পরলোকগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে, কিন্তু অসংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইবে না। সংসৃষ্ট অর্থাৎ সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও সহোদরের ধনে অধিকারী, আর সংসৃষ্টী বলিয়া একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধনাধিকারী হইবে, তাহা নহে (পরন্তু সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং অসংসৃষ্টী সহোদর উভয়ে সেই ধনে অধিকারী) ॥ ১৪৪ ॥ ক্লীব, পতিত, পতিতপুত্র, জন্মাবধি পঙ্গু, উন্মত্ত, বেদগ্রহণে অসমর্থ, জন্মান্ধ, যক্ষ্মাদি অচিকিৎসনীয় রোগাক্রান্ত এবং পিতৃদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে, ধনাধিকারীগণ ভরণ পোষণ করিবে, কিন্তু অংশ দিবে না ॥ ১৪৫ ॥ ইহাদিগের যথাসম্ভব ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্রগণ, পিতৃবৎ দোষাক্রান্ত না হইলে, পিতা নির্দোষ হইলে যে প্রকার ভাগ পাইতে পারিত, তদনুসারে ভাগ পাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত ক্লীবাদির কন্যাগণ যত দিন না বিবাহিত হইবে, ততদিন ইহাদিগের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, পরে বিবাহ দিতে হইবে ॥ ১৪৬ ॥ এই সকল ক্লীবাদি পুত্রহীন, পত্নী সচ্চরিত্রা হইলে, দায়াদগণ তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা হইলে ভরণ করিবে না, প্রত্যুত নির্ব্বাসিত করিবে, আর প্রতিকূলা হইলে ভরণ করিবে বটে, কিন্তু স্থানান্তরিত করিয়া দিবে ॥ ১৪৭ ॥ পিতা, মাতা, পতি এবং ভ্রাতা যাহা প্রদান করেন তাহা, বিবাহ-সময় যাহা লব্ধ হয় তাহা আধিবেদনিক (স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার সময় পূর্ব্ব পত্নীর সন্তোষার্থ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম "আধিবেদনিক)" ইত্যাদি ধন; মাতৃবন্ধুদত্ত, পিতৃ-বন্ধু-দত্ত ধন শুল্ক [illegible] যাহা গ্রহণ করিয়া [illegible] কন্যার আসুর বিবাহ দেয় এবং অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর লব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, পুত্র কন্যা না রাখিয়া মরিলে বান্ধবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪৮।১৪৯ ॥ ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এই কয় বিবাহে বিবাহিত স্ত্রী নিঃসন্তান হইয়া মরিলে তাহার ধনে ভর্ত্তা অধিকারী, তদভাবে আপেক্ষিক নিকট-সম্বন্ধী সপিণ্ডাদি, অপর চার বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর ধনে মাতা, তদভাবে পিতা ইত্যাদি অধিকারী। যে বিবাহে বিবাহিত হউক না কেন, কন্যা পুত্রবতী হইলে কন্যাগণ মাতৃ-ধনে অধিকারী, তাহার মধ্যে বিশেষ এই, —প্রথম কুমারী, তদভাবে দত্তা ইত্যাদি ॥১৫০॥ বাগ্দত্তা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলে উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে এবং ঐ কন্যাকে অভিযোগ ব্যয় ও প্রথম দত্ত দ্রব্য সবৃদ্ধিক দিবে। আর কন্যার বাগ্দত্ত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, স্বপক্ষ ও

কন্যাপক্ষের উপচারার্থ বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়া স্বপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতে পারিবে *॥১৫১॥ দুর্ভিক্ষ সময়ে পরিবার পালনার্থ, অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, ব্যাধিকালে চিকিৎসাদির নিমিত্ত এবং বন্ধনাদি-মোচনার্থ ভর্ত্তা স্ত্রীধন গ্রহণ করিলে, আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না॥ ১৫২॥ দ্বিতীয়বার বিবাহে যাবৎ—পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে, অধিবিন্ন স্ত্রীকে তাবৎপরিমাণ আধিবেদনিক অর্থ দিবে, পূর্ব্বে যাহাকে স্ত্রীধন প্রদত্ত হয় নাই, তাহার পক্ষেই এই নিয়ম, স্ত্রীধন প্রদত্ত হইলে পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধাংশ প্রদান কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ১৫৩॥ বিভাগের অপলাপ করিলে, জ্ঞাতি, বন্ধু, সাক্ষী এবং পৃথক্কৃত গৃহক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের নির্ণয় করিবে॥ ১৫৪॥ এই দায়ভাগপ্রকরণ॥ ক্ষেত্রের সীমা-বিবাদ উপস্থিত হইলে, চতুস্পার্শ্বের গ্রামস্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ, মৌল, উদ্ধৃত, গোচারক, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রকর্ষক এবং সকল প্রকার বনচারী মনুষ্য, ইহারা উন্নতভূমি, অঙ্গার, তুষ, ন্যগ্রোধাদি বৃক্ষ, সেতু, বল্মীক স্তূপ, তড়াগাদি, অস্থি এবং চৈত্য প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত দেখিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া লইবে॥ ১৫৫। ১৫৬॥ পূর্ব্বোক্ত কোন চিহ্ন না পাইলে সাক্ষী দ্বারা সীমা নিশ্চয় করিবে, অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সমসংখ্যক গ্রামের (অর্থাৎ দুইখানি গ্রাম কি চারখানি গ্রামের ইত্যাদি) চারি জন, আট জন কিংবা দশজন লোক রক্তমাল্য রক্তবস্ত্র এবং মস্তকে মৃত্তিকাখণ্ড ধারণ করিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া দিবে॥ ১৫৭॥ উক্ত সীমা-নির্ণয় কোনরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলে, রাজা, সাক্ষিগণের বা সামন্তগণের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন। পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন এবং অন্যান্য সাক্ষী ও সামন্তাদি জ্ঞাতা লোক না থাকিলে, রাজাই সীমাপ্রবর্ত্তক হইবেন॥ ১৫৮॥ আরাম (অর্থাৎ ফলপুষ্প হেতু ভূখণ্ড) আরতন (অর্থাৎ খামার প্রভৃতি) গ্রাম বাপী কূপাদি পানীয় স্থান উদ্যান (অর্থাৎ ক্রীড়াবন) গৃহ এবং নালা নর্দ্দমা প্রভৃতির বিবাদেও এই বিধি জানিবে॥ ১৫৯॥ মর্য্যাদা প্রভেদে, (অর্থাৎ আল ভাঙ্গিয়া দিলে), সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে এবং ভয়াদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষেত্রাদি অপহরণ করিলে যথাক্রমে অধম সাহস, মধ্যম সাহস এবং উত্তম সাহস দণ্ডভোগ করিতে হইবে॥ ১৬০॥ কোন ব্যক্তি পরকীয় ভূমিতে সেতু বা কূপাদি জলাশয় করিয়া দিতে চাহিলে উক্ত ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ ভূমি বিনষ্ট হইলেও তাহা নিষেধ করিবে না কারণ কূপাদি জলাশয় স্বল্প স্থান ব্যাপী, সুতরাং বিশেষ অপকার করে না প্রত্যুত বহুজল পূর্ণ বলিয়া অনেক মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে এইরূপ সেতুতেও কাহারও বিশেষ অপকার হয় না, অথচ প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়॥ ১৬১॥ যে ব্যক্তি ক্ষেত্র স্বামীকে তদভাবে রাজাকে না জানাইয়া পরকীয় ক্ষেত্রে সেতু নির্ম্মাণ করে, সেতু নির্ম্মাণ সম্ভূত অদৃষ্টে তাহার অধিকার হয় না, কিন্তু ক্ষেত্রস্বামীর এবং তদভাবে রাজার অধিকার হয়॥ ১৬২॥ যে ক্ষেত্রকর্ষণে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ সেই ক্ষেত্র নিজেও কর্ষণ না করে বা অপরের দ্বারাও কর্ষণ না করায় অথচ ক্ষেত্র লাঙ্গলদ্বারা ঈষন্মাত্র বিদারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বীজবপনের উপযুক্ত না হয়, উহা কর্ষণ করিলে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, ঐব্যক্তি তাহা প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্বামী তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র আচ্ছিন্ন করিয়া অন্যদ্বারা কর্ষণ করাইবে॥১৬৩॥

ইতি সীমা বিবাদ প্রকরণ।

মহিষী অপরের শস্য বিনাশ করিলে আট মাষ অর্থদণ্ড হইবে। গো, শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ, ছাগ বা মেষ শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ দুই মাষ অর্থদণ্ড হইবে॥ ১৬৪॥ যদি মহিষ্যাদি পশু শস্য ভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকে অর্থাৎ ইচ্ছামত শস্য ভক্ষণ করিয়া

* একের প্রতি বাগ্‌দত্তকন্যা অপরকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তাহার শস্যানুরূপ দণ্ড হইবে, এবং বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহা সুদসমেত দিবে, আর-তাহার মৃত্যু হইলে, বর যাহা কন্যাকে দিয়াছিল, তাহা আপনার এবং কন্যাদাতার ব্যয় হিসাব করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিবে। ইহা টীকা সম্মত ব্যাখ্যা।

স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে উক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, বিবীত অর্থাৎ প্রচুর তৃণ কাষ্ঠময় রক্ষিত ভূভাগ বিনষ্ট করিলে আটমাষ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে। গর্দ্দভ এবং উষ্ট্রের পক্ষে মহিষীর তুল্য দণ্ড॥ ১৬৫॥ ক্ষেত্রস্বামীর যাবৎ শস্য বিনষ্ট হইবে, তদনুরূপ ফল দিতে হইবে; এই দণ্ড এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড পশু স্বামীকেই বহন করিতে হইবে আর যদি পালকের দোষে এইরূপ হয় তাহা হইলে পালককে তাড়না করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড বহন করিতে হইবে॥ ১৬৬॥ পথ এবং গ্রামের সমীপবর্ত্তী ও গ্রাম এবং বিবীতের সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে পালক বা স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি শস্যাদি বিনষ্ট করে ত দোষ হইবে না, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করাইলে চোরের ন্যায় দণ্ড হইবে॥ ১৬৭॥

মহাবলীবর্দ্দ (অর্থাৎ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অতীব দুঃসাধ্য এবংবিধ বৃষ), উৎসৃষ্ট পশু, সূতিকা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই) আগন্তুক (অর্থাৎ যূথপবিভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরাগত এবং অন্ধ খঞ্জাদি এই সকল পশুকে, আর যে সকল পশুর পালক আছে কিন্তু দৈবোপদ্রব ও রাজোপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে মোচন করা উচিত॥১৬৮॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বামী যেরূপ গণনাদি করিয়া অর্পণ করে, পালকও ঠিক সেইরূপভাবে সায়ংকালে পশুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে, পালকের অনবধানতাক্রমে মৃত বা বিনষ্ট হইলে, যথানিয়মে কৃত-বেতন ঐ পালকই ঐ পশু বা ঐ পশুর মূল্য দিবে॥১৬৯॥ পালকের দোষে বিনষ্ট হইলে, পালকের সার্দ্ধত্রয়োদশপণ দণ্ড হইবে, এবং স্বামীর দ্রব্য অর্থাৎ বিনষ্ট পশু মূল্য দিতে হইবে॥ ১৭০॥ গ্রামস্থ লোকের আগ্রহে ভূমির অল্পাধিক্য এবং রাজার ইচ্ছানুসারে "গোপ্রচার" করিবে, (অর্থাৎ গোচারণার্থ খানিকটা ভূভাগ অকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবে)। দ্বিজাতি তৃণ কাষ্ঠ এবং পুষ্প সকল স্থান হইতে নিজ দ্রব্যের ন্যায় আহরণ করিবেন॥ ১৭১॥ গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে, শতধনু, বহু কণ্টকাকীর্ণ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিশতধনু, নগর ও ক্ষেত্রের মধ্যে চতুঃশত ধনু পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখিবে॥ ১৭২॥

ইতি স্বামিপালবিবাদপ্রকরণ।

অন্য বিক্রীত নিজ-দ্রব্য দেখিতে পাইলেই, স্বামী উহা গ্রহণ করিবে। সর্ব্বজন সমক্ষে ক্রয় না করিলে ক্রেতার দোষ হইবে, যে দ্রব্য, কোন সদুপায়ে যাহার পাইবার সম্ভব নাই, তাহা সেই ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিলে, অতি গোপনে ক্রয় করিলে, অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিলে অথবা অসময়ে (অর্থাৎ রাত্র্যাদিকালে) ক্রয় করিলে, ঐ ক্রেতাও তস্করের মধ্যে গণ্য॥ ১৭৩॥ বিনষ্ট বা অপহৃত পরকীয় দ্রব্য ক্রয়াদি দ্বারা হস্তগত হইলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবে। যদি বিক্রেতা, কোন অজ্ঞাত দেশে গিয়া থাকে বা মরিয়া থাকে, তবে ক্রেতা স্বয়ং উক্ত ধন লইয়া গিয়া প্রকৃত স্বামীর হস্তে অর্পণ করিবে॥ ১৭৪॥ বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত-দ্রব্য-ক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যে বিক্রেতা তাহার নিকট হইতে প্রকৃত স্বামী নিজ দ্রব্য এবং ক্রেতা মূল্য প্রাপ্ত হইবেন, রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন॥ ১৭৫॥ স্বামী ক্রয় কিম্বা উপভোগের প্রমাণ দিয়া নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্যকে নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবে, আর যদি স্বামী ঐরূপ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহা হইলে রাজা তাহার উক্ত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ অর্থ দণ্ড করিবেন॥ ১৭৬॥ যে ব্যক্তি রাজাকে না জানাইয়া হৃত কি প্রণষ্ট নিজ দ্রব্য গ্রহণ করে তাহার যোল পণ দণ্ড হইবে॥ ১৭৭॥ শুল্কাধিকারী কিম্বা স্থান রক্ষী নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজার নিকট স্থাপন করিলে, স্বামী তখন হইতে একবৎসর পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী থাকে ইহার পর হইলে রাজাই গ্রহণ করিবেন॥ ১৭৮॥ স্বামী, প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, তাহার রক্ষণের জন্য রাজাকে দ্রব্য বিশেষে অর্থ বিশেষ

দিতে হইবে। যথা একশফ (অর্থাৎ অশ্বাদিতে) চারপণ, মনুষ্যে পাঁচপণ, মহিষ, উষ্ট্র ও গোতে দুই দুই পণ, ছাগ ও মেষে পণপাদ করিয়া দিবে ॥ ১৭৯ ॥ পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে, আত্মীয় দ্রব্য দান করিতে পারিবে। আত্মীয় দ্রব্য হইলেও স্ত্রীকে পুত্রকে দান করিতে পারিবে না, পুত্র পৌত্রাদি থাকিতে, সর্ব্বস্ব দান করিবে না এবং পূর্ব্বে অপরকে যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুতহইয়াছে, তাহাও অন্য ব্যক্তিকে দিবে না ॥ ১৮০ ॥ প্রতিগ্রহ প্রকাশ্য ভাবেই করা উচিত বিশেষতঃ স্থাবর বস্তুর প্রতিগ্রহ। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা দান করিবে। দান করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিবে না ॥ ১৮১ ॥ ইতি দত্তা প্রদানিক প্রকরণ।

ধান্যাদি বীজ, (১) লৌহ, (২) বলীবর্দ্দাদি বাহ, (৩) মুক্তা প্রবালাদি রত্ন, (৪) দাসী, (৫) গাভী প্রভৃতি দোহ, (৬) এবং দাসের, (৭) যথাক্রমে দশদিন, (১) একদিন, (২) পাঁচদিন, (৩) সপ্তাহ, (৪) একমাস, (৫) তিনদিন, (৬) এবং একপক্ষ, (৭) পরীক্ষা কাল (অর্থাৎ ক্রয় করিয়া অনুতাপ হইলে যথাক্রমে ঐসকল বস্তু নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাকালের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে পারিবে) ॥১৮২॥ সুবর্ণ, অগ্নিতে গলাইলে কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। রজতের শতপলে দুইপল ত্রপু এবং সীসের আটপল, তাম্রের পঞ্চপল এবং লৌহের দশপল ক্ষয় হয় ॥ ১৮৩ ॥ স্থূল উর্ণাসূত্র নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং স্থূল কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে প্রতি শতপলে উর্ণা এবং সূত্র অপেক্ষা দশপল, নাতিসূক্ষ্ম উর্ণাদি নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং বস্ত্রাদিতে পাঁচ পল এবং সূক্ষ্ম নির্ম্মিত হইলে তিন পল মাত্র বৃদ্ধি হইবে ॥ ১৮৪ ॥ চিত্রিত বস্ত্রাদি ও কৃত্রিম রোম ভূষিত বস্ত্রাদিতে, উপাদান সূত্রাদির পরিমাণাপেক্ষা ত্রিংশৎ ভাগের একভাগ ক্ষয় হইবে। কৌশেয় বস্ত্র এবং বল্কলে উপাদান অপেক্ষা ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই তাৎপর্য্য এই কথিত সুবর্ণাদি বস্তু ভূষণাদি নির্ম্মাণার্থ শিল্পীর হস্তে অর্পণ করিলে পরে নির্ম্মিত বস্তু ওজন করিয়া লইবে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে শিল্পীর দণ্ড হইবে ॥ ১৮৫ ॥ শাণক্ষৌমাদি বস্ত্র, ক্ষীণ হইলে, দেশ, কাল, উপভোগ এবং দ্রব্যের সারাসারতা নির্ণয় করিয়া কুশল ব্যক্তিগণ যেরূপ বলিয়া দিবেন শিল্পীগণ নিশ্চয়ই সেইরূপ অর্থদিতে বাধ্য ॥ ১৮৬ ॥ যাহাকে বলপূর্ব্বক দাসত্ব অবলম্বন করাইয়াছে রাজা তাহাকে দাস্য হইতে মোচন করিবেন, চৌরগণ অপহরণ করিয়া যাহাকে বিক্রয় করিয়াছে সেই ক্রীতদাসকে মোচন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে স্বামীর প্রাণদান করে, সেই দাস, মুক্তি পাইবার যোগ্য, যে দুর্ভিক্ষ কালে দাস্য বৃত্তি অবলম্বন করায় পোষিত হইয়াছে সেই অনাকাল ভৃতদাস এবং ভক্তদাস (অর্থাৎ খাইতে পাইবার জন্যই যে দাস্য অবলম্বন করিয়াছে) দাস্যের প্রথম দিন হইতে স্বামীর যাহা যাহা উপভোগ করিয়াছে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলে মুক্তি পাইতে পারিবে, আহিতদাস (অর্থাৎ সুবর্ণাদির ন্যায় পূর্ব্বস্বামী যাহাকে বন্ধক দিয়াছে, সেই দাস,) এবং ঋণ-দাস (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন বলিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে) সেই অর্থ সুদ সমেত প্রদান করিলে মুক্ত হইবে ॥ ১৮৭ ॥ প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে, আমরণান্ত রাজার দাস হইয়া থাকিবে অনুলোম বর্ণানুসারেই দাস্য হইবে প্রতিলোমবর্ণক্রমে হইবে না ॥ ১৮৮ ॥ "আমি আয়ুর্ব্বেদাদি শিক্ষার্থ আপনার নিকট এতদিন থাকিব" এইরূপ স্বীকৃত হইলে, নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি শিক্ষা সমাপ্ত হয় তথাপি তৎকাল গুরু গৃহে বাস করিবে। গুরুর অন্নে প্রতিপালিত অবস্থায় ঐ বিদ্যাদ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইবে তাহা গুরুরই ॥ ১৮৯ ॥ রাজা নিজ নগরে ধবলগৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ব্রাহ্মণ বাস করাইবেন, ঐসকল ব্রাহ্মণবৃন্দ যাহাতে বেদত্রয়জ্ঞ হ'ন তাহা করিবেন, তাঁহাদিগের বৃত্তিনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং বলিবেন "স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন" ॥ ১৯০ ॥ নিজ নিত্য কর্ম্মের অবিরোধে যাহা অবসর-নিষ্পাদ্য ধর্ম্ম এবং যাহা রাজাদিষ্ট ধর্ম্ম তাহাও যত্নপূর্ব্বক পালন

করিবে॥ ১৯১॥ যেব্যক্তি গ্রামাদি জন সমূহেব ধন অপহরণ করে, অথবা রাজস্থাপিত কি সমাজ-স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে, সর্ব্বস্বহরণ করিয়া তাহাকে দল হইতে নির্ব্বাসিত করিবে॥ ১৯২॥ যাহারা দলের হিতজনক বাক্য বলে, দলেব অন্তর্গত সকলেই তাহাদিগেব কথামত কার্য্য করিবে। যে তাহার প্রতিকূলাচাবী হইবে, তাহার প্রথম সাহস দণ্ড॥ ১৯৩॥ রাজা সাধাবণেব কার্য্য সাধনোদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিগণেব কার্য্যসাধন করিয়া দিযা পশ্চাৎ দান, মান এবং বহুবিধ সৎকাবে আপ্যায়িত কবিয়া বিদায় দিবেন। ১৯৪। সাধাবণেব কার্য্যার্থ প্রেরিত ব্যক্তি, যাহা প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই সাধাবণের প্রতি অর্পণ কবিবে; আর এই ব্যক্তি যদি স্বয়ং তাহা অর্পণ না কবে, তবে বাজা উহাব নিকট তদপেক্ষা একাদশ গুণ অর্থ আদায় কবিয়া দিবেন। ১৯৫। ধর্ম্মজ্ঞ, শুচি, অলোভী, ব্যক্তিগণ সাধারণেব কার্য্য বিচার করিবেন, (আবার বলি) সেই সকল সাধাবণেব হিতবাদীগণ যাহা বলিবেন, তদনুসাবে সকলেবই কার্য্য কবা উচিত। ১৯৬। শ্রেণী (অর্থাৎ একপণ্য শিল্পোপজীবী), নৈগম (অর্থাৎ পাশুপতাদি), পাষণ্ডী (অর্থাৎ সৌগতাদি) এবং সৈন্য প্রভৃতি এক কার্য্যোপজীবীদিগেব পক্ষেও এই নিয়ম। বাজা ইহাদিগেব ধর্ম্ম ব্যবস্থা বক্ষা করিবেন এবং পূর্ব্বানুবৃত্ত বৃত্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিবেন। ১৯৭।

ইতি সংবিদ্ব্যতিক্রম প্রকরণ।

বেতন গ্রহণ কবিয়া অঙ্গীকৃত কর্ম্ম না কবিলে, বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ স্বামীকে দিতে হইবে। আব, বেতন গ্রহণ না কবিয়া ঐরূপ কবিলে বেতনেব সমপবিমাণ অর্থ দিতে হইবে। এবং ভৃত্যগণ উপকরণদ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা করিবে। ১৯৮। যে স্বামী, বেতন নির্দ্ধাবিত না কবিয়া ভৃত্যদ্বাবা কর্ম্ম কবায়, বাজা সেই স্বামীব, বাণিজ্য, পশু অথবা শস্য হইতে (অর্থাৎ ঐ ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইতে) লভ্যধনের দশমাংশেব একাংশ ভৃত্যকে দেওয়াইবেন। ১৯৯। যে ভৃত্য, বিক্রয়যোগ্য দেশকাল অতিক্রম কবে, কিংবা সেই দেশে এবং সেই কালে বিক্রয় কবিয়াও ব্যয়বাহুল্যাদিবশতঃ লভ্যাংশ কমাইয়া ফেলে, সেই ভৃত্যেব বেতন দান স্বামীব ইচ্ছাধীন। আর যদি ভৃত্য অধিক লাভ কবাইয়া দেয়, তাহা হইলে বেতন অপেক্ষা কিছু অর্থ অধিক দিবে। ২০০। কোন একটী কার্য্য দুইজনে বা বহুজনে সম্পন্ন করিতে না পাবিলে, উহাদিগেব মধ্যে যে যতটুকু কার্য্য কবিবে, তাহাকে তদনুসাবে ন্যায্য বেতন দিবে, সম্পন্ন কবিয়া উঠে ত অবধারিত বেতনই দিবে। ২০১। বাজোপদ্রব এবং দৈবোপদ্রব ব্যতীত বাহিতভাণ্ড বিনষ্ট হইলে, বাহক সেই ভাণ্ডেব মূল্য দিবে। আর, বিবাহাদ্যর্থ প্রস্থানোপযুক্ত কার্য্য কবিতে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ লাভ সময়ে ঐ কার্য্য না কবায় প্রস্থানের বিঘ্নজনক হইলে, নিজের নির্দ্দিষ্ট বেতনাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ দিবে। ২০২। প্রস্থান করিবাব উপক্রমে অথচ ভৃত্যান্তর প্রাপ্তির সময় থাকিতে, যে, অঙ্গীকৃতকার্য্য পরিত্যাগ কবে, সে, নিজ বেতনেব সপ্তমাংশেব একাংশ; কিঞ্চিদ্দূব গমন কবিয়া, যে, ঐরূপ কর্ম্ম পবিত্যাগ কবে, সে, নিজবেতনেব চতুর্থভাগেব একভাগ এবং অর্দ্ধপথে যে, কর্ম্ম পবিত্যাগ কবে, সে, সম্পূর্ণ নিজবেতন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য—এবং ঐ সকল সময়ে যে স্বামী কর্ম্ম পবিত্যাগ করায়, সে, সপ্তমাংশের একাংশ ইত্যাদি অর্থ ভৃত্যকে প্রদান করিবে। ২০৩। যে ধূর্ত্তকিতব, প্রতিবাবে শতপণেব ন্যূন পণ বাখে না, সভিক, তাহাব জয়লব্ধ দ্রব্যেব প্রতিশতে বিংশতিভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে, এবং অপর ধূর্ত্ত-কিতবের জয় লব্ধদ্রব্য হইতে প্রতিশতে দশভাগেব একভাগ গ্রহণ করিবে। ২০৪। রাজা সেই সভিককে, ধূর্ত্ত-কিতবেব হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিবেন, সভিকও, বাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান কবিবে, দ্যূতকবদিগের জয়লব্ধ বস্তু

জিতের নিকট আদায় করিয়া দিবে এবং ক্ষমাবান্ হইয়া সত্য কথা কহিবে। ২০৫। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিক-যুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্ত সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন; এইরূপ ধূর্ত্ত সমাজ না হইলে, রাজার দেওয়াইতে হইবে না। ২০৬। রাজা, কতকগুলি কিতবকেই দ্যূতক্রীড়ার জয় পরাজয় নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে শ্বপদাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। ২০৭। চোরের সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক, (অথচ চোর প্রভৃতি বদ-মাইস লোকেরই জুয়ার আড্ডায় গতিবিধি) এইজন্য রাজা, এক ব্যক্তিকে, দ্যূতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণিদ্যূতে (অর্থাৎ উভয় পক্ষের মেষাদি প্রাণিদ্বারা যুদ্ধাদি প্রদর্শনে) এই বিধিই উক্ত হইয়াছে। ২০৮।

ইতি সমাহ্বয় প্রকরণ।

সত্য ভাবেই হউক, অসত্য ভাবেই হউক, আর শ্লেষ ভাবেই হউক, সবর্ণ ও সমগুণের প্রতি ন্যূনাঙ্গ (অর্থাৎ হস্তাদিরহিত), ন্যূনেন্দ্রিয় (অর্থাৎ নেত্রাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে সার্দ্ধত্রয়োদশ পণ দণ্ড হইবে ॥২০৯॥ মাতৃ উচ্চারণ বা ভগিনী উচ্চারণপূর্ব্বক গালি দিলে তাঁহার (রাজা) বিংশতি পণ দণ্ড করিবেন ॥ ২১০ ॥ স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্ত গালিগালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, পরস্ত্রী এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পরস্পর বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহাদিগের উচ্চতা নীচতা অনুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন ॥২১১॥ উচ্চবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে দ্বিগুণ ত্রিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয়, গালিগালাজ করিলে, তাহার স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দ্বিগুণ এই চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ স্থলে শত পণ, বৈশ্য ঐরূপ করিলে, বৈশ্যের স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার ত্রিগুণ দণ্ড; শূদ্র গালিগালাজ করিলে তাহার দণ্ড—তাড়ন জিহ্বাছেদনাদি অপর স্মৃতি হইতে জ্ঞাতব্য। নীচবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে অর্দ্ধার্দ্ধ হানিক্রমে দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে গালিগালাজ করিলে তাহার শত পণ দণ্ড প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ, বৈশ্যের প্রতি ঐরূপ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ, শূদ্রকে ঐরূপ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড ॥ ২১২ ॥ সমর্থ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু, গ্রীবা, নেত্র কিংবা সক্থির বিনাশ করিলে (অর্থাৎ তোর বাহু ছেদন করি ইত্যাদি বলিলে) তাহার শত পণ দণ্ড, পাদ, নাসা, কর্ণ বা কর প্রভৃতির ঐরূপ বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড। ২১৩। কার্য্যে পরিণত করিতে অশক্ত ব্যক্তি, উক্তরূপ বলিলে তাহার দশ-পণ দণ্ড। এবং সমর্থ ব্যক্তি, অসমর্থ ব্যক্তিকে ঐরূপ বলিলে শত পণ অর্থদণ্ড অর্পণ করিয়া, (যদুদ্দেশে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে) তাহার মঙ্গলের জন্য এক জনকে জামিন দিবে ॥ ২১৪ ॥ আর সুরাপায়ী ইত্যাদি পাতিত্যসূচক গালি দিলে মধ্যমসাহস, আর শূদ্রযাজী ইত্যাদি উপপাতকসূচক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ॥ ২১৫ ॥ বেদত্রয়বেত্তা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তমসাহস দণ্ড, জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, গ্রাম এবং দেশের উল্লেখপূর্ব্বক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ॥ ২১৬ ॥

ইতি বাক্‌পারুষ্য প্রকরণ।

আঘাত চিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্য্যালোচনা এবং জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাবধান ভাবে সাক্ষিরহিত মারপিটের মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হইবে। কৃত্রিম চিহ্ন করিয়া মারপিটের মিথ্যা মোকদ্দমাও

সাজাইতে পারে, বিচারক এই আশঙ্কা মনে রাখিবেন। ২১৭। গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক কিংবা ধূলি প্রদান করিলে, দশপণ, দণ্ড। অপবিত্র বস্তু, পাদপার্ষ্ণি বা নিষ্ঠীবনজল স্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড (অর্থাৎ বিংশতিপণ দণ্ড) স্মৃত হইয়াছে। ২১৮। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম,উৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং পরস্ত্রীর প্রতি ঐ রূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড, হীনব্যক্তির প্রতি ঐ রূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। চিত্তবৈকল্য বা মত্ততাদি বশতঃ উহা করিলে দণ্ড হইবে না। ২১৯। হীনবর্ণ, যে অঙ্গদ্বারা উচ্চবর্ণের পীড়া দিবে, সেই অঙ্গ ছেদনই তাহার দণ্ড। আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড (শূদ্রের হস্ত চ্ছেদন),আর উদ্যত করিবার নিমিত্ত স্পর্শ করিলে, প্রথমসাহসের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, ইহা জ্ঞাতব্য। ২২০। সজাতিকে প্রহার করিলে(১) বা তদুদ্দেশে পাদ উত্তোলিত করিলে (২) যথাক্রমে দশপণ (১) এবং বিংশতি পণ (২) দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে, সকলেরই উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২২১। পাদ, কেশ, বস্ত্র, কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে, দশপণ দণ্ড, আর বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়-মর্দ্দন এবং আকর্ষণপূর্ব্বক পাদপ্রহার করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। ২২২। কাষ্ঠাদি প্রহারে, আহত ব্যক্তির রক্ত পাত না হইলে, ঐ প্রহর্ত্তাব্যক্তির দ্বাবিংশতিপণ, আর রক্ত পাত হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। ২২৩। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ কি নাসা ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, সেই রূপ তাড়ন করিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে*। ২২৪। গমন ভোজন এবং কথা কওয়া বন্ধ করিলে, চক্ষু জিহ্বা ফুঁড়িয়া দিলে ও গ্রীবা, বাহু কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে, মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। ২২৫। যে অপরাধে একজনের যে দণ্ড উক্ত হইয়াছে, বহুলোকে মিলিয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপরাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কলহ কালে যাহার যাহা অপহরণ করিবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অপহর্ত্তা, অপহৃত বস্তুর মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থদণ্ড বহন করিতে বাধ্য। এইরূপে যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখ উৎপন্ন করিবে, সে তাহাদিগের ব্রণ রোপণাদি ব্যয় দিবে, এবং যাদৃশ কলহে যে দণ্ড উদাহৃত, তাহা দিবে।২২৬।২২৭। পরের ভিত্তি মুদ্গরাদিদ্বারা অভিহত (১), বিদারিত (২), দ্বিধাকৃত (৩) এবং ভূমিশায়িত (৪) করিলে, তাহার যথাক্রমে পঞ্চপণ (১), দশপণ (২), বিংশতিপণ (৩) এবং এই তিনটী (অর্থাৎ পঞ্চ ত্রিংশৎ পণ) (৪) দণ্ড হইবে (এবং গৃহস্বামীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিবে)।২২৮। যে ব্যক্তি পরকীয় গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি দ্রব্য নিক্ষেপ করে এবং যে পরকীয় গৃহে বিষ সর্পাদি প্রাণহর দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ষোড়শপণ, দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যমসাহস দণ্ড। ২২৯। ছাগাদি ক্ষুদ্রপশুর তাড়ন (১), রক্তপাত (২), শৃঙ্গাদিচ্ছেদন (৩) এবং করচরণাদি অঙ্গ চ্ছেদন (৪) করিলে, যথাক্রমে দ্বিপণ (১), চতুষ্পণ (২), ষট্‌পণ (৩) এবং অষ্টপণ (৪) দণ্ড হইবে। ২৩০। উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন কিংবা হত্যা করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে এবং স্বামীকে পশুমূল্য দিতে হইবে। গবাদি মহাপশুর এই সকল করিলে যথাযথ উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।২৩১। প্ররোহিশাখী অর্থাৎ বটাদি বৃক্ষ এবং আম্র পনসাদি উপজীব্য বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন (১), স্কন্ধচ্ছেদন (২) এবং সমূল ছেদন (৩) করিলে, যথাক্রমে বিংশতি পণ (১), চত্বারিংশৎ পণ (২) এবং অশীতি পণ (৩) দণ্ড হইবে। ২৩২। চৈত্য-সমীপ, শ্মশান, সীমা, পুণ্যস্থান ও সুরালয় সন্নিধানে সম্ভূত বৃক্ষ এবং পিপ্পল পলাশাদি বিখ্যাত বৃক্ষের শাখাদিচ্ছেদন করিলে, যথোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৩৩। পূর্ব্বোক্ত

* ইহার মধ্যে অভ্যাসাদি বিবেচনায় বিষয়ের বিষমশিষ্টতা দোষ পরিহর্তব্য।

স্থানোৎপন্ন মালতী প্রভৃতি গুল্ম, কুরণ্ট-কাদি গুচ্ছ, করবীবাদি ক্ষুপ, মাধবী প্রভৃতি লতা, দ্রাবিবাদি প্রতান, শালি প্রভৃতি ওষধি এবং গুড়ুচী প্রভৃতি বীরুধ ছেদনে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে।২৩৪।

ইতি দণ্ড পারুষ্য প্রকরণ।

সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বল-পূর্ব্বক হরণের নাম সাহস (দস্যুতা প্রভৃতি)। যে সাহস করে, তাহার, হৃত দ্রব্যের মূল্যা-পেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে সাহস করিয়া অপলাপ করে, "কৈ আমিত এমন কার্য্য করি নাই," তাহার চতুর্গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।২৩৫। যে ব্যক্তি সাহস কার্য্য করিতে আদেশ করে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে, আমি ধন দিব, এইরূপ অর্থের লোভ দেখাইয়া সাহস কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড।২৩৬। যে, পূজনীয় লোককে গালি দেয় এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞালঙ্ঘন করে, যে ভ্রাতৃ ভার্য্যাকে প্রহার করে, যে দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, যে মুদ্রিত গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনু-মতিতে) উদ্ঘাটিত করে এবং যে, নিজ-ক্ষেত্রাদি-সন্নিহিত-ক্ষেত্রাদি-স্বামী স্ববংশো-দ্ভব এবং গ্রামবাসী প্রভৃতির অপকার করে, তাহাদিগের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।২৩৭।২৩৮। যে বিনা নিয়োগে নিজের ইচ্ছামত বিধবা স্ত্রীতে উপগত হয়, যে বিক্রুষ্ট (অর্থাৎ চৌরাদি-ভীত ব্যক্তিকর্ত্তৃক পরিত্রাণার্থ আহূত) হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও তদর্থ যত্ন না করে, যে বিনা কারণে আর্ত্তনাদ করে, যে চণ্ডাল হইয়া উত্তম বর্ণকে স্পর্শ করে, যে শূদ্র প্রব্রজিত দিগম্বরাদিকে দৈব-পিত্র্যকার্য্যে ভোজন করায়, যে অযুক্ত শপথ করে, যে অযোগ্য হইয়া যোগ্যোপযুক্ত কর্ম্ম করে (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে, বৃষ এবং ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে, যে দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে এবং যে ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পিতা, পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী, আচার্য্য, শিষ্য, ইহাদিগের পর-স্পরের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করি-য়াছে, তাহার শতপণ দণ্ড হইবে।২৩৯—২৪২। রজক, শোধনার্থ সমর্পিত পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিলে তিন পণ আর বিক্রয় করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে, অথবা যাচিত হইয়া উৎসবাদি দর্শনার্থ বন্ধুবান্ধবাদিকে পরিধান করিতে দিলে, দশপণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।২৪৩। যাহারা পিতা পুত্রের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করে, তাহা-দিগের তিনপণ দণ্ড। আর যে, পিতা পুত্রের সপণ বিবাদে প্রতিভূ হয় অথবা কলহ বাধা-ইয়া দেয়, তাহার ত্রিপণের আটগুণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড।২৪৪। যে তুলাদণ্ড, শাসন পত্র, দ্রোণ প্রস্থ প্রভৃতি মান এবং নাণক অর্থাৎ মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি, এই সকল বস্তু কূট করে (অর্থাৎ অসদুপায়ে প্রস্তুত বা ন্যূনাধিক করে) তাহাকে এবং যে কৃত-কূট এই সকল বস্তু ব্যবহার করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড।২৪৫। যে নাণক-পরীক্ষক প্রকৃত অকূটকে কূট বলে অথবা কূটকে অকূট বলে, তাহার উত্তম সাহাস দণ্ড।২৪৬। আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ কোন পশু পক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের প্রথম-সাহস দণ্ড, সাধারণ মনুষ্যকে ঐরূপ করিলে, মধ্যমসাহস, রাজপুরুষকে উহা করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড হইবে ২৪৭। যে, বন্ধনের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে বন্ধন করে এবং যে ব্যবহার পরি-দর্শন না হইতেই বদ্ধ ব্যক্তিকে মোচন করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড।২৪৮। যে ব্যক্তি, মান বা তুলা দ্বারা তোলন করিতে করিতে কোন কৌশলে ধান্যাদি পণ্য বস্তুর অষ্টম ভাগের এক ভাগ হরণ করে, তাহার দ্বিশত পণ দণ্ড। অপহৃত বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধিতে দণ্ডেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে।২৪৯। ঔষধ, ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য লবণ, কুঙ্কুমাদি গন্ধ, ধান্য, গুড় প্রভৃতি-পণ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে, ষোড়শ পণ, দণ্ড হইবে।২৫০। অপকৃষ্ট সুতরাং হীন মূল্য মৃত্তিকা, চর্ম্ম, স্ফটিকাদি মণি, সূত্র, লৌহ, বল্কল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কৃত্রিম

উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। ২৫১। পরিবর্ত্তিত-মুদ্রিত পেটিকা (মনে কর একটী মুক্তাপূর্ণ পেটিকা আছে, আর একটী কাচপূর্ণ পেটিকা আছে, তন্মধ্যে মুক্তাপূর্ণ পেটিকা দেখাইয়া মূল্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার সময় কৌশলে প্রদত্ত কাচপূর্ণ পেটিকা) কিংবা কৃত্রিম-প্রস্তুত কস্তুরিকাদি-সারভাণ্ড বন্ধক রাখিলে, বা বিক্রয় করিলে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে দণ্ড নির্ণয় জানিবে। ২৫২। যথা,—এক পণের ন্যূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, এক পণ মূল্যে উহা করিলে শত পণ, দুই পণ মূল্যে করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড। ইহার অতিরিক্ত মূল্যে করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। ২৫৩। যে সকল বণিক্-বৃন্দ, রাজ-নিরূপিত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া, কারু এবং শিল্পীদিগের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৪। যে সকল বণিক্, জোট বাঁধিয়া, দেশান্তরাগত পণ্য হীনমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া, তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৫। রাজা বিশেষ পরিদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয় বিক্রয় হইবে, সেই মূল্য হইতে অবশিষ্ট ভাগই লভ্যাংশ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ২৫৬। আর যে বণিক্ ক্রয় করিয়া সদ্যই বিক্রয় করে, সে, স্বদেশজাত পণ্য দ্রব্য হইতে প্রতিশত-পণে পাঁচ পণ লাভ করিবে, আর পরদেশীয় পণ্যে দশপণ গ্রহণ করিবে। ২৫৭। রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। ২৫৮। যে বণিক্, মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে, সে, পরে ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধি সমেত প্রদান করিতে বাধ্য, অর্থাৎ বিক্রয়াদি দ্বারা যাহা লাভ হইবে তৎসমেত কিংবা সুদ সমেত ক্রেতার ইচ্ছানুসারে দিতে হইবে, স্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম; আর দেশান্তর-সমাগত ক্রেতাকে, তদ্দেশে বিক্রয় করিলে যে লাভ হয় তৎ-সমেত দিতে হইবে। ২৫৯। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্য দ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দৈবোপদ্রব কি রাজোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে হানি ক্রেতারই হইবে, কেন না ক্রেতা গ্রহণ করে নাই-বলিয়াই ত হানি হইয়াছে। ২৬০। পক্ষান্তরে ক্রেতা গ্রহণ করিতে চাহিলেও বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য প্রদান না করে, এমত অবস্থায় রাজোপদ্রব বা দৈবোপদ্রবে ঐ দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে হানি বিক্রেতারই জানিবে। ২৬১। অন্যের নিকট বিক্রীত দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে, কিংবা সদোষদ্রব্য নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৬২। ক্রেতা, দ্রব্যক্রয়ের পর তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয়া এবং বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাহার মূল্য অল্প হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয়া ক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন অনুতাপ করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত-বিক্রীত-দ্রব্য-মূল্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ দণ্ড হইবে। ২৬৩।

ইতি বিক্রীয়াসংপ্রদান প্রকরণ।

যে সকল বণিক্ মিলিত হইয়া, লাভের জন্য ব্যবসায় করে (অর্থাৎ কোম্পানি) তাহাদিগের, যে যেমন অংশ প্রদান করিয়াছে, তদনুসারে কিংবা পরস্পরের যেরূপ স্বীকার করা থাকিবে, তদনুসারে লাভালাভ জানিবে। ২৬৪। এই কোম্পানির অন্তর্গত যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধকার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, সাধারণের অনুমতি বিনা কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে অথবা যে, নিজের অসাবধানতায় ক্ষতি করে, সে, ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে, আর যে, বিপৎকালে পরি-

প্রাণ করে, সে, সাধাবণ লভ্যাংশের দশভাগেব একভাগ অধিক লাভ পাইবে। ২৬৫। বাজা, মুল্য নির্দ্ধাবণ কবিবা দেন বলিয়া পণ্যদ্রব্যের লভ্যাংশ * হইতে বিংশতি ভাগেব একভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। বাজা, যাহা বিক্রয় কবিতে নিষেধ কবিয়াছেন এইরূপ দ্রব্য এবং রাজোচিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রীত হইতে আসিলে, বাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। ২৬৬। যে বণিক্ শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে, যে, শুল্ক-গ্রহণ-স্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হয় এবং যে, বিবাদি-দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে; তাহাদিগেব পণ্যদ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড হইবে।২৬৭। নৌশুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি, স্থলজশুল্ক গ্রহণ করিলে, দশপণ দণ্ড। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পবিত্যাগ কবিয়া অপব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে † তাহারও, এই দণ্ড। ২৬৮। সম্ভূয়-বণিকেব (অর্থাৎ কোম্পানিব) অন্তর্গত কোন ব্যক্তি দেশান্তরে দেহত্যাগ কবিলে, সেই সমবেত বাণিজ্যে, তাহাব যে ধন থাকিবে, তাহা, তৎপুত্রাদি, মাতুলাদি বন্ধু, জ্ঞাতি, প্রত্যাগত অপব বণিকগণ, (অর্থাৎ কোম্পানিব অন্যান্য অংশীদারগণ) অথবা রাজা গ্রহণ করিবেন ** । ২৬৯। ইহাব মধ্যে যে বঞ্চক হইবে, তাহাকে লাভ-রহিত করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। এই কোম্পানির মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি, স্বয়ং ভাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ আয় ব্যয়পবিদর্শন কবিতে অশক্ত হইবে, সে অপবেব দ্বাবা উহা কবাইবে, কোম্পানিব পক্ষে যে নিয়ম, ঋত্বিক্, কর্ষক এবং শিল্পকর্ম্মোপজীবীদিগেরও তদ্দ্বাবাই নিয়ম কীর্ত্তন কবা হইল। ২৭০।

ইতি সম্ভূয়সমুত্থান প্রকরণ।

রাজপুরুষগণ, কোন এক স্থানে চৌর্য্য হইলে, যাহাব নিকট অপহৃত বস্তু পাওয়া যাইবে, যাহাব বিশেষ কোন চৌর্য্যচিহ্ন থাকিবে, পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, অথবা যাহার অবস্থিতি, সাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে চোব বলিয়া ধবিতে পারিবে। ২৭১। সন্দেহ হইলে এতদ্ভিন্ন আবও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারে; যথা,—যাহারা জাতি, নাম, বংশাদির অপলাপ করে, যাহারা দ্যূত, বারাঙ্গনা মদ্য পানাদি ব্যসনে অত্যাসক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা কবিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক হয় বা স্বর পরিবর্ত্ত হয়, যাহারা বিনা কারণে পবধন এবং পব গৃহেব বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচবণ কবে, যাহাদিগেব আয় নাই ব্যয় আছে এবং যাহাবা প্রায়শঃ ভগ্ন ভিন্ন স্ফুটিত দ্রব্য বিক্রয় করে। ২৭২। ২৭৩। চৌর্য্যশঙ্কায় ধৃতব্যক্তি আত্মবিশুদ্ধি-প্রমাণ দিতে না পারিলে, বিচারক, তাহাব নিকট হইতে স্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চৌব দণ্ডে দণ্ডিত কবিবেন। ২৭৪। (চৌব দণ্ড যথা) অপহৃত বস্তু চৌবের নিকট হইতে স্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধদণ্ড করিবেন (দশকুম্ভাধিক ধান্য, শত পলাধিক সুবর্ণাদি হবণেও এই দণ্ড)। আর ব্রাহ্মণ চৌবেব ললাটে চিহ্ন দিয়া বাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড কবিবেন। ২৭৫। গ্রাম মধ্যে, নরহত্যা বা দ্রব্যাপহবণ হইলে, সে দোষ গ্রাম-রক্ষকের, অতএব চৌব ধবিতে না পারিলে, হৃতধন ধনীকে অর্পণ করিয়া সেই দোষ পবিহার কবা কর্ত্তব্য। চৌবের নির্গমন চিহ্ন দেখাইতে না পারিলে, উক্ত নিয়ম জানিবে; বিবীত-স্থলে অপহবণাদি হইলে, সে দোষ বিবীত-পালকেব, পথ বা বিবীত ভিন্ন অপব কোন ক্ষেত্রাদিতে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ রক্ষীদিগের (দোষ পবিহাব পূর্ব্বোক্তরূপে কবিতে হইবে)। ২৭৬। গ্রামসীমান্তভাগে অপহবণাদি হইলে গ্রামবাসিগণকেই চৌব ধরিয়া দিতে হইবে অথবা ধনীকে অপহৃত বস্তু দিতে হইবে।

---

* পণ্যদ্রব্যের মূল্য হইতে বিংশতি ভাগেব একভাগ, ইহা মিতাক্ষবাসম্মত ব্যাখ্যা।

† ক্ষমতা থাকিতে শ্রাদ্ধাদিকালে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ না কবিলে, ইহা মিতাক্ষরা ব্যাখ্যা।

** অধিকাবীক্রম পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জানিবে, অপবাপব অংশীদাবগণেব অধিকার বিধান এবং ব্রাহ্মণাদিব অধিকার নিষেধই এই বচনের উদ্দেশ্য।

নির্গমন পদ চিহ্ন গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই গ্রামপালক প্রভৃতিকেই উহা করিতে হইবে। বহু গ্রামের মধ্যস্থলে এক ক্রোশ মাত্র তফাতে অপহরণাদি হইলে, পঞ্চ গ্রামের লোক, বা দশ গ্রামের লোক, উহার উক্তরূপে প্রতিবিধান করিবে। (কোনরূপে কোন উপায় না হইলে, রাজা নিজ কোশাগার হইতে, ধনীকে অপহৃত ধন দিবেন)। ২৭৭। বন্দিগ্রাহী, অশ্বগজাপহারী এবং বলপূর্ব্বক হত্যাকারী, এই সকল লোককে, শূলে আরোপিত করিবেন। ২৭৮। উৎক্ষেপক (অর্থাৎ ছিঁচকে চোর) গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁইটকাটা) ইহাদিগের যথাক্রমে করচ্ছেদ, এবং অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীচ্ছেদ কর্ত্তব্য। ইহারা দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ করিলে, এক এক হস্ত ও এক এক পাদচ্ছেদন করিবে। ২৭৯। ক্ষুদ্র দ্রব্য (মধ্যম দ্রব্য) এবং মহাদ্রব্য হরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি, জাতি প্রভৃতিও চিন্তা করিয়া দেখিবে। ২৮০। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, চোরকে অথবা হত্যাকারীকে, আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদনাদির জন্য অগ্নি, তৃষ্ণার জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ২৮১। পরগাত্রে শস্ত্রাঘাত করিলে, কিংবা দাসী ও ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপরের গর্ভ পাতিত করিলে, উত্তমসাহস দণ্ড। পুরুষ বা স্ত্রী হত্যা করিলে, হত ও ঘাতকের গুণাদি অনুসারে, উত্তমসাহস ও অধমসাহস দণ্ড হইবে। ২৮২। অতিশয় দোষান্বিতা, স্বগর্ভপাতিনী, পুরুষহন্ত্রী এবং সেতু-ভঙ্গকারিণী স্ত্রীকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া দিয়া জলে নিমজ্জিত করিবে, যদি তৎকালে তাহার গর্ভ না থাকে। ২৮৩। যে, পর-বধার্থ বিষপ্রয়োগ করে, যে, দাহার্থ গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে এবং যে, স্বামী, গুরুজন অথবা নিজ কন্যাপুত্র হত্যা করে, তাহাকে কর্ণ, নাসা, হস্ত ও ওষ্ঠ ছেদনপূর্ব্বক বলীবর্দ্ধ দ্বারা মারিয়া ফেলিবে। ২৮৪। কাহারও গুপ্তহত্যা হইলে, (রাজনিযুক্ত রক্ষিগণ) হতব্যক্তির পুত্র এবং অপরাপর বন্ধুবান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিবে "ইহার সহিত কাহারও কলহ ছিল কি না?" ইহাও বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, "এ ব্যক্তির কোন স্ত্রী ব্যভিচারিণী কি না? * । ২৮৫। (আর জিজ্ঞাসা করিবে) এ ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিল কি না? পরদ্রব্যে অভিলাষী ছিল কি না? কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিল? (যদি স্থানান্তরে গুপ্তহত্যা হইয়া থাকে ত জিজ্ঞাসা করিবে) কাহার সহিত গিয়াছিল? যেস্থানে হত্যা হইবে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোককে তাহাদিগের বিশ্বাসী হইয়া সুশান্ত ভাবে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। ২৮৬। যাহারা পক্ব শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গৃহ, বন, গ্রাম, বিবীত, অথবা খল দগ্ধ করে এবং রাজভার্য্যায় উপগত হয়, তাহাদিগকে বীরণবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া মারিবে। ২৮৭।

ইতি স্তেয়প্রকরণ।

পরস্ত্রীর সহ কেশ গ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া, বা পরস্পরের দেহে অভিনব নখ ক্ষতাদি চিহ্ন দর্শন করিলে অথবা ঐ স্ত্রী ও ঐ পুরুষ উভয়ে যদি নিজ মুখে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। ২৮৮। (সানুরাগ পরস্ত্রীর) নীবি, স্তনাবরণবস্ত্র, জঘন এবং কেশাদি স্পর্শ, নির্জ্জনাদি প্রদেশে এবং নিশীথাদিকালে, পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহিত একাসনোপবেশন, ইত্যাদি লক্ষণে কর্ত্তা-পুরুষকে পরস্ত্রীগমন প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে। ২৮৯। স্ত্রীলোক, যাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পতিপুত্রগণের নিষেধ থাকে, তাহার সহিত নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে শতপণ দণ্ড দিবে, নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড দিবে, উভয়েই নিজ নিজ বন্ধু-

* আর ইহার পত্নীগণকে এবং যে সকল ব্যভিচারিণী নারী আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে,—অনন্তর পর শ্লোকের সহ অন্বয়। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

কর্তৃক নিষিদ্ধ হইষা ঐরূপ কার্য্য কবিলে সংগ্রহণে (পবস্ত্রীগমনে) যে দণ্ড, সেই দণ্ড ভোগ কবিতে হইবে। ১৯০। ৮ পুরুষ সবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে, উত্তমসাহস দণ্ড, হীনবর্ণা স্ত্রীতে হইলে মধ্যম সাহস, উৎকৃষ্ট বর্ণাস্ত্রীতে গমন করিলে বধ দণ্ড, স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে বত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদি কর্ত্তন (হীনবর্ণে বত হইলে বধ) *। ২৯১। বিবাহাভিমুখী-ভূত অলঙ্কৃত কন্যা হবণ কবিলে উত্তম সাহস দণ্ড। সামান্যত কন্যাহবণে প্রথমসাহস দণ্ড। কন্যা সবর্ণা হইলেই ঐরূপ দণ্ড দিবে, উচ্চবর্ণা কন্যা হরণ করিলে বধ-দণ্ড স্মৃত হইয়াছে। ২৯২। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট-বর্ণীয় কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাকে হবণ কবিলে দোষ নাই, সকামা না হইলে প্রথমসাহস দণ্ড দিতে হইবে। অকামা কন্যাকে নখ-ক্ষতাদি দ্বাবা দূষিত কবিলে, করচ্ছেদন দণ্ড হইবে, আব যদি ঐ কন্যা উচ্চজাতীয় হয়, তাহা হইলে বধ দণ্ড হইবে। ২৯৩। কুমারীর অপ্রকাশিত যথার্থ দোষ প্রকাশ করিলে শতপণ দণ্ড দিবে, আব মিথ্যা দোষ বটনা কবিলে দুই শতপণ দণ্ড দিবে। পশুগমন কবিলে শতপণ দণ্ড, হীনাস্ত্রী (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রী) এবং গো-গমন কবিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রীগমনে যেরূপ মধ্যম সাহস দণ্ড উক্ত হইয়াছে, গোগমনেও সেইরূপ) †। ২৯৪। অবরুদ্ধা (অর্থাৎ স্বামীর নিকট হইতে স্থানান্তব গমনেব অনুমতি না পাওয়ায় পুরুষোপভোগবঞ্চিতা) এবং ভুজিষ্যা (অর্থাৎ নিয়মত কোন পুরুষেব পরিগৃহীতা) দাসী ও ভুজিষ্যা স্বৈবিণী প্রভৃতি নাবী সাধাবণী বলিয়া গম্য হইলেও, তাহাতে গমন কবিলে, সেই পুরুষেব পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে। ২৯৫। অভুজিষ্যা এবং অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে, দশপণ দণ্ড হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে, ইহাদিগেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু লোকে গমন কবিলে, প্রত্যেকের চতুর্বিংশতি পণ করিয়া দণ্ড হইবে। ২৯৬। বেশ্যা, শুল্ক-গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিলে, শুল্ক দাতা পুরুষকে গৃহীতশুল্কেব দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ কবিবে, আব শুল্ক গ্রহণ না কবিয়া বাচিক অঙ্গীকার কবিলে শুল্কসম অর্থ প্রদান কবিতে হইবে। পুরুষকেও, এইরূপ দণ্ড ভোগ কবিতে হইবে (অর্থাৎ পুরুষ শুল্ক প্রদান কবিয়া সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিলে, সে শুল্ক আব ফিবিয়া পাইবে না) । ২৯৭। নিজ পত্নীব যোনী-ভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মুখাদিতে গমন কবিলে, পুরুষেব অভিমুখে প্রস্রাবত্যাগ কবিলে, অথবা প্রব্রজিতাব প্রতি উপগত হইলে, চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড। ২৯৮। চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমন করিলে, তাহাকে (সহস্র পণ দণ্ড ও) ভগাকাব চিহ্নে অঙ্কিত কবিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত কবিবে। শূদ্র, চাণ্ডালাদি অন্ত্যাগমনে তজ্জাতি প্রাপ্ত হয়, আব চাণ্ডালাদি নিকৃষ্টজাতিব, শ্রেষ্ঠজাতীয় স্ত্রীগমন কবিলে, তাহার বধ দণ্ড হইবে। ২৯৯।

ইতি স্ত্রীসংগ্রহ প্রকবণ।

যে, বাজশাসন ন্যূনাধিক কবিয়া লিখে এবং যে, পবদাব-গামী, অথবা চোরকে গ্রহণ কবিয়া মোচন কবে, ইহাদিগেব উত্তমসাহস দণ্ড। ৩০০। যে, ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি ব্যপদেশে, তাঁহাব অজ্ঞাতে মূত্র, পুরীষাদি অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন কবায়, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ কবিলে মধ্যমসাহস, বৈশ্যকে উহা কবিলে প্রথমসাহস এবং শূদ্রকে ঐরূপ কবিলে তাহার অর্দ্ধ ভাগ দণ্ড হইবে। ৩০১। যে স্বুবর্ণকারাদি, ভাল স্বর্ণ বলিয়া কৃত্রিম স্বর্ণ বিক্রয়াদি করে এবং যে, কুক্কুরাদি-সম্বদ্ধ কুৎসিত

---

* হীনবর্ণ পুরুষে বত হইলে, কর্ণাদিচ্ছেদন, এবং অপর স্থলে দণ্ড কল্পনীয়, ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

† মিতাক্ষরাকার বলেন, হীনা শব্দের অর্থ অন্ত্যাবসায়ী হইলে, তাহা সর্ব্ববাদ সিদ্ধ নহে। সামান্য পশুগমন জাতিভ্রংশকব পাপেব মধ্যে গণিত হইলেও উপপাতকের মধ্যে অগণিত গো-গমন, পবদারগমনের ন্যায উপপাতকেব মধ্যেই গণ্য। গো গমন দণ্ডে এবং হীনবর্ণীয় স্ত্রীগমন দণ্ডে উপমান উপমেয় ভাব প্রদর্শনেব ইহাই উদ্দেশ্য।

মাংস বিক্রয় করে, (রাজা) তাহাদিগের অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। এবং উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন।৩০২। যথাযথ চালক এবং উৎক্ষেপক, "সরিয়া যাও" সরিয়া যাও" এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিবার পর তাহার চালিত-বৃষ-গজাদি-চতুষ্পদ-কৃত কিংবা উৎক্ষিপ্ত কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বাণ, প্রস্তরখণ্ড, আন্দোলিত বাহু বা যুগবাহী অশ্বকৃত নরহত্যাদি অপরাধ, উক্ত মনুষ্যের হইবে না।৩০৩। যে যানবাহী বলীবর্দ্দের নাসা-রজ্জু ছিন্ন হইয়াছে তদ্দ্বারা, যাহার অক্ষযুগাদি ভগ্ন হইয়াছে, সেই যান দ্বারা, অথবা ভূম্যাদি দোষে প্রতিকূলগত যানদ্বারা প্রাণিহিংসা হইলে স্বামী দোষী হইবে না।৩০৪। স্বামী, সমর্থ হইয়াও যদি অনুপযুক্ত চালক-পরিচালিত গজবৃষাদির উপদ্রব হইতে মুক্ত না করে, তাহা হইলে (অনুপযুক্ত-চালক-নিয়োজনাপরাধে) প্রথমসাহস-দণ্ডভাগী হইবে, আর রক্ষার্থ আহূত হইয়াও রক্ষা না করিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।৩০৫। নিজ কুলকলঙ্কভয়ে পরদারগামীকে চৌর বলিয়া ধরাইয়া দিলে, পঞ্চশতপণ দণ্ড। আর পরদারগামীর নিকট উৎকোচরূপে ধন গ্রহণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, গৃহীত ধনের আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।৩০৬। যে, বারম্বার রাজার অনিষ্ট বিষয় বর্ণনা করে, যে, রাজনিন্দক এবং যে, রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা শত্রু-নিকটে ব্যক্ত করে, তাহাদিগকে জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া নির্ব্বাসিত করিবে।৩০৭। যে, মৃত-শরীর-সংবদ্ধ বস্ত্র বিক্রয় করে, যে গুরুকে তাড়না করে এবং যে, রাজার যান বা আসনে আরোহণ করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড।৩০৮। যে, কাহারও দুই চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছে, যে, রাজার দ্বিষ্ট বিষয় আদেশ করে এবং যে প্রকৃত শূদ্র হইয়াও ভোজনাদির জন্য যজ্ঞোপবীতাদি ব্রাহ্মণ চিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহাদিগের অষ্টশত পণ দণ্ড হইবে।৩০৯। রাজা, কুদৃষ্ট ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া সেই বিবাদে পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সভ্যগণ ও জেতা, ইহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন।৩১০। যে ন্যায্য বিচারে পরাজিত হইয়াও ঔদ্ধত্যাদিক্রমে পরাজিত হই নাই বিবেচনা করিয়া, পুনর্ব্বিচারার্থ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে ধর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন।৩১১। রাজা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় ক্রমে যে, অর্থ দণ্ডগ্রহণ করেন, তাহা ত্রিংশৎগুণ করিয়া "বরুণায় ইদং" এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক নিবেদনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে (আর অন্যায় পূর্ব্বক যাহার নিকট দণ্ডরূপে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিবেন)।৩১২।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহারাধ্যায়ে
দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে; তদুদ্দেশে উদকাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে না। (ইচ্ছা করিলে, নাম করণের পর অগ্নি সংস্কার এবং উদকদানও করিতে পারে।) ইহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক হইলে, জ্ঞাতিগণ শ্মশান পর্য্যন্ত সেই শবের অনুগমন করিবেন, যমসূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে (জাতাগ্নি অভাবে) লৌকিকাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবেন। যদি উপনীত ও আহিতাগ্নি হয়, তবে গৃহ্যোক্ত আহিতাগ্নি-দাহন-প্রকরণ-মতে, আর আহিতাগ্নি না হইলে, লৌকিকাগ্নিদ্বারা সম্পত্তি অনুসারে (মৃতকে বহুমূল্য বা অল্প মূল্য বস্ত্রাদি শোভিত করিয়া চন্দনাদি কাষ্ঠ বা সাধারণ কাষ্ঠদ্বারা) দাহ করিবে।১।২। জ্ঞাতিগণ, সপ্তম বা দশমদিনের মধ্যে, (অযুগ্মদিনে) দক্ষিণাস্য হইয়া 'অপনঃ শোশুচদঘ" এই মন্ত্র দ্বারা মৃতব্যক্তিকে জলদানার্থ জলসমীপে গমন করিবে।৩। মৃত মাতামহ এবং আচার্য্যকেও এইরূপ জলদান করিবে (না করিলে পাপ হইবে)

ইচ্ছা কবিলে, সখা, বিবাহিতা বন্ধ্যা ভগিনী প্রভৃতি, ভাগিনেয়, শ্বশুব এবং ঋত্বিক্ উদ্দেশে জলদান কবিতে পারিবে। ৪। উক্ত উদকদান, বাক্য সংযম করিয়া প্রেতেব নাম গোত্র উচ্চাবণপূর্ব্বক কবিতে হইবে। ব্রহ্মচাবী, সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এবং পতিত ক্লীবাদি ব্যক্তি জলদানে অনধিকাবী। ৫। পাবণ্ডী, অনাশ্রিত (অর্থাৎ যে, অধিকাব সত্ত্বেও কোন আশ্রম অবলম্বন না কবে), স্বর্ণাদি উত্তম দ্রব্য চৌর, পতিঘাতিনী কুলটা, ভ্রূণঘাতিনী সুবাপায়িনী এবং আত্মঘাতিনী প্রভৃতিব মৃত্যুতে অশৌচ হইবে না এবং ইহাদিগেব জলদানাদি পাবলৌকিক কার্য্য কবিবে না *। ৬। উদকদানান্তে স্নানোত্তীর্ণ সেই সকল বন্ধুমণ্ডলী, কোমল-তৃণময় ভূভাগে উপবেশন করিলে, বৃদ্ধগণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত দ্বাবা তাহাদিগেব শোকাপনয়ন কবিবেন। ৭। যে ব্যক্তি, প্রাণিগণেব—কদলীস্তম্ভসদৃশ নিঃসাব জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর অস্তিতাব উপব স্থিবতা বুদ্ধি করে, সে অতিশয় মূঢ়। ৮। পূর্ব্বজন্ম পবিগৃহীত শবীব সাহায্যে উপার্জ্জিত কর্ম্মফলে—ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহ, আবার যদি পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়, যদি মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকায় নিপতিত হয়, যদি গণ্ডূষজল সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়, যদি ক্ষীণ দীপালোক চন্দ্রালোকে মিশে, যদি ক্ষুদ্র-তালবৃন্ত-বায়ু মলয়ানিলেব সহিত সঙ্গত হয়, যদি ঘটাদিব অভ্যন্তবস্থ ক্ষুদ্র আকাশ অনন্ত বিস্তৃতিময় মহাকাশে বিলীন হয়, তাহাতে আবাব শোক কি? । ৯। যখন, একসময়ে এই অচলা বসুমতীকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, উত্তুঙ্গতবঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ জলরাশিকেও কালসাগবে নিমগ্ন হইতে হইবে, অজব অমর দেবগণও কালেব হস্ত হইতে পবিত্রাণ পাইবেন না! তখন কোন্ ছাব পার্থিব প্রাণীবৃন্দ! ইহাবা কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পাবে। ১০। বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণ বোদন সময়ে যে কফ ও নয়ন জল বিসর্জ্জন করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেতকে তাহা ভোজন কবিতে হয়, অতএব এই ভয়েও বোদন কবা উচিত নহে, কেবল তাহাব যাহাতে সদ্গতি হয়, নিজশক্তি অনুসারে এইরূপ পাবলৌকিক কার্য্য কবাই কর্ত্তব্য। ১১। ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ কবিয়া, কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহাভিমুখে গমন করিবে, অনন্তর গৃহদ্বাবে উপস্থিত হইয়া সংযত চিত্তে নিম্বপত্র দংশন করিবে, অনন্তব আচমনান্তে অগ্নি, দূর্ব্বাঙ্কুব, বৃষভ, জল, গোময় এবং গৌব সর্ষপ স্পর্শ করিয়া প্রস্তরখণ্ডে পদন্যাসপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গৃহ প্রবেশ কবিবে। ১২। ১৩। জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে প্রেতস্পর্শ কবিলে, তাহাবও গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য কবিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি ইচ্ছা কবিলে, স্নান ও প্রাণায়াম কবিতে হইবে। ১৪। (ব্রহ্মচারীব পক্ষে মৃত-অপবের সৎকাব কবা নিষিদ্ধ বটে) কিন্তু আচার্য্য, মাতা, পিতা এবং উপাধ্যাযেব সৎকাব কবিলেও ব্রহ্মচারীব ব্রহ্মচর্য্য চ্যুতি হইবে না, তবে যাহাদিগের অশৌচ তাহাদিগেব অন্ন ভোজন কবিবেন না এবং তাহাদিগেব সহবাস কবিবেন না। ১৫। (সপিণ্ডদিগেব কর্ত্তব্য নির্দ্ধাবণ হইতেছে) সপিণ্ডগণ, তিন দিন যাবৎ ক্রীত অথবা অযাচিতলব্ধ অন্ন ভোজন কবিবে এবং পৃথক্ পৃথক্ শয়ন কবিবে, পিণ্ড পিতৃযজ্ঞেব রীত্যনুসাবে (অর্থাৎ বিক্রতোত্তবীয়াদি হইয়া) আকাশে (অর্থাৎ ত্রিপদিকাব উপবে) মৃণ্ময় পাত্রে একদিন নীবক্ষীব প্রদান করিবে, (পবে প্রথমাদি দিনে, অস্থি সঞ্চয় কবিবে) "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম কবিবে" ইত্যাদি বেদের আদেশ, আছে বলিয়া বৈতান কার্য্য (অর্থাৎ ত্রেতাগ্নিসাধ্য অগ্নিহোত্রাদি) এবং উপাসন কার্য্য (অর্থাৎ গৃহাগ্নিতে সায়ংপ্রাতঃকালে আহুতি দান) অশৌচকালেও কবিতে পারিবে। ১৬। ১৭।

---

* লিঙ্গ, অবিবক্ষিত; সুতরাং সুরাপায়ী ও আত্মঘাতী পুরুষ এবং স্বর্ণাদি অপহর্ত্রী প্রভৃতি স্ত্রীর মৃত্যুতেও অশৌচ হইবে না ও তাহাদিগকে জলদান কবিবে না।

সপি জ্ঞাতির মৃত্যু ও জন্মে (ব্রাহ্মণের) দশরাত্র অশৌচ, আর সপ্তমের পর দশম পুরুষের অন্তর্গত জ্ঞাতির জন্ম মৃত্যুতে, ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা মন্বাদি ঋষিগণ ইচ্ছা করেন। যেমন পুত্রজন্মে কেবলমাত্র মাতার স্থায়ী অঙ্গাস্পৃশ্যতা হয়, সেইরূপ দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যুতে কেবলমাত্র পিতা মাতারই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হইবে। ১৮। পুত্রজন্মে মাতা পিতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয় বটে কিন্তু (পিতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অশৌচ অস্থায়ী, স্নানাপনেয় মাত্র) শোণিতদর্শন হেতু মাতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব-অশৌচই বিংশতি দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী, পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হ'ন বলিয়া পুত্রের জন্মদিন, দানাদি পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। ১৯। জনন মরণাশৌচ-মধ্যে (সজাতীয়) অশৌচান্তর হইলে, পূর্ব্বা-শৌচাবশিষ্ট দিন দ্বারা শুদ্ধি হইবে (ইহা স্থূল ব্যবস্থা) গর্ভস্রাবে মাসতুল্য অহোরাত্র (অর্থাৎ যৎ সংখ্যক মাসে গর্ভস্রাব হইবে, তৎসমসংখ্যক অহোরাত্র) অশৌচকাল, তদন্তে শুদ্ধি ॥২০॥ যাহারা—অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণ (এবং অন্ত্যজ) কর্ত্তৃক বিনাশিত ও যাহারা আত্মঘাতী তাহাদিগের মরণে সদ্যঃশৌচ। প্রবাসী জ্ঞাতি অশৌচ শুনিলে, প্রকৃত পক্ষে অশৌচ কালের যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয় দিন তাহার অশৌচ থাকিবে, তদন্তে শুদ্ধি; অশৌচকাল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবার পর শুনিলে স্নান ও উদকদানে শুদ্ধি হইবে* ॥২১॥ ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন, শূদ্রের একমাস এবং পাকযজ্ঞ-দ্বিজ-শুশ্রূষাদিকর্ম্মে নিরত শূদ্রের মাসার্দ্ধ ।২২। দন্তোদ্গমনকালের পূর্ব্বে মরিলে, তৎসপিণ্ড দিগের সদ্যঃশৌচ, তদূত্তর, চূড়াকালের পূর্ব্বে মরিলে. তৎসপিণ্ডদিগের এক অহো-রাত্রমাত্র অশৌচ স্মৃত হইয়াছে, তদূত্তর উপ-নয়ন কালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ, অনন্তর দশরাত্র অশৌচ ॥ ২৩ ॥ অপ্রদত্তা সপিণ্ড কন্যা (কন্যাসপিণ্ডতা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত) অগ্নি সংস্কৃত অজাত-দন্ত সপিণ্ড বালক, উপাধ্যায়, শিষ্য বেদাঙ্গশিক্ষক, মাতুল এবং একশাখাধ্যায়ীর মৃত্যু হইলে এক অহোরাত্র অশৌচ। ২৪। ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জন্ম মরণে—পিতার, অন্যা-সক্ত ভার্য্যা মরণে—পতির, এক অহোরাত্র অশৌচ, স্বদেশাধিপতির মৃত্যুতে এক দিন অথবা একরাত্রি অশৌচ। ২৫। ব্রাহ্মণ, শূদ্র শবের অনুগমন করিবে না, বিপ্রশবের অনুগ-মনও নিষিদ্ধ, তবে যদি স্নেহাদিপ্রযুক্ত কখন বিপ্র শবের অনুগমন করে, ত জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ এবং ঘৃত ভোজন করিয়া শুচি হইবে। ২৬। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ, প্রতিবন্ধক নহে, যাহারা বিদ্যুৎপাতে বিনষ্ট হয়,. তাহাদিগের যাহারা গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থ বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের এবং যাহারা সম্মুখযুদ্ধে বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের মরণজনিত অশৌচ হইবে না। এবং, রাজা অনন্যসাধ্য মন্ত্রণা বা অভিচারাদি কার্য্যের জন্য মন্ত্রী পুরোহিতাদির মধ্যে) যাহার অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করিবেন, তাহারও অশৌচ হইবে না। ২৭। সমাপ্তবরণ ঋত্বিক্ ও দীক্ষিত যজমানের যজ্ঞীয় কার্য্যে সদ্যঃশৌচ, অন্নস-ত্রীর অন্নসত্রে ও আরব্ধ চান্দ্রায়নাদি ব্রতের তত্তৎকার্য্যে, সদ্যঃশৌচ। নৈষ্ঠিক উপকুর্ব্বা-ণক ব্রহ্মচারী, নিত্যদাতা অপ্রতিগ্রাহী বৈখা-নস, এবং যতি ইহাদিগের সর্ব্বত্র সদ্যঃশৌচ । ২৮। পূর্ব্ব সংকল্পিত দ্রব্য দানে, জাতাভ্যু দয়িক বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে সংকল্পিত বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি যজ্ঞে, যুদ্ধ বা দেশবিপ্লব উপস্থিত হইলে তাৎকালিক শান্তি হোমাদিতে এবং অতি কষ্ট জনক বিপৎকালে, তৎসূচিত জন্মান্তরীণ দুরদৃষ্ট শান্তিকামনায় দানাদি কার্য্যে সদ্যঃ শৌচ বিহিত হইয়াছে। ২৯। রজস্বলা-স্পৃষ্ট এবং কুক্কুরাদি-অপবিত্র-স্পৃষ্ট ব স্নান করিবে, অকৃত স্নান ঐ ব্যক্তি যাহাদি-গকে স্পর্শ করিবে, তাহারা আচমন করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ এবং একবার

* অশৌচ প্রকরণ সংক্ষেপে বলা যায় না। বচনা-ন্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া মীমাংসা করিতে হয়। এ সকল বচনও মীমাংসনীয়।

মানসগায়ত্রী জপ করিবে। ৩০। দশাহাদি কাল, অগ্নি, অবভৃথ স্নানাদি কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মন, অধ্যাত্মজ্ঞান, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, জল, অনুতাপ এবং উপবাস,এই সমস্ত শৌচের প্রতি কারণ। ৩১। দান—অকার্য্যকারীকে, স্রোতঃ—নদীকে, মৃত্তিকা ও জল—শোধনীয় দ্রব্যকে, প্রব্রজ্যা—দ্বিজগণকে, বেদাভ্যাসাদি তপস্যা—বেদজ্ঞগণকে, শান্তি—বেদার্থবেত্তাকে, জল—শরীরকে, অঘমর্ষণাদি জপ—প্রচ্ছন্নপাপিগণকে, এবং সত্য—মনকে পবিত্র করিয়া থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে।৩২। ৩৩। দেহেন্দ্রিয়াভিমানী আত্মা,তপস্যা এবং "অস্থূলং অনণু" ইত্যাদি উপনিষদ-বাক্য-জনিত জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। বুদ্ধি, প্রমাণ-দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য জনিত ঈশ্বর জ্ঞান, জীবাত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোধক, ইহা বিজ্ঞাত হইয়াছে। ৩৪।

ইতি অশৌচপ্রকরণ।

ব্রাহ্মণ, আপৎকালে (অর্থাৎ নিজবৃত্তি অবলম্বনে পরিবার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলে), ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, অথবা (তাহাতেও জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে) বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিবে। (এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট জাতিই নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারায় জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে স্বাপকৃষ্ট জাতির জীবিকা আশ্রয় করিবে) ক্রমে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা আত্মশোধনপূর্ব্বক বিশুদ্ধপথে বিচরণ করিবে। ৩৫। কদলী প্রভৃতি ফল, মণিমাণিক্য, ক্ষৌমাদিবস্ত্র, সোমলতা, মনুষ্য, অপূপ, বীরুধ, তিল, ওদনাদিভোজ্য, গুড়াদিরস, যবক্ষারাদিক্ষার, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল খড়্গাদি অস্ত্র, মদ্য, মোম, দ্রাক্ষা, মধু, লাক্ষা, কুশ, মৃত্তিকা, চর্ম্ম, পুষ্প, কম্বলবিশেষ, কেশ, তক্র, ভূমি, কৌশেয়বস্ত্র, নীলী, লবণ, মাংস, অশ্বাদিএকশফ, সীস, (লৌহ), শাক, আর্দ্র ওষধি, পিন্যাক, আরণ্য পশু ও চন্দনাদিগন্ধ—ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, এই সকল বস্তু বিক্রয় করিবে না। তবে ধর্ম্ম সাধনোদ্দেশে, ধান্য গ্রহণ করিয়া তৎপরিমিত তিল বিনিময় করিতে পারিবে। ৩৬—৩৯। লাক্ষা, লবণ ও মাংস বিক্রয় করিলে পতিত হইবে, দধি, দুগ্ধ এবং মদ্য বিক্রয় করিলে, শূদ্রতুল্য হইবে। ৪০। ব্রাহ্মণ, ঐরূপ বিপন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, যাবতার নিকট প্রতিগ্রহ বা যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও পাপ ভাগী হইবে না। কেন না ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও সূর্য্যের তুল্য। ৪১। (বক্ষ্যমাণ বৃত্তি সকলের মধ্যে যেটি যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, আপৎকালে সে, তাহাও অবলম্বন করিবে) কৃষি, শিল্প, প্রেষ্যতা বিদ্যা (অর্থাৎ বেতনগ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনাদি) কুসীদ, শকট (অর্থাৎ ভাড়া লইয়া শকট দ্বারা ধান্যবহন) গিরি (অর্থাৎ পার্ব্বতীয় তৃণ কাষ্ঠাদি দ্রব্য ব্যবহার) সেবা, জলপ্রায় দেশ (অর্থাৎ তদ্দেশজাত দ্রব্য ব্যবহার) রাজাকে আশ্রয় করা এবং ভিক্ষা, আপৎকালের জীবনোপায়।৪২। (কোনরূপ জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় না হইলে) তিন দিন উপবাসী থাকিয়া অব্রাহ্মণের (অর্থাৎ শূদ্রের তদভাবে বৈশ্যের তদভাবে নিকৃষ্ট কর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের) (এক দিনোপযোগী) ধান্য অপহরণ করিবে। যদি অপহরণান্তে অভিযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় ত ধর্ম্মতঃ সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে। ৪৩। অনন্তর, রাজা সেই অপহর্ত্তার আচার, কুলশীল, শাস্ত্র শ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তপোনিষ্ঠা এবং পোষ্যবর্গ ইত্যাদি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবেন * । ৪৪।

ইতি আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ।

পুত্রের প্রতি পত্নীর ভরণ পোষণের ভারার্পণ করিয়া অথবা (পতিশুশ্রূষার্থ বনগমনে পত্নীর বিশেষ আগ্রহ থাকিলে) তাহার সহিত মিলিত হইয়া,বানপ্রস্থ,স্থিরব্রহ্মচর্য্য অব-

* ইহার সহিত গত শ্লোকের সম্বন্ধ না রাখিয়া "রাজা যে ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহার" এই রীতি অনুসারে অর্থ করিলে মিতাক্ষরাসম্মত হইবে।

লম্বনপূর্ব্বক ত্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সমভিব্যাহারে বনগমন করিবেন। ৪৫। অকৃষ্ট-ক্ষেত্র-সম্ভূত শস্য (অর্থাৎ নীবার-শ্যামাকাদি) দ্বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন (অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম) করিবে, তদ্দ্বারাই ভিক্ষা দিবে। পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথি, ভূতগণ, ভৃত্যবর্গ ও আশ্রমাগত অভ্যাগতগণকে তদ্দ্বারা তৃপ্ত করিবেন; নখলোম-জটাশ্মশ্রুধারী এবং আত্মোপাসনা-নিরত হইবেন।৪৬। ভোজন যজনাদি কার্য্যের জন্য এক দিন এক মাস, ষণ্মাস অথবা এক বৎসরের ব্যয়োপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিবেন, ইহা হইতে অধিক অর্থ সঞ্চিত, আশ্বিন মাসে তৎ-সমস্ত দান করিয়া ফেলিবেন। ৪৭। দর্প-শূন্য, ত্রিকালস্নায়ী, প্রতিগ্রহ-যাজনাদি-বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমূলাদি-ভিক্ষা-দান-শীল এবং অনুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। ৪৮। দন্তোলূখলিক (অর্থাৎ যে, ধান্যকে দন্ত দ্বারা তুষ শূন্য করে), কালপক্বাশী (অর্থাৎ যে, যথাকালে পক্ব ফলাদি দংশন করিয়া ভোজন করে) (অগ্নি-পক্বাশী), অথবা অশ্মকুট্টক (অর্থাৎ যে প্রস্তরদ্বারা ধান্য কুট্টিত করিয়া লয়) হইবে এবং শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম ও ভোজন-ভক্ষণাদি কার্য্য, ফল স্নেহ দ্বারাই নির্ব্বাহ করিবে (ঘৃতাদি ব্যবহার করিবে না)। ৪৯। অনবরত চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা সময়াতিপাত করিবে, অথবা প্রাজাপত্য আচরণেই জীবন কাটাইতে থাকিবে। এক পক্ষ অন্তর বা এক-মাস অন্তর ভোজন করিবে। অথবা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে আহার করিবে। ৫০। রাত্রিকালে পবিত্র-ভাবে অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করিবেন, পর্য্যটন অবস্থিতি উপবেশনাদি ব্যাপার অথবা যোগাভ্যাসে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিবেন। ৫১। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে বর্ষ-ধারাসিক্ত স্থণ্ডিলে শয়ন করিয়া, হেমন্ত কালে দিনযামিনী আর্দ্র বসন পরিধান করিয়া, অথবা আপনার শক্তি অনুসারে তপস্যা করিবেন। ৫২। যে, কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার উপরেও ক্রোধ করিবেন না এবং যে, চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে, তাহার প্রতিও সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন। ৫৩। অথবা অগ্নি পরিচরণে অক্ষম ব্যক্তি অগ্নি, আপনাতে অন্তর্হিত করিয়া বৃক্ষতলবাসী (অর্থাৎ কুটীর শূন্য) হইবে এবং স্বল্প ফলমূল আহার করিবে, অভাবে যদ্দ্বারা কেবল মাত্র প্রাণ ধারণ হইতে পারে, রস সঞ্চয়াদি হয় না, অন্যান্য কুটীরবাসী বানপ্রস্থদিগের গৃহে তাবন্মাত্র ভিক্ষা করিবে। ৫৪। তদসম্ভবে, গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আট গ্রাস মাত্র ভোজন করিবে, অনুপশমনীয় রোগাদি উৎপন্ন হইলে বায়ুভোজী হইয়া শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে ঈশানকোণাভিমুখে গমন করিবে। ৫৫।

ইতি বানপ্রস্থপ্রকরণ।

সর্ব্ববেদ-দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে সেই সকল বৈতান ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে অথবা (বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) গৃহস্থাশ্রম হইতেই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও সূক্তজপ করিয়াছে, যে পুত্রবান্, যে অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতিকে যথাশক্তি অন্ন দান করিয়াছে, যে আহিতাগ্নি এবং যে যথাশক্তি নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশাধিকার আছে, অন্যথা ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। ৫৬।৫৭। ইষ্টানিষ্টকর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই ঔদাসীন্য করিবে। শান্তিগুণাবলম্বী হইবে। তিন গাছ দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে। একাকী থাকিবে। অভিমান মূলক শ্রৌত-স্মার্ত্ত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিবে এবং কেবল মাত্র ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে। ৫৮। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া বাক্য নেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুকান্তর-বর্জ্জিত-গ্রামে কেবল প্রাণ ধারণার্থ অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভাগে, ভিক্ষাচরণ করিবে। ৫৯। মৃণ্ময়, বেণুময়,

দারুময় এবং অলাবুময় পাত্র, যতিদিগের ব্যবহার্য্য। গোলাঙ্গুল-কেশ এবং জল, এই সকল পাত্রকে শুদ্ধ করে। ৬০। ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবে। অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভীতি উৎপন্ন হয়, সেই সকল ব্যবহার করিবে না। চতুর্থাশ্রমী দ্বিজ, এইরূপে ক্রমে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ৬১। ভিক্ষু, বিষয়-কামনাদিজনিত-দোষ-কলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবে। কেননা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যান-ধারণাদি কর্ম্মে বিলক্ষণ সামর্থ্য লাভের কারণ। ৬২। বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্মমৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি জনিত-নরক-গমনাদিগতি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অন্ধত্ব পঙ্গুত্বাদিজনিত রূপ বিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া (যাহাতে আর সংসারে না আসিতে হয় এই জন্য) নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে শরীরাদি ব্যতীত সূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। ৬৩।৬৪। কোন একটা আশ্রমাবলম্বন, ধর্ম্মের প্রতিকারণ নহে, কেননা আশ্রমাবলম্বন ত করিলেই হইল, অতএব অপকার (অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনকার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি সে ব্যবহার) না করা সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শৌচ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্প, শূন্যতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ এ সকল ব্যতীত কেবল মাত্র আশ্রমাবলম্বন অর্থাৎ দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। আশ্রমাবলম্বনও করিতে হইবে, এ সকল কার্য্যও করিতে হইবে)। ৬৫। ৬৬। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত হয়, অথচ বস্তুতঃ এক বস্তু হইলেও ইহা লৌহপিণ্ড এবং এই সকল স্ফুলিঙ্গ, এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়। সেইরূপ পরমাত্মার নিকট হইতে এই সকল জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে (অথচ ফলতঃ এক বস্তু হইলেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার হইতেছে)। ৬৭। তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাই পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম্ম—স্বয়ং (অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূর্ব্বক), কিছু কিছু—যদৃচ্ছাক্রমে (যথা পীপিলিকাদি ভোজন) এবং কিছু কিছু—জন্মান্তরীণ অভ্যাস বশতঃ করিয়া থাকেন। (তাহাই ভাবি-জন্মাদির কারণ)। ৬৮। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ (কার্য্য নহে); কেননা তিনি নিত্য, আত্মা জগতের কর্ত্তা; কেননা তিনিই চেতন (অচেতন বস্তু কর্ত্তা হইতে পারে না) আত্মা সর্ব্ব-ব্যাপক, গুণবান্ (অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের নিয়ন্তা) এবং কাহারও অধীন নহেন, তিনি বস্তুতঃ জন্ম-রহিত হইলেও শরীর ধারণ বশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হ'ন। (প্রকৃত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই এক, পরমাত্মার যে সকল অংশ বিশেষ অনাদি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাই জীবাত্মা)। ৬৯। প্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিতে সেই ঈশ্বর বা আত্মা যেরূপ আভাস বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী উত্তরোত্তর এক এক অধিক গুণযুক্ত (যথা আকাশ শব্দ গুণযুক্ত বায়ু শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত ইত্যাদি) এই সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন সেইরূপ তিনি স্বয়ং অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন ॥ ৭০ ॥ সূর্য্য আহুতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি-ওষধিরূপ অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন রসরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত ও বীর্য্য ভাব প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥ ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-সম্ভূত বিশুদ্ধ শুক্র শোণিত অবলম্বন করিয়া, ষষ্ঠ ধাতু রূপী প্রভু চেতন, আকাশাদি পঞ্চ ধাতু বা পঞ্চ ভূতকে শরীরারম্ভে সহকারী করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, প্রাণাদি পঞ্চ শারীর বায়ু, জ্ঞান, আয়ু, সুখ, ধৃতি ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিচালন) দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকার বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই সকল

পদার্থ শরীব গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মাব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলের কার্য্য॥ ৭৩।৭৪॥ গর্ভেব প্রথম মাসে সেই ষষ্ঠ ধাতু, অপব ধাতু সহযোগে তবল ভাবাক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে থাকে, দ্বিতীয় মাসে ঈষৎ কঠিন মাংস পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে তাহাব অপরিস্ফুট অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৭৫॥ আত্মা তৃতীয়মাসে আকাশ হইতে লাঘব, সূক্ষ্ম দর্শিতা ভোগ্য শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি—বায়ু হইতে ত্বক্ ইন্দ্রিয় গমনাদিচেষ্টা ব্যূহন (অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবয়বের নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসাবণ) কাঠিন্য এবং স্পর্শ—তেজ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, পরিপাক শক্তি উষ্ণতা, রূপ এবং লাবণ্য—জল হইতে, রসনেন্দ্রিয়, বস, অঙ্গেব স্নিগ্ধতা, কোমলতা এবং ক্লেদ—পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুতা এবং দৃশ্যমান জড়দেহ—সংগ্রহ করেন। অনন্তর চতুর্থ মাসে স্পন্দন হইয়া থাকে॥ ৭৬—৭৮॥ গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয় গর্ভিণীকে তাহা প্রদান না করিলে, গর্ভ বৈরূপ্য এবং মবণ ইহাব অন্যতব দোষ প্রাপ্ত হইবে। অতএব গর্ভিণী স্ত্রীর প্রিয় আচবণ কবিবে॥ ৭৯॥ চতুর্থ মাসে অবয়ব সকলেব দৃঢতা হয়, পঞ্চম মাসে রক্ত সঞ্চাব হইয়া থাকে। ষষ্ঠ মাসে বল বর্ণ, নখ এবং বোম উৎপন্ন হয়॥ ৮০॥ সপ্তম মাসে ঐ গর্ভ—মন, চৈতন্য, নাড়ী এবং স্নায়ু যুক্ত হয়। অষ্টম মাসে দৃঢ় ত্বক, মাংস ও স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৮১॥ অষ্টম মাসিক গর্ভের ওজ (অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ঈষদুষ্ণ শুদ্ধ এবং পীত বর্ণ পদার্থ বিশেষ) গর্ভধাবিণীব এবং গর্ভেব প্রতি বাবংবাব প্রধাবিত হয়। তজ্জন্য অষ্টমমাসে ভূমিষ্ট বালকেব প্রায়শঃই মৃত্যু হয় (ফলতঃ ওজস্থিতিই জীবনেব প্রতি কাবণ, জনক জননীব দৃঢ়তায় ওজস্থিতি হইয়া থাকে, তাহাব আবম্ভ সময সপ্তম মাস; তজ্জন্য সপ্তমমাসেব পূর্ব্ব জন্মিলে কোন মতেই জীবিত থাকিবে না॥ ৮২॥ (জীব) নবম কিম্বা দশম মাসে, স-জ্বর অবস্থায়, প্রবল প্রসব-বায়ুবেগে ধনুর্ম্মুক্ত বাণেব মত যন্ত্র-ছিদ্র দ্বারা নিষ্কাশিত হয়॥৮৩॥ তাহার শবীব ষড়্-বিধ (অর্থাৎ বস হইতে রক্ত-কব অগ্নি (১) রক্ত হইতে মাংস-কব অগ্নি (২) মাংস হইতে মেদস্কব-অগ্নি (৩) মেদ হইতে অস্থিকর অগ্নি (৪) অস্থি হইতে মজ্জাকব অগ্নি (৫) মজ্জা হইতে শুক্রকব অগ্নি (৬) এই ষড়্-বিধ অগ্নি যুক্ত রক্তাদি ষড়্-বিধ ত্বক, সেই শবীবেব অবলম্বন। আব (তাহাব) করদ্বয় চরণদ্বয় মস্তক এবং গাত্র এই ছয় ও অঙ্গ, ৩৬০ তিন শত ষাট খান অস্থি॥ ৮৪॥ (যথা) দন্ত মূলাস্থি ও দন্তাস্থি সমষ্টিতে এই চতুঃষষ্টি—নখ, বিংশতি—পাণি পাদস্থিত শলাকাকৃতি অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি এই চত্বারিংশ অস্থি খণ্ডেব স্থানচারিটি অর্থাৎ দুইটী পদ এবং দুইটী হস্ত। একএক অঙ্গুলি অস্থি-ত্রয়-ঘটিত এইত্রি বিংশতিঅঙ্গুলিব ষাটখানি পার্ষ্ণিদ্বয়েব দুইখান, দুই দুই চাব গুল্ফে চাবখান, বাহুদ্বয়ে অবস্থি পবিমিত চাবখান, অস্থি জঙ্ঘাদ্বয়েও চাবখান, জানু, কোপল উরু উরু পীঠ, স্কন্ধ অঙ্ক (অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যভাগ) তালু শ্রোণী এবং শ্রোণী-পীঠ এই সকল স্থানে দুইখান দুইখান কবিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গুহ্যস্থানে একখান অস্থি, পৃষ্ঠদেশে পঞ্চচত্বারিংশত খান, গ্রীবাদেশে পঞ্চ দশ খান অস্থি থাকিবে, প্রতি জত্রুতে (বক্ষ এবং স্কন্ধেব সন্ধির নাম জত্রু) এক একখান অস্থি, হনুদেশেও একখান, হনুমূল, ললাট, চক্ষু এবং গণ্ডে (অর্থাৎ কপোল এবং অক্ষেব মধ্য বর্ত্তি স্থানে) দুই দুইখান অস্থি, নাসিকাতে ঘনসংজ্ঞক একখান অস্থি থাকে, পার্শ্বাস্থি স্থালকাস্থি অর্থাৎ (পার্শ্ব পীঠাস্থি) এবং অর্ব্বুদ (অর্থাৎ তদন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি) এইরূপ সমষ্টিতে দ্বি সপ্ততিখান, শঙ্খকে (অর্থাৎ ভ্রূ এবং কর্ণেব মধ্যদেশে) দুইখান অস্থি, কপালাস্থি (অর্থাৎ মাথাব খুলি) চাবখান এবং বক্ষস্থলে সপ্তদশ অস্থি, মনুষ্যেব এই (তিনশ ষাটখান) অস্থি-সঞ্চয় কথিত হইল॥৮৫—৯০॥ গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটি,—বিষয় বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, নাসিকা চক্ষু জিহ্বা ত্বক এবং কর্ণ

এই পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয় গুহ্য উপস্থ-বাক্য এবং পাদদ্বয় এই পাঁচটীকে স্পর্শেন্দ্রিয়, আর মনকে জ্ঞান কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক বলিয়া জানিবে ॥ ৯১।৯২ ॥ নাভি ওজ পায়ু শুক্র শোণিত শঙ্খদ্বয় মস্তক অংস কণ্ঠ এবং হৃদয় এই দশটি প্রাণস্থান। (ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ কথিত হইল) বসা মাংস স্নেহ নাভি ফুস্‌ফুস প্লীহা ক্ষুদ্র-অন্ত্র বৃক্কদ্বয় (অর্থাৎ হৃদয সমীপস্থিত মাংসপিণ্ড দ্বয) মূত্রাশয় বিষ্ঠাশয় আমাশয় হৃৎপিণ্ড স্থূল-অন্ত্র গুহ্য উদর এবং নাভির-অধঃপ্রদেশস্থ গুহ্য-মণ্ডলদ্বয় (এই সকল প্রাণস্থান) ইহা বিস্তারিতরূপে কথিত হইল ॥ ৯৩—৯৫ ॥ চক্ষুর তারাদ্বয়, চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয়, কর্ণশষ্কুলিদ্বয়, কর্ণপালীদ্বয়, কর্ণদ্বয় শঙ্খদ্বয় ভ্রূদ্বয় দন্তবেষ্ট দ্বয, ওষ্ঠাধির, জঘন-কূপকদ্বয় বঙ্ক্ষণ (অর্থাৎ জঘন এবং উরু-দেশের সন্ধিদ্বয়), অন্তদ্বয়, বৃক্কদ্বয়, শ্লেষ্ম সংঘাতজ, স্তনদ্বয়, উপজিহ্বা (অর্থাৎ আলজিব) কটিপ্রোথদ্বয় বাহুদ্বয় জঙ্ঘা ও উরুদেশস্থিত মাংসপিণ্ড, তালু, উদর, মূত্রাশয়, বস্তি, মস্তক, চিবুকদ্বয়, হনুমূল ও কপোলেরসন্ধি দ্বয় এবং শরীর স্থিত নিম্নদেশ—কুৎসিত জড়পিণ্ড দেহস্থিত এই সকল স্থান, চক্ষুতারার দুই দুই শুক্ল পার্শ্ব আর পদ হস্ত হৃদয় চক্ষুদ্বয় কর্ণদ্বয় নাসিকা-ছিদ্রদ্বয় আস্য পায়ু এবং উপস্থ এই নবচ্ছিদ্র—প্রাণের স্থান ইহাও বিস্তারিত-রূপে বলা হইল ॥ ৯৬—৯৯ ॥ এই শরীরে সপ্তশতশিরা নবশত স্নায়ু দুইশত ধমনী এবং পঞ্চশত পেশী আছে ॥ ১০০ ॥ শাখা উপশাখা ভেদে, শিরা ও ধমনী ঊনত্রিংশত লক্ষ নবশত ষট পঞ্চাশৎ সংখ্যক জানিবে ॥ ১০১ ॥ মনু-ষ্যাদিগের শ্মশ্রু ও কেশ তিন লক্ষ মর্ম্মস্থান একশত সপ্ত এবং সন্ধিস্থিত স্থান দুই শত বলিয়া জানিবে ॥ ১০২ ॥ স্বেদক্ষরণ-ছিদ্রের সহিত যাবদীয় রোমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অংশ বায়বীয় পরমাণু দ্বারা বিভক্ত হইয়া চতুঃপঞ্চা-শৎ কোটি, সপ্তষষ্টি লক্ষ, পঞ্চাশৎ সহস্র বলিয়া গণিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে এইরূপ সংখ্যা এবং সংস্থান জানিতে পারিবে সেই শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৩। ১০৪ ॥ নয় অঞ্জলি রস দশ অঞ্জলি জল সপ্তাঞ্জলি বিষ্ঠা এবং অষ্ট অঞ্জলি রক্ত ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥ ছয় অঞ্জলি শ্লেষ্মা পঞ্চ অঞ্জলি পিত্ত চার অঞ্জলি মূত্র তিন অঞ্জলি বসা দুই অঞ্জলি মেদ এক অঞ্জলি মজ্জা, মস্তকে আর অর্দ্ধ অঞ্জলি মজ্জা, শ্লেষ্মার এবং শুক্রেরও সেই পরি মাণ, ইহা সমধাতু পুরুষের পক্ষে উক্ত হইল, বিষম ধাতুর পক্ষে বিশেষ নিয়ম নাই, এই মল-মূত্র-অস্থি-স্নায়ু-ময় দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর যাহাদি-গের এইরূপ জ্ঞান জন্মে সেই প্রকৃত পণ্ডিত ॥ ১০৬।১০৭ ॥ হৃদয় হইতে নির্গত দ্বিসপ্ততি সহস্র হিতাহিত নামক নাড়ী আছে তাহার মধ্যে চন্দ্রসদৃশ মণ্ডল আছে তাহার মধ্যে নিশ্চলদীপবৎ প্রকাশমান আত্মা বিরাজ করি-তেছেন তাঁহাকে এইরূপে জানিতে পারিলে ইহসংসারে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।১০৮।১০৯। যোগ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিকে যাহা আমি আদিত্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি সেই বৃহদারণ্যক অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং মৎকথিত যোগশাস্ত্র জানিতে হইবে ॥ ১১০ ॥ মন (সংকল্প বিকল্পাত্মক) বুদ্ধি (অধ্যবসা-য়াত্মিকা) স্মরণ এবং ইন্দ্রিয় সকলকে, আত্ম ভিন্ন বিষয়ান্তর হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া, যে প্রভু দীপবৎ হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন সেই আত্মার ধ্যান করিতে হইবে ॥ ১১১ ॥ ইহাতে অসমর্থ হইলে সম্পূর্ণরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া যথাবিধি সামগীতি পাঠ করিতে করিতে ক্রমে উহার অভ্যাস জনিত ফলে, পরব্রহ্ম লাভ করিবে ॥ ১১২ ॥ অপরান্তক, উল্লোপ্য মদ্রক, মকরী, ঔবেণব, সরোবিন্দু এবং উত্তর এই সকল গীত ঋগগাথাগীতি পাণিকাগীতি দক্ষ বিহিতাগ্নীতি এবং ব্রহ্মগীতি, এই সমস্ত গীত অধ্যাত্ম ভাবের সহিত মিলিত করিয়া গান করিবে, তাহার অভ্যাসে মোক্ষলাভ হয় ॥ ১১৩। ১১৪ ॥ বীণাবাদন মর্ম্মবেত্তা, দ্বাবিং-শতি শ্রুতি শুদ্ধ সপ্ত বিধ এবং সঙ্কীর্ণ একাদশ বিধ এই অষ্টাদশবিধ জাতি—তদ্বিষয়ে সুদক্ষ ও তালজ্ঞ ব্যক্তি (উহার সহিত পরমাত্মভাব মিশ্রিত থাকিবে ও তালভাঙ্গাদি ভয়ে চিত্তের একাগ্রতা ত থাকিবেই সুতরাং) অনায়াসেই

মুক্তি লাভ করিতে পারে॥ ১১৫॥ গীতজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কোন বিঘ্নবশতঃ যদি এইরূপ চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা ও পরম পদ লাভ করিতে না পারে তথাপি রুদ্রের অনুচর হইয়া রুদ্রের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে॥ ১১৬॥ ফলতঃ আত্মা অনাদি, শরীর ধারণই তাঁহার জন্ম বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়। আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জগৎ হইতে আত্মাধিষ্ঠিত শরীরের উদ্ভব কথিত হইয়াছে। ১১৭। (হে যোগীশ্বর!) সুরাসুর মনুজ পরিবৃত জগন্মণ্ডল, আত্মা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল আত্মাই বা কিরূপে নানাবিধ শরীর গ্রহণ করেন এ বিষয়, আমরা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের নিকট বিস্তারিতরূপে বলুন্ (ইহা শ্রোতৃবর্গের প্রশ্ন) । ১১৮। (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন) দেহাদির প্রতি আত্মাভিমান পরিহার করিলে তদ্ভিন্ন যে সহস্রকর সহস্রচরণ সহস্রনেত্র সূর্য্যসম-তেজস্বী, সহস্রশীর্ষ পুরুষের সাক্ষাৎ করা হয় সেই আত্মাই যজ্ঞ এবং প্রজাপতি স্বরূপ, কেননা তিনি সর্ব্বাত্মক, এই পুরুষ অন্নরূপে যজ্ঞ ভাব প্রাপ্ত হ'ন (যজ্ঞের প্রভাবে বৃষ্ট্যাদির দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হয়) ইহাই সর্ব্বাত্মক হইবার কারণ। ১১৯। ১২০। দেবতাউদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করায় অদৃষ্টরূপ যে উত্তমরস সম্ভূত হয়, তাহা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া, যজমানকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, অনন্তর পবনচালিত হইয়া চন্দ্র অভিমুখে নীত হয়, আবার চন্দ্ররশ্মির সাহায্যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ঋগযজুঃসামময় সূর্য্য রশ্মিতে উপনীত হইয়া থাকে, তৎপরে এই সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল হইতে বৃষ্টিরূপ উত্তম অমৃতরস সৃষ্টি করেন' যাহা হইতে (সাক্ষাৎ বা পরম্পরায়) এই চরাচরাত্মক জগতের উৎপত্তি, (জগতের উৎপত্তির সহিত অন্নও উৎপন্ন হয়,) সেই অন্ন হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পুনর্ব্বার উক্তরূপে অন্ন উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার প্রবাহরূপে, অনাদি অনন্ত সংসারচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ১২১—১২৪। যদিচ আত্মা অনাদি এবং সেই শরীর ব্যাপী পুরুষের উৎপত্তি নাই, তথাপি শরীরের সহিত আত্মার একটি বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে, যাহার প্রভাবে আত্মা শরীরগত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধ, মোহ-ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত কর্ম্মফলে হইয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা নৈমিত্তিক সম্বন্ধ) স্বভাবিক নহে সেই নিমিত্ত দূরিভূত হইলেই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়। ১২৫। আমি তোমাদিগের নিকট, যে সহস্রাত্মা আদিদেবের কথা বলিয়াছি তাঁহার, মুখ বাহু উরু এবং পাদ হইতে যথাক্রমে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।১২৬। তাঁহার পাদ হইতে পৃথিবী, মস্তক হইতে স্বর্গ, নাসিকা হইতে প্রাণাদি বায়ু, কর্ণ হইতে দিঙ্মণ্ডল, স্পর্শ (অর্থাৎ ত্বক্) হইতে বায়ু এবং মুখ হইতে হুতাশন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১২৭। মন হইতে চন্দ্র, বক্ষ হইতে সূর্য্য, জঘন (অর্থাৎ নাভিদেশ) হইতে আকাশ এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। ১২৮। (শ্রোতা মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) হেব্রহ্মন্! যদি এইরূপই হইল তবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন কেন, মোহাদি জনিত কর্ম্ম ফলেই তাদৃশ জন্মের প্রতিকারণ ইহাও বলিতে পারেন না, কেননা তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, মোহাদি অনিষ্ট পদার্থ দ্বারাই বা আক্রান্ত হইবেন কেন? ১২৯। অপিচ, জ্ঞানসাধন মন প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে পূর্ব্বজন্ম সম্ভূত জ্ঞান ইহ জন্মে না থাকে কেন? এবং কেনই বা তিনি সর্ব্বত্রগ হইলেও অপরাপর প্রাণীর সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারেন না। ১৩০। (প্রথম প্রশ্নের উত্তর) এই জীব, ফলতঃ ঈশ্বর হইলেও অবিদ্যাবশে মোহ রোগাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া, মানসিক বাচিক এবং কায়িক কর্ম্ম জনিত দোষে চাণ্ডালাদি অন্ত্যযোনি পক্ষ্যাদি যোনি এবং স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হ'ন আর অন্যান্য শত শত জন্মেও বহুবিধ ভয় পাইয়া থাকেন। ১৩১। গৃহীতদেহ দেহীর সত্ত্ব রজ তম গুণের অল্পাধিক্যে অশুভ বা শুভ যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, ইহকালে তদনুসারে দেহীর সকল জন্মেই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি এবং অন্ধত্ব কুষ্ঠিত্বাদি হইয়া থাকে। ১৩২। কোন কোন কর্ম্মের

ফল জন্মান্তরে, কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহ জন্মেই হইয়া থাকে, আর কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহ জন্মে বা পরজন্মে হয়, বিশেষ স্থিরতা নাই। শুভাশুভ ফলজনক কর্ম্মের প্রতি সত্ত্বাদি-গুণ-নিয়মিত প্রবৃত্তিই হেতু। ১৩৩। আগ্রহসহকারে পরধন অপহরণ চিন্তা, ব্রহ্মহত্যাদি অনিষ্ট চিন্তা এবং অযথার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ করিলে চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১৩৪। মিথ্যাবাদী, খল, দুর্ম্মুখ এবং অসঙ্গতবাদী ব্যক্তি মৃগ পক্ষী যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। ১৩৫। পরধনাপহারী পরদাররত এবং অবৈধ প্রাণিঘাতক,— স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়। ১৩৬। বিদ্যাদি-অভিমান বর্জ্জিত, শৌচসম্পন্ন, দান্ত, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বেদবিদ্যা-বিশারদ সাত্ত্বিক ব্যক্তি,দেবত্ব প্রাপ্ত হন।১৩৭। যে,নৃত্য গীত প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিরত ব্যগ্রচেতা সর্ব্বদা কার্য্যকুল এবং বিষয়াসক্ত সেই রাজোগুণপ্রধান ব্যক্তি মৃত্যুর পর মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥১৩৮॥ যে, নিদ্রালু, প্রাণিপীড়াকর, লুব্ধ, নাস্তিক, যাচক, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্য এবং বিরুদ্ধাচারী,সেই তামসপ্রকৃতি-ব্যক্তির তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৩৯ ॥ সেই অবিদ্যাক্রান্ত আত্মা, রজ এবং তমোগুণের আবেশে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করতঃ নানাবিধ অনিষ্টজনক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন্॥ ১৪০ ॥ (দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর) যেমন মলাবৃত আদর্শ, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না সেইরূপ তৎকালে তিনিও অবিপক্ককরণ (অর্থাৎ আত্মা ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন্ না কেননা তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানসাধন চিত্তাদিও রাগাদিমলে অভিভূত থাকে) ॥১৪১॥ যেরূপ অপক্ক তিক্ত কর্কটীফলে মধুররস থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, অবিপক্ককরণ আত্মাতে, জ্ঞান শক্তি, স্বরূপত থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না॥১৪২ সুখ দুঃখ,সকল শরীরী পুরুষের ভোগ্য হইলেও দেহাভিমানী পুরুষমাত্র নিজ শরীরেই তাহা লাভ করিবে। আর অভিমানশূন্য যোগী পুরুষ সকলের সুখ দুঃখ জানিতে সমর্থ হ'ন ॥ ১৪৩ ॥ যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যেমন সূর্য্য এক হইলেও বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া বহুবৎ প্রতীয়মান হ'ন্, তদ্রূপ আত্মা এক হইলেও উপাধিবশে নানা বলিয়া বোধ হয়॥ ১৪৪ ॥ আত্মা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই ষড়্ধাতু; ইহার মধ্যে শেষ পঞ্চধাতু জড়, আর প্রথম ধাতু আত্মা চেতন এই সকল হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৪৫ ॥ কুম্ভকার যেমন, মৃত্তিকা দণ্ড-চক্রাদি সংযোগে ঘট নির্ম্মাণ করে কিম্বা গৃহনির্ম্মাতা যেমন, তৃণ মৃত্তিকা কাষ্ঠাদি দ্বারা গৃহ প্রস্তুত করে। অথবা স্বর্ণকার যেমন কেবল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কনককুণ্ডলাদি গঠন করে, কিম্বা কোশকারী কীট বিশেষ নিজ লালাযোগে আত্মবদ্ধ হেতু কোশ রচনা করে, সেইরূপ আত্মা পৃথিব্যাদি কারণ এবং চক্ষুরাদি কারণ সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা ইহসংসারে সেই-সেই-দেব মনুষ্যাদি-জাতিতে নিজ কর্ম্মবন্ধ-বদ্ধ দেহ সৃজন করেন্।১৪৬-১৪৮। যেরূপ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রমাণসিদ্ধ, আত্মাও সেইরূপ,ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মা না থাকিলে এক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থকে অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা "এই সেই পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থ" এবং পূর্ব্বশ্রুত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া "সেই বাক্য" বলিয়া কাহার জ্ঞান হইত? (মনেকর দেহকে আত্মা বলা যায় না, দেহ যদি আত্মা হইত তাহা হইলে মৃত্যুর পর জ্ঞান থাকিত, কেননা তখন দেহ থাকে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে সেই ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইবার পর আর জ্ঞান থাকিত না সুতরাং স্বতন্ত্র একটী আত্মা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কাহারও হইত না এইরূপে আত্মার অস্তিতা সিদ্ধ হইল। এবং ঐ আত্মা ক্ষণভঙ্গুরও নহেন ক্ষণভঙ্গুর হইলে) অতীত বিষয়ের স্মৃতি কাহার হইত? কেই বা স্বপ্ন দর্শন করিত? (ভাবার্থ এই আত্মা স্থায়ী হইলেই স্মরণ এবং স্বপ্ন হইয়া থাকে, কারণ কোন

বস্তুর জ্ঞান হইলে জ্ঞাতা-আত্মাতে তজ্জনিত সংস্কার থাকে, কালবিশেষে সেই সংস্কার হইতে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম স্মরণ, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর হইলে, জ্ঞানের পরক্ষণেই সে আত্মার ধ্বংস হইত ; সুতরাং সংস্কার থাকিতে পারিত না। সংস্কার না থাকিলে স্মরণ হইবারও সম্ভাবনা নাই। অপিচ, জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বস্তুর নিদ্রাকালিক জ্ঞানের নাম স্বপ্ন, জাগ্রদবস্থার আত্মা এবং নিদ্রাকালিক আত্মার পার্থক্যবশত স্মরণের ন্যায় স্বপ্নও হইত না কিম্বা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে কে স্বপ্ন দর্শন করিত কারণ তখন ইন্দ্রিয় নিঃসংজ্ঞ) ॥ ১৪৯। ১৫০ ॥ এবং জাতি-রূপ-বয়স্ চরিত্র ও বিদ্যাদি জনিত অভিমান কাহার হইত, বাক্য মন এবং কর্ম্ম দ্বারা শব্দাদি বিষয় ভোগের জন্য কে উদ্যোগ করিত— (যদি ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্থায়ী আত্মা না থাকিত) ॥ ১৫১ ॥ সেই আত্মা, অহঙ্কার দূষিত হইয়া কর্ম্মে ফল আছে কি নাই এইরূপ সন্দিগ্ধ বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ অকৃতকার্য্য হইলেও আপনাকে কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ১৫২ ॥ আমার পুত্র আমার স্ত্রী আমার অমাত্য, ইহাদিগের আমি এইরূপ নিশ্চয় করে এবং সর্ব্বদা হিতকর কার্য্যকে অহিতকর এবং অহিতকর কার্য্যকে হিতকর বলিয়া বুঝে আত্মা, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-কার্য্য-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদিতে ভেদ জ্ঞান থাকে না। অনশন হুতাশন-প্রবেশ জল-প্রবেশ এবং উচ্চস্থান হইতে পতনে যত্ন করিয়া থাকে ॥ ১৫৩। ১৫৪ ॥ এইরূপ বিবিধ-অকার্য্য-প্রবৃত্ত, অসংযতাত্মা পুরুষ অযথার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়া স্বকৃত কর্ম্ম-ফল-জনিত রাগ দ্বেষ এবং মোহে সংসার কারাগারে বদ্ধ হয় ॥ ১৫৫ ॥ আচার্য্য-সেবা, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রের অর্থ বিবেচনা, তত্তৎশাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, প্রিয়হিত কথন, স্ত্রীলোকের-দর্শন-স্পর্শ-পরিত্যাগ, সকল প্রাণীকেই আপনার মত দেখা, পুত্র কলত্র যে ঐশ্বর্য্যাদি-পরিগ্রহের পরিত্যাগ, জীর্ণ-কাষায় বস্ত্র পরিধান, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবর্ত্তিত করা, তন্দ্রা এবং আলস্যবর্জ্জন, জড়দেহের অশু-

চিতাদি অনুসন্ধান, গমনপ্রভৃতি সকল প্রবৃত্তিতেই যতটুকু পাপাংশ আছে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, রজগুণ ও তমোগুণে অনাসক্তি, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ভাবশুদ্ধি, নিস্পৃহতা এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সংযম, এই সকল উপায় দ্বারা পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥১৫৬—১৫৯॥ আত্মার স্বরূপস্মৃতি আত্মোপাসনা, শুদ্ধসত্ত্বযোগ, কর্ম্মবীজের (অবিদ্যাদির) ক্ষয় এবং সাধুসঙ্গে, সমাধি-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬০ ॥ দেহ নাশ কালে যাহার মন একাগ্রভাবে ঈশ্বরে আসক্ত থাকে, সেই নিরভিমানী যোগী (সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ না হইলেও) তৎপর-জন্মে সম্পূর্ণ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইবে ॥১৬১॥ যেমন নট, নানাপ্রকাররূপ করিবার জন্য নিজ শরীরকে শ্বেত কৃষ্ণাদি নানাবর্ণে চিত্রিত করে সেইরূপ আত্মা, কর্ম্মফল-ভোগার্থ নানাবিধ শরীর ধারণ করেন ॥ ১৬২ ॥ কাল ও কর্ম্মানুসারে, স্বীয় পিতৃবীজ দোষে এবং মাতৃশোণিত দোষে, জন্মাবধি গর্ভের অঙ্গহীনতাদি দোষ দৃষ্ট হয় ॥ ১৬৩ ॥ যত দিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় ততদিন, অহঙ্কার, মন, গতি (অর্থাৎ সংসার-হেতু-ভূত দোষ রাশি) কর্ম্মফল এবং লিঙ্গ শরীর আত্মাকে কখনই পরিত্যাগ করে না ॥ ১৬৪ ॥ যেরূপ বর্ত্তি বার্ত্তপাত্রে এবং তৈলের সাহায্যে দীপ প্রজ্বলিত থাকে, কখন বা (বর্ত্তি প্রভৃতি উপকরণ থাকিতেও) প্রবল বায়ুবেগে দীপনির্ব্বাণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, প্রাণহানিও তদ্রূপ (ভাবার্থ এই—উপকরণ বিনষ্ট হইলে দীপও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আয়ু যত দিন থাকে প্রাণও তত দিন থাকে আয়ু ফুরাইলেই প্রাণনাশ। আবার সকল উপকরণ থাকিতেও ঝড় হইলে দীপ নির্ব্বাণ হয় সেইরূপ আয়ু থাকিলেও বিশেষ আগন্তুক নিমিত্ত প্রাণ হানি করে) ॥ ১৬৫ ॥ যিনি হৃদয়ে দীপবৎ অবস্থান করিতেছেন তাঁহার শুক্ল, কৃষ্ণ, কদ্রু, নীল, কপিল এবং নীলরক্ত ইত্যাদি নানাবর্ণের নানাবিধ রশ্মি আছে তাহার মধ্যে একটী রশ্মি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক অতি-ক্রমপূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত রাখিয়া জীব,

তদবলম্বনেই মুক্তিমার্গে গমন করেন ॥ ১৬৬॥ ১৬৭ ॥ ইহাঁর অপর যে শতসংখ্যক রশ্মি ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত, তদ্দ্বারা তেজোময় দেবশরীর লাভ করেন ॥১৬৮॥ যে সকল নানারূপ মৃদুপ্রভ রশ্মি অধোভাগে আছে, তদ্দ্বারা কর্ম্মফলভোগের জন্য সেই কর্ম্মপরবশ জীব ইহসংসারে উপস্থিত হন ॥ ১৬৯ ॥ হে মুনিগণ জগতের কারণ আত্মা,দেহ হইতে বিভিন্ন,ইহা জানিবে। শ্রুতি স্মৃতি, "আমার শরীর" ইত্যাদি অনুভব,জন্মান্তর-কৃত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত জন্ম—মৃত্যু—ব্যাধি, জ্ঞান ইচ্ছাদি প্রবর্ত্তিত গমনাগমন, সত্য মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি, শুভকর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক সুখ, অশুভ-কর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক দুঃখ এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি ও অন্ধকারাদি ভোগ্যবস্তু, এই সকল হেতু দেখিয়াশুনিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝিবে (অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণে আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা জানা যায়, দেহ এবং আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই "আমার দেহ" এই রূপ ব্যবহার আছে'; দেহ,মৃত্যুর পর ও পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে না,সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল থাকা অসম্ভব, তাহা না থাকিলেও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ম থাকে না,-ইহার দ্বারাও পৃথক্‌ আত্মা সিদ্ধ হইল। দেহ, পঞ্চভূত নির্ম্মিত পঞ্চভূতের জ্ঞান ইচ্ছাদি শক্তি নাই, অতএব ঘটাদির ন্যায় দেহেরও জ্ঞানাদি থাকিতে পারে না, অথচ অমুক স্থানে গমন করিলে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার জ্ঞানের পর গমনাদি প্রবৃত্তি হয়, ইহাও দেহভিন্ন আত্মার প্রমাপক, এবং জড়বস্তু জড়বস্তুর ভোক্তা হইতে পারে না, সুতরাং দেহভিন্ন এক চেতন পদার্থ, পৃথিব্যাদি বস্তু ভোগ করিতেছে ইত্যাদি প্রমাণে আত্মার পার্থক্য সিদ্ধ হইল) ভূমি কম্পাদি নিমিত্ত,কপোত পতনাদি শাকুন, সূর্য্যাদিগ্রহ সংযোগ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সঞ্চার, সামান্য নক্ষত্র সঞ্চার, শুভাশুভসূচক জাগ্রদবস্থাসম্ভূত অঙ্গস্ফুরণাদি, স্বপ্নদৃষ্ট যানারোহণাদি, মন্বন্তর,যুগপরিবর্ত্তন, মন্ত্রৌষধিশক্তি এবং আকাশাদি সৃষ্টি, এই সকল হেতু দর্শনে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিবে (অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব একই পদার্থ ইহা উক্ত হইয়াছে, দেহভিন্ন আত্মা অস্বীকার করিলে ঈশ্বরেরও অস্বীকার করা হইল, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করি,ঐ সকল বস্তু কাহার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়?—সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন) ॥ ১৭০—১৭৩॥ অহঙ্কার স্মৃতি, মেধা, দ্বেষ, বুদ্ধি, সুখ, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়ান্তর সঞ্চার (অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়ের অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ), ইচ্ছা, দেহধারণ, প্রাণধারণ,স্বর্গভোগ,স্বপ্ন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করণ,মনের গতি, নিমেষ এবং ভোজনাদিদ্বারা পঞ্চভূতের গ্রহণ, ইহা চৈতন্যের আয়ত্ত (চৈতন্যমূর্ত্তি আত্মার সহিত দেহের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেই উক্ত কার্য্য সকল ঘটিয়া থাকে, সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে কোন কার্য্যই থাকে না) যেহেতু পরমাত্মার (চেতনের) এই সকল চিহ্ন (যাহা পঞ্চভূতাদি জড়পদার্থের হইতে পারে না) দেখা যাইতেছে; সুতরাং দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা আছেন, তিনি সর্ব্বত্রগ এবং ঈশ্বর * ॥ ১৭৪—১৭৬ ॥ সবিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ,এই পাঁচটী বিষয় এবং শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়), মন, কর চরণাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রকৃতি, এতৎ সমুদায়ের নাম ক্ষেত্র ইহার যিনি অধিপতি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত, প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সৎ, তাঁহার স্বরূপদর্শন দুঃসাধ্য বলিয়া অসৎ, এই সদসদাত্মক সেই আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হ'ন ॥ ১৭৭।১৭৮॥ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, (অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র) তাহাদিগের গুণ প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া বাড়িয়াছে (যথা,—প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ, দ্বিতীয় তন্মাত্রের দুইটী ইত্যাদি) তাহা হইতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহা (প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ ইত্যাদি

* পূর্ব্বের সহিত পৌনরুক্ত্য পরিহার করিতে হইলে সামান্য-বিশেষ ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবে।

উক্ত রীত্যনুসারে) তন্মাত্রের গুণ (তবে তন্মাত্রে যে শব্দাদি আছে, তাহা সূক্ষ্ম; ভূতে যে শব্দাদি আছে, তাহা স্থূল, এইমাত্র ভেদ); ইহার মধ্যে যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বস্তু তাহাতেই বিলীন হইবে। (অর্থাৎ সৃষ্টি,—অনুক্রমে, এবং ধ্বংস,—প্রতিক্রমে হইয়া থাকে) ॥১৭৯। ১৮০॥ আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম্মের বিপাকে,যেরূপে আত্ম-সৃষ্টি করেন,তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি, সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ,—সেই অবিদ্যাসম্পন্ন জীবেরই,ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং তিনি রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া ইহ সংসারে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছেন॥ ১৮১। ১৮২॥ সেই অনাদি পরম পুরুষই,-শরীরধারণ দ্বারা আদিমান্ এবং কুব্জত্বাদি বিকারসম্পন্ন হ'ন, এবং সেই জন্যই তাঁহাকে পদ শব্দাদি চিহ্ন দ্বারা জানা যায় এবং সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শনাদি করিতে পারা যায়, ইহা কথিত হইয়াছে॥ ১৮৩॥ অজবীথী (অর্থাৎ অগস্ত্যের উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী তারকাশ্রেণি) এবং অগস্ত্য, ইহার মধ্য স্থলের নাম পিতৃযান, স্বর্গাভিলাষী অগ্নিহোত্রিগণ সেই স্থান দিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করেন॥ ১৮৪॥ এবং যাঁহারা দানাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম পরায়ণ, দম্ভশূন্য, দয়া ক্ষান্তি অনসূয়া শৌচ অনায়াস মঙ্গল অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধ আত্মগুণে সমন্বিত, আর যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারা সেই পথ দিয়াই স্বর্গে গমন করেন॥ ১৮৫॥ অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী মুনিগণ সেই পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার ইহসংসারে আসেন, এবং তাঁহারা ধর্ম্মবৃক্ষের আবির্ভাবে বীজস্বরূপ, কেননা খণ্ডপ্রলয়কালে শাস্ত্র লোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মলোপ হইলে তৎপরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন॥ ১৮৬॥ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং নাগবীথী (অর্থাৎ অজবীথীর উত্তর ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ দেশবর্ত্তী তারকাপুঞ্জ ইহার মধ্যস্থল দিয়া অষ্টাশীতি সহস্র সর্ব্বারম্ভ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গ-পরিত্যাগ এবং অধ্যাত্মবিদ্যা-অনুশীলন-প্রভাবে দেবলোক আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। (পরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবর্ত্তিত করেন) ॥ ১৮৭।১৮৮॥ যে সকল মুনিগণ হইতে বেদ, পুরাণ, শিক্ষা-কল্পাদি অঙ্গবিদ্যা, উপনিষদ্, ইতিহাস, সূত্র, ভাষ্য এবং অন্যান্য যে কিছু শাস্ত্র, তৎসমস্তই ছাত্রি পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে॥১৮৯॥ (এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, বেদ নিত্য, সুতরাং বেদ প্রমাণ্যে ইহাও সিদ্ধ হইল যে) বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস এবং সঙ্গত্যাগ, এই সকল কার্য্য ভাবশুদ্ধি-সম্পাদন দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু॥ ১৯০॥ সকল আশ্রমাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সেই আত্মাকে এইরূপে জানিতে চেষ্টা করিবে; যথা,—প্রথম বেদান্তবাক্যদ্বারা তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে নানাযুক্তি দ্বারা বিচার করিবে, ক্রমে সাক্ষাৎকার করিতে পাইবে॥ ১৯১॥ পরম শ্রদ্ধালু যে সকল দ্বিজ নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া কথিত পদ্ধতি-অনুসারে একমাত্র সত্য আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আত্মলাভে সমর্থ হ'ন॥ ১৯২॥ সেই সকল আত্মজ্ঞগণ ক্রমে ক্রমে বহ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ,দেবলোক সূর্য্য এবং বৈদ্যুততেজ, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃদেব সমীপে গমন করেন (কারণ সেই সকল স্থান মুক্তিমার্গ) ॥ ১৯৩॥ অনন্তর মানস পুরুষ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,আর তাঁহাদিগের ইহ সংসারে পুনরাগমন হয় না॥ ১৯৪॥ আর যাঁহারা যজ্ঞ তপস্যা এবং দানদ্বারা স্বর্গ-ভোগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক এবং চন্দ্রমা, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেব-লোকে অবস্থান করিয়া পুনরপি ক্রমে ক্রমে বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া ইহসংসারে পুনরাগমন করেন॥ ১৯৫।১৯৬॥ যে ব্যক্তি অপ্রশস্ত ভাবে এই পথদ্বয়ের বিবরণ না জানে, সে পরজন্মে সর্প, পতঙ্গ, কীট, কিংবা কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥ ১৯৭॥ উরুদ্বয়ে চরণদ্বয় উত্তান

করিয়া স্থাপন করিবে, উত্তান বাম-করতলে উত্তান দক্ষিণকরতল রাখিবে, মুখ ভাগ বক্ষস্থলের সাহায্যে স্তম্ভিত করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে, রজস্তমোগুণ-সম্ভূত কামক্রোধাদি রিপু-সমূহ দূর করিবে, ঊর্দ্ধ দন্তদ্বারা অধোদন্তপংক্তি স্পর্শ করিবে না, রসনাকে নিশ্চলভাবে তালুদেশে স্থাপিত করিবে, মুখ বুজিয়া থাকিবে, চাঞ্চল্য অবলম্বন করিবে না, ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিবে, অতি নিম্ন বা অত্যুচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবে না (অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত অন্যদিকে না যায়, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে।) দুইবার কি তিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে, অনন্তর যে প্রভু হৃদয় মন্দিরে দীপবৎ অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে ধ্যান করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই হৃদয়ে আত্মাকে ধারণা করিবে এবং ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে ধারণা-ধারণা (অর্থাৎ যোগাবলম্বন) করিবে, (কোন এক বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশের নাম ধারণা, উচ্চতম প্রাণায়ামের তিনবারে এক ধারণা হয়) ॥১৯৮—২০১॥ অন্তর্হিত হওয়া, ব্রহ্মাদি ঋষির ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্মরণ, কান্তি, অতীত অনাগত ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের দর্শন, অতীত অনাগত এবং বিপ্রকৃষ্ট শব্দ শ্রবণ, নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পর দেহ প্রবেশ, এবং ইচ্ছামত বস্তু সৃজন করিবার ক্ষমতা—যোগ সিদ্ধির সূচক। যোগ-সিদ্ধ হইবার পর শরীর পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২০২।২০৩॥ অথবা কামনা-পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, যে কোন একটী বেদ অভ্যাস করিবে, নির্জ্জনে থাকিবে, অযাচিত এবং স্বল্প ভোজন করিবে, অনন্তর ক্রমে সত্বশুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনা দ্বারা মুক্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (বনবাসী হইয়া যজ্ঞাদি করিতে না পারিলে, তাহার পক্ষে এই বিধি) ॥২০৪॥ ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জক, তত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথি-পূজা-রত, শ্রাদ্ধকর্ত্তা, এবং সত্যবাদী ব্যক্তি, গৃহস্থ হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ২০৫ ॥ ইতি অধ্যাত্ম প্রকরণ।

(বক্ষ্যমাণ) মহাপাতকিগণ, মহাপাতকজনিত তীব্রদুঃখাবহ দারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভোগকাল অতীত হইলেই ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করে। ২০৬। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি,—হরিণাদি মৃগ, কুক্কুর, শূকর, অথবা উষ্ট্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং সুরাপায়ী ব্যক্তি,—গর্দ্দভ, পুক্কস (নিষাদের ঔরসে শূদ্র জাতীয় শূদ্রার গর্ভ উৎপন্ন জাতিকে পুক্কস বলে), এবং বেন (অর্থাৎ বৈদেহকের ঔরসে অম্বষ্ঠ জাতীয় স্ত্রী লোকের গর্ভজাত জাতির নাম বেন) দিগের জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, কোন সংশয় নাই। ২০৭। অশীতি রক্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণ হর্ত্তা,—কৃমি, কীট এবং পতঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং বিমাতৃগামী পুরুষ, যথাক্রমে তৃণ, গুল্ম, এবং লতা হইয়া উৎপত্তি লাভ করে। ২০৮। এইরূপ অপকৃষ্ট যোনি-প্রাপ্তির পর ক্রমে মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহাতে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে; যথা,—ব্রহ্মঘাতীর ক্ষয় রোগ হয়, সুরাপায়ীর শ্যাবদন্ত হয়, যথোক্ত স্বর্ণহারী, কুনখী হইয়া থাকে এবং বিমাতৃগামী পুরুষের অঙ্গ-বিশেষ স্বাভাবিক অনাবৃত থাকে। ২০৯। যে ব্যক্তি, এই চতুর্ব্বিধ পাপিগণের মধ্যে যেরূপ পাপীর সহিত যাজনাদি সংসর্গ করিবে, (সে ব্যক্তিও ঐরূপ পাপীর মধ্যে গণ্য) সেই মূল পাপীর যে প্রকার চিহ্ন থাকিবার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাকেও দেহ-ধারণে সেই চিহ্ন ভোগ করিতে হইবে। অন্নচোর,—আময়াবী (অর্থাৎ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত) হইয়া থাকে, বাগপহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের অধীয়মান বিদ্যা, গুরুর অনুমতি ব্যতীত শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করে, অথবা যে, পুস্তক অপহরণ করে) মূক হইয়া থাকে। ২১০। ধান্য মিশ্র,—(অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধান্যরাশি হইতে কিয়দংশ অপহরণ করিয়া তৎপূরণার্থ উক্ত রাশিতে অপর কোন দ্রব্য বা অপকৃষ্ট ধান্যাদি মিশ্রিত করে,) অধিকাঙ্গ (অর্থাৎ এরূপ অঙ্গুলি ইত্যাদি) হইবে। পিশুনের (অর্থাৎ যে, পরদোষোদ্ঘাটন করে, তাহার) নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

তৈলহর্ত্তা,—তৈলপায়ী (তেলাপোকা বা আর্সলা) হয়, সূচকের (অর্থাৎ যে পরের দোষ ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহার) মুখে দুর্গন্ধ হয়। ২১১। পরস্ত্রী হরণ বা ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে তাহাকে জলশূন্য অরণ্য প্রদেশে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইতে হয়। ২১২। পরকীয় রত্নাপহর্ত্তা,—হেম-কারনামক পক্ষী জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে, পত্রশাক হরণ করিলে, ময়ূর এবং উত্তমগন্ধ অপহরণ করিলে ছুচ্ছুন্দরী হইয়া থাকে। ২১৩। ধান্য হরণ করিলে মূষিক, রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র, ফল হরণ করিলে বানর, জল হরণ করিলে শাকটবিল নামক পক্ষী, দুগ্ধ হরণ করিলে কাক, মুষলাদি গৃহোপকরণ দ্রব্য হরণ করিলে চটকাপক্ষী, মধু হরণ করিলে দংশ (ডাঁশ), মাংস হরণ করিলে গৃধ্র, গো হরণ করিলে গোধা, অগ্নি হরণ করিলে বক, বস্ত্র হরণ করিলে শ্বিত্ররোগাক্রান্ত, ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুক্কুর, এবং লবণ হরণ করিলে চিরী নামক কীট হইতে হয়। ২১৪ ২১৫। চৌর্য্য কার্য্যের বিপাক প্রদর্শনার্থ ইহা কিঞ্চিন্মাত্র (নাম করিয়া) বলিলাম। (অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে সামান্যত ইহা জানিবে যে) অপহৃত দ্রব্য যে প্রকার, তদনুসারে প্রাণি-জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে (যথা কাংস্য হরণ করিলে হংস ইত্যাদি)। ২১৬। কর্ম্মফলানুসারে নরক ভোগান্তে তির্য্যক্-যোনি প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে যে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে অলক্ষণ, দরিদ্র, এবং পুরুষের মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ২১৭। অনন্তর নরকাদি ভোগে পাপক্ষয় হইলে, অতি উৎকৃষ্ট বংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ জন্মে ভোগসম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়। ২১৮। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা, নিষিদ্ধ কার্য্য করা এবং ইন্দ্রিয়ের অসংযম, এই সকল কারণেই মনুষ্য নরকে গমন করে। ২১৯। অতএব সেই (অর্থাৎ পাপী) ব্যক্তি বিশুদ্ধির জন্য ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ হইলে তাহার অন্তরাত্মা এবং ইহ পরলোক প্রসন্ন হইয়া থাকে। ২২০। পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ, অনুতাপ রহিত—অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত হইলে কষ্টকর ঘোর নরকে গমন করে। ২২১ মহাপাতকী এবং উপপাতকী প্রভৃতি পাপী নরাধমেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এই সকল নরকে গমন করে, যথা,—তামিস্র, লোহশঙ্কু মহানিরয়, শাল্মলি, রৌরব, কুট্মল, পূতিমৃত্তিক, কালসূত্র, সংঘাত, লোহিতোদ, সবিষ, সংপ্রতাপন, মহানরক, কাকোল, সংজীবন, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন, (এই বিংশতি) এবং তাপন একবিংশ। ২২২—২২৫। অজ্ঞানকৃত (অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত-ন্যূনপ্রায়শ্চিত্তনাশ্য) পাপ, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই বিদূরিত হইবে, জ্ঞানকৃত পাপও বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞান-পাপী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বাদশবার্ষিক বা তদধিক ব্রত নাশ্য পাপ জ্ঞানপূর্ব্বক করে, সে) ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে না; বচনের সামর্থ্যেই এই নিয়ম হইল *। ২২৬। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতি-রত্তিকা-পরিমিত স্বর্ণাপহারী, বা গুরুতল্পগ (অর্থাৎ বিমাতৃগামী), ইহারা এবং ইহাদিগের সহিত যে সাক্ষাৎ সংসর্গ করিবে, সে মহাপাতকী। ২২৭। গুরুর নামে মিথ্যা নিন্দা করা, বেদনিন্দা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতীয় বন্ধুহত্যা এবং অধীতবেদ বিস্মৃত হওয়া, এই সকল দুষ্কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যার তুল্য। ২২৮। লশুনাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ, জৈহ্ম্য (অর্থাৎ রাজদ্বারে কোন ব্যক্তির নামে অপ্রকৃত গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ) জাত্যুৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথা বলা এবং রজস্বলার মুখামৃত পান,—সুরাপানের তুল্য। ২২৯। ব্রাহ্মণস্বামিক অশ্ব, রত্ন, দাস, দাসী প্রভৃতি, ভূমি, ধেনু এবং স্বর্ণ ব্যতীত সকল গচ্ছিত বস্তু চুরি করা, স্বর্ণাপহরণের তুল্য। ২৩০। মিত্রের পত্নী, উত্তম জাতীয় কুমারী, সহোদরা, চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যজ স্ত্রী, সপিণ্ড, সগোত্রা এবং সুতস্ত্রী (অর্থাৎ পুত্রের

* অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ ঐরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিনষ্ট হইবে, জ্ঞানকৃত অর্থাৎ ঐরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবলে পাপী সমাজে চলিতে পারিবে। ইহা মিতাক্ষরার মত।

অবিবাহিত বা অসবর্ণ পত্নী) ইহাদিগের সহিত সংসর্গ গুরুতল্প গমনের তুল্য। ২৩১। পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পুত্রবধূ, অসবর্ণা বিমাতা, ভগিনী, আচার্য্যকন্যা, আচার্য্যপত্নী বা আত্মকন্যাতে গমন করিলে তাহাকেও গুরুতল্পগ বলা যায়। লিঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ উহাদিগের দণ্ড এবং ঐরূপ মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ কার্য্যে অভিলাষবতী ঐসকল স্ত্রীলোকেরও বধ দণ্ড এবং ঐ প্রকার মরণ প্রায়শ্চিত্ত* ।২৩২। ।২৩৩। গোহত্যা, ব্রাত্যতা (অর্থাৎ যথাকালে উপনয়ন না হওয়া), সামান্যত চৌর্য্য, ঋণ পরিশোধ না করা, অধিকার থাকিতে সাগ্নিক না হওয়া, লবণাদি অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, পরিবেদন, প্রতিনিয়ত বেতন প্রদানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, প্রতিনিয়ত-বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, পরদারগমন, পরিবিত্তিতা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ-কুশীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত বৈশ্য-হত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয়-হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসংসর্গ), অপত্য বিক্রয়, ধান্যহরণ, তাম্রাদি কুপ্যহরণ, গবাদি পশুহরণ, পতিত প্রভৃতি অযাজ্য যাজন, বিনা উপযুক্ত কারণে পিতা, মাতা, বা পুত্রাদিকে পরিত্যাগ করা, উত্তম জলাশয় আরাম বা উদ্যানাদি বিক্রয় করা, কুমারীর অপকলঙ্ক রটনা করা বা অঙ্গুলি দ্বারা তাহার স্থান বিশেষ দূষিত করা, পরিবেত্তৃ-যাজন, পরিবেত্তাকে কন্যাদান (পরিবিত্তি-যাজন, পরিবিত্তিকে কন্যাদান) পরক্ষতিকর কৌটিল্য, সঙ্কল্পিত ব্রত ভঙ্গ, কেবল আত্ম-উদর ভরণার্থ বন্ধন করা, মদ্যপ নিজ পত্নীর সহ সংসর্গ, স্বাধ্যায় পরিত্যাগ, আহিত অগ্নি পরিত্যাগ, পুত্রের সংস্কার না করা, পিতৃব্য মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারণ পরিত্যাগ করা, বন্ধন নির্ব্বাহার্থ জীবন্ত বৃক্ষের ছেদন, পত্নী প্রভৃতি স্ত্রীকে বেশ্যা করিয়া তদীয় অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ, প্রাণিবধ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, বশী করণাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, তিল ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য-মর্দ্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, আত্মবিক্রয়, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, সবর্ণাবিবাহ না করিয়া পরিণীত হীনবর্ণা স্ত্রীর সহ সংসর্গ, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্ন-পুষ্টতা, চার্ব্বাকাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজার আজ্ঞাক্রমে সুবর্ণাদি খনিতে নিযুক্ত হওয়া, এবং ভার্য্যাবিক্রয়, এই সকলের প্রত্যেকটাই উপপাতক মধ্যে গণ্য ।২৩৪—২৪২। ব্রহ্মঘাতী, দ্বাদশবর্ষ এইরূপ করিবে; যথা,—নাশিত ব্রাহ্মণের অভাবে অন্য ব্রাহ্মণশবের মাথার খুলী ঊর্দ্ধোত্থাপিত দণ্ডাগ্রে স্থাপিত করিয়া ঐ দণ্ড ঐরূপেই হস্তে ধারণ করিবে (বনে বাস করিবে, বন্যফলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইলে গ্রামে গিয়া নিজকৃত দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করতঃ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে সায়ংকালে অপর হস্ত নিহিত মৃণ্ময় লোহিত খণ্ডসরাবে) ভিক্ষা গ্রহণ করিবা তাহাই ভোজন করিবে ও পরিমিত-ভোজী হইবে (ব্রহ্মচর্য্যাদি করিবে) তৎপশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ২৪৩। অথবা ব্যাঘ্রাদি-মুখ-নিপতিত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলে, বা ঐরূপ দ্বাদশ গাভী রক্ষা করিলে, কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিলেও শুদ্ধিলাভ করিবে ।২৪৪। অথবা বহুদাবব্যাপী দুঃসহ-রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বা গাভীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিলেও ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ২৪৫। অথবা ব্রাহ্মণের অপহৃত সর্ব্বস্ব প্রত্যাহরণ করিতে পারিলে কিংবা প্রত্যাহরণ করিতে গিয়া নিহত হইলে, অথবা তদর্থে যুদ্ধ করিতে করিতে শস্ত্রাঘাতে মৃতকল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও শুদ্ধ হইবে। উহা অজ্ঞানকৃত

* পুত্রবধূ বা কন্যাগমন, অতিপাতক, এই পাপ মহাপাতক হইতে গুরুতর, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; মাতৃস্বসৃ প্রভৃতি গমনের গুরুত্ব পাপজনকতা প্রতিপাদনার্থ উক্ত অতিপাতকও ইহার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে, আর সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয়াদি ভগিনীগমনে পাপের অবান্তর ভেদ প্রদর্শনার্থ 'সহোদরা ও 'ভগিনী' পদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন বর্ণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নানাপ্রকার, তাহা বিবৃত হইবে। উহার মধ্যে ভগিনীগমনাদি পাপের গুরুলঘুতাজনক প্রায়শ্চিত্ত অথবা এই প্রায়শ্চিত্ত আচরণীয়, ইহা জ্ঞানের জন্য ভগিনী প্রভৃতির পুনর্গ্রহণ।

ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)।২৪৬। "লোমভ্যঃ স্বাহা" এইপ্রকার সেই মন্ত্র সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে লোম, ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, অস্থি, ও মজ্জা দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশে লৌকিক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তদন্তে ঐ অগ্নিতে দেহক্ষেপ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)। ২৪৭। অথবা আত্ম-প্রায়শ্চিত্তার্থে ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তির সহিত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সংগ্রামে শরপাতপথবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, কিংবা প্রহার-পীড়া-বশতঃ মৃতকল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। ২৪৮। অথবা নির্জ্জন প্রদেশে আহার সংযম করিয়া তিন বার মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক সম্পূর্ণবেদের সংহিতা পাঠ করিলে, (সংহিতা পাঠ শব্দ বেদের অংশ বিশেষের পাঠ নহে, কিন্তু মাত্র হস্ত সঙ্কেত এবং উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর যোগে যথা-বিহিত বেদ পাঠের নাম সংহিতা-পাঠ, এতদ্ভিন্ন পদ ক্রম, ঘন, জটা ইত্যাদি বিবিধ পাঠ প্রণালী আছে) কিংবা মিতাশারী হইয়া প্লাক্ষ-প্রস্রবণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর প্রত্যেক প্রবাহ পর্য্যটন* করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। ২৪৯। উপযুক্তপাত্রে তাহার জীবনোপযোগী ধন প্রদান করিলে কিংবা সর্ব্বস্বাদি দান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে, তবে গ্রহীতা নিজ বিশুদ্ধ্যর্থ বৈশ্বানর-যাগ করিবে (গ্রহীতা সাগ্নিক না হইলে বৈশ্বানর দেবতার চরু করিতে হইবে)। ২৫০। ব্রহ্মঘাতীর প্রতি যে প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, সোমযাগ-দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বৈশ্যহন্তা ও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনবধারিত পুংস্ত্রীত্ব ভ্রূণ হত্যা করিলে, অথবা আত্রেয়ী (অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী বা অত্রিগোত্রসম্ভূতা স্ত্রী) হত্যা করিলে বর্ণানুসারে ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অর্থাৎ ঐ প্রকার ব্রাহ্মণী-গর্ভ কিংবা ব্রাহ্মণী-আত্রেয়ী বিনষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য ইত্যাদি) মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানাদিতেও এই প্রায়শ্চিত্ত। ২৫১। যদি মারিবার জন্য সমাগত হয় (অর্থাৎ মারিবার জন্য শস্ত্রাদি প্রহার করে, অথচ কোনরূপে ঐ প্রহৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করে) তাহা হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা না হইলেও, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের হত্যার যে ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রতই করিবে। আর সোমযাগ-দীক্ষিত ব্রহ্মহত্যা করিলে উপদিষ্ট ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত করিবে। ২৫২।

ইতি ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ।

সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র, এবং দুগ্ধ ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী বস্তু অগ্নি সদৃশ উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করিবে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে, ইহা জ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। ২৫৩। ছাগাদি লোম নির্ম্মিত বস্ত্র—বা বল্কল পরিধান ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত (অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে (ইহা অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত) তিন বৎসর রাত্রি-কালে পিণ্যাক-পিণ্ডই হউক, আর তণ্ডুল কণাই হউক ভোজন করিবে (অজ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিয়া পশ্চাৎ উহা বমন করিয়া ফেলিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)। ২৫৪। দ্বিজপদ বাচ্য তিনবর্ণ অজ্ঞানবশত মদ্য, শুক্র, বা মূত্র পান কিংবা বিষ্ঠা ভোজন করিলে (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া) পুনঃসংস্কারার্হ হইবে *। ২৫৫। যে দ্বিজপত্নী সুরাপান করিবে, সে পতিলোক-গমনে বঞ্চিতা হইবে এবং সে ইহলোকে কুক্কুরী, গৃধ্রী, এবং শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ২৫৬।

ইতি সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতিরক্তিকা-পরিমিত সুবর্ণাপহারী ব্যক্তি, নিজের দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া রাজার হস্তে এক মুষল অর্পণ করিবে। রাজা, সেই মুষল দ্বারা তাহাকে নির্দ্দয়রূপে

* অনেকে বলেন, সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত-দিকে অর্থাৎ সাগরসঙ্গম স্থান হইতে উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত প্রতিক্রমে পর্য্যটন।

* কেহ কেহ বলেন অজ্ঞানবশতঃ সুরাদি পান করিলে যথোক্ত দ্বাদশবার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরুপ-নয়নার্হ হইবে।

আঘাত করিবেন, তাহাতে হত হউক আর হত নাই হউক, শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে (ইহা জ্ঞানকৃত স্বর্ণস্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত)।২৫৭। সুরাপায়ীর ব্রত আচরণ করিলে, রাজাকে নিবেদন না করিয়াও শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত সুবর্ণস্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত) অথবা নিজ দেহ-তুল্য-পরিমাণ সুবর্ণ দান করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণ যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, এইরূপ (অর্থাৎ তাহার জীবিকানির্ব্বাহক) সুবর্ণ প্রদান করিবে। ২৫৮। ইতি সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুতল্পগ ব্যক্তি তপ্ত লৌহময় শয্যায় (তপ্ত) লৌহময়ী নারীর সহিত শয়ন করিবে, অথবা সলিঙ্গ-কোষ-চ্ছেদন পূর্ব্বক অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋ‍তকোণে (যতক্ষণ দেহ পতন না হয়, ততক্ষণ সরল ভাবে গমন করিয়া, দেহত্যাগ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত গুরুতল্প গমনের প্রায়শ্চিত্ত)। ২৫৯। অথবা তিন বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে (ইহা ব্রাহ্মণী-পুত্র শূদ্রজাতীয় গুরুপত্নী গমন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা তিনমাস বেদের সংহিতা-পাঠ ও চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। (ব্যভিচারিণী সবর্ণা গুরুপত্নীতে অজ্ঞানবশত উপগত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)। ২৬০। এই সকল মহাপাতকীদিগের সঙ্গে এক বৎসর কাল সহবাস করিলে তত্তুল্য হইবে অর্থাৎ মহাপাতকি প্রায়শ্চিত্তের মত তাহারও দ্বাদশ-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অপতিত অবস্থায়-উৎপন্ন-পতিতকন্যা সংসর্গ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ বিবাহের পূর্ব্বে অহোরাত্র উপবাসী থাকিলে, এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি পিতৃদ্রব্য গ্রহণ না করিলে বর, তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে পারিবে, অর্থাৎ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না। ২৬১। সূত মাগধ প্রভৃতি সকল প্রতিলোমজ-জাতি হত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। গায়ত্রী প্রভৃতি বেদাদি মন্ত্রে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্রাদিও, নমস্কার মন্ত্র জপ পূর্ব্বক এই সকল দ্বাদশ-বার্ষিকাদি ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৬২। গোহত্যাকারী ব্যক্তি, একমাসকাল পঞ্চগব্য পান করিবে ও সংযমী হইয়া থাকিবে। গোষ্ঠে শয়ন করিবে, বিচরন্তী গাভীর অনুগমন করিবে, তৎপশ্চাৎ গোদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৬৩। অথবা (পঞ্চগব্য পানের পরিবর্ত্তে) সমাহিত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত বা অতি-কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অথবা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া একটী বৃষ সহিত দশটী গাভী প্রদান করিবে *। ২৬৪। গোষ্ঠে শয়ন গবানুগমন ব্যতীত উক্ত ব্রত (অর্থাৎ একমাস পঞ্চগব্য পানাদি) কিংবা চান্দ্রায়ণ, অথবা এক মাস পয়ঃ-পান বা পরাক ব্রত দ্বারা অন্যান্য উপ-পাতকিগণেরও শুদ্ধি লাভহ ইবে। †। ২৬৫। (বিশেষ বিশেষ উপপাতকীর প্রায়শ্চিত্ত এই) কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বধ করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ সহস্র গাভী এবং একটী বৃষ দান করিবে অথবা তিন বৎসর ব্রহ্ম-হত্যাব্রত করিবে (অর্থাৎ যে যে ইতিকর্ত্তব্যতাদি পূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ত্রৈবার্ষিক ব্রত করিবে)। ২৬৬। বৈশ্যঘাতী একবৎসর এইব্রত করিবে অথবা একটী বৃষ ও শত গাভী দিবে এবং শূদ্রঘাতী ছয় মাস এই ব্রত করিবে কিংবা দশটী অচিরপ্রসূতা সবৎসা গাভী দান করিবে। **। ২৬৭। প্রতিলোম ক্রমে নীচ জাতি হইতে সম্ভূতা, ব্রাহ্মণ—(১) ক্ষত্রিয়—(২) বৈশ্য—(৩) এবং শূদ্রদিগের—(৪) স্বৈরিণী স্ত্রীকে (অজ্ঞানত) হত্যা করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ যথাক্রমে দৃতি (অর্থাৎ চর্ম্ম-নির্ম্মিত জলপাত্র) (১) ধনু (২) ছাগ (৩) এবং মেষ (৪) প্রদান করিবে। ২৬৮। ঈষদ্-ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণজাতীয়াদি স্ত্রী বধে শূদ্র-হত্যা ব্রত করিবে (অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণী-বধে যাণ্মাসিক ব্রত করিবে, জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়া-বধেও ঐ ব্রত, বৈশ্যাবধে দশধেনু এবং শূদ্রাবধে একমাস পঞ্চগব্যপানাদি সামান্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত করিবে।) ইতি স্ত্রীবধ প্রকরণ।

* এই বচনত্রয়ে যে চতুর্ব্বিধ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা একরূপ গোহত্যার নহে, ইহা বিষয় ভেদে মীমাংসনীয়।

† এস্থলেও পূর্ব্ববৎ বিষয় ভেদ ইত্যাদিতে মীমাংসা করিতে হইবে।

** ব্যক্তির স্বর্ণ নির্দ্দেশ এবং হত্যার জ্ঞানকৃতত্ব অজ্ঞানকৃতত্বভেদে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব হইবে।

'কৃকলাসাদি অস্থি-যুক্ত সহস্র প্রাণী হত্যায় এবং মৎকুণাদি অনস্থি-প্রাণী একশকট পরিমিত হত্যা করিলে শূদ্রহত্যা প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৬৯। বিড়াল, গোধা, নকুল, মণ্ডূক এবং কাকাদি পক্ষী হত্যা করিলে, (তৎপাপক্ষয়ার্থ) তিন দিন কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, অথবা পাদকৃচ্ছ্রব্রত করিবে। ২৭০। হস্তী হত্যা করিলে পাঁচটী নীলবৃষ, শুকপক্ষী হত্যা করিলে একটী দুই বৎসরের বৎস, গর্দ্দভ—ছাগল—বা মেষ—হত্যা করিলে একটী বৃষ এবং ক্রৌঞ্চপক্ষী হত্যা করিলে একটি তিন বৎসরের বৎস প্রদান করিবে। ২৭১। হংস, শ্যেন, (গৃধ্র) বানর, ব্যাঘ্র শৃগালাদি মাংসাশী পশু জলস্থলচর বকাদি পক্ষী, ময়ূর বা ভাস পক্ষী হত্যা করিলে, একটী গো দান করিবে। অমাংসাশী পশু হত্যা করিলে বৎসতরী দান করিবে। ২৭২। সরীসৃপ হত্যা করিলে লৌহময় দণ্ড, নপুংসক (পশুপক্ষী) হত্যা করিলে (মাষপরিমিত) ত্রপু এবং সীসক, শূকর হত্যা করিলে ঘৃত-পূর্ণ কুম্ভ, উষ্ট্র হত্যা করিলে গুঞ্জা এবং অশ্ব হত্যা করিলে শুকপক্ষী প্রদান করিবে। ২৭৩। তিত্তিরি পক্ষী হত্যা করিলে দ্রোণ (অর্থাৎ প্রায় এক মণ ২৪ সের) পরিমিত তিল প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত হস্তী প্রভৃতি বধে যথোক্ত দান করিতে অশক্ত হইলে প্রত্যেক পাপের পরিশুদ্ধি নিমিত্ত ব্রত করিবে। ২৭৪। যে সকল প্রাণী, উড়ুম্বরাদিফল, মধুকাদি পুষ্প, চিরপর্য্যুষিত অন্নাদির প্রান্তভাগ বা গুড়াদি রসে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বধ করিলে মাত্র কিঞ্চিৎ ঘৃতাহার করিবে, এক একটী অস্থিযুক্ত প্রাণিবধে কিঞ্চিৎ দান করিবে অস্থি রহিত প্রাণীবধে প্রাণায়াম করিবে। ২৭৫। (অদৃষ্টার্থ সিদ্ধি ব্যতীত) বৃক্ষ—গুল্ম—লতা—বা বীরুধ ছেদন করিলে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র শতবার জপ করিবে। (শূদ্রের মন্ত্র জপে অধিকার নাই বলিয়া তাহার পক্ষে দুই দিন উপবাসাদি কল্পনা করিতে হইবে) বৃথা ওষধি ছেদন করিলে এক দিন পরিচর্য্যার্থ গবানুগমন করিয়া মাত্র দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। ২৭৬। ব্যভিচারিণী—বানর—খর—উষ্ট্র—কাক—শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, জলে প্রাণায়াম করিয়া মাত্র ঘৃতাহার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে (ইহা অসমর্থ পক্ষে)। ২৭৭। (গৃহস্থ) স্ত্রীসম্ভোগ ব্যতীত অকামত স্খলিত নিজ বীর্য্যের উপর "যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় জপ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি গৃহীত সেই মন্ত্রপূত বীর্য্যদ্বারা স্তন মধ্য এবং ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিবে। ২৭৮। নিজ প্রতিবিম্ব জল মধ্যে অবলোকন করিলে "ময়িতেজ ইন্দ্রিয়ং" এই মন্ত্র জপ করিবে অশুচি দ্রব্য দর্শন, বাক্ পাণিপাদাদি চাপল্য এবং অনৃত বচনে সাবিত্রী জপ করিবে। ২৭৯। ব্রহ্মচারী স্ত্রীসংসর্গ করিলে, "অবকীর্ণী হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নির্ঋতি দেবতা উদ্দেশে গর্দ্দভ পশুদ্বারা যাগ করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ২৮০। ব্রহ্মচারী পীড়িত না হইয়া (গুরুপরিচর্য্যাদি গুরুতর কার্য্যে ব্যগ্রতা বশতঃ) সাতদিন, ভিক্ষা এবং অগ্নি কার্য্য (অর্থাৎ হোম) পরিত্যাগ করিলে "কামাবকীর্ণোঽস্ম্যবকীর্ণোঽস্মি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় দ্বারা দুইটী আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর "সমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নির উপাসনা করিবে, আর অজ্ঞানতঃ ক্ষৌদ্র-মধু বা (অন্যের পক্ষে অনিষিদ্ধ) মাংস ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, পরে (আশ্রমোচিত) অবশিষ্ট ব্রত আচরণ করিবে। ২৮১। ২৮২। গুরুর আদেশ প্রতিপালনাদি না করিলে, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াই শুদ্ধ হইবে, আর গুরু শিষ্যকে বিষম স্থানে পাঠাইলে, শিষ্য যদি সেই স্থানে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে গুরু প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবেন। ২৮৩। ব্রাহ্মণাদি-প্রাণীর প্রতি চিকিৎসাদি উপকার করিতে গিয়া যদি ঐ উপকার-পাত্র দৈবাৎ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উপকারকের পাপ হইবে না। দ্বেষবশতঃ কাহারও উপর কোন পাপের মিথ্যা আরোপ করিলে আরোপিত পাপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ, আরোপয়িতার হইবে, আর অপ্রকাশিত পাপ দ্বেষ বশতঃ প্রকাশ করিয়া দিলে, প্রকাশিত পাপের সম পাপ, প্রকাশকের হইবে। ২৮৪। এবং যে

কাহারও উপর কোন পাপের মিথ্যা আরোপ করে, সে যে কেবল উক্ত পাপেরই দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হয়, এমত নহে; পরন্তু যাহার উপর আরোপ করে, সেই মিথ্যাভিশস্তের যাবদীয় পাপরাশি, তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়; যে ব্যক্তি, অপরের উপর মহাপাতক উপপাতকাদি, অলীক আরোপিত করে, সে একমাস ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক "শুদ্ধবতী" মন্ত্র জপ করিবে এবং মাত্র জলাহারী হইয়া থাকিবে (এই প্রায়শ্চিত্ত সবর্ণের পক্ষে জানিবে, হীন বা উৎকৃষ্ট বর্ণের পক্ষে যথা-সম্ভব গুরু লঘু প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া লইতে হইবে)। ২৮৫। যাহার প্রতি মিথ্যা অপরাধ আরোপিত হইবে, সে ব্যক্তি প্রাজা-পত্য করিবে, অথবা অগ্নিদেবতাক পুরো-ডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পুরোডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পশুদ্বারা - যাগ করিবে। ২৮৬। যে ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতীত ভ্রাতৃজায়া গমন করে, তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে (ভ্রাতার বাগ্‌দত্তা পত্নীতে অজ্ঞানত একবার মাত্র গমন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে)। ২৮৭। যে ব্যক্তি, রজস্বলা ভার্য্যাতে উপগত হয়, সে, তিন দিন উপবাসান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। ২৮৮। ব্রাত্যযাজন করিলে, অথবা অভিচার করিলে প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবে, বেদ বিপ্লাবক (অর্থাৎ অনধ্যায়াদিতে বেদাধ্যায়ী) এবং তস্করাদি ব্যতীত শরণাগত পরিত্যাগী, এক বৎসর মাত্র যবৌদন ভোজন করিয়া থাকিবে। ২৮৯। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, গোষ্ঠে বাস করতঃ একমাস (প্রত্যহ তিন সহস্র) গায়ত্রী জপ করিবে এবং দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিবে, এইরূপে অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে। (চাণ্ডালাদির নিকট প্রতিগ্রহ, তীর্থে প্রতিগ্রহ চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি কালে প্রতিগ্রহ এবং সুরাদি-প্রতিগ্রহকে অসৎপ্রতিগ্রহ কহে, চাণ্ডালাদি অসৎ ব্যক্তির নিকট সুরাদি অসৎ বস্তু প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার এই প্রায়শ্চিত্ত)। ২৯০। গর্দ্দভযানে বা উষ্ট্রযানে গমন করিলে, উলঙ্গ অবস্থায় স্নান বা ভোজন করিলে এবং দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে, জলাবগাহনান্তে প্রণায়াম করিবে। ২৯১। পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক হুঙ্কার করিলে বা "তুমি" শব্দ ব্যবহার করিলে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা পরাজিত করিলে অথবা ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বস্ত্র দ্বারা কোমলভাবে বন্ধন করিলে, (অর্থাৎ গলায় গামছা দিলে) ঐ গুরু বা ব্রাহ্মণকে প্রণামাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া একদিন উপবাস করিবে। ২৯২। ব্রাহ্মণকে মারিতে দণ্ড উদ্যত করিলে—প্রাজাপত্য ব্রত, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র, আঘাত দ্বারা রক্ত পাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, এবং যে আঘাত দ্বারা রক্ত বিকৃতভাবে ত্বকের অভ্যন্তরেই থাকে (অর্থাৎ কালশিরা পড়ে) তাহাতে প্রাজাপত্য করিতে হইবে (এই শেষোক্ত বিষয়ের তাৎ-পর্য্য এই যে, আঘাত করিলে যে অতিকৃচ্ছ্র করিতে হয়, তাহা ত করিবেই, তদ্বাদে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ আঘাতের জন্য আরও একটী প্রাজা-পত্য করিবে; মোট একটী অতিকৃচ্ছ্র আর প্রাজাপত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত) *। ২৯৩। দেশ, কাল, প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তার বয়ঃক্রম, শক্তি এবং পাপ, এই সকল বিষয় যত্নপূর্ব্বক পর্য্যা-লোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে। আর যে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তৎসমস্তেরও প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে পারিবে। ২৯৪। (পতিত ব্যক্তি বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা না করিলে) পতিত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবগণ

* বৃহস্পতির বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বচনের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। যথা,—ব্রাহ্মণকে আঘাত করিতে দণ্ড উদ্যত করিলে(উদ্যতদণ্ড পুরুষ, যেরূপ আঘাত করিতে সঙ্কল্প করিবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণোপদিষ্ট গুরু লঘু যৎকিঞ্চিৎ) প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে, অস্থিভেদক আঘাতে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গচ্ছেদজনিত রক্তপাতে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, আর রক্তপাত-শূন্য ত্বক্‌চ্ছেদে প্রাজাপত্য করিবে। (১ ম); মূলস্থিত দুইটী কৃচ্ছ্র শব্দের প্রাজা-পত্য অর্থ নহে, কিন্তু প্রথমটীর অর্থই প্রাজাপত্য, দ্বিতীয়-টীর অর্থ যথাসম্ভব ব্রত। (২ য), এই ব্যাখ্যা ত্রিলো-চনাচার্য্য সম্মত।

গ্রামের বহির্দ্দেশে (দক্ষিণমুখ বিবৃতোত্তরীয় হইয়া) নিক্ষেপ করিবে (ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিতেই প্রেতোচিত উদকপিণ্ডদানাদি করিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে) অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে সকল কার্য্যেই বহির্ভূত করিয়া রাখিবে (অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপে সংসর্গ না হয়, তাহা করিবে)। ২৯৫। (এইরূপে বন্ধুবান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, অনুতপ্ত হইয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বান্ধবগণ তাহার সহিত পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিয়া) জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষেপ করিবে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে (পূর্ব্ব পাপ উল্লেখ করিয়া) কোনরূপ নিন্দা করিবে না এবং সকল কার্য্যেই ইহাকে লইয়া ব্যবহার করিবে। ২৯৬। পতিত স্ত্রীলোকের পক্ষেও এইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, (তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে বন্ধুবান্ধবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রামের বহির্দ্দেশে পূর্ণকুম্ভ নিক্ষেপ করিলেও) আপনাদিগের গৃহের নিকটে থাকিবার জন্য সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, জীবন ধারণার্থ একমুষ্টি অন্ন দিবেন এবং লজ্জা নিবারণার্থ জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড দিবেন, আর সেই অবস্থাতেও পরপুরুষ-সঙ্গ নিবারণ করিবেন। ২৯৭। হীনবর্ণ-পুরুষ-সম্ভোগ গর্ভপাতন এবং স্বামিহত্যা, এই সকল কার্য্যও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র-পাতিত্যজনক, ইহা নিশ্চয় (তদ্ভিন্ন জাতিমাত্রের যাহাতে পাতিত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও স্ত্রীলোকের পাতিত্যজনক)। ২৯৮। শরণাগতঘাতী, শিশুঘাতী, স্ত্রীঘাতী এবং কৃতঘ্ন, এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইলেও ইহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবে না। ২৯৯। জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষিপ্ত হইবার পর (কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কতিপয় গাভীকে তৃণাদি (অর্থাৎ গোকুল) প্রদান করিবে, প্রথমে ঐ সকল গাভীগণ তদ্দত্ত তৃণাদি-গ্রাস ভোজন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলে পশ্চাৎ জ্ঞাতিগণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিতে পারিবেন। ৩০০। পাপ উহার দাসী দ্বারা আনীত জলপূর্ণ কুম্ভ প্রকাশ হইলে পাপী, সভার * অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর পাপ প্রকাশ না হইলে, রহস্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। ৩০১। ব্রহ্মহত্যাকারী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলমধ্যে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিবে, (তিন দিনের পর) দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে (ইহা ব্রহ্মহত্যার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত) । ৩০২। অথবা সমস্ত অহোরাত্র বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সেই রাত্রে জলে অবস্থিতি করিবে, অনন্তর (প্রাতঃকালে জল হইতে উত্থিত হইয়া) "লোমভ্যঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে চত্বারিংশৎ আহুতি প্রদান করিবে। ৩০৩। সুরাপায়ী, ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া "যদ্দেবাদেবহেড়নম্" ইত্যাদি কুষ্মাণ্ডী ঋক্ পাঠ করিয়া চত্বারিংশৎ বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অশীতিরত্তিক ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহারী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক "নমস্তে রুদ্রমন্যবে" এই শতরুদ্রীয় জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। ৩০৪। গুরুতল্পগামী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া-চত্বারিংশৎ বার করিয়া "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি পুরুষ সূক্ত মন্ত্র জপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ইহারা এক একটী দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে (এই সকল রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞানকৃত পাপের পক্ষে বিহিত হইয়াছে)। ৩০৫। যাহার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, সেই জাতিভ্রংশকরাদি পাপ, সকল উপপাতক এবং অন্যান্য সকল পাপ অপনোদন করিবার জন্য (যথাসম্ভব পাপের তারতম্য অনুসারে) শত (দ্বিশত ইত্যাদি এবং এতন্ন্যূন এতদধিক) প্রণায়াম করিবে। ৩০৬। দ্বিজ (অজ্ঞানবশতঃ) রেতঃ-পান বিষ্ঠা-ভোজন বা মূত্রপান করিলে সোমরসের উপর প্রণব জপ করিয়া শুদ্ধিজনক সেই রস পান করিবে। ৩০৭। রাত্রিতে বা দিবসে অজ্ঞানপূর্ব্বক যে সকল প্রকীর্ণক পাপ অনুষ্ঠিত হয় (অথবা মানস

* ঋগ্‌যজুঃসামবেদজ্ঞ, পূর্ব্বোত্তর মীমাংসাবেত্তা, ন্যায়শাস্ত্রকুশল, নিরুক্তাভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ এবং তিনজন আশ্রমী, এইরূপ অন্যূন দশজনের নাম সভা।

উপপাতক হয়) তৎসমস্ত ত্রৈকালিক সন্ধ্যা উপাসনা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩০৮। "বিশ্বানিদেবঃ সবিতঃ" ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র জপ, আরণ্যক মন্ত্রজপ, এবং বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ, আর একাদশরুদ্রানুবাকজপ (অঘমর্ষণ শুক্ত জপ) এই সমস্ত জপ (যথাযোগ্য সংখ্যা-ক্রমে আচরিত হইলে, যথা মহাপাতকে লক্ষ উপপাতকে সহস্র ইত্যাদি) সকল পাপ বিনষ্ট করে॥ ৩০৯ ॥ দ্বিজ আপনাকে যে যে বিষয়ে পাপে আক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে তত্তৎ বিষয়ে (বিহিত সংখ্যা অনুসারে) গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলদ্বারা হোম করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ হস্তে তিল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আপনার শুদ্ধি বা ধর্ম্মরাজের প্রীতি বাচন করিয়া লইবে॥ ৩১০ ॥ (বেদাধ্যয়ন, বেদ-বিচার, বেদানুশীলন, তাৎকালিক ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদাধ্যাপন—বেদাভ্যাস এই পাঁচপ্রকার) এইরূপ বেদাভ্যাস-পরায়ণ তিতিক্ষাযুক্ত অর্থাৎ পঞ্চযজ্ঞকর্ত্তা মহাত্মাকে ব্রহ্মবধাদি-মহাপাতক-সম্ভূত পাপ-রাশিও স্পর্শ করিতে পারে না, উপপাতকাদির ত কথাই নাই॥ ৩১১ ॥ দিবসে বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সমস্ত রাত্রি জলে অতিবাহিত করিবে, অনন্তর সূর্য্যোদয়ের পর সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মবধ ব্যতীত সকল পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৩১২।

ইতি রহস্য প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, দান, সত্য, অকুটিলতা, অহিংসা, অস্তেয়, মধুরতা এবং দম (অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, এই সকল যম নামে স্মৃত হইয়াছে॥ ৩১৩॥ স্নান, মৌন, উপবাস, যাগ, স্বাধ্যায়, উপস্থসংযম, গুরুসেবা, শৌচ, অক্রোধ এবং অপ্রমাদ এই সকলের নাম নিয়ম (প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময়ে এই যমনিয়ম, অবশ্য আশ্রয় করিবে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম সকল সময়েই আশ্রয়ণীয় বটে, তথাপি তাহাদিগের পুনর্গ্রহণ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গত্ব প্রতিপাদনার্থ ইত্যাদি) ॥৩১৪ ॥ গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত এবং কুশজল পান করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে, এই ব্রতের নাম সান্তপন, ইহা উৎকৃষ্ট ব্রত। ৩১৫। সান্তপনব্রতে গোমূত্রাদি যে ছয়টী দ্রব্য উক্ত হইয়াছে তাহার একএকটী মাত্র আহার করিয়া ক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত করিবে এবং সপ্তমদিনে উপবাসী থাকিবে, এই ব্রত মহাসান্তপন নামে স্মৃত হইয়াছে। ৩১৬। পলাশ পত্রের কাথ, উড়ুম্বর পত্রের কাথ, পদ্মপত্রের কাথ, বিল্বপত্রের কাথ এবং কুশজল এই পাঁচ প্রকার জলের মধ্যে প্রত্যেক দিন এক এক রকম জল পান দ্বারা (পাঁচদিন অতিবাহিত করিলে) যে ব্রত হয়, তাহা পর্ণকৃচ্ছ, নামে উদাহৃত। ৩১৭। তপ্তদুগ্ধ, তপ্তঘৃত এবং তপ্তজল, এই তিন রকম পেয় প্রত্যহ এক একটী করিয়া (তিন দিন) পান করিবে ও একদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন উপবাস করিবে, ইহা তপ্তকৃচ্ছ্র নামে বিখ্যাত। ৩১৮। একদিন এক-ভক্ত, একদিন নক্ত, একদিন অযাচিত-ভোজন এবং এক দিন উপবাস দ্বারা যে ব্রত আচরিত হয়, তাহার নাম পাদকৃচ্ছ্র। ৩১৯। এই ব্রত (যথাক্রমে তিন দিন এক-ভক্ত তিন দিন নক্ত, তিন দিন অযাচিত-ভোজন এবং তিন দিন উপবাস কিংবা এক একদিন করিয়া চার দিনে উপবাসান্ত কার্য্য করিয়া আবার এক একদিন করিয়া ঐরূপ কার্য্য, এই প্রকারে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিলে) ইত্যাদি যে কোনরূপে তিনগুণ হইলে প্রাজাপত্য নামে কথিত হয়। এই প্রাজাপত্য-ব্রতই "অতিকৃচ্ছ্র" পদবাচ্য হইবে, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, যে কয় দিন আহার করা নিয়ম, অতিকৃচ্ছ্রে সেই কয়দিন পাণি পূরণমাত্র (অর্থাৎ যতগুলি অন্নে দক্ষিণ করতল পূর্ণ হয়, মাত্র ততগুলি) অন্ন আহার করিবে (প্রাজাপত্য ব্রতে দ্বাবিংশত্যাদি গ্রাস আহার করিতে মনু আদেশ করিয়াছেন) ।৩২০। একবিংশতিদিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত হয়, দ্বাদশাহ উপবাসসাধ্য ব্রত পরাক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে ।৩২১। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল এবং শক্তু এই সকল বস্তুর এক একটী করিয়া প্রত্যহ ভোজন এবং অনন্তর একদিন উপবাস এই

(ষড়হঃসাধ্য ব্রত) সৌম্যকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত হয়।৩২২। পিণ্যাকাদি পঞ্চ দ্রব্যের এক একটী দ্রব্য যথাক্রমে তিনদিন্ করিয়া ভোজন করিবে, এই পঞ্চদশাহ-সাধ্য ব্রত তুলাপুরুষ নামে জ্ঞাতব্য।৩২৩। চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইলে; ময়ূরাণ্ড-প্রমিত নিজ-ভোজ্য পিণ্ড শুক্লপক্ষ তিথি বৃদ্ধিঅনুসারে এক একটী করিয়া বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কৃষ্ণপক্ষে এক একটী করিয়া কমাইবে (অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একটী, দ্বিতীয়ায় দুইটী,এইরূপ পূর্ণিমাতে পঞ্চদশটী পিণ্ড ভোজন করিবে; আবার কৃষ্ণ প্রতিপদে চতুর্দ্দশটী দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশটী এইরূপে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে একটীমাত্র পিণ্ড ভোজন করিয়া থাকিয়া অমাবস্যাতে উপবাস করিবে)।৩২৪।(অথবা) একমাসে মোট ২৪০ দুই শত চল্লিশটী পিণ্ড, যে কোনরূপে (অর্থাৎ কোন দিন ১৬টী পিণ্ড ভোজন, কোন দিন উপবাস, কোন দিন বা ১টী মাত্র পিণ্ড ভোজন, ইত্যাদি অনির্দ্ধারিতরূপে) ভোজন করিবে, ইহা অন্যবিধ চান্দ্রায়ণ।৩২৫। (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্যতীত) প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ করিবার সময় ত্রিকালস্নায়ী হইবে এবং স্নানান্তর অঘমর্ষণাদি পবিত্রজপ করিবে এবং ভক্ষ্য পিণ্ডের উপর গায়ত্রী জপ করিবে।৩২৬। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল পাপের চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি,—ধর্ম্মার্থ এই ব্রত আচরণ করে, সে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ চন্দ্রলোকে বাস করিতে পায়)।৩২৭। যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া ধর্ম্মকামনায় প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র আচরণ করে, সে মহতী লক্ষ্মী লাভ করে এবং রাজসূয়াদি প্রধান প্রধান যজ্ঞফল পাইয়া থাকে।৩২৮। সামশ্রব প্রভৃতি ঋষিগণ, এই সকল যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অমিততেজা মহাত্মা যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যকে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৩২৯। যাঁহারা নিরালস্য হইয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে যোগ লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গ গমন করিবেন।৩৩০। বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃ প্রার্থী আয়ুঃ এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হ'ন।৩৩১। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে অন্ততঃ তিনটী শ্লোক শ্রবণ করাইবে, তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে, ইহাতে সংশয় নাই॥৩৩২॥ এই শাস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ পাত্রত্ব (অর্থাৎ বিদ্যাতপঃসম্পন্নত্ব) প্রাপ্ত হইবেন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইবে, এবং বৈশ্য ধনধান্য সম্পত্তিশালী হইবে॥৩৩৩॥ যে পণ্ডিত প্রতিপর্ব্বে দ্বিজগণকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার অশ্বমেধ ফল হইবে, তাহা অর্থাৎ আমাদিগের এই বাক্য আপনি অনুমোদন করুন॥৩৩৪॥ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বয়ম্ভূব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক 'তাহাই হউক' (অর্থাৎতোমাদিগের কথা অনুমোদন করিলাম, কথিত ফল সমস্ত স পূর্ণ হউক) ইহা বলিলেন॥৩৩৫॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সম্পূর্ণ।

উশনঃ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

শৌনকাদি মুনিগণ, ভৃগুবংশীয় ঔশন (উশনা'র পুত্র) মুনিকে প্রণাম করিয়া—ধর্ম্মশাস্ত্রের নিশ্চিত তত্ত্ব সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ উশনা—শ্রোতা ঋষিমণ্ডলীর নিকটে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের হেতু পাপনাশক যে ধর্ম্ম—বলিয়াছিলেন, আমি আজ তাহা বলিতেছি,—তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর; ইহা বলিয়া, স্বীয় পিতা ভার্গব উশনাকে প্রণামপূর্ব্বক ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন। ২। ৩। গর্ভাষ্টম বর্ষে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে স্বীয় গৃহ্য সূত্রবিধি অনুসারে (যথা সাম বেদীর গোভিলসূত্র স্বীয় গৃহ্য সূত্র) উপনীত হইয়া দ্বিজোত্তম বেদসকল অধ্যয়ন করিবে। ৪। (বেদাধ্যয়ন কালে) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ড, মেখলাসূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিবে ও গুরুহিতে নিরত থাকিবে। ভিক্ষাহারী হইবে এবং গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। ৫। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কার্পাসকেই উত্তম উপবীত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উপবীত সূত্র ত্রিগুণিত হইবে। (এবং ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রময় ও বৈশ্যের মেষলোমনির্ম্মিত উপবীত হইবে। মূলে"কৌশিবাদাস্ত্র"স্থলে"শোণমাবিক"হইবে।) দ্বিজ, সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং সর্ব্বদা শিখা বন্ধন করিয়া রাখিবে; কার্পাস নির্ম্মিতই হউক আর কাষায়ই হউক পূর্ব্বাবস্থা হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া উপনয়নকালে যেরূপ বস্ত্র পরিহিত হইবে, সেইরূপ শুক্লবর্ণ, অচ্ছিদ্রবস্ত্রই (অধ্যয়ন অবস্থায়) পরিধান করিয়া থাকিবে। ৭। উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাজিন বস্ত্রই উত্তরীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে—তদভাবে উত্তম রৌরবচর্ম্ম উত্তরীয় হইবে, ইহাই বিধি। ৮। বাম বাহুর ঊর্দ্ধভাগ হইতে অর্থাৎ বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুর অধোভাগ পর্য্যন্ত বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত, সর্ব্বদা এইরূপ উপবীতী হইয়া থাকিবে, কণ্ঠদেশ হইতে মালাকারে দোদুল্যমান যজ্ঞসূত্রের নাম নিবীত। (মূলে "কণ্ঠলম্বনং" হইবে) ।৯। হে দ্বিজগণ! বামবাহু উদ্ধৃত করিয়া (তাহার অধোদেশ হইতে) দক্ষিণ স্কন্ধে ধৃত যজ্ঞসূত্র প্রাচীনাবীত নামে কথিত হইয়াছে—পিত্র্যকর্ম্মে—এইরূপ প্রাচীনাবীতী হইবে। ১০। অগ্নিগৃহে (সাগ্নিকদিগের হোমগৃহে), গাভীর গোষ্ঠে, হোমকালে, জপকালে, অবশ্য কর্ত্তব্য স্বাধ্যায়ভোজনকালে, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে, গুরুর উপাসনা সময়েও উভয় সন্ধ্যাতে অবশ্যই উপবীতী হইবে, ইহা চিরপ্রচলিত নিয়ম। ১১।১২। ব্রাহ্মণের যেটী মেখলা হইবে, তাহা মুঞ্জাতৃণ দ্বারা নির্ম্মিত—ত্রিবৃৎ (তেহারা) সমান অর্থাৎ একহারা ছোট; আর একহারা বড় এইরূপ বৈষম্যদোষশূন্য এবং মসৃণ করিবে; মুঞ্জাভাবে কুশ দ্বারাই নির্ম্মাণ করিবে; ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং ঐ মেখলা গ্রন্থিত্রয়যুক্ত বা একগ্রন্থিযুক্ত হইবে। ১৩। দ্বিজ কেশ পর্য্যন্ত উচ্চ সৌম্য ও ব্রণ—বিল্বশাখাসম্ভূত দণ্ড বা পালাশদণ্ড কিংবা যজ্ঞোডুম্বর শাখার দণ্ডধারণ করিবে। ১৪। দ্বিজ একাগ্রচিত্ত হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করিবে।

কাম, লোভ, ভয় বা মোহপ্রযুক্ত কদাপি তাহা পরিত্যাগ করিবে না।১৫। সন্ধ্যোপাসনার পর সায়ংকালেও প্রাতঃকালে প্রসন্নচিত্তে অগ্নিকার্য্য করিবে। স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে।১৬। অনন্তর পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা দেবপূজা করিবে এবং প্রতিদিন ধর্ম্মানুসারে নম্রতা সহকারে "অসাবহং ভো অভিবাদয়ে" অর্থাৎ অমুক দেবশর্ম্মা আমি আপনাকে অভিবাদন করি—বলিয়া পূজ্য ব্যক্তিবর্গকে অভিবাদন করিবে,তাহাতে দীর্ঘায়ুঃ, অরোগী, এবং ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইবে।১৭ মূলে "বৃদ্ধেষ্ট" না হইয়া "বৃদ্ধেষু" হইবে।১৭। ১৮। ব্রাহ্মণ অভিবাদন করিলে তাহাকে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য (শ্রী অমুক দেবশর্ম্মন্)" অর্থাৎ হে সৌম্য অমুক তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও এই কথা বলিবে।১৯। যে দ্বিজ অভিবাদনের পর কর্ত্তব্য প্রত্যভিবাদন করিতে না জানে, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে প্রণাম করিবে না; কেননা শূদ্র যেরূপ অনভিবাদ্য সেও তদ্রূপ।২০। গুরুজনকে অভিবাদন করিবার সময়ে তাঁহার পাদ গ্রহণ, সব্য অর্থাৎ বাম কিম্বা দক্ষিণ পাণিদ্বারা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এককালেই বাম পাণিদ্বারা গুরুর বামপাদ স্পর্শ এবং দক্ষিণ পাণিদ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ স্পর্শ করিবে।২১। লৌকিক, বৈদিক, বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, (পূজ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে) তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন করিবে।২২। (অভিবাদক ও অভিবাদ্য) জল, ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি, পুষ্প, সমিধ এবং বিধ অপর বস্তু এবং যে কিছু দেবদেয় দ্রব্য, তাহা (অভিবাদন সময়ে) স্পর্শ করিয়া থাকিবে না।২৩। উপাধ্যায়, পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং মহীপতি এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তি সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে-কুশল, ক্ষত্রিয়কে—অনাময়, বৈশ্যকে—ক্ষেম এবং শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন করিবে।২৪।২৫। মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণক-জ্যেষ্ঠ, এবং পিতৃব্য এই সপ্তবিধ ব্যক্তি পিতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।২৬। মাতা, মাতামহী গুরুর অর্থাৎ আচার্য্যাদির পত্নী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা ইত্যাদি অর্থাৎ মাতুলানী প্রভৃতি শ্বশ্রূ, পিতামহী, এবং জ্যেষ্ঠা-ভগিনী—ইহারা পূজ্য স্ত্রীলোক।২৭। এইরূপে মাতৃক্রমে ও পিতৃক্রমে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে যে যে গুরু, তাহা কথিত হইল; কায়মনোবাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা ইহাদিগের অনুবৃত্তি করা উচিত।২৮। গুরুজনকে অবলোকন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিবে, অনন্তর অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিবে; তাঁহাদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না এবং কোন প্রয়োজনবশতঃই তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না (মূলে "বিবাদেনা" না হইয়া "বিবদেন্ন হইবে")।২৯। প্রাণরক্ষার্থেও তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিবে না এবং নিন্দা করিবে না। শত শত অন্য গুণ থাকিলেও গুরুদ্বেষী ব্যক্তি অধোগামী হয়।৩০। সকল গুরুর মধ্যে পাঁচটী গুরুজন বিশেষ; পূজ্য; যথা মাতা (১) গুরু পিতা (২) অথবা আচার্য্য (৩) উপাধ্যায় (৪) ঋত্বিক্ (৫) ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ প্রথমোক্ত তিনজন মহাগুরু; এবং জননী ইহাদিগের মধ্যেও সুপূজিতা (শ্রেষ্ঠা)।৩১। যে এক দিনের তরেও বাসস্থান দেয় যাহার নিকট এক ক্ষণও উপদিষ্ট হওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা যায় (২) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (৩) ভর্ত্তা অর্থাৎ প্রতিপালক এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে—স্বামী (৪) এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগুরু, (৫)—কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, এই পঞ্চবিধ গুরুকে, আপনার অশেষ বিশেষ যত্নে এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়াও পূজা করিবে।৩২।৩৩। পিতা ও মাতা এই দুই জন যতদিন বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন, নির্ব্বিকারভাবে অন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। পিতা এবং মাতা, যদি পুত্রগণে অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে, পুত্র, সেই পিতামাতার প্রীতিউৎপাদনরূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা সকল সৎকর্ম্মফল প্রাপ্ত হন। মাতার ন্যায় দৈব নাই, পিতার মত গুরু নাই এবং তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকারও কিছু নাই। কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য করিবে। তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে মুক্তিজনক কার্য্য এবং নিত্য নৈমি-

স্তিক কার্য্য ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম—করিবে না। পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণতাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম অতএব পরকালে নিরতিশয় আনন্দজনক। ৩৪-৩৬। সম্পূর্ণরূপে শৌচাচারশিক্ষক আচার্য্যকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শিষ্য, ইহকালে বিদ্যাফল (সম্মানাদি) প্রাপ্ত হ'ন এবং পরকালে স্বর্গধামে সেই বিদ্যাফল অসীম আনন্দ লাভ করেন। ৩৭। যে মূঢ়, পিতৃতুল্য মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবজ্ঞা করে, সে, মৃত্যুর পর সেই পাপে নরকে গমন করে। ৩৮। ইহলোকে, প্রতিপালক ব্যক্তির যে উপকারকতা, ও শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহার উপর দৃষ্টি করিবে। প্রতিপালক,—সকল পুরুষেরই মনোনিবেশপূর্ব্বক পূজ্য বলিয়া সম্মত। ৩৯। ভর্ত্তার উপকারার্থ যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগেরই উত্তমলোক প্রাপ্তি হয়; ইহা ভগবান্ ভৃগু (উশনা) বলিয়াছেন। মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর এবং ঋত্বিক্ এই সকল গুরুজন, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে, প্রত্যুত্থান করিয়াই "অসাবহং" (এই আমি) ইহা তাঁহাদিগকে বলিবে। ৪১। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি, যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তৎকালে তাঁহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিবে না, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, "ভোঃ" এই কথা উচ্চারণ করিয়া কথোপকথনাদি করিবে। ।৪২। শ্রীকামী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ; জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মস্তকদ্বারা সাদরে সর্ব্বদা অভিবাদন করিবে তাহাতে তাহাদিগের পাপ নাশ হয়। ৪৩।

জ্ঞানী, ক্রিয়াবান্, গুণবান্ এবং বহু শাস্ত্রবেত্তা হইলেও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, কখনই ব্রাহ্মণদিগের নমস্য নহে। ৪৪। ব্রাহ্মণ, অসবর্ণকগণ বর্ণকে এবং কনিষ্ঠ সবর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিবে; অপর জ্যেষ্ঠ সবর্ণকে অভিবাদন করিবে ইহা নিয়ম। ৪৫। অগ্নি,—দ্বিজাতিগণের গুরু, ব্রাহ্মণ,—সকল জাতির গুরু, স্বামী—পত্নীর গুরু এবং অতিথি,—সকলেরই গুরু। ৪৬। যাহার বিদ্যা, সৎকার্য্য, বয়ঃ, সহায় এবং ধন, (যদপেক্ষা অধিক, সে, তাহার নিকটে মান্য সুতরাং) উক্ত পাঁচটী জিনিস,—মান্যতার কারণ, এবং ইহার মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বের আদর বেশী। ৪৭। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে যে গুণবান্—যাহাতে উক্ত পাঁচটীর মধ্যে অন্ততঃ একটীও থাকে, সে, অপেক্ষাকৃত কোন বিষয় ক্ষুদ্র হইলেও সম্মান পাইবার উপযুক্ত। ৪৮। পিণ্ডাদ অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন ভোজনে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রাজা, রাজদূত, বৃদ্ধ, ভারাবনত ব্যক্তি, রোগী এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের মান রাখিবে অর্থাৎ ইহাদিগের অগ্রতম ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পথ ছাড়িয়া দিবে। ৪৯। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন গুরুকে নিবেদন; করিবে অনন্তর গুরুর অনুমতিক্রমে, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিবে। ৫০। উপনীত ব্রাহ্মণ, অগ্রে ভবৎ—শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে অর্থাৎ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিবে। ক্ষত্রিয়, মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া ভিক্ষা করিবে অর্থাৎ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" বলিবে; এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিবে। ৫১। মাতার নিকট, ভগিনীর নিকট, মাতৃস্বসার নিকট কিংবা যে নারী ইহাকে (উপনীত বালককে) অবমান (প্রত্যাখ্যানাদি) না করিবে, তাহার নিকট প্রথমে ভিক্ষা করা বিধি। ৫২। ভিক্ষা, সজাতীয়দিগের নিকট অথবা সকল বর্ণের নিকট করিতে পারিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু পতিতাদির নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে না। ৫৩। ব্রহ্মচারী,—যাহারা বেদাধ্যয়ন; বেদবিহিত যজ্ঞাদি, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া থাকে, ও নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মে তৎপর, তাহাদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষাচরণ করিবে। (মূলে "বেদযজ্ঞাদি," এইস্থলে "বেদ যজ্ঞাদ্য" ও "গৃহস্থঃ" এই স্থলে "গৃহেভ্যঃ" হইবে। ৫৪। গুরুবংশ, সপিণ্ড জ্ঞাতি এবং মাতুলাদি আত্মীয় ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিবে না। ভিক্ষাযোগ্য অপর গৃহ না থাকিলে, পূর্ব্ব পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ মাতুলাদি আত্মীয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে, তদভাবে সপিণ্ড জ্ঞাতি গৃহে,

তদভাবে গুরুবংশেও ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ ৫৪ শ্লোকোক্ত সজ্জনদিগের অসম্ভব হইলে, পবিত্র, ও মৌনী হইয়া এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, উক্ত গুণ রহিত গ্রামবাসী সকলের নিকটেও ভিক্ষা করিবে (কিন্তু মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ব্যক্তির নিকট যাইবে না)।৫৫। এইরূপ ভিক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে যে পর্য্যন্ত আহারে জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহা, ভোজন বিষয়ে গুরুর আজ্ঞা পাইলে, শুচি, মৌনী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবে। ৫৬। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং কামাদি রিপু জয় করিবে। মুনিগণ স্মরণ করিয়াছেন, যে ব্রহ্মচারীর ভিক্ষান্নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ উপবাসের তুল্য। (মূলে "বৃত্তিমঃ" না হইয়া "ব্রতিনঃ" হইবে। ৫৭। প্রত্যহ অন্নের পূজা (জীবন স্থিতির কারণ বলিয়া ধ্যান) করিবে। অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। নিজ ভোজনার্থ স্থাপিত অন্ন দর্শন মাত্রেই হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে, অর্থাৎ অন্য কারণেও কোন খেদ উপস্থিত হইলেও তৎকালে তাহা পরিত্যাজ্য। অন্নকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিনন্দন করিবে অর্থাৎ নিত্য আমাদিগের ইহা (অন্ন) জুটুক বলিয়া স্তব স্তুতি করিবে। ৫৮। কুৎসিৎ ভোজন অর্থাৎ অতিভোজনাদি আরোগ্যকর নহে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর নহে, স্বর্গজনক নহে, পুণ্যজনকও নহে, অধিকন্তু সমাজ বিদ্বিষ্ট— অতএব তাহা পরিত্যাজ্য। ৫৯। প্রত্যহ পূর্ব্ব মুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া চির-প্রচলিত বিধি অনুসারে অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু উত্তর মুখ হইয়া ভোজন করিবে না। ৬০। হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিবার পূর্ব্বেই দুইবার আচমন করিবে। এবং ভোজন করিয়া পরেও দুইবার আচমন করিবে। ৬১। পূর্ব্বে মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র রাখিয়া শেষ গণ্ডূষের পূর্ব্বে অমৃতাপিধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিবে। এই সময়ে মৌনাবলম্বন করা বিধি। ৬২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আচমন করিয়া থাকিলেও ভোজন, পান, স্নান, রথ্যোপসর্পণ (পথ বেড়ান), ওষ্ঠদ্বয়ের লোমশূন্য স্থানস্পর্শে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন, রেতঃস্খলন, মূত্রত্যাগ, বিষ্ঠাত্যাগ, অন্ত্যজজাতির সহিত কথাবার্ত্তা বলা, কাস-উদ্গম, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ এবং চত্বর বা শ্মশানে গমন,—এই সকল কার্য্যের পরে, অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময়ে, আর উভয় সন্ধ্যার উপাসনা কালে, পুনর্ব্বার আচমন করিবে। ১—৩॥ চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত আলাপ, উচ্ছিষ্ট স্ত্রী শূদ্রের সহিত কথা কহা, উচ্ছিষ্ট সবর্ণ-স্পর্শ, উচ্ছিষ্ট-ভোজ্য-স্পর্শ, অশ্রুপাত, অনৃত বাক্য প্রয়োগ, ভোজনারম্ভ, ভোজনান্ত ও সন্ধ্যোপাসন সময়ে এবং স্নান, পান, মূত্রত্যাগ ও বিষ্ঠাত্যাগের পর একবার আচমন করিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অর্থাৎ দুইবার আচমন করিবে। এতদ্ভিন্ন রথ্যোপসর্পণাদি কার্য্যে এক একবার আচমন করিলেই হইবে। (অথবা আচমন জলাভাবে) অগ্নি স্পর্শ; গোস্পর্শ বা পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণস্পর্শ করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৪—৬॥ মনুষ্য-স্পর্শ, সামান্য প্রস্তর স্পর্শ, এবং শিথিলনীবির পুনর্ব্বন্ধন করিবার পর, শুদ্ধ জল, শুদ্ধ তৃণ, বা শুদ্ধ ভূমি স্পর্শ করিবে। ৭। আত্মকেশ স্পর্শে শৌচাভিলাষী ব্যক্তি, (মূলে নবম শ্লোকে "গীতে চ" না হইয়া "শৌচেপ্সু" হইবে) প্রক্ষালিত বস্ত্রেরও প্রক্ষালন জলস্পর্শে সুখাসনে আসীন থাকিয়া এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অনুষ্ণ, অফেণ এবং অদুষ্ট জল দ্বারা আচমন করিবে। মস্তক বা কর্ণ আবরণ করিয়া থাকিলে, মুক্ত-কচ্ছ বা মুক্তশিখ হইলে এবং পাদ শৌচ না করা থাকিলে, আচমন করার পরেও অশুচি হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি, পাদুকা পরিয়া উষ্ণীষ মাথায় দিয়া কোন ধর্ম্মের জন্যই আচমন করিবে না। ৮—১০। বৃষ্টিধারা-জল দ্বারা আচমন করিবে না, দণ্ডায়মান থাকিয়া আচমন করিবে না, মূত্রনিশ্রিত জল দ্বারা আচমন করিবে না, একহস্তাহৃত

দ্বারা আচমন করিবে না। শূদ্রানীত জল জল ব্যতীত অন্য জলদ্বারা আচমন করিবে। পাদুকাসনে থাকিয়া অর্থাৎ খড়ম পরিয়া আচমন করিবে না। জানুর বহির্ভাগে হস্ত রাখিয়া আচমন করিবে না, কথা কহিতে কহিতে আচমন করিবে না। হাসিতে হাসিতে আচমন করিবে না। ইতস্ততো দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে আচমন করিবে না। অত্যন্ত নম্রকায় হইয়া আচমন করিবে না। জল না দেখিয়া আচমন করিবে না। উষ্ণ বা ফেণিল জলে আচমন করিবে না।১২। শূদ্রপ্রদত্ত, অপবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক আহৃত ও প্রদত্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না। ক্ষার জল দ্বারা আচমন করিবে না। অঙ্গুলি গৃহিত জল দ্বারা আচমন করিবে না। আচমনের জল পান করিবার সময়ে মুখে শব্দ করিবে না। তৎকালে অন্যমনস্ক হইবে না। বিকৃত বর্ণ বা বিকৃত রস জল দ্বারা আচমন করিবে না। প্রদর জল দ্বারা আচমন করিবে না, প্রাণিজনিত জল অর্থাৎ প্রাণিদিগের ঘর্ম্মাদি জল বা গোষ্পদাদি জল দ্বারা আচমন করিবে না এবং বাহ্যকালে অর্থাৎ যে যে সময়ে আচমন বিহিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কালে আচমন করিবে না।১৩।১৪। ব্রাহ্মণ হৃদয়গামী জল দ্বারা পূত হইবেন। ক্ষত্রিয় কণ্ঠমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠগামী জল দ্বারা পবিত্র হইবেন। বৈশ্য পীত মাত্র অর্থাৎ মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট জল দ্বারা এবং স্ত্রী ও শূদ্র ওষ্ঠপ্রান্ত-স্পর্শী জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ যতটুকু জল পান করিলে, ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিতে পাবে, আচমন সময় ততটুকু জল পান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল পান করিলে ঐ জল কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে তাহা পান করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল কেবল মুখমধ্য পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, তাহা পান করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য। এবং পান না করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে জল স্পর্শনই স্ত্রীলোক ও শূদ্রের কর্ত্তব্য।১৫। অঙ্গুষ্ঠ মূলস্থিত রেখাতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ স্থান ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্য স্থান, উত্তম পিতৃতীর্থ। এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল-দেশকে প্রাজাপত্য (বা কায়) তীর্থ বলা যায়। অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দৈবতীর্থ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অঙ্গুলিসমূহের মূলদেশ আর্ষতীর্থ বলিয়া কথিত; এইরূপে ঐ স্থানদ্বয় যথাক্রমে দৈবতীর্থ ও আর্ষতীর্থ হইবে। ইহার মধ্যস্থল আগ্নেয় তীর্থ; ইহা স্মৃত হইয়াছে; এবং তাহাই সৌমিক তীর্থ—ইহা (এই তীর্থভেদ) জানা থাকিলে, আর এ বিষয়ে মোহ থাকে না। হে দ্বিজগণ। দ্বিজ প্রত্যহ ব্রাহ্ম-তীর্থ দ্বারাই আচমন জল পান করিবে। কিংবা কায়তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা করিবে। কিন্তু পিতৃতীর্থ দ্বারা পান করিবে না।১৬।১৮। ব্রাহ্মণ, পবিত্র হইয়া প্রথমে তিনবার জল পান করিবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। মুখ অর্থাৎ ওষ্ঠাধর সংবৃত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা তাহা দুইবার উপস্পর্শ অর্থাৎ মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ যোগে নাসাপুট স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে, সকল অঙ্গুলি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা কিংবা তল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে; অনন্তর সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ ও মস্তক স্পর্শ করিবে অথবা হৃদয় ও মস্তক দুই স্থানই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিবে (অনন্তর সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। ইহা দক্ষ বলিয়াছেন এবং সেইরূপই আচার আছে)। তিনবার জল পান করিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর এই সকল দেবতা ইহার (আচমনকারীর) উপর প্রীত হ'ন—এই কথা শুনা যায়। ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা প্রীতি লাভ করেন। নাসাপুট স্পর্শে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত হ'ন নেত্রদ্বয় স্পর্শে চন্দ্র সূর্য্যের প্রীতি হয়। সেইরূপ কর্ণস্পর্শে অগ্নি বায়ু প্রীতিলাভ করেন ও হৃদয় স্পর্শে সকল দেবতা প্রীত হ'ন এবং মস্তকস্পর্শে আত্মার প্রীতি হইয়া থাকে। যে সকল মুখনির্গতবিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাহারা উচ্ছিষ্টজনক নহে।১৯—২৭। আহারাদি করিবার সময়ে কাহারও দন্তে যদি কোন বস্তু লাগিয়া যায় এবং তাহা যদি

জিহ্বাস্পর্শে চ্যুত হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ আচমনাদি না করিবে, তাবৎ ঐ ব্যক্তি অশুচি হইবে। (মূলে "অন্তবদন্ত সলিল জিহ্বাস্পর্শে" না হইয়া "অন্তবদ্দন্ত সংলিপ্ত জিহ্বাস্পর্শাহ" হইবে, ইহার টীকা—অন্তবৎ চ্যুতিমৎ দন্তসংলিপ্তং যস্মাৎ স জিহ্বাস্পর্শো যস্য; যস্য দন্তলগ্নমন্নাদিকং; জিহ্বাস্পর্শেন দন্তাচ্চ্যুতং ভবতি। স গণ্ডূষাচমনাদিরূপ যথোক্তশৌচং ন যাবৎ কুরুতে তাবদেবাশুচিঃ স্যাদিত্যর্থঃ)। আচমন করাইবার জন্য অপরকে জল দিতে দিতে ঐ জলের যে সকল বিন্দু নিজ পদ স্পর্শ করে, তাহারা বিশুদ্ধ ভূমিস্থিত জলের তুল্য, তদ্দ্বারা অপবিত্রতা হইবে না। (মূলে "বিপ্রোষাগবং" না হইয়া "বিপ্রুষোহঙ্গং" হইবে)। মধুপর্ক, সোমরস, তাম্বুল ভক্ষণ ফল, মূল ও ইক্ষুদণ্ড—এই সকলে কোন দোষ নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া মধুপর্কাদি স্পর্শ করিলে বা তদবস্থায় তাম্বুল ভক্ষণ করিলে ঐ মধুপর্কাদি, এবং মুখমধ্যস্থ তাম্বুল পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ইহা উশনা বলিয়াছেন। দ্বিজ, অন্নাদির ভোজন-পানস্থলে বিচরণ করিতে করিতে যদি উচ্ছিষ্ট-স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজ গৃহীত ঐ সকল দ্রব্য ভূমিতে রাখিয়া আচমন করিবে এবং দ্রব্যসকলকে প্রোক্ষণ করিয়া লইবে। আর তৈজসদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ঐরূপ উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হইলে, উহা ভূমিতে না রাখিয়া কেবল স্বয়ং আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে। তাহাতেই দ্রব্য শুদ্ধও হইবে। বস্ত্রাদি ও তৈজস সদৃশ বলিয়া উহা লইয়া উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলেও ঐরূপ কার্য্য আরম্ভ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে অর্থাৎ ভূমিতে না রাখিয়া কেবল আপনি আচমন করিলে আত্মশুদ্ধি ও বস্ত্রাদি শুদ্ধি হইবে। পথে চৌর ভীতি ও ব্যাঘ্র ভীতি থাকিলে, রাত্রিকালে বিনা জলশৌচে মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াও অশুচি হইবে না। তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যও দুষ্ট হইবে না। যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে সংযোজিত করিয়া উত্তর-মুখ হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ ও মূত্রত্যাগ করিবে। রাত্রিতে দক্ষিণ-মুখ হইয়া করিবে। ২৮—৩৩। কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া অবনত-মস্তকে ঐ ভূমিতে বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে। (মূলে "কৃচ্ছ্র" স্থলে "শকৃৎ" হইবে)। ৩৪ ছায়া, কূপ, নদী, গাভীযুক্ত গোষ্ঠ, চৈত্য (যজ্ঞস্থান), জল, পথ অগ্নি এবং শ্মশানে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিবে না। ৩৫। বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ কখনই গোময় করিবে না; ভিত্তির উপর করিবে না; গাভীশূন্য গোষ্ঠে করিবে না; শাদ্বল স্থানে করিবে না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করিবে না; উলঙ্গ হইয়া করিবে না; পর্ব্বতের উপর করিবে না, জীর্ণ অর্থাৎ শূন্য; দেবালয়ে করিবে না; বল্মীকস্তূপে করিবে না; প্রাণিযুক্ত গর্ত্তের মধ্যে করিবে না; গমন করিতে করিতে করিবে না; তুষ অঙ্গার ও নরকপালে করিবে না; রাজপথে করিবে না; ফালকৃষ্ট ক্ষেত্রে করিবে না; প্রয়োজনীয় গর্ত্তে করিবে না; তীর্থে অর্থাৎ জল সমীপে এবং তীর্থস্থানে ও চতুষ্পথে, করিবে না; উদ্যান-সন্নিহিত স্থানে করিবে না; ঊষর স্থানে করিবে না; পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্যের উপর করিবে না, জুতা পায়ে দিয়া করিবে না; ছাতি মাথায় দিয়া করিবে না; আকাশ উদ্দেশে করিবে না; স্ত্রীলোক, গুরুজন, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর সম্মুখে করিবে না; দেবতা, ও দেবালয় সম্মুখে করিবে না; জলসম্মুখে করিবে না; নদী বা অগ্নি নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃ অবলোকন করত করিবে না; নদী প্রভৃতির দিকে অভিমুখ বা বহির্দ্দেশাভিমুখ হইয়া করিবে না। সূর্য্য লক্ষ্য করিয়া, বায়ু লক্ষ্য করিয়া ও চন্দ্র লক্ষ্য করিয়া করিবে না। ৩৬—৪০ অতন্দ্রিত হইয়া মৃত্তিকা আহরণ পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকা এবং উদ্ধৃত বিশুদ্ধ জল দ্বারা গন্ধলেপ দূরীকৃত হওয়া পর্য্যন্ত শৌচ করিবে। ৪১। ব্রাহ্মণ, ধূলি হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, কর্দ্দম হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, পথ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, ঊষর দেশ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, দেবালয় হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না ও ভিত্তি (দেয়াল) হইতে বা গ্রাম হইতে কখনই মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অনন্তর নিত্য পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে আচমন

করিবে। ৪২—৪৪। প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর বর্ণসমূহ ক্রমশঃ উচ্চারণপূর্ব্বক, মন্ত্রপূত জল পান করার নাম মন্ত্রাচমন, ইহা কথিত হইয়াছে। এই গায়ত্র্যাচমন কথন দ্বারা শ্রুত্যাচমন বলা হইল। ৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

এইরূপ শৌচাচারপরায়ণ ও দেহাদি বিষয়যুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া গুরুর মুখ অবলোকন করত যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিবে। ১। সর্ব্বদা, উত্তরীয় মধ্য হইতে দক্ষিণ বাহু বহিষ্কৃত করিয়া রাখিবে, সদ্বোপাসনাতৎপর, সদাচার-সম্পন্ন ঐ ব্যক্তি "আস্যতাং" উপবেশন কর এইরূপ গুরুর আজ্ঞা পাইয়া গুরু সম্মুখে উপবেশন করিবে। ২। গুরুর আজ্ঞা পালনে স্বীকার বা গুরুর সহিত সম্ভাষণ, শয়ান থাকিয়া আসনোপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন নিরত থাকিয়া, দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং পরাঙ্মুখ হইয়া করিবে না। ৩। গুরুসমীপে ইঁহার (শিষ্যের) শয্যা এবং আসন—গুরুর শয্যাসন অপেক্ষা নিম্ন হইবে। গুরুর দৃষ্টিপাতযোগ্য স্থানে সাবধান হইয়া উপবেশন করিবে। ইচ্ছামত উপবেশন করিবে না,। ৪। গুরুর অসাক্ষাতেও এই গুরুর নামে উপাধ্যায় আচার্য্যাদি উপপদ না দিয়া উচ্চারণ করিবে না। এবং ইঁহার (গুরুর) গমন কথনাদি চেষ্টার অনুকরণ— করিবে না। ৫। যে স্থানে গুরুর যথার্থ দোষ বা অযথার্থ দোষ কীর্ত্তিত হয়, (শিষ্য) সেস্থানে থাকিলে, কর্ণে অঙ্গুলি দিবে, অথবা সেস্থান হইতে অন্য যে দিকে হয় গমন করিবে। ৬। দূরস্থ হইয়া অপরের দ্বারা ইঁহাকে (গুরুকে) অর্চ্চনা করিবে না; ক্রুদ্ধ হইয়া অর্চ্চনা করিবে না, স্ত্রীলোকের সমীপে পূজা করিবে না; ইঁহার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে না এবং ইনি সন্নিহিত হইলে উপবেশন করিয়া থাকিবে না। ৭। প্রত্যহ জলপূর্ণ কুম্ভ, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ আহরণ করিবে। এবং প্রত্যহ আবশ্যক হইলেই (শৌচার্থ) অঙ্গ মার্জ্জন ও মৃত্তিকাদি দ্বারা অঙ্গ লেপন করিবে। ৮। ইঁহার গুরুর পরিত্যক্ত পুষ্পাদি, শয্যা, পাদুকা (খড়ম) ও উপানহ (জুতা), তাঁহার আসন এবং ছায়া—কদাপি আক্রমণ করিবে না। ৯। দন্ত কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে আর নিবেদন করিতে হইবে না; অনুমতি না লইয়া কোনস্থানে গমন করিবে না এবং গুরুর অপ্রিয় কার্য্য ও অহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না। ১০। ইঁহার নিকটে কখনই পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে না, জৃম্ভণ হাস্য ক্ষুত (হাঁচি) ও প্রাবর পরিত্যাগ করিবে। ১১। গুরুর সন্নিধানে নখস্ফোটন অকর্ত্তব্য, যতক্ষণ গুরু অধ্যাপন কার্য্য হইতে বিরত না হন, তৎক্ষণ পর্য্যন্ত, যথাকালে অধ্যয়ন করিবে। ১২। কোন রূপেই গুরুর আসনে, গুরুশয্যায় গুরুর যানে অবস্থান করিবে না। গুরু শীঘ্র গমন করিলে শিষ্যও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ শীঘ্র গমন করিবে। গুরু গমন করিলে শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিবে। ১৩। হস্তী, উষ্ট্রযান, গবাদিযান, প্রাসাদ, প্রস্তর, কট, শিলা ও ফলকতল অর্থাৎ দারুঘটিত দীর্ঘাসন এইসকল স্থানে গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারিবে। ১৪। সর্ব্বদা, জিতেন্দ্রিয় হইবে; আত্মাকে, (মনকে) বশীভূত করিবে। ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে, পবিত্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা হিতজনক সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। ১৫। গন্ধদ্রব্যের অনুলেপনাদি মাল্যধারণ, রস অর্থাৎ গুড়াদি ভক্ষণ স্ত্রীসম্ভোগ শুক্ত অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর অনস্থি প্রাণিদিগেরও হিংসা, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, উপানহ পরিধান, ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা শিক্ষা গীত, বাদ্য, নৃত্য, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা অনুরাগসহকারে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ পরানিষ্টসাধন এবং খলতা—যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। জলপূর্ণ কুম্ভ পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ নিজের প্রয়োজনানুসারে আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ লবণ ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ভিন্ন সকল ভক্ষ্য (ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত খাদ্য)

ভিক্ষা করিবে। (মূলে "যাবদন্যানি" স্থলে "যাবদর্থানি" ও "ময়েৎ" স্থলে "নযৎ" হইবে। ।১৬—১৯। সর্ব্বদা অনন্যদর্শী হইবে। গীত-বাদ্যাদিতে স্পৃহাশূন্য হইবে।—দর্পণে মুখাদি অবলোকন করিবে না, দন্তধাবন করিবে না, অত্যন্ত অশুচি ব্যক্তি, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, জ্ঞানপূর্ব্বক ঔষধার্থ—গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। ।২০। মলাকর্ষণ স্নান কদাচ করিবে না। গুরুগৃহস্থিত শিষ্য, গুরুর নিয়োগ না পাইলে স্বীয় মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনকে অভিবাদন করিবে না।২১। উপাধ্যায়াদি বিদ্যা-গুরু ও পিতৃব্যাদি স্বযোনিগণের প্রতিও এইরূপ নিয়মিত ব্যবহারসম্পন্ন হইবে এবং অধর্ম্মনিবারক ব্যক্তি ও হিতোপদেশক ব্যক্তির প্রতিও ঐরূপ হইবে।২২। গুরুতে যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বিদ্যা-শ্রেষ্ঠ তপঃশ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের, গুরুপত্নীর, গুরুপুত্রের এবং গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধুর প্রতি সেইরূপ ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া যথাকর্ত্তব্য আচরণ করিবে। গুরুপুত্র, যদি অধিক বয়স্ক এবং আপনার শিষ্য না হয়, তবেই এই নিয়ম।২৩। বয়ঃকনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক শিষ্য-গুরুপুত্র, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করার পর ঋত্বিক্ হইয়াই হউক বা ঋত্বিক্ না হইয়াই হউক যজ্ঞকার্য্যে উপস্থিত হইলেই গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে।২৪। কিন্তু গুরুপুত্রের গাত্রে হরিদ্রাদি মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ এবং পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।২৫। সবর্ণগুরুপত্নীগণ সর্ব্বতোভাবে গুরুবৎ মাননীয়। আর অসবর্ণা গুরু-পত্নীগণকে প্রত্যুত্থানাভিবাদন দ্বারা সম্মান করিবে।২৬। তবে তৈল মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, গাত্রে হরিদ্রাদি মাখান এবং কেশ প্রসাধন,—গুরুপত্নীর এই সকল কার্য্য করা নিষিদ্ধ।২৭। যুবা শিষ্য, যুবতি গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না, কিন্তু "অসাবহং" অর্থাৎ অমুক শর্ম্মা আমি আপনাকে ভূমিতে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া ভূমিতে মস্তক রাখিবে (যুবাদিগের পক্ষে যুবতি গুরুপত্নীদিগকে এইরূপ অভিবাদন করাই উচিত)।২৮। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া যুবা শিষ্য সর্ব্বদা ধর্ম্মস্মরণ করত গুরু-পত্নীর পাদ গ্রহণ করিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে।২৯। মাতৃষসা, মাতুলানী শ্বশ্রূ, পিতৃষসা এবং অন্যান্য গুরুজন-পত্নীও পূজ্যা; কেননা তাঁহারাও গুরুপত্নীর তুল্য।৩০। ভ্রাতৃজায়ার পাদ গ্রহণপূর্ব্বক নমস্কার প্রত্যহ কর্ত্তব্য। প্রবাস হইতে আসিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি পত্নীকে এবং মাননীয় সম্পর্কিত ব্যক্তির পত্নীকেও ঐরূপ অভিবাদন করিবে। পিতৃষসা, মাতৃষসা, পিতৃপত্নী (বিমাতা) এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উপরেও মাতৃবৎ ব্যবহার করা বিধি। ফলতঃ মাতা তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। শিষ্য এক বৎসর গুরুর গৃহে বাস করিলে পর গুরু তাহাকে এইরূপ আচার-সম্পন্ন, মনস্বী এবং সর্ব্বদা হিতকারী জানিতে পারিয়া উহাকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিবেন।৩১—৩৩। গুরু এক বৎসরে সেই শিষ্যের সমস্ত দুষ্কার্য্য অপনোদন করেন, এই জন্য এক বৎসর বিনা অধ্যয়নে গুরুগৃহে বাস করিতে হয়। আচার্য্য পুত্র, শুশ্রূষু, জ্ঞানদ অর্থাৎ যিনি অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান দিয়াছেন, ধার্ম্মিক, শৌচসম্পন্ন, আত্মীয়, শক্ত, (শাস্ত্রধারণা করিতে সমর্থ) ধনদাতা, সাধুব্যক্তি এবং জ্ঞাতি এই দশবিধ ব্যক্তিকে ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনা করিবে, কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী ও শুভকারী ক্ষত্রিয় (১) তাদৃশ বৈশ্য (২) কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ, (৩) অদ্রোহী ব্রাহ্মণ (৪) মেধাবী ব্রাহ্মণ, (৫) এবং শুভকারী ব্রাহ্মণ (৬), দ্বিজোত্তমগণ এই ষড়্‌বিধ ব্যক্তিকেও অধ্যাপিত করিবেন; অধিক কি বিধিবৎ না হইলেও অর্থাৎ অন্যের নিকট উপনীত হইলেও যদি আচার্য্য পুত্রাদি ষোড়শ-বিধ ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে অধ্যাপনা করিতে হইবে। বেদ শিক্ষা প্রদান করা ইহাদিগকেই কর্ত্তব্য, অন্যকে বেদ শিক্ষা দেওয়া উচিত বলিয়া কথিত হয় নাই।৩৪—৩৬। প্রত্যহ আচমন-পূর্ব্বক সংযত ও উত্তরমুখ হইয়া গুরুর মুখাবলোকন করত অধ্যয়ন করিবে এবং

অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে। ৩৭। গুরু শিষ্যকে "অধীষ্ব ভোঃ" অর্থাৎ অহে অধ্যয়ন কর বলিবে (তৎপরে শিষ্য অধ্যয়নারম্ভ করিবে) অনন্তর "বিরামোঽস্তু" অর্থাৎ বিরাম হউক ইহা বলিবে, শিষ্যও তখন অধ্যয়ন সমাপ্তি করিবে। উপনীত বেদাধ্যায়ী শিষ্য, প্রাগগ্র কুশাসনে উপবিষ্ট এবং হস্ত দ্বারা কুশ ধারণে পূত হইয়া অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে তিনবার প্রণায়াম করিয়া পূত হইবে এবং ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। অধ্যয়নান্তেও যথাবিধি ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। ৩৮-৩৯। কৃতাঞ্জলি পুটে অবস্থিত হইয়া প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবে। কেননা সকল ভূতেরই বেদ অবিনশ্বর চক্ষু। ৪০। প্রত্যহ যথাবিধি অধ্যয়ন করিবে অন্যথা ব্রহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ক্ষীরাহুতি দ্বারা তৃপ্ত করে। তৃপ্তিযুক্ত দেবতাগণও সেই অধ্যয়নকারীকে সর্ব্বদা অভীষ্ট পূরণ দ্বারা তর্পিত করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে, সে প্রত্যহ দেবতাদিগকে দধি দ্বারা প্রীত করে। ৪১—৪২। যে ব্যক্তি সামবেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রীত করে। প্রত্যহ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিলেও দেবগণ তৃপ্ত হ'ন। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও মীমাংসা অধ্যয়নেও দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন। বিশেষ অশক্ত হইলে প্রত্যহ সংযত হইয়া, একাগ্র চিত্তে জল সমীপে বা অরণ্যে গমন করিয়া অন্ততঃ গায়ত্রী পাঠও করিবে, সহস্র গায়ত্রী জপ উৎকৃষ্ট, শত গায়ত্রী জপ মধ্যম; এবং দশধা গায়ত্রী জপ অধম—শক্তি অনুসারে প্রত্যহ এক প্রকার গায়ত্রী জপ করিবেই এবং এই গায়ত্রী জপ তিনবার অর্থাৎ ত্রৈকালিক। প্রভু ব্রহ্মা, তুলাদণ্ড দ্বারা গায়ত্রী ও চতুর্ব্বেদের মধ্যে এক দিকে চার বেদ ও অপরদিকে গায়ত্রীকে ওজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক গায়ত্রী চারবেদের তুল্য। প্রথমে ওঙ্কার তদনন্তর ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া একাগ্র মনে গায়ত্রী পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা পরমসৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে। গুরু গায়ত্রীপদ বুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করত অধ্যাপনা করিবে। ৪৩—৪৮। তিন ব্যাহৃতিই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; এবং ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল। ৫০। কল্পারম্ভে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ নামে, নিখিল-অশুভবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪৯। ওঁকার,—সেই পরমব্রহ্ম; গায়ত্রীও সেই অক্ষয় ব্রহ্ম; এই মন্ত্র (গায়ত্রীমন্ত্র) মহাযোগ (অসম্প্রজ্ঞাতযোগ) সাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫১। যে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক এই বেদমাতা গায়ত্রী অধ্যয়ন করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৫২। গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জপ্য আর নাই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী, আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসী অথবা ভাদ্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বেদোপক্রমণ অর্থাৎ বেদারম্ভের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহা স্মৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, অর্দ্ধ পঞ্চ মাস অর্থাৎ সাড়ে চারমাস কাল শুচিদেশে সমাহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় বেদাধ্যয়ন করিবে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর পুষ্য নক্ষত্রে গ্রাম ও নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদ সকলের উৎসর্গাখ্য কর্ম্ম বিশেষ করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে উপকর্ম্ম করিবে, সে মাঘ মাসের (শুক্লপক্ষীয়) প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে (উৎসর্গাখ্য কর্ম্ম বিশেষ) করিবে। হে দ্বিজগণ! ইহার পর মনুষ্য (দ্বিজ) কেবল শুক্ল পক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং কৃষ্ণ পক্ষে বেদাঙ্গ (শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টী) কিংবা পুরাণ অধ্যয়ন করিবে। এই সকল অনধ্যায়কালে অধ্যয়নকর্ত্তা, অধ্যাপনকর্ত্তা এবং যে অধ্যয়ন করিবে, ইহারা যত্নপূর্ব্বক ইহা অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ এই কালে কদাচ অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রিকালে অতিশয় শব্দজনক বায়ুবহন, দিবসে ধূলিপটলের উৎসারণ সমর্থ-বায়ুবহন; (ইহা বর্ষাকালে অনধ্যায়জনক) বিদ্যুৎস্ফুরণ, মেঘগর্জ্জন ও বর্ষণের এককালে মহোল্কাপতন,

এই সকল বিষয়েই আকালিক অনধ্যায় প্রজাপতি বলিয়াছেন। ৫৩—৫৯। যখন প্রাদুষ্কৃতাগ্নি সময় অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, এইজন্য সেই সময়ের নাম প্রাদুষ্কৃতাগ্নি এই বিদ্যুৎ গর্জ্জিতকে যুগপৎ উথিত হইতে দেখিবে, (বর্ষাকালে) তখনই অনধ্যায় জানিবে (বর্ষাকালে, অন্য সময় বিদ্যুদাদি হইলে অনধ্যায় হইবে না,) এবং অনৃতু সময় অর্থাৎ বর্ষাতিরিক্ত সময়ে সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে, মেঘ দর্শন হইলেই অনধ্যায় হইবে। ৬০। নির্ঘাত অর্থাৎ উৎপাত সূচক আকাশভব শব্দ ভূকম্প, চন্দ্রসূর্য্য ও তারাদির উপসর্জ্জন—এই সকল কারণে ঋতুকালেও অর্থাৎ বর্ষাকালেও আকালিক অনধ্যায় হইবে, ইহা জানিবে। ৬১। বর্ষাতিরিক্ত ঋতুতে, অগ্নি প্রাদুষ্কৃত হইলে অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জ্জন হইলে সদ্য; অর্থাৎ এক দিনমাত্র—সায়ংকালে হইলে সমস্ত রাত্রি ও প্রাতঃকালে হইলে সমস্ত দিন অনধ্যায় হইবে। ইহা মুনি (উশনা) বলিয়াছেন। ৬২। যাহারা সৎকর্ম্মের ধর্ম্মের আতিশয্য কামনা করে, তাহাদিগের গ্রাম ও নগরে নিত্য অনধ্যায়। যাহারা বিদ্যার আতিশয্য কামনা করে, তাহারা কদাচিৎ অধ্যয়ন করিতে পারে। কুৎসিত গন্ধ আসিলে অবশ্যই অনধ্যায় হইবে। ৬৩। যে গ্রামে অন্ত্যজাতি বাস করে, সেই গ্রামে (যে গ্রামের মধ্যে শব আছে বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রামে ইহা পাঠান্তরের অর্থ), এবং শূদ্র ও অধার্ম্মিকের সন্নিধানে, অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, রোদন শব্দ হইলে, বা বহুজন সমাগমেও অনধ্যায়। ৬৪। জল মধ্যে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে না, মধ্য রাত্রি এবং যখন বিণ্মূত্র বিসর্জ্জন করিবে, তৎকালে মনদ্বারাও বেদ চিন্তা করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া মনদ্বারাও বেদচিন্তা করিবে না; এবং শ্রাদ্ধে পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিয়া ভোজন সময় হইতে পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত মনদ্বারাও বেদ চিন্তা করিবে না। ৬৫। একোদ্দিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে; ক্ষত্রিয় জনপদেশ্বরের পুত্র উৎপন্ন হইলে, এবং রাহুদর্শনকে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ হইলে, বিদ্বান্ দ্বিজ, তিন দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৬। একোদ্দিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে উৎসৃষ্ট কুঙ্কুমাদির গন্ধ বা লেপ, যতদিন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দেহে থাকিবে, তত দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৭। শয়ান হইয়া প্রৌঢ়পাদ (আসনে পদতল স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রৌঢ়পাদ বলে) হইয়া, অবসক্থিকা করিয়া (অর্থাৎ পেটম বাঁধিয়া) বসিয়া আমিষ ভোজন করিয়া এবং জনন-মরণাশৌচীয় অন্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য। ৬৮। নীহার (কুজ্ঝটিকা) হইলে বা বাণ শব্দ—(শর সম্পাত শব্দ বা বীণাবিশেষের শব্দ) হইলে অধ্যয়ন নিষেধ। সায়ং, প্রাতঃ এই উভয় সন্ধ্যা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ৬৯। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ হওয়ার পর তিন দিন অধ্যয়ন লঙ্ঘন দিবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। অষ্টকাতে অহোরাত্র অনধ্যায় এবং ঋতু শেষ অহোরাত্রেও অধ্যয়ন করিবে না। ৭০। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের তিনটী কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীকে পণ্ডিতগণ অষ্টকা বলিয়াছেন। ৭১। শ্লেষ্মাতক, শাল্মলী, মধুক, কোবিদার ও কপিত্থ—এই সকল বৃক্ষের ছায়ায় কখনই অধ্যয়ন করিবে না। ৭২। সমান-বিদ্য বা সব্রহ্মচারীর মৃত্যু হইলে কিংবা আচার্য্য পরলোকগত হইলে ত্রিরাত্র অধ্যয়ন বাদ দিবে; ইহা স্মৃত হইয়াছে। ৭৩। এই সকল ছিদ্রে বিপ্রদিগের অনধ্যায় কথিত হইয়াছে। ইহাতে অধ্যয়নশীল ব্যক্তিগণকে সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ, বিনষ্ট করে, সেই জন্য উক্ত অনধ্যায়বশতঃ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৪। সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্যে,—উপাকর্ম্মে—উৎসর্গে, এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় নাই। ৭৫। অষ্টকা, অতিশয় বায়ু বহন, বা অন্য কোন বিপৎ সময়ে ও একটী ঋগ্বেদীয় মন্ত্র বা একটী যজুর্মন্ত্র অথবা একটী সামমন্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবে। ৭৬। বেদাঙ্গে অনধ্যায় নাই, ইতিহাস পুরাণে অনধ্যায় নাই, এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রেও অনধ্যায় নাই, তবে পর্ব্বে

এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না। (মূলে "বিনাশেচ" স্থলে "নচাঙ্গেষু" হইবে)।৭৭। ব্রহ্মচারীর এই ধর্ম্ম সঙ্ক্ষেপে বলিলাম। পূর্ব্ব-কালে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদিগের নিকট ইহা বলিয়াছিলেন। ৭৮। যে দ্বিজ, শ্রুতি অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে যত্ন করে, সেই বেদবাহ্য মূঢ়ব্যক্তি, দ্বিজগণের সম্ভাষণীয় নহে।৭৯। দ্বিজগণ কেবল বেদপাঠ করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না। কারণ, পাঠ মাত্রাবসান অর্থাৎ অনুশীলন ব্যতীত বেদ, পঙ্কপতিত বৃষভের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।৮০। যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষৎ) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূদ্রবৎ হইবে, এবং পাদপ্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না ৮১। যদি কেহ গুরু-গৃহে আত্যন্তিক বাস অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে (সেই ব্যক্তি) যত দিন শরীর পতন না হয়, তত দিন সাবধানে ইঁহার (গুরুর) পরিচর্য্যা করিবে।৮২। অথবা (গুরু প্রভৃতির অভাবে) বন-গমনপূর্ব্বক (যথাবিধি) যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিবে। প্রত্যহ ভস্মস্নানপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা বেদা-ভ্যাস করিবে; বিশেষতঃ একাগ্রচিত্তে বেদের অন্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বিদ্যা—গায়ত্রী এবং শতরুদ্রীয় (রুদ্রাধ্যায়) পাঠ করিবে।৮৩—৮৪। হে দ্বিজমণ্ডলী! দ্বিজোত্তম (স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে) এক বেদ, দুই বেদ, তিন বেদ, কিংবা চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহার অর্থ অবগত হইয়া গুরুদক্ষিণা দানাদির পর তদনন্তর (ব্রহ্মচর্য্য সমাপনসূচক) স্নান করিবে। আলস্য-রহিত হইয়া বেদোক্ত নিজ নিজ বর্ণোচিত নিত্যকর্ম্ম করিবে; না করিলে, শীঘ্রই অতি ভীষণ নরকে নিপতিত হইবে। শীঘ্র শব্দ ব্যবহার করায় জানা যাইতেছে, নিত্য কর্ম্ম না করিলে আয়ুঃক্ষয়ও হইয়া থাকে)।৮৬। পবিত্র হইয়া বেদাভ্যাস করিবে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না; সন্ধ্যোপাসনা, এবং গৃহোক্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবে।৮৭। প্রত্যহ স্বাধ্যায়শীল হইবে, সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে। সত্যবাদী হইবে এবং ক্রোধাদি রিপু জয় করিবে। তাহা হইলে সেই ব্রহ্মচারী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।৮৮। গৃহস্থ, প্রত্যহ সন্ধ্যার, স্নানরত, ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, অসূয়াশূন্য, কোমল-প্রকৃতি এবং দান্ত হইলে, সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। মূলে "গৃহস্থঃ প্রতি" না হইয়া "গৃহস্থোঽপ্যতি" হইবে।৮৯। যে দ্বিজ, সংযত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, পাঠ করায় বা শ্রবণ করায় সে, ব্রহ্মলোকে আদৃত হইয়া থাকে। ৯০। উত্তমরূপ আত্মভাবনা করিবার পর বৈশ্বদেব পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।৯১। পূর্ব্বমুখ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শুদ্ধ আসনে উপ-বেশনপূর্ব্বক অন্নভোজন করিবে, তৎকালে পাদতল ভূমিতে রাখিবে অর্থাৎ আসনে রাখিবে না। মূলে "প্রাঙ্মুখোঽন্নানি" হইবে। ৯২। পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণমুখ হইয়া ভোজন করিলে, যশো-বৃদ্ধি হয়, পশ্চিম মুখ হইয়া ভোজন করিলে, শ্রীবৃদ্ধি হয়, উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিলে সত্যবাদিতার ফললাভ করে। (মনু এই বচনটী ব্রহ্মচর্য্য প্রকরণে বলিয়াছেন বলিয়া এই নিয়ম ব্রহ্মচারীর পক্ষে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকোক্ত নিয়ম গৃহস্থের পক্ষে জানিবে)। গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদিভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করিবে এবং ভোজনাবশিষ্ট বস্তু ভূমিতে স্থাপিত করিবে অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট বস্তু কাহা-কেও দিবে না।৯৩। এতাদৃশ ভোজন উপবাসের সদৃশ অর্থাৎ তত্তুল্যফলজনক, এই কথা উশনা বলেন। পরে রাত্রিকালে আবার হস্তপদ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক, আচমন করিয়া এবং ক্রোধাদিশূন্য হইয়া উপলেপ দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানে ভোজন করিবে। এই অন্নভোজন সময়ে ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক জলদ্বারা ভোজ্য অন্ন বেষ্টন করিয়া তদনন্তর পরিসেচন মন্ত্র পাঠান্তে পরিষেচন করিয়া চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন বলি (উপহার) দিবে। পরে সেই অন্ন পরিষেক করিয়া "অমৃতোপস্তরণ-মসি" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আপোশন কার্য্য করিবে। অনন্তর স্বাহা ও প্রণবযোগ, প্রাণ

বায়ুতে ওঁ প্রাণায় স্বাহা আহুতি দিয়া ঐরূপে অপান বায়ুতে, আহুতি প্রদান করিবে, অনন্তর ব্যান বায়ুতে, তৎপরে উদান বায়ুতে, সর্ব্বশেষে সমান বায়ুতে, পঞ্চাহুতি করিয়া এবং ইহাদিগের তত্ত্বভাবনা করিয়া দ্বিজ, আত্মাতে আহুতি দিবে। প্রজাপতি আত্মাদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত ইচ্ছামত ভোজন করিবে। ৯৪—৯৯। ভোজনান্তে, "অমৃতাপিধানমসি" বলিয়া জলপান করিবে এবং আচান্ত হইয়া পুনরাচমন করিবে। অনন্তর "অয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণকরত অথবা তিনবার সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ত্রিপদা অর্থাৎ গায়ত্রী পাঠ করিয়া "প্রাণানাং গ্রন্থিরসি" বলিয়া হৃদয়স্পর্শ করিবে। ১০০—১০১। আত্মযাগই সকল যাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আচমনের পর পদাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ সম্মিলিত করিয়া ঊর্দ্ধহস্ত ও সমাহিতভাবে হস্তজল নিঃসারিত করিবে। ১০২। হবনান্তে "স্বধায়াং" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিবা "যোজপেদ্ব্‌ক্ষণ" ইত্যাদি মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে। ১০৩। স্মৃত হইয়াছে। আর দ্বিজোত্তমগণ, অমাবস্যাকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করিবে। ১০৪। দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ।—(অমাবস্যা কর্ত্তব্য) চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্নে প্রশস্ত আমিষ দ্বারা প্রশস্ত; অর্থাৎ সাগ্নি ও নিরগ্নি দ্বিজাতি। প্রতি অমাবস্যাতেই অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐ অমবস্যা কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধের নাম পিণ্ডান্বাহার্য্যক। সাগ্নিকেরা পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ নামক কর্ম্মবিশেষ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাই উহার নাম পিণ্ডান্বহার্য্যক। অথবা পিণ্ডশব্দে পিতৃলোক তাহাদিগের অন্বাহার্য্যক অর্থাৎ একমাস তৃপ্তিজনক। দুইদিন অপরাহ্নে মুহূর্ত্ত-ন্যূন অমাবস্যা থাকিলে, যে দিন বস্তুক্ষয়—সেই দিনে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। বিহিত মৎস্য মাংস দ্বারা করিলে বিশেষ ফল হয়। ১০৫। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপৎ প্রভৃতি অন্য যে (পঞ্চদশটী) তিথি আছে, তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশী পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর পঞ্চমীতে (শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত) অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে যে পঞ্চদশটী তিথি আছে, তাহাকে পঞ্চমী পর্য্যন্ত এক ভাগ দশমী পর্য্যন্ত একভাগ এবং অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক ভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রথম ভাগের শেষ তিথি পঞ্চমী, দ্বিতীয় ভাগের শেষ তিথি দশমী এবং তৃতীয় ভাগের শেষ তিথি অমাবস্যা হইয়া থাকে, পাঁচের পূরণ বলিয়া ঐ তিন তিথিকেই পঞ্চমী বলা যায়। বেশ কথা! এক্ষণে দেখ কৃষ্ণপক্ষে একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া সকল তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিবে। তবে প্রথম পঞ্চমী অর্থাৎ পঞ্চমী-ঘটিত-তিথি-সমষ্টি অপেক্ষা, তদুত্তরবর্ত্তী দ্বিতীয় পঞ্চমী ঘটিত তিথি সমষ্টি শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত; তদপেক্ষা তদুত্তরবর্ত্তী তৃতীয় পঞ্চমী-ঘটিত তিথি-সমষ্টি—একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী এবং অমাবস্যা শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত)। ১০৬। এই পৌর্ণমাস্যাদি অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপৎ প্রভৃতি ত্রিভাগবিভক্ত তিথিগণের মধ্যে অমাবস্যা এবং তিনটী অষ্টকা (অর্থাৎ অগ্রহায়ণের পৌষের ও মাঘের তিনটী কৃষ্ণাষ্টমী) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পুণ্যজনক তিনটী অষ্টকা, প্রতি মাসের অমাবস্যা ও বর্ষাকালের (ভাদ্র মাসের) মঘাযুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী—শ্রাদ্ধে বিশেষ ফলজনক। আর এই সকল তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে এবং শিশুদিগের মৃত্যু হইলে, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহার অন্যথা হইলে নরকগামী হইবে। (পিতৃলোকের অপ্রসন্নতা ব্যতীত শিশুপুত্রাদির মৃত্যু ঘটে না-সুতরাং তাঁহাদিগের প্রসন্ন রাখা উচিত বিবেচনায় শিশুমরণের পর শুচি অবস্থায় পিতৃ লোককে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য শ্রাদ্ধ করা বিহিত হইল; কোন পুস্তকে মূলে "মরণে" এইস্থলে "জননে' এই পাঠ আছে। অর্থাৎ (পুত্র জন্মে) গ্রহণাদি কালে কাম্য শ্রাদ্ধ প্রশস্ত। ১০৮। ১০৯। উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি জলবিষুব মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ শ্রাবণ মাঘ, কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাস পড়িতেই যে যে সংক্রান্তি এবং ব্যতীপাত যোগে কৃত শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলজনক, অপরাপর সংক্রান্তি, এবং জন্মদিনেও শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল অক্ষয়। ১১০। (নিষেধ ব্যতীত যে কোন) তিথি, নক্ষত্র ও বারে বিশেষ ফলের জন্য কাম্য

কার্য্য (শ্রাদ্ধ) করিতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! কৃত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলাভ হয় (ইহা দিক্ প্রদর্শন মাত্র প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায়ে ২৬১ হইতে ২৬৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে)।১১১। কৃষ্ণসার মাংসাদি দ্রব্য জুটিলে বা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জুটিলেই শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাতে কাল নিয়ম নাই। পুত্রজন্ম প্রভৃতি (জাতেষ্টি প্রভৃতি) সকল কর্ম্মের (সংস্কারাদি কর্ম্মের) আরম্ভ হইলে তাহাতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। পর্ব্বকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। প্রতিদিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, নিত্য; স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা কাম্য এবং অষ্টকাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নৈমিত্তিক। ১১২।১১৩। যে ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে (পাত্রীয়ান্ন) প্রদান করে অর্থাৎ পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করে, সে সেই কর্ম্ম দ্বারা পাপভাগী হইয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। ১১৪। যদি দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শীল বিদ্যা প্রভৃতি গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াও যত্নপূর্ব্বক তাহাকেই পাত্রীয়ান্ন দিবে। "অতি ক্রম্যাগ্নি" না হইয়া "অতি ক্রম্যাপি" হইবে। ১১৫। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ,—শ্রাদ্ধীয় পিষ্টক স্মবর্ণ, গো, অশ্ব, ভূমি বা তিল (যাহা কিছু) প্রতিগ্রহ করিবে তৎসমস্তই কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে (ফল জনক হইবে না)। ১১৬। যে পতিব্রতা, ভর্ত্তার চিতারোহণ করে, তাহার মৃত তিথি উপস্থিত হইলে দুইটী পিণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিবে। অর্থাৎ একদিনে দুইটী শ্রাদ্ধ করিবে।১১৭। মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মানুসারে পিণ্ডোদকদান (যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ।১৬.১৭। শ্লোক) শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ কর্ত্তব্য; সপিণ্ডগণ মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। মৃত ব্যক্তির (প্রথম তৃতীয়াদির অন্যতম দিনে) অস্থি সঞ্চয় নামক কর্ম্ম করিবে এবং দশম দিনে পূরক পিণ্ড দিবে। ১১৮। অশৌচের শেষ-দিন-জাতসজাতীয় অশৌচান্তরের সম্বন্ধে পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি হইলে, দশম দিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম—ঊর্দ্ধে অর্থাৎ অশৌচান্ত দিনে হইবে, অস্থি সকল, নষ্ট বা অপহৃত হওয়ায় যদি অস্থি সঞ্চয় কার্য্য পরবর্ত্তী হইয়া দশাহাদিতে হয় কিংবা পুনর্দ্দাহ হয়, তাহা হইলে পিণ্ডোদক নবশ্রাদ্ধ যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তথাপিও পুনর্ব্বার তাহা করিবে অর্থাৎ অস্থি খুজিয়া না মিলিলে, বা মৃতপগণ, অর্থ পাইবার প্রত্যাশায় অস্থি অপহরণ করিয়া রাখিলে, (বৈধদিনে অস্থি সঞ্চয় হয় নাই কিন্তু নবশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদকপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে) দশম দিনে তৎপরে অস্থি প্রাপ্তি হইলে পুনর্ব্বার পিণ্ডোদক দান ও শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বে দাহ হইয়া গিয়াছে কিন্তু পশ্চাতে যদি জানা যায় যে, দাহ অবৈধ হইয়াছে তাহা হইলে পুনর্দ্দাহ করিবে এবং পিণ্ডোদক দান ও নবশ্রাদ্ধ, পূর্ব্বে কৃত হইলেও পুনর্ব্বার করিবে।১১৯—১২০। সাগ্নিক বা নিরগ্নি দ্বিজ, পিতৃমৃত্যুর পর প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে। বিশেষতঃ তীর্থে শ্রাদ্ধ ইহার (মৃতপিতৃক ব্যক্তির) কর্ত্তব্য।১২১। যদি পিতৃপাত্র উত্তান অর্থাৎ উচু হইয়া থাকে কিংবা বিবর্ত্ত অর্থাৎ বক্রভাবে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পিতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অন্ন ভোজন করেন না। ১২২। যাহা অন্নহীন, ক্রিয়াহীন বা মন্ত্রহীন হইবে, তৎসমস্ত নির্দ্দোষ হউক, এই কথা বলিয়া তৎপরে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। ১২৩। একোদ্দিষ্ট, একোদ্দিষ্ট-বিধিক, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ এবং পার্ব্বণ-বিধিক, এই পঞ্চবিধশ্রাদ্ধ ভৃগুপুত্রকর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে গোবলীবর্দ্দ ন্যায়ে অবাস্তব ভেদোক্ত হইতেছে। যাত্রাকালে, প্রযত্নপূর্ব্বক কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ—ষষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্রহ্মকীর্ত্তিত পাবন শ্রাদ্ধ—সপ্তম। ১২৫। দেবোদ্দেশে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ,—অষ্টম। যাহা করিলে ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বেদে প্রমাণ নাই ও আচার নাই বলিয়া দিবা রাত্রের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। মূলে 'অহোরাত্রমদর্শনাৎ" স্থলে "অন্যত্র রাহুদর্শনাৎ" এই পাঠ কোন পুস্তকে আছে, ইহাই সঙ্গত; তাহার অর্থ—গ্রহণ ব্যতীত সন্ধ্যা বা রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না আর দেশবিশেষে অর্থাৎ]

স্থান মাহাত্ম্য অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে। ১২৬। যথা গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়, প্রয়াগে মরণাদি হইলে, অনন্তফল হয় ও সেই সকল মহাত্মা মনীষিগণ এই গাথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন। সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন বহুপুত্র কামনা করা উচিত, কেন না সেই সমবেত পুত্রগণের মধ্যে যদ্যপি এক জনও গয়াতে গমন করে। ১২৭—১২৮। (যত্নপূর্ব্বক না হউক) অনুষঙ্গ ক্রমেও গয়ায় গমন করিয়া যদি শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে, তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ তারিত হ'ন এবং সেও পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ১২৯। বরাহ পর্ব্বতে বিশেষতঃ গয়াতে এবং এইরূপ অপরাপর স্থানে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৩০। ব্রীহি, যব, মাষ, জল, ফল, মূল, শ্যামাক, (নানাবিধ অনিষিদ্ধ) শাক, নীবার, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, তিল, মুদ্গ ও মাষ-বিশেষ দ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবে। মিষ্ট, ফল, রস, ইক্ষু, কোমল দাড়িম শস্য, বিদার্য্য, ও কংও (এই সকল বস্তু) শ্রাদ্ধকালে প্রদান করিবে। মধুমিশ্রিত লাজ, দধি ও শর্করার সহিত প্রদান করিবে। ১৩১—১৩৩। শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক হরিণ, অজ প্রভৃতি পশু এবং কূর্ম্ম প্রদান করিবে। মৎস্য মাংস দ্বারা (শ্রাদ্ধ করিলে) পিতৃগণের দুই মাস প্রীতি থাকে, হরিণমাংস দ্বারা করিলে তিন মাস, মেষ মাংস দ্বারা করিলে চার মাস, প্রশস্ত পক্ষি মাংস দ্বারা করিলে পাঁচ মাস, ছাগ মাংস দ্বারা করিলে ছ। ম স, রুরুমৃগ মাংস দ্বারা করিলে নয় মাস, বরাহ মহিষ মাংস দ্বারা করিলে দশ মাস, শশক ও কূর্ম্ম মাংসে একাদশ মাস, গব্য দুগ্ধ ও তদীয় পরমান্নে এক বৎসর এবং বাধ্রীণসের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ হইলে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। ১৩৪—১৩৭। কাল শাক, এরা শাক (শাক বিশেষ) "মহাশাক" স্থলে "মহাশল্কাঃ" হওয়াই সঙ্গত, মহাশল্ক (মৎস্য বিশেষ) গণ্ডার ও রক্তবর্ণ ছাগ—ইহাদিগের মাংস, মধু, মূল এবং নীবারাদি সকল প্রশস্ত অন্ন পিতৃগণের অনন্ততৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। ১৩৮। দ্বিজ, (উঞ্ছশিল বা অযাচিত বৃত্তি দ্বারা সমাবেশ করিতে না পারিলে অথবা উক্ত কার্য্যে অনধিকারী বলিয়া) স্বয়ং ক্রয় করিয়া বা (যাহার অধিকার আছে সে) যাচ্‌ঞা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক তাহা যত্নসহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে, দান করিলে অনন্তফল হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩৯—১৪০। পিপ্পলী, গুবাক, মসূর, কষ্মল, অলাবু, বার্ত্তাকু, কূট, ভদ্রমূল, তণ্ডুলীয়ক, রাজমাষ এবং মাহিষদুগ্ধ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে। ১৪১। দ্বিজোত্তম, কোদ্রব, কোবিদার, স্থল পাক, আমরী—এই সকল দ্রব্য বিশেষ যত্নসহকারে শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করিবে। ১৪২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

যথাবিধি স্নানানন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত ও বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র হইয়া পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ১। প্রথমেই বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, কেন না সেই ব্রাহ্মণেরাই হব্যকব্য প্রদানের উপযুক্ত পাত্র এবং অতিথিবৎ পূজ্য বলিয়া স্মৃত। ২। যাঁহারা সোমপাননিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী, নিয়মস্থ, ঋতুকালাভিগামী অগ্নিহোত্রী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, যজুর্ব্বেদজ্ঞ, ঋগ্বেদজ্ঞ, ত্রিসুপর্ণ, বা ত্রিমধু হইবেন, অথবা যে ত্রিণাচিকেত, সামবেদবিৎ, জ্যেষ্ঠসামগ, বা অথর্ব্ব-বেদাধ্যায়ী, বিশেষতঃ রুদ্রাধ্যায়ী অগ্নিহোত্রপ্রচারক বেদভাগাধ্যায়ী, পণ্ডিত, পংপাভিজ্ঞ, ষড়ঙ্গবেত্তা, গুরু পূজা দেব পূজা ও অগ্নি পূজাতেও প্রশস্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ সর্ব্বদা (অহিংসানিরত, অপ্রতিগ্রাহী যাজক এবং দানশীল ব্রাহ্মণগণ পংক্তিপাবন (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ২১৮—২২০ মধ্যে এ বিষয়ের সরল অর্থ লিখিত হইয়াছে,) ৩—৭। সমান প্রবর, সগোত্র কিংবা অন্য কোন সম্বন্ধযুক্ত না হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণসকলকে পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। ৮। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ভোজন করানই প্রধান কর্ত্তব্য; তত্ত্বজ্ঞান-

পরায়ণ ব্যক্তিকে ভোজন করান অনন্তর কর্ত্তব্য, অভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে, তদভাবে, দান্ত উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবে। অর্থাৎ পংক্তিপাবন যোগীই পাত্রাসনে আসীন হইবার সর্ব্বপ্রধান উপযুক্ত পাত্র; অভাবে, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ, তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও তদভাবে উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী ।৯। তাহারও অভাব হইলে, মুমুক্ষু এবং সঙ্গবর্জ্জিত (কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত) গৃহস্থকে ভোজন করাইবে। কিন্তু সর্ব্বালাভিলাষক অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া, বন্ধজনক নানাবিধ কর্ম্মসাধনায় তৎপর গৃহস্থকে কদাপি ভোজন করাইবে না।১০। যে ব্যক্তি ইহসংসারে প্রকৃতির গুণজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞযতিকে ভোজন করায়, সহস্র বেদজ্ঞকে ভোজন করান অপেক্ষা তাহার ফল অধিক।১১। অতএব ঈশ্বর-জ্ঞানতৎপর যোগিশ্রেষ্ঠকে যত্নসহকারে হব্য ও কব্য ভোজন করাইবে। তাহা না পাইলে, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এই কর্ম্মে ভোজন করাইবে।১২। হব্যকব্য প্রদানে ইহাই প্রথম কল্প। এই (নিম্নলিখিত) অনুকল্প সর্ব্বদা পণ্ডিতগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।১৩। মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু এবং দৌহিত্র—ইঁহারা সকলে পণ্ডিত এবং ব্রহ্মণ্য তেজে অগ্নিকল্প হইলে, ইঁহাদিগকে (পান) ভোজন করাইবে।১৪। শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাইবে না, মিত্রসংগ্রহ ধনদ্বারা কর্ত্তব্য। অন্য গুণাকর অভাবে বরং শ্রাদ্ধকালে গুণবান্ মিত্রকে অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু গুণবান্ অরিকে ভোজন করাইবে না, (মূলে "মতিস্বরম্" না হইয়া "মপিত্বরিম্" হইবে)। শত্রু-ভুক্ত হবিঃ পরলোকে ফলপ্রদ হন না।১৬। বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হবির্দ্দান করিলে দাতা তৎফলভাগী হয় না। অমন্ত্রবিৎ ব্যক্তি, হব্য ও কব্যে যতটী গ্রাস ভোজন করিবে (প্রকৃত শ্রাদ্ধকর্ত্তা) পরকালে ততটী প্রজ্জ্বলিত অধোমুখ শূল গ্রাস করে। (মূলে "স্থূলান্" না হইয়া "শূলান্" হইবে)। যদি বিদ্যাযুক্ত অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী অথবা যোগীগণ, ভোজন করে, তাহা হইলে সেই (শ্রাদ্ধকর্ত্তা) বৃত্ত অর্থাৎ ইহপরকালে আদৃত হয়।১৭।১৮। এই সকল (নিম্নলিখিত) দ্বিজ যে হব্য কব্য ভোজন করে, তাহা আসুর হইয়া থাকে। যাহার তিনপুরুষ হইতে বেদ (বেদাধ্যয়ন), বেদী (নিত্য যজ্ঞবেদীতে উপবেশন), বিলুপ্ত হইয়াছে, সে, নিন্দিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। সুতরাং শ্রাদ্ধাদিতে কখনই (নিমন্ত্রয়িতব্য) নহে। শূদ্রশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ, উদ্ধত অর্থাৎ পিত্রাদির অবমাননাকারী, অনার্ম্মিক, গ্রামযাজী এবং বধবন্ধোপজীবী, ষড়্বিধ ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ নিন্দিত ব্রাহ্মণ, বেদদান করিলেও ইহাদিগকে মনু পতিত বলিয়াছেন।১৯—২১। (বেদমূলক শাস্ত্র) বিক্রয়ী এবং ইহারা (নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ) শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিন্দিত হইয়াছে—যাহারা শ্রুতিবিক্রয়ী, পুনর্ভূপতি, সমুদ্রগ অর্থাৎ গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে চারিবন্ধ গৃহে কোনরূপে গমন করে এবং যাহারা হীন (শূদ্রাদি) যাজক, পতিত বলিয়া কীর্ত্তিত সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে অধ্যাপিত করে, বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে, বা যাহারা বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন করে ভৃতক বলিয়া কীর্ত্তিত সেই সকল ব্যক্তি, বুদ্ধ-ভাবলম্বী শ্রাবক (বৌদ্ধবিশেষ) নির্গূঢ় অর্থাৎ দিগম্বর জৈন পঞ্চরাত্রবেত্তা (ধর্ম্ম সম্প্রদায়বিশেষ) কাপালিক, পাশুপত ইত্যাদি যত পাষণ্ড আছে; এই সকল দুরাত্মা তামস ব্যক্তিরা যাহার শ্রাদ্ধে হবির্ভোজন করে, তাহার শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে না; তাহারা ভোজন করিলে পর লোকে ভোজন দানের ফল হয় না। যে দ্বিজ অনাশ্রমী হইয়া থাকে, অথবা নিরর্থক আশ্রমী বা মিথ্যাশ্রমী হয়, হে, বিপ্রেন্দ্রগণ! তাহাদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া জানিবে। দুশ্চর্ম্মী, কুনখী, কুষ্ঠী, শ্বিত্রযুক্ত, শ্যাবদন্ত, ক্রূর, বাণিজিক অর্থাৎ বাণিজ্যকারী, চোর, ক্লীব, নাস্তিক, মদ্যপাননিরত, বৃষলীনিরত, বীরঘাতী দিধিষূপতি (জ্যেষ্ঠা সহোদরার বিবাহ হইবার পূর্ব্ববিবাহিতা কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধিষূ এবং জ্যেষ্ঠাকে দিধিষূ বলে, তাহার স্বামী এবং মৃতভ্রাতার ভার্য্যা, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োজিত

হইলেও তাহাতে যদি অনুরাগ ক্রমে রত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকে দিধিষূপতি বলে) অগ্রে দিধিষূপতি, গৃহদাহী, কুণ্ডাশী (কুণ্ড পূর্ব্বোক্ত জারজপুত্র বিশেষ তাহার অন্ন ভোজী) সোমরস বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ, পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, নিরাকৃতি অর্থাৎ যে, পঞ্চমহাযজ্ঞ না করে পুনর্ভূপুত্র, কুসীদজীবী, নক্ষত্রদর্শক (জ্যোতিষ শাস্ত্রোপজীবী) গীত বাদ্যশীল, ব্যাধিযুক্ত, কাণ, হীনাঙ্গী, অতিরিক্তাঙ্গ, অবকীর্ণী, কন্যাদূষক, কুণ্ড, গোলক, অভিশপ্ত, দেবল, দূষিত ব্রহ্মচারী ও যতি, মিত্রদ্রোহী, খল, যে সর্ব্বদা স্ত্রীলোককে প্রহার করে (উপযুক্ত কারণব্যতীত) মাতাপিতা ও গুরুত্যাগী, ভার্য্যাত্যাগী, অনপত্য, কূটসাক্ষী, সূপকার, সর্পজীবী, সমুদ্রযাত্রাকারী, কৃতঘ্ন, বর্ম্মভেদক, বিশ্বাসঘাতক, বেদনিন্দারত, দেবনিন্দারত, এবং দ্বিজনিন্দারত, এই সকল ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মে বর্জ্জনীয়। ২২—৩৪। (কেননা) যে বেদনিন্দক,—সে কৃতঘ্ন, সে খল, সে ক্রূর এবং সে নাস্তিক। মিত্রঘাতী—পরদারগামী এবং পণ্ডিতের অযথা কীর্ত্তনকারী, (ইহারাও শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়)। ৩৫। এ বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, যাহারা বিহিত কার্য্য করিয়াও নিন্দিত কর্ম্ম করে শ্রাদ্ধকর্ম্মে তাহাদিগকেও যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন উৎকৃষ্ট গোময় জল দ্বারা (শ্রাদ্ধভূমি) সম্মার্জ্জিত করিয়া সংযতভাবে অবস্থিত শ্রাদ্ধকর্ত্তা, (পাত্রান্নদানে অভিমত) সকল ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া "আগামী কল্য আমি শ্রাদ্ধ করিব (আপনি পাত্রাসন অলঙ্কৃত করিবেন) এই কথা বলিয়া পূর্ব্ব দিনে তাঁহাদিগকে একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে। ১। পূর্ব্বদিনে সম্ভাবনা হইলে পর দিনেই যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে (নিমন্ত্রিত করিবে)। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই সকল (সম্প্রদানীয়) পিতৃপিতামহগণ জানিতে পারিয়া শ্রাদ্ধ সময় উপস্থিত হইলে অনন্তমনে ভিক্ষাকরত মনোবেগে (পিতৃলোক হইতে আগত হ'ন) সেই সকল (নিমন্ত্রিত) ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং অন্তরীক্ষচারী হইয়া পিতৃগণও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। (শ্রাদ্ধকালে) পিতৃগণ প্রাণবায়ুবৎ অবস্থিতি করেন, অনন্তর ভোজন সমাপ্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হ'ন। যে সকল ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা সেই শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ এবং সংযত হইয়া থাকিবে।—প্রত্যেকেই ক্রোধশূন্য, ত্বরাশূন্য সত্যবাদী ও সমাহিত হইয়া থাকিবে। ২—৫। শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্যক্তি সেই দিনে ভয়, মৈথুন, অধ্বাগমন, এবং সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, সে পাপী, এবং যে দ্বিজ, আবশ্যকমত একাদি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ মোহবশতঃ অপরকে নিমন্ত্রণ করে, সে, পূর্ব্বোক্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী, বিষ্ঠা-কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬। ৭। যে বিপ্র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া মৈথুন করে, সে, ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয়, সুতরাং নরকভোগান্তে তীর্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮। যে দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া (শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া) অধ্বগমন করে তাহার পিতৃগণ সেই মাস কেবল ধূলি ভোজন করিয়া থাকেন। ৯। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া কলহ করে, তাহার পিতৃগণ সেইখানে কেবল মলি ভোজন করিয়া থাকেন। ১০। অতএব দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া সংযতাত্মা হইয়া থাকিবে শ্রাদ্ধ কর্ত্তাও ক্রোধশূন্য শৌচপর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সম্মুখে দক্ষিণদিক গমন করিয়া শোভমান নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে সুনির্ম্মল সমূল দক্ষিণাগ্র কুশ ও জল, শ্রাদ্ধকর্ত্তা একাগ্রচিত্তে প্রদান করিবে। ১১। দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন স্নিগ্ধ, শুভলক্ষণান্বিত, নির্জ্জন পবিত্র স্থান গোময় দ্বারা, লিপ্ত করিবে। ১২—১৩ নদীতীর, তীর্থ, স্বীয়ভূমি ও গিরিসানু—পবিত্র ও নির্জ্জন এইসকল স্থানে দান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। ১৪। পরকীয়

ভূমিভাগে পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিবে না। মোহবশতঃ মনুষ্যগণ ঐ স্থানে যাহা কিছু করিবে, অপরের স্বামিত্ব হেতুক, সেইকার্য্য বিহত হইবে। ১৫। পবিত্র বন, পর্ব্বত, তীর্থস্থান, যজ্ঞায়তন এই সকল স্থান অস্বামিক বলিয়া কথিত, তাহাতে কাহারও অধিকার নাই। ১৬। দ্বিজ, সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া লইবে, এবং সেই স্থানের মধ্যে তিল বিকীরণ করিবে, অসুর দূষিত সকল স্থানই তিল ও যববিশেষ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ১৭। অনন্তর বহুধা সংস্কৃত, বহুব্যঞ্জনান্বিত, অব্যয় অর্থাৎ নূতন এবং যাহা হইতে পূর্ব্বে কিছুমাত্র ব্যয় হয় নাই, চোষ্য এবং পেয়যুক্ত, অন্ন, যথাশক্তি প্রস্তুত করিবে। ১৮। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল নিবৃত্ত হইলে, ছিন্ননখশ্মশ্রু দ্বিজগণের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাপদ্ধতি দন্তধাবন করিতে দিবে। ১৯। তৈল, অভ্যঞ্জন, স্নানজল, স্নানীয় গন্ধাদি বিবিধ দ্রব্য, ঔড়ুম্বর পাত্রে প্রদান করিবে, বৈশ্বদেব অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূর্ব্বে প্রদান করিবে। ২০। স্নান করিয়া সেই স্থানে সমাগত ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করত পাদ্য আচমনীয় প্রভৃতি দ্রব্য যথাক্রমে প্রদান করিবে। ২১। যে সকল বিপ্র নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্বপক্ষে (দৈব পক্ষে) অতিশয় শোভাযুক্ত হন, তাঁহাদিগের সর্ব্বোপধানযুক্ত আসনপূর্ব্বমুখ হইবে। সেই সকল আসনের একগাছি দর্ভ, দক্ষিণাগ্র হইবে এবং আসনসমস্ত তিলোদক প্রোক্ষিত হইবে। তাহাতে "আস্যতাং" উপবেশন কর, বলিয়া দেবকল্প এই সকল ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে। তাহারা (ব্রাহ্মণেরা) ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৈবপক্ষে দুইজন পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং পিতৃপক্ষে তিনজন উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। ২২—২৪। অথবা উভয় পক্ষে এক একজন ব্রাহ্মণ থাকিবে। মাতামহ পক্ষে এইরূপ নিয়ম। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের আধিক্য,—ব্রাহ্মণ পূজা, দক্ষিণা-প্রবণাদি-দেশ, অপরাহ্লাদি কাল, শ্রাদ্ধভোক্তৃকর্ত্তৃক গত পবিত্রতা এবং গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ লাভ, এই পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধগুণকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্য অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে অভিলাষী হইবে না। ২৫। অথবা বেদপরায়ণ শ্রুতি-শীলাদিসম্পন্ন কুলক্ষণবর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইবে। ২৬। সকল বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই প্রশস্ত পাত্রে অন্নদান করিতে অভিলাষী, দেবতায়তনে এই পাত্রে অন্নদান করিবে (দেব মানব পরিবৃত) ত্রৈলোক্য,—অভিলাষী। ২৭। পাত্রীয়াগ্নি অগ্নিতে আহুতি দিবে, অনন্তর ব্রহ্মচারী (নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ) কে ভোজন করিতে দিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ (ভোজনে) উপবিষ্ট হইলে, যে ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারী ভোজন করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেও উত্তম ভোজন করাইবে। কেননা যে শ্রাদ্ধে অতিথিতে ভোজন না করে, সে শ্রাদ্ধ বিশেষ প্রশস্ত নহে। ২৮। ২৯। অতএব তীর্থ স্থানেও অতিথিগণ দ্বিজাতির পূজ্য। যে সকল দ্বিজাতি শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহারা সেই অহোরাত্র অতিবাহিত না করিয়া মৈথুনাসক্ত হইলে বা দান করিলে ইহারা কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হীনাঙ্গ, পতিত, কুষ্ঠী, বণিক, পুক্কস, পূতি-নাসিক, কুক্কুট, শূকর এবং কুক্কুর—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা) বীভৎস, অশুচি, ম্লেচ্ছ এবং রজস্বলাকে স্পর্শ করিবে না। ৩০—৩২। নীল বসন, বৃথা কষায় বসন, এবং পাষণ্ডগণকে পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে (শ্রাদ্ধে) পিতৃ-পক্ষে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে কার্য্য কৃত হয়, বৈশ্বদেব পূজন অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ পূজন উপলক্ষেও তৎসমস্ত কর্ত্তব্য। যথোপবিষ্ট সেই সকল ব্রাহ্মণকে ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। ৩৩। ৩৪। "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। শক্ত্যনুসারে গন্ধমাল্য ও ধূপাদি প্রদান করিবে। ৩৫। অনন্তর বিক্ষেপবস্তোত্তরীয় এবং দক্ষিণ মুখ হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট অনুমতি লইয়া—"উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি আদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে। আবাহন করিবার পর "আয়ান্তুনঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। "শন্নোদেবী" মন্ত্র দ্বারা পাত্রে জল এবং

"তিলোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিলক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দিগের হস্তে অর্ঘ্য প্রদানান্তর অর্ঘ্যবিশিষ্ট জলসকল সমাহিত হইয়া (যথাক্রমে) একটী পাত্রে রাখিবে; এই পাত্রসহ প্রথম অর্ঘ্য পাত্রকে পিতৃগণের সহিত অর্থাৎ তাঁহাদিগের আবাসস্থান রূপে রাখিয়া—ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে অর্থাৎ তবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। পরে "কুরুষ" অর্থাৎ কর, এই-রূপ অনুমতি পাইবার পর উপবীতী হইয়া হোম করিবে, যজ্ঞোপবীতী এবং কুশহস্ত হইয়া হোম করা উচিত। ৩৬—৪০। অথবা প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষে ও দেবপক্ষে হোম করিবে—পরে, দেবপক্ষ পরিবেশন করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতন করিবে "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" অনন্তর "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিবে। সুসমাহিত হইয়া মহাদেব-সমীপবর্ত্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া (শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে) অগ্ন্যভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই ঐ মন্ত্র দ্বারা প্রদান করিবে *। ৪১—৪৩। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া দেব-প্রদক্ষিণ ও স্বীয় ইষ্টদেব প্রদক্ষিণ করিয়া, গোময়োপলিপ্ত সম্মুখস্থ শাস্ত্রানুরূপ এবং মঙ্গলজনক চতুষ্কোণ, মণ্ডল করিবে। একটী স্তম্ভ করিয়া সেই মণ্ডল মধ্য তিনবার আস্ফো-টিত করিবে। অনন্তর সেই স্থানে দক্ষিণা-গ্রদর্ভ মুষ্টি বিছাইয়া, একাগ্রচিত্তে, তাহাতে, হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিনটী পিণ্ড প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাতে পিণ্ডদান করিয়া লেপভোজিগণের তৃপ্তির জন্য সেই সকল আস্তীর্ণ দর্ভে হস্তঘর্ষণ করিবে; অনন্তর ক্রমে, আচমন ও প্রাণায়াম করিয়া, পিণ্ডসমীপে, ধীরে ধীরে শেষ জলধারা দিবে। অনন্তর সমাহিত হইয়া, ঈষৎ আঘ্রাতে পিণ্ডসকলকে অবহত করিবে। অনন্তর পিণ্ডাবশিষ্ট অন্ন যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাতে (শ্রাদ্ধে) ছয় ঋতু, পিতৃ-লোক, দেবতাকে প্রণাম করিবে। ৪৪—৪৯। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন কালে যদি দীপ নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে, আর অন্ন ভোজন করিবে না, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ৫০। মাষ, বিবিধ অপূপ, সরস পায়স, অভিলষিত সূপ, শাক, ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু প্রদান করিবে। ৫১। যথাভিলষিত অন্ন ও বিবিধ ভক্ষ্য, পেয় এবং অন্যান্য যাহা যাহা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দিগের অভিলষিত, তত্তৎসমস্ত বস্তুই প্রদান করিবে। ৫২। ধান্য, বিবিধ তিল, বিবিধ শর্করাও দিবে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি—ফল, মূল এবং পানীয় দ্রব্য ভিন্ন সকল প্রকার খাদ্যই উষ্ণ থাকিতে দ্বিজগণকে প্রদান করিবে। (তৎকালে) কদাচ অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে না, ক্রোধ করিবে না এবং মিথ্যাকথা বলিবে না। ৫৩। ৫৪। পাদদ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না। এবং ইহা (অন্ন) অবধূনিত (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত) করিবে না। যাহা ক্রোধসংকারে প্রদত্ত, যাহা ত্বরাপূর্ব্বক প্রদত্ত এবং যাহা পাপিষ্ঠসম্বন্ধ, সেই সকল অন্ন, রাক্ষসেরা বিলুপ্ত করে। স্বিন্ন গাত্র হইয়া, ভোক্তৃ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে অবস্থান করিবে না। ৫৫। ৫৬। কাকাদি অবলোকন করিবে না। পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিবে না, কারণ পিতৃগণ সেই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শ্রাদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ৫৭। তাহাতে শ্রাদ্ধভোক্তৃ ব্রাহ্মণকে, হস্তে করিয়া অর্থাৎ পাত্রাদি না লইয়া কেবল হস্ত সাহায্যে কোন বস্তু প্রদান করিবে না। প্রত্যক্ষ (কোন বস্তুর সহিত অমিশ্রিত) লবণ প্রদান করিবে না। লৌহময় পাত্রে করিয়া দিবে না; এবং অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে না। ৫৮। কাঞ্চন পাত্রে বা ঔদুম্বর পাত্রে করিয়া প্রদান করিলে, বিশেষতঃ খড়্গ (গণ্ডার-খড়্গা) পাত্রে করিয়া দান করিলে উৎকৃষ্ট আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৫৯। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধে মৃণ্ময়পাত্রে করিয়া পিতৃগণকে ভোজন করায়, অর্থাৎ তাঁহাদিগের তৃপ্তি উদ্দেশে তৎপাত্রাসনাসীন ব্রাহ্মণকে ভোজন

* মহাদেব সমীপবর্ত্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া কথাটী ঐ দুই স্থান যে শ্রাদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত, তাহা জানাইবার জন্য। কেহ বলেন অগ্ন্যভাবে, ব্রাহ্মণের হস্তে, মহাদেব সমীপে বা গোষ্ঠে দিবে।

করায় সে, এবং ভোক্তা, পুরোধানবকে প্রবন করে।৬০। পংক্তির মধ্যে ন্যূনাধিক প্রদান করিবে না। ভোক্তার পক্ষে দাতার নিকট যাচ্ঞা করা নিষেধ এবং পরস্পর কলহ করা অকর্ত্তব্য। কেন না, অন্যলোকে অন্ন যাচ্ঞা করিলেও, আপনাকেই ভীষণ নরকে প্রেরণ করে।৬১। মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে, জিজ্ঞাসিত হইলেও প্রস্তুত ভোজ্যের-গুণ কীর্ত্তন করিবে না। যেহেতু,—যে পর্য্যন্ত ভোজ্যগুণ কথিত না হয়, ততক্ষণই পিতৃগণ ভোজন (ভোজনজনিত প্রীতিলাভ) করিয়া থাকেন।৬২। প্রথমাসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণ, দর্শন তৎপর অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া, অগ্রে ভোজন করিবে না; যে ভোজন করে, সেই অজ্ঞ, পংক্তির পাপরাশি স্বয়ং গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।৬৩। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত দ্বিজোত্তম, শ্রাদ্ধীয় বস্তুর কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিবে না, মাষকলায় দিতে আসিলেও নিষেধ করিবে না। অপরের অন্ন অবলোকন করিবে না।৬৪। যে দ্বিজ, পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া মাষ ভোজন না করে, সে জন্মান্তরে একবিংশতি জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।৬৫। ইহাদিগকে স্বাধ্যায় (বেদমন্ত্র) ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাণ এবং উৎকৃষ্ট-শ্রাদ্ধকল্প। (শ্রাদ্ধ প্রতিপাদক শাস্ত্রাংশ) শ্রবণ করাইবে।৬৬। ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইলে পর, পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে "স্বদিত" অর্থাৎ উত্তম আহার হইল ত ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে আচমন করাইবে, কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে, ভোঃ অর্থাৎ সম্বোধনপূর্ব্বক "অভিরম্যতাম্" বলিয়া অনুজ্ঞা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ, "স্বধাস্তু" এই কথা বলিবে।৬৭।৬৮। অনন্তর কৃতাহার সেই সকল ব্রাহ্মণকে অন্নশেষের অস্তিতা অবগত করাইবে, পরে সেই সকল দ্বিজগণ, যাহা বলিবেন, তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া তাহাই করিবে।৬৯। পিত্র্যে একোদ্দিষ্টও পার্ব্বণ (পিতৃপক্ষে) ব্রাহ্মণের প্রতি "স্বদিত" এই কথা—গোষ্ঠে (গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ বিশ্বামিত্র কথিত শ্রাদ্ধবিশেষ তাহাতে) "সুশ্রুত" এই কথা—অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে "সম্পন্ন" এই কথা,—এবং দৈবপক্ষে "রুচিত" এই কথাই বক্তব্য।৭০। দৈবপক্ষীয়-ব্রাহ্মণ ক্রমে সেই সকল ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করত পিতৃগণ-সন্নিধানে এই (নিম্নলিখিত) বর সকল প্রার্থনা করিবে।৭১। "যেন" আমাদিগের বংশে দানশীল পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আমাদিগের বংশে যেন বেদ (অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিদ্বারা) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের বংশে যেন বেদার্থ-শ্রদ্ধা অন্তর্হিত না হয়, এবং আমাদিগের বংশে যেন বহু দেয় (ধনাদি) হয়।৭২। পিণ্ড সকলকে, গাভীকে, ছাগকে, বিপ্রকে, অগ্নিতে বা জলে, অর্পণ করিবে, এবং ব্রাহ্মণেরা আসনে উপবিষ্ট থাকিতে তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করা নিষিদ্ধ।৭৩। সুতার্থী ব্যক্তি, সেই সকল পিণ্ড হইতে মধ্যম পিণ্ডটি পত্নীকে দিবে (পত্নীও "আধত্ত পিতরো গর্ভ ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে তাহা ভোজন করিবে)। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া শেষে জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইবে।৭৪। জ্ঞাতিগণ পরিতুষ্ট হইলে পর, স্বীয় ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইবে। সর্ব্বশেষে পত্নীগণের সহিত স্বয়ং শেষ অন্ন ভোজন করিবে।৭৫। যতক্ষণ সূর্য্য, অস্তমিত না হ'ন, ততক্ষণ সেই উচ্ছিষ্ট অবলোকন করিবে না। পতি-পত্নী সেই রজনীতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে।৭৬। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধদান, বা শ্রাদ্ধভোজন করিয়া মৈথুন সেবা করে, সে মহারৌরব নরক ভোগ করিয়া পরে আবার কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়।৭৭। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা, সেই দিন শুচি, অক্রোধ, শান্ত, সত্যবাদী, এবং সমাহিত হইবে, আর স্বাধ্যায় ও সন্ধ্যোপাসনা বা দান পরিত্যাগ করিবে।৭৮। যে সকল দ্বিজাতি, শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহারা মহাপাতকীর তুল্য; সুতরাং বহু নরকে গমন করে।৭৯। এই চির প্রচলিত শ্রাদ্ধকল্প সম্পূর্ণ রূপে তোমাদিগকে বলিলাম। * উদাসীন

* এই শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, শাখান্তরীয়, অথবা ইহাতে যথাযথ অনুক্রমে ও সম্পূর্ণভাবে বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ নাই, ব্যুৎক্রমেও আছে; স্ব-স্ব-গৃহ্য-সূত্রানুসারে ক্রম-নির্ণয় ও পূরণাদি করিয়া লইবে।

ব্যক্তিই নিত্য আম শ্রাদ্ধ করিবে, এই জন্য (গৃহস্থ) তাহা করিবে না। ৮০। নিরগ্নি অধ্বগ, ও ব্যসনান্বিত দ্বিজ, আমান্ন দ্বারা (পার্ব্বণ) শ্রাদ্ধ করিবে, শূদ্র আমান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ সর্ব্বদাই করিবে ॥ ৮১। বিধিজ্ঞ, দ্বিজ, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া (যখন) আমশ্রাদ্ধ করিবে (তখন) তদ্দ্বারাই অগ্নৌকরণ" করিবে এবং তদ্দ্বারাই পিণ্ডদান করিবে। ৮২। যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে আবশ্যকমত এই শ্রাদ্ধ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ৮৩। অতএব দ্বিজোত্তম, বিধি যত্নসহকারে সকল শ্রাদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হ'ন। ৮৪। হে দ্বিজগণ! নির্ধন দ্বিজোত্তম, স্নানান্তে তিলোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়া ফল মূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। ৮৫। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে না (সুতরাং তাহাদিগের হোমান্ত কার্য্যই বিহিত অর্থাৎ নিত্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না থাকায় স্নান সন্ধ্যা ও হোমাদি করিবে)। অথবা পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করেন, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, ইহা প্রধান পণ্ডিতদিগের মত (প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে জীবৎপিতৃকের অধিকার-জ্ঞাপনার্থ শেষ পক্ষ কথিত হইয়াছে)। ৮৬। যাহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ইহাদিগের মধ্যে যে মরিবে, তাহাকে সে পিণ্ড দিবে। অপরের দিবে না। ৮৭। এবং উহাদিগের মধ্যে জীবন্তকে ভক্তিসহকারে যথেচ্ছ ভোজন করাইবে। জীবন্তকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করা অনুচিত; এইরূপ শ্রুতি জানা আছে। ৮৮। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র উভয় পিতাকে পিণ্ড দিবে, কারণ সে, (দ্ব্যামুষ্যায়ণ,) বীজ হইতে উৎপন্ন (এইজন্য জনক পিতাকে পিণ্ড দিবে) এবং যদি (ক্ষেত্রী) অপত্যশূন্য ভার্য্যা দ্বারা নিয়োগ ধর্ম্মে পুত্র উৎপাদিত করে (তবেই সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ)—এই জন্য ক্ষেত্রী পিতাকেও দিবে। পুত্র না থাকায় স্বামীর, স্বামী অবিদ্যমানে অন্য কোন গুরুজনের নিয়োগে (নিয়োগ ধর্ম্ম যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়ের ৬৮।৬৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে) বাগ্‌দত্তা পত্নী অপুত্র দেবরাদি দ্বারা, "ইহাতে যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এইরূপ অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে-পুত্র উৎপাদিত করিবে, সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ—নিজ জননীর স্বামী, (ক্ষেত্রী এবং জনক উভয়েরই পিণ্ডদানে অধিকারী) ।৮৯। বিনা নিয়োগে যাহার বীর্য্য হইতে, যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র, সেই বীজী পিতাকেই পিণ্ড দিবে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে এবং "যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এরূপ স্বীকার না করিয়া উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রী পিতাকে পিণ্ড দান করিবে। ৯০। (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে দ্ব্যামুষ্যায়ণ ব্যক্তি) ক্ষেত্র পিতা ও বীজী পিতার (প্রত্যেককে এক একটী করিয়া) দুইটী পিণ্ড দিবে, অথবা এক শ্রাদ্ধে বীজীর নাম কীর্ত্তন (পিণ্ডদানাদি) করিয়া তদনন্তর (সেই দিনেই) অন্য-শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রীকে পিণ্ড দিবে। ৯১। মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট বিধানে শ্রাদ্ধ করিবে। (মৃত তিথি শুদ্ধকালেই হউক আর নাই হউক যখনই হইবে সেই সময়েই শ্রাদ্ধ)। কিন্তু যে, অভীষ্ট সিদ্ধি উদ্দেশে কাম্য শ্রাদ্ধ করে, সে, (কালের) শৌচ অশৌচ ও পর্য্যালোচনা করিবে। ৯২। অভ্যুদয়ার্থী ব্যক্তি, পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধ করিতে অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণ কর্ত্তব্য সেই শ্রাদ্ধের সকল কার্য্যই দৈব (দেব-পক্ষীবৎ) হইবে।৯৩। চারিদিকে (আবশ্যক মত) দর্ভ স্থাপন করিবে, সে শ্রাদ্ধকর্ত্তা, তাহাতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, "নান্দিমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং অর্থাৎ নান্দীমুখ পিতৃগণ প্রীত হউন, ইহা বলিবে। প্রথমে মাতৃপক্ষীয়, শ্রাদ্ধ, অনন্তর পিতৃপক্ষীয়, তৎপরে মাতামহ পক্ষীয় - বৃদ্ধিকালে এই শ্রাদ্ধত্রয় স্মৃত হইয়াছে, দৈবপূর্ব্বক এই শ্রাদ্ধ দিবে অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধত্রয়ের পূর্ব্বে দেবপক্ষীয় শ্রাদ্ধ) কোন কার্য্যই অপ্রদক্ষিণ (বামাবর্ত্তে) করিবে না। ৯৪।৯৫। বিচিত্র স্থণ্ডিলে, দেবমূর্ত্তির উপর বা ব্রাহ্মণের উপর, পুষ্প ধূপ নৈবেদ্য ও ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া, উপবীতী ও পূর্ব্বমুখ থাকিয়াই একাগ্রচিত্তে পিণ্ডদান করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃগণের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধত্রয় (দৈবপূর্ব্বক) করিবে। ৯৬।৯৭। যে ব্যক্তি মাতৃযাগ না করিয়া

শ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহার হিংসা করিয়া থাকেন (গৌরীপদ্মা প্রভৃতি মাতৃগণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে)। ৯৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপিণ্ডের মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণদিগের দশাহ অশৌচ। ১। অহিত, হইবে ভাবিয়া অশৌচে, নিত্যকর্ম্ম, বিশেষতঃ কাম্য কর্ম্ম করিবে না, স্বাধ্যায়ের কথা মনেও করিবে না। ২। সাগ্নিক ব্যক্তি, শুচি ও অক্রোধ হইয়া অশৌচরহিত দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে, পিতৃগণ উদ্দেশেও শুষ্কান্ন ও ফলদ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। ৩। ইহাদিগকে (অশৌচ যুক্ত ব্যক্তিগণকে) অপরে স্পর্শ করিবে না, (অশৌচী) ভূত বলি প্রদান করিবে না। জননাশৌচে একমাত্র প্রসূতিকে ত্যাগ করিয়া অন্ত সপিণ্ড স্পর্শ—দোষাবহ নহে; যে অধ্যয়ন-তৎপর, যে যাগশীল, বা, যে বেদজ্ঞ হইবে; মরণাশৌচে, চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় ইহা পণ্ডিতগণের উক্ত *। ৪।৫। দশম দিনে স্নানান্তে ইহারা সকলেই অর্থাৎ অত্যন্ত নির্গুণ জ্ঞাতি এবং পুত্র স্পৃশ্য হইবে। ৬। দাস এবং নির্গুণ সপিণ্ডের দশাহ নির্গুণ অশৌচ, ইহা উক্ত হইয়াছে; শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি যাহার নাই—সে, নির্গুণ আর এক গুণ (কেবল স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্য্যা) সম্পন্ন হইলে, চার দিনে শুচি হইবে। দুই গুণ (শ্রৌতাগ্নি বা স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্যা ও সম্পূর্ণ স্বশাখ্যাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে তিন দিনে শুচি হইবে ও তিন গুণ (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয় অগ্নি পরিচর্য্যা এবং সম্পূর্ণরূপে স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে একদিনে শুচি হইবে। অর্থাৎ দশ দিন, চার দিন, তিন দিন, ও এক দিন মাত্র অশৌচ হইবে (মূলে "এবং দ্বিত্রিগুণৈর্য্যুক্তঃ চতুস্ত্র্যেক দিনে শুচিঃ" হইবে)। ৭। (চতুর্থ দিনাদির পর হোম, অধ্যাপন ও শ্রাদ্ধ বিশেষে, তাঁহাদিগের অধিকার হয়, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞাদিতে অধিকার দশাহাদির পরেই হইয়া থাকে, অতএব পর-বচনে কোন গোলযোগ নাই) দশাহের পর, অধ্যয়ন এবং হোমাদি কার্য্য—সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে। (যাহার দশাহ অশৌচ হইয়া থাকে) ইহার, চতুর্থ দিনে অঙ্গ স্পৃশ্যতা হয়, ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াহীনের বেদগ্রহণে অসমর্থ মূর্খের, অথবা যাহারা (অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত) মহাযোগী তাহাদিগের মরণান্ত অশৌচ অর্থাৎ তাহাদিগের যাবজ্জীবন অশৌচ। ৯। নির্গুণ ব্রাহ্মণের (সপিণ্ড মৃত্যুকেও) ত্রিরাত্র ও দশরাত্র অশৌচ হয় (তাহার মধ্যেও সংস্কারের (উপনয়নকাল ৬ বৎসর ৩ মাসের) পূর্ব্বে, (সপিণ্ড মরণে) ত্রিরাত্র, অতঃপর দশরাত্র অশৌচ হইবে। অর্থাৎ সপিণ্ড জ্ঞাতি ৬ বৎসর ২ মাসের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ, পরে মরিলে দশ দিন। ১০। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তির মধ্যে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহাই (দশরাত্র অশৌচই), শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। * যদি সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হয়, তবে তাহারও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহা (ত্রিরাত্র অশৌচ) ঋষিদিগের অভিপ্রেত। দন্ত জন্মিবার পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ। যে সময়ে দন্তের নির্ণয় হয়। দন্ত উদ্গত না হইলেও ষষ্ঠমাস বয়ঃক্রম অতীত হইলেই দন্তের নির্ণয় হয় এবং ষষ্ঠমাসের পূর্ব্বে দন্ত উদ্গত হইলেও দন্তের নির্ণয় হয়, সেই সময় হইতেই জাতদন্ত বলা যায়। চূড়াকরণ এবং উপনয়নেও এইরূপ প্রতীতি ও কাল উভয়েরই গ্রহণ; অতএব প্রথম বর্ষে চূড়া বা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেও তাহার মরণে যথাক্রমে ত্রিরাত্র ব' দশরাত্র অশৌচ

---

* ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুর্থ দিনে স্পর্শ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পঞ্চম দিনে স্পর্শ—এইরূপ ব্যবস্থিত বিকল্প জানিবে।

* অত্যন্ত নির্গুণ মাতাপিতা ও সপিণ্ডের পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যবস্থা ১৩ শ্লোকাদি দ্বারা নিরূপিত হইবে।

হইবে।১২। দন্ত জন্মাইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সদ্যঃ শৌচ; চূড়াকরণ (দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তি) পর্য্যন্ত একরাত্র, উপনয়ন (৬ বৎসর ২ মাস) পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র (তৎপরে) দশরাত্র অশৌচ কথিত হইয়াছে।১৩। সে, (বালক) জন্ম মাত্রেই অর্থাৎ সপিণ্ডদিগের অশৌচকালের মধ্যে মৃত হইলে, পিতা ও মাতার জননাশৌচই থাকিবে, কিন্তু ইহার (মৃতবালকের) পিতা (মাতা ত আছেনই) অস্পৃশ্য হইবে। মূলে "সূতকান্তি" স্থলে "সূতকং তৎ" হইবে।১৪। দশাহের পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডগণ সদ্যঃশৌচ হইবে, সোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে, যদি সোদর অত্যন্ত নির্গুণ হয়।১৫। দন্তজন্মের ঊর্দ্ধে মৃত্যু হইলে, নির্গুণসপিণ্ডদিগের একরাত্র, এবং চূড়াকরণের পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। (১৬ শ্লোক সদ্যঃ শৌচ প্রভৃতির সমাপ্তিকালকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাদিগের আরম্ভকাল কীর্ত্তিত হইল, এই ভঙ্গী ভেদ থাকায় পৌনরুক্ত্য পরিহার হইল।) ১৬। হে সত্তমগণ! যদি দন্তজন্মের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে।১৭। পাতস্বরূপ গর্ভস্রাবে * সপিণ্ডদিগের ব্রতাদেশ অর্থাৎ সদ্যঃ শৌচ কিন্তু সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হইলে গর্ভচ্যুতিতে অহোরাত্র অশৌচ আর ঐ জাতি যথেষ্টাচারী হইলে, ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা নিশ্চয়। যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য জননাশৌচ হয় অথবা মরণাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য গুরু মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী দ্বিতীয়াশৌচ প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিন দ্বারা, শুদ্ধ হইবে। আর পূর্ব্বাশৌচ শেষদিনে সজাতীয় পূর্ণ অশৌচ হইলে, দুই দিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচের পরস্পর সাঙ্কর্য্য হইলে, মরণাশৌচদ্বারা সেই অশৌচের সমাপ্তি হইবে।১৯।২০। অর্দ্ধবৃদ্ধিমৎ অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধভাগ অতীত হইয়াছে (অশৌচের সেই তৎকালজাত) দ্বিতীয় গুরু অশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় অশৌচের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। সপিণ্ডজনন শৌচ অপেক্ষা পুত্র জননাশৌচ গুরু, সপিণ্ডমরণাশৌচ অপেক্ষা মাতাগুরু মরণাশৌচ গুরু। মূলে "অর্দ্ধবৃদ্ধিমদাপ্রশৌচমূর্দ্ধমনেন শুধ্যতি" এইস্থলে "অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধশেষেন শুধ্যতি" এই পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ পাপবৃদ্ধিজনক অর্থাৎ গুরু অশৌচ যদি, সজাতীয় লঘু অশৌচের পরার্দ্ধপাতী হয়। তাহা হইলে, তদ্দ্বারা (শেষ অশৌচ দ্বারা) শুদ্ধি, অত্রস্থ এই বচন কিম্বা স্মৃত্যন্তরের এইরূপ বচন ও ব্যবস্থা দেখিয়াই "যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য গুরুজননাশৌচ হয়" ইত্যাদি স্থলে "গুরু" পদ ব্যবহার করিয়াছি)। দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি, জননাশৌচ বা মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে যে পর্য্যন্ত সেই অশৌচের অবশিষ্ট দিন সমাপ্ত না হয় তাবত্ তাহার অশৌচ থাকিবে। আর মরণাশৌচ শেষ হইয়া যাইবার পর শুনিলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে স্নানমাত্রে ঐরূপ শুদ্ধি (ইহা আচার ও ব্যবস্থা সঙ্গত অনুবাদ; যে বেদাধ্যায়ী অর্থাৎ সগুণ নহে, সে, ব্রতী বা কোন জীবিকানির্ব্বাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে, তাহার সকল কালে সকল অবস্থায়, তদ্বিষয়ে সদ্যঃশৌচ হইবে (ব্রতীর—ব্রতে, কারুর কারুকার্য্যে, সদ্যঃশৌচ ইত্যাদি) বাগ্দত্তা অসংস্কৃতা (অপরিণীতা) কন্যার মৃত্যুতে পিতার ও সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ এবং বিবাহ সংস্কার হইলে ভর্ত্তারই পূর্ণ অশৌচ হইবে। অদত্তা (যাহার বাগ্দান পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ দুই বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম) কন্যার মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ হইবে ইহা স্মৃত হইয়াছে। (তিন-পুরুষ—প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কন্যা-সপিণ্ড। ।২১—২৫। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ পর্য্যন্তের মধ্যে মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ কথিত

* তরল পদার্থের স্থানচ্যুতি সচরাচর স্রাবনামে অভিহিত; এস্থলে যাহাতে সে ভ্রম না হয় তজ্জন্য "পাতস্বরূপ" বলা হইল মিতক্ষরা মতে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠমাস মধ্যে আর রঘুনন্দন মতে সপ্তম অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবে এই অশৌচ।

হইয়াছে। আর সোদর ভ্রাতা ভগিনী দন্ত জন্মের (৬ মাসের) মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ করিবে চূড়াকরণ সময়ের (২ বৎসরের) মধ্যে মরিলে একরাত্র, আর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে মরিলে ত্রিরাত্র তৎপরে অর্থাৎ বিবাহের পর মরিলে ভর্ত্তৃকুলে দশাহ অশৌচ হইবে। মূলে "আব্রতানাৎ" না হইয়া "আপ্রদানাৎ" হইবে। মাতামহ মরণেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ২৬।২৭। প্রদত্তা সহোদরা ভগিনীর মরণাশৌচও এইরূপ; (দহন বহনাদি করিলে এইরূপ অশৌচ নচেৎ পক্ষিণী)। যোনিসম্বন্ধে অর্থাৎ এক গ্রামস্থ শ্বশ্রূ শ্বশুরাদি মরণে এবং বান্ধব অর্থাৎ মাতুল, মাতুল-পুত্র পিতৃস্বস্রীয় প্রভৃতি মরণে, পক্ষিণী-অশৌচ বেদাঙ্গশিক্ষক গুরু ও সব্রহ্মচারীর মরণে এক অহোরাত্র অশৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে রাজার অধিকারে বাস করাযায় তাহার মরণে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ একাহ অশৌচ। ২৯। বিবাহিতা কন্যা, পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে, পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ। পরপূর্ব্বা (পুনর্ভূ) ভার্য্যার পুত্র উৎপন্ন হইলে বা ঐ ভার্য্যার মরণে এবং ঔরস ব্যতীত পুত্রের জন্মমরণে (ত্রিরাত্র অশৌচ) ৩০। আচার্য্য মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। প্রত্যগা স্বজাতীয় বা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষান্তরকে যে আশ্রয় করে)। ভার্য্যা, আচার্য্য-পুত্র এবং আচার্য্য পত্নীর মরণে অহোরাত্র অশৌচ ইহা কথিত হইয়াছে। ৩২। উপাধ্যায়ের (বেদৈকদেশ শিক্ষকের এবং জীবিকা নির্ব্বাহার্থ—বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপকের) মরণে, (এক গ্রাম বাসী) শ্রোত্রিয় মরণে একরাত্র অশৌচ। আর, নিজগৃহে সপিণ্ড মরণে (অত্যন্ত সগুণের) এক রাত্র অশৌচ হইবে। ৩২। (নিজ সমীপে) শ্বশ্রূ শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। চতুর্দ্দশ পুরুষের পরবর্ত্তী সগোত্রের মরণে সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে। ৩৩। (যেমন) ব্রাহ্মণ, দশাহে শুদ্ধ হয়, (সেইরূপ) ক্ষত্রিয়, দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। ৩৪। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবংশীয় যে সকল ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক তাহাদিগের (ব্রাহ্মণ সেবাতে) ব্রাহ্মণবৎ, দশাহে শুদ্ধি—শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। ৩৫। হীনবর্ণ (শূদ্র) জাতির মধ্যে (যে ব্যক্তি) ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে (সেবা করে তাহারও ঐ সেবাকার্য্য) এইরূপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৎ অশৌচ,—ক্ষত্রিয় সেবক হইলে দ্বাদশদিন গত হওয়ার পর তৎসেবাকার্য্যে শুচি; বৈশ্য সেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর তৎসেবা-কার্য্যে শুচি হইবে। সপিণ্ড-শূদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ। অর্থাৎ বৈশ্যের ছয় দিন, ক্ষত্রিয়ের তিন দিন, ব্রাহ্মণের একরাত্র অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড বৈশ্যের জন্ম মরণে, শূদ্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে অর্দ্ধমাস, ষড়রাত্র ও ত্রিরাত্র, অশৌচ অর্থাৎ শূদ্রের ১৫ দিন, ক্ষত্রিয়ের ৬ দিন ও ব্রাহ্মণের ৩ দিন অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-শূদ্রের যথাক্রমে ষড়্রাত্র ও দ্বাদশাহ অশৌচ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্য ও শূদ্রের বার দিন অশৌচ। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্মমরণে, শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে তাহা—দশ দিন) অশৌচ হইবে।* (মূলে ৩৭ শ্লোকে "শূদ্রেশ্চা" না হইয়া "শূদ্রেষা" এবং ৩৮ শ্লোকে "শূদ্রে" না হইয়া "বৈশ্যে" হইবে)। ৩৬ ৩৯ ব্রাহ্মণ অসপিণ্ড অর্থাৎ অসম্বন্ধী, মৃত ব্রাহ্মণের সৎকার করিলে তাহার একাহ অশৌচ, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৪০। তৎ সপিণ্ডের সহিত অন্ন ভোজন বা সহবাস করিলে দশাহ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে আর লোভাভিভূতচিত্তে (কিছু পাইবার প্রত্যাশায়) যদি শীঘ্র (মৃত ব্রাহ্মণকে) দগ্ধ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, দশরাত্রে শুদ্ধ হইবে; ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য অর্দ্ধমাসে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে (এক কথায় বলিতে গেলে যে জাতীয় ব্যক্তি দাহ করিবে তাহার স্বজাতি-নির্দ্দিষ্ট অশৌচ হইবে, ইহাই বলা যায়)। ৪১।৪২ অথবা, ষড়রাত্র, সপ্তরাত্র,

---

* যৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত, ছিল তখনকার জন্যই এ ব্যবস্থা।

বিধা ত্রিরাত্রে শুদ্ধি লাভ করিবে। * অনাথ বন্ধুবান্ধবশূন্য নির্দ্ধন মৃত ব্রাহ্মণের কোনরূপে সৎকার হয় না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থ সৎকার করিলে, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি, স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি নীচবর্ণ, অশৌচ কালে স্নেহপ্রযুক্ত উৎকৃষ্ট বর্ণকে, কিম্বা উৎকৃষ্ট বর্ণ অপকৃষ্ট বর্ণকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তদীয় অশৌচ নিবৃত্তিতে শুদ্ধ হইবে। (মূলে "অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশুচ্যো ন শুধ্যতি" এই অংশ "অপরঞ্চ পরো যদি" ইহার পর সন্নিবিষ্ট হইবে)। ৪৪। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় শবানুগমনে একাহ (অশৌচ থাকিবে) তদন্তে শুদ্ধি; বৈশ্যশবানুগমনে দুই দিন পরে শুদ্ধি; শূদ্রশবানুগমনে তিনদিন অশৌচ ভোগ ও শত প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি হইবে। ৪৫। শূদ্র শবের, অস্থি সঞ্চয় না হইতে, ব্রাহ্মণ যদি ঐ শূদ্রের বন্ধুবান্ধবের সহিত উহার জন্য রোদন করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের তিনদিন অশৌচ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য উহা করিলে তাহাদিগের একাহ অশৌচ। ৪৬। অন্যথা অর্থাৎ অস্থিসঞ্চয় হওয়ার পর রোদন করিলে ব্রাহ্মণের সাজ্যোতি সময় অর্থাৎ এক দিন বা এক রাত্রির পর ও স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। আর ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যদি রোদন করে, তাহা হইলে, সচৈল অর্থাৎ তৎকাল পরিহিত বস্ত্রত্যাগ না করিয়া স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ, বা ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি অশৌচী-দিগের সহিত পুনঃ পুনঃ অন্ন ভোজন একত্র স্নানাদি ব্যবহার করে, সে দশাহ (অশৌচী ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট অশৌচ কাল) গতে শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করে, দেবতা হইলেও তাহাকে অশৌচীর অবশিষ্ট অশৌচ কাল) অশৌচ ভোগ করিয়া সেই অশৌ-চান্তে স্নান করিয়া (নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপাদির পর) শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তবে, মনুষ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া (অশৌচী ব্যক্তির) অন্ন যতদিন ভোজন করিবে, ততদিন অশৌচ ভোগ করিবে, অনন্তর (স্নানাদি) প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪৭। ৫০। সাগ্নিক দ্বিজ-গণ সপিণ্ড মরণে, দাহ হইতে এবং অপর ব্যক্তিরা মরণ হইতে অশৌচ ব্যবহার করিবে। ৫১। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তি হইতে গণনা করা যায়, তাহার ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষও অধস্তন ছয় পুরুষ সপিণ্ড সপ্তম পুরুষ অসপিণ্ড। এবং জন্ম ও নামের অজ্ঞানে (আমাদিগের বংশে অমুক নামা একজন হইয়াছিল এইজ্ঞান না থাকিলে) সমানোদক ভাবের নিবৃত্তি হয়। ৫২। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ (ইঁহারা শ্রাদ্ধভাগী) এবং (প্রপিতামহের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজন লেপভাগী (এই ছয়) আর আপনি (যাহা হইতে গণনা করা যায় সে ব্যক্তি) এই সাপ্ত পৌরুষ সাপিণ্ড্য। পিতামহ ঊর্দ্ধ তিন ব্যক্তিদিগের ও অধস্তন ব্যক্তিগণের অর্থাৎ প্রপিতামহের প্রপিতামহ এবং প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকল পুরুষের সহিত সাপিণ্ড্য আছে, ইহা প্রজাপতি দেব বলিয়াছেন। যাহারা এক ব্যক্তির ঔরসজাত, অথচ ভিন্ন-যোনি ও ভিন্ন বর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন (যথা ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও পারশব যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমধ্যায়। ৯১। ৯২। শ্লোক) তাহা-দিগের পরস্পর সাপিণ্ড্য তিন পুরুষ পর্য্যন্ত। (এই অসবর্ণ সপিণ্ডের অশৌচ ব্যবস্থা ইতি-পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কারু, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী (গর্ভদাসী) দাস (গর্ভদাস) রাজা, রাজজ্ঞাকারী ইহাদিগের নিজ নিজ অসাধারণ কার্য্যে যথা কারুর কারু কার্য্যে শিল্পীর শিল্প কার্য্যে ইত্যাদি) সদ্যঃ শৌচ ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৫। দাতা, নিয়মিত প্রত্যহ দান করে (যে) নিয়মী অর্থাৎ এইব্রত সমাপ্তির পর আমি অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে যে) যতি এবং ব্রহ্মচারী; ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচ; নিয়মীর সদ্যঃ শৌচ বিধান থাকায়; শুচি ব্রাহ্মণ তাঁহার অন্ন ভোজন করিলেও অশৌচ হইবে না। ৫৬। সত্রী (দীক্ষিত) ব্রতী (আরব্ধব্রত) অভিষিক্ত

* লোভ তারতম্য সগুণ নির্গুণ, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভেদে অশৌচের কাল ভেদ।

রাজা * ও প্রাণসত্রী (প্রাণশব্দে অন্ন, নিরন্তর অন্নদানে রত) ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচ কথিত হইয়াছে। । ৫৭। যজ্ঞে (আরব্ধ বৃষোৎ সর্গাদি কার্য্যে, বিবাহকালে, আরব্ধ সংস্কার কার্য্যে, আরব্ধ দেবপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে, দুর্ভিক্ষ কালে, এবং রাজাদির উপদ্রবে অর্থাৎ তৎকাল কর্ত্তব্য শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে, সদ্যঃ শৌচ উক্ত হইয়াছে ।৫৮। বৃকাদিহত অর্থাৎক্রোধাদি বশতঃ ব্যাঘ্রাদি মুখে যে আত্মহত্যা করিয়াছে, বিদ্যুৎপাত নিহত, ইহা ও পূর্ব্ববৎ-রাজদণ্ড হত ব্রহ্ম-শাপাদিনিহত এবং নিজ-দোষ রোষিত সর্পাদি দংশনে মৃত ব্যক্তির সদ্যঃ শৌচকথিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যা মরণ রাজদণ্ড মরণ, ব্রহ্মশাপাদিজনিত মরণ বা ঐরূপ সর্প দংশন জনিত মরণে সদ্যঃ শৌচ। ৫৯। অগ্নি প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন বিষপান, জল প্রবেশে ও অন্ন পরিত্যাগ (প্রায়োপবেশন)— আত্মহত্যাসম্পাদনার্থ ব্যবহৃত এই সকল কার্য্যে মরণ, গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থ মরণ ও সন্ন্যাসি-মরণে সদ্যঃ শৌচ বিহিত। ৬০। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং যতিদিগের মরণে অশৌচ হয় না ; এবং পতিত ব্যক্তির মরণে অশৌচ হয় না ইহা পণ্ডিতদিগের বিদিত। ৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

পতিত ব্যক্তিদিগের দাহ নাই, অন্ত্যেষ্টি নাই, অস্থিসঞ্চয় নাই, (তাহার জন্য) অশ্রুপাত বা পিণ্ডদান ও অকর্ত্তব্য এবং তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কদাচও করিবে না ।১। যে ব্যক্তি অগ্নিবিষাদি সাহায্যে স্বয়ং আত্মহত্যা করে, তাহার অশৌচ হইবে না। (কথিত হইয়াছে) এবং তাহার উদকাদি দানও হইবে না। ২। যদি কেহ অনবধানতাবশতঃ অগ্নি বা বিষাদি দ্বারা মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য, উদকাদি দানও কর্ত্তব্য। ।৩। (পুত্র জন্মাইলে দান করা বিধি—কিরূপ দত্তবস্তু গ্রাহ্য তাহা উক্ত হইতেছে) কাহারও পুত্র জন্মিলে সেই দিন উহার নিকট সুবর্ণ, ধান্য, গো, বস্ত্র, তিল, অন্ন, (তণ্ডুল) তৈল, গুড়, ঘৃত এই সকল অংক বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে ।৪। অশৌচী ব্যক্তির গৃহ হইতে প্রত্যহ ফল, ইক্ষু, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, তোয়, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, দুগ্ধ এবং শুষ্কান্ন গ্রহণ করা যায়। দ্বিজ-গণ আহিতাগ্নিব্যক্তিকে যথাবিধি তিন অগ্নি, (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে) মূলে "দাতব্য" না হইয়া "দগ্ধব্য" হইবে ৫।৬ অনাহিতাগ্নি (শ্রৌতাগ্নিশূন্য) ব্যক্তিকে গৃহ্যাগ্নি দ্বারা তদিতর (উভয়াগ্নিরহিত ব্যক্তিকে, লৌকিক অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে। মৃতদেহ না পাওয়া যাইলে, পলাশপত্র দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা শ্রদ্ধাযুক্ত সপিণ্ডগণ যথাশাস্ত্র দাহ করিবে *। বাক্য সংযম করিয়া নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক একবারমাত্র জল দান করিবে (সামবেদী বিষয়ে-তিনবার) বান্ধবগণের সহিত সকলেই আর্দ্রবস্ত্র থাকিয়া (মরণদিন হইতে দশম দিন পর্য্যন্ত) প্রতিদিন রাত্রিতে বা দিবসে (যথাসম্ভব) যথাবিধি মৃতব্যক্তি উদ্দেশে গৃহদ্বারদেশে পিণ্ডদান করিবে। (পিণ্ডদান একজনেরি কর্ত্তব্য, তবে পত্রাদির অসামর্থ্যে যে কোন সুবর্ণ দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য "সকলে" কথাটী প্রযুক্ত হইয়াছে) চারজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, জ্ঞাতিগণ সকলে, দ্বিতীয় দিনে ক্ষুর কার্য্য করিবে, (অশৌচের মধ্যে যে দিন হয়, সেই দিন ক্ষৌরী হইবে: ইহা বুঝাইবার জন্য স্মৃত্যন্তরোক্ত অশৌচান্ত দিন না বলিয়া দ্বিতীয় দিন উক্ত হইল।, এই জন্যই স্মৃত্যন্তরেও তৃতীয় পঞ্চমাদি দিনে

---

* পূর্ব্বে কেবল রাজ শব্দের উল্লেখ আছে, এক্ষণে আবার অভিষিক্ত রাজার উল্লেখ হইতেছে, এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "প্রকৃত রাজার অসামর্থ্য প্রভৃতি কারণে রাজপুত্রাদি, কর্ত্তব্য বোধে, স্বতঃ রাজোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সদ্যঃশৌচ কিন্তু অভিষিক্ত রাজ সন্নিধ্যে সদ্যঃশৌচ নহে অভিষিক্ত রাজার, রাজকার্য্যে সর্ব্বদা সদ্যঃশৌচ" অথবা সাধারণ রাজার সদ্যঃশৌচ নিবৃত্তির জন্য বিশেষরূপে উক্ত "হইল" অভিষিক্ত রাজারই সদ্যঃশৌচ।

* ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল, প্রতিমূর্ত্তির উপকরণ পলাশপত্রাদির সংখ্যা বিশেষ শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে।

ক্ষৌরী হওয়ার বিধি আছে, আমাদিগের দেশে অশৌচান্ত দিনেই ক্ষৌরী হওয়া ব্যবস্থা। সকল বান্ধবের সহিত জ্ঞাতিই অস্থিসঞ্চয় করিবার পাত্র হইবে, (জ্ঞাতি শব্দের ভাবার্থ দাহকর্ত্তা) অস্থিসঞ্চয়ন দিনে শ্রদ্ধাসৎকারে তিন জনের অন্যূন অযুগ্ম পবিত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পঞ্চম, নবম এবং একাদশ দিনে অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে তাহা (এই দিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ বিশেষ) নবশ্রাদ্ধ বলিয়া বিদিত। ৭—১২। অগ্নিদ অর্থাৎ মুখাগ্নি করিবার মুখ্যপাত্র—পুত্রাদি) একাদশ দিনে অথবা দ্বাদশ দিন গত হইলে, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে একাদশ দিনে ব্রাহ্মণের এবং ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়ের) শ্রদ্ধাসৎকারে, প্রেতোদ্দেশে, একটী পবিত্র ও একটী মাত্র পিণ্ড (অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট; শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। প্রাদেশপরিমিত সাগ্রকুশের নাম পবিত্র। এক বৎসর কাল প্রতি মাসে, মৃত তিথিতে এইরূপ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিবে।১৩। ১৪ সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সপিণ্ডীকরণ উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ। তাহাতে প্রেত প্রভৃতির (যাহার সপিণ্ডীকরণ হইতেছে তৎ প্রভৃতি) চার জনের পিতার সপিণ্ডীকরণে তাঁহার ও তাঁহার উর্দ্ধতন আর তিন পুরুষের এক একটী করিয়া চারিটী পাত্র অর্থাৎ অর্ঘ্য পাত্র করিবে.। ১৫। অনন্তর, প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত অর্ঘ্য পাত্র, "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পিতৃলোকের অর্ঘ্যপাত্রে (পিতামহ প্রভৃতির তিনটী পাত্রে) সিঞ্চন করিবে অর্থাৎ প্রেতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের চারভাগের এক ভাগ, পিতামহাদির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পিণ্ড সম্বন্ধও এইরূপ, অর্থাৎ প্রেত প্রভৃতি চার জনের উদ্দেশে চারিটী পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া প্রেতপিণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ ঐ সকল পিণ্ডসহ মিশ্রিত করিবে। ১৬। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে প্রথম দৈবপক্ষ শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, তাহাতে পিতৃলোকের আবাহন করিবে এবং প্রেতেরও আবাহন করিবে (যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির "প্রেত" সংজ্ঞা তৎপরে "পিতৃ" সংজ্ঞা)।১৭। যে সকল মৃতের সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কার্য্য পৃথক্ ভাবে করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি পৃথক্ পিণ্ড করিবে, সে পিতৃঘাতী হইবে। (সপিণ্ডীকরণ একটী-একোদ্দিষ্ট ও একটী পার্ব্বণ লইয়া গঠিত; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটী প্রেতোদ্দেশে পার্ব্বণটী পিতৃ উদ্দেশে হইয়া থাকে, সপিণ্ডীকরণের পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে আর তাহার জন্য ঐরূপ স্বতন্ত্র একোদ্দিষ্ট করিবে না)। ১৮। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র "পিণ্ড" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত হইবে এবং এক "বৎসর" প্রত্যহ প্রেতোচিত বিধি অনুসারে, জলপূর্ণ কুম্ভ ও অন্ন (প্রেতোদ্দেশে) দান করিবে। ১৯। (পিতা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পরলোক গত হইলে অথবা পিতা মাতা অম্নাবস্যাতে বা পিতৃপক্ষে মৃত হইলে তাহাদিগের) প্রতিসংবৎসর কর্ত্তব্য সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধি অনুসারেই ইষ্ট। ইহাই সনাতন নিয়ম। ২০। পিণ্ডদান প্রভৃতি পিতামাতার যে কিছু কার্য্য, তাহা পুত্রগণই করিবে। পুত্রাভাবে ঐ সকল কার্য্য পত্নী করিবে, তদভাবে, সহোদর করিবে,৭(পুত্র শব্দে পুত্র, পৌত্র,প্রপৌত্র এবং পত্নী শব্দে পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র; অতএব পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাভাবে পত্নী এবং পত্নী, কন্যা, দৌহিত্রাভাবে সহোদর, পিণ্ড দানে অধিকারী ইহা এই বচনের মর্ম্ম। ২১। গৃহস্থগণের এই ধর্ম্ম, তোমাদিগের নিকটে সম্পূর্ণরূপে বলিলাম এবং স্ত্রীলোকদিগের যথাবিধি ভর্ত্তৃশুশ্রূষাই ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে অন্য ধর্ম্ম ইষ্ট নহে। ২২। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং ঈশ্বরার্পিত চিত্ত, সে,—যাহা বদতুল্য (নিত্য ও পবিত্র) বলিয়া কথিত, সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বামিক অশীতি রত্তিকার অন্যূন সুবর্ণাপহারী, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের (অন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে, সে—ইহারা

অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী। যে ব্যক্তি (প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাপাতকীর সহিত) একবৎসর সংসর্গ করে, সে পতিত মহাপাতকী হয়। যে শয্যাসনে সর্ব্বদা উপবেশন করে অর্থাৎ লঘু সংসর্গ করে, সেই ব্যক্তিই (এক বৎসরে) পতিত হয়। আর দ্বিজ, যাজন, যজন যোনিসম্বন্ধ ও অধ্যয়ন, (অধ্যাপন) জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার অন্যতম কার্য্য করিলে, বা সহ ভোজন অর্থাৎ ভাজমহাপাতকীর সহিত এক পাত্রে এক সময়ে তদীয় অন্ন ভোজন করিলে সদ্য পতিত হয়, অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত জ্ঞানতঃ ঈদৃশ গুরুতর সংসর্গে সদ্যঃ পাতিত্য হয়; যে দ্বিজ (প্রকৃত তত্ত্ব) না জানিয়া ও অনবধানতা বশতঃ (মহাপাতকীর নিকট) অধ্যয়ন করে, (বা মহাপাতকীকে অধ্যাপিত করে) সে, এবং যে সহাধ্যয়ন করে সে, এক বৎসরে পতিত হয়। ১—৪। * ব্রহ্মহত্যাকারী বনে কুটীর করিয়া আত্মশুদ্ধ্যর্থ শব শিরোধ্বজ, অর্থাৎ স্বকরস্থিত ঊর্দ্ধমুখদণ্ডাগ্রে, হত ব্রাহ্মণের তদভাবে, অন্য কোন মৃত ব্রাহ্মণের কপাল স্থাপন এবং ভিক্ষাকরত তাহাতে দ্বাদশবর্ষ বাস করিবে। ৫। ব্রাহ্মণের গৃহ বা দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, আপনিই আপনার নিন্দা করিয়া, (ভিক্ষা চাহিবে), এবং বিনাশিত ব্রাহ্মণকে (অনুতাপের সহিত) স্মরণ করিবে। ।৬। প্রত্যহ, যে সময়ে অগ্নি নির্ধূম হইয়া যায়, ভোজন ঘটিতকথাবার্ত্তা তিরোহিত হয়, সেই সময়ে, অর্থাৎ বিশেষ অপরাহ্নে অসঙ্কীর্ণ জাতির ভিক্ষোপযুক্ত সাতটী মাত্র বাটীতে প্রত্যহ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইবে, (একটী বাটীতে ভিক্ষা না মিলিলে বা প্রাণ ধারণের অনুপযোগী স্বল্প ভিক্ষা মিলিলে আর এক বাটীতে যাইবে। এইরূপ ক্রমে সাত বাটি পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে পারিবে, তাহাতেও যদ্যপি ভিক্ষা না মিলে, তথাপি অন্যত্র গমন করিবে না, সে দিন উপবাসী থাকিবে। ৭। অথবা পাপক্ষয়ার্থ মরণের জন্য অনশন করিবে, ভৃগুপতন করিবে অর্থাৎ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবে কিম্বা জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, অথবা জলে প্রবেশ করিবে, (ইহাই) আদ্য অর্থাৎ প্রথম কল্প (২)। ৮। ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ কি গাভী রক্ষার্থ সম্যক্ অর্থাৎ লৌকিক স্বার্থশূন্য চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে পাপশূন্য হইবে (৩) অথবা ঐ অবস্থায় দীর্ঘ দুশ্চিকৎস্য রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে নীরোগ করিলে (নিষ্পাপ হইবে (৪)। ৯। যে দ্বিজ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃত স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে শুদ্ধ হয় (৫) সে, বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলেও অর্থাৎ ক্ষুধাবসন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, (৬) অর্থাৎ অশ্বমেধাবভৃত স্নান বা ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ১০। ব্রহ্মঘাতী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে, (তাহাতেই পাপ মুক্ত হইবে) (৭) কিম্বা সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে (৮)।১১। অথ সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিবে, যখন তদ্দ্বারা দগ্ধদেহ হইবে, তখন সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। মূলে সতদা না হইয়া সতয়া হইবে ।১২। কিম্বা অগ্নিবর্ণ, উত্তপ্ত গোমূত্র অগ্নিবর্ণ দ্রবীভূত গোময় অগ্নিবর্ণ দুগ্ধ অগ্নিবর্ণ ঘৃত বা অগ্নিবর্ণ জল পান করিয়া গতপ্রাণ হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১)। ১৩। অথবা আর্দ্রবস্ত্র ও পবিত্র হইয়া নারায়ণরূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া, সেই অর্থাৎ সুরাপানজনিত পাপ

---

* যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যোনিসম্বন্ধ এবং সহভোজন ও লঘু গুরুভেদে দ্বিবিধ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞাদির যজন যাজন উপনয়ন সমেত বেদাধ্যয়ন, তাদৃশ বেদাধ্যাপন এবং বিবাহপূর্ব্বক যোনি সম্বন্ধ পতিতের সহ একপাত্রে পতিত কক্তান্ন ভোজন, এই সকল গুরুতর সংসর্গ অষ্টকাদি যজ্ঞের যজন, যাজন, কেবল বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন, এবং বিবাহানন্তর পাপচারিণী নিজ পত্নীর সহ যোনিসম্বন্ধ পতিতের সহ একপাত্রে অপতিতের পক্কান্ন ভোজন, এই সকল সংসর্গ। এক্ষণে দেখ। জ্ঞানকৃত গুরুতর সংসর্গ যজন যাজনাদিতেই সদ্যঃ পাতিত্য। অজ্ঞানকৃত হইলে দুই দিনে; অজ্ঞানকৃত পাপ জ্ঞানকৃত পাপের অর্দ্ধ। অতএব "অজ্ঞানবশতঃ অধ্যয়ন করিলে এক বৎসরে পতিত হয়" উক্ত হইয়াছে এ স্থলের অধ্যয়ন পূর্ব্বোক্ত লঘু অধ্যয়ন, ইহা জ্ঞাতব্য।

শান্তির জন্য ব্রহ্মহত্যাব্রত (দ্বাদশ বার্ষিকব্রত) আচরণ করিবে (২)। ১৩—১৪। অথ সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত। স্বর্ণস্তেয়ী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ সুবর্ণ অপহরণ করিলে, রাজার নিকট গমন করিয়া নিজদোষ কীর্ত্তন করত "আপনি আমাকে শাসন করুন" এই কথা একবার বলিবে। (মূলে "স্বর্ণস্তেয়ী সকৃৎ" স্থলে, পুস্তক বিশেষে "সুবর্ণস্তেয়কৃৎ" পাঠ আছে তাহা সুসঙ্গত, ইহার অনুবাদ পূর্ব্ববৎ কেবল "একবার" কথাটা উঠিয়া যাইবে)। ১৫। রাজা স্বয়ং মুষল গ্রহণ করিয়া তাহাকে অর্থাৎ সুবর্ণ চোরকে একবার আঘাত করিবে, তাহাতে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১) অথবা ব্রাহ্মণ বধদণ্ড না থাকায় তপস্যা দ্বারাই পাপ মুক্ত হইবে। (অথবা ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় তপস্যাই শুদ্ধিজনক) অথবা শব্দ থাকায় ক্ষত্রিয়াদি ও যথাশাস্ত্র তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে বুঝা যাইতেছে। ১৬। (মুসলাঘাতের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশার্থ কথিত হইতেছে) বহু অন্বেষণের পর, বধোপযোগী মুষল কিম্বা লগুড় অথবা উভয়ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্র ও তীক্ষ্ণমূল) লৌহময় দণ্ড কর দ্বারা গ্রহণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ধাবমান উন্মুক্তকেশপাশ চোর, নিজকর্ম্ম-কীর্ত্তন করত আমাকে শাসন কর; এইরূপ বলিলে, তৎপরে রাজা চোর এবং সেই পাপকে আঘাত করিবে অর্থাৎ চোরকে আঘাত করায়, পাপও আহত হইয়া থাকে, কেন না সেই আঘাতই পাপনাশক। এই বচনটীর সংস্কৃত টীকা প্রদত্ত হইতেছে; "ধাবতা স্বাশ্রয় পুরুষ ধাবচেনার্থোর্থৎ সঙ্গতা শিথিল কুন্তলকলাপে নোপলক্ষিতঃ স্তৈনইত্যুহং কর্ম্মাণি সুবর্ণহরণ তদুপায়াদ্যাত্মকানি আচক্ষাণঃ কীর্ত্তয়ন্ মাংশাধি এব মাচক্ষাণো ভবতি কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন সকৃদুচ্চরিতস্য দ্বভামন্বয়ঃ অনু পশ্চাৎ রাজা স্তেনং তৎপাপঞ্চ অদ্দীত হন্যাৎ"। ১৭—১৮। অনন্তর তাহাতে মৃত্যু হউক আর মুক্তিই হউক, সেই স্তেয় জানত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে (ইহা জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত)। রাজা তাহাকে শাসন না করিলে, রাজাই চৌর্য্য-পাপভাগী হইবে। ১৯। অজ্ঞ ব্যক্তির অর্থাৎ ব্রাহ্মণের), স্বর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ, তপস্যা দ্বারা গলিয়া যায়, সুতরাং (তপস্যার্থী) দ্বিজ, চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া বনমধ্যে ব্রহ্মঘাতীর ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিকব্রত করিবে (২)। ২০। অথবা দ্বিজ, অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া পূত হইতে পারিবে। ৩। অথবা ব্রাহ্মণদিগকে আত্মশরীরের সমপরিমাণ সুবর্ণ প্রদান করিবে (৪)। ২১। অথবা স্বর্ণহারী ব্রাহ্মণ, তৎপাপক্ষয়ার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর ব্রতচর্য্যা করিবে (৫)। ২২। অথ বিমাতৃগমন প্রায়শ্চিত্ত। কামমোহিত ব্রাহ্মণ, অভিলষিত গুরুপত্নীগমন করিলে অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিমাতৃসংসর্গ করিলে, কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত উত্তপ্ত (অগ্নিবৎ দেদীপ্যমান) স্ত্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিবে। ঐ মূর্ত্তি আলিঙ্গনে দগ্ধদেহ হইয়া মরণ হইলে, পাপমুক্ত হইবে (১)। ২৩। অথবা আপনিই শিশ্ন এবং অণ্ডকোষ কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা অঞ্জলিতে করিয়া, যতক্ষণ দেহপাত না হয়, ততক্ষণ অবক্রগতিতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিবে। (২) (মূলে "উৎকৃত্যোদথবা" না হইয়া "উৎকৃত্যাধায় বা" হইবে)। ২৪। অথবা পিতার জন্য (গুরুর প্রাণ রক্ষার্থ বা সর্ব্বস্ব রক্ষার্থ) হত হইলে শুদ্ধ হইবে (মূলে "গুর্ব্বর্থে বহবঃ" না হইয়া "গুর্ব্বর্থে বা হতঃ" হইবে)। অথবা ব্রহ্মহত্যার ব্রত (দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে (৩) অথবা, কর্কটযুক্ত বৃক্ষশাখা আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে এক বর্ষে (শুদ্ধ হইবে) (৪) । ২৫। বিপ্র নিয়ত অর্থাৎ সংযত হইয়া অধঃশয়ন করিবে এবং এক বৎসর চীর বস্ত্র পরিধান করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রাজাপত্য করিবে; তাহাতেই বিমাতৃগামী পাপমুক্ত হইবে (৫)। ২৬। দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। (৬)। নির্ধন ব্যক্তি (উপযুক্ত দান করিলে ধনীর পাপ ক্ষয় হয়, ইহা জানাইবার জন্য "নির্ধন" কথাটীর উল্লেখ হইল) যত্ন সহকারে সদা-ব্রত ব্রহ্মচারী, ও অষ্টমকালে ভোজন-নিরত (তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিকালে ভোজন করে, যে) হইয়া, (সকল সময়েই) দণ্ডায়মান, কিম্বা উপবিষ্ট হইয়া

থাকিবে, এবং অধঃশায়ী হইবে (এইরূপ) তিন বৎসর পরে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে (৭)। ২৭। ২৮। অথবা পাঁচটী চন্দ্রায়ণ করিবে (৮) কিম্বা চারিটী চন্দ্রায়ণ করিবে তাহাতেই বিশুদ্ধ হইবে (৯) অথ সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ, লোভ পূর্ব্বক যে পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিবে, পাপক্ষয়ার্থ একবার মাত্র তদীয় ব্রত অর্থাৎ তদীয় ব্রতের পাদন্যূন ব্রত করিবে। (১) অথবা নিরালম্ব হইয়া এক বৎসর "তপ্ত-কৃচ্ছ্র" করিবে (২) পতিত সংসর্গী ব্যক্তিগণের মধ্যে ঈদৃশ লোকই নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। । ২৯। ৩০। যাণ্মাসিক লঘু সংসর্গ—হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই সকল পবিত্রতা জনক কার্য্য মহাপাতকীর পাপ বিনষ্ট করে। ৩১। পৃথিবীস্থিত পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনেও নিষ্কৃতি হয়। হে বিপ্রগণ—কামমোহিত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণ হরণ এবং বিমাতৃগমন, এই সকল মহাপাতক করিলে, পুণ্যতীর্থে একাগ্রচিত্তে অনশন করিবে। ৩২। ৩৩। অথবা দেবাদিদেব মহাদেবকে ধ্যান করত, জলে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। কর্ম্মাভিজ্ঞ, মুনিগণ (ইহাদিগের) অপর কোনরূপ নিষ্কৃতির উপায় জানিতে পারেন নাই। ৮। ৩৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বিপ্র * জ্ঞানপূর্ব্বক কন্যা. ভগিনী বা পুত্র-

% ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত।

(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার।

(২) চিহ্নিত অনশনাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের অন্যতম অবলম্বনে মৃত্যু—জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রত আরম্ভ করিয়া তাহা সমাপ্ত না হইতে (৩) (৪) (৫) (৬) চিহ্নিত কার্য্য সকলের মধ্যে যে কোন একটী কার্য্য করিলেই তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে, দ্বাদশবর্ষ সমাপ্তিকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। শূলপাণি বলেন (৬) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত-ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। ধনবান্ নির্গুণ ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ নির্গুণ ব্রাহ্মণ বধ করিলে (৭) চিহ্নিত কার্য্য করিলে তাহাতেই পাপক্ষয় হইবে। অর ধনবান্ না হইলে (৮) চিহ্নিত কার্য্য করিবে ঐ কার্য্য যৎকালে, রেলওয়ে ইষ্টিমার প্রভৃতি হয় নাই তখন যেরূপ কষ্টে করিতে হইত এখন ও তদ্রূপ কষ্ট ভোগ করিয়া পদব্রজে গমন পূর্ব্বক করিতে পারিলেই উক্ত পাপক্ষয় হইবে)।

সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত।

(১) চিহ্নিত অগ্নিবৎ অত্যুষ্ণ সুরা পানাদি ষড়্বিধ উপায়ের যে কোন একটী অবলম্বন করায় মৃত্যু হইলে জ্ঞানকৃত সুরাপান পাপ বিদূরিত হইবে।

(২) চিহ্নিত কার্য্য অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত।

সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।

(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।

(২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং অজ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।

(২) চিহ্নিত কার্য্য আরম্ভের পর সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে (৩) চিহ্নিত কার্য্য করিলে, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ জ্ঞান কৃত পাপ হইতে, এবং ক্ষত্রিয়াদি অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। শূলপানি বলেন। (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। যে ব্যক্তি রজতাদি ভ্রমে স্বর্ণাপহরণ করিয়াছে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত তাহার পক্ষে। সপ্তবর্ত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ স্বামিক সুবর্ণ হরণে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুদার গমন প্রায়শ্চিত্ত। জ্ঞানকৃত বিমাতৃ গমনে (১) (২) চিহ্নিত (মরণান্ত) প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানকৃত পাপে (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ বিমাতার সহিত অসম্পূর্ণ সঙ্গম হইলে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে (৬) চিহ্নিত কার্য্য করিলেই শুদ্ধ হইবে। ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনেও (৬) প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। (শূলপাণি বলেন ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। অজ্ঞানকৃত বিমাতৃগমনে (৭) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৮) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত, সগুণের পক্ষে ঐ স্থলে (৯) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বৈকল্পিক সুতরাং যে পাপে মরণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, সেই পাপে পাপী হইলে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতও করিতে পারে।

সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে (১) চিহ্নিত ও অজ্ঞানকৃত পাপে (২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। মরণ কিছু আর পাদন্যূন হয়না, সুতরাং মরণের বৈকল্পিক চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তের পাদন্যূন অষ্টাদশ বার্ষিক ব্রত জ্ঞানকৃত সংসর্গজ পাপের উক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

* বিপ্র,—সকল বর্ণের প্রধান বলিয়া স্থানে স্থানে বিপ্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরূপে কর্ত্তনির্দ্দেশ থাকে, বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে, সকল জাতিই তাঁহার লক্ষ্য এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয়। বিভাগ করিয়া লইবার ভার পাঠকের উপর থাকিল।

বধু, গমন করিলে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে, ইহা নিয়ম। ১। মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা ও ভাগিনেয় গমন করিলে, পৈতৃস্বস্রেয়ী, মাতুঃস্বস্রেয়ী গমন করিলে কিম্বা মাতুলকন্যা গমন করিলে, সুসমাহিত-চিত্তে, প্রাজাপত্যাদি আচরণপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে (এই সকল পাপ অনুপাতকের মধ্যে গণিত, সুতরাং ইহা জ্ঞানকৃত হইলে ইহারও বিমাতৃ গমনবৎ প্রায়শ্চিত্ত, "প্রাজাপত্যাদি" এস্থলে আদিশব্দ থাকায় প্রয়োজনমত জ্ঞানকৃত স্থলে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব করা যাইতে পারে। জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানকৃত, বলাৎকারকৃত, সগুণ-পুরুষকৃত ইত্যাদি ভেদে বিবিধ ব্যবস্থা হইতে পারে "আদি" শব্দ থাকায় কোন দিকেই ন্যূনতা নাই) ভার্য্যার সখী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে এবং শ্যালী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র" করিবে (এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর প্রদত্ত হইতেছে যথা) মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা এবং ভাগিনেয়ী গমন করিলে প্রাজাপত্যাদিপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে। পিতৃস্বস্রেয়ী মাতৃস্বস্রেয়ী, গমন করিলে কিম্বা মাতুলকন্যা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ভার্য্যাসখী গমন বা শ্যালী গমন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র' করিবে। * রজস্বলা গমনে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২—৫। ক্ষত্রিয় সহিত সংসর্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অথবা "পরাক' ব্রত দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই কথা বলেন (সকৃদ্ব্যভিচরিত ক্ষত্রিয় পত্নী গমনে—ক্ষত্রিয়ের চান্দ্রায়ণ, তথাবিধ ক্ষত্রিয়পত্নী গমনে ব্রাহ্মণের "পরাক" ব্রত। ক্ষত্রিয়,—জ্ঞানত, ক্ষত্রিয়পত্নী গমন করিলে দ্বিবার্ষিক ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ, সত্রৈক বার্ষিক ব্রত করিবে। দ্বিজ, মণ্ডুক, নকুল, কাক, বিড়বরাহ, মূষিক এবং কুক্কুর, মার্জ্জার, হনন করিলে "ষোড়শাখ্য" অর্থাৎ ষড়্দিন সাধ্য ব্রত বিশেষ মহা ব্রত করিবে। জ্ঞানকৃত বধে এই প্রায়শ্চিত্ত। (মূলে "ষোড়শাখ্য" এই স্থলে 'শিশুকৃচ্ছ্র" পাঠ পুস্তকবিশেষ-সম্মত, শিশুকৃচ্ছ্র পাদকৃচ্ছ্রের সমান) অথবা মার্জ্জার নকুল এবং কুক্কুর (পূর্ব্বোক্ত মণ্ডূকাদি) বধ করিলে, আলস্যশূন্য হইয়া ত্রিরাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে কিংবা এক যোজন পথ গমন করিবে অজ্ঞানকৃত বধে এই দুইটী প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ অশ্ববধ করিলে, দ্বাদশ দিন সাধ্য প্রাজাপত্য করিবে। ৬। ৮। দ্বিজোত্তম সর্পবধ করিলে লৌহময়ী অভ্রি (খনিত্র বিশেষ) প্রদান করিবে বলাকা রক্তব মূষিকা বিশেষ কৃতলম্বক বরাহ তিল-দ্রোণ, তিলাট তিত্তিরি অথবা শুক, হত্যা করিলে দ্বিবর্ষ বয়স্ক গো দান করিবে ক্রৌঞ্চ হনন করিলে ত্রিহায়ন বৎস দান করিবে। ৯। ১০। হংস বলাকা বক টিট্টিভ বানর এবং ভাস পক্ষী বধ করিলে স্বয়ং ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। শিশু বলাকা-বধে বৎসতরী দান এবং অপর বলাকা বধে গো দান করিবে। ১১। মাংসাশী পশু বধ করিলে পয়স্বিনী ধেনু অমাংসাশী পশু বধ করিলে; বৎসতরী ও উষ্ট্র বধ করিলে ৫রতি স্বর্ণদান করিবে। (সকৃৎ অজ্ঞানবিষয়ক এই বচন)। ১২। অস্থিযুক্ত নিকৃষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে (প্রাণীর ক্ষুদ্রত্বাদি অনুসারে) কিঞ্চিৎ দান করিবে (মূলে "জীবিতে চৈব তৃপ্তায়" স্থলে "কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায়" হইবে) অস্থিশূন্য প্রাণিবধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৩। ফলদ বৃক্ষ ছেদনে ফলোপেত গুল্ম বল্লী লতা ছেদনে এবং ফলোপেত বীরুধ ছেদনে ঋক্‌শত (সাবিত্র্যাদি শতমন্ত্র) জপ করিবে। পুষ্প-যুক্ত এই সকল বৃক্ষাদি ছেদনে ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রমাদতঃ গোহত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ বা পরাক ব্রত করিবে*। ১৫। জ্ঞান

* এই ব্যাখ্যাতে আর পূর্ব্বে ব্যাখ্যাতে যে কিছু প্রায়শ্চিত্ত লাঘব দৃষ্ট হয়, তাহা অজ্ঞান, অসম্পূর্ণ সম্ভোগ এবং ঐ সকল স্ত্রীদিগের ব্যভিচার ইত্যাদি রূপ লাঘবজনক হেতু উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসিত করিবে। মূলে "আরুহ্য" ও "গত্বা" কথায় উল্লেখ থাকায় জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ আরোহণ মাত্রেরি প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। "গর্ত্বা" ইহাও আরোহণের সমানার্থক। প্রকৃতসম্ভোগ প্রায়শ্চিত্ত জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ, ইহা অনুকৃষ্ট করিয়া লইবে, ইহা পক্ষান্তর। ভবিষ্যতে ও প্রায়শ্চিত্ত গুরু লাঘব মীমাংসা।—অভ্যাস, অনভ্যাস, জ্ঞান, অজ্ঞানাদিভেদে করিয়া লইবে।

পূর্ব্বক ইহার বধ করিলে, মনুষ্যহরণ স্ত্রীহরণ গৃহহরণ বাপী কূপাদির জল হরণ করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। অপরের গৃহ হইতে, অল্প মূল্য দ্রব্য অপহরণ করিলে, আত্মশুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিয়া সান্তপন ব্রত করিবে। "ধান্যাদি ধন অপহরণ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।—১৬—১৮। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, চেল, চর্ম্ম ও আমিষ হরণ করিলে, তিন দিন উপবাস করা বিধি। মণি, প্রবাল, রত্ন, সুবর্ণ, রজত, লৌহ, কাংস্য এবং প্রস্তরাদি হরণ করিলে দ্বাদশদিন উপবাস করা বিধি। ১৯।২০। দ্বিশফ অর্থাৎ গবাদি এক শফ অর্থাৎ অশ্বাদি হরণ করিলে এই ব্রতই অর্থাৎ দ্বাদশ দিন উপবাস হইবে। পক্ষী ও ওষধি হরণে তিন দিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। দেবোদ্দেশে হুত মাংস ভোজনে দোষ নাই। (অপর মাংস ভোজনে) চান্দ্রায়ণ করিবে, অথবা দ্বাদশাহ উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। এই বিধিদ্বয়, এবং নিম্নলিখিত বিধিসকল, জ্ঞানাজ্ঞান অভ্যাস অনভ্যাসাদি ভেদে মীমাংসনীয়। ২২। নকুল উলুক বা মার্জ্জার ভোজন করিলে সান্তপন করিবে, কুক্কুর ভোজন করিলে, প্রজাপত্য ব্রত এবং শুভ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। পূর্ব্ববিধান অর্থাৎ কার্পাস উপবীতাদি গ্রহণ বিধি, অথবা পূর্ব্বাচার্য্যকৃত উপায়ন বিধি অনুসারে পুনঃ সংস্কার করিবে। শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব, অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে, দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস, জলৌক, বা জালপাদ ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার, মাষ, মৎস্য, মাংস, অথবা বরাহ ভোজন করিলেও এই ব্রত করিবে। কোকিল মৎস্যাদ, মণ্ডুক বা ভুজঙ্গ, ভোজন করিলে এক মাস গোমূত্র সিদ্ধ যাবক মাত্র আহার দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। জলচর, জলজ, রাক্ষসনাশিতপক্ষ্যাদি, অথবা রক্তপাদ ভোজন করিলে, সপ্তাহকাল ইহাই অর্থাৎ গো মূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিব রোগবশত মৃত পশু প্রভৃতির মাংস বা যাহা মাত্র আত্ম ভক্ষণোদ্দেশে কৃত বৃথা মাংস বা অন্নাদি ভোজন করিলে তৎ পাপ ক্ষয়ার্থ এই ব্রত অর্থাৎ সপ্তাহ গোমূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে। কপোত, কুঞ্জর, শিগ্রু, কুক্কুট, রজকা অথবা কুম্ভীর ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে, পলাণ্ডু, বা লশুন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৩—৩১। বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু) এবং তণ্ডুলীয় ভোজনে, প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, অশ্মাতক বা উপেত ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৩২। অলাবু (বর্ত্তুলাকার), গৃঞ্জন ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ প্রজাপত্য করিবে। ৩৩। নর-ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ করিলে শুদ্ধ হইবে। বৃথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে পক্ক কৃসর সংযাব (মোহনভোগ) পায়স, পিষ্টক শষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টক বিশেষ ভোজনে এই ব্রত অর্থাৎ তপ্ত-কৃচ্ছ্র এবং তদুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। অপেয় দুগ্ধ পান করিলে (সকলেই), বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী মাসার্দ্ধ অর্থাৎ একপক্ষ গোমূত্র সিদ্ধযাবক ভোজন করিলে তবে শুদ্ধ হইবে। অনির্দ্দশা অর্থাৎ যাহার প্রসব দিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষ দুগ্ধ, অজ দুগ্ধ অর্থাৎ অনি-র্দ্দশা মহিষী-দুগ্ধ, অনির্দ্দশা অজা দুগ্ধ সন্ধিনী (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অং ১৬৯ দেখ) অথবা বিবৎসা গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এই ব্রতই করিবে। এই সকল দুগ্ধ বিকার, অর্থাৎ দধি প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে, সাতদিন গোমূত্র সিদ্ধযাবক ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে। নবশ্রাদ্ধ, জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচের, অন্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ একাগ্র চিত্তে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যাহার পরিণাম অপকৃষ্ট নহে, সেই নিত্যকার্য্য— যাহার হয় না; দ্বিজাতি, তাহার অন্ন ভোজন করিলে, সেই জন্যই বিশেষরূপে চান্দ্রায়ণ করিবে, এতদ্ভিন্ন সকল অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায় ১৬০ শ্লোক দেখ)। অন্ন, উপস্কৃত অন্ন ভোজন অন্ত্য অর্থাৎ অশুচি জাতির অন্ন অথবা অন্ত্যাশ্রীর অন্ন অর্থাৎ প্রেতের মাসিকাদি শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত কর্ত্তব্য, ইহ'

কথিত হইয়াছে। দ্বিজ, সম্যক্ অর্থাৎ জ্ঞানতঃ চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে।৩৪—৪১। দ্বিজাতি তিন বর্ণ—অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরা-সংস্পৃষ্ট বস্তু ভোজন করিলে পুনঃ সংস্কারভাগী হইবে। ৪১। অজ্ঞানতঃ মাংসাশী পক্ষীর মূত্র বিষ্ঠা ভোজন করিলে ঐ ভোক্তাদিগের মধ্যে দ্বিজাতিগণ মহা সান্তপন করিবে। ৪৩। ভাস, মণ্ডূক, কুরর, কিংবা কাকভোজন করিলে প্রজাপত্য করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্লিষ্ট ভোজনে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৪৪। সুরাভাণ্ডস্থিত জলপানে, ক্ষত্রিয় তপ্তকৃচ্ছ্র, বৈশ্য তিন প্রাজাপত্য, (এবং ব্রাহ্মণ) চান্দ্রায়ণ করিবে। ৪৫। দ্বিজ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কিংবা পীতাবশিষ্ট পান করিলে, তিন দিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহার করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ৪৬। যদি মূত্র পুরীষাদি স্পৃষ্ট জল পান করে, তাহা হইলে, শরীর শোধক সান্তপন ব্রত করিবে। ৪৭। যদি অজ্ঞানতঃ চণ্ডালের কূপজল বা ভাণ্ডস্থিত জল পান করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ পাপনাশক সান্তপন ব্রত করিবে। ৪৮। দ্বিজোত্তম,চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট জল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্যপান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইবে। ৪৯। মূঢ়াত্মা দ্বিজোত্তম, জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনা স্নানে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, অন্য জাতি (শূদ্র) বিবাহ করিলে বিবাহ কর্ত্তা মহাপাতকী হইবে। পাতকীর সহ সংসর্গে তাহার পাতকিত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৫২। অন্য জাতি কন্যার সহিত মাত্র বিবাহ হইলে বিবাহকর্ত্তার চতুর্ব্বিংশতি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, ইহা সংসর্গ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ অর্থাৎ বিবাহপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলে অর্দ্ধ-চত্বারিংশৎ প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই। ৫২। অজ্ঞানতঃ মহা পাতকী, চণ্ডাল বা রজস্বলা স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৫৩। স্নান জলে আর্দ্র থাকা অবস্থায় ভোজন করিলে অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবে; আর জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; ভগবান্ স্বয়ম্ভূ এই কথা বলেন। ৫৪। শুষ্কমাংসাদি, পর্য্যুষিতাদি এবং দূষিত গন্ধযুক্ত বস্তু ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ উপবাস করিবে। ৫৫। অভিচার অর্থাৎ মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্য অথবা অযোগ্য কার্য্য করিলে, তিন প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; দ্বিজ, ব্রাহ্মণাদি- বিনাশিত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ দাহ প্রতিবন্ধক দোষসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দাহাদি করিলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিয়া প্রজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রভাতে,তৈলাভ্যক্ত হইয়া মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ শ্মশ্রুকর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর বা মৈথুন করিলে, অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজোত্তম, সাগ্নিক এক দিন অগ্নিতে হোম না করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ত্রিরাত্র ঐরূপ করিলে ষড়াহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ দশাহ বা দ্বাদশাহ অগ্নিত্যাগ করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্য করিবে, তাহা হইলে শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা এই কথা বলেন। দ্বিজগণ মরণোদ্দেশে অনশন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ কোনরূপে জীবন প্রাপ্ত কিংবা প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে তিন প্রাজাপত্য এবং তিন চান্দ্রায়ণ করিবে। অনন্তর জাতকর্ম্মাদিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ হইবে এই ব্রত ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে করিবে। ৬৪। ব্রহ্মচারী, ব্যাপক- অর্থাৎ বিশেষ কারণবশতঃ একবার দৈনিক সন্ধ্যোপাসনা করিতে না পারিলে বা ঐরূপ অগ্নিতে সমিধাহুতি দিতে না পারিলে একভক্ত হইয়া এবং যদি রাত্রিতে হয় অর্থাৎ একবার সায়ংসন্ধ্যা বা সায়ংকালে আহুতি প্রদান না হয় তাহা হইলে, নক্ত ব্রতী হইয়া, স্নানান্তে, পবিত্র চিত্তসংযম এবং সমাধান অবলম্বনপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্রগায়ত্রী জপ করিবে। মূলে "অনুপাসিত সিদ্ধশ্চ তৎ ব্যাপক বাশ্বেনচ অজস্রং সং" না হইয়া অনুপাসিত সন্ধ্যশ্চ তদ্ব্যাপক বশ্বেনচ। অনুশ্চাগ্নিন্" হইবে)। ৬৫—৬৬। গৃহস্থ যদি

প্রমাদতঃ সন্ধ্যা না করে, কিম্বা স্নাতকব্রতের লৌল্য অর্থাৎ নড়চড় করে (স্নাতকব্রত যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ১৫১ শ্লোক হইতে দেখ) তাহা হইলে একদিন উপবাস করিবে। ৬৭। দ্বিজোত্তম, ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিলে, এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। জীবিকা নির্ব্বাহের অনুরোধে ঐরূপ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে, শেষে গো দান করিবে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। ৬৮। আর দ্বিজ যদি নাস্তিক্যবশতঃ ঐরূপ করে, তাহা হইলে, প্রাজাপত্য করিবে। দেবদ্রোহ, বা গুরুদ্রোহ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬৯। জ্ঞানতঃ উষ্ট্র-যান, কিংবা গর্দ্দভ-যান আরোহণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না। ৭০। একমাসকাল প্রত্যহ ষষ্ঠকালে (অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের রাত্রিকালে) আহার, সংহিতা জপ কিংবা শাকল হোম দ্বারা পাপিগণের অর্থাৎ পাপবিশেষের অভ্যাস ও পাপবিশেষের সকৃৎকরণে অন্যূন দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাধিকারী পাপিগণের পুত্রকন্যারা শুদ্ধ হইবে। ৭১। ব্রাহ্মণ, নীলীরক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধ হইবে। ৭২। চাণ্ডালসমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই। ৭৩। ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উদ্বন্ধনাদি নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অথবা প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৭৪। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ যদি আচাণ্ড হইয়া চাণ্ডালাদি অধম জাতি স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিবে। ৭৫। চাণ্ডাল, সূতিকা, শব, রজস্বলা নারী, রজস্বলা স্পৃষ্ট ব্যক্তি এবং পতিতদিগকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য স্নান করিবে। ৭৬। চাণ্ডাল, সূতিকা এবং শব, ইহাদিগের সংস্পৃষ্ট বস্তু প্রমাদতঃ স্পর্শ করিলে, স্নান আচমনের পর, গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭৭। দ্বিজোত্তম, বিশেষ অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াও শুদ্ধ হইবে। (সামান্য অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, বিশুদ্ধির জন্য আচমন করিবে, ইহা ভগবান্ পিতামহ বলেন।) ৭৮। ভোজন করিতে করিতে যদি কখন ব্রাহ্মণের বিষ্ঠা নির্গত হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ শৌচ করিয়া স্নান, তৎপরে উপবাস, অনন্তর হোম করিবে। ৭৯। দ্বিজোত্তম, চাণ্ডাল-শব স্পর্শ করিলে, প্রাজাপত্য করিবে; অনন্তর অহোরাত্র উপবাস ও আকাশস্থ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮০। দ্বিজ, সুরা-স্পর্শ করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু, লশুন-স্পর্শে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮১। ব্রাহ্মণ, নাভির অধোদেশে কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, তিনদিন কেবল রাত্রিকালে দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, আর নাভির ঊর্দ্ধদেশে দংশন করিলে, উক্ত ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত হইবে, বাহুতে দংশন করিলে, তিন গুণ ব্রত এবং মস্তকে দংশন করিলে চতুর্গুণ ব্রত হইবে,—ইহা সরক্ত দংশন বিষয় জানিবে। দ্বিজোত্তম কুক্কুর-দষ্ট হইলে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে (ইহা সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত)। ৮২—৮৩। যে নির্ধন গৃহস্থ, বিনা পীড়ায় পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া প্রত্যহ ভোজন করে, সে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে, "অনতুরশ্চ নিধনঃ" পাঠ হইবে। ৮৪। যে ব্যক্তি, পর্ব্বকালে আহিত অগ্নির উপসনা (হোমাদি) না করে, সে এবং যে ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত না হয়, সেও অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে। ৮৫। যে গৃহী জল ব্যতীত বা জলে অবস্থিত হইয়া, কিংবা জলমধ্যে শারীর অর্থাৎ মূত্র, বিষ্ঠা, ত্যাগ করে, সে সুবস্ত্রে স্নান করিয়া ও জলস্পর্শে শুদ্ধ হইবে। মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া জল শৌচ না করিলে কিংবা জলে থাকিয়া অথবা জলমধ্যে মূত্র বিষ্ঠাদি পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বেগ ধারণে অসমর্থ হইলে তৎপক্ষে এবং অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়া তিন দিন উপবাস করিবে (ইহা অভ্যাস বিষয়)। যে দ্বিজোত্তম শূদ্রশবের অনুগমন করে, সে নদীতে (আবাহনপূর্ব্বক) অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, যাহাতে এক জন ব্রাহ্মণের বধ হইতে পারে, এমত অভিসন্ধি

করিয়া মিথ্যা শপথ করিলে, যবান্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মূলে "অকৃত্বা-শপথং" ইত্যাদি দুই চরণের পরিবর্ত্তে "কৃত্বাতু শপথং বিপ্রো বিপ্রস্ত বধ সংযুতে" হইবে। এক পংক্তিতে ন্যূনাধিক দান করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে কাহাকে অল্প ও কাহাকে অধিক দিলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ৮৭—৮৯। শ্বপাচকের অর্থাৎ অন্ত্যাবসায়ীর ছায়া স্পর্শ করিলে স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিবে। অশুচি অবস্থায় আদিত্য দর্শন করিলে, "অগ্নীন্দ্রজ" মন্ত্র রক্ষা অর্থাৎ জপ করিবে। ৯০। মনুষ্যের অস্থি-স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াও কৃতঘ্ন হয় অর্থাৎ গুরুর কৃতী উপকার স্মরণ না করে, সে, পাঁচ বৎসর ব্রতী হইয়া সমস্ত বৎসরই অর্থাৎ প্রত্যহই ভিক্ষা করিবে। (তবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে) ব্রাহ্মণের প্রতি (অবমান সূচক) "হু" শব্দ প্রয়োগ করিলে, স্নান ও আচমনপূর্ব্বক অবশেষে প্রণামাদি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারা তাড়না করিলে, কিম্বা কণ্ঠে মৃদুভাবে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলে, অথবা বিবাদে পরাজয় করিলে, প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রহারার্থ দণ্ড উদ্যত করিলে, "প্রাজাপত্য" দণ্ড আঘাত করিলে, "অতি কৃচ্ছ্র" এবং শোণিতপাত করিলে, "কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র" ব্রত করিবে, গুরুর প্রতি তিরস্কার করিলে, তৎপাপের শুদ্ধজনক "প্রাজাপত্য" ব্রত করিবে। ৯১—৯৫। দেবতা বা ঋষির সম্মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ বা কাহারও উপর উচ্চ স্বরে তিরস্কার করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ (জ্ঞানাজ্ঞানভেদে) একদিন বা দুইদিন উপবাস করিবে। ৯৬। উলূকাদি জন্তুঃ অর্থাৎ মীমাংসাদি শাস্ত্রবিষয়ক বিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলে স্বর্ণ দান করিবে। দ্বিজ, দেবোদ্যানে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে, এবং আচ্ছন্ন পত্রাদি ছেদন করিলে, শুদ্ধির জন্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ-দ্রোহ বুদ্ধিতে, দেবতায়তনে, মূত্র ত্যাগ করিলে, সে শিশ্ন স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দেবনিন্দা, ঋষিনিন্দা, কিম্বা বেদনিন্দা করিলে, সম্যক্ প্রকারে প্রাজাপত্য করিবে। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে, স্নান করিয়া দেবপূজা করিবে। ৯৭—১০০। স্ত্রীলোক যদি বাল্যকালে মহাপাতক করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও পিতার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বোলতাপ্রযুক্ত স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া পিতার দ্বারা বলা হইয়াছে; পিতৃপদ, ভ্রাতা প্রভৃতির উপলক্ষণ। "মূলে ব্রতস্যাস্য" না হইয়া "চ তস্যাঃ স্যাৎ" হইবে। এইরূপে কৃতপ্রায়শ্চিত্তা সেই অভিরূপা কন্যাকে বিবাহ করিবে অন্যথা, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে যে বিবাহ করিবে, সে, পতিত হইবে। ক্ষত্রিয়বধে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। তদন্তে একটী বৃষভের সহিত সহস্র গোদান করিবে। সকল প্রাণী (কীটাদি) হত্যা করিলে এক মাষা স্বর্ণ কিম্বা রজত (জ্ঞানা জ্ঞানাদিভেদে) দিবে। তাম্র, রাঙ, সীস, কাংস্য, এবং লৌহ মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা শুচি হইবে। সকল তৈজস পাত্রই উচ্ছিষ্ট হইলে ভস্ম ও জল দ্বারা তিনবার প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। আর স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, শঙ্খ, শক্তি, চন্দ্রকান্তাদি প্রস্তর, হীরক, বিদল, রজ্জু এবং চর্ম্ম জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ কালে চণ্ডাল শ্বপচাদি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, আর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় দিন উপবাস করিবে। ১০১—১০৩। যদি কাহারও পিতা, পিতামহ এবং অগ্রজ তপস্বী, অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রাদির মন্ত্রচর্চ্চা-শূন্য হয়, তাহা হইলে পরিবেদনে দোষ নাই। ১০৪। যে, ব্যক্তি অমাবস্যা দিনে, পিতামহ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণী রমণীকে পূজা করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৫। অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে, যম ও শিবের (কিম্বা সর্ব্বসংহারক শিবের) আরাধনা করিবে, অনন্তর, ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৬। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণের সহিত মহাদেব পূজা করিয়া সকল পাতক হইতে মুক্ত

হয়। ১০৭। ত্রয়োদশী রাত্রিতে, প্রথম প্রহরে পূজোপকরণ লইয়া মহাদেব-মূর্ত্তি অবলোকন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১০৮। সর্ব্বত্র দান গ্রহণ করিলে, দক্ষিণা গ্রহণ অথবা সুবর্ণ প্রতিমা গ্রহণ করিলে, স্বস্তিবাচন ও সোম যাগ দ্বারা (সেই পাপ হইতে) মুক্ত হয়। ১০৯। দশ সহস্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১১০।

উশনঃ সংহিতা সম্পূর্ণ।

অঙ্গিরঃ-সংহিতা

প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি অঙ্গিরা বেদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে আনুপূর্ব্বিক চতুর্ব্বর্ণের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতে লাগিলেন।১। দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চাণ্ডালাদি নীচজাতির সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কৃচ্ছ্র, এবং বৈশ্যের কৃচ্ছ্রার্দ্ধ (প্রায়শ্চিত্ত), ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত।২। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৩। যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত পর্য্যুষিত জল পান করিবে, তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অথবা যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে পর্য্যুষিত ফল বা তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য বা তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত জল পান করিবে তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে)। ৪। (শ্রোতা ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) যদি চাণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞান পূর্ব্বক পান করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের (পানকর্ত্তাদিগের) মধ্যে বর্ণে বর্ণে কিরূপ অর্থাৎ কোন বর্ণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে?৫ উত্তর;—ব্রাহ্মণ সান্তপন করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য, বৈশ্য অর্দ্ধ-প্রাজাপত্য করিবে এবং শূদ্রের প্রতি পাদকৃচ্ছ্র ব্যবস্থা দিবে। ৬। ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ রজকাদি অন্ত্যজ জাতির জল পান করে ত, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পর দিন পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট হইলে আচমন করিয়াই শুদ্ধি লাভ করিবে। ৮। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, স্নান, জপ করিবে এবং দিনার্দ্ধ উপবাসে শুদ্ধ হইবে। ৯। দ্বিজ, উচ্ছিষ্টবৈশ্য, কুক্কুর বা উচ্ছিষ্টশূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১০। যে ব্যক্তি, অনুচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয় সে, যদি উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্পৃষ্ট ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে। ১১। ইহার পর নীলীবস্ত্রের বিধি বলিব। স্ত্রীসম্ভোগার্থ শয্যায় শয়ন কালে তাহা পরিধান করিলে দোষ হইবে না। ১২। ব্রাহ্মণ, নীলীরঞ্জন—নীলীবিক্রয় ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে, বিশেষ পাপী হইবে; তদনন্তর, তিন প্রাজাপত্য করিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়।১৩। নীলীবস্ত্র ধারণ করিলে সেই নীলীবস্ত্রধারীর স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, এবং এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাযজ্ঞ বৃথা হয়। ১৪। যদি অজ্ঞানত নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র ধারণ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, তাহাতে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১৫। যদি ব্রাহ্মণের অনবধানতাপ্রযুক্ত নীলীকাষ্ঠ দ্বারা শরীর ক্ষত হয় ও তাহাতে শোণিত দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে।১৬। যদি দ্বিজ, নীলীকাষ্ঠের অগ্নিতে পক্ব অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে ভুক্তান্ন বমন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭। দ্বিজাতি অসাবধান হইয়া অজ্ঞানতঃ নীলী ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণেরই চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। ইহাই

নিয়ম।১৮। নীলী-রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত (হইয়া প্রদত্ত) হয়, দাতা তাহার ফলভাগী হ'ন না এবং সেই অন্ন ভোক্তাও মাত্র পাপ ভোজন করে।১৯। নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন পাক করা হয়, তাহা ভোজন করিলে ব্রাহ্মণেরা একদিন উপবাস করিবেন।২০। যে নারী, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, নীলীবস্ত্র পরিধান করে, তাহার ভর্ত্তা নরককে গমন করে, অনন্তর, সে নারীও নরকগামিনী হয়।২১। নীলী উৎপন্ন হওয়ায় যে ক্ষেত্র দূষিত হইয়াছে, তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বিজগণের অভোজ্য; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।২২। এই স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে নীলী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে দেবদ্রোণীখনন, বৃষোৎসর্গ, যজ্ঞ বা দানের স্থান করিবে না, কারণ ঐ ভূমি দূষিত হইয়া গিয়াছে।২৩। যে স্থলে নীলী বপন হইয়াছে, সেই ভূমি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অশুচি, তৎপরে শুচি হইয়া থাকে।২৪। অতিরিক্ত ভোজন করাইতে, পান করাইতে, বা ঔষধাদি সেবন করাইতে এবং ঐরূপ ব্যাপারে যে সকল গো প্রাণত্যাগ করে (তাহাদিগের বধজনিত পাপক্ষয়ার্থ) একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।২৫। যেখানে গাভী ঘণ্টা প্রভৃতি অলঙ্কারের দোষে হত বা আহত হয়; সেস্থানে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেননা, সেই ঘণ্টাদি আভরণ-দান গাভীর ভূষণের জন্যই—করিয়াছিল।২৬। সহজরূপে গাভী বশীভূত করিতে না পারায়, দমন, বন্ধন, রোধ, অবঘাত বা অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে ঐ গাভীর মৃত্যু হইলে, পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥২৭। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বের ন্যায় স্থূল, প্রমাণে এক বাহু (এক বাঁউ) দীর্ঘ এবং পল্লবও অগ্রযুক্ত (বৃক্ষশাখাকে) দণ্ড বলা যায়।২৮। যদি এই উক্ত দণ্ড হইতে স্বতন্ত্র গুরুতর মুদ্গরাদি দ্বারা, গাভীকে প্রহার করে ত দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে এবং বহু পুরুষে মিলিত হইয়া একটী গাভীকে বধ বা আঘাত করিলে উচিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, শুদ্ধ হইবে।২৯। গাভীর শৃঙ্গ ভঙ্গ, অস্থি ভঙ্গ বা চর্ম্ম কর্ত্তন করিলে দশ দিন যাবৎ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; যদি তাহার মধ্যে সুস্থ হয়; (তাহা না হইলে ইহা হইতেও গুরু-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে)।৩০। গোমূত্র-মিশ্রিত যাবক ভোজন করিবে, ইহাই হিতজনক কৃচ্ছ্র; ইহা অঙ্গিরার মত।৩১। অসমর্থ ব্যক্তির কিম্বা বালকের পিতা বা গুরু, তাহার হইয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তদ্দ্বারা তাহার অর্থাৎ ঐ অসমর্থ বা বালকের পাপ বিনষ্ট হইবে।৩২। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ), ষোড়শ বর্ষ হইতেও অল্পবয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক এবং উৎকট-রোগীর অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকার।৩৩। গাভী যষ্টি দ্বারা আহত হইয়া মূর্চ্ছিত বা পতিত হইলে, (আঘাতকারী পুরুষের) শুদ্ধিজনক প্রায়শ্চিত্ত, অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ।৩৪। রজস্বলা নারী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজঃকাল (রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে চার দিন) অতিবাহিত হইলে, প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য করিবে, অতিবাহিত না হইলে, কদাচ উহা করিবে না।৩৫। রোগপ্রযুক্ত নারীদিগের যে অতিশয় (অর্থাৎ রজঃকালের পরেও) রজঃ প্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা তাহারা অশুচি হইবে না, কেন না, তাহা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নহে।৩৬। যে পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তিন দিন, তাবৎ স্ত্রীলোক সদাচার (পবিত্র) নহে। রজো নিবৃত্তি হইলে (চতুর্থ দিবসে) ঐ স্ত্রী, গৃহকার্য্য ও ইন্দ্রিয়কার্য্যে ব্যবহার্য্য।৩৭। রজোদর্শনের প্রথম দিনে রজস্বলা স্ত্রী চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল দিনে চাণ্ডালী প্রভৃতির ন্যায় অশুদ্ধ থাকিবে। চতুর্থ দিনে পবিত্র হইবে।৩৮। রজস্বলা, কুক্কুর বা শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধি লাভ করিবে।৩৯। পতি পত্নী যতক্ষণ শয্যাতে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ, এই উভয়েই অপবিত্র থাকিবে। অনন্তর, নারী শয্যা হইতে উত্থান করিলে, পবিত্র হইবে, কিন্তু পুরুষ তথাপি অশুচি থাকিবে।৪০। কাংস্য-পাত্রে জল

লইয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা বা পাদপ্রক্ষালন করিবে না। ভস্ম দ্বারা কাংস্য শুদ্ধ এবং অম্ল সংযোগে তাম্র শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪১। নারী, রজোদর্শন দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যে সকল মানস পাপ হয় প্রতিরজো-দর্শনে তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং বাল্যাবস্থায় যে অপবিত্রতা থাকে, প্রথম রজোদর্শনে তাহা বিনষ্ট হয়। স্রোতঃ দ্বারা নদী শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া বিষ্ঠাদি দ্বারা তাহার জল অপবিত্র হয় না, অত্যন্ত দূষিত প্রস্তরাদি পাত্র ছয় মাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। ৪২। গবাঘ্রাত কাংস্য, যে সকল পাত্র শূদ্রোচ্ছিষ্ট তৎসমুদয় ও কাকোচ্ছিষ্ট কাংস্য পাত্র, দশ দিন ভস্ম প্রোথিত হইলে, শুচি হইবে। ৪৩। বায়ু ও চন্দ্র সূর্য্য কিরণস্পর্শে রজত সুবর্ণের শুদ্ধি হয়। ৪৪। মেষ লোম নির্ম্মিত বস্ত্র (কম্বলাদি) রেতঃস্পৃষ্ট বা শবাদি স্পৃষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। তবে ঐ কম্বলাদির যে অংশে রেতঃস্পর্শ বা শবস্পর্শ হইবে সেইটুকু অংশ, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করিবে, সমস্ত তাহাতেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৫। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে, সপ্তাহ ব্রত করিবে। ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন অর্দ্ধ মাসে জীর্ণ হয়। ৪৬। দুগ্ধ ও দধি এক মাসে, ঘৃত ছয় মাসে, (জীর্ণ হয়) তৈল, এক বৎসরেও উদরে পরিপাক পায় কি না সন্দেহ; (অপবিত্র অন্ন ভোজনে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বমন বিধি আছে সুতরাং কত দিনের মধ্যে হইলে বমন করা যায়, ইহা জানাইবার জন্য, জীর্ণ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে)। ৪৭। যে ব্যক্তি নিরন্তর একমাস শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৪৮। শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোন রূপ জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে। ৪৯। শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে (ব্রাহ্মণ) তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে। ৫০। (সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যু হইলে) ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্য, এক পক্ষে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ৫১। যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহার আত্মা, বেদাধ্যয়ন এবং গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিন অগ্নি—এই পাঁচটী বস্তু বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ আপনি পতিত হয়, সুতরাং বেদাধ্যয়ন ও অগ্নিকার্য্যে অধিকার থাকে না। ৫২। যে দ্বিজ শূদ্রান্নভোজী হইয়া পুত্র উৎপন্ন করেন, সেই দ্বিজের উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃত পক্ষে যাহার অন্ন, তাহারই; কেন না, অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি। ৫৩। অসাবধানতাবশতঃ শূদ্র স্পৃষ্টজলাগ্নি, উচ্ছিষ্ট বস্তু এবং কোন বস্তু এক পাণি দ্বারা যেন দ্বিজকে না দেয়, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলেন। ৫৪। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল দিনেই ভোজন করা যায়, ক্ষত্রিয়ান্ন পর্ব্বোপলক্ষে, বৈশ্যান্নও আপৎকালে খাওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রান্ন কখনই ভোজ্য নহে। ৫৫। ব্রাহ্মণান্ন-ভোজনে দরিদ্রতা (যাচ্ঞা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত নহে এইজন্য যাচ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণান্ন ভোজন করাও উচিত নহে, ইহা জানাইবার জন্য উক্ত রূপ কথিত হইল) অথবা ব্রাহ্মণান্ন-ভোজনে অদরিদ্রত (সম্পত্তি) হয়। ক্ষত্রিয়ান্ন-ভোজনে পশুবৎ মূর্খ হয়, বৈশ্যান্ন ভোজনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়, আর শূদ্রান্ন ভোজনে নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫৬। ব্রাহ্মণান্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, বৈশ্যান্ন অন্নমাত্র, এবং শূদ্রান্ন নিশ্চয়ই রক্ত। ৫৭। মনুষ্যের পাপ, তাহার অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে, তাহার পাপ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৮। যদি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অশৌচী ব্যক্তির জল পান বা অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে পীতভুক্ত বস্তু উদগীরণপূর্ব্বক আচমন করিয়া, জলে অবতরণপূর্ব্বক অবগাহন করিবে, অনন্তর বারুণমন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ করিলে নিজকার্য্যে অধিকারী হইবে। ৫৯। ৬০। অগ্নিহোত্রের অগ্নি যে গৃহে থাকে, সেই গৃহে, গাভীর গোষ্ঠে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে আহারকালে, এবং জপকালে, পাদুকা ত্যাগ

কর্ত্তব্য। ৬১। যে ব্যক্তি পাদুকাসন (খড়ম) পায়ে দিয়া, অগ্নিগৃহ, গাভীগোষ্ঠ, দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ, আহার-গৃহ, এবং জপগৃহ এই পঞ্চগৃহে গমন করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহার পাদদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। ৬২। অগ্নিহোত্রী, তপস্বী, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ইহাঁরা খড়ম পায়ে দিয়া তথায় যাইতে পারিবেন, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই দণ্ডিত করিবেন। ৬৩। জাতকর্ম্ম অবধি চূড়া পর্য্যন্ত সংস্কার হইলে, তাহার নবশ্রাদ্ধে এবং চূড়াকরণ হওয়ার পর, অবশ্য কর্ত্তব্য, নবশ্রাদ্ধে অসপিণ্ডগণই পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিবেন অর্থাৎ জাতকর্ম্মের পরবর্ত্তী নামকরণ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়া পর্য্যন্ত যে কএকটী সংস্কার আছে, তাহার অন্যতম সংস্কারে সংস্কৃত মৃতবালকের পারলৌকিক কল্যাণকামনায় তাঁহার পিতা প্রভৃতি দাহ ও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিতে পারে। একার্য্য কাম্য; তবে দুই বর্ষ অতীত হইলেই দাহ করিতে হইবে। ঐ মৃতবালকের নবশ্রাদ্ধে (নবশ্রাদ্ধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) এবং উপনীত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবশ্য কর্ত্তব্য ঐ শ্রাদ্ধে সপিণ্ডগণ পাত্রীয় অন্ন ভোজনে অনধিকারী বস্তুতঃ এই বচনটী লিপিকর প্রমাদদূষিত।

"জন্ম প্রভৃতি সংস্কারে বালস্যান্নস্য ভোজনে।
অসপিণ্ডৈর্নভোক্তব্যং শ্মশানান্তে বিশেষতঃ॥"

এই পাঠ, শুদ্ধ। ইহার অনুবাদ এই—বালকের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কারে (তদঙ্গবৃদ্ধি শ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন) বিশেষতঃ শ্মশানান্তে অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধাদিতে, (তদীয় পাত্রীয় অন্ন) অসপিণ্ডগণ ভোজন করিবে না। ৬৪। যাচক ব্যক্তির অন্ন (স্থান অস্থান পাত্র অপাত্র কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কেবল যাচ্ঞাই যাহার কার্য্য, তাহাকেই যাচক বলা যায়) নবশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন, অশৌচান্ন এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভে অর্থাৎ গর্ভাধান পুংসবনাদির অন্ন ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। ৬৫। যে কন্যা অন্যের উদ্দেশে বাগ্‌দানাদি হইয়া যাওয়ার পরে, অপরের সহিত বিবাহিতা হয় তাহার অন্নও ভোজন করিবে না; যেহেতু ঐ কন্যা পুনর্ভূ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬৬। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বেই যদি প্রথম গর্ভস্রাব হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। মূলের বচনটী একটু কঠিন থাকায় তাহার অর্থ লিখিয়া দিতেছি যঃ পূর্ব্বো গর্ভঃ অসংস্কৃতঃ সন্ স্রাবিতঃ তস্মাদ্বিতীয়ে গর্ভে যো গর্ভসংস্কারঃ (কর্ত্তব্যঃ) তেন (গর্ভপাত্রয়োঃ শুদ্ধিঃ)*। ৬৭। গর্ভবতী যতদিন দশ-মাসের মধ্যে থাকিবে অর্থাৎ সন্তান প্রসব না করিবে, ততদিন রাজা প্রভৃতি সকলেই তাহার রক্ষা করিবেন; অনন্তর অন্যবিধি বিহিত হইতেছে। ৬৮। যে স্ত্রী স্বামীর নিয়োগ লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রতিকূলভাবে অবস্থান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। ৬৯। যে নারী অপত্যবর্জ্জিত (আঁটকুড়ী) তাহার গৃহেও ভোজন করিতে নাই। যদি কেহ শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার গৃহে ভোজন করে, সে পূয়সনরকে গমন করিবে। ৭০। যে সকল বান্ধব, মোহে অভিভূত হইয়া স্ত্রীধন অথবা স্ত্রীলোকের যান ও বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ, নরকে গমন করে। ৭১। ক্ষত্রিয়ের অন্ন (ভুক্ত হইলে) তেজ ও শূদ্রান্ন (ভুক্ত হইলে) ব্রহ্মতেজ অপহরণ করে। আর যে অশৌচান্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর যাবদীয় মল ভোজন করিয়া থাকে। ৭২।

* কেহ কেহ বলেন,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বে, যদি গর্ভস্রাব হয় বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, তাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরবর্ত্তী উপযুক্তকালে গর্ভসংস্কার অর্থাৎ ঐ সকল সংস্কার হইবে।

অঙ্গিরঃ—সংহিতা সমাপ্ত।

যম-সংহিতা।

অনন্তর, চতুর্ব্বর্ণের অবলম্বনীয় এই ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্মশাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। প্রায়শ্চিত্তোপদেশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ১। যাহারা জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, প্রব্রজ্যা, (মহাপ্রস্থান গমন) অনশনব্রত, বিষপান, উচ্চস্থান হইতে পতন, প্রায়োপবেশন বা নিজকৃত শস্ত্রাঘাতে ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই, সেই সকল সর্ব্বলোক পরিত্যক্ত প্রত্যবসিত ব্যক্তিগণ চান্দ্রায়ণ অথবা দুই তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ২ ।৩। যাহারা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগের ইহকালও নাই, পরকালও নাই, সেই পাপিষ্ঠগণ দুইটী চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং ধেনু ও বৃষ দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪। গোহত্যাকারীকে, ব্রহ্মহত্যাকারীকে বা উদ্বন্ধনমৃতকে, দগ্ধ করিলে, এবং উদ্বন্ধন মৃতের রজ্জুচ্ছেদ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। ৫। ব্রণসম্ভূত কৃমি, দুষ্টমক্ষিকা বা কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ ব্রত করিবে এবং যথাশক্তি তাহার দক্ষিণা দিবে।৬ ব্রাহ্মণের মলদ্বারে কৃমি-দংশন-জনিত ব্রণ হইতে পূয় রক্ত নির্গত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ, মৌঞ্জী হোম করিবে, তদ্দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। "ব্রাহ্মণস্ত ব্রণদ্বারে পূয়শোণিত সম্ভবে। কৃমিকপদ্যতে" ইহা পাঠান্তর, ইহার অনুবাদ এই—"ব্রাহ্মণের পূয় রক্তময় ক্ষতস্থানে কৃমি উৎপন্ন হইলে"। ৭। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহার মধ্যে, যে, নিজ মলদ্বার হইতে প্রকৃত পক্ষে পূয় শোণিত নির্গম জানিয়াও আহার করে, সে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ৮। গ্রাসের পরিমাণ কুক্কুটাণ্ডের মত করিবে। ইহা হইতে পরিমাণাধিক্য হইলে, আহারদোষে (চান্দ্রায়ণ অসিদ্ধ হওয়ায়) সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইতে পারিবে না। ৯। শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বাড়াইবে, কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইবে এবং অমাবস্যাতে ভোজন করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। ১০। সুরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জ্জুর পানসাদি) পানের সহিত গোমাংস ভক্ষণ করিলে, অর্থাৎ সুরা ভিন্ন অপর মদ্য পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে। ১১। পাপকর্ত্তা যদি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া মরিয়া যায়, সে ব্যক্তি সেই দিনেই ইহলোকে ও পরলোকে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২। অপালনাদি নিমিত্ত গোবধাদি পাপে পৃথগন্নবর্ত্তী এক ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তথাপি সেই সমস্ত অপরাপর (জ্ঞাতি) স্পর্শযোগ্য নহে এবং তাহারা নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অন্ন অভোজ্য, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য, তাহাদিগকে অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ এবং তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিবে না। তবে পরে সেই সকল জ্ঞাতি ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ১৩। ১৪। যাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষের ন্যূন এবং পঞ্চবর্ষের ঊর্দ্ধ, (সে কোন পাপকার্য্য করিলে) তাহার পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন বান্ধব, তাহার হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৫। যে, ইহা হইতেও অধিক বালক, তাহার অপরাধ নাই, পাপ নাই, সুতরাং তাহার রাজদণ্ডও নাই, প্রায়শ্চিত্তও নাই। ১৬। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ) যে ষোড়শ

বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক, এবং রোগী—ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী।১৭ যখন সূর্য্য অস্তে গিয়াছেন, সেই সময়ে কোন কোন ব্যক্তি চাণ্ডালস্ত্রী বা রজকস্ত্রী স্পর্শ করিয়া ফেলিলে, ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? যে জল দিবসে আনীত, তাহাতে রৌপ্য বা সুবর্ণ দিয়া সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি শুচি হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে।১৮।১৯। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত পুরুষানুক্রমে বিশেষ মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে, তাহারা) অর্দ্ধসীরী (যাহার সহিত আধাআধি ভাগ করিয়া লইয়া এক খণ্ড জমীতে চাষ করা যায়) এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে।২০। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, শূদ্রভোজ্য অন্ন ভোজন করে, সেই পাপেই তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হওয়ায় প্রত্যেকেই চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।২১। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা, সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজ হয়, সেই রক্ত পান করিয়া থাকে অর্থাৎ তত্তুল্য পাপী হয়*।২২। মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কন্যা বা ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রজস্বলা (একাদশ বর্ষ বয়স্কা) হইতে দেখিলে, তাহারা তিন জনেই নরকে গমন করে।২৩। যে ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া সেই রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে, সেই বৃষলীপতি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ ও পংক্তিভোজন নিষিদ্ধ।২৪। বন্ধ্যাকে বৃষলী বলিয়া জানিবে, মৃতবৎসাও বৃষলী। আর শূদ্র ভার্য্যা বৃষলী এবং কুমারী অবস্থায় রজস্বলা নারীকে বৃষলী বলিয়া জানিবে।২৫। দ্বিজ, এক রাত্র বৃষলীসেবনে যেপাপ কার্য্য করেন, তিন বৎসর প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিয়া তাঁহারা সেই পাপ বিনষ্ট করিতে হয়। সেই পাপ বিনষ্ট করিতে, প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিলেও তিন বৎসর লাগে।২৬। যে স্ত্রী নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকেই বৃষলী বলিয়া জানিবে; শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে* (মূলের দ্বিতীয় চরণের শেষে "বৃহস্পতিঃ" আছে তাহা না হইয়া "বৃষস্ততি" হইবে)।২৭। যে ব্যক্তি বৃষলীর মুখামৃত পান করিয়াছে, বৃষলীর নিশ্বাসে দূষিত হইয়াছে ও তাহাতে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।২৮। শ্বিত্রী, কুষ্ঠী, কুনখী শ্যাবদন্ত (যাহার দন্ত স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ,) চিররোগী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, খল, পরদ্বেষী, দুর্ভগ অর্থাৎ অতি কুরূপ ইত্যাদি ক্লীব, পাষণ্ডী, বেদ নিন্দক, হৈতুক (কুতার্কিক), শূদ্রযাজী, পতিতাদি-অযাজ্য-যাজী, অনবরত প্রতিগ্রহলোভী, যাচক, বিষয়লোলুপ, শ্যাবদন্ত (যাহার দুইটী দন্তের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম একটী দন্ত থাকে) চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং অসদালাপী অর্থাৎ অসম্বদ্ধ প্রলাপী ইত্যাদি—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ও দানে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে পাত্রাসনে বসাইবে না এবং দান করিবে না।২৯।৩২। দেবল ব্রাহ্মণ, বেতনভোগী, এবং বেদবিক্রয়ী ইহাদিগকেও তাহা হইতে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে, যম;—এই কথা বলেন।৩৩। যে,হব্য (যাগ যজ্ঞাদি) কার্য্যে বা কব্যে (শ্রাদ্ধাদি) কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করে, অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক্,কব্যে পাত্রীর ব্রাহ্মণ করে,তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ মহর্ষিদিগের সহিত নিরাশ হইয়া স্বস্থানে গমন করেন।৩৪। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও শেষে বার্দ্ধষিক দর্শন করিলে, পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন (এতাবতা ইহাদিগকে শ্রাদ্ধস্থলে আসিতে দেওয়া নিষেধ)।৩৫। যে ভার্য্যা ব্যভিচারিণী

---

* গর্ভ হইতে গণনা করিলে দশম বর্ষের শেষ মাসে কন্যার বয়ঃক্রম হয় ১০ বৎসর ১০ মাস আর দুই মাস অতীত হইলেই গর্ভ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, অতএব এই সময়ে—এই দশম বর্ষের শেষ মাসে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল, আর কি বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত,—ইহাই বচনের মর্ম্ম।

* ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী ও শূদ্রা অপেক্ষা অপকৃষ্ট—ইহা জানাইবার জন্য 'শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে, ইহা উক্ত হইল।

তাহাকে "মহিষী" বলা যায়, যে পতি জানিয়া শুনিয়া পত্নীর সেই সকল দোষ ক্ষমা করে, সে "মাহিষিক" বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৩৬। যে ব্যক্তি কোন বস্তু উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহার নাম বার্দ্ধুষিক, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিন্দিত। ৩৭। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকিবে, পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বন করিয়া ততক্ষণ ভোজন করিবেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য অন্নাদি—হবি'র গুণ কথিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণই ভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ততক্ষণই পিতৃগণের ব্রাহ্মণ ভোজন জনিত তৃপ্তি হয়। ৩৮। পিতৃগণ যতক্ষণ তৃপ্তি লাভ করিবেন, ততক্ষণ, হবি'র অর্থাৎ ঐ সমস্ত অন্নাদির গুণ কীর্ত্তন করিবে না। পিতৃগণের তৃপ্তি হইলে পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে অন্নাদি উত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিবে। ৩৯। মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য কর্ম্ম উপলক্ষে যতগুলি গ্রাস ভোজন করেন, পিতা সেই ব্রাহ্মণের শরীরস্থ হইয়া তত গুলি পিণ্ড ভোজন করেন। ৪০। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ,—উচ্ছিষ্ট বস্তু, কুক্কুর, এবং শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৪১। যতক্ষণ উত্তম ভোজন ও স্বর্ণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত না করা হয়, ততক্ষণ কৃতপ্রায়শ্চিত্তেরও সেই পাপ বিনষ্ট হয় না। ৪৩। যদি শরীর কাক, বলাকা এবং চিলপ্রভৃতি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, অথবা অপবিত্র বস্তু লিপ্ত হয়, কিম্বা গাত্রে ও মুখে অপবিত্র বস্তু সংপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ লেপাদিদূষিত ব্যক্তির স্নান দ্বারা শুদ্ধি। ৪৪। হস্ত ভিন্ন নাভির ঊর্দ্ধ অঙ্গ যদি অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ কাক বিষ্ঠাদি-সংযোগে দূষিত হয়, তাহা হইলে, স্নান করিবে, আর নাভির অধোদেশ ঐরূপ দূষিত হইলে, মৃত্তিকা জল দ্বারা প্রক্ষালন (করিবে)। কেবল তদ্দ্বারাই ঊর্দ্ধ ও অধঃ অঙ্গ শুদ্ধ হইবে। ৪৫। রেতঃ মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি (অভক্ষ্য) অপেয় ও অলেহ্য বস্তুর ভক্ষণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৪৬। পদ্মপত্র, উড়ুম্বরপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, অশ্বত্থ পত্র এবং পলাশপত্র মাত্র এই সকল বস্তুর কাথ জল ছয় দিন পান করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ৪৭। প্রব্রজ্যা ও অগ্নিতে মৃত্যু না হওয়ায় যে বিপ্র প্রত্যবসিত হইয়া অনাহিতাগ্নি হয় ও গৃহস্থত্ব করিতে ইচ্ছুক হয়, সে, তিন প্রাজাপত্য, তিন চান্দ্রায়ণ করিবে এবং কথিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা পুনঃ সংস্কৃত হইবে। । ৪৮। ৪৯। তূলিকা, উপধান, পুষ্প ও রক্তাম্বর রৌদ্রে শুকাইয়া জল ছিটা দিলেই শুচি হইবে। । ৫০। দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যপ্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। ৫১। পথ, কর্দ্দম, জল, নৌকা, লৌহময় বস্তু, তৃণ ও ইষ্টকরচিত গৃহ বায়ু এবং সূর্য্য রশ্মি সম্পর্কে শুদ্ধি লাভ করে। ৫২। পীড়িত ব্যক্তির অশুচি বস্তু স্পর্শাদি প্রযুক্ত স্নান করা আবশ্যক হইলে, সুস্থ ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলেই পীড়িত ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৫৩। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল্ল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৫৪। ইহাদিগের স্ত্রীতে উপগত হইলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে *। ৫৫। রজস্বলা স্ত্রীদিগের পরস্পর স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (ছোঁয়া ছুঁয়ি) হইলে তাহাদিগের বর্ণে বর্ণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। ৫৬। রজস্বলা স্ত্রী, যে সগোত্রা, সভর্ত্তৃকা, রজঃস্বলাকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে সেই রজস্বলা ও স্পর্শকারিণী রজস্বলা যথাসময়ে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৭। রজস্বলা ব্রাহ্মণী ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরের স্পর্শ হইলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী এক প্রাজাপত্য দ্বারা, ও শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৮। রজস্বলা ক্ষত্রিয়া ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া পাদোন প্রাজাপত্য ও উত্তরা অর্থাৎ শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্রের অর্দ্ধব্রত করিবে। ৫৯। রজস্বলা বৈশ্যা ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরে পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা (বৈশ্যা) পাদকৃচ্ছ্র এবং উত্তরা তদর্দ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধ,—কৃচ্ছ্র-পাদের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৬০।

* আলিঙ্গনাদি রূপ সামান্য উপভোগ এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।

রজস্বলা নারী কুক্কুর, ছাগ, শৃগাল, বা গর্দ্দভকর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে যথা-সময়ে ততদিন উপবাস করিবে এবং স্নান করিবে, তদ্দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবে অর্থাৎ যেদিন কুক্কুরাদি স্পর্শ হইবে, সেই দিন হইতে, রজোদর্শনের চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত গণনা করিলে, যে কএক দিন হয়, সেই কয় দিন উপবাস করিবে যথা—রজোদর্শনের প্রথম দিনে ঐ সকল স্পর্শ হইলে, চার দিন উপবাস, দ্বিতীয় দিনে হইলে তিন দিন উপবাস ইত্যাদি। রজস্বলা-সম্বন্ধে যেস্থানে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে ও হইবে, তাহার একটী বিধি—এই যে ঋতু-দর্শনের চতুর্থ দিবসে স্নানাদি করিয়া তৎপর দিনে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; সুতরাং যে ঋতু প্রথম দিনে কুক্কুরাদি স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঋতুর পঞ্চম দিন হইতে চার দিন উপবাস করিতে হইবে ও স্নান করিবে ইত্যাদি যথাসম্ভব জানিবে। ৬১। কতগুলি চাণ্ডাল, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলে ঐ রজস্বলার প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে এবং অরজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ঐ নারী শতবার প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬২। ব্রাহ্মণ, রাত্রিকালে রজস্বলা বা পতিত কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, ঐ ব্রাহ্মণকে দিবসে-আনীত জল দ্বারা অগ্নিসমীপে স্নান করাইবে। ৬৩। দিবসে সূর্য্যকিরণ সম্বন্ধে, রাত্রিতে নক্ষত্রালোকসংযোগে, এবং উভয় সন্ধ্যাতে, সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ কিরণে, এইরূপে সর্ব্বদাই—জল পবিত্র। ৬৪। যে দ্বিজ আচমন সময়ে করনখস্পৃষ্ট জল পান করে, সে, স্পষ্ট সুরাপায়ী হয় অর্থাৎ তাহা সুরাপানের সমান পাপজনক, ইহা যমের বচন। ৬৫। খাত, বাপী, কূপ, পাষাণ প্রহার শস্ত্রাঘাত, যষ্ট্যাঘাত, মৃৎপিণ্ডপ্রহার, গোষ্ঠ; রোধন, বন্ধন, স্থাপিত পুষ্করে (খোঁয়াড়) কাষ্ঠ, বৃক্ষ, রোধসঙ্কট অর্থাৎ যে বিষমস্থানে কোনরূপে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নির্গত হইবার যো থাকে না, রজ্জু এবং বস্ত্র তোমাকে বলিয়াছি যে ইহারা গাভীর প্রধান প্রমাদ স্থান (অর্থাৎ ইহারা গাভী মরণের প্রধান কারণ) ইহার মধ্যে যেখানে বা যে কারণে গাভীর মৃত্যু হউক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই। ৬৬—৬৮। কাষ্ঠপ্রহারে মরিলে প্রাজাপত্য, পাষাণাঘাতে মরিলে তাহার পূর্ব্বোক্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। খাতে পড়িয়া মরিলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, বৃক্ষপতনে মৃত্যু হইলে পাদকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৬৯। শস্ত্রাঘাতে মারিলে তিন প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, যষ্টিপ্রহারে দুই প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৭০। বস্ত্রবদ্ধ হইয়া গাভীর মৃত্যু হইলে, এক প্রাজাপত্য, সেই গোহত্যাকারী এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে, যে নদী বা কান্তারের নিকটে গাভী সকলের মধ্যে (প্রায়শ্চিত্ত অবস্থায়) কালাতিপাত করিবে। ৭১। প্রথম পাদে রোম, দ্বিতীয় পাদে রোম ও শ্মশ্রু, তৃতীয় পাদে শিখাভিন্ন মস্তকের কেশ, (রোম ও শ্মশ্রু) চতুর্থ পাদে শিখাপর্য্যন্ত বপন করিবে। ৭২। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবে না, স্ত্রীজাতি গবানুগমন করিবে না, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস করিবে না এবং বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে না। ৭৩। সকল কেশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে দুই অঙ্গুলিকেশ ছেদন করিবে, নারীদিগের কেশ মুণ্ডন এইরূপ স্মৃত হইয়াছে। ৭৪। জন্ম ও মৃত্যু এই উভয় হইতেই অশৌচ হয়; কিন্তু পাপলিপ্ত ব্যক্তির (মরণে) অশৌচ হইবে না। ৭৫। সন্ধ্যাকালে চারিটী কার্য্য ত্যাগ করিবে, যথা;—আহার, মৈথুন, নিদ্রা, (এই তিন) আর চতুর্থ—স্বাধ্যায়। ৭৬। সে সময়ে আহার করিলে ব্যাধি হয়, মৈথুন করিলে তাহাতে যে গর্ভ হইবে তাহা অত্যন্ত ক্রূর স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইলে লক্ষ্মী থাকে না এবং স্বাধ্যায় করিলে নিশ্চয় মরণ হয়। ৭৭। (যম শ্রে. তাপ্তবিকে বলিতেছেন যে) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিরূপে হিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ বর্ণদিগের হিতকামনায় আমি এই শাস্ত্র বলিলাম, সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ৭৮।

যমসংহিতা সম্পূর্ণ।

আপস্তম্ব-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

দূষিত বর্ণ সকলেরহিতের জন্য আপস্তম্বীয় প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় আনুপূর্ব্বিক অনুসারে বলিতেছি। সকল মুনিগণ সমবেত হইয়া, পরাপবিবাদ-নিবৃত্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্জ্জন পূত প্রদেশে নিষণ্ণ আত্ম-বিদ্যা পরায়ণ একাগ্রচিত্ত, শান্ত, সত্ত্বগুণাবলম্বী যোগীশ্রেষ্ঠ আপস্তম্ব ঋষিকে বলিতে লাগিলেন;—হে ভগবান্! মানব সকল ধর্ম্ম কার্য্যের পথে অবস্থিত থাকিয়া যদি (কোন রূপে) অসৎ কার্য্য করে, অথবা অসৎ পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিস্তারোপায় বলুন। যে হেতু, গবাদি পালন, আপৎকালে কৃষিকার্য্য (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আপৎকালে এবং বৈশ্যের পক্ষে নহে, ও ব্রাহ্মণামন্ত্রণ গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনাথ ব্যক্তিকে দান করা, ব্রাহ্মণাদিকে ঔষধ সেবন করান, বালকের স্তন্য পানাদি এবং রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ করিতে যাইলে অনিচ্ছায় অনবধানতাবশতঃ গবাদির যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে হে ভগবন্! সেই পাপ হইতে নিস্তারোপায় আমাদিগকে বলুন। আপস্তম্ব (মুনিগণ কর্ত্তৃক) এইরূপ উক্ত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া প্রণাম-নতশিরা ঋষিগণকে অবলোকন পূর্ব্বক এই সুনিশ্চিত বিষয় বলিতে লাগিলেন;—বালকদিগকে স্তন্যপানাদি করাইতে, ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণে বা চিকিৎসাতে প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও দোষ নাই। গবাদির রোগাদি হইলে (তাহার চিকিৎসাদি করিতে প্রাণ বিপত্তি হইলে) প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, কিন্তু রোগে প্রাণ-রক্ষক ঔষধ প্রয়োগে কখনই দোষ হয় না। ইহা কেহ কেহ বলেন। ঔষধ, লবণ, স্নেহ দ্রব্য, পুষ্টিজনক দ্রব্য ভোজন এবং অন্ন ভোজন প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ,—(সুতরাং ইহা প্রদান করায় প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও) প্রায়শ্চিত্ত নাই। (কিন্তু ইহাও অতিরিক্ত দিবে না। যথাসময়ে উপযুক্ত মতে দিবে, অতিরিক্ত প্রদানে মৃত হইলে ব্রতই বিহিত আছে। তিন দিন উপবাস এক পাদে অর্থাৎ ব্রতের এক চতুর্থাংশ তিন দিন অযাচিত ভোজনে একপাদ, তিন দিন নক্ত ভোজনে একপাদ, আর তিন দিন দিবাভোজনে একপাদ। এই চার পাদে এক প্রাজাপত্য। (তিন দিন) একভক্ত (তিন দিন) নক্ত এবং দ্বাদশ দিনের অর্দ্ধ অর্থাৎ তিন দিন অযাচিত ভোজন ও তিন দিন উপবাস এই ছয় দিন,—মোট দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত নক্ত বর্জ্জিত হইলে পাদোন হইয়া থাকে। * শূদ্র (পাদ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইলে) এক-ভক্তরূপ পাদ ব্রত করিবে, বৈশ্যের পক্ষে তিন দিন নক্ত ভোজনরূপ পাদ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (তিন দিন) অযাচিত ভোজনরূপ পাদ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন দিন উপবাসরূপ পাদ ব্রত করিতে ব্যবস্থা দিবে। গাভীর-আহার প্রচার বা নির্গমের প্রতি-

* ঐব্রত এক ভক্ত এবং নক্ত বর্জ্জিত হইয়া দ্বাদশদিনার্দ্ধ (অর্থাৎ ছয় দিন সাধ্যব্রত—অযাচিত ভোজন ও উপবাস করিলে অর্দ্ধব্রত হয়) আর কেবল নক্ত বর্জ্জিত, হইলে পাদোন হয়। এরূপ অর্থও হইতে পারে।

বন্ধকতা করিয়া মৃত্যু-নিমিত্ত হইবে, একপাদ ব্রত করিবে; অযথাবন্ধন বা অকালবন্ধন করিয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে দুই পাদ করিবে; হলশকটাদি যোজনে অতিশয় বহনাদি করাইয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে, পাদোনব্রত এবং দণ্ড নিপাতনে সম্পূর্ণ ব্রত করিবে। ঘণ্টাদি আভরণ দোষে যেখানে গাভীর প্রাণত্যাগ হয়, সেখানে অর্দ্ধ ব্রত করিবে; যেহেতু তাহা ভূষণের জন্য কৃত হইয়াছে। (গাভী বন প্রবিষ্ট হইয়া ঘণ্টা জড়িত-লতাদি-দোষে মৃত্যু হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত) শক্তি অপেক্ষা না করিয়া দমন, নিরোধ, যূথমধ্যে অবস্থাপন, হলশকটাদি যোজন, স্তম্ভ, শৃঙ্খল এবং রজ্জু এই সকল নিমিত্তে মৃত্যু হইলে পাদানব্রত করিবে। প্রস্তর, মুদ্গর, অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা বল পূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি গো হত্যা করে, তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্রত সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ, প্রজাপত্য ব্রত সম্পূর্ণরূপে করিবে; ক্ষত্রিয় একপাদহীন প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রতের অর্দ্ধ করিবে; শূদ্র প্রাজাপত্যের একপাদ করিবে। গাভী প্রসব করিলে পর, প্রথম দুই মাস ঐ গাভীর দুগ্ধ বৎসকে পান করাইবে; (দ্বিতীয়) দুই মাস দুইটীমাত্র স্তন দোহন করিবে; (তৃতীয়) দুই মাস একবেলা দোহন করিবে; তদনন্তর যথারুচি দোহন করিবে। প্রসবের পর, অর্দ্ধমাস মধ্যে দমন করিতে যদ্যপি গাভী বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সশিখ বপন করিয়া প্রাজাপত্য করিবে। অষ্টবৃষভযুক্ত লাঙ্গল ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের কর্ত্তব্য; জীবিতার্থিগণের ষড়বৃষভ যুক্ত লাঙ্গল কর্ত্তব্য; নৃশংসগণের চতুর্বৃষভযুক্ত লাঙ্গল; গোহত্যাকারীদিগের বৃষভদ্বয়যুক্ত লাঙ্গল। অত্যন্ত ভার অর্পণ দ্বারা কিম্বা অত্যন্ত দোহন দ্বারা ও নাসিকাতে সূত্র প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নাসিকা ছিদ্র করিতে, নদী কিম্বা পর্ব্বতে পতিত হইয়া যদ্যপি গোহত্যা হয়, তাহা হইলে একপাদহীন গোহত্যা ব্রত করিবে। নারিকেল-রজ্জু কিম্বা তালনির্ম্মিত রজ্জু, শরপত্ররচিত রজ্জু এবং চর্ম্ম দ্বারা গো বন্ধন করিবে না; ঐ সকল রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইলে, পরাধীন হয়। কুশ কিংবা কাশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা দক্ষিণমুখ রাখিয়া বৃষভকে বন্ধন করিবে, গোগণের পরিচর্য্যা করিতে চরণে অগ্নিস্পর্শ হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। রোধ করিতে কিম্বা বন্ধন করিতে আর চিকিৎসকের অনবধানতা জন্য বিপরীত ঔষধ দ্বারা যদ্যপি গোসমূহের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ ব্রত করিবে। শৃঙ্গভঙ্গ করিয়া কিংবা অস্থিভঙ্গ করিয়া এবং লাঙ্গুল ছেদন করিয়া সপ্তরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিবে, দ্বিজগণ,—যত দিবস ঐ গো সুস্থ না হইবে, তাবৎকাল গোমূত্র মিশ্রিত যাবক ভক্ষণ করিবে এই প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং উশনা ঋষি কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে। দেবদ্রোণী কিংবা বিহারকালে, কূপে পড়িয়া এবং গৃহে বন্ধনশূন্য হইয়া গোগণের মৃত্যু হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। একটি গো যদ্যপি বহুজন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে গোহত্যা প্রায়শ্চিত্তে এক এক পাদ ব্রত করিবে। ইহা এক ঘাতে মৃত্যু হইলে জানিবে। চিকিৎসার নিমিত্ত অঙ্কিত করিতে এবং মৃতগর্ভ মোচন করাইতে যত্ন করিয়াও যদ্যপি গো হত্যা হয়, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যে স্থলে প্রায়শ্চিত্তের এক পাদ বিহিত হইবে, সে স্থলে লোমের সহিত নখাদি ছেদন করিবে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ বিহিত হইলে শ্মশ্রু নখ লোম ছেদন করিবে; প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ বিহিত হইলে নখ, লোম, শ্মশ্রু এবং কেশ ছেদন করিবে। শিখাছেদন করিবে না, নিপাতন করিলে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত তাহাতে শিখার সহিত নখ, লোম ও কেশ বপন করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত স্থলে দ্বি অঙ্গুল মাত্র কেশ ছেদন করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও গ্রাম হইতে বহির্গত দ্রব্য, স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণের কৃত কার্য্যসমূহ এবং যাহার অপবিত্রতা দেখা যায় নাই, তাহা পবিত্র জানিবে। জল দান

গৃহস্থিত, বনমধ্যে স্থিত, লাঙ্গল কর্ষিত ভূমস্থিত দ্রোণীস্থ, পুষ্করিণী হইতে বহিষ্কৃত, শ্বপাক এবং চণ্ডাল কর্তৃক অধিকৃত যে সকল জল তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২। নিরন্তর বিস্তৃত যে ধারা, বায়ু দ্বারা আনীত অপবিত্র রেণু, স্ত্রী, বালক, এবং বৃদ্ধগণ এ সকল কখনই দুষ্ট হইবে না। ৩। নিজের শয্যা, বস্ত্র, পত্নী, সন্তান, কমণ্ডলু এ সকল পবিত্র; কিন্তু অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। অন্ত্য কর্তৃক কৃত কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ের জলে স্নান এবং তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, অশুচি দ্রব্য এবং বিষ্ঠার লেপ এ সকল যে জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, সেই তোয় কাহার দ্বারা শুদ্ধ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর—সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শ এবং বায়ু সংযোগে পবিত্র হইবে, কিংবা গোমূত্র এবং গোময় দ্বারা শুচি হইবে। অস্থি এবং চর্ম্মযুক্ত হইয়া যে জল অপবিত্র হইবে, কিংবা গর্দ্দভ অশ্ব এবং উষ্ট্রকর্তৃক যে জল দূষিত হইবে, সেই সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধ করিতে হইবে, অথবা পরকথিতশোধন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কূপস্থ জল যদ্যপি মূত্র, বিষ্ঠা এবং নিষ্ঠীবন দ্বারা দূষিত হয়, কিংবা কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক অপবিত্র, হয় সেই কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া সাতটি মৃত্তিকা পিণ্ড উদ্ধৃত করিবে। এবং পঞ্চগব্যযুক্ত মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ দ্বারা পবিত্র হইবে। এইরূপ কূপশোধন জানিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ দূষিত হইলে তাহার শোধন নিমিত্ত একশত কুম্ভ জল তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে, শব স্পর্শ দ্বারা দূষিত কূপ হইতে জল পান করিয়া ব্রাহ্মণ কিপ্রকারে শুদ্ধ হইবে? ইহা আমার সংশয় হইতেছে, (ইহা সংহিতাকারের নিকট জিজ্ঞাসা) যে শবদেহ ক্লেদযুক্ত নহে এবং অস্থি কিংবা মাংস বিকৃত হয় নাই, এতাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র কূপের জল পান করিয়া এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া পবিত্র হইবে। যে শব ক্লেদযুক্ত ও ভিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মাংসাদি পচিয়া পড়িতেছে তাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র জলাশয়ের জল পান করিয়া চান্দ্রায়ণ কিংবা তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্ত্যজ জাতির গৃহে অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বাস করে, তাহা কালান্তরে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইলে, দ্বিজগণ অনুগ্রহ করিলে পঙ্ক, চান্দ্রায়ণ কিংবা পরাক ব্রত দ্বারা দ্বিজগণের বিশুদ্ধি হইবে, শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রজাপত্য ব্রত জানিবে, শেষ কার্য্য অর্থাৎ দক্ষিণাদি প্রায়শ্চিত্ত অনুরূপ কর্ত্তব্য। যে দ্বিজগণ, অন্ত্যজ জাতির গৃহে পক্ক অন্ন ভোজন করে; তাহাদিগের কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রদান করিবে, (ইহা অজ্ঞান ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত)। অন্ত্যজ গৃহে পক্কান্ন ভোজীগণের গৃহে যাহারা ভোজন করিবে, তাহাদিগের কৃচ্ছ্র ব্রতের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিবে। ৩। শবাদি স্পর্শ দ্বারা দূষিত যে সকল কূপ, তাহার জল পান করিয়া একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য পান করিবে। বালক, বৃদ্ধ, রোগী এবং গর্ভিণী—তাদৃশ কূপের জল পান করিয়া নক্ত ব্রত করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, বালকগণ দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য ভোজন করিবে। যে ব্যক্তির অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং যে বালকের ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম ইহারা বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ করিবে এবং স্ত্রীলোক ও পীড়িত ব্যক্তি অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স যে বালক এবং যে বালকের পঞ্চম বর্ষের অধিক বয়স হইয়াছে, শুদ্ধি নিমিত্ত তাহাদিগের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত গুরু কিংবা সুহৃদ্‌গণ করিবে। কল্পান্তর বলিতেছেন, কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া যাহাদিগের পীড়া হয়, তাহারা অন্য দ্বারা অবশিষ্ট কার্য্য করাইলে শুদ্ধ হইবে, যাহাতে কোন বিপদ না হয় তাহা কর্ত্তব্য। যে

সকল ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগের কোন কার্য্য করিতে ভোজন না করিয়া প্রাণ অপগত হইয়া যায়। তাহাদিগকে যাহারা অন্নদ্বারা রক্ষা করে না তাহারা সে পাপভাগী হয়। প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্রতাদির নিয়মিত কাল, ক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ হইলেই ব্রাহ্মণের অনুমতি ব্যতিরেকেও শুদ্ধ হইবে, নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ না হইলেও ব্রাহ্মণগণ যদ্যপি বলেন, কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতেই প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই জাতি কদাচিৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিবে না, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা বলাইবে; তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। স্নান, কিম্বা তীর্থ গমন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইবে, সে সকল কার্য্যের ফল—যে ব্যক্তি করাইবে তাহারই হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

চণ্ডালের কূপ, কিংবা ভাণ্ডে যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির চারিবর্ণের কি প্রকার বিহিত হইয়াছে? (ইহা প্রশ্ন)। ব্রাহ্মণগণ সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়গণ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্যগণ প্রাজাপত্যের অর্দ্ধেক করিবে, শূদ্রগণ প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ শ্বপচ কিংবা চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহার শোধন নিমিত্ত অষ্টাধিক সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে কিংবা একশতবার দ্রুপদামন্ত্র জপ করিবে। তিন দিবস অগ্রজল হইয়া জপ করিলেপর পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচের পূর্ব্বে যদি চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদ্যপি চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় তাহাতে ছয় রাত্রি উপবাস করিবে, ইহা উত্তর। যদি ঋতুমতী স্ত্রী কিংবা অন্ত্যজজাতির সহিত পান কিংবা মৈথুন সম্বন্ধ হয়, কিম্বা মূত্রপুরীষ সম্বন্ধ হয়, অথবা ইহাদিগের সংস্পর্শ হয় ইহাতে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ইহাদিগের অন্ন ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য, জলাদি পানেও ত্রিরাত্র উপবাস। মৈথুন সম্পর্ক হইলে পাদকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। মূত্রসম্পর্ক হইলে একদিন উপবাস কর্ত্তব্য। বিষ্ঠা সংস্পর্শ হইলে, দিনত্রয় উপবাস কর্ত্তব্য। চণ্ডাল প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া দন্ত ধাবন করিলে এক দিবস উপবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাণ্ডাল যে বৃক্ষে আরূঢ়; ঐ বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া দ্বিজগণ যদি ফলভক্ষণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে সবস্ত্র স্নান করিবে, এবং একরাত্র উপবাস করিবা, পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিলে পর, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট দ্বিজগণ অভ্যুক্ষণ না করিয়া যদি কদাচিৎ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ প্রকারে হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর, ব্রাহ্মণগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়গণ দুই দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ বর্ণ—শূদ্রজাতির চণ্ডালাদি সংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই, হোম ও কর্ত্তব্য নহে, পঞ্চগব্য বিধি দিবে না যেহেতু শূদ্রের মন্ত্রপাঠ বিধি নাই, দ্বিজগণের নিকট ঐ কার্য্য প্রকাশ করিয়া দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট দ্বিজগণ যদ্যপি ভোজন করে, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাসান্তে গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ যদ্যপি বৈশ্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শঙ্খপুষ্পী-সিদ্ধদুগ্ধ ত্রিরাত্র পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কদাচিৎ ব্রাহ্মণীর সহিত ভোজন, বা তাহার

সহিত উচ্ছিষ্ট ভোজন করে পণ্ডিতগণ তাহাতে দোষ স্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মণীর ভিন্ন অন্য জাতির স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া কিংবা পান করিয়া প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ভগবান্ অঙ্গিরামুনিও ইহা বলিয়াছেন। অন্ত্যজের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; ক্ষত্রিয়গণ চান্দ্রায়ণের অর্দ্ধ করিবে; বৈশ্যগণ চান্দ্রায়ণের একপাদ ব্রত করিবে। বিপ্রগণ বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র ভক্ষণ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে; শ্বপাকজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। অজ্ঞান বশতঃ ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্টস্পর্শ করে কিংবা কুকুর কুক্কুট শূদ্র এবং মদ্যপাত্র, অথবা অশুচি পক্ষীগণের অধিষ্ঠান দ্বারা যে দ্রব্য অশুচি হইয়াছে, এ সকল স্পর্শ করিয়া এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বৈশ্য কর্ত্তৃক কদাচিৎ স্পৃষ্ট হইলে পর ত্রিকালীন স্নান এবং জপ করিয়া একাহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বিপ্রকর্ত্তৃক যদি ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হয় স্নানান্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আপস্তম্ব মুনি ইহা বলিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইহার পর নীলীরঞ্জিত বস্ত্র (পরিধানের) প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতেছি (ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন)। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়া নিমিত্ত, সম্ভোগ সময়ে এবং শয্যাতে দুষ্ট হইবেনা। নীলী বৃক্ষের পালন বিক্রয় কিংবা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, অতএব তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র ধারণহেতু স্নান দান তপস্যা হোম বেদাধ্যয়ন এবং পিতৃতর্পণরূপ পঞ্চ যজ্ঞকার্য্য ব্রাহ্মণগণের বৃথা হয়। ব্রাহ্মণ, নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিলে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কদাচিৎ যদ্যপি ব্রাহ্মণের রোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে নীলের রস প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, তখন তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলের কাষ্ঠ দ্বারা যদ্যপি ব্রাহ্মণের শরীর ভগ্ন হয়, এবং রক্তপাত হয়, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কদাচিৎ নীলবৃক্ষশ্রেণী মধ্যে অজ্ঞানবশতঃ গমন করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণদ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত হইবে, সেই অন্ন দ্বিজগণের অভক্ষণীয়; তাহা ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রাহ্মণ, যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ কদাচিৎ নীলরস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ক্ষেত্রের যে ভাগে নীলী বৃক্ষ রোপিত হইবে, ক্ষেত্রের সে অংশ অশুচি হইবে, দ্বাদশবৎসরেরপর ঐ ক্ষেত্র শুচি হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

রজস্বলা স্ত্রীর চতুর্থ দিবসে স্নান করা প্রশস্ত; স্ত্রীলোকের রজোনিবৃত্তি হইলে পর, স্বামী-উপভোগ করিবে। রজোনিবৃত্তি না হইলে, কদাচিৎ গমন করিবে না। স্ত্রীলোকের পীড়া দ্বারা যদি রজোনিবৃত্তি না হয়, সেই রজো দ্বারা স্ত্রীগণ অশুচি হইবে না; স্ত্রীলোকের তাহা বিকারসম্ভূত জানিবে। যে কাল পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক শুচি নহে, রজোনিবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ চতুর্থ দিন হইতে গৃহকার্য্য এবং স্বামীসহবাস-বিষয়ে প্রবিত্র জানিবে। (ঋতুদর্শনের) প্রথম দিবস স্ত্রীলোক চণ্ডালস্ত্রীতুল্য অর্থাৎ গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট গমনে অপবিত্র; দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনীর তুল্য; তৃতীয় দিবসে রজকস্ত্রী সদৃশ জানিবে; চতুর্থ দিবসে গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট পবিত্র হইবে। অন্ত্যজজাতি কিম্বা শ্বপাককর্ত্তৃক রজস্বলাস্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে, চারি দিবস অতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে, অন্ত্যজাদি স্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত ত্রিরাত্র উপ-

।শান্তে পঞ্চগব্যভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। তুর্থ দিবসীয় রাত্রি উপস্থিত হইলে সন্তানোৎ-।াদনের চেষ্টা করিবে। কুক্কুর কিংবা।পাক জাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট রজস্বলা স্ত্রীলোক।বিত্যাজ্য অর্থাৎ তাহার সহিত কোন।সংর্গ করিবে না। ঐ স্ত্রী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রথম দিবসে যদ্যপি রজস্বলাস্ত্রী কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, ছয়রাত্রি উপবাস করিবে, দ্বিতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিবস উপবাস করিবে। তৃতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, একাহ উপবাস করিবে, চতুর্থ দিবসে স্পর্শ হইলে বহ্নি দর্শন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিবাহ কার্য্য সমাপন না হইতে অঙ্গ যজ্ঞকার্য্য উপস্থিত হইলে। কিম্বা বিবাহ অঙ্গসংস্কার কৃত হইলে পর, ঐ কন্যা যদ্যপি ঋতুমতী হয়, অবশিষ্ট সংস্কারকার্য্য কিরূপ প্রকারে হইবে, (এই প্রশ্নের উত্তর) ঐ কন্যাকে (চতুর্থাদি দিবসে) স্নান করাইয়া অক্ষতবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার হোমাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শেষকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি প্লব (পক্ষিবিশেষ) কুক্কুট কিংবা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থাতে যদ্যপি রজস্বলা-স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, কৃচ্ছ্র ব্রত এবং দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি চণ্ডালী কিংবা রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক আরূঢ় বৃক্ষের এক শাখা আরোহণ করে, তাহা হইলে, সে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে রজস্বলা স্ত্রীর যদ্যপি কুক্কুরের সহিত স্পর্শ হয়, রজোদিবসের অবশিষ্ট যে কয় দিন থাকিবে সে কয় দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। যদ্যপি উপবাস করিতে অসমর্থ হয় পশ্চাৎ স্নান করিবে স্নান করিতে অসমর্থ হইলে একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, রজস্বলা স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় রজস্বলা স্ত্রী বা সূতিকাস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহা হইলে শুদ্ধিনিমিত্ত কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। শৃগাল কিম্বা শ্বপচ কর্ত্তৃক রজস্বলা যদি স্পৃষ্ট হয়, রজোদর্শন দিবসের অবশিষ্ট কাল পঞ্চগব্য-ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা শূদ্র স্ত্রীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা ক্ষত্রিয় স্ত্রী কিংবা বৈশ্য স্ত্রীকে স্পর্শ করে, সবস্ত্র স্নান করিয়া এক দিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। সবর্ণা-স্ত্রী সবর্ণা রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, আপস্তম্ব মুনি এইরূপ কহিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

কাংস্যপাত্র অশুচি হইলে, ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, সুরা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, সুরা বিষ্ঠা এবং মূত্র স্পৃষ্ট কাংস্য পাত্র যে পর্য্যন্ত তাপ সহ্য হয়, এইরূপ উত্তপ্ত করিয়া লেখন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (লেখন কোঁদান)। গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট, কুক্কুর কিংবা কাক কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত কাংস্যপাত্র সকল দশ-ক্ষার যোগ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অশুচি সুবর্ণ পাত্র এবং পিত্তলের পাত্র বায়ু সংযোগ সূর্য্যের উত্তাপ এবং চন্দ্রকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শুক্র কিম্বা শব স্পৃষ্ট কম্বলাদি অশুচি হইলে জল এবং মৃত্তিকাদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের (মনুষ্যের) ব্যঞ্জন শূন্য কেবল অন্ন পঞ্চ রাত্রিদ্বারা জীর্ণ হয়, ব্যঞ্জন যুক্ত অন্ন অর্দ্ধমাস দ্বারা জীর্ণ হইবে। দুগ্ধ এবং দধি এক মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে, ঘৃত ছয় মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে। তৈল এক বৎসর দ্বারা উদরে জীর্ণ হয়, কিংবা না হয় (তাহার নিশ্চয় নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ এক মাস নিরন্তর শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুক্কুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। শূদ্রান্ন ভোজন শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা এ সকল কার্য্য তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে। যে ব্রাহ্মণ, নিত্য হোমার্থ অগ্নি স্থাপন করিয়াছে, সে

ব্যক্তি, যদি শূদ্রান্ন ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে না পারে, তাহার আত্মা, বেদ এবং অগ্নিত্রয় বিনষ্ট হয়। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন উদরস্থ থাকিতেই স্ত্রীসহবাস করিয়া যে পুত্রাদি জন্মাইবে, যাহার অন্ন তাহার ঐ সকল সন্তান জানিবে, যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শূদ্রান্ন উদরস্থ সত্বেই যে দ্বিজ মৃত হয় সে দ্বিজ জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর অথবা কুকুর হয়। ব্রাহ্মণের অন্ন সর্ব্বদা ভোজন করিতে পারিবে, পর্ব্ব দিবসে ক্ষত্রিয়ের অন্ন, যজ্ঞ কর্ম্মে দীক্ষিত হইলে বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে, কখনই শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন ঘৃতের তুল্য বৈশ্যের অন্ন অন্ন মাত্র শূদ্রের অন্ন রুধির তুল্য জানিবে। বৈশ্বদেবের উদ্দেশে দান, হোম, দেবগণের পূজা এবং জপ দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণের অন্ন পবিত্র হয়, এজন্য তাহা অমৃত তুল্য জানিবে। ব্যবহারানুরূপ ধর্ম্ম দ্বারা ছলবর্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের অন্নে প্রাণীগণের প্রতি পালন হয় এনিমিত্ত তাহা ঘৃত সদৃশ জানিবে। স্বীয় চেষ্টা দ্বারা অশক্তব্যক্তিগণের বৃষভগণ দ্বারা উৎপন্ন যজ্ঞ-কার্য্য এবং অতিথিসেবা দ্বারা বৈশ্যগণের অন্ন সংস্কৃত হয় এ নিমিত্ত তাহার অন্ন অর্থাৎ শরীর পুষ্টিকর জানিবে। অজ্ঞান-তিমিরান্ধ এবং মদ্যপানরত শূদ্রজাতির অন্ন বিধি এবং মন্ত্র রহিত, এ নিমিত্ত তাহা রুধিরতুল্য জানিবে। অপক্ক মাংস, মধু, ঘৃত, ভৃষ্ট যব, দুগ্ধ, ইক্ষু, গুড় এবং তক্র এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহকৃত হইলেও গ্রহণ করা যাইবে। শাক, মাংস, মৃণাল, তুম্বুরু, শক্তু, তিল, ইক্ষু প্রভৃতির রস, ফল এবং হিঙ্গু এ সকল দ্রব্য সকল জাতির নিকট গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিপদাপন্ন হইয়া যদি ব্রাহ্মণ, শূদ্র গৃহে অন্ন ভোজন করে, মনস্তাপ দ্বারা কিংবা দ্রুপদামন্ত্র, ১০০ বার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। কোন দ্রব্য হস্ত স্থিত হইয়া যদি উচ্ছিষ্ট শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সে দ্রব্য দ্বিজগণ ভোজন করিবে না ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

যদ্যপি কদাচিৎ ব্রাহ্মণ, ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অশুচি সে ব্রাহ্মণের কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (প্রশ্নের উত্তর) অগ্রে শৌচ কার্য্য করিয়া তদনন্তর আচমন করিবে। ইহার পর এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আত্মদেহের শৌচ না করিয়া মোহবশতঃ সকল অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র কেবল যব পান করিয়া শুদ্ধ হইবে, অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত যব শস্য এবং এক পল মাত্র ঘৃতের সহিত পঞ্চপল মাত্র গোমূত্র ভোজন করিতে পারিবে ইহার অতিরিক্ত কিঞ্চিৎও ভোজন করিতে পারিবে না। (যব ভক্ষণের এইরূপ নিয়ম জানিবা।) অলেহ্য, অপেয় এবং অভক্ষ্য শুক্র মূত্র এবং পুরীষ ভক্ষণ করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (এই প্রশ্নের উত্তর) ছয়রাত্রি ব্যাপিয়া পদ্ম পুষ্প, উডুম্বর, বিল্ব ফল, কুশ অশ্বত্থ, এবং পলাশ, এ সকল দ্রব্যের রস মাত্র পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় দ্বারা অগ্নি কিম্বা জল মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাতে দেহ ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থধর্ম্ম করে। সে সকল ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত অথবা তিনটি চান্দ্রায়ণ করিবে। তাহাদিগের পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার কার্য্য করিয়া কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত কর্ত্তব্য। যাহার শরীর কাক বলাকা অথবা চিল্লপক্ষী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, তাহাদিগের অপবিত্র বিষ্ঠা দ্বারা শরীর লিপ্ত হয়, কর্ণে কিম্বা মুখে অমেধ্য বিষ্ঠা প্রবেশ করে, তাহাদিগের শরীরে লেপ সংলগ্ন হইলেও স্নান দ্বারা শুদ্ধি হইবে। নাভির ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গ অশুচি স্পৃষ্ট হইলে তাহাতে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, কেবল করদ্বয় এবং নাভির অধোভাগের অঙ্গ অশুচিস্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, (ইহা স্বকীয় বিষ্ঠাদি স্পর্শ বিষয়ে জানিবে)। যে ব্যক্তির মুখে পাদুকা কিম্বা অশুচি দ্রব্য

স্পর্শ হয়, সে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া স্নানানন্তর, পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিপ্রকন্যা-সম্ভূত সপিণ্ডগণের জন্ম এবং মরণে দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়কন্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ছয়-দিবস অশৌচ, বৈশ্যকন্যা জাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ, শূদ্রকন্যা জাত সপিণ্ড-জনন ও মরণে একাহ অশৌচ জানিবে, ভোজন নিমিত্ত ভোক্তার নিকটে আনীত অন্ন ভোক্তা যদ্যপি তাহা ভোজন না করে, তথাপি তাহা দান কিংবা হোম করিবে না। অন্ন ভোজন সম্পন্ন হইলে ঐ অন্ন যদি মক্ষিকা কিম্বা কেশ দূষিত জানিতে পারিলে, আচমনা-নন্তর, জল স্পর্শ করিয়া ঐ অন্ন ভস্মমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, শুষ্ক মাংসময় অন্ন এবং শূদ্রের অন্ন অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রত্রয় করিবে। যে ব্যক্তি ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন না করিয়াই, উঠিয়া যায় কিম্বা ভোজন করিতে উঠিয়া যায়, সেস্থলে যে ভোজন করে, এবং ভোজন করায় এ দুই জনেই পঙ্ক্তি দূষক বলিয়া জানিবে।

যেব্যক্তি দুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছে, কিম্বা করিতেছে, সে অহোরাত্র উপবাস করিয়া, পঞ্চ-গব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। উদকস্থ হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, উদকস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে স্থলে কার্য্য করিতে হইলে, স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, স্থল এবং জল উভয় সাধ্য কার্য্যে স্থল এবং জলে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে। স্নানার্থ জলে অবতরণ করিয়া আচমন করিবে এবং স্নান করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াও আচমন করিবে। এইরূপ নিয়ম যুক্ত ব্যক্তি মঙ্গলযুক্ত হয় এবং বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। হোমগৃহে, গোশালাতে, ব্রাহ্মণগণ-সমীপে বেদপাঠকালে এবং ভোজনকালে, পাদুকা ত্যাগ করিবে। জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে, প্রেতকার্য্যসমূহে, বিশেষতঃ চূড়াকরণ সময়ে, অসপিণ্ড ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভোজন কর্ত্তব্য নহে। বহুযাজী, কিম্বা গ্রামযাজীর অন্ন, আদ্য শ্রাদ্ধের অন্ন, গ্রহণশ্রাদ্ধের অন্ন স্ত্রীলোক দিগের গর্ভাধান-সময়ের অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মৌদন নবশ্রাদ্ধে স্ত্রীলোক দিগের সীমন্তোন্নয়নকালে, অন্নশ্রাদ্ধে, আদ্য-শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় নাই, তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, ঐ স্ত্রীলোকের গৃহে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, সে ব্যক্তি পূয়সনামক নরকে গমন করিবে। অন্ন-পরিমিত শুল্ক গ্রহণ করিয়াও যদ্যপি কন্যার পিতা কন্যা দান করে, সে ব্যক্তি বহু বৎসর ব্যাপিয়া রৌরবনামক নরকে বাস করত; বিষ্ঠা এবং মূত্র ভোজন করে। যে সকল দ্রব্য স্ত্রীধন হইয়াছে, এতাদৃশ সুবর্ণ, যান এবং বস্ত্র দ্বারা যে সকল আত্মীয়গণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রি-য়ের অন্ন তেজ গ্রহণ করে, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্ম-বর্চ্চস হরণ করে, অসংস্কৃত অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে, পৃথিবীর মল ভোজন করে। মরণাশৌচকালে, জননাশৌচকালে সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণসময়ে এবং গজ-ছায়া যোগসময়ে, যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে পুরুষ পাপিষ্ঠ জানিবে। দুইবার বিবা-হিতা স্ত্রী, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুন-র্ব্বার প্রত্যাগত স্ত্রী, দ্বিরূঢা স্ত্রী, পুনরেতা স্ত্রী, রেতোধা স্ত্রী, যথেষ্টাচারিণী স্ত্রী, এ সকল স্ত্রীলোকদিগের অন্ন—এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভকালে অন্নভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মাতৃ হত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং বিমাতৃগমনশীল, ব্যক্তি-দিগের অন্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধিনিমিত্ত চন্দ্রায়ণ করিবে। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কুক্কুর কিংবা শূদ্র-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া একরাত্রি উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সর্ব্বদা শূদ্রের আজ্ঞাপ্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুক্কুর যেরূপ অস্পৃশ্য সেই ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জানিবে। উদক-শূন্যস্থানে, বনমধ্যে কিংবা চোর কিংবা

ব্যাঘ্রাদির ভয় সঙ্কুল পথিমধ্যে দ্রব্যহস্ত ব্যক্তি মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শুচি হইবে? (উক্ত প্রশ্নের উত্তর) করস্থিত অন্ন ভূমিতে অবতরণ করতঃ যথাযোগ্য শৌচ করিয়া ক্রোড়ে পক্কান্ন রাখিয়া আচমনান্তর শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া আত্মদেহ শুদ্ধি না করিলে, ত্রিরাত্র পঞ্চগব্যমাত্র ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। মদমোহিত হইয়া যদ্যপি ব্রাহ্মণ রজস্বলা স্ত্রী গমন করে, চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ চণ্ডাল কিংবা শ্বপচগণকর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়, সে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া নিত্য ত্রিকালীন স্নান এবং ভূমীশয়নকরতঃ ত্রিরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া যে দ্বিজ জলপান করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া ত্রিকালীন স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এক দিবস একভক্ত, একদিবস রাত্রিভোজন এবং এক উপবাস;—এইরূপ তিনদিবস ব্রত করিলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত করা হয়, জানিবে। এক দিবস একভক্ত ও একদিবস নক্তভোজন, তৎপরে দুই দিবস অযাচিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তৎপরে দুই দিবস উপবাস করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধব্রত করিবে—এইরূপ বিধি জানিবে, এই দুইটি লঘু প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। কৃষ্ণাজিন এবং তিল-প্রতিগ্রহকারী, হস্তী, এবং অশ্ববিক্রয়কারী মৃতদেহ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ মরিয়া পুনর্ব্বার পুরুষ হইবে, অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়ঃ।

আচমন করিয়াও সেই কাল পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, যে কাল পর্য্যন্ত জল উদ্ধৃত না হয়, জল উদ্ধৃত হইলেও সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে যে পর্য্যন্ত ভূমি (গোময়াদি দ্বারা) লেপন করা না হয়, ভূমিলেপন হইলেও সেপর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, সেই আসন হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন করিবে না। পণ্ডিতগণ যমরাজকে যম বলেন নাই,—অর্থাৎ দণ্ডদাতা বলেন নাই, স্বীয় আত্মাই যম,—অর্থাৎ দণ্ড-বিধান কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, (আত্মকৃত কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বর্গ কিংবা নরকভোগ হয় জানিবে) যে ব্যক্তি আত্মার সংযম করিতে পারিয়াছে, যমরাজ তাহার কি করিতে পারেন, (তাহার দণ্ড বিধানে যমরাজ সমর্থ নহে)। খড়্গ তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে, এবং সর্পও তাদৃশ ভয়ানক নহে, যেরূপ প্রাণীগণের দেহ-স্থিত ক্রোধ অনিষ্ট জনক হয়, অতএব সর্ব্বতো-ভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। মনুষ্যগণের ক্ষমাগুণই ইহকালে এবং পরকালে সুখদাতা জানিবে, ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটি মাত্র দোষ দেখা যায় দ্বিতীয় দোষ দৃষ্ট হয় না। (সে দোষ কি তাহা বলিতেছেন) ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে মূঢ়জনেরা অক্ষম বিবেচনা করে, ক্ষমাগুণ থাকিলে কোন ক্লেশ ভোগ হয় না, যদ্যপি কেহ শতসহস্র অপরাধ করে, তাহা ক্ষমাগুণ দ্বারা অনায়াসে সহ্য হয়। বলবান্ কিংবা শাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তির মুক্তি হইবে, এরূপ নিয়ম নহে, কিংবা রমণীয় গৃহপ্রিয় ব্যক্তির মুক্তি লাভ হয় না, উত্তম ভোজন এবং উত্তম বস্ত্রপরিধানশীল ব্যক্তিরও মুক্তি লাভ হয় না, একান্তশীল, ঈশ্বরপরায়ণ, দৃঢ়ব্রত, সকলের প্রীতিসম্পাদক, উত্তমরূপে অধ্যাত্মযোগে আসক্ত, সর্ব্বদা হিংসাশূন্য, বেদাধ্যয়ন এবং যোগবিষয়ে যাহার চিত্ত আক্রান্ত হইয়াছে,—এই সকল গুণবান্ ব্যক্তিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে। ক্রোধী ব্যক্তি যে যজ্ঞ করে, যে হোম করে, যে পূজা করে, অপক্ব কুম্ভ যেরূপ (আত্মস্থিত) জলশোষণ করে সেই-রূপ তাহার ঐ সকল কার্য্য হত হয়, (ক্রোধী মনুষ্য কোন কার্য্য করতে সমর্থ নহে)। অপমান হইতে তপস্যার বৃদ্ধি হয়, (মনুষ্য অপমানিত হইলে তপস্যা করিতে উদ্যোগী হয়,) সম্মান হইতে তপস্যার ধ্বংস হয়, সম্মা-নিত ব্যক্তি দুঃখভোগ না করায় তপস্যা করিতে উদ্যোগী হয় না) পূজিত এবং সম্মা-

নিত ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয়, যেমন দুগ্ধবতী গাভী, প্রতিদিন দুগ্ধ মোচন করিয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন ধেনু জলজাত তৃণদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, সেইরূপ দ্বিজগণ জপ, হোম এবং পুণ্যকার্য্য সমূহ দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মাতার তুল্য পরস্ত্রীকে দর্শন করে ও পরদ্রব্য লোষ্ট্রের (ঢেলা) তুল্য জ্ঞান করে, সকলপ্রাণীগণকে আত্মার স্থায় জ্ঞান করে, সে ব্যক্তিই জ্ঞানবান্। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ-বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। অগম্যা স্ত্রীগমন এবং অভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে অথবা প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি বীরহত্যার পাপী হয়, সেই পাপের চান্দ্রায়ণ ভিন্ন শুদ্ধিজনক ব্রত নাই,—অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কল্পিত হইলে পর, যদ্যপি মরণাশৌচ কিম্বা জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাতেও শুদ্ধ থাকিবে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্য অনায়াসে সমাপন করিবে। দেবদ্রোণী, বিবাহ, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কল্পিত হইলে, জননাশৌচ এবং মরণাশৌচ হইলে ব্যাঘাত হইবে না, সিদ্ধ মন্ত্র প্রভৃতি কার্য্যে দোষ হয় না।

আপস্তম্ব-সংহিতা সমাপ্ত।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা

একাকী উপবিষ্ট আত্মবিদ্যাপরায়ণ—সম্বর্ত্ত-মুনির নিকট সমাগত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণে অভিলাষী ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! শ্রেয়ঃসাধনকর্ম্ম সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে দ্বিজোত্তম! আপনি শুভ এবং অশুভ বিবেচনা করিয়া, যথাউচিত-ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন। বামদেব-প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ মহাতেজস্বী সেই ঋষি-প্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, সেই ঋষি-প্রবর সম্বর্ত্ত-মুনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বামদেব-প্রভৃতি সকল ঋষিগণের নিকট ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা যে দেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সে সকল দেশ দ্বিজগণের (বেদোক্ত) ধর্ম্মসমূহ সাধনের যোগস্থান। ব্রাহ্মণকুমার উপনীত হইয়া সর্ব্বদা গুরুদেবের প্রিয়কার্য্য করিবে, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার মাল্যধারণ, মধু এবং মাংস ভোজন ত্যাগ করিবে। নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃশূন্য না হইতে হইতেই যথাশাস্ত্রমতে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে এবং সূর্য্যদেবের অর্দ্ধাস্তকাল হইতে সূর্য্যদেব সত্ত্বেই সায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা আরব্ধ করিবে। ব্রহ্মচারী সমাহিতচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা-কালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে, এবং নিরালস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সায়ংকালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে। সন্ধ্যার উপাসনার পর, প্রাতঃ-কালে এবং সায়ংকালে বুদ্ধিমান্ (ব্রহ্মচারী) হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবে, হোমকার্য্যসম্পন্ন হইলে গুরুদেবের মুখ নিরীক্ষণকরত বেদ অধ্যয়ন করিবে। সর্ব্বাগ্রে প্রণব উচ্চারণকরত তদনন্তর ব্যাহৃতিত্রয়, তদনন্তর, আনুপূর্ব্বিক ত্রিপদাগায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদ পাঠ আরব্ধ করিবে। জানুদ্বয়ের উপরিস্থিত হস্তদ্বয় রাখিয়া সুসংযতকরতঃ অনন্যমতি হইয়া গুরুদেবের অনুমতি-অনুসারে বেদ পাঠ করিবে। ব্রহ্মচারী নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ভিক্ষা করিবে, তদনন্তর, ভিক্ষিত দ্রব্য গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে ভোজন করিবে। দ্বিজগণের দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে এই দুই সময়ে দুই বার মাত্র ভোজন করা বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার মধ্যে পুনর্ব্বার ভোজন করিতে নাই, যেমত অগ্নিহোত্রকার্য্য দিবা-ভাগে একবার এবং রাত্রিকালে একবার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ভোজনকার্য্যও দুইবারমাত্র কর্ত্তব্য, জানিবে। দ্বিজগণ ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনান্তেও আচমন করিবে যে দ্বিজ আচমন না করিয়া ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আচমন না করিয়া যে দ্বিজ কোন দ্রব্য পান, কিংবা ভোজন করে, সে ব্যক্তি একশত অষ্ট-বার গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। পাদ-প্রক্ষালন না করিয়া, দণ্ডায়মান শিখা বন্ধন না করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে দ্বিজ আচমন করিবে, সে ব্যক্তি কোন কার্য্যে শুচি হইবে না। উত্তরমুখ করিয়া, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে, কিংবা পূর্ব্বমুখ করতঃ বাক্য-সংযম পূর্ব্বক উপবীতধারী দ্বিজ সর্ব্বদা আচ-মন করিবে। জলে কার্য্য করিতে হইলে জলস্থ হইয়া আচমন করিবে; স্থলে কার্য্য

করিতে হইলে, স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, জল এবং স্থল উভয় সাধ্যকার্য্যে জল এবং স্থলস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। (পদদ্বয়) আচমন করিবার পূর্ব্বে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় এবং জলদ্বারা শুদ্ধ করিয়া শব্দশূন্য, উষ্ণ ভিন্ন, জলের স্বাভাবিক রস, বর্ণ, এবং গন্ধ যুক্ত, অথচ ফেনারহিত, জলদ্বারা তিন, কিংবা চারিবার হৃদয়গত জল পান করিয়া আচমন করিবে। দুই-বার আস্যদেশ মার্জ্জন করিয়া দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিবে। স্নানানন্তর কিংবা দ্রব্য পান করিয়া, অথবা ভোজনাবসানে কিংবা অশুচি-স্পর্শ হইলে, হে দ্বিজগণ! উক্ত বিধি অনু-সারে আচমন করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে। শূদ্র জাতির হস্ত দ্বারা দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিলে আচমন করা হইবে, বৈশ্য জাতি দন্ত স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জল দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ক্ষত্রিয় জাতি কণ্ঠগত জল দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আসন-স্থিত পাদতল হইয়া বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠদেশ জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় বন্ধন করিয়া এবং এক-চরণের উপরি অপরচরণ রাখিয়া আচমন করিলে পর কখনই শুদ্ধ হইবে না। যদ্যপি কোন দ্বিজ কোন দিবস সন্ধ্যা উপাসনা না করে, কিংবা অগ্নিহোত্রকার্য্য না করে, সে দ্বিজ, স্নানান্তে সমাহিত হইয়া অষ্টাধিক সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জনন জন্য অশুচি ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, কিংবা আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করে, কিংবা মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে পর শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কামপীড়িত হইয়া স্ত্রীগমন করে, সে ব্যক্তি নিয়মী হইয়া একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। যে ব্রহ্মচারী, কোন প্রকার হেতু বশতঃ মধু কিংবা মাংস ভোজন করে, সে ব্রহ্মচারী, প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া মৌঞ্জী কার্য্যে অর্থাৎ উপনয়ন বিষয়ে উক্ত হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী পর্ব্বদিবসে পুরোডাশ প্রদান করিবে এবং শাকলহোমান্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিমধ্যে ঘৃত হোম করিবে। যে ব্রহ্ম-চারী কামী হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নিজরেতঃস্খলন করে, সে ব্রতভঙ্গ বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং যে ব্রহ্মচারী অজ্ঞানপূর্ব্বক রেতঃস্খলন করে, সে, কেবল স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। অনন্তর ভিক্ষা নিমিত্ত পর্য্যটন করিয়া সুস্থ হইবে, যে হেতু আত্মতুল্য যে শুক্র তাহার ক্ষরণ হইয়াছে। স্নান না করিয়া যে ব্রহ্মচারী ভোজন করে, সে একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী, শূদ্রহস্ত আনীত অন্ন কিংবা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

শুষ্ক, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং কেশদুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপ-বাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। শূদ্রের (কাংস্যাদি) পাত্রে কিংবা ভগ্ন কাংস্যাদি পাত্রে ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী সুস্থশরীরে কদাচিৎ দিবাভাগে নিদ্রা যায়, সে, স্নানান্তে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া একশত বার গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারীগণের এইরূপ ধর্ম্ম উক্ত হইল, এইরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী সম্যক-রূপে আচরণ করিলে পর, উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। উক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে গুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজগণ সদ্বংশজাত, শুভলক্ষণযুক্ত সুস্বভাবসম্পন্ন, সুন্দরী এবং গুণবতী কন্যাকে ব্রাহ্মবিধি-অনুসারে বিবাহ করিবে। দ্বিজগণ প্রতি দিন পঞ্চ যজ্ঞ করিবে, মঙ্গলপ্রার্থী বিপ্র কখনই কোন স্থানে ঐ পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে না। সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ কিংবা জননজন্য অশৌচ হইলে পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ (জনন কিংবা মরণ জন্য অশৌচ হইলে,) দশ দিবস অশুচি হইয়া থাকিবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র এক মাস অশৌচ ব্যবহারের পর শুদ্ধ হইবে, সম্বর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা বাক্য জানিবে। (জ্ঞাতি মরণ হইলে

দাহান্তে) স্নানের পর, স্বগোত্রজ ব্যক্তিমাত্রেই তর্পণ করিবে, প্রথম দিনে তৃতীয়, সপ্তম এবং নবম দিবসে তর্পণ করিতে হইবে। চতুর্থ দিবসে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত (অস্থি) সঞ্চয় করিবে, সঞ্চয়ের পর ঐ দিবস অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, প্রথম তিন দিবস অঙ্গস্পর্শ নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ দিবসে, বৈশ্যের অষ্টম দিবসে এবং শূদ্রের দশম দিবসে, অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, উহার পূর্ব্ব কোন দিবস অঙ্গস্পর্শ করিতে নাই; মরণ জন্য অশৌচ-বিষয়ে যেরূপ দিবস নির্দ্দিষ্ট হইল জনন অশৌচবিষয়েও ঐরূপ নিয়ম পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ বৈশ্বদেব কার্য্য রহিত হইয়া দশ দিবসের পর শুদ্ধ হইবে। পুত্র জন্মাইলে, পিতা বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, দশাহের পর মাতার অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য পিতার স্নানের পর অঙ্গস্পর্শ বিধেয়। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ) জনন-অশৌচ মধ্যে শুষ্ক অন্ন এবং ফল দ্বারা হোম করিবে, মরণ অশৌচ এবং জনন অশৌচমধ্যে পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত কার্য্য করিবে না। দশাহের পর ধর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণ সম্যক্ রূপে বেদ অধ্যয়ন করিবে, অশৌচমধ্যে যে সকল অশুভ জন্মিয়াছে, তাহার ক্ষয় নিমিত্ত বিধান অনুসারে শুভ জনক বস্তু দান করিবে। যে যে দ্রব্য ত্রিলোকে লোকের অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা গৃহস্থ লোকের প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য, অক্ষয়ফল ইচ্ছা করতঃ গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। নানাবিধ দ্রব্যসমূহ, বহু প্রকার বহু পরিমিত ধান্য এবং সমুদ্র-জাতরত্নসমূহ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে দানকরত পাপশূন্য হইয়া মনুষ্যগণ পরলোকে মহৎ সম্পদ লাভ করে। যে ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্য গন্ধদ্রব্য (চন্দন প্রভৃতি) অলঙ্কার এবং মাল্য প্রদান করে, সেব্যক্তি যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুগন্ধ দ্রব্য সেবন করতঃ এবং সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে কালযাপন করে। বেদজ্ঞ,সদ্বংশজাত এবং ধনপ্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে যে সকল বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক দান করা হয়, তাহা মহাফলজনক হয়। পবিত্রচিত্ত মহাপণ্ডিত ব্যক্তিগণ, সচ্চরিত্র অথচ বেদাধ্যয়ন নিরত, এবং প্রখ্যাতকুলজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া-হব্য (দেবোদ্দেশে দেয় অন্ন) কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দেয় অন্ন) দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। উত্তম রসযুক্ত, (দর্শন করিলে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে;—এতাদৃশ নানাবিধ দ্রব্যসমস্ত, অক্ষয় স্বর্গ,—কামনা করিয়া মঙ্গল-প্রার্থী মনুষ্য দান করিবে। যে ব্যক্তি বস্ত্র দান করে, সে জন্মান্তরে সুবেশ হয়, রৌপ্য দাতা রূপবান্ হয়, সুবর্ণদাতা দীর্ঘ আয়ু এবং অতিশয় তেজ লাভ করে,। প্রাণীগণকে অভয়দান করিলে, সকল অভীষ্ট লাভ হয়, দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। ধান্য, জল এবং ঘৃত দান করিলে, সুখোভোগ করে, যদ্যপি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কার দান করে সে, জন্মান্তরে অলঙ্কার লাভ করে। যে ব্যক্তি ফল, মূল, নানাপ্রকার শাক এবং সুগন্ধি পুষ্প দান করে, সে, জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তাম্বুল দান করে, সে মেধাবী, ভাগ্যবান্ পণ্ডিত এবং সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কাষ্ঠ-পাদুকা চর্ম্ম-পাদুকা, ছত্র, শয্যা, আসন এবং নানাবিধ যান দান করিলে পর দিব্য গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শীতকালে যত্নপূর্ব্বক অগ্নি এবং কাষ্ঠরাশি প্রদান করে, সে শরীরে অগ্নির তুল্য দীপ্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং রূপসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি রোগীগণকে রোগশান্তি নিমিত্ত ঔষধ, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং পথ্য প্রদান করে, সে, কদাচ রোগী হয় না, সুখী এবং দীর্ঘায়ু হয়। শীতকালে ব্রাহ্মণগণকে যে ব্যক্তি বহুতর কাষ্ঠ প্রদান করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন জয়লাভ করে এবং জন্মান্তরে সম্পত্তিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। উপযুক্ত বরপাত্রে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্ম বিবাহ-রীতি অনুসারে, অর্চ্চিত কন্যা যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে কন্যাদান জাতপুণ্য দ্বারা অসাধারণ মঙ্গল, সজ্জনবর্গের সাধুবাদ এবং অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করে। হোমমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পর, মনুষ্য জ্যোতিষ্টোমপ্রভৃতি শত শত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং আসনদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পিতা স্বর্গলাভ করে, এবং সুরগণের মধ্যে মান্য হয়। (অবিবাহিত কন্যার) গাত্রে লোম দেখা যায়, এতাদৃশ বয়ঃক্রম হইলে, ঐ কন্যাকে

চন্দ্র উপভোগ বরেন, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্বগণ উপভোগ কবেন, স্তনদ্বয় উত্থিত হইলে, বহ্নি ভোগ কবেন। অষ্টম বৎসরবয়স্কা অবিবাহিতকন্যা গৌবী, নবমবর্ষবয়স্কা বোহিণী এবং দশম বর্ষবয়স্কা কন্যকা নামে খ্যাত; একাদশ বৎসব কন্যাব বয়ঃক্রম হইলে রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। কন্যা রজস্বলা হইলে, অর্থাৎ কন্যার একাদশ বর্ষে বিবাহ না হইলে, মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জন নরক গমন করে। সেইহেতু যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয়, তাহাব মধ্যে কন্যাব বিবাহ দিবে। অষ্টমবর্ষে কন্যাব বিবাহপ্রশস্ত জানিবে। (মর্দ্দনার্থ) তৈল; বসিবার আসন এবং পাদপ্রক্ষালন করিবার জল যে ব্যক্তি দান কবে, সে ইহলোকে হৃষ্টচিত্ত এবং সুখী হইযা সর্ব্বদা কালযাপন করে। লাঙ্গুলসংযুক্ত করিয়া এবং যথাশক্তি অলঙ্কৃত কবিয়া, শকট প্রভৃতি বহন করিতে এবং শুভ লক্ষণ বৃষদ্বয় যে ব্যক্তি দান করে, সে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, বৃষের রোমসংখ্যা-পবিমিত বৎসব স্বর্গধামে বাস করে। কাংস্য ক্রোড় এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দুগ্ধবতী ধেনু (সবৎসা গাভী) যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে দান কবে, সে, স্বর্গে পূজনীয় রূপে বাস করে। শস্যবতী উর্ব্বরা ভূমি, এবং অর্দ্ধপ্রসূতা অর্থাৎ যুবতী গাভী; বেদপারগ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি দান করে। সে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া বাস করে। অগ্নির প্রথম অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুব অপত্য পৃথিবী এবং গোসমস্ত সূর্য্যদেবের অপত্য যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো এবং পৃথিবী দান করে, সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিলোকদানের ফলভাগী হয়। যতগুলি শস্য এবং মূল দান করে, তাবৎ পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। সকল দ্রব্য দানের ফল একজন্ম অনুগমন করে, কিন্তু সুবর্ণ পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা এইতিন বস্তু দানের ফল সপ্ত জন্ম অনুগমন করে। যে ব্যক্তি সুবর্ণ কিম্বা বৌপ্য অথবা হেমদ্বারা শোভিত হইয়াছে শৃঙ্গদ্বয় যাহাব এতাদৃশ রোগশূন্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, সুন্দরী সুচরিত্রা বৎসযুক্তা এবং দুগ্ধবতী গাভী দান করে, সেই সবৎসা গাভীর অঙ্গ যত সংখ্যক রোম থাকে তাবৎসহস্র বৎসর স্বর্গগত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে বাস কবে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক বৃষভযুক্ত গাভী প্রদান করে, কেবল গাভীপ্রদানকৃত পুণ্যেব দশগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি জল দান করে, সকল বস্তুতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া সে অতুল তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সে সকল বস্তুভোগজাত যে তৃপ্তি, তাহা প্রাপ্ত হয়। সকল দানেব মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সকলপ্রাণী হইতে তাহার জীবন সফল হয়। সকল কল্পে ব্রহ্মা যে অন্ন হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অন্ন দান হইতে শ্রেষ্ঠদান হয় নাই, হবেওনা। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান দেখিতে পাওয়া যায়না, অন্ন হইতে সমস্তপ্রাণী জন্মগ্রহণ কবিতেছে, এবং ঐ অন্ন দ্বারা সকল প্রাণী জীবন ধাবণ করিতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। মৃত্তিকা, গোময়, দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীত ঐ সকল উত্তব উত্তব শ্রেষ্ঠ,ইহা যে ব্যক্তি গুণবান ব্যক্তিকে দান করে, সে, মহৎকুলে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মুখের সুগন্ধিজনক দ্রব্য, এবং দন্তধাবন দান করে, সে ব্যক্তি গাত্রে সুগন্ধযুক্ত এবং বাক্‌পটু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পাদ শৌচার্থ জল এবং মৃত্তিকা কিংবা পায়ু এবং লিঙ্গশৌচের জল এবং মৃত্তিকা প্রদান করে, তাহার সর্ব্বদা পবিত্র বুদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি রোগীগণকে ঔষধ, পথ্য, খাদ্য দ্রব্য, স্নেহ দ্রব্য ঘৃত তৈলপ্রভৃতি এবং অভ্যঙ্গ, তৈলমর্দ্দনাদি এবং আশ্রয় প্রদান করে, সে, সকল ব্যাধি-শূন্য হয়। গুড়, ইক্ষুরস, লবণ, ব্যঞ্জন এবং সুগন্ধপানীয় দ্রব্য দান করিলে পর, অত্যন্ত সুখী হয়। নানাপ্রকার বস্তুদানে যে সকল ফল হয়, তাহা উক্ত হইল, বিদ্যাদানজাত পুণ্য দ্বারা ব্রহ্মলোকে বাস হয়। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে অন্নদান করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও প্রতিপূজা করিয়া এবং প্রতিগ্রহ করিয়া আপনিও উদ্ধার হয় এবং পরকেও উদ্ধার করেন। মঙ্গলপ্রার্থী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, দরিদ্র, অন্ধ,

ক্ষুদ্র ব্যক্তিপ্রভৃতিকে যে সকল বস্তু দাতব্য বলিয়া কথিত হইল, এ সকলদ্রব্য এবং অন্যান্য নানাবিধ বস্তু দান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী এবং যতীগণের কেশ, নখ, লোম বপন করিয়া দেয়, সে, উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে নর, দেবমন্দির এবং দ্বিজগণ গৃহে রাজপথে দীপ প্রদান করে, সে মনুষ্য মেধা ও শাস্ত্রজ্ঞান যুক্ত হয় এবং উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে মনুষ্য নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যকর্ম্মে যথাশক্তি তিল দান করে, সে নর, পুত্রবান্ পশুমান্, ধনবান্ হয়। যে ব্যক্তি প্রার্থিত হইয়া বিপ্রগণকে প্রার্থনার অনুরূপ তৃণ, কাষ্ঠপ্রভৃতি দান করে, সে গোদানতুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সাধ্বী ভার্য্যা প্রতিপালননিমিত্ত নিন্দনীয় কার্য্যসমূহ করিয়াও কেবল ঋতুকালে অভিগমন করে, সে, পরমগতি প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ উক্ত নিয়মঅনুসারে গৃহে বাস করিয়া দ্বিতীয়াশ্রম নির্ব্বাহকরতঃ আত্মশরীরমাংসে লোল, কেশরাশি শ্বেতবর্ণ হইলে পর, বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিবে। আত্মদেহ জরাযুক্ত হইলে পর বুদ্ধিমান ব্যক্তি (বনগমন অভিলাষিনী) নিজ ভার্য্যা এবং অগ্নিহোত্র সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবে,—বনগমন করিয়াও হোম ত্যাগ করিবে না। বনগমন করিয়া পবিত্র বন্য ফলসমূহ দ্বারা যথানিয়মে পুরোডাশ যজ্ঞ করিবে, শাক, মূল এবং বন্য ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। অগ্নিহোত্র-পরায়ণ হইয়া নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং প্রতিপর্ব্বতিথিতে পর্ব্বকর্ত্তব্য যজ্ঞ করিবে। উক্ত নিয়মঅনুসারে বানপ্রস্থাশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া সকল বস্তুর নিয়মজ্ঞ হইলে পর, হোমকার্য্য সমাপন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করতঃ ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন করিবে (হোমীয় ভস্ম পান করতঃ) আত্মদেহে অগ্নি স্থাপন করিয়া দ্বিজগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে এবং প্রতিদিন বেদপাঠকরত ব্রহ্ম বিদ্যাপরায়ণ হইবে। সেই ভিক্ষুকাশ্রমী মুনি অষ্টগ্রাস কিম্বা সপ্তগ্রাস অথবা পঞ্চগ্রাস ভিক্ষা গ্রহণ করত ভিক্ষিত দ্রব্য সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করিয়া সমাহিত চিত্তে ভোজন করিবে। চতুর্থাশ্রমী বিপ্র ভোজন অবসানে নির্জ্জন অরণ্যে একাকী উপবেশন করিয়া মন, বাক্য এবং কায় সংযত করিয়া পরব্রহ্ম চিন্তা করিবে। কোন প্রকারে মৃত্যু ও প্রার্থনা করিবে না, এবং বাঁচিতে চেষ্টা করিবে না, যত দিন আয়ুর শেষ থাকে, কালপ্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। বেদশাস্ত্রবেত্তা দ্বিজগণ, জাতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যথাশাস্ত্র নিয়ম অনুসারে চারি আশ্রম সেবা করিলে পর, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে সকল আশ্রমের নিয়মাবলী উক্ত হইল; অনন্তর, পাপসমূহের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, অশীতিরতিপরিমিত সুবর্ণ, চৌর্য্যকারী, এবং গুরুতল্প গমনকারী (বিমাতৃগমনশীল) এই চারিজন মহাপাতকী জানিবে, ইহাদিগের সংসর্গকারী যে মনুষ্য, সেও পঞ্চম মহাপাতকী। ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী বল্কল পরিধান করিয়া, মস্তকে জটাধারণ করতঃ কোন বিশেষ চিহ্ন লইয়া বনগমন করিবে, এবং সকল বাসনা পরিত্যাগকরতঃ কেবল বন্য ফলসমূহ ভোজন করিবে। যদ্যপি বন্যফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, ভিক্ষা করিতে গ্রামে গমন করিবে, ঐ পুরুষ একটি খট্টাঙ্গ চিহ্ননিমিত্ত ধারণ করতঃ সংযতভাবে (ব্রাহ্মণপ্রভৃতি) চতুর্বর্ণের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বনে গমন করিবে, এবং সেই পাপিষ্ঠ সকল সময় নিরালস্য হইয়া কালযাপন করিবে। আমি ব্রহ্মহত্যা পাপ করিয়াছি ইহা সর্ব্বদা লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ উক্ত নিয়ম অনুসারে দ্বাদশ বৎসর ব্রত করিবে। ইন্দ্রিয়বর্গ নিগ্রহ করিয়া সকলপ্রাণী রহিত চেষ্টা করতঃ ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপক্ষয়নিমিত্ত ব্রত করিলে পর, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতঃপর, সুরাপায়ীর পাপমোচনের বেদশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায় বলিতেছি, হে ব্রাহ্মণগণ! তাহা শ্রবণ কর। গৌড়ী, পৈষ্টী, (তণ্ডুল হইতে জাত) মাধ্বী, (মহুলাপুষ্পের রস হইতে উৎপন্ন) এই তিন প্রকার সুরা জানিবে, গৌড়ী সুরা যেরূপ পাপজনক, সেইরূপ অন্য দুই প্রকার সুরাও জানিবে,

অতএব দ্বিজগণ কদাচ এ তিন প্রকার সুরা পান করিবে না। সুরাপায়ী দ্বিজ সেই পাপ হইতে মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া তপ্ত সুরা পান করিবে, অথবা অগ্নিবর্ণ গোমূত্র পান কিংবা তাদৃশ গোময় ভক্ষণ, অতিশয় তপ্ত ঘৃত এবং দুগ্ধ এক বৎসর ব্যাপিয়া সকলবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তণ্ডুল প্রভৃতির কণামাত্র ভোজনকরতঃ সুরাপায়ী তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে পব, সুরাপানজন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। সুরাপায়ী ব্যক্তির উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে পর, দ্বিজগণের পুনর্ব্বার সংস্কার করিতে হইবে। সুবর্ণ চুরী করিয়া ঐ চোর যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, রাজাকে জানাইবে, (আমি এতৎপরিমিত সুবর্ণ চুরী করিয়াছি) নৃপতি তাহা (জ্ঞাত হইয়া) মুষল লইয়া, সুবর্ণ চোরকে আঘাত করিবেন। যদি সেই চোব আহত হইয়া জীবিত থাকে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, কিম্বা বনগমন করিয়া বল্কল পরিধানকবতঃ ব্রহ্মহত্যাবিষয়ে উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা কবিবে। অথবা লৌহময়ী স্ত্রীলোকের একটি আকৃতি প্রস্তত করতঃ তাহাকে অগ্নি দ্বাবা প্রদীপ্ত করিয়া সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিবে, সুবর্ণচোরের এ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে, সম্বর্ত্তমুনির ইহা অভিপ্রায়। গুরুতল্পে শয়ন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) করিয়া দ্বিজগণ লৌহময় একটি শয্যা প্রস্তত করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে, অথবা চারিটি কিম্বা তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, গুরুতল্পগমন জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে কোন পাপমুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতির সহিত ছয় মাস কিম্বা তাহার অধিক কাল যাজন প্রভৃতি সংসর্গ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মঘ্নপ্রভৃতি মহাপাতকীগণের সংসর্গ করিলে পর, মনুষ্য, সেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইবে, অতএব ব্রহ্মঘ্নপ্রভৃতির সংসর্গজন্য পাপক্ষয় নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি পাপবিষয়ে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক্ষত্রিয় বধ করিয়া তিনটি কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, সংযত হইয়া পুনর্ব্বার তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া যদ্যপি কোন প্রকারে বৈশ্যহত্যা করে, বৈশ্যঘাতী মনুষ্য কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত কবিবে। যদ্যপি শূদ্র বধ করে, যথানিয়মে তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। গোহত্যাপাপের নিষ্কৃতি বলিতেছি, গোহত্যাকারী পাপী দ্বিজ ইন্দ্রিয়সংযমকরতঃ গোসমূহযুক্ত গোষ্ঠে মাসার্দ্ধ ব্যাপিয়া ভূমীশায়ী হইবে, তদনন্তর, একমাস শক্তু, যাবক, (যাউ) পিণ্যাক, (তিলকল্ক) দুগ্ধ, দধি এবং গোময় এসকল দ্রব্য ক্রমান্বয়ে ভোজন করিবে, নখ লোম এবং কেশ শিখা পর্য্যন্ত বপন করিয়া ব্রত করিলে পর শুদ্ধ হইবে, ত্রিষবন স্নান নিত্য গোসমূহের অনুগমন করতঃ মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া এই ব্রত করিবে, এবং যথাশক্তি নিত্য গায়ত্রীজপ করিতে হইবে ও পবিত্রভাবে কালযাপন করিবে, উক্ত ব্রত সমাপন হইলে পর, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া একটি গাভী ব্রতের দক্ষিণা প্রদান করিবে। যদ্যপি বন্ধন কিংবা রোধ করিয়া বহু গোহত্যা একব্যক্তি করে, গোহত্যাপ্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। দৈবাধীন বহুজন একটি গোহত্যা করে, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, গোহত্যাপাপেব বিহিত প্রায়শ্চিত্তেব এক এক পাদ (চতুর্থভাগ) ব্রত করিবে। অঙ্কিত করা কিংবা গো চিকিৎসা করিতে অথবা গর্ভস্থ মৃত সন্তান নিঃসৃত হইতেছে না, ঐ গর্ভ মোচন করাইতে যাইয়া, যদ্যপি গোহত্যা হয়, ঐ সকল কার্য্যকারী ব্যক্তি পাপ দ্বাবা লিপ্ত হইবে না। রাত্রিকালে বন্ধন কিংবা সর্পাঘাত, ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ভোজন, গৃহদাহ, এবং অন্য কান বিঘ্ন দ্বারা গোহত্যা হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যদ্যপি গো রোধ করিলে, (আট্‌কাইয়া রাখিলে পব) গোবধ প্রায়শ্চিত্তেব একপাদ ব্রত করিবে এবং যদ্যপি বন্ধন করিয়া রাখে, গোবধপ্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ (অৰ্দ্ধ) ব্রত করিবে, যদ্যপি গোশরীরের কোন স্থান ছেদন করে, তাহাতে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ ব্রত করিবে।

প্রস্তর, মুদ্গর,—দণ্ড এবং খড্গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা গোহত্যা করিলে পর, পূর্ব্ব কথিত সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। হস্তী, ঘোটক, মহিষ, উষ্ট্র (টাট) এবং বানর, এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, সপ্তরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্যাঘ্র, কুক্কুর, সিংহ, ভল্লুক এবং শূকর এ সকল জন্তু হত্যা করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করাইবে। বনচর সকলজাতীয় মৃগ বধ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জাতবেদসমন্ত্র জপ করিলে পর, শুদ্ধ হইবে। হংস, কাক, বকশ্রেণী, পারাবত, সারস এবং ভাষ এ সকল পক্ষী হত্যাকরিলে, তিন দিবস উপবাস দ্বারা যাপন করিবে। চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, সারিকা (সালিক) শুক, তিত্তিরি, শ্যেন (শিকরা) গৃধ্র, (গৃধিনী) পেচক, কপোত, টিট্টিভ, জালপাদ, কোকিল, কুক্কুট এ সকলজাতীয় পক্ষী হত্যা করিলে, এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। মণ্ডূক, সর্প, বিড়াল এবং মূষিক (ইন্দুর) এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অস্থিশূন্য কীট (মশক প্রভৃতি) হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে, অস্থিবিশিষ্ট প্রাণী হত্যা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ দান করিবে। কামপীড়িত হইয়া যে দ্বিজ কোনরূপে চণ্ডালকন্যা গমন করে, সে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। ইচ্ছাবশতঃ হউক অথবা ইচ্ছা না থাকুক পুক্কসী গমন করিলে পর, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত ঐ পাপের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। নটী শৈলূষী, নটী বিশেষ) রজক স্ত্রী, বেণুজীবিনী (ডোম জাতির কন্যা, চর্ম্মকারের কন্যা, এ সকল স্ত্রী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, (এ প্রায়শ্চিত্ত একবার) অজ্ঞান পূর্ব্বক গমন বিষয়ে জানিবে। ক্ষত্রিয়কন্যা কিম্বা বৈশ্যকন্যাতে কামপীড়িত হইয়া যে ব্রাহ্মণ গমন করে, তাহার কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রত পাপনাশ ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী একমাস কিম্বা অর্দ্ধমাস গমন করিয়া, গোমূত্র এবং যাবক (যাউ) অর্দ্ধমাস ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি, (পরপত্নী) ব্রাহ্মণী গমন করে, প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়পত্নীগমন করিয়া ঐ প্রাজাপত্য করিবে, যে নর গোগমন করিবে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, গুরুকন্যা পিতৃষ্বসা এবং পিতৃষ্বসার কন্যা,গমন করিলে পর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। মাতুলানী, সগোত্রা, মাতুলকন্যা পুত্রবধূ এসকলস্ত্রী অজ্ঞানবশতঃ গমন করিলে, পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতৃপত্নীগমন করিলে, পর গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ বিমাতৃগমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার অন্যরূপ পাপমোচনের উপায় নাই। মাতা ভিন্ন পিতৃদার অর্থাৎ বিমাতা, ভগিনী, মাতুলকন্যা। এবং বৈমাত্রেয়া ভগিনী যে এসকল স্ত্রীগমন করে, সেই নরাধম তপ্ত কৃচ্ছ্রের ব্রত করিবে। যে পুরুষাধম মাতা, নিজ কন্যা এবং নিজ ভগিনী) গমন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্কৃতি(ধর্ম্ম)শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। কুমারী (অবিবাহিতা কন্যা) গমন করিলে। পশুজাতি কিম্বা বেশ্যা গমন করিলে, প্রাজাপত্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ভার্য্যার সখী অবিবাহিতা কন্যা, শ্বশ্রূ, ভার্য্যার ভগিনী, নিয়মাবলম্বিনী, এবং ব্রতকার্য্যে কৃতসঙ্কল্পা এ সকল স্ত্রী যে দ্বিজ অভিগমন করে, সে প্রকৃত কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, এবং দুগ্ধবতী ধেনু (বৎস সহিত গাভী, দান করিবে। রজস্বলা স্ত্রী তৃতীয় দিবসমধ্যে, গর্ভবতী স্ত্রী এবং পাতিত্যযুক্তা স্ত্রী যে নর গমন করে, তাহার পাপবিমোচন নিমিত্ত, অতিকৃচ্ছ্র ব্রত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বেশ্যাগমন করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, এই ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণের বেশ্যাগমন পাপ হইতে মুক্তি হইবে, সম্বর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা জানিবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগমন করিয়া একটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কোন ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণী গমন করিয়া একমাস গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণপত্নীর যদি কোন ঘটনাক্রমে শূদ্রজাতিসংসর্গঘটনা হয়, তাহার কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রতই পরম পবিত্রকারক জানিবে। চাণ্ডাল, পুক্কস, শ্বপাক, এবং পতিত মনুষ্য এসকল ব্যক্তির স্ত্রীগমন করিলে, চান্দ্রায়ণত্রয়

করিবে, ইহা অজ্ঞানকৃত গমনের প্রায়শ্চিত্ত। অতঃপর দুষ্টসমূহের পাপবিমোচন যাহাতে হয়, তাহা শ্রবণ কর, সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পুত্র কামনায় স্ত্রী গমন করে, তদনন্তর, সে, ষণ্মাস ব্যাপিয়া অবিশ্রান্তভাবে কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। যে সকল ব্যক্তি (সঙ্কল্প করিয়া) বিষপান কিংবা অগ্নিপ্রবেশ করিয়াও মৃত্যু না হওয়াতে শ্যামবর্ণ কিংবা বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা সাধ্বী স্ত্রীলোলোকের মিথ্যা কলঙ্করটনা করিয়াছে; ও যাহারা নিন্দিত স্ত্রী গমন করিয়াছে, ঐ সকল পতিত ব্যক্তিরও ছয় মাস ব্যপিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত বিহিত হইয়াছে এবং যে কোন মনুষ্য হত্যা করিলেও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি জানিবে, যম ঋষিও ঐ সকলব্যক্তির উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন। যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি আত্মঘাতী, তাহাদিগের নিমিত্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুপুরুষগণ, কদাচ চক্ষুর জলও ফেলিবে না। গোকর্ত্তৃক হত, কি আত্মঘাতী এই দ্বিবিধ অপঘাতমৃতের মধ্যে একটিরও মৃতদেহ যদ্যপি কোন ব্যক্তি বহন করে, কিম্বা দাহ করে অথবা তর্পণ করে, সে ব্যক্তি চান্দ্রায়ণব্রত করিবে। ঐ সকল মৃতদেহ দাহ বা বহন না করিয়া কেবল স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা পাপাপনোদন করিবে, ঐ শবের বস্ত্র স্পর্শ করিয়া একদিবসউপবাস করিবে। (অকৃত প্রায়শ্চিত্ত) মহাপাপী কিংবা আত্মঘাতীর উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান এবং ষোড়শ দানাদি যাহা করিবে, তাহা ঐ মৃতব্যক্তির নিকটে যাইবে না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা ঐ প্রেতের কোন উপকার হইবে না, ঐ তর্পণাদি কার্য্য সমস্ত রাক্ষসবর্ত্তৃক অপহৃত হইবে। চাণ্ডাল কর্ত্তৃক কিংবা কুম্ভীরপ্রভৃতি জলজন্তু কর্ত্তৃক, সর্পাদি কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণের শাপাদি দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, ইহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। মূত্র এবং পুরীষত্যাগ করিয়া, শৌচের পূর্ব্বে কিম্বা ভোজনের পর, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় দ্বিজগণ যদ্যপি কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, স্নানানন্তর সহস্রবার গায়ত্রীজপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। চাণ্ডাল, পতিত, মৃতদেহ, অন্যান্য অন্ত্যজজাতি রজস্বলাস্ত্রী এবং সূতিকাস্ত্রী (যে সূতিকাস্ত্রীর অশৌচ যায় নাই) ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। (কোন দ্রব্য হস্তে লইয়া) যদ্যপি অস্পৃশ্য বিষ্ঠাদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্নানানন্তর আচমন করিবে এবং ঐ দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় চাণ্ডালাদি (অস্পৃশ্যজাতি) কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পর, ছয় দিবস গোমূত্র এবং যাবকভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ঋতুমতী স্ত্রী কুক্কুর কর্ত্তৃক কিংবা অন্য অন্য ঋতুমতী স্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে পর, ঋতুর অবশিষ্ট দিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালগণের পাত্রসম্পৃষ্ট, কূপের জল পান করিয়া, তিন দিবস গোমূত্র এবং যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজজাতি কর্ত্তৃক অপবিত্রীকত, যে সকল তীর্থ, পুষ্করিণী এবং নদী তাহার, জল অজ্ঞানপূর্ব্বক পান করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সুরা পাত্রের জল, জলছত্রের জল এবং বৃষ্টির জল শুচি হয় নাই) নূতন বৃষ্টির জল পান করিয়া দ্বিজগণ এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্রাদি সম্পর্কে অশুচি কূপের জল পান করিয়া দ্বিজগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। উক্ত প্রকার বস্তু দ্বারা অশুচি কলসীস্থিত জল পান করিয়া সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। দীর্ঘিকা, কূপ, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অশুচি হইলে, তাহার শুদ্ধি করিবার উপায় তাহা হইতে একশত কলসী জল উঠাইয়া ফেলিবে এবং ঐ সকল জলাশয়ে পঞ্চগব্য নিঃক্ষেপ করিবে। মেষ একশফ উষ্ট্র, ইহাদিগের দুগ্ধ পান করিয়া ত্রিরাত্র যাবক পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ছাগীর দুগ্ধ গর্ভোৎপাদননিমিত্ত বৃষকর্ত্তৃক আক্রান্তা যে গাভী, তাহার দুগ্ধ পান করিয়া এবং বিষ্ঠা ভক্ষণ করে যে পশু, তাহার দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাজাপত্য ব্রত

করিবে, কুক্কুর, কাক এবং গো ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তিন দিন দ্বিজগণ উপবাস করিবে। বিড়াল এবং মূষিক ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দ্বিজগণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিবে, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু, লশুন, গ্রাম্য কুক্কুট, ছত্রাক, এবং গ্রাম্য শূকর ভক্ষণ করিয়া, দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। কুক্কুর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শৃগাল এবং কঙ্ক, (পক্ষী বিশেষ) ইহাদিগের বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র পান করিয়া মনুষ্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন, কেশ কিম্বা কীট দ্বারা অশুচি হইয়াছে, যে অন্ন এবং পতিত লোকের দৃষ্ট অন্ন, এ সকল ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজ জাতির পাত্রে এবং রজস্বলা স্ত্রীর পাত্রে ভোজন করিয়া পঞ্চদশ দিবস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। গোমাংস, মনুষ্যের মাংস, এবং কুক্কুরের হস্ত হইতে আহৃত যে দ্রব্য, এ সকল অভক্ষণীয়, ইহা ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। চণ্ডাল, শ্বপাক এবং পুক্কস এ সকল জাতির হস্তে ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধ . প গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। পতিত মনুষ্যের সহিত এক মাস কিম্বা অর্দ্ধমাস সংসর্গ করিয়া অর্দ্ধমাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে যে কার্য্যে ব্রাহ্মণ নিজ দেহকে অপবিত্র বিবেচনা করিবে, সেস্থলে তিল সমূহ দ্বারা হোম করিবে এবং গায়ত্রী জপ করিবে। (সম্বর্ত্তমুনি বলিতেছেন) নির্দ্দিষ্ট পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বিধি যাহা, তাহা,উক্ত হইলে অনির্দ্দিষ্ট পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত যাহা, তাহা বলিতেছি, (শ্রবণ কর) দান, হোম, জপ, প্রাণায়াম এবং বেদপাঠ এ সকল কার্য্য প্রতিদিন করিয়া পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমি দান, এ সকল দান ইহ জন্মকৃত এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ সমূহ শীঘ্র বিনষ্ট করে। সংযত দ্বিজকে, যে ব্যক্তি তিন ধেনু দান করে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপরাশি হইতে সে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। মাঘ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তিল দান করে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া যে মনুষ্য বস্ত্র, সুবর্ণ এবং অন্নদান করে, সে, পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। অমাবস্যা, এবং দ্বাদশী তিথি, সংক্রান্তি এবং রবিবার এ কয়টি তিথি ও দিন (পুণ্য কার্য্য বিষয়ে অতিশয় প্রশস্ত জানিবে)। এ সকল দিবসে স্নান, জপ, হোম, ব্রাহ্মণভোজন, উপবাস, এবং দান, এ সকল কার্য্যের এক একটী—মনুষ্যগণকে পবিত্র করে। স্নানানন্তর শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করতঃ সাত্ত্বিক ভাব আশ্রয় করিয়া বিচক্ষণ মনুষ্য দান করিবে। আত্মহিত অভিলাষী দ্বিজগণ উপপাতকক্ষয়-নিমিত্ত সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম করিবে। মহাপাতকসংযুক্ত দ্বিজ সপ্তব্যাহৃতিমন্ত্রদ্বারা লক্ষসংখ্যক হোম করিবে। গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অরণ্যে, কিংবা নদীতীরে গমন করিয়া সকল পাপক্ষয়নিমিত্ত অত্যন্ত পুণ্যদাত্রী-বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ অরণ্যে কিংবা নদী তীরে যথাবিধি স্নান করিয়া বাক্য সংযমপূর্ব্বক প্রাণবায়ু বশীভূত করিয়া তিনটি প্রাণায়ামের অনন্তর গায়ত্রী জপদ্বারা পবিত্র হইবে। নির্ম্মল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে এবং স্থলে বসিয়া পবিত্র হস্তে আচমন করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিবে। পাঁচ দিবস (নিরন্তর) গায়ত্রী জপ করিয়া এই লোকে ঐহিক এবং পারত্রিক সকল পাপ বিনষ্ট করে। পাপ কার্য্যের শুদ্ধি কারক গায়ত্রী হইতে অন্য কিছুই নাই জানিবে। মহাব্যাহৃতির সহিত প্রাণায়ামসংযুক্ত গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ, সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য এবং পরিমিত ভোজন করতঃ সকল প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত হইয়া লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অযাজ্যযাজন, এবং অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একমাস গায়ত্রী জপ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়, সর্প যেমত খোলশ ত্যাগ করে। যে ব্রাহ্মণ পবিত্রকাকে

সংযত হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করে, সে দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমনাগমনে ক্ষমতাবান্ হইয়া উৎকৃষ্টস্থানে গমন করে। প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহৃতিসংযুক্ত এবং শিরোমন্ত্রযুক্ত গায়ত্রী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মনের দ্বারা চিন্তাকরত তিনবার জপ করিবে,(ইহা প্রাণায়াম করিবার সময় জানিবে, যেহেতু সপ্ত ব্যাহৃতির জপ করিবার বিধি হইল) নিজ প্রাণবায়ুকে, পুরক, কুম্ভক এবং রেচন দ্বারা নিগ্রহ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে, প্রতিদিন সমাহিত হইয়া তিনটি প্রাণায়াম করিবে। প্রণায়ামত্রয় করিলে পর, মানসিক বাচনিক, কায়িক এ সকল পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ অথবা সরহস্য সামবেদ যে বেদ যে ব্রাহ্মণ পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাবমানী সূক্ত সমস্ত পুরুষসূক্ত এবং মধুছন্দস যে পিতৃদৈবত মন্ত্র এ সকল যে ব্রাহ্মণ জপ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণমণ্ডল (বেদের একদেশ) বিশেষ রুদ্রসূক্ত কথিত বৃহৎ কথা, বামদেব্য মন্ত্র, (কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি) এবং বৃহৎ সামমন্ত্র জপ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। চান্দ্রায়ণব্রত সকল পাপের প্রধান শুদ্ধিজনক(এ নিমিত্ত) চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। সম্বর্ত্ত মুনি কর্ত্তৃক উক্ত পুণ্যজনক এই ধর্ম্মশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে, সে সনাতন ব্রহ্মলোক গমন করে।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা সমাপ্ত।

কাত্যায়ন-সংহিতা।

প্রথম খণ্ড।

অনন্তর, যেমন অন্ধকারস্থিত-বস্তু সকল দীপালোক সাহায্যে উত্তম দেখা যায় সেইরূপ পিতা গোভিল যে সমস্ত কর্ম্ম বলিয়াছেন তাহার অস্পষ্টাংশ এবং অন্য কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণরূপে—প্রদর্শন করিব। এক এক সূত্রের তিন খেয়া উর্দ্ধবৃত্ত ও তিন খেয়া অধোবৃত্ত এইরূপ ত্রিগুণিত যজ্ঞোপবীত সূত্রে একটী গ্রন্থি দিবে। যাহা ধারণ করিলে পৃষ্ঠবংশ ও নাভি লম্বিত হইয়া কটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, তাদৃশ যজ্ঞোপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য; ইহা হইতে লম্বমান বা উচ্ছ্রিত উপবীত ধারণ করিবে না। সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীতধারী হইবে ও শিখাবন্ধন করিয়া থাকিবে। দ্বিজ শিখাবন্ধন-শূন্য বা যজ্ঞোপবীত-শূন্য হইয়া যাহা করিবে, তাহা না করার তুল্য হইবে। তিনবার জলপান করিয়া দুইবার মুখমার্জ্জন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত স্থান সকল জলদ্বারা স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে ঘ্রাণ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে—একবার নেত্রদ্বয় এবং একবার কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—নাভি এবং করতল দ্বারা বক্ষস্থল স্পর্শ করিবে। সকল অঙ্গুলিযোগে মস্তক এবং অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করা বিধি। যে স্থানে কর্ত্তার প্রতি কর্ম্মোপদেশ করা হয়, অথচ কোন অঙ্গদ্বারা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা না হয়, কর্ম্ম-পারগ দক্ষিণ হস্তই সেইস্থলের উপযোগী জানিবে। যে সমস্ত জপ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যে দিক্ নিয়ম নাই, তাহাতে ঐন্দ্রী, সৌমী এবং অপরাজিতা এই তিন দিক কার্য্যোপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে কার্য্য দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট বা নম্র-পূর্ব্বকায় হইয়া করিবে এইরূপ কিছু বিশেষ নিয়ম নাই সেই কার্য্য উপবিষ্ট হইয়া করিবে, নম্র-পূর্ব্বকায় বা দণ্ডায়মান হইয়া করিবে না। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আত্মদেবতা এই কয়জন মাতৃগণ লোকমাতা। বৃদ্ধিকার্য্যোপলক্ষে গণেশ এবং এই চতুর্দ্দশ মাতৃগণের পূজা করা বিধি। সকল কর্ম্মারম্ভে গণপতি এবং মাতৃগণ যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়। তাঁহারা পূজিত হইলে পূজকব্যক্তিকে পূজাপাত্র করেন। শুভ্রপ্রতিমা, পটাদি বা অক্ষতপুঞ্জে ইহাদিগকে চিত্রিত করিয়া পৃথগ্বিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। ঘৃত দ্বারা দেওয়ালে সাতটী বা পাঁচটী বসুধারা দিবে। ঐ বসুধারাসকল যেন অতি নীচও না হয়, অতি উচ্চও না হয়। সেই কর্ম্মে শান্তির জন্য সমাহিতচিত্তে আয়ুষ্য জপ করিয়া তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ছয় জন পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধারম্ভ করিবে। পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়া বৈদিক কার্য্য করিবে না। এবং ঐ সকল কার্য্যে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক মাতৃগণের পূজা করাই উচিত। বসিষ্ঠ যে বিধি দিয়াছেন বিনা আপত্তিতে একার্য্যে তাহাই হইবে। অতঃপর যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা বলিতেছি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রাতঃকালে নিমন্ত্রিত যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণকে উভয় পক্ষেই উপবেশন করাইয়া সরলভাবে প্রসারিত কর দ্বারা কুশ দান করিবে। হরিত-বর্ণ কুশসকল যজ্ঞীয়, পীতবর্ণ কুশসকল পাক-যজ্ঞিয়, পিতৃকর্ম্মে উপযুক্ত কুশ সমুদায় সমূল এবং বৈশ্বদেবোচিত কুশ নানাবর্ণীয় হইবে। অগ্রভাগযুক্ত নাতি সূক্ষ্ম, অকর্কশ নির্দ্দোশ এবং মুটম হাত পরিমাণ কুশসকল পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবে। পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশ এবং তর্পণার্থ ধৃত কুশ অগ্রাহ্য। পবিত্র কুশও গ্রহণ করিয়া বিষ্ঠা বা মূত্র ত্যাগ করিলে তাহা পরিত্যাজ্য হইবে। দেবকার্য্য করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতিত করিবে। আর পিতৃকার্য্য করিবার সময়ে বামজানু পাতিত করিবে; কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কখনই বামজানু পাতন নাই। এই শ্রাদ্ধে পিতৃগণকেও সর্দা দেবগণের ন্যায় পরিচর্য্যা করিবে। পিতৃগণ উদ্দেশে নিম্ন-লিখিত প্রকারে প্রদত্ত কুশোপরি তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক সম্বোধনান্তর পিতৃগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অপসব্য করণ নাই, পিতৃতীর্থে প্রদান নাই; পাত্র পূরণাদি দৈবতীর্থ দ্বারাই করিবে; সকল যুগ্ম ব্রাহ্মণেরাই স্ব স্ব যুগ্মমধ্যে যিনি যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করিবেন এবং তাঁহাদিগের হস্তের অগ্র-ভাগে পবিত্রের অগ্রভাগ থাকিবে, এই অবস্থাতে তাঁহাদিগের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। প্রত্যেককে আর অর্ঘ্য দিতে হইবে না। পবিত্র, যে কোন কর্ম্মেই হউক না কেন কুশের হইবে। তাহার গর্ভপত্র থাকিবে না; অগ্র থাকিবে। এবং তাহা দ্বিদল ও প্রাদেশ-পরিমিত হইবে ইহা বিজ্ঞেয়। ইহা-কেই "পিঞ্জলী" বলে। আজ্যোৎ পাবনার্থও এতাবন্মাত্র আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, বিশুষ্ক শীর্ণ-কুসুমা আর্দ্র-মঞ্জরীশালিনী কুশ পিঞ্জলী হইয়া থাকে পিত্র্য মন্ত্র উচ্চারণ যজ্ঞাদিবিহিত হৃদয়স্পর্শ, হৃদয়াবলো কন *

* রঘুনন্দনকৃত পাঠানুসারে ঐ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। মূলানুযত পাঠের অর্থ এই:—" অধম প্রাণী দর্শন "।

যাবৎকর্ম্ম করা, অত্যন্ত হাস্য, মিথ্যা বলা, মার্জ্জার-স্পর্শ, মূষিক স্পর্শ, পরুষকথন বা ক্রোধোৎপত্তি,—বৈধ কর্ম্ম করিবার সময় এই সকল নিমিত্ত উপস্থিত হইলে জল স্পর্শ করিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

পণ্ডিতগণ বলেন কর্ম্ম না করা, অন্য শাখার কর্ম্ম করা এবং অযথা শাস্ত্র কর্ম্ম করা কর্ম্মীদিগের এই তিন প্রকার "অক্রিয়া"। যে মূঢ় নিজ শাখা-কথিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় শাখোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই কার্য্য মঙ্গলজনক হয় না। তবে যাহা স্বীয় শাখাতে অনুক্ত ও পর শাখাতে কথিত, বিদ্বানগণ তাহা অনুষ্ঠান করিবেন যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। আরব্ধ কার্য্য যদি কেহ মোহবশতঃ কোনরূপে অযথা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যে স্থান হইতে সে কার্য্যের অযথা-ভাব ঘটে তাহা হইতে করিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্য শেষ করিবে। কিন্তু কার্য্য সমাপ্তি হইবার পর যদি জানিতে পারে যে আমি ইহা অযথা করিয়াছি, তাহা হইলে যে কার্য্য অযথা কৃত হইবে, পুনরায় মাত্র তাহাই করিবে সকল কর্ম্মের পুনরনুষ্ঠান হইবে না। প্রধান কার্য্যের "অক্রিয়া" হইলে সেইকার্য্য অঙ্গের সহিত পুনরায় করিবে। কিন্তু অঙ্গের অক্রিয়া হইলে অঙ্গসহিত প্রধান কার্য্যের পুনরনুষ্ঠানও হইবে না, এবং অঙ্গকার্য্যও করিতে হইবে না। (কিন্তু বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিতে হইবে)। পার্ব্বণে অন্নদানের পূর্ব্বে গায়ত্রী পাঠের পর "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করা বিধি; কিন্তু আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধে তখন "মধুবাতা" মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সময়ে কদাচ পিতৃশব্দপ্রকাশক মন্ত্র জপ করিবে না। কিন্তু সোমসাম্যাদি অন্য শুভ মন্ত্র জপ করা কর্তব্য। একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা তৃপ্ত হইলে তিলযুক্ত অন্ন বিকরণ করিবে

আছে, কিন্তু আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ তৃপ্তি হইবার পূর্ব্বে যবযুক্ত অন্ন বিকিরণ করিতে হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে যেথানে "তৃপ্তাঃস্থ" বলিয়া প্রশ্ন করিবে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সে স্থানে "সম্পন্নং" এই প্রশ্ন বিহিত। "সুসম্পন্নং" এই উত্তর পাইলে "শেষমন্নং কদেয়ং" জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর, পূর্ব্বাগ্র কুশের মূলদেশে পূর্ব্ববৎ পিতার আবাহন করিয়া এবং মধ্য ও অগ্রভাগে পিতামহ ও প্রপিতামহের আবাহন করিয়া "অবনেনিক্ষ্ব" বলিয়া তিলশূন্য জল প্রদান করিবে। ইহাঁদিগেরই বামভাগে মাতামহ প্রভৃতি তিনজনকে ঐরূপ আবাহণ ও জলদান করিবে। সকল অন্ন হইতে অন্ন লইয়া তাহা ব্যঞ্জনান্বিত এবং যব বদরীফল ও দধিদ্বারা মিশ্রিত করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ থাকিয়াই বিল্বপ্রমাণ সেইসকল পিণ্ড অবনেজনবৎ (পূর্ব্বোক্ত জলদানবৎ) নিয়মানুসারে দান করিয়া পাত্র প্রক্ষালন জলদ্বারা পুনরায় অবনেজন দান করিবে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রাদ্ধকার্য্যে কুশমূল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পিণ্ডদান করিলে দাতার ক্রমে ঊর্দ্ধগতি হয় আর অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধঃ অধঃ দান করিলে অধোগতি হয়, অতএব আভ্যুদয়িক কি অন্য সকল শ্রাদ্ধেই অন্ন লগ্ন পিণ্ড সকল কুশের মূল মধ্য এবং অগ্রভাগে প্রদান করিবে। বিনা বাক্যে গন্ধাদি দান করিবে অনন্তর ব্রাহ্মণগণের আচমন করাইবে (লেপঘর্ষণ ও প্রক্ষালনাদি করাইবে) অন্য শ্রাদ্ধেও (পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধেও) এই বিধি; তবে যব প্রদান দেবতীর্থ ইত্যাদি কতিপয় বিধি তাহাতে নাই। অন্যশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের স্থান দক্ষিণনিম্ন কর্ত্তা দক্ষিণমুখ এবং কুশ দক্ষিণাগ্র হইবে ইহা শাস্ত্র সম্মত। (সে-যাহা হউক) ব্রাহ্মণাচমনের পর "সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্র ভূমি সিঞ্চন করিবে। আর "শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকের হস্তে জল দিবে।* অনন্তর "সৌমনস্যমস্তু" বলিয়া পুষ্প এবং "অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া যব দান করিবে। "অক্ষয্যোদক দান" অর্ঘ্য দানের মতই হইবে। তাহা ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগেই কর্ত্তব্য চতুর্থ্যন্ত প্রয়োগে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। (অর্ঘ্য দান, অক্ষয্যোদক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনে তন্ত্রতা হইবে না।) "সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু" ইত্যাদি সকল প্রার্থনাতেই দ্বিজোত্তমগণ প্রতিবচন দিলে পবিত্রাচ্ছাদিত পিণ্ড সকলকে "ঊর্জ্জংবহন্তীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সিঞ্চন করিবে। অনন্তর ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তান করিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। তৎপরে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠবাদ করতল গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূর অনুগমন করিবে। এই সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ বিধি আমি সংক্ষেপে বলিলাম। যাহারা ইহা জানিতে পায় তাহারা আর কদাচ শ্রাদ্ধ কার্য্যে বিমূঢ় হয় না। এই পরিসংখ্যান গুহ্য শাস্ত্র এবং বসিষ্ঠোক্ত বিধি যেব্যক্তি জানে সেই শ্রাদ্ধবিৎ অপরে নহে।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড।

কর্ম্মিগণ, যে যে কার্য্য আরম্ভ হইবার পর বারম্বার কৃত হয়, তৎসমস্তের প্রতিবারে মাতৃপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে না। যথা অগ্ন্যাধান, সায়ংপ্রাতর্হোম, বৈশ্বদেব, বলিকর্ম্ম, দর্শপৌর্ণমাস যাগ এবং নবযজ্ঞ। যজ্ঞজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন,—এই সমস্ত কার্য্যে একবারই ঐ শ্রাদ্ধ হইবে; পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। অগ্ন্যাধান, সায়ং প্রাতর্হোম ও নবযজ্ঞ ইহার মধ্যে এক কর্ম্ম উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে কর্ম্মান্তরের জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। অষ্টকাহোম গৃহ্যোক্ত অন্বষ্টকাদি শ্রাদ্ধ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ শ্রাদ্ধ, সোষ্যন্তী হোম, জাতকর্ম্ম এবং প্রোষিতাগত কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

* ৮ম শ্লোক রঘুনন্দন মতে এই স্থলে হইবে না। ভবিষ্যতেপ এই শ্লোক উক্ত হইবে।

হইবে না। বিবাহ হইতে গর্ভাধান পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম বিহিত বলিয়া শুনা যায় তন্মধ্যে বিবাহের আদিতেই একবার মাত্র ঐ শ্রাদ্ধ হইবে প্রতি কর্ম্মের আদিতে আর হইবে না। হুতাগ্নিযোগাদি ষট্ কর্ম্মে প্রতি বারেই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। সূর্য্য পরিবেশে—হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বৃহৎ পশুর এবং চন্দ্র পরিবেশে ছাগ মেষাদি ক্ষুদ্র পশুর স্বস্ত্যয়নার্থ যে দুই হোম কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। এক দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি কার্য্য হইলে সর্ব্বাগ্রে একবার মাত্র মাতৃপূজা ও একবার মাত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে। প্রতি কর্ম্মারম্ভে পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। যেখানে যেখানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সেই থানে সেই খানেই মাতৃপূজা হইবে। এখন যাহা বলিলাম তাহা প্রাসঙ্গিক মাত্র অতঃপর প্রকৃত কথা বলিতেছি।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

যদি জ্যেষ্ঠ সাগ্নিক হন, তাহা হইলেই কনিষ্ঠ, অগ্নির কথিত আধান কাল এবং কথিত উৎপাদকের অধীন হইয়া অগ্ন্যাধান করিবে। যেব্যক্তি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রেই বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করে, সে "পরিবেত্তা" এবং তাহার ঐ জ্যেষ্ঠ "পরিবিত্তি" বলিয়া বিজ্ঞেয়। পরিবিত্তি এবং পরিবেত্তা নিশ্চয়ই নরক গমন করে, এমন কি কৃত-প্রায়শ্চিত্ত হইলেও ইহারা পাদোন ফলভাগী হইবে। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তরস্থ, ক্লীব, এক বৃষণ, অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রধর্ম্মী, মহারোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুষ্ঠ, অতিবৃদ্ধ, মৃতভার্য্য, কৃষিকার্য্যাসক্ত, রাজসেবক, ধনবৃদ্ধি-প্রসক্ত যথেচ্ছাচারী, কুলত্যাগী উন্মত্ত, বা চৌর হইলে কিম্বা ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর না হইলে অগ্রে বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করিলেও দোষী হইবে না। ত্বরান্বিত হইলেও ধনবৃদ্ধি প্রসক্ত, রাজসেবক, কর্ষক, এবং দেশান্তরস্থ জ্যেষ্ঠের তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ হইলে তাঁহার যদি সংবাদ পাওয়া না যায় তাহা হইলে কনিষ্ঠ এক বৎসরের পরেই বিবাহাদি করিতে পারিবে। কিন্তু দেশান্তরস্থ ভ্রাতা সমাগত হইলে সেই পাপক্ষয়ার্থ পরিবেদনের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। লক্ষণ কার্য্য (পরি সমূহন হইতে পরিষেকাদি পর্য্যন্ত কর্ম্মের নাম লক্ষণ) পূর্ব্বাগ্র রেখার পরিমাণ বার অঙ্গুল, ঐ রেখার মূললগ্ন উত্তরাগ্র আর একটী রেখার পরিমাণ এক বিংশতি অঙ্গুল, উত্তরাগ্র রেখার সহিত সংলগ্ন অবশিষ্ট রেখাত্রয়ের পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র। ইহাদের সাত সাত অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া কুশ দ্বারা উল্লেখন করিবে। মান কর্ম্ম কথিত ও মান কর্ত্তা অনুক্ত হইলে যজমান পরিমাণ কর্ত্তা হইবে। পণ্ডিতগণের ইহা সিদ্ধান্ত। পবিত্র অগ্নিই আধান করিবে। সকলেই পবিত্র অগ্নিরই প্রশংসা করেন। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কন্যার বাগ্দান করে তাহা হইলে ঐ বাগ্দানের বর অন্যত্য সমিধ আধান করিবার জন্য অগ্ন্যাধান করিবে অন্যথা করিবে না। যদি সেই কন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বাগ্দানের বরের ব্রত লোপ হয় না সেই অগ্নিসাহায্যেই অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে। যদি যাচ্ঞা করিয়াও অন্য কন্যা লাভ না করে তাহা হইলে সেই অগ্নি আত্মসাৎ করিয়া শীঘ্র পরবর্ত্তী আশ্রম অবলম্বন করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম খণ্ড।

প্রশস্ত ভূমিভাগে উৎপন্ন শমীগর্ভ অশ্বত্থের যে পূর্ব্বমুখী, উত্তরমুখী বা ঊর্দ্ধগামিনী শাখা—অরণি এবং উত্তরারণি তদ্দ্বারাই নির্ম্মাণ করিবে ইহা কথিত হইয়াছে। চত্র এবং ওবিলী সারদারুময় হইলেই প্রশস্ত। যাহার মূল শমীর সহিত সংসক্ত তাহাকে "শমীগর্ভ" বলা যায়। শমীগর্ভ অশ্বত্থের অলাভে অশমীগর্ভ অশ্বত্থ হইতেও সত্বর অগ্ন্যুদ্ধার করিবে। অরণিদ্বয় দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুষ্ঠ, ছয় অঙ্গুষ্ঠ চেওড়া এবং চার অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ হইবে এই অরণিদ্বয়ের পরিমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। "প্রমন্থ" অষ্টাঙ্গুল, "চত্র" বার অঙ্গুল ওবিলীও বার আঙ্গুল;—ইহাই

মন্থন যন্ত্র। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পরিমাণ উপদিষ্ট হইলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির বৃহৎ পর্ব্ব গ্রন্থি দ্বারাই মাপ লইবে। শণমিশ্রিত গোলাঙ্গুল-কেশ তেহারা করিয়া তদ্দ্বারা নির্ম্মল স্বরূপ ব্যাম-প্রমাণ নেত্র করিবে তদ্দ্বারা মন্থন করা বিধি। মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও কন্ধরা অরণির এই পঞ্চাবয়ব এক এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে; বক্ষস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুষ্ঠ, হৃদয়ের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, উদরের পরিমাণ তিন অঙ্গুষ্ঠ, কটীর পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, মূত্রাশয় এবং গুহ্যের পরিমাণ দুই দুই অঙ্গুষ্ঠ জানিবে। উরুদ্বয় চার অঙ্গুষ্ঠ, জঙ্ঘাদ্বয় তিন অঙ্গুষ্ঠ এবং পাদদ্বয় একাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে। অরণির এই সমস্ত অবয়ব যাজ্ঞিকগণের কথিত। অরণি-গুহ্যের নাম "দেবযোনি"। ইহাতে উৎপন্ন বহ্নিই কল্যাণকারী বলিয়া কথিত। যাহারা অন্য স্থানে অগ্নি মন্থন করে, তাহারা রোগ-ভীতি প্রাপ্ত হয়। প্রথম মন্থনেই এইরূপ নিয়ম জানিবে, পর মন্থনে আর নিয়ম নাই। "প্রমন্থ" সর্ব্বদাই উত্তরারণি নিষ্পন্ন হইবে। যে অন্য প্রমন্থ করিবে, সে যোনিসঙ্কর দোষে দুষ্ট হইবে। অরণি বা উত্তরারণি আর্দ্র, সচ্ছিদ্র, ঘূর্ণাঙ্গ বা পাটিত হইলে যজমানের হিত হয় না।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম খণ্ড।

আহত বস্ত্র পরিধান ও যথাবিধি উত্ত রীয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনকরত বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে যন্ত্রধারণ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি, প্রমন্থের অগ্রভাগ চত্র বুধ্নে দৃঢ় করিবে; অনন্তর অরণি উত্তরাগ্রে স্থাপন করিয়া তদুপরি ঐ বুধ্ন স্থাপন করিবে; চত্রের অবস্থিত কীলকাগ্রে গ্রথিত ওবিলী উত্তরাগ্র করিয়া অরণির উপর রাখিবে। সংযত ও পূতভাবে বলপূর্ব্বক ঐ যন্ত্র ধারণ করিবে; দেখিবে যেন যন্ত্র না নড়ে চড়ে। আহত বসনা পত্নীগণ "নেত্র" দ্বারা তিন ফের চত্র-বেষ্টন করিয়া যাহাতে পূর্ব্বদিকে অগ্নিনিঃসরণ হয় এই ভাবে প্রথমেই অরণি মন্থন করিবে। দ্বিজগণ, যদি একজন পত্নীও না থাকে তাহা হইলে অগ্ন্যাধান করিবে না। করিলেও তাহা না করার তুল্য জানিবে; ঐ অবস্থাতে অন্য যে সমস্ত কার্য্য করিবে, তাহাও না করার তুল্য হইবে। ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যৈষ্ঠ্য প্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নিনিঃসরণ উদ্দেশে মন্থন করিবে। তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্নী মন্থন করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নি মন্থন করিতে পারিবে। শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এ বিষয়ে নিয়োগ করিবে না; অন্য পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী, দ্বেষকারিণী, অব্রত-চারিণী, বা পরপুরুষ সংগতা হয় তাহা হইলে তাহাকেও এ কার্য্যে নিয়োগ করিবে না। উৎপন্ন অগ্নির লক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রেথাদি করিয়া সেই অগ্নি স্থাপন ও প্রজ্বালনপূর্ব্বক সমিদাধান করিবার পর ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে। তৎপরে সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ বাস্তুকর্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে গো এবং বস্ত্রযুগল দক্ষিণা দিবে। হোম পাত্রের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে তরল দ্রব্যের হোমপাত্র স্রুব; স্রুবপাত্র—খদিরকাষ্ঠ- বা পলাশ কাষ্ঠের হইবে এবং তাহার পরিমাণ দুই বিতস্তি হওয়া আবশ্যক। স্রুকের পরিমাণ এক বাহু হইবে। এবং ঐ স্রুক্ স্রুবের ধরিবার দণ্ড বর্ত্তুল হইবে। স্রুবের অগ্রভাগে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের ন্যায় মধ্যে উচ্চ ও দুই পাশে দুই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গর্ত্ত থাকিবে আর জুহুর অর্থাৎ স্রুকের গর্ত্ত একখানি শরার মত হইবে, তাহাতে "নির্ব্বাহ" নামক প্রণালী থাকিবে, এবং ঐ গর্ত্তের ছয় আঙ্গুল গভীরতা হইবে। হোম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ঐ সকল পাত্রের মার্জ্জন পূর্ব্বাভি-মুখে কুশ দ্বারা করিবে। আর উহা ঘৃতাদি-লিপ্ত হইলে উষ্ণ জলদ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক অগ্নিতাপিত করিবে। হোম দ্রব্য অগ্নি-সমীপে পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে রাখিবে পূর্ব্বদিকে রাখে ত পূর্ব্বাগ্র করিয়া এবং উত্তর-দিকে রাখে ত উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করা

বিধি। যেরূপ দ্রব্য হোমে লাগিতে পারে তদনুসারে আয়োজন করিবে। হোম দ্রব্যের বিশেষ উপদেশ না থাকিলে ঘৃতই হোমদ্রব্য হইবে। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলে প্রাজাপত্য মন্ত্র (ব্যাহৃতি,) আর কোন্ দেবতার হোম করিতে হইবে ইহার উল্লেখ না থাকিলে প্রজাপতিই সেখানকার দেবতা হইবে, ইহা নিয়ম জ্ঞানী ব্যক্তি হোম কার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্থূল সমিধ কদাচ গ্রহণ করিবেন না; ত্বক্-শূন্য সকীট পাটিত প্রাদেশাধিক, প্রাদেশ ন্যূন বিবিধ শাখাযুক্ত, পত্রযুক্তও অসার সমিদও গ্রাহ্য নহে। "ইধ্ম" দুই প্রাদেশ পরিমিত হইবে। উক্তরূপ ইধ্ম সমিধই সকল কার্য্যে লাগে। পণ্ডিতগণ, আঠারটী ইধ্ম সমিধের কথা বলেন; তবে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ ও অন্য কতিপয় ক্রিয়াতে বিংশতি ইধ্ম গ্রাহ্য, প্রকৃত হোমের পূর্ব্বে ও পরে বিনামন্ত্রে বিনা দেবোদ্দেশে সমিৎ প্রক্ষেপ করিতে পারিবে। যেহেতু সেই সমিধ কেবল ইন্ধনার্থ হইবে। আচার্য্যগণ হবির্হোমে ইধ্ম প্রক্ষেপও ইন্ধনার্থ বলিয়াছেন। যেখানে "ইধ্ম" প্রক্ষেপ হইবে না আমি তাহা স্পষ্ট করিতেছি। সীমন্তোনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে বিহিত অঙ্গ হোম, সমিধ-হবিঃ সম্পন্ন তন্ত্রহোম, সোষ্যন্তী হোম, ইধ্মপ্রক্ষেপ বিধায়ক সূত্রের পূর্ব্বতন সূত্র বিহিত বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম, ক্ষিপ্রহোম, গোভিল কথিত শৃঙ্গভঙ্গাদিবিপন্নিমিত্তক হোম, জলোপরিকৃত হোম এবং সোমরসাহুতি এই সকল কার্য্যে ইধ্ম বিধান নাই।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

নবম খণ্ড।

সূর্য্যের অস্তাচল গমন করিতে ছত্রিশ আঙ্গুল অবশিষ্ট থাকিতে সায়ংকালে, আর সূর্য্যালোক দর্শন হইলে প্রাতঃকালে অগ্নি বাহির করিতে হয়। সূর্য্য উদয়গিরি হইতে এক হস্তের উপর গমন না করিলে আর উদিত হোমীদিগের পবিত্র হোম বিধি অতীত হয় না। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান না হয় এবং গগনমণ্ডল হইতে সন্ধ্যারাগ অপসৃত না হয়, ততক্ষণ সায়ংকালীন হোম করা যায়। সূর্য্য,—ধূলিমণ্ডল, নীহাররাশি ধূমপুঞ্জ জলদজাল বা তরুশিখর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, যখন সন্ধ্যা হইয়াছে বোধ হইবে তখনই হোম করিবে; তাহা হইলেই ইহার ব্রত লোপ হইবে না। দ্বিজ, ক্ষিপ্র হোমে পরিসমূহন ও বিরূপাক্ষ জপ করিবে না এবং প্রপদ (তপশ্চতেজশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ) পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু সকল কার্য্যেই "আদিতেঽনুমন্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পর্য্যুক্ষণ এবং অন্তে তিনবার বামদেব্য গান করিবে। যথোক্ত চন্দ্র দর্শন হোমশূন্য কার্য্যেও হইবে। বহুকার্য্য একদিন করিলে সর্ব্বশেষে বামদেব্য গান হইবে। বৈশ্বদেবিক কার্য্য বলিকর্ম্মের পর হইবে। সকল ক্রত্বাহুতিতেই বর্হিরাস্তরণ পর্য্যুক্ষণ ও বামদেব্য জপ নাই। হবিষ্যের মধ্যে যবই প্রধান; তাহার পর ব্রীহি; কিন্তু কিছু না পাইলেও মাষ, কোদ্রব এবং গৌর সর্ষপাদি গ্রহণ করিবে না। হাতে করিয়া আহুতি দিতে হইলে, অঙ্গুলির দ্বাদশপর্ব্ব যাহাতে পূর্ণ হয় এইরূপ আহুতি দ্রব্য লইবে। কংসাদি দ্বারা আহুতি দিলে স্রুবপূর্ণ আহুতি দ্রব্য লইবে। হবি হবন দৈবতীর্থ দ্বারা কর্ত্তব্য। হবনের সময় অগ্নি উত্তম অঙ্গারযুক্ত ও উত্তম জ্যোতিষ্মান্ হওয়া আবশ্যক। যে মানব জ্যোতিঃশূন্য ভস্মাবশেষ অনলে হোম করে, সে মন্দাগ্নি, আময়াবী এবং দরিদ্র হয়। অতএব আরোগ্য, আয়ু ও আত্যন্তিকী পরমালক্ষ্মী ইচ্ছা করিলে সমিদ্ধ অনলেই হোম করিবে, অসমিদ্ধ অনলে কদাচ করিবে না। আহুতি দিতে উদ্যোগী হইয়া বা আহুতি দিবার সময়ে হস্ত, শূর্প, বস্ত্র নামক যজ্ঞীয় উপকরণ বা কাষ্ঠে বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত করিবে না তবে ব্যজনাদি দ্বারা করিতে পারিবে। কেহ কেহ মুখমারুত যোগে অগ্নি প্রজ্বালন করিতে বলেন, কেন না এই অগ্নি মুখগুণেই অর্থাৎ মুখোচ্চারিত মন্ত্রবলেই উৎপন্ন। তবে যে মুখমারুত দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন নিষিদ্ধ আছে তাহা তাঁহারা লৌকিকাগ্নিপক্ষে লাগাইয়া থাকেন।

নবম খণ্ড সমাপ্ত।

দশম খণ্ড।

যেমন দিনাস্নান বিহিত হইয়াছে, আতুর না হইলে দন্ত ধাবনপূর্ব্বক নদী প্রভৃতি জলাশয়ে প্রাতঃস্নানও সেইরূপ নিত্য করিবে। যদি গৃহে স্নান করে তাহা হইলে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। দন্তধাবন কাষ্ঠ,—নারদাদির কথিত হইবে। তাহার অগ্রভাগ ধুইয়া ফেলিবে। গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চখে জল দিয়া শুচি ও সমাহিত ভাবে মন্ত্র পাঠান্তে দাঁতন করিবে। মন্ত্র যথা—"হে বনস্পতি! আমাদিগকে আয়ু, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু, ধন, বেদজ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মেধা অর্পণ কর। শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস সকল নদীই রজস্বলা হয়, অতএব সমুদ্রগামিনী নদী ব্যতীত অন্য নদীতে নামিয়া তথায় স্নান করিবে না। যে সকল জলাশয়ের গতি আট ক্রোশের কম, তাহাদিগকে নদী বলা যায় না"; তাহারা গর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। উপাকর্ম্ম, উৎসর্গ জ্ঞাতিমরণ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ এই সকল কারণে স্নান সময়ে ও অনির্দ্দশাহ প্রেতোদ্দেশে জলদানে রজোদোষ থাকে না। যখন ব্রহ্মবাদিগণ, উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গে স্নান করিতে গমন করেন, তখন বেদ, ছন্দসকল, ব্রহ্মাদি দেবগণ পিতৃগণ ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ—জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সন্তোষ সহকারে সশরীরে তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। যে স্থানে ইঁহাদিগের সমাগম হয় তথায় ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপরাশিও নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, সামান্য নদী রজ যে বিনষ্ট হয় ইহা কি আর বলিতে হইবে। যখন ঋষিগণ স্নান করেন তখন তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত তদীয় স্নান জলকণা শরীর দ্বারা স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ, বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত অভিলষিত বস্তুলাভ করে, কুমারী উৎকৃষ্ট বর প্রভৃতি ঈপ্সিত দ্রব্য লাভে নিশ্চয়ই সমর্থা হয়, আর সেই ব্যক্তি পারলৌকিক সুখরাশি লাভ করিয়া থাকে সংশয় নাই। অশুচি অবস্থাতে আম মৃৎখণ্ডে প্রদত্ত অশুচি বস্তু,—রাক্ষসরূপী অনির্দ্দশাহ প্রেত সকল ভোজন করে। (যাহার মৃত্যুর পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই তাহাকে অনির্দ্দশাহ প্রেত বলে)। ভূতলের যাবদীয় জল এমন কি কূপস্থিত হইলেও চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ সময়ে গঙ্গাজল সদৃশ হইয়া থাকে সংশয় নাই।

দশম খণ্ড ও

কর্ম্ম-প্রদীপ পরিশিষ্টে প্রথম প্রপাঠক সমাপ্ত।

একাদশ খণ্ড।

অতঃপর সন্ধ্যোপাসনা বিধি বলিতেছি। যেহেতু, ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহীন হইলে সকল কার্য্যে অনধিকারী হয় ইহা স্মৃত হইয়াছে। বামপাণিতে কুশনিচয় গ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। হ্রস্বকুশ প্রবরণীয় হইবে; দীর্ঘ কুশের বর্হি; কুশ সকল পবিত্র বলিয়া কথিত; অতএব সন্ধ্যাদি কার্য্যে—বাম হস্ত উপগ্রহযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্রযুক্ত করিবে। চারিদিকে জলক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। কুশগৃহীত জল-বিন্দুদ্বারা শিরোমার্জ্জন করিবে। প্রণব, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ গায়ত্রী এবং আপোহিষ্ঠাদি তিন মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন হইয়া থাকে। এই ভূঃ প্রভৃতি অবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, গায়ত্রী এবং আপোজ্যোতী রসোমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বঃ এই গায়ত্রী শির এই নয় মন্ত্রের প্রত্যেকের আদিতে এবং গায়ত্রী শিরোভাগের অন্তে প্রণবোচ্চারণ করিবে। শ্বাস সংযম করত এই সপ্ত ব্যবহৃতি ও এই গায়ত্রীকে এই গায়ত্রী শির এবং এই দশটী প্রণবের সহিত তিনবার মনে মনে জপ করিবে ইহার নাম প্রাণায়াম। হাতে জল লইয়া তাহাতে নাসিকা ঠেকাইয়া, শ্বাস রোধ করিয়াই হউক আর না করিয়াই হউক তিনবার বা একবার অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিবে। অনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রী এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করত সূর্য্যাভিমুখে জলাঞ্জলি ক্ষেপ করিবে। তৎপরে "উদ্বয়ং" ইত্যাদি ও "চিত্রংদেবানাং" ইত্যাদি দুই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে। পণ্ডিতগণ, এই সূর্য্যোপস্থান উভয় সন্ধ্যাতেই করিতে বলেন। আর মধ্যাহ্নকালে ইচ্ছা থাকিলে ইহার উপর "বিভ্রাট্" আদি মন্ত্র জপ করিবে। অসংযুক্ত পাঞ্চি, এক পাৎ বা অর্দ্ধপাৎ হইয়া

কৃতাঞ্জলি পুটে বা বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে। (মাটীতে গুল্‌ফ না থাকিলেই "অসংযুক্ত পার্ষ্ণি" হয়; মাটীতে এক পা থাকিলে "একপাৎ" আর যে পা মাটীতে থাকিবে তাহা আবার ডিঙ্গি মারিয়া উঁচু করিলে "অর্দ্ধপাৎ" হয়)। সূর্য্যোপস্থান করিতে যে যে কল্প উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে যাহাতে যাহাতে অধিক কষ্ট তাহাতে তাহাতেই অধিক ফল ইহা পণ্ডিতগণ বলেন, কেন না কষ্ট হইতেই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়। উদয়কালে পূর্ব্ব সন্ধ্যা তৎপরে মধ্যমা সন্ধ্যা এবং সূর্য্যাস্তের পর নক্ষত্রাভিব্যক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শেষ সন্ধ্যা করিবে সকল সন্ধ্যাতেই প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রী এই তিন মন্ত্র জপ করিবে। এই সন্ধ্যাত্রয় কীর্ত্তন করিলাম; ব্রাহ্মণ্য ইহাতেই অবস্থিত। যাহার ইহাতে আদর নাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যে দ্বিজ, সন্ধ্যা লোপের ভয় করে, এবং নিত্য-স্নায়ী, সর্পগণ যেমন গরুড় সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল তাহার সমীপে যাইতে অপারগ হয়। প্রতিদিন আদি হইতে আরম্ভ করিয়া যথাশক্তি বেদ মন্ত্র জপ করিবে। অথবা সমস্ত বেদ জপ করিতে না পারিলে সন্ধ্যোপাসনান্তে রুদ্রোপস্থান করিবে।

একাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাদশ খণ্ড।

অনন্তর প্রথমে ওঙ্কার, শেষে "তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া সতিল জলদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, বেদ সকল, দেবসকল, ছন্দসকল, ঋষিগণ, পুরাণ আচার্য্যসকল, গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বেতর, সাবয়ব মাস ও সংবৎসর, দেবীগণ, অপ্সরোবৃন্দ দেবানুগ-সকল, নাগগণ, সাগরগণ, পর্ব্বতসকল, নদী-সকল, দিব্যমনুষ্যগণ, অন্যমনুষ্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, সুপর্ণগণ, পিশাচগণ, পৃথিবী, ওষধি-সকল, পশুসকল, বনস্পতি সকল এবং চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম ইহাদিগকে উপবীতী থাকিয়াই তর্পণ করিবে; আর যম, যমপুরুষগণ, কব্য-বাহ অগ্নি, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপ এবং বর্হিষৎ এই সকল পিতৃগণকে এক-একবার জল দিবে।* স্বীয় পিতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ; মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষেরও প্রত্যেককে অভ্যাসপূর্ব্বক অর্থাৎ তিনবার করিয়া জল দিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল, পিতৃবংশীয় ও মাতৃবংশীয়-দিগকেও জলাঞ্জলি প্রদান করিবে "যাঁহারা আমার নিকট জল পাইতে ইচ্ছুক এই শেষ অঞ্জলিদ্বারা তাঁহাদিগেরও তর্পণ করি" বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। অনন্তর এ বিষয়ের শ্লোক উল্লিখিত হইতেছে। শরৎ-কালের রৌদ্র লাগিলে লোকে যেমন ছায়া পাইতে অভিলাষী হয়; পিপাসু ব্যক্তি যেমন জল পানে অভিলাষ করে, অত্যন্ত ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অন্নের প্রতি লোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে পাইতে উৎসুক হয়, জননী যেমন শিশু পুত্রকে লইতে ইচ্ছা করে, রমণী যেমন পুরুষ-সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিণী হয় এবং পুরুষ যেমন রমণীর প্রতি অভিলাষী হয় সেইরূপ স্থাবর-জঙ্গম—সর্ব্বভূতই ব্রাহ্মণের নিকট জল পাইতে ইচ্ছা করে, যেহেতু ব্রাহ্মণই সকলের মঙ্গল করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের নিত্য তর্পণ করা উচিত, না করিলে, তাহাকে মহা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর করিলে তাহার বিশ্ব পালন করা হয়। হোমকাল অল্প; স্নান কর্ম্ম বৃহৎ-আড়ম্বরপূর্ণ; সুতরাং হোমের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে এইরূপ বিস্তৃত ভাবে স্নান করিবে না; কেন না হোমের লোপ করা সর্ব্বথা গর্হিত কার্য্য।

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

ব্রাহ্মণ নিত্য যে সকল যজ্ঞ করিলে শাশ্বত-ধাম প্রাপ্ত হন এখন সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি

* মূলে "কব্য বাড়নলং" হইতেও পদ আছে; কিন্তু রঘুনন্দন "কব্য বাড়নলঃ সোমঃ যমমর্য্যমণস্তথা। অগ্নিষ্বাত্তাঃ সোমপাশ্চ বর্হিষদঃ সকৃৎ সকৃৎ।" এইরূপ শ্লোক বলিয়া থাকেন; গদ্য হইতে ইহাতে কিছু কিছু পাঠ ভেদও আছে যাহা হউক ইহাই প্রামাণিক। ব্যাখ্যা এতদনুসারে প্রদত্ত হইল।

কল্পিত হইতেছে ;—যথাক্রমে, দেব, ভূত, পিতৃ, ব্রহ্ম ও মনুষ্যগণের মহাযজ্ঞ জানিতে হইবে, ইহলোকে এই সকল হইতে আর উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই॥ দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এ কয়টী উহাদিগের সহজ নাম॥ অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলিকর্ম্মের নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসৎকারের নাম মনুষ্যযজ্ঞ। শ্রাদ্ধের কিংবা পিত্র্য বলির নামও পিতৃযজ্ঞ। পূর্ব্বোক্ত বেদ জপের নামও ব্রহ্মযজ্ঞ। (জপরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের পর করিবে, (অধ্যাপনরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ, প্রাতর্হোমের পর কর্ত্তব্য, আর (বামদেবাগানরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ বৈশ্বদেবান্তে করিবে; এই কালত্রয় ব্যতীত ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে না। যদি অধিক ভোক্তা না থাকে বা অধিক ভোজ্য না থাকে তাহা হইলে, পিতৃযজ্ঞার্থ সিদ্ধির জন্য অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইবে। এই নিত্য শ্রাদ্ধে দৈব পক্ষ নাই। দ্বিজ, কিঞ্চিৎ অন্ন উদ্ধৃত করিয়াও প্রতিদিন যথাশক্তি, যথাবিধি, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে প্রদান করিবে। অন্নদানের সময়ে "পিতৃভ্য ইদং" বলিয়া "স্বধা" শব্দ প্রয়োগ করিবে। "মনুষ্যেভ্য ইদং" বলিয়া "হন্ত" শব্দ উচ্চারণ করিবে তদনুসারে উহাঁদিগকে জল দান করিবে। মুনিগণ, মর্ত্ত্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের দুইবার ভোজন বিহিত করিয়াছেন; একবার ভোজন দিবসে আর একবার ভোজন দেড়প্রহর রাত্রির মধ্যে। উপবাসী থাকিলেও রাত্রিতে এবং নিত্য দিবাভাগে বলিকর্ম্ম করিবে। না করিলে পাপী হইবে। "অমুষ্মৈ (যাহাকে দান করা যাইবে তাহার নামোল্লেখ) নমঃ" বলিয়া বলিদান করা বিধি। যেহেতু, নমস্কারই বলিপ্রদানের মন্ত্র। "স্বাহা" "বষট্" এবং "নমঃ" এই তিনটী মন্ত্র দেবগণের পক্ষে "স্বধা" মন্ত্র পিতৃগণের পক্ষে এবং "হন্ত" মন্ত্র মনুষ্যগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অতএব পিত্র্য বলি নিত্যই স্বধা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে। কেহ কেহ বলেন "নমঃ" শব্দ যোগেও দিতে পারিবে; কিন্তু গৌতম বলেন, পারে না। যদি সকল বলি একত্রিত ও পরস্পর-সংলগ্ন থাকে তাহা হইলে মহামার্জ্জার-স্পর্শেও দূষণীয় হয় না; ইহা শ্রুতি।

ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

অনন্তর, বলি-পিণ্ডবিন্যাসের কথা উক্ত হইতেছে;—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পিণ্ডের ন্যায় উত্তরোত্তর উর্দ্ধে পৃথিবী, বায়ু, বিশ্বেদেব এবং প্রজাপতি উদ্দেশে চারিটি বলি-পিণ্ড স্থাপন করিবে। ইহাদিগের বামভাগে, অপ্, ওষধি-বনস্পতি, আকাশ এবং কাম উদ্দেশে, ইহাদিগের বামদিকে মন্যু, ইন্দ্র, বাসুকি এবং ব্রহ্মা উদ্দেশে আর সকলের দক্ষিণভাগে পিতৃগণ উদ্দেশে—এক একটী বলিপিণ্ড স্থাপন করিবে। এই চোদ্দটী বলিপ্রদান করা নিত্য কর্ত্তব্য। আশঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় কাম্য বলিপ্রদানও আছে। সকল বলিপিণ্ডেরই উভয় পার্শ্বে জলসেক করিবে। শেষ পরিণাম পিণ্ডবৎ জানিবে (অর্থাৎ পিণ্ড যেরূপ গবাদিকে দান করিতে হয় ইহাও সেইরূপ করিবে)। হোম আর বলিকর্ম্ম কাম্য-সাধারণ হইতে পারে না। নিত্য হোম আর নিত্য বলিকর্ম্ম পূর্ব্বে হইবে। আর ইচ্ছা করিলে কাম্য হোম ও কাম্য বলিকর্ম্ম শেষে হইতে পারিবে। কদাচ মধ্যে হইবে না। কারণ এককর্ম্ম করিতে করিতে অন্য কর্ম্ম করা অবিধি। গৌতমাদিকথিত বলিসহিত—অগ্নি ধন্বন্তরি প্রভৃতির হোম এবং বলিকর্ম্ম সহিত শাকল হোম, অনাহিতাগ্নির পক্ষেই জানিবে। অনন্তর, জলস্পর্শ ও অগ্নি দর্শনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বামদেব্য জপের পূর্ব্বে, ধনবৃদ্ধি, আরোগ্য, আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, মঙ্গল, যশ, সাহস, তেজ, পশু, বীর্য্য, বেদজ্ঞান, ব্রহ্মণ্য সৌভাগ্য, কর্ম্মসিদ্ধি, কুলজ্যেষ্ঠতা এবং সুকর্ত্তৃত্ব প্রার্থনা করিবে। "হে সর্ব্বসাক্ষিন্। আমাদিগের এই সমস্ত হউক; আমরা যেন ধনহীন না হই" বলিবে। ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে অধিক ফলপ্রদ যজ্ঞ নাই, বেদদান অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট দান নাই, অন্যান্য দান ও ফল যজ্ঞের নশ্বর; কিন্তু এই দান ও যজ্ঞের ফল অবিনাশী; কেহ ইহার

বিনাশ দেখে নাই। নিত্য ঋগ্বেদ পাঠ করিলে মধুকুল্যা ও দুগ্ধকল্যা দ্বারা দেবতাগণকে তর্পিত করা হয়। নিত্য যজুর্ব্বেদ পাঠে ঘৃতকুল্যা ও অমৃতকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতি দিন সামবেদ পাঠে সোমরসকুল্যা ঘৃতকুল্যা দ্বারা ও অথর্ব্ববেদ পাঠে মেদঃকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতিদিন বাকোবাক্য, পুরাণ এবং ইতিহাস পাঠ করিলে মাংসকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও মধুকুল্যা দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করা হয। ঋগ্বেদ প্রভৃতি এই সমস্তের মধ্যে প্রত্যহ যথাশক্তি যে কোন শাস্ত্র পাঠ করিলে পিতৃগণকেও মধুকুল্যা ও ঘৃতকুল্যা দ্বারা তর্পিত করা হয়। সেই দেবগণ ও পিতৃগণ এইরূপে তৃপ্ত হইয়া তৃপ্তিকারক এই অধ্যয়নশীলের জীবিতাবস্থাতে এবং মৃতাবস্থাতেও তৃপ্তিসাধন করেন। ঐ পাঠশীলব্যক্তি যাবদীয় অমরসদনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন। কোন পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ইনি পংক্তিপাবন হইয়া থাকেন। যে যে যজ্ঞের বিবরণ পাঠ করিবেন্ পাঠকারী ব্যক্তি সেই সেই যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করেন। তিনি তিনবার বসুপূর্ণ-বসুমতী দানের ফল লাভ করেন। আবার ব্রহ্মযজ্ঞ হইতেও বেদ দানে অধিক ফল হইয়া থাকে। বেদদান শব্দে বেদাধ্যাপন ইহা প্রথমোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ; আর এই ব্রহ্মযজ্ঞ শব্দে বেদ পাঠ; বেদ পাঠ হইতে বেদাধ্যাপন অধিক ফলজনক।

চতুর্দ্দশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চদশ খণ্ড।

যে কর্ম্মে যে দক্ষিণা বিহিত আছে কর্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে তাহা প্রদান করিবে। অনুক্ত হইলেও পূর্ণ পাত্রাদি ব্রহ্মার হইবে। যাবদন্ন দ্বারা বহু ভোক্তার তৃপ্তি হয় তাবদন্নে পূর্ণ পাত্র করিবে ইহার কম করিবে না ইহা নিয়ম। যদি অন্য ব্যক্তি হোতার কার্য্য করে তাহা হইলে, হোতারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা ব্রহ্মারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা হইবে। কর্ত্তা স্বয়ং যদি ব্রহ্মার কার্য্য ও হোতার কার্য্য করে তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিবে। আপনার বৈদেশী ব্যক্তি, বেদাধ্যায়ী কুলপুরোহিত এবং নিকটবর্ত্তী আচার্য্যকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করিবে না। কুলগুরু ও কুলপুরোহিতকে "আমি ইহাঁকে দান করি" এই জিজ্ঞাসা করিয়া দান করা নিয়ম, এইরূপ জিজ্ঞাসা না করিয়া সৎপাত্রে দান করিলেও ফল হয় না। ইহাঁরা দুরস্থ হইলে শ্রেষ্ঠ ভাগ মনে মনে ইহাঁদিগকে দিয়া তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তিকে দান করিবে ইহা উৎকৃষ্ট দান বিধি। স্বাধ্যায়সম্পন্ন নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে দান করিলে, দাতা দানফলের পরিবর্ত্তে চৌর্য্য পাপে লিপ্ত হয়। মূর্খ, যাহার ঘরের পাশে, আর গুণবান্ পাত্র দূরে, সে, গুণবান্ পাত্রেই প্রদান করিবে। মূর্খাতিক্রমে দোষ নাই। বেদ-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিলে "ব্রাহ্মণাতিক্রমে যে দোষ হয় তাহা হইবে না। জলন্ত অগ্নি ত্যাগ করিয়া কেহই ভস্মে আহুতি দেয় না। সকল আজ্যাহুতিতেই আজ্যস্থালী তৈজস বা মৃণ্ময় করিবে। আজ্যস্থালীর প্রমাণ ইচ্ছামত করাইতে পারিবে। সুদৃঢ় ও অচ্ছিদ্র আজ্য স্থালীকেই ঋষিগণ উত্তম বলিয়াছেন। চরুস্থালী বক্রতা ও উচ্চতা বিষয়ে সমিধের অনুরূপ ও সুদৃঢ় হইবে, মুখ অতি বৃহৎ হইবে না, আর তাহা মৃণ্ময়ী বা তাম্রময়ী হইবে এইরূপ চরুস্থালীই প্রশস্ত। নিজ নিজ শাখার উক্তি-অনুসারে চরুপাক হইবে চরু যেন সুখিন্ন, অদগ্ধ, অকঠিন, শুভ, অনতিশিথিল হয় ও গালিতমণ্ড না হয়। যে জাতীয় সমিধ ব্যবহার হইবে "মেক্ষণ" ও সেই জাতীয় হইবে। তাহার পরিমাণ সমিধের অর্দ্ধ; তাহা নিটোল অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূলাগ্র এবং অবদান ক্রিয়াক্ষম—ঘৃতবিন্দু বিশেষ ধারণের উপযুক্ত হইবে। ইহাই "দর্ব্বী" হইবে তবে একটু আধটু যাহা পার্থক্য আছে আমি তাহা বলিতেছি। দর্ব্বীর অগ্রভাগ দুই অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। আর "মেক্ষণ" অপেক্ষা দর্ব্বী চতুর্গুণ বড়। "মুষল" এবং "উলুখল" সমিধ জাতীয় বৃক্ষ নির্ম্মিত, উচ্চ আয়ত এবং সুদৃঢ় হইবে, তাহাদিগের পরিমাণ ইচ্ছামত করিবে। "শূর্প" বেণুনির্ম্মিত হইবে। নাম কর্ম্ম (ভূমিজপ) করিতে হইলে দক্ষিণ দক্ষ

অধোমুখ করিয়া অধোমুখ বামহস্ত তদুপরি রাখিয়া আপনারদিকে ঐ হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ স্থাপন করিবে। স্বয়ং আসীন থাকিয়া স্থানস্থ এবং সুসংহত পাণিদ্বয় অগ্নির সম্মুখীন করিয়া প্রদক্ষিণ ভাবে পরিসমূহন (ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত অনলাবয়বের একীকরণ।) করিবে। তিন গাছ "পরিধি" হইবে তাহা বাহু-পরিমিত, পত্বর, সরল, অক্ষত এবং দলিতাগ্র হইবে। কাহার কাহারও মতে চারদিকের চারি গাছ "পরিধি" আবশ্যক। অগ্নির উত্তর পার্শ্বে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুই গাছ "পরিধি" স্থাপন করিবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র করিয়া আর এক গাছ পরিধি রাখিবে, চার গাছ পরিধি হবেত অপর গাছ পূর্ব্বদিকে পশ্চিমাগ্র করিয়া স্থাপন করা বিধি। যেমন যবের কার্য্যে গোধূম এবং ব্রীহির কার্য্যে শালিধান্য গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ যথোক্ত বস্তু সংগ্রহ না হইলে তাহার প্রতিরূপ বস্তু গ্রহণ করা বিধেয়।

পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত।

ষোড়শ খণ্ড।

পিতৃলোকের একমাস তৃপ্তিজনক শ্রাদ্ধ অমাবাস্যাতে চন্দ্রক্ষয়ে প্রশস্ত। ঐ শ্রাদ্ধ ত্রিধাবিভক্তদিনের তৃতীয়ভাগে করিবে, কিন্তু সন্ধ্যার অতি সন্নিহিত মুহূর্ত্তে কদাপি শ্রাদ্ধ করিবে না। (যদি দুই দিন শ্রাদ্ধোপযুক্ত কালে অমাবাস্যা থাকে তাহা হইলে) যে দিন চতুর্দ্দশী তিন প্রহর বা তিন প্রহরে কিছু অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে অথচ অমাবাস্যা, পূর্ব্বদিনের চতুর্দ্দশী অপেক্ষা পরদিনে ন্যূনকাল স্থায়িনী হয় তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব দিনেই শ্রাদ্ধ করা বিধি। (কিন্তু অমাবস্যা পূর্ব্বদিন শেষ তিন মুহূর্ত্তমাত্রে ও পরদিনে মুখ্য অপরাহ্নে থাকিলে পরদিনেই শ্রাদ্ধ হইবে)। আমার পিতা গোভিল যে বলিয়াছেন "যদহস্ত্বেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত তামমাবস্যাং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ যে দিন চন্দ্র দর্শন না হইবে সেই অমাবস্যাতেই শ্রাদ্ধ করিবে এবং আমি যে বলিয়াছি "ক্ষীণেরাজনি" অর্থাৎ চন্দ্রক্ষয়ে পারিভাষিক চন্দ্রক্ষয়মাত্র অভিপ্রায়েই তৎসমস্ত কথিত হইয়াছে জানিবে। (চতুর্দ্দশীর পরে অমাবস্যা হইলে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু চতুর্দ্দশীদিনে চন্দ্র দর্শন হয় তাহাতে "যদহস্ত্বেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত" এই গোভিলসূত্র এবং পূর্ব্বকথিত "ক্ষীণেরাজনি" ইহার সহিত বিরোধ হইতেছিল তাহার পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইয়াছে চন্দ্রক্ষয় মাত্র অভিপ্রায়ে হইলে বিরোধ নাই পূর্ব্বদিনে চন্দ্রক্ষয় হইয়া থাকে।) "দৃশ্যমানেঽপ্যেকদা" এই যে গোভিল সূত্র আছে তাহা চতুর্দ্দশী অভিপ্রায়ে জানিবে। উভয় তিথি প্রাপ্ত হইলে অমাবস্যার প্রতীক্ষা করিবে; কিন্তু দুই দিনেই শ্রাদ্ধযোগ্য কালে অমাবস্যা না থাকিলে চতুর্দ্দশীশেষেও শ্রাদ্ধ করিবে (ইহা সাগ্নিকদিগের পক্ষে ব্যবস্থা নিরগ্নিগণ এমত স্থলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। গোভিলসূত্রের ব্যর্থতা পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইল।) (চন্দ্রক্ষয়ের কথা কথিত হইতেছে) চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্র-কলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আবার অমাবস্যার অষ্টম যামে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে থাকে; ইহা শাস্ত্রবার্ত্তা। তবে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ, অগ্রহায়ণ মাসের এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যাতে কিছু বিশেষ কথা বলেন; এই দুই মাসে অমাবস্যার প্রথম প্রহরে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আর অমাবস্যার শেষ যামে সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, জ্যোতির্ব্বিৎগণ ইহা বলেন (এ দুই মাসে পারিভাষিক ক্ষয় উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই) কিন্তু যে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাস হয় সেই বৎসরে এ দুই মাসেও অমাবস্যা প্রথমযামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হয় অর্থাৎ চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয় অমাবস্যার সপ্তমযামে পূর্ণ ক্ষয় হয় এবং অমাবস্যার শেষ প্রহরে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়; চন্দ্রের এইরূপ গতি বিশেষ জানিয়া চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবে। (উক্তিতো অমাবস্যা দুই দিন অপরাহ্নে থাকিলে তৎপক্ষে ব্যবস্থা হইতেছে যথা) চতুর্দ্দশী মিশ্রিত ঐ অমাবস্যাতে যজুর্ব্বেদিগণ শ্রাদ্ধের অযোগ্য বলেন এবং ঋগ্বেদিগণ তাহাকে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত বলেন;

(সামবেদী ইচ্ছামত যে দিন হয় সেই দিন করিবে) যদি পূর্ব্ব দিনে চতুর্দ্দশী তিন্-প্রহরের কম থাকে আর পর দিনে অমাবস্যা বাড়িয়া তিন প্রহর বা তাহার অতিরিক্ত সময় থাকে তাহা হইলে সেই দিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহা বর্দ্ধমানা অমাবস্যার ব্যবস্থা। পক্ষাদি কর্ত্তব্য চরু, প্রতিপৎ না হইলে কদাচ করিবে না এবং ঐচরু পূর্ব্বাহ্লেই কর্ত্তব্য; অন্যান্য পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়াবিদ্ধ প্রতিপদেও ঐচরু করিতে বলিয়াছেন। (পূর্ব্বাহ্ল-শব্দে প্রথম দুই প্রহর; এই সময়ের মধ্যে প্রতিপৎ হইলে সেই দিনেই যাগ করিবে। আর তৎপরে প্রতিপৎ হইলে সে দিনে যাগ না করিয়া তৎপর দিনে প্রতিপদে যাগ করিবে। পরদিনের প্রতিপদ দ্বিতীয়াবিদ্ধ।) পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পিতার পিতৃকার্য্যে কাহারও অধিকার নাই। শ্রুতি আছে জীবন্ত ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুই দেয় নহে। পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকেই পিণ্ড দান করিবে, প্রপিতামহ মরিলে এই দুই জনকেই পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। আর যাহার প্রপিতামহও পরলোক গত, সে, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডত্রয় দান করিবে। (১) অন্য শ্রুতি আছে দ্বিজ জীবন্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া মৃত-ব্যক্তি অন্ন জল দিবে। (২) অথবা তাহার পিতা স্বীয় পিতামহদিগকে শ্রাদ্ধ দান করিবে। (৩)

(১) ব্যবস্থা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের পক্ষে; (২) ব্যবস্থা যাহার পিতা মৃত ও পিতামহ জীবিত ইত্যাদি-ব্যক্তি কর্ত্তব্য পর্ব্বাদি শ্রাদ্ধের এবং প্রায়শ্চিত্তাদি-স্থলে কর্ত্তব্য পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের পক্ষে জানিবে। (৩) ব্যবস্থা পিতা জীবিত থাকিতে নিজ কর্ত্তব্য পুত্রসংস্কারের পক্ষে। পিতামহ যদি পিতার পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন তাহা হইলে পৌত্র তাঁহার একা দশাহ প্রভৃতি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পিতামহের যদি অন্য পুত্র থাকে তাহা হইলে পৌত্র আর ইহা করিবে না। পিতার মৃত্যুর পর সেই বর্ষের মধ্যে পিতামহ প্রপিতামহের মৃত্যু হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কথিত হইতেছে। পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া প্রতিমাস বিহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পিতা বৃদ্ধপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের করিবে। পৌত্র প্রপৌত্রগণ, প্রেতত্ব প্রাপ্ত এই দুই পূর্ব্বপুরুষের সপিণ্ডী-করণ অপকর্ষাদি করিয়া শেষ করিবে না। কেবল তখন পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে ইহা কাত্যায়ন বলেন। প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতাকে প্রেতত্বনিস্তীর্ণ বা প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতামহদ্বারাই শুদ্ধ করিবে ইহা নিশ্চয়। পিতা, ব্রাহ্মণ্যবিহত, পতিত, প্রব্রজিত বা ব্যুৎক্রমে মৃত হইলে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ দেন পুত্র কেবল তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে ঐ পিতার আর শ্রাদ্ধ করিবে না। যদি পুত্রিকা-পুত্র না হয় তাহা হইলে মাতার সপিণ্ডীকরণ পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারেই পিতামহীর সহিত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃতাহ ব্যতীত অন্য সময়ে আর স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র পিণ্ড দিতে হইবে না; যেহেতু নিজ নিজ ভর্ত্তার পিণ্ডভাগেই ইহাঁদিগের তৃপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্রিকা পুত্র পার্ব্বণশ্রাদ্ধে প্রথমতঃ মাতাকে তৎপরে মাতামহকে ও তৎপরে প্রমাতামহকে পিণ্ড দিবে।

ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তদশ খণ্ড।

আপনার সম্মুখভাগে যে কর্ষূ করিবে তাহা পূর্ব্বা কর্ষূ। সেই কর্ষূর দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে তাহা মধ্যমা কর্ষূ। আর ইহার দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে তাহা উত্তমাকর্ষূ। সেই সকল কর্ষূর আরম্ভ বায়ুকোণ হইতে এবং শেষ অগ্নি-কোণে হইবে। প্রত্যেকটী দেড় অঙ্গুলি করিয়া অন্তরে হইবে। কর্ষূসকলের শেষভাগ তীক্ষ্ণ, ও মধ্যভাগ যবাকৃতি এবং নৌকার ন্যায় উৎকীর্ণ হইবে। খদির ময় শঙ্কু করিবে তাহা রজত দ্বারা ভূষিত হইবে। শঙ্কু এবং উপবেশের পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল। অগ্নিকোণাগ্র কুশ দ্বারা নিবিড় করিয়া কর্ষূ আচ্ছাদন করিবে, শ্রাদ্ধে সুরভি টগর পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি বিলেপন দ্রব্য এবং পিপ্পলী সকলের অঞ্জন সৌবীরাঞ্জন শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। যাহা যাহা শ্রাদ্ধে উপযুক্ত তৎ সমস্ত আয়োজন করিয়া তদগত হইয়া পবিত্রভাবে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে।

শ্রাদ্ধে পূর্ব্বে দৈবপক্ষের কার্য্য সমাধা করিবে। বসিষ্ঠ কথিত বিধি অনুসারে আসন দান হইতে অর্ঘ্য দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া সকল পাত্রে তিলোদক প্রদান করিবে। পৃথক্‌রূপে মৌনাবলম্বনে জল দিবে ও মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিলোদক প্রদান করিবে। সন্নিকর্ষ ক্রমে গন্ধোদকও দাতব্য। যে ব্যক্তি, আসুর পাত্রে করিয়া তিলোদক প্রদান করে, পিতৃগণ তাহার নিকট পঞ্চদশবর্ষ ভোজন করেন না কুলালচক্রনিষ্পন্ন মৃণ্ময় পাত্রের নাম আসুর পাত্র। হস্তগঠিত স্থালী প্রভৃতি মৃণ্ময় পাত্রের নাম দৈবিক পাত্র। যথাক্রমে গন্ধ ঋতুজাত পুষ্প সকল ও ধূপাদি—ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া অনন্তর "অগ্নৌকরণ" করিবে। অগ্নৌকরণ হোম প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী ও পূর্ব্বমুখ হইয়া করিবে। কারণ "দেবগণের উদ্দেশে হোম করিবে" এইরূপ শ্রুতি আছে। অথবা বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অগ্নৌকরণ হোম করিবে। কেন না এক জনের উদ্দেশে হবিঃ নিরূপণ করিয়া অন্যকে কেহই দান করে না। (অতএব বলিতে হইবে, ঐ হোম, দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষ উভয় উদ্দেশে; সুতরাং উপবীতী বা প্রাচীনাবীতী যাহা ইচ্ছা হইতে পারিবে)। এস্থলে মন্ত্রান্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিবে না স্বাহাকার ব্যতীত হোমও কর্ত্তব্য নহে। অতএব প্রথম স্বাহাকার উচ্চারণ করত অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্র সমাপন করিবে। পিতৃপক্ষে যে ব্যক্তি পংক্তিমূর্দ্ধন্য নিবর্গি ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ করত তদীয় হস্তে হোম করিয়া অপর সকলের পাত্রে তূষ্ণীম্ভাবে হুত শেষ দিবে। আমার পিতা গোভিল যে এবিষয়ে "সব্যেন পাণিনা" অর্থাৎ বামহস্ত দ্বারা ইত্যাদি বলিয়াছেন, বামহস্ত দ্বারা কুশগ্রহণ মাত্র উপদেশই তাহার উদ্দেশ্য। বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পিঞ্জুলী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বামহস্ত সহযোগে দক্ষিণহস্ত গৃহীত ঐ সমস্ত কুশদ্বারা উল্লেখনাদি করিবে। শ্রাদ্ধের সকল প্রকার অন্নাদি হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা অগ্নৌকরণ-চরুশেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পিণ্ডদান আরম্ভ করিবে। পর্ব্বকালে উত্তর কর্ষূতে পিতার, মধ্যম কর্ষূতে পিতামহের এবং দক্ষিণ কর্ষূতে প্রপিতামহের পিণ্ডদান করিবে। উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত বামাবর্ত্তে গমন হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন। গৌতম ঋষি, শাণ্ডিল্য ঋষি ও শাণ্ডিল্যায়ন ঋষি দক্ষিণাবর্ত্তে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত গমন করিতে বলেন। প্রদক্ষিণ করিবা পিতৃগণকে ধ্যানকরত প্রাণায়াম ও মনে মনে "অমীমদন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই পথেই ফিরিয়া আসিবা নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে স্বয়ং বা স্বীয় পত্নী শাক পাক করিবে। পূপাষ্টকানুসারে শাকাদি দ্বারা হোম করিবে। গোভিল ও গৌতম মধ্যম অষ্টকাতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এবং কৌৎস ঋষি সকল অষ্টকাতেই অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে মত দেন। যদি মাংসাষ্টকাতে পশুস্থানে আনুকল্পিক স্থালীপাক করে তাহা হইলে ওদনচরু প্রস্তুতের পর তাহা সবৎসাতরুণী গাভীর দুগ্ধ সিদ্ধ করিবে।

সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাদশ খণ্ড।

পণ্ডিতগণ সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একবিধ কর্ম্মের কথা বলেন আর পৌর্ণমাস হইতে দর্শ পর্য্যন্ত আর একবিধ কর্ম্মের কথা উল্লেখ করেন। পূর্ণাহুতির পর দর্শ (অমাবস্যা) ও পৌর্ণমাসীর মধ্যে যাহা প্রথমে পড়িবে তাহাতেই হোম করা বিধি, তাহাই হোমের আদিকাল ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। পূর্ণাহুতির পর সায়ং হোম করিয়া পাকযজ্ঞাবসানে বলিকর্ম্ম ও বৈশ্বদেব করিবে। পরে শক্তিঅনুসারে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যজমান স্বয়ং ভোজন করিবে কাত্যায়ন এই কথা বলেন। নিরলস ভাবে বৈবাহিক অনলে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবে এই হোমারম্ভ চতুর্থী হোম করিবার পরে কর্ত্তব্য। ইহা শাট্যায়ন মুনির মত। পূর্ণাহুতির পর প্রাতঃকালে হোম করিয়া সায়ংকালে হোম করিবে। সায়ং হোমের বিধিও এই। অমাবস্যা পৌর্ণ-

একবিংশ খণ্ড।

পীড়াবশতঃ স্বয়ং হোম করিতে অসমর্থ হইলে অগ্নি-সমীপে উপসর্পণ করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে শয়ন হইতে উঠিয়া বসিবে। সায়ং আহুতি দিবার সময়ে গৃহীকে যদি আসন্ন-মৃত্যু বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে তখনই প্রাতর্হোম হইবে। ইহার পরেও যদি গৃহী-প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা করে ত পুনরায় প্রাতর্হোম করিবে নতুবা করিবে না। গৃহী প্রাণত্যাগ করিলে তাহাকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইবে। অনন্তর দক্ষিণশিরা করিয়া কুশাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করাইবে। অনন্তর তাহাকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পুনরায় স্নান করাইবে। পরে অন্য যজ্ঞোপবীত পরাইবে এবং কুসুমভূষিত করিবে, ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত করিবে। অনন্তর পুত্রগণ তাহার সপ্তচ্ছিদ্রে সুবর্ণখণ্ড দিয়া অন্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ইঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অগ্রে অগ্রে অগ্নিহোত্র পশ্চাতে মৃত-অগ্নিহোত্রীকে লইয়া যাইতে যাইতে আমপাত্রে গৃহীত অন্ন অর্দ্ধেক ভাগ পথে ছড়াইবে—অপরার্দ্ধভাগ পিণ্ডের জন্য রাখিবে। অনন্তর দাহকর্ত্তা পুত্রাদি শ্মশানে গিয়া দক্ষিণাস্যে বামজানু পাতন-পূর্ব্বক উপবেশন করত পিণ্ডদান রীতি-অনুসারে, সেই অর্দ্ধভাগ অন্ন তিলযোগে দান করিবে। অনন্তর, স্নান করিয়া পবিত্র ভূতলে চিতাযোগ্য পঞ্চবিধ ভূসংস্কার করিয়া তাহাতে কাষ্ঠরাশি সজ্জিত করিবে। তদুপরি এই সাগ্নিক ব্যক্তিকে উত্তান এবং দক্ষিণ-শিরা করিয়া শয়ন করাইয়া ইঁহার মুখে আজ্যপূর্ণ স্রুক্ নাসিকাতে দক্ষিণাগ্র স্রুব, পাদদ্বয়ে পূর্ব্বা অরণী, বক্ষস্থলে উত্তরা অরণি, বাম পার্শ্বে শূর্প, দক্ষিণ পার্শ্বে চমস, উরুমধ্যদ্বয়ে মুষল ও মুষ্ক ভক্রদেশে উদূখল স্থাপন করিবে। নিরগ্নি ব্যক্তিকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। দাহক ব্যক্তি সাশ্রু-লোচন ব্যতীত হইবে না। সংযত বাক্য দক্ষিণ মুখ এবং বিকৃতোত্তরীয় হইয়া এই সকল কার্য্যকরিয়া বামজানু পাতনপূর্ব্বক দক্ষিণ মুখ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মুখাগ্নি করিবে। "তুমি ইঁহারদ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিলে, ইনি আবার তোমার সাহায্যে দেহান্তর লাভ করুন ইনি স্বর্গলোকে গমন করুন" অগ্নিদান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গৃহস্বামী এইরূপে দগ্ধ হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ইঁহাকে দগ্ধ করে, সেও অনিন্দিত সন্তান লাভ করে। যেমন পথিক নিজের অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়ভাবে অরণ্য অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সাগ্নিক ব্যক্তি যজ্ঞপাত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া অন্য লোক সকল অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মই লাভ করে।

একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ খণ্ড।

অনন্তর, সকল শব-স্পর্শীরাই চিতাগ্নির দিকে না চাহিয়া জলে গিয়া সবস্ত্র স্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্র কুশ করিয়া প্রেতোদ্দেশে প্রত্যেককে সতিল জলগণ্ডূষ দান করিবে। গোত্র নাম উল্লেখের পর "তর্পয়ামি" বলিবে ইহা তর্পণের মন্ত্র। সকলে এইরূপ তর্পণ করিয়া পুনর্বার স্নান আচমন করিবার পর শাদ্বল ভূমিতে উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের অনুগামী লোকেরা তাহাদিগকে বলিবে;—"সকল প্রাণীই অনিত্য, ইহার জন্য তোমরা শোক করিও না। যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম কার্য্য কর; এই ধর্ম্মই তোমাদিগের সহগমন করিবে। কদলীস্তম্ভসদৃশ অসার, জলবুদ্বুদ-সদৃশ নশ্বর এই মনুষ্যদেহে যে ব্যক্তি সার অন্বেষণ করে, সে অতিশয় মূঢ়। পৃথিবী বল দেবতা বল, সকলেরই নাশ আছে, তবে ফেন-তুল্য মর্ত্ত্যলোক, বিনষ্ট না হইবে কেন? পাঁচ প্রকার জিনিসে গঠিত সেই শরীর যদি শরীর ধারণ জনিত কর্ম্ম ফলে পঞ্চরূপে পরিণত হইবাই থাকে, তাহাতে আবার শোক কি? সকল সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়, উন্নতির শেষ পতন, সংযোগের শেষ বিয়োগ এবং জীবনের শেষ মরণ। বান্ধবেরা রোদন সময়ে যে শ্লেষ্মা ও নেত্রজল পরিত্যাগ করে মৃতব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা ভোজন

করিতে বাধ্য হয়। অতএব রোদন করা অনুচিত, যত্ন-সহকারে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাই বিধেয়।" এইরূপ কথিত হইয়া তাহারা কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহ গমন করিবে। অপরে, স্নান অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে।

দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড।

আহিতাগ্নি ব্যক্তির পাত্রন্যাসাদি এইরূপেই হইবে এ বিষয়ে কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি লইয়া সূত্র কথিত বিশেষ বিধি আছে। বিদেশে মরিলে অস্থিসকল আহরণ পূর্ব্বক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহা ঊর্ণাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দাহ করিবে পাত্রন্যাসাদি পূর্ব্ববৎ হইবে। অস্থি না পাওয়া যাইলে অস্থিসমসংখ্যক পর্ণ সকল উক্ত রীতি-ক্রমে দাহ করিবে; তদবধি অশৌচ হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তি যদি স্বয়ং মহাপাতকযুক্ত হয় তাহা হইলে, তদীয় পুত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তাহার পাপ ক্ষয় না হয় তদবধি অগ্নি রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, বা করিতে করিতে মরিয়া যায়,তাহার গৃহ্য অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে এবং শ্রৌতঅগ্নি উপকরণের সহিত জলে ফেলিয়া দিবে। অথবা উভয় অগ্নিকেই জলসাৎ করিবে, যেহেতু অগ্নি জল হইতে উদ্ভূত। পাত্র সকল কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবে, দগ্ধ করিবে অথবা জলেই ফেলিয়া দিবে। সৎপথস্থিতা রমণীকেও এই রীতি-ক্রমে দগ্ধ করিবে; তবে ইহাঁর পক্ষে অগ্নি-দানের মন্ত্রটী প্রয়োগ করিবে না। ইহা নিয়ম। ভার্য্যা যদি স্বাধীনা পতিতা না হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নি দ্বারাই তাহার শব দাহ করিবে। তৎপরে অগ্নিপাত্র সকলকে তদীয় চিতার সমীপে, পৃথগ্ভাবে দাহ করিবে। পরদিনে, বা তৃতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয়ন হইবে। ঋষিগণ এই কার্য্যে যে বিধির আদেশ করিয়াছেন অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্ববৎ স্নান পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া প্রাচীনাবীতি (ও দক্ষিণমুখ) হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে গব্যদুগ্ধ দ্বারা অস্থিসকল সিক্ত করিবে। শমীশাখা এবং পলাশ শাখা দ্বারা ভস্ম হইতে অস্থি উদ্ধৃত করিয়া গব্য ঘৃতাভ্যক্ত করিবে, তৎপরে গন্ধজল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহা সূত্রবেষ্টিত করিবে। পরে পবিত্র ভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দক্ষিণমুখ হইয়া সেই স্থানে তাহা পুঁতিয়া ফেলিবে। পঙ্কপিণ্ড ও শৈবাল দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া এবং তাহা উপরে দিয়া অবশিষ্ট পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাধা করিবে। নিরগ্নি মৃতব্যক্তিরও দাহবিধি এইরূপ; স্ত্রীলোকেরন্যায় তাহাদিগকে অগ্নিদান করিবে; অনন্তর অনুক্ত কথা কথিত হইতেছে।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড।

অশৌচ হইলে সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম না করা বিধি। শুকান্ন দ্বারাই হউক আর ফল দ্বারাই হউক শ্রৌত অগ্নিতে অকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে কৃতাকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে অধ্যারম্ভ বিধি অনুসারে কৃতান্ন দ্বারা হোম করাইবে। ওদন ও শক্তু প্রভৃতি, কৃতান্ন; তণ্ডুল প্রভৃতি কৃতাকৃত অন্ন; এবং ব্রীহি প্রভৃতি অকৃত অন্ন—পণ্ডিতগণ এই ত্রিবিধ দ্রব্যের কথা বলিয়াছেন। অশৌচ, প্রবাস, অশক্তি এবং শ্রাদ্ধান্ন ভোজন ইত্যাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে অপর দ্বারা হোম করাইবে। ব্রহ্মচারী অশৌচেও কখন স্বীয় কর্ম্মত্যাগ করিবে না; দীক্ষার পর যজ্ঞ বা কৃচ্ছ্রাদি তপস্যাতেও অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না। পিতৃমরণেও ইহাদিগের কদাচ দোষ হয় না। ব্রহ্মচারীর অশৌচ কর্ম্মান্তে হইবে বা তিন দিন হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ দাহ হইতে একাদশ দিনে কর্ত্তব্য। তবে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ সকলের পক্ষেই মৃতাহে কর্ত্তব্য। বারটী মাসিক, আদ্য শ্রাদ্ধ, ষাণ্মাসিকদ্বয় এবং সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ। এক দিন বা তিন দিন কম ছয় মাসে অর্থাৎ ষষ্ঠ মাসীয় মৃততিথির পূর্ব্ব দিনে বা তিন দিন পূর্ব্বে প্রথম ষাণ্মাসিক এবং একদিন বা তিন দিন কম সংবৎসরে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক হইবে।

(তিন দিন কম ষষ্ঠমাসাদিতে যাণ্মাসিক করা এদেশে ব্যবহার নাই)। অপুত্রব্যক্তির উদ্দেশে প্রথমোক্ত পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এবং অন্য শ্রাদ্ধও (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধও) বৎসরের মধ্যে একদিন করিবে। সপুত্রব্যক্তির শ্রাদ্ধ সকল সময়ই হইতে পারে *। অপুত্রারমণীব স্বামীও কখন (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না। পিতা ও পুত্রের এবং অগ্রজ ও অনুজভ্রাতার (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না †। সাগ্নিকপুত্র একাদশ দিনে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া অমাবস্যায় মাতাপিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া ফেলিবে। সপিণ্ডীকরণের পর আর একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। গোতম বলেন,—শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কর্ষু সমন্বিত শ্রাদ্ধ, আদিম ষোড়শ শ্রাদ্ধ, এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ ত্যাগ করিয়া অন্য সকল শ্রাদ্ধে ষট্‌পিণ্ড হইবে। ইহা নিয়ম। অর্ঘদান, অক্ষয্যোদক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনস্থলে তন্ত্রতা হইবে না। যাহারা ব্রহ্মদণ্ড প্রভৃতিবশে পরলোকগত হওয়ায় অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই, তাহাদিগের কখনই শ্রাদ্ধাদি সংকার হইবে না।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বিবাহের পর চতুর্থী হোমে লাম্ববার্থিগণ মন্ত্রসংহতির মধ্যে অগ্নে ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার প্রয়োগে বিংশতি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। অগ্নির স্থানে বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যপদের উহ করিবে এবং পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমস্ত উহ করিবে। প্রত্যেক মন্ত্র চার চার বার পড়িয়া আহুতি দিবে এইরূপ শ্রুতি আছে। প্রথম পঞ্চকে পাঁচ মন্ত্রেই "পাপী লক্ষ্মীঃ" এই পদ থাকিবে। দ্বিতীয় পঞ্চকে "পতিঘ্নী" তৃতীয় পঞ্চকে "অপুত্রা" এবং চতুর্থ পঞ্চকে "অপসব্যাঃ" পদ থাকিবে। এই বিংশতি আহুতি। ধৃতি হোমে স্বাহাযোগে চতুর্থী হইবে না, অষ্ট গোনাম হোমেও চতুর্থী হইবে না, গোনাম হোমে চতুর্থী স্থলে "কম্য" শব্দ প্রয়োগ হোম করিতে হইবে। (গোভিল-সূত্রে দ্বিতীয় পুংসবন প্রকরণে বট-শুঙ্গাক্রয়ের বিধি আছে, কাত্যায়ন শুঙ্গাশব্দের অর্থ এবং কে ক্রয় করিবে তাহা আদেশ করিতেছেন)। শাখার গূঢ় অগ্র পল্লবের নাম শুঙ্গা। ব্রতবতী পতিব্রতা নারী, বিদ্যাহীন ব্রহ্মবন্ধু—ঐ শুঙ্গাক্রয় করিবে। (গোভিল সীমন্তোন্নয়ন প্রকরণে যে সকল অস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এখানে তাহার অর্থ লিখিত হইতেছে)। শলাটুশব্দে নীল, গ্রন্থ শব্দে স্তবক বোধ হয়। মস্তকের উভয় পার্শ্বের কেশের নাম কপুষ্ণিকা এবং পশ্চাদ্বর্ত্তি কেশের নাম কপুচ্ছল। শললী শব্দে শেজারু কাঁটা, বীরতর শব্দে শর। তিল ও তণ্ডুল একত্র পক্ক হইলে তাহার নাম কৃশর। নামকরণ-সংস্কারে গোভিলসূত্রে সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ নক্ষত্র ও নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃদেবগণের পূজা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুনি, বসু, পিশাচ, যক্ষ, পিতৃ ও বিশ্বেদেবগণের বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া হোম করিবে। উহারা যথাক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, অনুরাধা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, ও অশ্বিনী ভরণী নক্ষত্রের মধ্যে এই ছয় যোড়ার প্রত্যেকটীর হোমই বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া করিবে। অবশিষ্ট দুই যোড়ার অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুণী পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদের দ্বিবচনান্ত উল্লেখে এবং অপর সকল নক্ষত্রের একবচনান্ত উল্লেখে হোম হইবে। নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃদেবগণের মধ্যে সর্প, বায়ু, তোয়, বিশ্বদেব এবং পিতৃগণের হোম বহু বচনান্ত উল্লেখে এবং ব্রহ্ম ও অশ্বিনের হোম দ্বিবচনান্ত উল্লেখে হইবে। উহারা যথাক্রমে অশ্লেষা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মঘা,

---

* এই ১০ম বচন রঘুনন্দন অন্যরূপে পাঠ করিয়াছেন যথা—

"যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণ্যপি।
একস্যৈব তু দাতব্যমপুত্রায়াশ্চ যোষিতঃ॥"

"অপুত্র পুরুষের এবং অপুত্রা (ও বিধবা) রমনীর কেবল প্রথম পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে (পঞ্চদশ শ্রাদ্ধবিধান শিষ্য পর্য্যন্ত রহিত পুরুষের পক্ষে জানিবে)। আমরা এই পাঠকেই প্রামাণিক বোধ করি।

† এই বচনের সহজ অর্থ; স্বামী অপুত্রা রমণীর পিতা পুত্রের এবং অগ্রজ অনুজের উক্ত শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্যশ্রাদ্ধ করিবে না।

উত্তরভাদ্রপদ এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা*।

গুরু, ব্রহ্মচারীকে কোনকার্য্যে আদেশ করিলে ব্রহ্মচারী "বাঢ়ং" (ভাল) অথবা "ওঁ" (আচ্ছা) বলিয়া সেই কার্য্য যথোচিতরূপে পালন করিবে। যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী না হয় তাহা হইলে, ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন স্নান পর্য্যন্ত সশিখ বপন করিবে। ব্রহ্মচারী, বিনা আপদে কদাচ গাত্রের মলাপকর্ষণ করিবে না। জলক্রীড়া বা অলঙ্কার ধারণও করিবে না; এবং দণ্ডবৎ স্নান করিবে। দেবগণের বিপর্য্যাস-ক্রমে হোম হইলে কি হইবে?—সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পরে ঠিক অনুক্রমে সেই সকল দেবগণের হোম করিবে। উপনয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন সংস্কারের কালাত্যয় হইলে এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া তাহা করিবে। যে ব্যক্তি নব যজ্ঞ না করিয়া অজ্ঞানতঃও নবান্ন ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বৈশ্বানর চরু বিহিত আছে।

পঞ্চবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড।

সমশনীয় চরু এবং গোমেধ যজ্ঞ বৃষোৎসর্গ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, ও কৃষ্যারম্ভ এই সমস্ত কার্য্যের চরু আর শ্রাবণী পূর্ণিমা ও প্রদোষের চরুতে নির্ব্বাপ এবং হোম হইবে কিরূপ? সেই সেই কর্ম্মের দেবতা সংখ্যা অনুসারে দেবতা নামো-ল্লেখপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাপ গ্রহণ করিবে। চুপ করিয়া দুইবার গ্রহণ করিবে। হোমও পৃথক্ পৃথক্ হইবে। যাবৎ চরু দ্বারা সেই সেই কার্য্যে কথিত হোম সমাধা হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিতে পারে তাবৎ চরু নির্ব্বাপণ করিবে। সমশনীয় চরু এবং পিতৃযজ্ঞীয় চরুতে মেক্ষণ দ্বারা হোম করিবে। কেহ কেহ বলেন উপস্তীর্ণ ও অভিঘারিত করিয়া হোম করিবে। (স্রুকের দ্বারা স্রুব পাত্রে যে প্রথম হবি গৃহীত হয় তাহার নাম উপস্তীর্ণ; এবং যে হবি গ্রহণ করিয়া অনন্তর আজ্য প্রদত্ত হয় তাহা অভিঘারিত)। গোভিল বৃষোৎসর্গের বিধি ও কালকীর্ত্তন করেন নাই। অতএব কাত্যায়নের ইহা সংক্ষেপে কীর্ত্তিত। অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং প্রস্তরারোহণের ও সেই পারিভাষিক কাল অন্য কোন উপদেশগ্রন্থে কথিত আছে। অথবা মার্গপাল্য দিনে গোমেধ যজ্ঞের কাল এবং নীরাজ দিনে অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল ইহা শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে। শরৎকালে ও বসন্তকালে কেহ কেহ নবযজ্ঞ করিতে বলেন। কেহ কেহ বলেন ধান্য পাক বশে নবযজ্ঞ হইবে। আর বানপ্রস্থদিগের শ্যামাক ধান্য-পাক সময়ে নবযজ্ঞ হইবে বলিয়া কথিত আছে। আশ্বিনী পূর্ণিমা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কৃষি এবং বাস্তুকর্ম্মে যজ্ঞার্থতত্ত্ববেত্তা যাজ্ঞিকগণ এইরূপ হোম হইবে বলেন;—যথা যথাক্রমে দুই আহুতি, পাঁচ আহুতি ও দুই আহুতি হবির্দ্বারা হইবে। অবশিষ্ট আহুতি সকল আজ্য (ঘৃত) দ্বারা হইবে কাত্যায়ন ইহা বলেন। আজ্য-সংযুক্ত দুগ্ধ কাহারও কাহারও মতে দধি "পৃষাতক" নামে অভিহিত হয়। তাহা উপাসাদন করিয়া পায়স চরু করিবে। ব্রীহি, শালি, মুদ্গ, গোধূম, সর্ষপ, তিল এবং যব এই সপ্ত ঔষধি ধারণ করিলে বিপৎ নষ্ট হয়। গোতমাদি ঋষিগণ এই সকল সংস্কার স্মরণ করিয়াছেন। অনন্তর যথাকালে কথিত অষ্টকাদি সমুদায় কার্য্য করিবে। যে দ্বিজ, একবারও অষ্টকাদি কার্য্য করিবে, সে, পঙ্‌ক্তি-পাবন হইয়া মৃতস্রাবী লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি, কর্ম্মস্থ হইয়া এক দিন ও শুচিভাবে অগ্নি পরিচর্য্যা করে, সে তৎক্ষণেই একশত দিন স্বর্গভোগ করে। যে ব্যক্তি অগ্নি আধান পূর্ব্বক দেবাদিকে সমাদৃত করিয়া এই সকল কর্ম্মদ্বারা তাঁহাদিগের পূজা না করে, সেই দেব প্রভৃতির নিরাকর্ত্তা ব্যক্তি "নিরাকৃতি" বলিয়া জ্ঞাতব্য।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

---

* মূলের ১২ শ্লোক
"দেবতা যদি হুয়তে যদ্বদ্বৎ সর্ব্বশঃ।
দেবীন্দ পিতরস্তেৎ বিবদ্ধ্যাদিবো সদা।"
রঘুনন্দন এই রূপে পাঠ করেন। তাঁহার পাঠই অধিক প্রামাণিক, তদনুসারে অনুবাদ করা হইল।

সপ্তবিংশ খণ্ড।

কর্ম্মের আদিতে বিহিত শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ) কর্ম্ম শেষ বিহিত দক্ষিণা এবং অমাবস্যা কর্ত্তব্য দ্বিতীয় শ্রাদ্ধের নাম "অন্বাহার্য্য"। মাতৃপূজার অনু অর্থাৎ পরে কর্ত্তব্য বলিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'; কর্ম্ম শেষ কর্ত্তব্য বলিয়া দক্ষিণার নাম 'অন্বাহার্য্য'; আর পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে কর্ত্তব্য বলিয়া অমাবস্যা শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'। এককসাধ্য বৃক্ষশূন্য হোমে বহির্বাস্তরণ, পরিসমূহন এবং উদগাসাদন নাই, কেন না তাহা "ক্ষিপ্র হোম" বলিয়া বিদিত। ব্রীহি ও যবের অভাবে, দধি বা দুগ্ধ দ্বারা, তদভাবে যবাগূ এবং তদভাবে জল দ্বারাও হোম করিবে। রৌদ্র, রাক্ষস, পিত্র্য, আসুর বা আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে আত্মদেহ স্পর্শ করিয়া জল স্পর্শ করিবে। যে ব্যক্তি লবণ, মধু, মাংস বা ক্ষারাংশ আহুতি দেয় সে, উপবাসান্তে ভোজন করিবে। হোতা ও হব্যের অনাত্তে বা কালে সায়ং হোম না হইলে, পরদিন প্রাতর্হোমের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সায়ংহোম করিতে পারিবে, তবে কিনা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ হোম করিতে হইবে, সায়ং হোমকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাতর্হোমকাল থাকে। পৌর্ণমাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শযাগের কাল থাকে। এবং দর্শের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌর্ণমাস যাগে কাল থাকে। বৈশ্বদেব অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ ব্রত আরম্ভ করিবে। সায়ং হোম এবং প্রাতর্হোম এই দুই বার হোম না হইলে, বা দর্শ যাগ ও পৌর্ণমাস যাগ না হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবে ইহা ভার্গবের মত। (গোভিলোক্ত কতিপয় শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে)। অনধীত বেদ বালকের "মাণবক" সংজ্ঞা; "এণ" শব্দে কৃষ্ণসার মৃগ বুঝিবে। রুরু শব্দে গৌরবর্ণ মৃগ, আর স্বয়ম্ শব্দের অর্থ "পদ।"* ব্রাহ্মণের দণ্ড, পরিমাণে কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে। সকল জাতির দণ্ডই সরল, অক্ষত ও সৌম্য দর্শন হইবে; প্রাণীগণের উদ্বেগকর হইবে না ত্বক্‌যুক্ত হইবে; আর অগ্নিদূষিত হইবে না। গোরু, বড়ই প্রধান," ইহা ব্রাহ্মণেরা বলেন; বেদেও ইহা কথিত আছে। গোরু হইতে প্রধান আর কিছু নাই এইজন্য "বর" শব্দে গো। যে সকল ব্রতের অন্তে দক্ষিণাবিধান নাই তথায় গুরুকে "বর" দান বা বস্ত্র দান করা কর্ত্তব্য। অস্থানে উচ্ছ্বাস বিচ্ছেদপূর্ব্বক ঘোষণা ও প্রামাদিক অধ্যাপনাদি দ্বারা শ্রুতির "যাতযামত্ব" হয়। দ্বিজগণ, প্রতিবর্ষে উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ করাতে, বেদ সকলের পুনরায় তেজোবৃদ্ধি হয়। দ্বিজগণ, অযাতযাম বেদ সাহায্যে লীলাবশতঃও যে কর্ম্ম করেন তাহা তাহাদিগের সদা সিদ্ধিকারক। আচার্য্য,—গায়ত্রী, গায়ত্র এবং বার্হস্পত্য এই মন্ত্রত্রয় শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া তৎপরে এতির উপাকর্ম্ম করিবে। সংহিতাতে যথাক্রমে একবিংশতি প্রকার ছন্দ আছে। সেই সেই ছন্দে গ্রথিত প্রথম প্রথম মন্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত ছন্দের হোম করা বিধি। গান ভাগ ব্রাহ্মণভাগ অঙ্গ এবং চর্চ্চামন্ত্রের উত্তরাদি পর্ব্ব দ্বারা হোম করিবে। উপাকর্ম্মে এই ষষ্টি হোম করিতে হয়।

সপ্তবিংশতি খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতি খণ্ড।

যবের নাম অক্ষত; যব ভর্জ্জিত হইলে তাহাকে ধানা বলা যায় ভর্জ্জিত ব্রীহির নাম লাজ এবং ঘটের নাম খণ্ডিক। বিচক্ষণ ব্যক্তি দক্ষিণায়ন ছয় মাস উত্তর রহস্য এবং উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে না। ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি উপাকর্ম্ম করিয়া উত্তরায়ণে অধ্যয়ন করিবে। ইহাদিগের উৎসর্গ কর্ম্ম পৌষী পূর্ণিমাতে কিংবা ভাদ্র মাসেই হইতে পারিবে। অজাতলোমা রোমশা এবং আকরপ্রাস্যুতা কন্যাকে বিবাহ

* ১১ শ্লোকের শেষ ভাগ
"স্বয়ঃ পদ উচ্যতে"
মহাশয় এইরূপ পাঠ করেন।

করিবে না। তিন-পা-সংসক্ত পদক্ষেপের নাম প্রক্রম। সকল স্মার্ত্ত কর্ম্মে এবং শ্রৌত কর্ম্মে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক কথিত আছে। যে দিকে বলি প্রদান করিবে সেইদিকেই মুখ ফিরাইয়া বলি দেওয়া বিধি। শ্রবণা কর্ম্মে সর্ব্বদা স্বক্ষ কর্ম্ম হইবে না। বলি শেষের আহুতি এবং অগ্নি প্রণয়ন প্রত্যহ হইবে না কিন্তু উল্মুক প্রত্যহ হইবে। পৃষাতক প্রেষণ এবং হুতাবশিষ্ট নবান্ন ভোজনের মন্ত্রোচ্চারণে সকলেই অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ সমীপে না থাকিলে স্বয়ংই পৃষাতক দর্শন করিবে। নবযজ্ঞেও হবিঃ ভক্ষণ করিবে।

যদি সূতকাদি কোন কারণে শ্রবণা কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে, বলি ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আগ্রহায়ণিক কর্ম্ম করিবে। অতঃপর একমাস, অর্দ্ধমাস, সপ্তরাত্র, ত্রিরাত্র, একদিন অথবা সদ্যঃ; স্বস্তরশায়ী হইবে। অতঃপর মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না। অগ্নিগৃহের নিয়মই থাকিবে না। আহতাস্তরণ হইবে না। দক্ষিণ ও পার্শ্বের কথা থাকিবে না। যদি দৃঢ় হয়ত আগ্রহায়ণীতে কর্ম্মাবৃত্তি হইলেও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভদ্বয় আসিঞ্চন করিবে এবং প্রতি-কুম্ভে মন্ত্র পাঠ করিবে। অন্য বিঘাত বাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেখানে প্রমাণ সকল বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেখানে যে পক্ষে অধিকমত তাহাই গ্রাহ্য। সমানি সমান প্রমাণ থাকিলে যুক্তিই প্রামাণ্যজনক কথিত হইয়াছে। ত্রৈয়ম্বক শব্দে করতল, অপূপশব্দে মস্তক; পালাশশব্দে গোলক এবং চীবরশব্দে লৌহচূর্ণ। কোন স্থলে অনামিকাগ্র দ্বারা স্পর্শ, কোন স্থলে বা দর্শন মাত্র দ্বারাই অনুমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

অষ্টাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ খণ্ড।

সকল কর্ম্মেই পশুস্রোত ইচ্ছানুসারে, ভূক্তান্তরে দর্ভকূর্চ্চদ্বারা প্রক্ষালনীয়। পলাশ দারুপাত্রদ্বয় বসা সংগ্রহার্থ জানিবে। মস্তক-স্থিত পঞ্চস্রোত (দুই বাসিকারন্ধ্র দ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয়) চার স্তন, নাভি, শ্রোণি এবং অপান গোরুর এই চৌদ্দটী স্রোত। ক্ষুরের প্রয়োজন মাংস কর্ত্তন। দ্বিষ্টকৃৎ রীতি-অনুসারে সমস্ত বসা গ্রহণপূর্ব্বক হোম করিলে তাহাতেই মন্ত্র সমাপ্তি হইবে। হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড, অস্থি, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, মলদ্বার, স্তন, সক্থি, স্কন্ধ, এবং পার্শ্ব এই কয়টি পশুদিগের অঙ্গ। এই একাদশ অঙ্গের সংখ্যাক্রমে অবদান হইতে পারে বটে, কিন্তু, পার্শ্ব বৃক্ক এবং সক্থি দুই দুই বলিয়া চতুর্দ্দশ অবদান কথিত হইয়াছে। যে হেতু শ্রুতির চরিতার্থতা যে কোনরূপে করিতে হইবে-অতএব ছাগ পক্ষ চরুতেও অষ্ট স্রুগ্দ্বারা হোম করিবে। পশুসঙ্ঘে যতগুলি অবদান কৃত হইত পশু না থাকিলে ততগুলি পায়স পিণ্ড করিবে। পশু না থাকিলেও উহন ব্যঞ্জনার্থ সত্ত্বর পায়স চরু করিবে। তাহা অষ্টকা কার্য্যেও জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত পিণ্ডদানের প্রধান্য কীর্ত্তন করেন। কেন না দেখাযায় গয়াদিতে মাত্র পিণ্ডদানই বিহিত আছে। অন্য মহর্ষিগণ পাত্রান্নভোজনের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। কেননা ব্রাহ্মণ পরীক্ষা বিষয়ে মহাযত্ন দেখা গিয়া থাকে। আম শ্রাদ্ধ বিধি-অনুষ্ঠান বিনাগ্নিতে হইতে পারে। শ্রাদ্ধান্নস্পর্শেও শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণেও অনধ্যায় হয়। পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি; উভয় কার্য্যেরই প্রাধান্য আছে বলিয়া ইহা সমুচ্চয় জানিবে। পিতৃ-পক্ষে পশু প্রোক্ষণ, দক্ষিণাস্ত এবং চরুনির্ব্বাপণাদিকার্য্য প্রাচীনাবীতি হইয়া করিবে। অবদান সমস্তই প্রাশনার্থ, অন্য কিছু নহে। হবনই প্রধান। অবশিষ্টাংশ প্রকৃতিবৎ হইবে। উন্নত স্থানের নাম দ্বীপ, শাবল স্থান ইষ্টকা। সজল স্থানের নাম কাশির এবং যাহার দূরে থাত জল তাহার নাম মরু।—বাস্তদ্বার,—দ্বার, গবাক্ষ, স্তম্ভ, কর্দ্দম, ভিত্তি শেষ এবং কোন বোধে বিদ্ধ হইবে না এবং অার্য্যগণের আক্রান্ত হইবে। এই কার্য্যে ব্রীহিকে "বর্ধন্বা" বলিয়া এবং যবাকে "মন্থ" শব্দে উল্লেখ করিয়া এবং অমুক বলিয়া ন্যায়োদ্দেশ পূর্ব্বক ক্ষিপ্র হোমের ন্যায় হোম করিবে। সুরুক্ত, পুষ্প, লেপ এবং গন্ধ দিয়ালিকের সলি-

লনে অর্ঘ্য এবং দধি মধুযোগে মধুপর্ক হয়। পূজনীয় ব্যক্তির অঞ্জলিতে কাংস্যপাত্র করিয়া অর্ঘ্য দিবে। আর মধুপর্ক ও কাংস্যাচ্ছাদিত এবং কাংস্যস্থ করিয়া সমর্পণ করিবে। *

---

* "ন তৎপূর্ব্বং যতঃ প্রোক্তঃ সপিণ্ডনবিধিঃক্রমাৎ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্য লোপঃ স্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"
আহ্নিকতত্ত্ব ধৃত।

"উত্তানে নতু হস্তেন হ্যঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতম্।
সংহতাঙ্গুলিপাণিস্তু বাগ্‌যতো জুহুয়াদ্ধবিঃ॥"
পরাশরভাষ্য ও মদন পারিজাত ধৃত।

এই দুইটী বচন ছন্দোগ পরিশিষ্টের; অর্থাৎ এই কাত্যায়ন-সংহিতার যে যে গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা লিখিত আছে। দুইটী বচনই প্রামাণিক; কিন্তু আমাদের সংগৃহীত আদর্শ মধ্যে এই দুইটী বচন নাই।

কর্ম্মপ্রদীপ পরিশিষ্ট বা তৃতীয় প্রপাঠকে
কাত্যায়ন-সংহিতা সমাপ্ত।

বৃহস্পতি-সংহিতা।

দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার বরদক্ষিণা সমাপ্ত হইয়াছে, এরূপ একশত যজ্ঞসম্পন্ন করিয়া বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি (ঋষিকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বস্তু দান করিলে, সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি হয়, এবং যে বস্তু দত্ত হইলে, উত্তম ফলজনক হয়; হে তপোধন! তাহা আমাকে বলুন। ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবরাজপুরোহিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাগ্মীপ্রধান বৃহস্পতি বলিলেন। হে বাসব! সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান, এ সকল বস্তু যে মনুষ্য দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বাসব! যে মনুষ্য ভূমিদান করে, সে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণি, এবং রত্ন এ সকল বস্তু দানের ফল প্রাপ্ত হয়। লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিতা (চষা) বীজরোপণযুক্তা কিম্বা শস্যপূর্ণা ভূমি দান করিয়া যতকাল সূর্য্যকিরণ ত্রিলোকে থাকিবে, তাবৎকাল সে ব্যক্তি স্বর্গধামে বাস করিবে। মনুষ্য জীবিকার অল্পতাহেতু ক্লেশ পাইয়া যে কোন পাপ করিয়াও গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমি দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। দশ-হস্ত-পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড দীর্ঘে এবং তাদৃশ দণ্ডের দণ্ডবিস্তারে যে ভূমি, তাহাকে গোচর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে, ঐ গোচর্ম্ম ভূমিদান মহা ফলজনক জানিবে। অথবা বৃষের সহিত সহস্র গাভী বালক এবং বৎস প্রসব করিয়াও অক্লেশে যে স্থানে থাকিতে পারে, এতৎ পরিমিত ভূমিকে গোচর্ম্ম ভূমি বলা যায়। (ইহা আচার্য্যগণের পরিমাণ)। গুণবান্ তপঃপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর, এই সসাগরা পৃথিবী যতকাল থাকিবে, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে দানের অনন্ত ফল ততকাল ভোগ করিতে হইবে। ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত বীজ যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভূমি দান দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জলমধ্যে পতিত তৈলবিন্দু তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত হয়, সেরূপ ভূমিদানজাত পুণ্য বিস্তৃত হয়। অন্নদাতাগণ সর্ব্বদা সুখী হয়, বস্ত্রদাতা রূপবান্ হয়। যে মনুষ্য ভূমি দান করে, সে ব্যক্তি শঙ্খ, সিংহাসন, ছত্র, স্থাবর, অস্থাবর এবং হস্তী এ সকল বস্তু দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ মোচন দ্বারা বৎসকে প্রতিপালন করে, সেইরূপ হে সহস্রলোচন। ভূমি প্রদত্ত হইলে ভূমিদাতাকে বর্দ্ধিত করেন। হে পুরন্দর! ভূমি দানের ফল বহুতর পুণ্য এবং স্বর্গবাস, সূর্য্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি, এবং ভগবান্ মহাদেব সকল দেবতা ভূমিদাতাকে আনন্দিত করেন। পিতৃগণ গর্ব্ব করেন এবং পিতামহগণ হর্ষান্বিত হইয়া (বলেন) আমাদিগের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে, আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। ঋষিগণ গোদান,—ভূমিদান এবং বিদ্যাদান এই তিন দানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, এই তিনটী দান করিলে, দাতাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করে, ইহাতে সংশয় নাই। বস্ত্রদাতাগণ বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ হইয়া (পরলোক) গমন করে, যাহারা বস্ত্রদান করে না, সে সকল মনুষ্য নগ্ন হইয়া গমন করে। অন্নদাতাগণ (উত্তম দ্রব্য ভোজন দ্বারা) তৃপ্ত হইয়া গমন করে, যাহারা অন্ন দান করে না, সে সকল ব্যক্তি ক্ষুধিত হইয়া গমন করে। নরকভয়ভীত পিতৃগণ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, যে পুত্র গয়াধামে গমন

করিবে, সে সন্তানই আমাদিগের পরিত্রাণ করিবে। বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি এক জনও গয়াধামে গমন করে, কিম্বা কোন পুত্র যদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কোন পুত্র (বৃষোৎসর্গকালে) নীলবৃষ উৎসর্গ করে। নীলবৃষ কীদৃশ এই আকাঙ্ক্ষার উত্তর) যে বৃষের লোহিত বর্ণ পুচ্ছাগ্র, পাণ্ডুরবর্ণ খুর এবং শৃঙ্গদ্বয় শ্বেতবর্ণ, (ঋষিগণ) তাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। নীলবৃষশব্দে কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নহে। যদি সেই শ্বেতবর্ণ পুচ্ছ নীলবৃষ তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়ায়, উৎসর্গকর্ত্তা পিতৃগণকে ষাট হাজার বৎসর পরিতৃপ্ত করে। কূল হইতে উদ্ধৃত পঙ্ক যদি উৎসৃষ্ট নীল বৃষের শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা উৎসর্গকর্ত্তার পিতৃগণ উত্তম কান্তিযুক্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। পুরাকালে যদু, দিলীপ, নৃগ নহুষ এবং অন্য রাজগণের এই পৃথিবী অধিকারে ছিলেন, বর্ত্তমানকালে অন্যের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎকালেও অপরের অধিকারভুক্ত হইবে। সগর প্রভৃতি বহুরাজগণ এই পৃথিবী দান করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ পৃথিবী যখন যাহার অধিকারে থাকিবে, সে ব্যক্তি তখন তাহার ফলভাগী হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, পিতৃমাতৃহত্যাকারী, শত সহস্র গোহত্যাকারী এবং যে ব্যক্তি স্বীয় দত্ত কিম্বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে, সে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া মরে। ভূমিদানে যে তিরস্কার করে, এবং যেব্যক্তি ভূমিহরণ করিতে অনুমতি দান করে,—এই উভয় ব্যক্তি সেই বিষ্ঠাপূর্ণ নরকে গমন করে। ভূমিদাতা এবং ভূমিহরণকারী উভয় ব্যক্তিই পুণ্য এবং পাপের প্রধান অধিকারী। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভূমিদাতা ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থিতি করে। ভূমি হরণকর্ত্তা অধোদেশে অর্থাৎ নরকে অবস্থিতি করে। অগ্নির প্রধান সন্তান সুবর্ণ, বিষ্ণুর কন্যা পৃথিবী, সূর্য্যের সন্তান গোসমূহ, যে ব্যক্তি সুবর্ণ, কিংবা পৃথিবী, অথবা গোদান করে; সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল, এই ত্রিভুবন দানের ফলভাগী হয়। ছিয়াশী হাজার যোজন পরিমিত ভূমির মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভূমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিলে, ঐ ভূমি সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন। যে ব্যক্তি ভূমি প্রতিগ্রহ করে, এবং যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, এ দুই ব্যক্তিই পুণ্যকর্ম্মকারী এবং উভয়েই নিশ্চয় স্বর্গগমন করে। সকল দানকর্ম্মের ফল, এক জন্মমাত্র ভোগ হয়, কিন্তু সুবর্ণ, পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা, কন্যাদানের ফল সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত ভোগ হয়। যে ব্যক্তি আত্মাই "আমি" দেহ "আমি" নহি ভাবিয়া স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, এবং জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীগণের হিংসা না করে, দেহবিয়োগ হইলে, তাহার কখনই ভয় থাকে না,—অর্থাৎ যাহার এই দেহে "আমিত্ব" জ্ঞান আছে, সে, দেহপুষ্টির জন্য হিংসাদি করিয়া থাকে, কিন্তু দেহ বিনাশ হইলে তাহাদিগের পরলোকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা যাঁহার, এই-ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহে আত্মত্ব বুদ্ধি নাই, ইহাকে "আমি" বলিয়া ভাবেন না, কিন্তু নিত্য অধিকারী চৈতন্যরূপ আত্মাকেই "আমি" বলিয়া বুঝেন তাঁহারা দেহ পুষ্টির জন্য হিংসা করিবেন কেন? হিংসা করেন না বলিয়াই পরলোকে অণুমাত্র ভয়ে কাতর হন না চিরসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহারা অন্যায়-পূর্ব্বক ভূমি হরণ করে, কিংবা ভূমি হরণ করিতে অনুমতি করেন, এই হরণকর্ত্তা ও অনুমতিকর্ত্তা উভয়েই সপ্তকুল বিনষ্ট করে। যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি ভূমি হরণ করে কিংবা তাদৃশ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভূমি হরণ করিতে অনুমতি করে, সে বরুণপাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া (যমলোকে গমন করে) অথবা (জন্মান্তরে) পক্ষীযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করিলে পর ব্রাহ্মণগণের অশ্রুবিন্দু দ্বারা তিন পুরুষ কুল নষ্ট হয়। দীর্ঘিকা সহস্র এবং কূপ সহস্র খনন করিলে পর, কিংবা শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পর, অথবা কোটিসংখ্যক গো প্রদান করিলে পর, ভূমিহরণকর্ত্তা শুদ্ধ হয় না। একটী গো কিংবা একখণ্ড সুবর্ণ, অথবা অঙ্গুলী-পরিমিত ভূমি যে ব্যক্তি রোধ করে, প্রলয় পর্য্যন্ত সে নরক ভোগ করে। পরকীয় সীমার অর্দ্ধ অঙ্গুলী পরিমাণ যে ব্যক্তি হরণ

করে, সে বিনষ্ট হয়। গোবীথি, গ্রামের পথ, শ্মশানভূমি এবং যে ব্যক্তি পীড়িত করে, সে প্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ করে। শস্যশূন্য স্থানে শস্য বিতরণ করিবে এবং জলাশয়শূন্য স্থানে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, ব্যাসমুনির এইরূপ উপদেশবাক্য আছে। কন্যাসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে, পাঁচ পুরুষ নষ্ট হয়, গোসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে দশ পুরুষ নষ্ট হয়, অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে একশত পুরুষ নষ্ট হয়, দাসাদি পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে একসহস্র পুরুষ নষ্ট হয়, সুবর্ণ নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে; মিথ্যা বাদীর কুলে যাহারা জন্মিয়াছে এবং যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, সকল বিনষ্ট হয়, এ নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও ব্রহ্মস্বে অভিলাষ করিবে না, ব্রহ্মস্বরূপ বিষের ঔষধ নাই এবং চিকিৎসকও নাই। ঋষিগণ বিষকে বিষ অর্থাৎ প্রাণহারক বলেন নাই, ব্রহ্মস্বই হইতেছে বিষ অর্থাৎ অনিষ্টজনক জানিবে, বিষ ভক্ষণ করিলে, এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ বিষ পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। লৌহখণ্ড, প্রস্তরচূর্ণ, বিষ এ সকল মনুষ্য কদাচিৎ জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু এ ত্রিভুবন মধ্যে ব্রহ্মস্ববিষ কেহই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, রাজাদিগের খড়্গাদি হইতেছে অস্ত্র, খড়্গাদি অস্ত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ সমস্ত কুল নষ্ট করে। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, ভগবান্ বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র, ঐ চক্র হইতেও ব্রাহ্মণের ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ানক, সে নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে কদাচিৎ ক্রুদ্ধ করিবে না। বৃক্ষাদি কদাচিৎ অগ্নিদগ্ধ হইলে কিম্বা সূর্য্য কিরণে দগ্ধ হইলে, অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধদগ্ধ হইলে (মনুষ্য) উন্নতিলাভ করিতে পারে না। অগ্নি তেজের দ্বারা দগ্ধ করেন, সূর্য্যদেব কিরণ দ্বারা দগ্ধ করেন, রাজা দণ্ড দ্বারা দগ্ধ করেন, ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্যু দ্বারাই দগ্ধ করেন। ব্রহ্মস্ব দ্বারা যে প্রীতি এবং দেবস্ব দ্বারা যে সন্তোষ, সেই প্রীতিসন্তোষজনক ধন কুলনাশক এবং আত্মনাশক হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রহ্মহত্যা, দরিদ্রের ধন হরণ এবং গুরু ও বন্ধুগণের সুবর্ণহরণ (এ সকল অকার্য্য) স্বর্গস্থ ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করে। ব্রহ্মস্ব হরণে যে দোষ, সে দোষ বিলুপ্ত হয় না। যদি কোনরূপে তাহা গোপন করে, তথাপি অন্যত্র তাহা প্রকাশ পায়। ব্রহ্মস্ব দ্বারা ক্রীত যে সকল অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ব্রহ্মস্বপালিত যে সকল সৈন্য সামন্ত বালুকাময় ভূমিতে জলের ন্যায়, তৎসমস্ত সংগ্রামকালে বিনষ্ট হয়। হে বাসব! বেদজ্ঞ, সৎকুলোদ্ভব, দরিদ্র, সন্তোষশীল, বিনয়ী, সকলপ্রাণীর হিতকারী, বেদাভ্যাস, তপস্যায় জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যাহারা করিয়া থাকেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! এতাদৃশ ব্যক্তিকে যাহা দান করিবে, তাহা অক্ষয় হইবে। যেরূপ আমপাত্রে বিন্যস্ত দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং মধু পাত্রের অপরিপক্বতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হয় এবং তৎপাত্রও বিনষ্ট হয়; সেইরূপ গো, হিরণ্য, বস্ত্র, অন্ন, মহী এবং তিল যদ্যপি অবিদ্বান ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে কাষ্ঠের ন্যায় সেইব্যক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহার গৃহে মূর্খ বাস করে এবং দূরে বিদ্বান বাস করে, এতাদৃশ ব্যক্তি ও দূরস্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে, সমীপস্থ মূর্খকে না দিলেও কোন দোষ হইবে না। হে বাসব! বিদ্বান্ ব্যক্তি ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত কুলকে তারণ করে। যেব্যক্তি নূতন পুষ্করিণী খনন করে কিংবা পুরাতন পুষ্করিণীর উদ্ধার করে, সেব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গ লোকে বাস করে। প্রাচীন দীর্ঘিকা, কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং উপবন যেব্যক্তি পুনঃ সংস্কার করে, সে ব্যক্তি মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্ম্মাণ কর্ত্তার সমফল প্রাপ্ত হয়। হে বাসব! যাহার নির্ম্মিত জলাশয়ে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে, সেব্যক্তি কোন দুঃখজনক দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় না। হে রাজসত্তম! এ পৃথিবীতে যাহার জলাশয়ে একাহও জল থাকে। ঐ জল তাহার পূর্ব্বাপর সপ্ত সপ্তকুলকে তারণ করে। দীপালোক দান করিলে পর, নর উত্তম শরীরী হয়

প্রোক্ষণীয় অর্থাৎ ভোজ্য প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য প্রদান করিলে স্মরণশক্তি ও উত্তম-মেধা প্রাপ্ত হয়। বহুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যেব্যক্তি ভিক্ষুককে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সেব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তির ভূমি, গো এবং দারা অন্যে ছলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে—দেখিয়াও যেব্যক্তি ঐ সকল বস্তুর প্রভুকে জ্ঞাত করে না,—সে ব্যক্তিকে মুনিগণ ব্রহ্মঘাতক কহিয়াছেন। মন্যুপীড়িত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিবেদিত হইয়াও যে রাজা সেই ব্রাহ্মণগণকে উদ্ধার না করেন, সে রাজাকেও ব্রহ্মঘাতক বলেন। হে বাসব! যে ব্যক্তি উপস্থিত বিবাহ, যজ্ঞ এবং দানকার্য্যে মোহবশতঃও বিঘ্নাচরণ করে, সে মরিয়া কৃমিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান দ্বারা ধন সফল হয়, জীবগণের রক্ষা করিলে আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি হিংসা না করে, সে, ঐশ্বর্য্য এবং আরোগ্য রূপ অহিংসার ফল ভোগ করে। নিয়মী হইয়া ফল, মূল ভোজন করিলে স্বর্গস্থ লোকের সহিত পূজ্য স্বর্গলাভ করে—প্রায়োবেশন করিলে, রাজ্য এবং সর্ব্বত্র সুখভোগ করে। হে শক্র! গবাদি পশুলাভ দীক্ষার ফল; তৃণমাত্রাহারী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করা যাহার নিয়ম, তাহার স্ত্রী লাভ হয়। বায়ুমাত্র আহার-করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যজ্ঞফল লাভ করে। দ্বিজ নিত্যস্নায়ী হইবে; উভয় সন্ধ্যাতে সূর্য্যোপাসনা করিবে। তাহার দ্বারা যে ফল লাভ হয়; রাজ্য দ্বারা তাহা হয় না। অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিয়মপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিলে ব্রহ্মলোকে বাস করে। রত্নসমূহ প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি প্রত্যর্পণ করে, সে বহুতর পশু ও পুত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি নিয়ম পূর্ব্বক উপবাস করে সে, বহুকাল স্বর্গবাস করে এবং অনবরত যে ব্যক্তি একশয্যায় শয়ন করে, সে, অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হয়। বীরাসন, বীরশয্যা এবং বীরস্থান যে ব্যক্তি আশ্রয় করে, তাহার অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি হয়। হে বাসব। দ্বাদশবর্ষ, ব্যাপিয়া উপবাস, দীক্ষা এবং অভিষেক করিয়া বীরলোক হইতে উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া তৎক্ষণেই দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। যে ব্রাহ্মণগণ পুণ্যজনক বৃহস্পতি-কথিত মত পাঠ করে, তাহাদিগের আয়ু, বিদ্যা যশঃ এবং বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বৃহস্পতি সংহিতা সমাপ্ত।

পরাশর-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

একদা পুরাকালে হিমালয় পর্ব্বতের উপরে দেবদারু বনময় আশ্রমে, ব্যাস একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন হে সত্যবতীনন্দন! এই কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম কিরূপ, শৌচ এবং আচার মানুষের হিতজনক তাহা আপনি আমাদিগকে যথানিয়মে বলুন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যাস, ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি, কিরূপে এই ধর্ম্মের কথা বলিব? এ কথা আমার পিতা পরাশরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ধর্ম্মতত্ত্ব-আকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া, ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রম ফলফুলে সুশোভিত বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ,—নদী, প্রস্রবণ এবং পুণ্যতীর্থে সুন্দররূপে সজ্জিত, তথায় হরিণ এবং পাখী বেড়াইতেছে, নানাস্থানে দেবালয় আছে, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ চারিদিকে নাচ গান করিতেছে। সেই আশ্রমে শক্তিপুত্র পরাশর, প্রধান প্রধান মুনিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া, ঋষিসভায় সুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়, ব্যাস ঋষিগণের সহিত উপনীত হইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম এবং স্তবদ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর, মহামুনি পরাশর সন্তুষ্টমনে ঋষিগণকে তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। ব্যাস ও ঋষিগণ কহিলেন, আমাদের সকলের কুশল! তৎপরে ব্যাস পরাশরকে বলিলেন, পিতঃ! আপনার উপর আমার কিরূপ ভক্তি যদি আপনি জানিয়া থাকেন, অথবা আমার উপর যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে হে ভক্তবৎসল পিতঃ! এই অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-উপদেশ দান করুন। আমি আপনার কাছে মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। আপনার কথিত ঐ সমস্ত ধর্ম্মকথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ স্মরণও রাখিয়াছি। কিন্তু এই মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে এই ধর্ম্মসমূহ ব্যবস্থাপিত হয়, কিন্তু কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব আমাকে চারিবর্ণের কলিযুগ-ধর্ম্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ ধর্ম্ম বলুন। ব্যাসের কথা শেষ হইলে, মুনিপ্রধান পরাশর ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্মনির্ণয় বিস্তাররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে পুত্র ব্যাস! হে ঋষিগণ! আমি ধর্ম্মকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক কল্পে, প্রলয় শেষে যখন আবার নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার নির্ণীত হয়। কল্পান্তর হইলে অপর কল্পে বেদকর্ত্তা বলিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট হয়েন না; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্ত্তা স্বরূপ হন, মনুও অপর কল্পে ধর্ম্মের স্মরণাধিকারী হন। সত্যযুগে মনুষ্যের এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে বিভিন্ন রকম, দ্বাপরে

আর এক প্রকার এবং কলিযুগে অন্যরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। তপস্যাই সত্যযুগে পরম ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে কেবল একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সত্যযুগে মনু ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ লিখিত ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম। সত্যযুগে পাপীর সংস্রব পরিত্যাগের জন্য দেশত্যাগ, ত্রেতাযুগে গ্রামত্যাগ, দ্বাপরে কুলত্যাগ, কলিযুগে পাতকীকেই পরিত্যাগ করিবে। সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ, ত্রেতাতে দর্শন, দ্বাপরে অন্নগ্রহণ, কলিতে কর্ম্ম দ্বারা লোকে পতিত হয়। সত্যযুগে শাপ দিলে তৎক্ষণাৎ, ত্রেতাতে দশ দিন পরে, দ্বাপরে একমাস পরে, কলিতে এক বৎসরে ফল হয়। সত্যযুগে গ্রহীতার নিকট যাইয়া দান করে, ত্রেতাতে গ্রহীতাকে ডাকিয়া দান করে, দ্বাপরে প্রার্থী হইলে দান করে, কলিতে সেবা করিলে দান করে। গ্রহীতার কাছে যাইয়া যে দান, তাহাই উত্তম দান, গ্রহীতাকে ডাকিয়া যে দান, তাহা মধ্যম; যাচিত হইয়া যে দান তাহা অধম; যে দান তাহা নিষ্ফল। সত্যযুগে ২৫ প্রাণ অস্থিগত; ত্রেতায় মাংসগত; ৮২ প্রাণ শোণিতগত; কলিতে মানুষের অন্ন প্রভৃতিগত প্রাণ। (কলিযুগে) ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক এবং পুরুষ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত। কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয় এবং স্ত্রীগণ কুমারী কালে সন্তান প্রসব করে। যুগে যুগে যে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থিত এবং যুগে যুগে দ্বিজগণ যে যে আচার করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারাই যুগরূপে অবতীর্ণ। মুনিগণ যুগভেদে সামর্থ্যভেদ করিয়াছেন, কিন্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তই শ্রেষ্ঠ। আমি অদ্য সেই কলিযুগের ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ আপনারা কলিকালের চাবিবর্ণের আচার শ্রবণ করুন। পরাশরের এই মত পবিত্র, পুণ্যময় এবং পাপনাশী ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি ইহা চিন্তা করিতেছি। আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক। আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ। যে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মে নিরত এবং নিত্য দেবতাও অতিথির পূজা অবসানে হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। প্রতিদিন সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতা অর্চ্চনা, বিশ্বদেব সম্বন্ধে হোম এবং অতিথির সেবা এই ছয় রকম কর্ম্ম দ্বিজগণ প্রতিদিন করিবে। প্রিয় অথবা দ্বেষ্য হউক, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন, তিনিই অতিথি এবং তৎসেবায় স্বর্গলাভ ফল হয়। দূরদেশ হইতে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। যিনি পূর্ব্বে আইসেন, তিনি অতিথি নহেন, অতিথির গোত্র, চরণ, স্বাধ্যায় ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকেই হৃদয়ের সহিত যত্ন করিবে, কারণ অতিথি সর্ব্বদেবতা-ময় সকুটুম্ব বা কার্য্যসাধনার্থ আগত এবং এক গ্রামবাসী বিপ্র, অতিথি নহেন। যেহেতু যিনি নিত্য আইসেন না, তিনি অতিথি পদবাচ্য, যিনি পূর্ব্বে আতিথ্যগ্রহণ করেন নাই, এমন অতিথি, ব্রতরত ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদাভ্যাসে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, এই তিন জন অপূর্ব্ব অতিথি শব্দে কথিত। বৈশ্বদেব সময়ে যদি কোন ভিক্ষুক আইসেন, তবে বৈশ্বদেব হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভিক্ষা দান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিবে। যতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহাঁরা উভয়ে পক্কান্নের স্বামী। ইহাঁদের উভয়কে অন্ন না দিয়া ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিতে হয়। প্রথমতঃ যতি হস্তে জল দিবে, তৎপরে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া পুনরায় জল দিবে। এরূপ করিলে সেই ভিক্ষাদ্রব্য মেরুতুল্য ও সেই জল সাগর তুল্য হয়। বৈশ্বদেবে দোষ হইলে ভিক্ষুক তাহা ক্ষালন করিতে পারেন, কিন্তু বৈশ্বদেব, ভিক্ষুক কৃত দোষ ক্ষালন করিতে পারেন না। দ্বিজগণ বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করিলে, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় এবং অন্তে তাঁহারা অশুচি হইয়া নিরয়গামী হন। যিনি মাথায় পাগড়ী

দিয়া ভোজন করেন, যিনি দক্ষিণ মুখে বসিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী রাক্ষসে খাইয়া থাকে। যিনি যতিকে সোণা দেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে পান দেন, যিনি চোরকে অভয় দেন, তিনি দাতা হইলেও নরকে যান। বৈশ্বদেব সময়ে যে অতিথি আইসেন, তিনি পাপী চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা হইলেও স্বর্গপ্রদ হন। অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে, পিতৃগণ হাজার বর্ষ অনাহারে থাকেন। যে বিপ্র, বেদপারদর্শী অতিথিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল পাপরাশি খাইয়া থাকেন। জলহীন কণ্টক-হীন ক্ষেত্রবৎ ব্রাহ্মণের মুখ। সেই মুখে যে কৃষি সর্ব্ববীজ বপন করিবে, সেই কৃষিই সর্ব্ব-ফলদায়িকা হইবে। সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সুপাত্রকে ধন দিবে; সুক্ষেত্রে এবং সুপাত্রে যাহা ফেলা যায়, তাহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে দ্বিজগণ, মিথ্যাবাদী এবং পাঠাভ্যাসবিহীন, আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করে, রাজা সেই গ্রামবাসীগণকে দণ্ড দিবেন, কারণ গ্রামবাসীগণ এরূপ চোর-কেই পালন করিয়া থাকে। (৫৬) ক্ষত্রিয় প্রজা-গণকে রক্ষা করিবেন, শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড ভাবে বিপক্ষ সৈন্যকে পরাজয় করিবেন, এবং ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিবেন। (৫৭) লক্ষ্মী দৃঢ়রূপে স্থাপিতা হইলেও কদাপি কুল-ক্রমানুগতা হন না। তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে হয়; বসুন্ধরা বীরপুরুষেরই ভোগ্যা। মালাকর কেবল বাগানের ফুলই তুলিয়া থাকে, গাছ কাটিয়া ফেলে না। যাহাতে প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না হয়, এমন ভাবে খাজনা আদায় করিবে। অঙ্গারকারের মত কদাচ মূলচ্ছেদন করিবে না। লৌহকর্ম্ম, রত্ন, গোপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের ব্যবসা। শূদ্র-গণের দ্বিজশুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া তাহারা যাহা করিবে, তাহা নিষ্ফল হইবে। লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত, এবং দুগ্ধ; এই সমস্ত বিক্রয়ে শূদ্রের দোষ নাই। মদ্য এবং মাংস শূদ্রের বিক্রেয় নহে, শূদ্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে না, কিম্বা অগম্যা গমন করিবে না। এ সকল কাজ করিলে শূদ্রও নরকে যাইবে। কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান, ব্রাহ্মণী-গমন, এবং বেদাক্ষর বিচার এই কার্য্যে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমি কলিযুগে চারি আশ্রম এবং চারিবর্ণের এবং অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্মাচার পরাশর মতে বলিব। ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। আটটী বলীবর্দ্দ দ্বারা লাঙ্গল চালাইলে ধর্ম্মানু-যায়ী কাজ হয়, ছয়টী গো দ্বারা মধ্যম ধর্ম্ম, চারিটীর দ্বারা লাঙ্গল টানাইলে নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং দুইটী দ্বারা টানাইলে বৃষঘাতী হইতে হয়। ক্ষুধিত তৃষ্ণাতুর শ্রান্ত, বৃষকে লাঙ্গলে যুতিবে না এবং অঙ্গহীন, ব্যাধযুক্ত ক্লীব, বৃষ দ্বারা বিপ্রগণ ভার বহাইবেন না। যণ্ডভিন্ন স্থিরাঙ্গ, রোগবিহীন, বলদর্পিত, বৃষভকে দিবসের অর্দ্ধভাগ মাত্র কার্য্য করা-ইবে, পরে স্নান, তৎপরে জপ, দেবার্চ্চনা, হোম, স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে এবং এক দুই তিন বা চারিটী স্নাতক বিপ্রকে ভোজন করাইবে। স্বয়ং চাস করিয়া স্বয়ং ধান্য উপার্জ্জন দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে। এবং যজ্ঞ নিয়োগ করাইবে। তিল ও রস বিপ্রগণের দ্বারা অবিক্রেয়, তাঁহারা ধান্য অথবা তৎসম দ্রব্য অথবা তৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন। বিপ্রগণের এইরূপ ব্যবসা দোষযুক্ত নহে। মৎস্যঘাতী সংবৎসর যে পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলী লৌহমুখ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া এক দিবসেই সেই পাপ সঞ্চয় করে। পাশজীবী মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক, অদাতা, এবং কর্ষক, এই পাঁচজন সমান পাপী। উদূখল, শীল, নোড়া, উনুন, জলের কলসী এবং ঝাঁটা এই পঞ্চ সূনা গৃহ-স্থের নিয়ত থাকে, গাছ কাটিয়া, মাটী খুঁড়িয়া মৃগ কীটাদি মারিয়া কৃষক যে পাপসঞ্চয় করে, যজ্ঞ দ্বারা সে পাপ বিনষ্ট হয়। শস্যাদি-রাশির কাছে থাকিয়াও যেব্যক্তি দ্বিজাতি-গণকে দান না করে; সে চোর, সে পাপিষ্ঠ,

সে ব্রহ্মহত্যাকারী। রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতা-দিগকে একুশ ভাগ, এবং বিপ্রদিগকে ত্রিংশ-ভাগ দিলে কৃষি কর্ত্তার পাপ হয় না ক্ষত্রিয়ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া দেব-গণেরও দ্বিজগণের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্র-গণ সদা কৃষিবাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। দ্বিজ-সেবা-বিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রগণ যদি অন্যায় করেন, তবে তাহাদের আয়ু অল্প হয় এবং তাহারা নরকে যায়। এই চারিবর্ণের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে জন্মের এবং মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি। মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন অস্পৃশ্য অশৌচ। পরাশরের মতে এমত স্থলে ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের একমাস অশৌচ। উপাসনা দ্বারা বিপ্রগণের অঙ্গ শুদ্ধি হয়। জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অঙ্গস্পর্শ করা যাইতে পারে। জনন বা মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ করেন। সাগ্নিক এবং বেদাধ্যায়ী বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত, তাঁহার তিন দিন অশৌচ। যে বিপ্র সাগ্নি ও বেদা-ধ্যয়ন এই দুই গুণ বর্জ্জিত, তাঁহার দশ দিন অশৌচ। যে বিপ্র জন্ম-কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট, এবং সন্ধ্যোপাসনা বিহীন, যিনি কেবলমাত্র নাম-ধারী বিপ্র তাঁহার দশ দিবস সূতকাশৌচ। সপিণ্ড জ্ঞাতি পৃথক্ স্থানে বাসপূর্ব্বক পৃথক্ ভাবে থাকিলেও জন্ম ও মরণে তাহাদের দশ দিন অশৌচ। এই দুই অশৌচে ঐ দশ দিন ঐ কুলের অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময় দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায়, এই চারি কার্য্যও হইবে না। নিজবংশে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ পাইবে। আত্মবংশীয় পঞ্চম পুরুষে দায় বিচ্ছেদ হয়। চতুর্থ পুরুষে দশ রাত্রি, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্রি, ষষ্ঠ পুরুষে চারি রাত্রি, এবং সপ্তম পুরুষে তিন দিন অশৌচ হয়। সগোত্র ব্যক্তি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারে না। ষষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মরণ, অগ্নিতে মরণ, দেশান্তরে মরণ, নবপ্রসূত বালকের মরণ ও সন্ন্যাসি-মরণে সদ্যঃশৌচ হয়। যদি দশ রাত্রি অতীত হইলে অশৌচের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। এক বৎসরের পর অশৌচের সংবাদ পাইলে সবস্ত্র স্নান মাত্রে অশৌচান্ত হয়। কোন সগোত্র দেশা-ন্তরে মৃত হইয়াছেন, শুনিলে স্নানমাত্রে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিরাত্র বা অহো-রাত্র ইহার অশৌচ নহে। পরন্তু ত্রিপক্ষের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, ছয় মাসের মধ্যে শুনিলে সার্দ্ধ দিবস অশৌচ হয়, এক বৎসরেরমধ্যে শুনিলে একদিন অশৌচ হয়, এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃ-শৌচ হয়। 'দেশান্তর মরণে যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে,—ইহাই তাহার স্থল'। বালক গর্ভহইতে নিঃসৃত হইয়া মরিলে অথবা দাঁত উঠে নাই এমন বালক মরিলে তাহাদের অগ্নিসংস্কার অশৌচ বা উদক ক্রিয়া নাই। যদি বালক গর্ভেই মৃত হয়, অথবা যদি গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের যে কয় মাস গর্ভ, সেই কয়দিন সূতকাশৌচ হয়। চারিমাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব বলা হয়; পঞ্চম ষষ্ঠমাসে গর্ভ নষ্ট হইলে গর্ভপাত বলা হয়; ইহার পর গর্ভ নষ্ট হইলে প্রসব বলা হয় এস্থলে দশ দিবস অশৌচ হয়। স্ত্রীলোকের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান বাঁচিলে সমুদায় গোত্রের এবং সেই সন্তান মরিলে জননীর জননাশৌচ হয়। রাত্রে, জন্মিলে মরিলে অথবা রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিন গণনা করিতে হইবে। দাঁত উঠিলে বা চূড়াকরণ হইলে যদি বালক মরে, তবে তাহার অগ্নি-সংস্কার হইবে এবং ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যতদিন বালকের দন্ত না উঠে, ততদিনের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণ পর্য্যন্ত এক রাত্রি অশৌচ, উপনয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ, তৎপরে দশরাত্রি মরণাশৌচ হয়।

বালক গর্ভে নষ্ট হইলে দশ দিন সূতকাশৌচ, জীবিত বালক জন্মিয়া পশ্চাৎ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয়। কন্যা জন্মিলে যদি চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে পিতৃবন্ধুগণের সদ্যঃশৌচ। সম্প্রদানের মধ্যে মরিলে একদিন অশৌচ, তৎপরে তাহাদের ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। যাহাদের গৃহে ব্রহ্মচারী অগ্নিতে হোম করেন, আর কোন সম্পর্ক রাখেন না, তাহাদের অশৌচ নাই। বিপ্র সম্পর্ক দ্বারা দূষিত হন, অন্য কোন কারণে দূষিত হন না। সম্পর্ক রহিত হইলে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুর অশৌচ হয় না। শিল্পকর, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত; শ্রোত্রিয় এবং রাজা ইহাঁরা সদ্যঃশৌচ। সত্রাধ্যায়ী, মন্ত্রপূত, আহিতাগ্নি বিপ্র রাজা এবং রাজার অভিপ্রেত ব্যক্তির সূতকাশৌচ হয় না। যধোদ্যত দানোদ্যত এবং নিমন্ত্রিত এবং আর্ত্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে শুদ্ধিলাভ করিবে। ইহা ঋষিগণের ব্যবস্থা। গৃহমেধী ব্রাহ্মণ যদি পত্নীর সূতিকা গৃহের সংস্পর্শে না থাকেন, তবে স্নান করিলেই তিনি শুচি হন, প্রসূতি দশ দিনে শুদ্ধ হন। পিতা মাতা এবং অন্যান্য সকলেরই মরণাশৌচ দশ দিন। সূতকাশৌচ কেবল জননীরই হয়, পিতা স্নান মাত্রেই শুচি হন। বিপ্র ষড়ঙ্গবেদবিৎ হইলেও, পত্নীর প্রসবান্তে সূতিকাগৃহের সংস্পর্শ করিলে অশুচি হন। সম্পর্ক দ্বারাই ব্রাহ্মণের দোষ জন্মে। আর কোনরূপেই ব্রাহ্মণ দূষিত হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রযত্নে সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। বিবাহ বা উৎসব বা যজ্ঞাদিতে কোন কোন দ্রব্য দান করিবার সংকল্প করার পর যদি জনন বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই দ্রব্য দান করিতে পারা যায়, তাহাতে অশৌচ দোষ ঘটে না। দশাহ অশৌচের মধ্যে যদি আবার জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই পূর্ব্বাশৌচের দশ দিন পূর্ণ হইলেই, ব্রাহ্মণের অশৌচান্ত হয়। বিপ্ররক্ষার্থ, বন্দীকৃত গাভীর উদ্ধার জন্য এবং সংগ্রামে মরিলে, এক রাত্রি অশৌচ হয়। যোগী পরিব্রাজক এবং সম্মুখ যুদ্ধে হত এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধলোকগামী হন। বীরপুরুষ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া যেখানেই হত হউন, মৃত্যুকালে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যোদ্ধার লক্ষ্মীলাভ এবং হত হইলে সুরলোকে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। এই দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, অতএব ইহার জন্য আর রণে মরণে চিন্তা কি। সংগ্রামস্থলে সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইলে, যিনি তৎকালে তাহাদের রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংগ্রামে তার শক্তি ঋষ্টি মুদ্গর দ্বারা যাহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকন্যারা তাঁহার যশোগান এবং তাঁহাতে রত হন। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ হত হইলে, বরকামিনী এবং নাগকন্যারা, "ইনি আমার স্বামী হউন" এই বলিয়া ধাবমান হইতে থাকেন। শত্রুসায়ক-পরিতপ্ত বীরপুরুষের ললাট-নিঃসৃত রুধির-ধারা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সংগ্রাম-যজ্ঞে তাঁহার সোমরসপানের তুল্য, ইহা যথাবিধি দৃষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যার দ্বারা স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরপুরুষেরাও সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাথ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ যে ব্রাহ্মণেরা বহন করেন, তাঁহারা পদে পদে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞফল লাভ করেন। যিনি অসগোত্র এবং যিনি বন্ধুও নহেন; এমন ব্রাহ্মণের শবদেহ বহন ও সৎকার করিলে প্রাণায়াম দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণের শুভকর্ম্মে কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। কথিত আছে যে, জলাবগাহন করিলেই তাঁহারা শুদ্ধ হন। জ্ঞাতি বা সজাতীয় অজ্ঞাতির মৃতদেহের ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগমন করিলে, স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজনান্তে শুদ্ধিলাভ হয়। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ ক্ষত্রিয়ের মৃতদেহের অনুগমন করিলে, তাঁহার এক দিন অশৌচ হয় এবং পঞ্চগব্য ভক্ষণে, শুদ্ধিলাভ করেন। বৈশ্যের মৃতদেহের অনুগমন করিলে ত্রিরাত্রি-অশুচি হন; এবং ছয়বার প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন। এবং যে অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ শূদ্রের মৃতদেহের অনুগামী হন, তাঁহার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। ত্রিরাত্রি

অতীত হইলে সমুদ্রবাহিনী নদীতে গিয়া, শতবার প্রাণায়াম ও ঘৃত ভোজন করিলে ঈদৃশ ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ধর্ম্মবিদেরা বলিয়াছেন, শূদ্রগণ মৃতদেহের সংকার করিয়া কোন জলাশয়ের অন্ত পর্য্যন্ত যখন প্রতিগমন করিবে, তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অনুগমন করিতে পারিবেন। অতএব ব্রাহ্মণ, শূদ্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন না, দাহ করিবেন না। উহা চক্ষে দেখিলে সূর্য্যাবলোকন দ্বারা তিনি শুদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাই চিরাচরিত বিধি।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অভিমান, অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয় প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদিগের যে গতি হয়, তাহা বিহিত হইতেছে। উদ্বন্ধনে মরিলে পূয়শোণিত সম্পূর্ণ অন্ধতমসে নিমগ্ন হয়; ষষ্টিসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। উদ্বন্ধনে মরিলে, তাহার অগ্নি সংকার করিবে না, তাহাকে জল প্রদান করিবে না, তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহার জন্ম চক্ষের জলও ফেলিবে না। যাহারা সেই মৃতদেহ বহন করে, যাহারা অগ্নিসংকার করে, যাহারা উহার রজ্জু (গলার দড়ি) ছেদ করে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধিলাভ করিতে হয়, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। গো বা ব্রাহ্মণে যাহাকে হত করিয়াছে অথবা উদ্বন্ধনে যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সে দেহ যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করেন, এবং যাহারা উহা বহন ও অগ্নিসংকার করে, এবং অন্য যাহারা তাহার অনুগমন করে, বা (উদ্বন্ধন মৃতের) কেশ ছেদ করিয়া দেয়, তাহাদের সকলকেই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়, এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। তাহারা বৃষ সহিত গাভী দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধপান। তিন দিন উষ্ণ ঘৃত ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। যে ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক পতিতাদির সহিত আহার ব্যবহার করিবে। পাঁচ দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন, অর্দ্ধ মাস, এক মাস বা দুই মাস। অর্দ্ধ বৎসর, এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল একরূপ হইলে ঐ পতিতের তুল্য হইবে। প্রথম পক্ষে ত্রিরাত্রি ও দ্বিতীয় পক্ষে কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। তৃতীয় পক্ষ হইলে, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত, চতুর্থ পক্ষে দশরাত্র ব্রত, পঞ্চম পক্ষে পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ষষ্ঠ পক্ষ হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত, সপ্তম পক্ষে দুইটি চান্দ্রায়ণ, অষ্টম পক্ষ হইলে, শুদ্ধিলাভার্থ ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পক্ষের সংখ্যানুসারে, অর্থাৎ যত পক্ষ এরূপ পতিত সহ আহার ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই সংখ্যক সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিতে হইবে। ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে, মরণান্তে নরকে যায় এবং পুনঃ পুনঃ (বহু জন্ম) বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলে যে ভর্ত্তা তাহার নিকট উপগত না হয়, ঘোর ভ্রূণহত্যা পাতকে সে পতিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অপতিতা এবং অদুষ্টা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে, সাত জন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে; দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ স্বামীকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। জলপ্রবাহ বা বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বীজ কোন ক্ষেত্রে পতিত ও অঙ্কুরিত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী যেমন তাহার অধিকারী হয়; বীজস্বামী ভাগ পায় না; পরপত্নী গর্ভে উৎপাদিত দুই প্রকার পুত্র—কুণ্ড ও গোলক, তদ্রূপ অর্থাৎ ক্ষেত্রীর অধিকৃত, বীজী পুরুষের নহে। স্বামী জীবিত থাকিতে, পরপুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড, আর স্বামীর মরণান্ত হইলে তাহার নাম গোলক। পুত্র চারি প্রকার,—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম। মাতা বা পিতা যে পুত্র অপরকে দান করে, তাহার নাম

দত্তক। পরিবিত্তি পরিবেত্তা এবং যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় যে, ঐ কন্যা দান করে, যে সেই বিবাহের পৌরহিত্য করে; এই পাঁচ ব্যক্তিই নরকগামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করে, তাহাকে পরিবেত্তা বলে, আর সেই অবিবাহিত অগ্রজকে পরিবিত্তি বলে। পরিবিত্তির দুই কৃচ্ছ্র, সেই কন্যার এক কৃচ্ছ্র, কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং পুরোহিতের চান্দ্রায়ণ ব্রত বিধেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদগদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হইলে, কনিষ্ঠের বিবাহ দূষণীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পিতৃব্যপুত্র হয়, বৈমাত্রেয় হয় বা পিতার ঔরসে পরস্ত্রী গর্ভজাত সন্তান হয়, তাহা হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্র ক্রিয়া দোষাবহ নয়। আর যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়া স্বয়ং বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে, শাস্ত্রের এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে, ঐ কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।* স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী, মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে, সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃতপতিকে উদ্ধার করিয়া, তৎসহ স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* মূলে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিত সম্মত। আরও একটী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।" এ বচনের ইহাই অনুবাদ। কিন্তু এই বচনের অনুমতি রক্ষা বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ। যথা পরাশর-ভাষ্যধৃত আদিপুরাণ "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্তা কন্যা প্রদীয়তে। কন্যানা মসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। দত্তৌরসে তরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাসগোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসিরিণাম্। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ" অর্থাৎ কলি প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরী শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদিগের অন্নভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচনে নিষিদ্ধ কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্রসম্মত এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ সকল কর্ম্ম কলিযুগ প্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা ঐ বচন দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তবে ঠিক কোন্ সময়ে যে ঐ নিষেধবিধি প্রচারিত হয়, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যত দিন ঐ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশর-সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনির্ণায়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা পরাশরের মত কলিতে কিছু দিন প্রচলিত ছিল; একেবারে স্থিতিশূন্য হইতেছে না। পরাশরমতে ইতিপূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী শূদ্রদিগের অন্ন ভোজন বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচনস্থিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবল মতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবল মতের স্থিতি-শূন্যতা দোষ পরিহার করা চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবস্থা। আর সামাজিক নিয়মও দেখ এক্ষণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই; কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব সর্ব্বজনপরিগৃহীত আদিপুরাণাদিবচনের অগ্রাহ্যতা-প্রতিপাদনপ্রয়াস সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিধবা বিবাহ যে, এখনকার অপ্রচলনীয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

কুক্কুর, বৃক ও শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া, বেদমাতা পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন। গোশৃঙ্গোদকে এবং মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া এবং সমুদ্র দর্শন করিয়া, কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে। বেদবিদ্যা ও ব্রত সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, সুবর্ণ জলে স্নান ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, ত্রিরাত্রি উপোষিত থাকিয়া ঘৃত ও কুপোদক পান করিয়া ব্রত শেষ সমাপন করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রতনিষ্ঠ বা ব্রতহীন যাই হউন, কুক্কুর-দষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করিয়া, এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ হইবেন। কুক্কুর যদি দেহ আঘ্রাণ করে, অবলেহন করে (চাটে), বা নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে জলদ্বারা বেষ্টিত সেই স্থান অগ্নিস্পৃষ্ট করিলেই শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণীকে শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রোদয় দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। কৃষ্ণপক্ষে যদি কদাপি চন্দ্র না দেখা যায়, তবে যে দিকে চন্দ্রের গতি, সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়। যে গ্রামে অপর ব্রাহ্মণ নাই, এমন গ্রামে কোন ব্রাহ্মণকে কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি স্নান এবং বৃষ প্রদক্ষিণ করিলেই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি গো, ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল বা নৃপতি কর্তৃক হত হন, অথবা বিষ ভক্ষণে আত্মহত্যা করেন। তবে ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নিতে (অর্থাৎ হোমাগ্নিতে নয়) বিনা মন্ত্রে তাঁহার দেহ সৎকার করিবেন। কিন্তু উক্তরূপ হত ঐ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সপিণ্ড ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে বহন, সৎকার ও স্পর্শ করিবেন। তাহারা প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবেন এবং পরে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া সেই মৃতদেহের দগ্ধাস্থি পুনর্ব্বার লইয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। তাহার পর, সেই অস্থি স্বকীয় অগ্নিতে সমন্ত্র দগ্ধ করিবেন। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ প্রবাসে গিয়া কালধর্ম্মে মৃত্যুমুখে পতিত; অথচ তাঁহার গৃহে অগ্নি বর্ত্তমান। অতঃপর হে ঋষিগণ! এক্ষণে তাঁহার শ্রৌত অগ্নিহোত্র সংস্কার বিধি শ্রবণ কর। কুশাজিন পাতিয়া কুশদ্বারা পুরুষাকৃতি গঠন করিবে। তদনন্তর সাত শত পলাশবৃন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক উহার মস্তকে চল্লিশ, কণ্ঠে ষাট, বাহুদ্বয়ে শত, অঙ্গুলিসমূহে দশ, বক্ষে শত, উদরে ত্রিশ। বৃষণদ্বয়ে আট, মেঢ়ে পাঁচ, উরুদ্বয়ে একুশ, জানু এবং জঙ্ঘাতে কুড়ি পাদাঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাশটি পলাশবৃন্ত এবং পত্রও প্রদান করিবে। লিঙ্গ এবং বৃষণ প্রদেশে শমীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অরণি নিক্ষেপ করিবে। উহার দক্ষিণ হস্তে জুহূ, বাম হস্তে উপসৎ, কর্ণে উদূখল, পৃষ্ঠে মুষল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর, মুখে তণ্ডুল ঘৃত ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, চক্ষুর্দ্বয়ে অজ্যস্থালী নিক্ষেপ করিবে। তার পর কর্ণে, নেত্রে, মুখে, নাসিকায়, সুবর্ণ খণ্ড প্রদান করিয়া, সর্ব্বাবয়বে অগ্নান্য অগ্নিহোত্রাপকরণ বিন্যাস করিবে। তদনন্তর, পুত্র ভ্রাতা অথবা অন্য কেহ স্বধর্ম্মী, "অসৌ-স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি দহন সংস্কারের বিধানানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ বিহিত কার্য্য করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যে ব্রাহ্মণ উহা দাহ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা আত্মবুদ্ধিবশে, ইহার অন্য আচরণ করে, তাহারা নিশ্চয় অল্পায়ু ও নিরয়গামী হয়।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর প্রাণিহত্যা পাতকে কিরূপ মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার বিবরণ কহিতেছি। পরাশর এই সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন এবং সংহিতান্বিত ও সবিস্তারে কথিত হইয়াছে হংস, সারস, বক, চক্রবাক, কুক্কুট জালপাদ এক প্রকার (হংসবিশেষ), শরভ,—এই সকল প্রাণীহত্যা করিলে একদিন একরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। বলাকা, টিট্টিভ, শুক, পারাবত, আটি, বক প্রভৃতি পক্ষী বধ করিলে, দিবসে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিতে

আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভাস, কাক, কপোত, শারী, তিত্তিরী বিনাশ করিলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গৃধ্র, শ্যেন, ময়ূর, কুম্ভীরাদি গ্রাহ স্বর্ণচাতক উলূক, এ সকল প্রাণীহত্যা করিলে একদিন অপক্ব দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরে রাত্রে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বল্গুণী, চটক, কোকিল, খঞ্জ, লাবক, রক্তপাদ, এই সকল প্রাণী বধ করিলে, দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। কারণ্ডব, চকোর, পিঙ্গল, কুরর ও ভারদ্বাজ পক্ষী বিনাশ করিলে শিবপূজা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভেরুণ্ড, শ্যেন, ভাস, পারাবত, কপিঞ্জল, এই সমুদয় এবং অন্যান্য পক্ষীর প্রাণ নাশ করিলে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। নকুল, মার্জ্জার, সর্প, অজগর, ডুণ্ডুভ, কুশর, এই সমস্ত প্রাণী বিনাশ করিলে লৌহদণ্ড দক্ষিণা দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তিলান্ন—ভোজন করাইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। শল্লকী, শশক, গোধা, মৎস্য, কূর্ম্ম, এই সমুদায় প্রাণী হত্যা করিলে এক দিবারাত্র বার্ত্তাকু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বৃক, জম্বুক, ভল্লুক ও তরক্ষু,—এই সকল জন্তু বিনাশ করিলে, তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণকে একপ্রস্থ পরিমিত অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থে এক হস্ত পরিমিত পাত্রের ৬৪ চতুঃষষ্টিতম অংশ পরিমিত পাত্রের এক পাত্র তিল প্রদান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। গজ, গবয়, তুরঙ্গম, মহিষ, উষ্ট্র, এই সমুদয় জীব হত্যা করিলে সপ্তরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া পাপ হইতে মুক্তি করিতে পারিবে। মৃগ, রুরু, বরাহ, এই সমুদায় প্রাণীকে যে অজ্ঞানপূর্ব্বক বধ করে, সে, এক দিবারাত্র লাঙ্গল দ্বারা অকৃষ্ট শস্য ভক্ষণ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইরূপ বনচর অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু বধ করিলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া বহ্নিবীজ জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি শিল্পজীবী কারু শূদ্র ও স্ত্রীবধ করে, তাহা হইলে সে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, এবং এগারটী বৃষ দক্ষিণা দিবে। বিনাপরাধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিনাশ করিলে, দুইটী অতিকৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান এবং বিংশতি সংখ্য গো দক্ষিণা দান করিবে। যাগক্রিয়াসক্ত বৈশ্য শূদ্র ও ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে ত্রিশটী গরু দক্ষিণা দিবে। যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন ইতর জাতি চণ্ডালকে বধ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর, শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বা শ্বপাচকের সহিত সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। চণ্ডালের সহিত একত্র শয়ন করিলে, তিনি ত্রিরাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবেন। যে ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের সহিত এক পথে গমন করেন, তিনি গায়ত্রী স্মরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিবেন। চাণ্ডাল দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবে। চাণ্ডালকে স্পর্শ করিলে, জলে সবস্ত্র স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালখাত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকাতে জলপান করিলে এক-রাত্রি এবং এক দিবারাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। চাণ্ডালের ভাণ্ড স্পৃষ্ট কূপস্থিত জলপান করিলে, তিন রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার পূর্ব্বক থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালের জল পাত্রে জল পান করেন ও যদি ঐ জল তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই জল বমন করিয়া না ফেলিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিলে হইবে না, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে স্থলে ব্রাহ্মণ সান্তপন ব্রত করিবেন, সে স্থলে ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ও শূদ্র একপাদ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র

প্রমাদবশতঃ অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডস্থিত জল, দধি বা দুগ্ধ পান করে, তাহা হইলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপবাসপূর্ব্বক ব্রহ্ম কূর্চ্চব্রত ও উপবাস দ্বারা এবং শূদ্র উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা শুদ্ধ লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কখন অজ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে, দশ রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। দশ দিবসের প্রতি দিবসে গোমূত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে চাণ্ডাল অপরিজ্ঞাত-রূপে বাস করে এবং পরে তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বক্ষ্যমাণ উপসংন্যাস করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে পাপমুক্ত করিয়া দিবেন। ঋষিমুখে শ্রুত বেদপাবন ধর্ম্ম, সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পতিত ব্যক্তিকে পাপ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। উপসংন্যাস—এইরূপ ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া দধি, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত গোমূত্র এবং তিলান্ন আহার করিবে, ত্রিসন্ধ্যা, স্নান করিবে। তিন দিন দুগ্ধের সহিত, তিন দিন ঘৃতের সহিত ও তিন দিন দধির সহিত, এইরূপে এক এক দ্রব্যের সহিত তিন দিন করিয়া গোমূত্রযুক্ত তিলান্ন আহার করিতে হইবে। ভাবদুষ্ট কৃমিদূষিত বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। দধি ও দুগ্ধ তিন পল এবং ঘৃত এক পল মাত্র আহার করিবে। (সেই ভবনস্থিত) তাম্রপাত্র ও কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত করিলে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্র সমুদয় জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। মৃণ্ময়পাত্র শুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে কুসুম্ভ,গুড়, কার্পাস, লবণ, তৈল, ঘৃত, ধান্য, এই সমুদয় দ্রব্য রাখিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক জ্বালাইয়া দিবে। এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। ত্রিংশটি গাভি ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর, সেই স্থান পুনর্ব্বার বিলেপন দ্বারা হোম দ্বারা ও জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণগণের আধারার্থ ভূমিতে দোষ ঘটে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের গৃহে অপরিজ্ঞাতরূপে রজকী, চর্ম্মকারী লুব্ধকী বা বা পুক্কসী অবস্থান করিলে, যখন জানিতে পারিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অর্দ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। কেবল গৃহ দগ্ধ করিতে হইবে না। কাহারও গৃহ মধ্যে চাণ্ডাল প্রবেশ করিলে, সেই গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া গৃহ ভাণ্ড সকল ফেলিয়া দিবে। যে ভাণ্ডে তৈল ঘৃত প্রভৃতি রস দ্রব্য থাকিবে, তাহা কদাচই পরিত্যাগ করিবে না। ঐ সকল ভাণ্ড গোরস-মিশ্রিত জল দ্বারা সর্ব্বাংশে প্রোক্ষিত করিয়া লইবে। ব্রাহ্মণের ব্রণ স্থানে পূয রক্ত মধ্যে যদি কৃমি জন্মায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, শুন। তিন দিবস দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গাভির মূত্র পুরীষে স্নান এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য পান করিলে কৃমিদূষিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ঈদৃশ স্থলে ক্ষত্রিয় উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাঁচ মাষা সুবর্ণ দান করিবে এবং বৈশ্য একটী উপবাস করিয়া গোদক্ষিণা প্রদান করিবে। শূদ্রের উপবাস নাই, শূদ্রেরা এস্থলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া এবং দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণেরা যে "অচ্ছিদ্রমস্তু" এই বাক্য বলিবেন, তাহা প্রণামপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। তাহাতেই অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। শূদ্রের ব্যাধি, ব্যসন, শ্রান্তি,দুর্ভিক্ষ ও ডামর প্রভৃতি উপস্থিত হইলে সে, ব্রাহ্মণ দ্বারা উপবাস ব্রত হোম প্রভৃতি সম্পাদন করিবে। অথবা ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং অনুগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলে সকল ধর্ম্ম লাভ হয়। দুর্ব্বলের প্রতি বালকের প্রতি ও বৃদ্ধের প্রতি অনুগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ইহা ভিন্ন অপর স্থলে অনুগ্রহ করিলে দোষ হয়, সুতরাং তাদৃশ অনুগ্রহ সফল হইবে না। যে ব্রাহ্মণ, স্নেহ,লোভ ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনুপযুক্ত পাত্রে অনুগ্রহ করেন, অনুগৃহীতের পাপ তাঁহার শরীরে সংক্রামিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শরীরনাশের সম্ভাবনাস্থলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন, যে সকল ব্রাহ্মণ মহৎ কার্য্যের অনুরোধে সুস্থের প্রতি নিয়ম

পালন করিতে নিষেধ করেন, যে সকল মূঢ় ব্যক্তি সুস্থশরীর ব্যক্তির জন্য নিয়ম পালন করেন বা নিয়ম পালনে বিধান দেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের বিঘ্নকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহারা অপবিত্র নরকে পতিত হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে, সে ব্রতনিয়ম-ত্যাজ্য, তাহার উপবাস বৃথা হয়, তাহার পুণ্য লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিবেন, সেই নিয়ম গ্রাহ্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য পালন না করিবে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হইতে হইবে। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ঐ সকল কার্য্য হয়। ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে ব্রতচ্ছিদ্র, তপশ্ছিদ্র, ও যজ্ঞচ্ছিদ্র কিছুই ঘটে না, সমুদায়ই অচ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সর্ব্বকাম-ফলদায়ক জলরহিত জঙ্গম তীর্থস্বরূপ, তাঁহাদের বাক্যরূপ সলিল দ্বারাই পাপকলুষিত মলিন ব্যক্তিরা পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণের মুখে যে বাক্য নির্গত হয়, তাহা দেবতার বাক্য, তাঁহারা সর্ব্বদেবময়, তাঁহাদের কথা নিষ্ফল হয় না। যদি অন্ন প্রভৃতি কীট সংযুক্ত বা মক্ষিকা ও কীটাদি দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে ভোজন কালে সেই অন্ন জল দ্বারা ধৌত করিয়া ভস্ম স্পৃষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ, যদি ভোজন করিবার সময় চরণে হস্ত প্রদান করিয়া ভোজনপাত্রে হস্ত না দিয়া, ভোজন করেন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। চরণে পাদুকা দিয়া বা পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভোজন করিবে না। কুক্কুর বা চণ্ডালকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। যে অন্ন শুদ্ধ, যে অন্ন অশুদ্ধ, তাহা পরাশরের বচনানুসারে তোমাদের নিকট বলিতেছি। দ্রোণপরিমিত অন্ন বা আঢ়ক পরিমিত অন্ন যদি কাক দ্বারা বা কুক্কুর দ্বারা উপহত হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহার বিধান ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র-পালক বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণগণ, বিধি দিবেন যে, কাকোচ্ছিষ্ট দ্রোণান্ন বা আঢকান্ন পরিত্যাগ করিবে না। বত্রিশ প্রস্থে এক দ্রোণ হয়। দুই প্রস্থে এক আঢ়ক হইয়া থাকে। শ্রুতি স্মৃতি বিশারদ পণ্ডিতগণ এই বত্রিশ প্রস্থ পরিমিত অন্নকে দ্রোণান্ন ও দুই প্রস্থ পরিমিত অন্নকে আঢ়কান্ন বলিয়া থাকেন। যে অন্নে কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, যাহা গো বা গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আঘ্রাত হইয়াছে, তাহা যদি অল্প পরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ঐ অন্ন দ্রোণান্ন বা আঢকান্ন হইলে অশুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য হইবে না। ঐ অন্নের যে স্থান কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিয়া যে অংশে মুখ দেয় নাই বা যে অংশ দূষিত হয় নাই, তাহা সুবর্ণ স্পৃষ্ট জল দ্বারা ধৌত করিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। অগ্নি ও সুবর্ণ জলস্পৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণের বেদঘোষ দ্বারা পবিত্র হইলে, ঐ অন্ন তৎক্ষণাৎ ভোজন যোগ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অতঃপর পরাশরের বচন অনুসারে দ্রব্য শুদ্ধির বিধান বলিতেছি। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহৃত যজ্ঞপাত্র, হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। গ্রহ ও চমস জলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চরুর সময় স্রুক্‌স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমুদায় উষ্ণজলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা এবং তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা মার্জ্জিত করিলেই পবিত্র হয়। যদি নারী পরপুরুষগামী না হয় তাহা হইলে রজস্বলা হইলেই নারী শুদ্ধ হয়। ভূমিতে যদি মলসংলগ্ন না থাকে, তাহা হইলে নদী বেগ দ্বারাই তাহা পরিশুদ্ধ হয়। যদি বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতির জল কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে একশত কলস জল ফেলিয়া দিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্প্রদত্তা না হয়, তবে

তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে তাহার ঋতু-শোণিত পান করিয়া থাকে। কন্যাকে (অবিবাহিতাবস্থায়) রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহার মাতা,পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জনেই নরকগামী হন। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রাপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পঙ্‌ক্তিকে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র শূদ্রানারীর সহবাস করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক নিত্য জপ কবিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। সূর্য্যাস্তের পর, কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পতিত ব্যক্তি ও সূতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে, কিরূপে শুদ্ধিলাভ করিবে, পরে তাহা বলিতেছি। অগ্নি সুবর্ণ বা চন্দ্রমার্গ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আনুগত্য করিয়া স্নান করিলে তিনি শুদ্ধ হইতে পারেন। দুই জন ব্রাহ্মণকন্যা রজস্বলা হইয়া যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে উভয়ে তিন রাত্রি নিরাহারে থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত ও ক্ষত্রিয় কন্যা চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও বৈশ্যকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা পাদোন কৃচ্ছ্রব্রত ও বৈশ্যতনয়া চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা একটী সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। শূদ্রকন্যা দান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। রজস্বলা রমণী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু রজোনিবৃত্তি হইলে তবে দৈবকর্ম্ম, পৈত্র্য কর্ম্ম, সমুদায় করিতে পারিবে। যে রমণীর রোগবশতঃ প্রতিদিন রক্তস্রাব হয়, সেই নারী সেই রজোযোগে অশুচি হইবে না, কারণ সেই রক্তঃপ্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নহে। রমণীরা রজস্বলা হইলে প্রথম দিবস চাণ্ডালী দ্বিতীয় দিবস ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী তুল্যা হয়, এবং চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। রোগাভিভূতা কামিনীর ঋতু-স্নানের দিন উপস্থিত হইলে, অনাতুর কোন ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া প্রতিবারে ঐ আতুরা রমণীকে স্পর্শ করিবে। ঐরূপ দশবার স্পর্শে ঐ পীড়িতা নারী শুচি হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র ও কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিনি এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন উচ্ছিষ্ট বিরহিত শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের স্নান করা বিহিত। আর শূদ্র উচ্ছিষ্টযুক্ত থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রাজাপত্য আচরণ করিতে হইবে। সুরালিপ্ত না হইলে ভস্ম দ্বারাই কাংস্য পাত্র পবিত্র হইতে পারে। পরন্তু যে কাংস্যপাত্রে সুরা স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে। কাংস্যপাত্র,—গাভি কর্ত্তৃক আঘ্রাত, কাক বা কুক্কুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট অথবা শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইলে দশবার ক্ষার দিয়া মার্জ্জন করিলে, শুদ্ধ হইতে পারিবে। কাঁসার পাত্রে গণ্ডুষ বা পাদধৌত করিলে, ঐ কাংস্য পাত্র ছয় মাস ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। তাহার পর উহা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে পারিবে। লৌহপাত্র স্থানান্তরিত করিলেই শুদ্ধ হইবে। সীসক অগ্নিস্পর্শে বিশুদ্ধ হইবে। দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, রৌপ্য ও সুবর্ণের পাত্র, মণিময়পাত্র, পাষাণময়পাত্র ও শঙ্খ, জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। পাষাণময়পাত্র পুনর্ব্বার মাজিয়া লওয়া উচিত। মৃণ্ময় ভাণ্ড পোড়াইয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। ধান্য মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে। বহু ধান্য বা বহু বস্ত্র অপবিত্র হইলে তাহা কিঞ্চিৎ জলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অল্প হইলে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। বংশ, বল্কল, ছিন্ন বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, লোমজ বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র এই সমুদয় জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। খাট বালিশ প্রভৃতি এবং পীত রক্তবস্ত্রকে রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিলে শুদ্ধ হইবে। মুগু, ঝাঁটা, কুলো, অস্ত্র, শাণাইবার ফলক, চর্ম্ম, তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতি বাধিবার রজ্জু, এই সমুদায় দ্রব্য জলদ্বারা প্রোক্ষিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পতঙ্গ,

ক্রমি, ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা মনু বলিয়াছেন। যে জল ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যে জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে জল যদি ভুক্তোচ্ছিষ্ট হয়, তথাপি তাহা উচ্ছিষ্ট হইবে না। এইরূপ স্নেহ-দ্রব্যও অপবিত্র হয় না, মনু এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাম্বূল, ইক্ষু, স্নেহ, ফল, অনুলেপন, মধুপর্ক, সোমরস, এতৎসমুদায় উচ্ছিষ্ট হয় না, মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। পথের কর্দ্দম, জল, নৌকাপথ, তৃণ, পাকা ইষ্টক, এ সমুদয় বায়ু এবং রৌদ্রদ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। বায়ু দ্বারা উড্ডীন্ ধূলিসমূহ এবং বিস্তৃত জলধারা দূষিত হয় না। স্ত্রীজাতি, বালিকাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, তাহারা কখন অপবিত্র হয় না। হাঁচিলে, নিষ্ঠীত্যাগ করিলে, কোন অঙ্গ দন্তোচ্ছিষ্ট হইলে, বাক্য মিথ্যা হইলে এবং পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। কারণ অগ্নি, জল, বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, ইহারা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। মনু বলিয়াছেন যে, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থসমুদয় ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সমুদয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণের সান্নিধ্যে সর্ব্বদা থাকেন। দেশবিপ্লব হইলে বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, প্রবাসে গমন করিলে, পীড়াদি হইলে, বিপদে পড়িলে যে কোনরূপে আগে আপনার দেহাদি রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। আপনি বিপন্ন হইলে মৃদু বা দারুণ যে কোন উপায় দ্বারা দীন আত্মাকে উদ্ধার করিবে। পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যখন কোন বিপদ কাল উপস্থিত হইবে, তখন শৌচাচারের বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে. পশ্চাৎ সুস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলেই হইবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যদি বন্ধন ও যোক্ত্রযুক্ত অবস্থায় কোন গরুর মৃত্যু হয় এবং যদি তাহার মৃত্যুতে কামনা না থাকে, তবে সেই অকর্মকৃত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, (তাহা বলা যাইতেছে।) যাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা, ধর্ম্ম-শাস্ত্র-পারদর্শী আর স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মনিরত, এরূপ বিপ্রের উল্লিখিত স্থলে কেবল নিজকৃত পাপের বিষয় পরিষদ সমীপে নিবেদন করিলেই চলিবে। এইরূপ স্থলে কিরূপ অবস্থায় পরিষদ্ সমীপে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। কারণ, সেস্থলে যথারীতি উপস্থিত হইলে পরিষদ্ তাহাকে ব্রতের উপদেশ দিবেন। যদি নিশ্চয় পাপ করিয়াছি, তৎক্ষণাৎ এইরূপ ধারণা জন্মে, তবে পরিষদ্ সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কখন আহার করিবে না, এমন কি যেখানে পরিষদ্ পর্য্যন্ত নাই, সেখানেও যদি কেহ এরূপ স্থলে আহার করে, তবে তাহার পাতক দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। আর যদি পাপ করিয়াছি, ভাবিয়া মনে একটা সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও যে পর্য্যন্ত প্রকৃত পাপ করিয়াছি কি না নিশ্চয় না হয়, সে পর্য্যন্তও আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কিম্বা এরূপ স্থলে নিশ্চয় পাপ করি নাই, এরূপ একটা ভ্রম সিদ্ধান্তও করিতে নাই। পাপ করিয়া কখন তাহা গোপন করিবে না, কেননা গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, তাহা ধর্ম্মবেত্তাগণের সম্মুখে নিবেদন করিবে। কারণ তাঁহারা কৃত পাপের কথা জানিতে পারিলে, বুদ্ধিমান বৈদ্য যেমন পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, সেইরূপ পাপ যাহাতে দূর হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিবেন। এই প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, লজ্জাশীল সত্যপরায়ণ, সরল-স্বভাব ব্যক্তিগণ সত্বরই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য এইরূপ স্থলে পাপ করিবামাত্র স্নান করিয়া সেই আর্দ্র বসন পরিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া আর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া উক্ত-

রূপ সভা-সমীপে গমন করিবে। পাপী এই-রূপে সভা-সমীপে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শরীর ও মস্তক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিবে, কোন কথা কহিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ সাবিত্রী (বেদ) অথবা গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধ্যা উপাসনা জানে না ও অগ্নিতে হোমক্রিয়া করে না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রত-রহিত ও মন্ত্র ও জাতি মাত্রোপজীবি সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র হইলেও তাহাকে পরিষদ্ বলা যায় না। অজ্ঞানাভিভূত মূর্খ, ধর্ম্মমত-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ যে কথা বলে, তাহাতে কেবল সেই পাপ শতগুণে বিভক্ত হইয়া সেই সকল বক্তৃদিগকেই অর্শিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেয়, তাহাদের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপ নাশ হয় বটে; কিন্তু ব্যবস্থাদাতা সভ্যগণ সেই পাপভাগী হয়েন, চারি জন কিম্বা সুধু তিন জন মাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অন্য সহস্র লোকের কথাও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। যাঁহারা প্রমাণের পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সকল কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন, সেই সকল বহুগুণবেত্তা পণ্ডিতগণকেই পাপ ভয় করে। যেমন পাথরের উপর জল থাকিলে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপদ্বারা তাহা ক্রমে শোষিত হয়; সেইরূপ উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি বা পরিষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়। তাহা আর পাপকারী কিম্বা ব্যবস্থাদাতা পরিষদ, কাহাকেই অর্শে না, উত্তাপ ও বায়ু-সংযোগে জল শোষণের ন্যায়, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয়। যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ অথচ আহিতাগ্নি নহেন, তাঁহাদের পাঁচজন বা তিনজন একত্রিত হইলেই তাহাকে পরিষদ্ কহে। কিন্তু যাঁহারা মুনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ, যজ্ঞযজনকারী দেবব্রত-পরায়ণ বা স্নাতক ব্রাহ্মণ তাহাদের একজন হইলেও পরিষৎ বলা যায়। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে একত্র হইলে তবে পরিষৎ হয় কিন্তু যদি এরূপ পাঁচজন ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে যাহারা স্ববৃত্তি পরিতুষ্ট, তাঁহাদের পাইলেও পরিষৎ বলা যাইবে। কিন্তু ইহারা ব্যতীত অন্য যে সকল বিপ্র কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সহস্র জন একত্রিত হইলেও পরিষৎ হইবে না কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতী বা চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগমূর্ত্তি যেমন প্রকৃত হস্তী বা মৃগ নহে, সেইরূপ নাম মাত্র সার অধ্যয়নবিহীন মূর্খ ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে জন শূন্য গ্রাম, বা জলশূন্য কূপ কিম্বা অগ্নিব্যতীত হোম যেমন কিছুই নহে, মন্ত্রহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ অসার। নপুংসকের স্ত্রীসম্ভোগ যেমন নিষ্ফল, উষরভূমি যেমন ফলবতী নহে, অজ্ঞ (ব্রাহ্মণকে) দান যেমন বৃথা, সেইরূপ ঋক্ বা বেদমন্ত্রবিহীন বিপ্রও নিষ্ফল। চিত্রকর্ম্মে যেমন চিত্রের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে চিত্রিত হইয়া পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধিমত সংস্কারদ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও পরিস্ফুট হয়। যে সকল বিপ্র কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেয়, তবে সেই সকল পাপকর্ম্মকারী দ্বিজগণ নরকে গমন করে। যে সকল দ্বিজগণ বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, নিত্য পঞ্চযজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণ তাহারাই পঞ্চইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত লোকদের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া এই সমস্ত ত্রিলোককে ধারণ করেন। শ্মশানে প্রদীপ্ত অগ্নি মন্ত্রপূত হওয়ায় যেমন সর্ব্বভুক্ হয় (সমস্ত পাপাদি দহন করে) সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ ও দেবরূপী হন। যেমন সমস্ত অপবিত্র বস্তুই জলেতে ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত পাপই নির্ম্মল ব্রাহ্মণের উপর প্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ গায়ত্রীবিহীন হইলে তাহারা শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি হয়েন; আর যাঁহারা গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই দ্বিজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হয়েন। তবে দুঃশীল হইলেও দ্বিজ পূজ্যই হইবে, আর শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজনীয় হয় না। কেবল দেখি দুষ্ট দূষিত শরীর গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলবোধে গর্দ্দভী দোহনে প্রবৃত্ত হয়। যে দ্বিজগণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথে সদা আরূঢ় হইয়া বেদরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা যদি কখন পরিহাসছলেও

কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। অতএব যিনি চারি বেদেই পণ্ডিত, নির্ব্বিকল্প হৃদয়, বেদাঙ্গবেত্তা, ধর্ম্মপাঠক; তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পরিষৎ, নতুবা দশজন সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণও মধ্যবিৎ পরিষৎ হয়। দ্বিজগণ রাজার অনুমতি পাইলে তবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন। প্রায়শ্চিত্ত বিধি তাঁহারা কখন স্বয়ং বলিবেন না। আবার ব্রাহ্মণের কথা না শুনিয়া বা তাহাদের অনুমতি না লইয়া রাজা যদি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া রাজাকেই অর্শাইবে। দেবালয়ের সম্মুখে থাকিয়া তবে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তবিধি দেবেন। তাহার পর বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া তবে ব্যবস্থা দান করিবেন, মনে যদি নিজের কোন পাপ স্পর্শিয়া থাকে, তাহা দূর করিবেন। প্রায়শ্চিত্তকালে শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন করিবে এবং রাত্রিকালে গোশালায় শয়ন ও দিবাভাগে গোগণের অনুসরণ করিতে হইবে। যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় বা বড় বর্ষা হয় বা ভয়ঙ্কর শীত হয়, কি প্রবল বাতাস বহে, যথাশক্তি গো রক্ষণ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। যদি আপনার কিম্বা অন্যের গৃহে ক্ষেত্রে কিম্বা উদূখলস্থ শস্য গাভিতে ভক্ষণ করে, কিম্বা যদি বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে (অর্থাৎ গরু পিইয়া যায়) তথাপি কোন কথা বলিবে না। গরু জল পান করিলে তবে নিজে জল পান করিতে হইবে—গরু শয়ন করিলে তবে নিজে শুইতে হইবে, আর যদি গোরু কোনরূপে পঙ্ক মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ও গরুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও গরুর রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রাজাপত্য ব্রতের ব্যবস্থা করিবে, প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র ব্রতকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এক দিবস কেবল একবার মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, তার পর এক দিন শুধু রাত্রিতে ভোজন করিবে। তার পর এক দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে, তাহাই খাইয়া থাকিবে, আর চতুর্থ দিবস কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহাই এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম দুই দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন অযাচিত হইয়া যাহা পাইবে তাহাই খাইবে, তার পর দুই দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; ইহাই দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম তিন দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে, তাহাই ভোজন করিবে, শেষ তিন দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম চারি দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তাহার পর চারি দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর চারি দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে তাহাই ভক্ষণ করিবে, আর শেষ চারি দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিতে হইবে এবং দ্বিজ পবিত্র মন্ত্রজপ করিবেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে নিশ্চয়ই গোহত্যাকারী শুদ্ধ হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

যথারীতি রক্ষাহেতু গরুকে রুদ্ধ বা বন্ধন করায়, যদি গোহত্যা হয়, তবে দোষ নাই। কিন্তু এরূপ গোহত্যাকে কামকৃত বা অকামকৃত হত্যা বলিয়া বুঝিবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল বা এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, রসযুক্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব বেষ্টিত এইরূপ হইলেই তাহাকে দণ্ড বলে। দণ্ড ব্যতীত যদি আর কিছু দ্বারা কেহ গরুকে প্রহার বা নিপাতন করিয়া হত্যা করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ও উল্লিখিতরূপে দ্বিগুণ গোব্রত আচরণ করিবে। রোধ, বন্ধন, যোতে জুড়িয়া দেওয়া আর নিপাত করা এই চারি প্রকারে গোহত্যা হয়। তন্মধ্যে রোধহেতু গোহত্যা

হইলে এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বন্ধনহেতু হত্যা হইলে দ্বিপাদ, যোতে জুড়িয়া দেওয়া জন্ম হত্যা হইলে তিনপাদ, আর নিপাতন হেতু হত্যা হইলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোচারণের মাঠে, গৃহে, দুর্গে সমতল প্রান্তর ভূমিতে, নদী বা সমুদ্রতীরে খাত বা পর্ব্বত গুহার নিকটে কিম্বা দগ্ধদেশে রুদ্ধ করিয়া রাখায় যদি গরুর মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে রোধ বলে। জোয়াল বা কোনরূপ রজ্জু দ্বারা, কিম্বা ঘণ্টা, আভরণ ভূষণ দ্বারা যদি গরুকে গৃহে, বা বনেতেও বদ্ধ করিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়, তবে ইহাকে অবস্থাভেদে কামকৃত বা অকামকৃত বন্ধন বলিয়া জানিবে। যদি লোকের দ্বারা লাঙ্গল বা গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়ায় দুই চারিটা গরু সারবন্ধি করিয়া বান্ধিয়া দেওয়ায়, কিম্বা অত্যন্ত চাপানেতে প্রপীড়িত হওয়ায় কোন গরুর মৃত্যু হয়, তবে সেই হত্যাকে যোক্ত্র বধ বলে। মত্ত, উন্মত্ত, বা প্রমত্ত অবস্থাই হউক বা সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থাতেই হউক, আর কামকৃত অকামকৃত ক্রোধ জন্যই হউক, যদি দণ্ড বা উপলখণ্ডদ্বারা কেহ গরুকে আঘাত করায়, গরু আহত বা মৃত হয়—তবে এরূপ আঘাতকে নিপাতনের হেতু বলিয়া জানিবে। তবে যদি সেই গরু দণ্ডের দ্বার আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্চ্ছিত ও পতিত থাকিয়াও পরে উঠিয়া গমন করে, বা পাঁচ সাত দশ গ্রাস গ্রহণ করে কিম্বা জল পান করে, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। পিণ্ড অবস্থায় গো গর্ভ নষ্ট করিলে একপাদ, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর নষ্ট করিলে দ্বিপাদ আর তৎপরে গর্ভস্থ গোভ্রূণের চেতন সঞ্চারের পূর্ব্বে ঐ গর্ভ নষ্ট করিলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আচরণ করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্গ রোম ত্যাগ করিতে হয়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় শ্মশ্রুও ত্যাগ করিতে হয়; ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে শিখা ব্যতীত সমস্ত লোম মুণ্ডন করিতে হয়; আর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকালে শিখা সমেত সমুদয় রোম মুণ্ডন করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্তে দুখানি কাপড়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্তে কাঁসার পাত্র, তিনপাদ প্রায়শ্চিত্তে একটী বৃষ, চারিপাদ প্রায়শ্চিত্তে এক জোড়া বৃষ দান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোভ্রূণের সমুদয় অঙ্গের স্ফূর্ত্তি না হইলেও তাহাকে চেতনাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অথচ সমুদয় প্রত্যঙ্গের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তবে ভ্রূণ হত্যা করিলে দ্বিগুণ গোব্রতের আচরণ করিতে হইবে। পাষাণ ফেলিয়া, কিম্বা দণ্ডের দ্বারা যদি কেহ গরুকে আঘাত করিয়া শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত, আর শৃঙ্গ আমূল উপড়াইয়া দিলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কেহ যদি এইরূপে গরুর লাঙ্গুল ভাঙ্গিয়া দেয় তবে সে একপাদ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে দ্বিপাদ ব্রত করিবে, কর্ণ ভাঙ্গিয়া দিলে তিন পাদ, আর সমুদয় অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে পূর্ণমাত্রায় কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিবে। শৃঙ্গ ভঙ্গ, কি অস্থি ভঙ্গ, অথবা কটি ভঙ্গ হইলেও যদি গরু ছয় মাসকাল জীবিত থাকে, তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। যদি আঘাত হেতু গরুর গাত্রে ব্রণ বা ক্ষত হয়, তবে স্বহস্তে আরোগ্য পর্য্যন্ত ব্রণস্থানে তৈলাদি স্নেহ মাখাইবে; এবং যে পর্য্যন্ত গরু দৃঢ় ও বলবান না হয়, সে পর্য্যন্ত যবস মাত্র আহার করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পালন করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে নিজ গোরূপ পরিত্যাগ করিবে। আর যদি গরুর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ না হয়, যদি দেহের কোন অঙ্গ হীন হয়, তবে তাহার গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক নির্দ্দিষ্ট করিবে। যদি কেহ ঔদ্ধত্যবশতঃ লোষ্ট্র (ঢিল) পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া অথবা কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক গোহত্যা করে, তাহার শুদ্ধি ব্যবস্থা নির্ণয় করা যাইতেছে। কাষ্ঠ দ্বারা গোহত্যা করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করিবে, লোষ্ট্র দ্বারা গোবধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবে, পাষাণ দ্বারা গোবধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র সাধন করিবে, আর শস্ত্রের দ্বারা গোবধ করিলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে। সান্তপন ব্রতে পাঁচটী গরু, প্রাজাপত্য ব্রতে তিনটী গরু,

তপ্তকৃচ্ছ্রে আটটী গরু আর অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণে তেরটী গরু দান করিতে হয়। যে প্রকার গরুর হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ঠিক তাহার অনুরূপ গরু দান করাই কর্ত্তব্য। তবে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ মূল্য দিলেও চলিতে পারে। গরু দাগিবার জন্য বা চিহ্নিত করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয়। কিন্তু তাহা ব্যতীত শকটাদি বহন জন্য অথবা দোহন কালে কিম্বা সায়ংকালে একত্র রক্ষা করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয় না। গরু দাগিবার কালে অতিরিক্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলে, কিম্বা অতিরিক্ত ভার বহন করাইলে কিম্বা নাক ফুড়িয়া দিলে অথবা দুর্গম নদী পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উক্তরূপে বহন করাইলে দ্বিপাদ, নাক ফুড়িয়া দিলে তিন পাদ, আর এই সমুদায়গুলি পাপ করিলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গরু বন্ধনযুক্তই থাকুক আর বন্ধন মুক্তই থাকুক, যদি দহনহেতু তাহার মৃত্যু হয়, তবে পরাশর কহিয়াছেন, যথাবিধি একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। রোধ করা, বন্ধন করা, যোক্ত্রযুক্ত করা, ভার বহন করান, প্রহার করা, যোক্ত্রাদি বদ্ধ করিয়া দুর্গম স্থানে প্রেরণ করা, এই ছয়টীই গোবধের কারণ। যদি কোন গরুর সুগুপ্তাঙ্গে রজ্জু বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে যাহার গৃহে এরূপ গোহত্যা হয়, তাহাকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নারিকেলের দড়ি, শণের দড়ি, মুঞ্জযুক্ত দড়ি, কিম্বা লৌহাদি কোন শৃঙ্খল দ্বারা গোরুকে বন্ধন করা উচিত নহে। আর যদিও ইহাদের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তৎপার্শ্বে পরশু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কুশ কিম্বা কাশের দড়ি দ্বারা গরুকে দক্ষিণ মুখ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। আর এই দড়িতে যদি অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি সেস্থলে তৃণ রাশি থাকে এবং তাহাতে অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ হয়, তবে কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? সে স্থলে পবিত্রকারিণী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে হয়। কূপ বা বাপীতটে গরু পাঠাইয়া দিলে কিম্বা বৃক্ষ ছেদন করিয়া গরুর উপর ফেলিয়া দিলে অথবা গো-খাদককে গরু বিক্রয় করিলে গো-বধের পাপ হয়। যদি এ অবস্থায় সে গরুকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে গরুর কক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, কি চক্ষু বা কর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়, কিম্বা যদি কূপ মধ্যে পড়িয়া মগ্ন হইয়া যায়, অথবা যদি কূপ হইতে উঠাইতে গিয়াও গরুর গ্রীবা বা পদ ভাঙ্গিয়া যায়, আর তাহাতেই যদি গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু জল পানার্থ কূপে খাদে, কিম্বা পুকুর বা নদীর বাঁধান ঘাটে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে, বা জল পানার্থ কুণ্ডে (জল পান করিতে গিয়া) গরুর মৃত্যু হইলে তাহার জন্য কূপাদি-কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইরূপ কূপ সন্নিহিত খাদে নদী বা দিঘীর খাদে, অথবা সাধারণ জলপানের জন্য অন্য কোন খাদে উক্ত কারণে পতিত হইয়া গরুর মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। তবে যদি কেহ নিজ বাটী প্রবেশের দ্বারের সম্মুখে, বা বাটীর মধ্যে খাদ প্রস্তুত করে অথবা নিজের কোন কাজ বা নিজের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য খাদ প্রস্তুত করে, তাহাতে পড়িয়া গরুর মৃত্যু হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। রাত্রিকালে গরুকে বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখা কালীন যদি, সর্পাঘাত বা ব্যাঘ্র ধৃত হওয়ায়, অথবা অগ্নি বা বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হওয়ায় গরুর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় যদি কোন গ্রাম শরজাল দ্বারা পীড়িত হইবার কালে, কিম্বা গৃহ পড়িয়া যাইবার সময় কিম্বা অতিবৃষ্টি হেতু মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। গরু যদি যুদ্ধকালে নিহত হয়, বা গৃহ দগ্ধকালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা দাবানল দ্বারা কিম্বা গ্রাম নষ্ট হইবার কালে মরিয়া যায়, তবেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যদি গরুর চিকিৎসা করিবার জন্য বা মূঢ় গর্ভ মোচন করিবার জন্য গরুকে রুদ্ধ করা যায়, এবং অনেক যত্ন করিলেও তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

বহু-সংখ্যক পীড়িত গাভিকে একত্র বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং অপারদর্শী গোচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে যদি গরুর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। গাভি বা বৃষের বিপত্তি কালে যে সমস্ত লোক সেই অপঘাত মৃত্যু দেখিবে অথচ তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করিবে, তাহাদের সকলেরই গোহত্যার পাতক হইবে। যদি একত্রিত বহুলোকসমিতির দ্বারা কোন গোহত্যা হয় এবং যাহার দ্বারা গরু হত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে রাজ-নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের প্রত্যেককে শপথ করাইয়া (সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক) প্রকৃত হত্যাকারী নির্ণয় করিবেন। যদি দৈবক্রমে অনেক লোকের দ্বারা একটী গোহত্যা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই পৃথক্‌রূপে গোবধের এক পাদ বা চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোহত্যা হইলে তাহার শোণিত পরীক্ষা করিতে হইবে। কারণ গরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা কৃশ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ গরুর এরূপ দোষ থাকিলে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্ এবং নানাবিধ হইবে। সুতরাং উহা ভালরূপেই অনুসন্ধান করা উচিত। একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনু বলিয়াছেন যে, গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সকল অবস্থাতেই চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তকালে যিনি কেশ রক্ষা করিতে চাহিবেন, তাঁহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে (এবং) দ্বিগুণ ব্রতের আদেশে দক্ষিণা দ্বিগুণ করিতে হইবে। রাজা, রাজপুত্র অথবা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে কেশ মুণ্ডন না করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দিবে। যে কেশ রক্ষা করিয়াছে, অথচ দ্বিগুণ দানাদি করে নাই—তাহার পাপ পূর্ব্ববৎই থাকে; সে পাপ মুক্ত হয় না, আর যিনি এরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তিনি নরকে গমন করেন। যে কিছু পাপ করা যায়, সে সমস্তই কেশ মধ্যে অবস্থান করে। অন্তত সমস্ত কেশ ধরিয়া অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলিমাত্রও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এরূপ ব্যবস্থা, যাঁহারা কুমারী বা সধবা স্ত্রী, কেবল তাহাদের মস্তক মুণ্ডন স্থলেই দেওয়া যাইতে পারিবে। কারণ স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ কেশ মুণ্ডন অথবা দূরে স্বতন্ত্র শয়ন ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীলোক রাত্রিকালে গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশেষ-তাহাদের পক্ষে নদী সঙ্গম বা অরণ্য মধ্যে আদৌ যাইতে নাই। আর তাহাদের অজিন পরিতেও নাই। একারণ তাহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও দেবারাধনা মাত্র করিয়াই এই ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সমুদায় ব্রতই, স্ত্রীলোকদের বন্ধু মধ্যে থাকিয়া আচরণ করিতে হয়। অতএব তাহারা নিয়ত গৃহেতেই থাকিবে এবং শুচি হইয়া সমস্ত নিয়ম পালন করিবে। ইহ সংসারে যে ব্যক্তি গোহত্যা করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গমন করিবে। তাহার পর নরক হইতে ভোগান্তে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকেই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং পরে পরে সাত জন্ম পর্য্যন্ত ক্লীব, দুঃখী ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে। একারণ পাপ করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না—তাহা প্রকাশ করিবে এবং সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম পালন করিবে। স্ত্রীজাতি বালক, গো বা বিপ্র প্রভৃতি কখন কোপ প্রকাশ করিবে না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

চারি বর্ণের সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতির বিধান উক্ত হইল। এক্ষণে অগম্যাগমনের কথা বলা যাইতেছে। অগম্যাগমন করিলে শুদ্ধি হইবার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক এক গ্রাস করিয়া আহার কমাইতে থাকিবে। শুক্লপক্ষে আবার সেইরূপ এক এক গ্রাস করিয়া আহার বাড়াইতে পারিবে। তবে অমাবস্যায় কিছুই আহার করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণ ব্রতের বিধি। এক এক গ্রাসের পরিমাণ এক কুক্কুটাণ্ড সদৃশ কল্পনা করিয়া লইবে। ইহার অন্যথা হইলে শাস্ত্রের অভি-

প্রায় বিরুদ্ধ হইবে; সুতরাং তাহাতে ধর্ম্ম বা শুদ্ধি লাভ কিছুই হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। দুইটী গাভি ও এক জোড়া বস্ত্র বিপ্রগণের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবে। যে দ্বিজ, চাণ্ডালী বা শ্বপাকী গমন করিবেন, তিনি বিপ্রগণের আজ্ঞাক্রমে ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকিবেন। তৎপরে শিখাসমেত সমুদায় কেশ মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিয়া, ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করিবেন। তাঁহাকে নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এক গাভী ও এক ষাঁড় বিপ্রগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি শুদ্ধি লাভ করিবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চাণ্ডালী গমন করেন, তবে তাহাকে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ এবং গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কোন শূদ্র চাণ্ডালী বা শ্বপাকী গমন করে, তবে তাহাকে একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য আচরণ এবং এক গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কেহ মোহ হেতু মাতৃগমন, ভগিনীগমন বা কন্যাগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিতে হইবে। পরে তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে এবং শেষে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত মাতৃস্বসা গমন করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবে যদি কেহ অজ্ঞানবশে মাতৃস্বসা গমন করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, তাহাকে দুইটী মাত্র চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে, এবং দশটী গাভি ও দশটী বৃষ দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিমাতা গমন করিবে, মাতার সখী গমন করিবে, ভ্রাতৃকন্যা গমন করিবে, গুরুপত্নী গমন করিবে, পুত্রবধূ গমন করিবে, বা ভ্রাতৃভার্য্যা গমন করিবে, মাতুলানী গমন করিবে, কিম্বা কোন স্বগোত্রজ কন্যা গমন করিবে, তাহাকে তিনটী প্রাজাপত্যব্রত আচরণ করিতে হইবে, তৎপরে দুইটি গাভি দক্ষিণা দিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পশু ও বেশ্যা প্রভৃতি গমন করিলে, অথবা মহিষী, উষ্ট্রী, বানরী, গর্দ্দভী, শূকরী গমন করিলে, প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে গাভি গমন করিবে, সে ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে একটী গরু দান করিবে। মহিষী, উষ্ট্রী বা গর্দ্দভী গমন করি অহোরাত্রেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। বিপ্লব বা পরস্পর কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের সময়, মারীভয়ের সময়, বিপক্ষ রাজাকর্ত্তৃক বন্দী হইবার সময় কিম্বা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার সময়, সর্ব্বদা নিজ পত্নীকে নিরীক্ষণ করিবে। যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশজন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে। সে এক রাত্রি নিরাহার অবস্থায় গোময় জল ও কর্দ্দম পরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা হইতে উঠিবে। তৎপরে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবকৌদন মাত্র ভোজন করিবে। পরে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শেষে এক রাত্রি জলে বাস করিয়া থাকিবে। তৎপরে শঙ্খপুষ্পী লতার মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং স্বর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাটিয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে। তৎপরে, যতদিন পুনর্ব্বার ঋতুমতী না হয়, ততদিন একবার মাত্র ভোজন করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, সে পর্য্যন্ত বাহিরে বাস করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে ও দুইটী গাভি দক্ষিণা দিতে হইবে। এই মত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে, ইহা পরাশর বলিয়াছেন। চারি বর্ণের নারীদেরই এই অবস্থায় কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী ও ভূমি দুই একরূপ; সুতরাং তাহা একেবারে দূষণীয় হয় না। বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া কিম্বা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিম্বা বলপ্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সন্তাপন ব্রতাচরণ করিলেই সে নারী শুদ্ধিলাভ করিবে।

যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রজাপত্য ব্রতাচরণ এবং পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে। যাহার পত্নী সুরা সেবন করে, তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়, এরূপে যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হইয়াছে তাহার নরক গমন হইতে নিষ্কৃতি নাই। কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত আচরণের সময় গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করিয়া এক রাত্রি উপবাস করিলেই স্মৃতি মতে কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করা হয়। স্বামী বিদেশে যাইলে, স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, যে নারী, উপপতি কর্ত্তৃক জারজ গর্ভ উৎপাদন করায়, সেই পতিত পাপকারিণীকে ভিন্ন রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যায়; তবে তাহাকে নষ্টা বলে, তাহাকে আর কোন রূপেই গৃহে পুনর্গ্রহণ করা যায় না। যে নারী কামবশে বা মোহবশে বন্ধু, বা পুত্র, পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরলোক ইহলোক উভয়ই নষ্ট হয়। যদি নারী এইরূপ গৃহবহিষ্কৃত হইয়া দশ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন না করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব নারী, কোন কারণেই দশদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে না, থাকিলে তাহাকে নষ্টা মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় যদি তাহাকে গৃহে লওয়া যায়, তবে স্বামীকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। বন্ধুগণকে কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। আর তাহাদের সহিত যাহারা অন্নগ্রহণ বা জলপান করিয়াছে, তাহারা এক অহোরাত্র উপবাসেই শুদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সাহায্য ব্যতীত একাকিনী গৃহবহিষ্কৃত হইয়া যায়, এবং বহির্গতা হইয়া একশত পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার গোত্রীয়গণও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ নারী যদি কোন পুরুষের গৃহে গমন করে, তবে তাহার গৃহ অশুদ্ধ হয়; এবং তাহার জারের যে গৃহ, সেই গৃহই তাহার পিতৃ মাতৃ গৃহ এরূপ উল্লেখ করিবে। পশ্চাৎ উক্ত গৃহকে পঞ্চগব্যের দ্বারা শোধন করিতে হইবে; এবং সেই গৃহের মৃণ্ময়পাত্র সমুদায় ত্যাগ করিয়া তথাকার বস্ত্র ও কাষ্ঠ সমুদায় শোধন করিতে হইবে। আর ফলযুক্ত সমুদায় দ্রব্যসম্ভারই গোকেশের দ্বারা শোধন করিতে হইবে। তাম্রপাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা এবং কাংস্যপাত্র সকল দশবার ভস্মের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া শোধন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত নষ্টা নারী যে বিপ্র গৃহে বাস করিয়াছিল, সেই বিপ্র ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তৎপ্রদত্ত ব্যবস্থা মত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। দুইটী গরু দক্ষিণা দিতে হইবে; এবং প্রজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেতর অন্য সকল জাতির গৃহে সে নারী বাস করিলে এক দিবারাত্রি উপবাসের পর পঞ্চ-গব্যের দ্বারা গৃহকর্ত্তা গৃহ শোধন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, যজ্ঞীয় দ্রব্য ও চমস ভূমিস্থিত জল, দর্ভ, ইহারা কখনই অপবিত্র হয় না। ব্রাহ্মণগণ উপবাস ব্রত, পুণ্যকর্ম্ম, সন্ধ্যা, দেবার্চ্চনা, জপ, হোম, দান, এই সমস্ত দ্বারা সকল অবস্থাতেই শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বিপ্র যদি অপবিত্ররেত গোমাংস, কিম্বা চাণ্ডালান্ন ভোজন করেন, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন। সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অর্দ্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে। শূদ্র পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, দ্বিজ ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবে। এবং ব্রাহ্মণ একটী গাভি, ক্ষত্রিয় দুইটী গাভি, বৈশ্য তিনটী, গাভি এবং শূদ্র চারিটী গাভি দান করিবে। শূদ্রের অন্ন, অশৌচের অন্ন, অভোজ্যের অন্ন, শঙ্কিতান্ন, নিষিদ্ধ অন্ন, বা পূর্ব্বোচ্ছিষ্ট অন্ন, যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ কিম্বা বিপদে পড়িয়া ভোজন করেন, তবে যখন তাহা

জানিতে পারিবে, তখন কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন এবং ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবেন। যখন অন্ন—সর্প, নকুল বা বিড়াল কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইবে, তখন তিল, কুশ ও জল তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি শূদ্র অভোজ্য অন্ন ভোজন করে, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিপ্রগণ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া একত্র ভোজন কালে যদি কোন একজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে শেষ অন্ন আর কেহই খাইবে না। যদি এরূপ অবস্থায় কোন বিপ্র লোভ হেতু, বা মোহ হেতু পংক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে সেই বিপ্র কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ রসুন, বৃন্তাক ফল, (বেগুণ) গৃঞ্জন (গাঁজরা) পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) বৃক্ষ নির্যাস দেবস্ব (দেব পূজার্থ দ্রব্য) করকা, উষ্ট্রী দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ; এই সকল যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, তবে তাহাকে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া, পরে পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভেক অথবা মূষিক মাংস ভক্ষণ করে, পরে সে বিষয় জানিতে পারিলেই অহোরাত্র উপবাসের পর যাবকান্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় হউক, আর বৈশ্যই হউক, যদি সে ক্রিয়াবান্ বা ধর্ম্ম কর্ম্মকারী ও বিশুদ্ধাচারী হয়, তবে তাহার গৃহে হোম (যজ্ঞ) ও হব্য কব্য কর্ম্মে (পিতৃ শ্রাদ্ধাদিতে) ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই ভোজন করিতে পারিবে। বিপ্রগণ নদী তীরে গমন করিয়া শূদ্রদত্ত ভোজ্য ভোজন করিতে পারিবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তবে কি প্রকারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা প্রতিবর্ণক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শূদ্রের জাতাশৌচে ভোজন করিলে, অষ্ট সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বৈশ্যের জাতাশৌচে ভোজন করিলে পঞ্চ-সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের হইলে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে কেবল প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়, অথবা বামদেব্য সামবেদ একবার পাঠ করিলেই শুদ্ধ হয়। যদি শূদ্রের গৃহ হইতে শুষ্ক অন্ন বা চাউল প্রভৃতি দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা গৃহেই পাক করা হয়, তবে তাহা পবিত্র বিধেবও ভোজনযোগ্য, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোনরূপ বিপদকালে বিপ্র শূদ্র-গৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্রকন্যা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। যে পুত্র শূদ্র কন্যার গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আর্দ্ধিক, (অর্দ্ধসীরি) বলিয়া জানিবে। বিপ্র নিঃসংশয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারে। যাহার অন্ন গ্রহণ বা জল পান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডস্থ জল, দধি, ঘৃত বা দুগ্ধ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণানুসারে ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে। শূদ্রের উপবাস বিহিত নাই, শূদ্র দান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। এক দিবারাত্রি মাত্র ব্রহ্মকূর্চ্চ আহার করিলে শ্বপাক (চাণ্ডালও) শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, কুশজল, ইহাই (ব্রহ্মকূর্চ্চ বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট আছে, এই পঞ্চগব্য পবিত্র ও পাপনাশকারক। কৃষ্ণবর্ণ গাভির গোমূত্র ও

শ্বেতবর্ণ গাভির গোময় গ্রহণ করিবে, তাম্রবর্ণ গাভির দুগ্ধ লইবে এবং রক্তবর্ণ গাভির দধি লইতে হইবে। কপিলবর্ণ গাভির ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে। গোমূত্র এক পল লইবে, দধি তিন পল লইবে, ঘৃত এক পল লইবে, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লইবে, দুগ্ধ সপ্ত পল লইবে, আর কুশোদক এক পল লইবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্র লইবে; "গন্ধ দ্বারা" ইতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গোময় লইবে, 'অপ্যায়স্ব' এই মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ গ্রহণ করিবে, 'দধিক্রাব্' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দধি লইবে। 'তজোসি শুক্রম্' এই মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া কুশোদক লইবে, তৎপরে ঋকমন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য শোধন করণান্তর অগ্নির নিকটে স্থাপন করিবে। তৎপরে "আপোহিষ্ঠা" এই পাঠ করিতে করিতে উক্ত ছয় দ্রব্য আলোড়ন করিয়া মিশ্রণ করিবে এবং "মানস্তোক" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিবে। যে কুশের (অন্ততঃ) সাতটা অপেক্ষা অল্প নধর পাতা আছে, যাহার অগ্রভাগ ছিন্ন নহে, যাহার বর্ণ শুক পক্ষীর ন্যায়; এরূপ কুশ দ্বারা যথানিয়মে পঞ্চগব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। "ইরাবতী-ইদং বিষ্ণু মানস্তোক চ শংবতী" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিতে হয়। পরে হোম শেষ যাহা থাকিবে, তাহাই পান করিতে হয়। পান করিবার পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা আলোড়ন করিবে, এবং প্রণব উচ্চারণ করিয়াই তাহা মন্থন করিবে, তৎপরে প্রণব পাঠ করিয়া উহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রণব পাঠ করিয়াই তাহা পান করিবে। যে পাপ দেহীদিগের দেহে একেবারে হাড়ে হাড়ে বিদ্ধিয়াছে, সে সমস্তই অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠ দাহের ন্যায় এই ব্রহ্মকূর্চ্চ কর্ত্তৃক একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যদি জলপান করিবার কালে জল মুখনিঃসৃত হইয়া পাত্র মধ্যে পতিত হয়, তবে সে জল অপেয় হইবে। তাহা পুনর্ব্বার পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিতে হয়। কূপ মধ্যে যদি কুক্কুর, শৃগাল, মর্কট পড়িতে দেখা যায়, কিম্বা যদি তাহাতে অস্থি চর্ম্মাদি পতিত হয়, তবে সেই অপবিত্র জল কোন দ্বিজ পান করিলে (তাহাকে নিম্নলিখিত বিধান মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়)। যদি কূপ মধ্যে নর, কাক, বিড়াল, বরাহ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গরু, হস্তী, ময়ূর, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, ইহাদের মধ্যে কাহারও অস্থি বা কঙ্কাল পতিত হয়, তাহা হইলে সেই কূপের জল দূষিত হইবে। সে অপবিত্র জল পান করিলে নিম্নলিখিত ক্রম-অনুযায়ী বিধানমত সকল বর্ণের লোকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিপ্র তিন রাত্রি উপবাসে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়কে দুই রাত্রি উপবাস করিতে হয়, বৈশ্যকে এক দিন উপবাস করিতে হয়, আর শূদ্র এক রাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে। যে দ্বিজ পরপাক নিবৃত্ত, পরপাক রত, কিম্বা কোন অপচ ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। অপচ ব্রাহ্মণকে দান করিলেও দানের এই ফল হয় যে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করেন। যে গৃহস্থ, অগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নি স্থাপনানন্তর, পঞ্চ যজ্ঞ না করে, মুনিগণ তাঁহাকেই পরপাক নিবৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া স্বয়ং পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ পরান্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরপাক-রত বলে। যে বিপ্র গৃহধর্ম্মবিহীন হইয়াও দান করে, ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাহাকেই অপচ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রতি যুগে যে যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে সকল দ্বিজগণ সেই ধর্ম্মেতেই নিরত থাকেন, তাঁহাদের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না ব্রাহ্মণগণই যুগরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি হুঙ্কার প্রয়োগ করে, কিম্বা মাননীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে স্নান করিয়া সমস্ত দিবস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ তৃণের দ্বারাও তাড়না করেন, কিম্বা তাহার গলায় বস্ত্র দেয়, অথবা বিবাদে তাহাকে হারাইয়া দেয়, তবে প্রণামাদি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে

প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডাদি উত্তোলন করে, তবে এক রাত্রি উপবাস করিবে, তাঁহাকে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিবে, রক্ত বাহির করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, আর যদি প্রহারের জন্য ভিতরে রক্ত জমিয়া যায়, তবে শুধু কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাণি পরিমাণ অন্ন মাত্র ভোজন করিয়া নয় দিন কাটাইলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রত করা হয়। আর ত্রিরাত্রি মাত্র উপবাস করিলে তাহাকেই কৃচ্ছ্র বলা যায়। যদি এককালে সর্ব্বপ্রকার পাপ কার্য্যের সম্মিলন হয়, তথাপি লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধি লাভ করা যায়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দুঃস্বপ্ন দেখার পর, বমন করার পর, ক্ষৌরী হওয়ার পর, স্ত্রীসম্ভোগ করার পর কিম্বা শ্মশানে চিতাধূম গায়ে লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে। যদি দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের কেহ অজ্ঞান বশতঃ বিষ্ঠা বা মূত্র কি সুরা পান করিয়া ফেলে, তবে তাহার পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। দ্বিজগণের পুনঃসংস্কার কর্ম্মে অজিন, মেখলা দণ্ড ভিক্ষাচর্য্য, ব্রত সমুদায়ই নিবৃত্ত করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্রগণের শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত বিহিত আছে। তৎপরে স্নানানন্তর পঞ্চগব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিলেই শুদ্ধি লাভ হইবে। যদি নিত্য স্নান ক্রিয়ার কোন বাধা পড়ে বা গৃহস্থাপিত অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় বা অন্য কারণে অগ্নি কার্য্যের কোন বাধা পড়ে কিম্বা পবিত্রত্যাব বিঘ্ন নাশ হয়, তাহা হইলে এই তিন প্রত্যবায় হইতে যেরূপে শুদ্ধিলাভ করা যায় তাহার বিধান করা যাইতেছে। এইরূপ স্থলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণের লোক দুইটী প্রাজাপত্য আচরণ দ্বারা কিম্বা তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা অথবা একাদশ-বৃষ দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা বলা যাইতেছে, তাহারা বনে গমন করিয়া কোন এক চতুষ্পথ মধ্যে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন এবং একটী গাভি ও একটী বৃষ দক্ষিণা দিবেন। স্বায়ম্ভূব মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিয়া, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ও পুনঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে। মনীষিগণ পাঁচ প্রকার স্নানের কথা বলিয়াছেন, যথা আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য। ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করাকে আগ্নেয় স্নান বলে, অবগাহন করিয়া স্নান করিলে বারুণ স্নান বলে; "আপোহিষ্ঠা" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মানসিক স্নান করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম স্নান বলে; ধূলি দ্বারা মার্জ্জন করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান বলে। রৌদ্র থাকিতে বর্ষার জলে স্নান করিলে তাহাকেই দিব্য স্নান বলে। এই দিব্য স্নানে মানবেরা গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন। যখন বিপ্রগণ স্নানার্থ আগমন করেন, তখন পিতৃগণ ও দেবগণ তৃষ্ণাতুর হইয়া জল পান করিবার জন্য বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে থাকেন। যখন বিপ্রগণ স্নান করিয়া কাপড় নিংড়ান তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। একারণ পিতৃ তর্পণ না করিয়া কখন কাপড় নিংড়াইবে না। যে দ্বিজ, স্নান শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াই চুল ঝাড়েন, কিম্বা জলের উপর আচমন করেন, পিতৃগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দত্ত তর্পণ জল পরিত্যক্ত হয়। শিরে পাকড়ি বাঁধিয়া রাখিলে, কাচা খুলিয়া রাখিলে শিখাবন্ধন করিয়া না রাখিলে, কিম্বা যজ্ঞোপবীত না থাকিলে, সে অবস্থায় দ্বিজ আচমন করিলেও অশুচি হইবে। স্থলে থাকিয়া জলের উপর আচমন করিবে না। জল স্থল উভয়কে স্পর্শ করিয়া উভয়েতে আচমন করিলেই তবে শুদ্ধ হওয়া যায়। স্নানের পর, পানের পর, হাঁচির পর, শয়নের পর, ভোজনের পর, কিম্বা পথে গমনের পর অথবা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আচমন করা থাকিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। হাঁচি হইলে, নিষ্ঠীবন করিলে, দন্ত উচ্ছিষ্ট হইলে, মিথ্যা বলিলে, কিম্বা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম,

সূর্য্য ও অনিল, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। দিবাকর-করের দ্বারা পবিত্র হইয়া দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত। আর যে সময় রাহু দর্শন হয় (গ্রহণ হয়) সে সময় ব্যতীত অন্য নিশিতে স্নান করা প্রশস্ত নহে। মরুতগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অন্যান্য আদিদেবগণ সকলেই সোম দেবতায় মধ্যে বিলীন থাকেন। একারণ চন্দ্র গ্রহণ সময়ে স্নান করিতে হয়। খলযজ্ঞ, বিবাহ, সংক্রান্তি ও গ্রহণ এই কয় সময়েই কেবল রাত্রি কালে দান করা কর্ত্তব্য, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান বিহিত নহে। পুত্র জন্মিলে, যজ্ঞ কালে, বা স্বস্ত্যয়ন সময়ে বা রাহু দর্শনে রাত্রি কালে দান প্রশস্ত অন্য সময়ে রাত্রিতে দান প্রশস্ত নহে। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরকে মহানিশা বলে। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে দিনবৎ স্নান করিতে পারা যায়। চিতিস্থিত চৈত্য, বৃক্ষ, চণ্ডাল ও সোম-বিক্রয়কারী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্রে জল মধ্যে অবগাহন করিবেন। অস্থি সঞ্চয়নের পূর্ব্বে রোদন করিলে স্নান করিতে হয়। বিপ্রগণের দশ দিবসের মধ্যে রোদন করিলে স্নানের পূর্ব্বে তাহাদের আচমন করিতে হয়। সূর্য্য যখন রাহুগ্রস্থ হয়, তখন সমস্ত জলই গঙ্গার সমান পবিত্র হয়, চন্দ্র গ্রহণ কালেও উহা হইয়া থাকে। সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বত্রই স্নান দানাদি কর্ম্ম করা যায়। কুশের দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করিয়া, কুশজলে আচমন করিয়া, যে কুশের দ্বারা জল উঠাইয়া তাহা পান করিলে দ্বিজগণের সোম পান সদৃশ ফল হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সন্ধ্যা-উপাসনাবর্জ্জিত হইয়াছে, বেদ অধ্যয়ন করে না, তাহাদের সকলকে বৃষল বলে। অতএব বৃষল হইবার ভয় থাকিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদ পড়িতে না পারুন অন্তত বেদের একাংশও পাঠ করা কর্ত্তব্য। শূদ্রের অন্ন পানীয় দ্বারা পুষ্ট হইয়া যদি বিপ্র নিয়ত বেদ পাঠও করেন বা জপ হোম করেন, তথাপি তাঁহার সদ্গতি হয় না। শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সংস্রব রক্ষা, শূদ্রের সহিত সহবাস এবং শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত-অগ্নিবৎ হইলেও অধঃপতিত হয়। যে দ্বিজের শরীর জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচযুক্ত শূদ্রের অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে যে কোন্ কোন্ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আমিও বিশেষরূপে জানি না। সে দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র, দশজন্ম শূকর, সপ্ত জন্ম কুক্কুর হইবে, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোন বিপ্র দক্ষিণা পাইয়া শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে, আর শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। যে দ্বিজ মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন, তিনি কোন সময়ে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিবেন না। যে ব্রাহ্মণ, আহার করিবার সময় কথা কহেন, তাঁহাকে সে অন্নত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে। যে বিপ্র অর্দ্ধ ভোজন করিয়া সেই পাত্রে জল পান করিবে, তাহার দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হইবে, এবং সে আত্মাকেও অধঃপাতে লইয়া যাইবে। তর্পণ পাত্র উপস্থিত থাকিতেও যে দ্বিজ তর্পণ না করে, তাহার প্রতি দেবগণ তৃপ্ত হয়েন না এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। ন্যায়বান এবং সুবুদ্ধিমান গৃহস্থ যখন পোষ্যপালন এবং ধর্ম্মার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত নিরত থাকিবেন, তখনও সদা সর্ব্বদা কেবল ধর্ম্মই অনুধ্যান করিবেন। ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞান রক্ষা বা জ্ঞানোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কারণ যে ন্যায়পথে না চলিয়া জীবন যাপন করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত হয়। অগ্নিচিৎ ব্রাহ্মণ, কপিলা গাভি, যজ্ঞকারী, রাজা, ভিক্ষুক ও সমুদ্র, এই সকল দেখিবামাত্র পুণ্য লাভ হয়। অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে চেষ্টা করিবে। অরণি, কৃষ্ণ মার্জ্জার, চন্দন, উৎকৃষ্ট মণি, ঘৃত, তিল, কৃষ্ণাজিন ও ছাগ এই সমুদয় রাখিবে। এক শত গাভী ও একটী বৃষ যে ক্ষেত্রে মুক্তভাবে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, সেই পরিমাণ ক্ষেত্রের দশ গুণ ক্ষেত্রকে এক গোচর্ম্ম কহে। কেহ যদি মন, বাক্য বা কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি রূপ মহাপাতক করে, তাহা হইলে এইরূপ এক গোচর্ম্ম দান করিলেই সদ্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বহু কুটুম্ব বা পরিবার-

ভুক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়কে যে দান করা যায়, তাহাতে দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ষোল দিনের মধ্যে যদি কোন নারী পুনর্ব্বার রজস্বলা হয়, তাহা হইলে স্নান করিয়াই সে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ষোল দিনের পরে হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ থাকে, ইহা মুনি উশনা বলিয়াছেন। চাণ্ডালী স্পর্শ করিলে দুই দিন, প্রসূতিকে স্পর্শ করিলে চারি দিন, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ছয় দিন এবং পতিতা নারীকে স্পর্শ করিলে আটদিন অশৌচ হয়। অতএব তাহাদের নিকটে যাইলেই স্বতন্ত্র স্নান করিতে হইবে। আর অজ্ঞান বশতঃ উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানের পর সূর্য্য দর্শন করিলেই হইবে। যদি কোন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ বাপী কূপ বা তড়াগে মুখ দিয়া জল পান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পরজন্মে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। যদি কোন পুরুষ ভার্য্যা প্রতি ক্রোধবশতঃ সে ভার্য্যাতে গমন করিবে না, সে অগম্যা এই-রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেই ভার্য্যা গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই কথা বিপ্রগণকে শ্রবণ করাইতে হইবে। যদি শ্রান্তি-জন্য, ক্রোধজন্য, তমোভাবের আধিক্যহেতু কিম্বা ভ্রমবশতঃ অথবা ক্ষুধা পিপাসা বা ভয়ে অতিশয় কাতর থাকায়, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম না করে, তবে তাহাকে তিন দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহাকে মহানদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিতে হইবে। এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গোদক্ষিণা দিতে হইবে। দুরাচারী, নিষিদ্ধাচারী বিপ্রের অন্ন যদি কোন দ্বিজ ভোজন করে, তাহা হইলে এক দিন অভুক্ত থাকিতে হইবে। যে বিপ্র সদাচারী ও বেদান্তবাদী, তাহার অন্ন এক দিবা রাত্রি মাত্র ভোজন করিলে নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদি কেহ উর্দ্ধোচ্ছিষ্ট অবস্থায় মরে, অথবা অধোচ্ছিষ্ট হইয়া মরে, অথবা অন্তরীক্ষে বা শূন্যপথে মৃত্তিকাস্পৃষ্ট না থাকিয়া মরে, তাহা হইলে তাহার মরণাশৌচ, তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। কৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হইলে দশ হাজার বার গায়ত্রী জপ ও তিন শত প্রাণায়াম করিতে হইবে, এবং পুণ্যতীর্থে দ্বাদশবার আর্দ্র শির অবস্থায় স্নান করিতে হইবে। পরে দ্বিজোবন তীর্থ যাত্রা করিতে হইবে। ইহাই কৃচ্ছ্র ব্রত। যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক কামবশে ভূমিতে রেতঃ নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সহস্রবার গায়ত্রী জপ ও তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। কোন ব্রহ্মহত্যাকারী যদি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জন্য চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে, তবে তিনি তাহাকে সেতুবন্ধ তীর্থে গমন করিবার ব্যবস্থা দিবেন। সে এই সেতু বন্ধ পথে চারিবর্ণের নিকটই ভিক্ষা করিতে পারিবে। কেবল কুকর্ম্মে নিরত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করা ত্যাগ করিবে। সে সময়ে ছত্র ও পাদুকা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে ভিক্ষার সময় বলিতে হইবে যে, আমি অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি,আমি মহা পাপকারী ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। এক্ষণে ভিক্ষার্থী হইয়া তোমার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছি। ইহাকে এই সময়ে গোকুলে, গ্রামে, নগরে, বনে, তীর্থে নদী প্রস্রবণ ধারে সর্ব্বত্রই বাস করিতে হইবে? এবং এই সমস্ত স্থানে নিজ পাপ কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৎপরে পবিত্র সাগর সমীপে গমন করিয়া দশ যোজন প্রশস্ত ও শত যোজন দীর্ঘ; রামচন্দ্রের আদেশে বানর নলের পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত সেই সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। পৃথিবীপতি রাজা যদি ব্রহ্মহত্যা-কারী হয়েন, তবে তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সেতুবন্ধ হইতে, আর রাজা যজ্ঞের অশ্ব সহিত ভ্রমণান্তর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া বাসার্থ নিজ গৃহে গমন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে এবং চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণকে একশত করিয়া গরু দক্ষিণা দিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ পাইলেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যজ্ঞ বা ব্রত-কারিণী স্ত্রীলোককে হত্যা করিলেও এই ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম পালন করিতে হইবে। যে দ্বিজ মদ্যপায়ী, তাহাকে সমুদ্র-গামী নদীতে গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত

করিতে হইবে। ব্রত সাঙ্গ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন] করাইতে হইবে এবং বৃষ সহিত গাভি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বয়ং মুষল হস্তে করিয়া আপন-বধ দণ্ডের নিমিত্ত রাজার নিকট গমন করিতে হইবে। রাজা তাহাকে দিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া কামতঃ চুরি করিয়াছে, রাজা তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিবেন। যেমন্ জলের উপর তৈলবিন্দু ফেলিলে তাহা সমুদয় জলের উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ একত্র বসিলে, একত্র শয়ন করিলে, একত্র গমন করিলে, একত্র আলাপ করিলে বা একত্র ভোজন করিলে, একজনের পাপ অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়। চান্দ্রায়ণ, যাবক ভোজন তুলাপুরুষ ব্রত ও গাভির অনুগমন, ইহা দ্বারায় সমুদয় পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই পঞ্চশত নিরানব্বই শ্লোকযুক্ত পরাশর শাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। যাহারা স্বর্গ গমনে অভিলাষী, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন কার্য্য যেরূপ, এই ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ যত্নের সহিত নিয়ত অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

পরাশর-সংহিতা সমাপ্ত।

ব্যাস-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

বারাণসীক্ষেত্রে তপোধন বেদব্যাস সুখেতে আসীন রহিয়াছেন, এমন সময় অন্যান্য মুনিগণ, তাহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মসমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিশালী সেই বেদব্যাস মুনি, অন্য মুনিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বেদার্থসম্পূর্ণ স্মৃতিসমূহ স্মরণ করত, হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। যে যে স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সেই সেই স্থানেই বেদোক্ত ধর্ম্ম ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ সে স্থলীয় লোকেরাই কেবল ধর্ম্ম ব্যবহার করিবে, ম্লেচ্ছাদি দেশে ব্যবহার্য্য নহে। যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান্ এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে স্মৃতিকথিত বিধিই বলবান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি—দ্বিজ শব্দ প্রতিপাদ্য, এই তিন বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী, অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বহা, স্বধা, বষট্‌কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে, বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্র স্ত্রীতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্র জাতির মত করিবে। অধমজাতি পুরুষ হইতে উত্তম জাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান,—শূদ্র অপেক্ষা অধম। ব্রাহ্মণ কন্যাতে শূদ্র জনিত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয়, এবং কোন ধর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। চণ্ডাল তিন প্রকার,—(১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান, (২য়) সগোত্রা পত্নীর-গর্ভজাত, (৩য়), ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত। বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোলজাতি আর যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজজাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে, সূর্য্যদর্শন করিতে হয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশচ্ছেদন, স্নান, বিবাহ, বিবাহাগ্নি পরিগ্রহ (বিবাহকালে হোমার্থ যে অগ্নি জ্বালা হয়, দ্বিজাতিরা আজীবন সে অগ্নি রাখিয়া থাকেন, এবং ত্রেতাগ্নি

সংগ্রহ,(দক্ষিণাগ্নি,গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি) এই তিন প্রকার অগ্নি আছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা ঐ অগ্নিত্রয় গ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষা করেন, এই ষোড়শটি ব্রাহ্মণের সংস্কার, স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই ষোলটি সংস্কার সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র দশটি কর্ত্তব্য। জাতকর্ম্ম হইতে কর্ণবেধ পর্য্যন্ত যে নয়টি সংস্কার তাহাতে স্ত্রীলোকের মন্ত্র পাঠ নাই, এবং শূদ্রজাতির বিবাহ পর্য্যন্ত দশটি সংস্কারেই মন্ত্রপাঠ নাই; উপনয়নাদি ছয়টি সংস্কার স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতির নাই। গর্ভাধান সংস্কার পত্নীর আদ্য ঋতুদর্শনেই কর্ত্তব্য। পত্নীর প্রথম গর্ভ প্রকাশ পাইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কর্ত্তব্য, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য, পুত্র জন্মাইলে ষষ্ঠ দিবসে জাতকর্ম্ম, একাদশ দিবসে নামকরণ। অর্কদর্শন,(নিষ্ক্রামণ) সংস্কার চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কুলপ্রথানুসারে তিন বর্ষ হইতে কর্ণবেধ সংস্কারের প্রাক্কালে কর্ত্তব্য। চূড়াকরণের পর কর্ণবেধ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টম বৎসরে উপনয়ন সংস্কারকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় বালকের গর্ভৈকাদশবৎসরে এবং বৈশ্য বালকের গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির যে গর্ভাষ্টমাদি বৎসর উপনয়ন সংস্কারে নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বর্ষ ২মাস, ক্ষত্রিয়ের ২৩ বর্ষ ২ মাস, বৈশ্যজাতির ত্রয়োবিংশ ২মাস, বৎসর অতীত হইলে ঐ সকল বালক বেদ-পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত হয়। উহাদিগকে ব্রাত্য কহে। ঐ ব্যক্তি ব্রাত্য স্তোম নামক প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির দুই জন্ম। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে, দ্বিতীয় জন্ম গুরুর নিকট যথাবিধি বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহণ হইতে। এইরূপে দ্বিজত্বপ্রাপ্ত, অন্য দোষবর্জ্জিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বেদ স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে যোগ্য হয়। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে প্রতিদিন গুরুগৃহে বাস করিবে, এবং দণ্ড কৌপীন যজ্ঞোপবীত মৃগচর্ম্ম এবং মেখলা নিত্য ধারণ করিবে। পুণ্যদিবসে গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মন্ত্র দ্বারা আহিতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমে "ওঁকার" এবং গায়ত্রী উচ্চারণ করতঃ বেদ পাঠ আরম্ভ করিবে। শৌচ এবং আচার জানিবার নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে এবং গুরুর নিকট উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিবে এবং গুরুর হিতজনক কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবে না। তদনন্তর বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া গুরুর আশ্রয় লইবে; অধ্যয়নের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন এবং গুরুর হিত চেষ্টা করিবে। গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও কোন উত্তর করিবে না, তাড়িত হইলেও স্থানান্তরে গমন করিবে না। বিদ্বেষ, পৈশুন্য, (খলতা) হিংসা, (অকারণ) সূর্য্যদর্শন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, উন্মত্ততা, পরনিন্দা, শারীরিক শোভাসম্পাদন, চক্ষে কজ্জলধারণ, গন্ধদ্রব্যাদির অনুলেপন, আদর্শে দেহাবলোকন, মাল্যধারণ, চন্দনলেপন, স্ত্রীসহবাস, বৃথাপর্য্যটন, অসন্তোষপ্রকাশ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকাল কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হইলে, গুরুর আজ্ঞা লইয়া অলোলুপচিত্তে সদ্বৃত্তি ও নিয়মিদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ধনতুল্য জ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ভিক্ষাদ্রব্য যথানিয়মে ভোজন করিবে; কেবল অন্ন (ব্যঞ্জনাদি রহিত), কিম্বা উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। ভোজনান্তে আচমন করিবে। আপদ্গ্রস্ত হইলেও, ভিক্ষাদ্রব্য ব্যতীত ধনাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ; এবং অনিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্রতে অনিষিদ্ধ যে একান্ন তাহা ভোজন করিয়া গুরুর সেবা করিবে। অগ্রে যজ্ঞীয়াগ্নিতে সমিধ্ আধান করিবে, তদনন্তর, গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। (রাত্রিকালে) গুরুর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গুরুর পরে অবনত শরীরে শয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবে; বেদাধ্যয়ন সমাপ্তিপর্য্যন্ত গুরুর হিতকারী, প্রিয়-বক্তা সম্যক্রূপে গুরুর অর্থসাধক হইয়া প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করিবে। এই

সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া বেদ এবং মন্ত্র অধ্যয়ন করিলে পর ঐ (ব্রহ্মচারী) দ্বিজ শাপ প্রদানে ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হ'ন এবং ঋষিগণের সলোকতা অর্থাৎ স্বর্গাদি পাইতে পারেন। দুগ্ধ, দধি, মধু এবং ঘৃত দ্বারা দেবগণ প্রীত হ'ন। সেই হেতু অনধ্যায় তিথি ব্যতিরেকে প্রতিদিন বেদপাঠ করিবে। গুরুবাক্য অবলম্বন করিয়া অনধ্যায় দিবসে বেদের যে সকল অঙ্গ, তাহা পাঠ করিবে। গুরুবচন লঙ্ঘনে বেদাধ্যয়ন ফলজনক হয় না। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া গুরুবচনানুসারে কার্য্য করিবে। সেই বেদ, অল্পঅধ্যয়নসম্পন্ন দ্বিজেরও ইহ পরলোকে উপকারী। যে ব্যক্তি উপনয়ন হইতে মরণ পর্য্যন্ত এই ব্রত আচরণ করে, সে, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী; নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ উপনয়নের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ব্রত অবলম্বন করে, সেই নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন। যে দ্বিজ ষট্‌ত্রিংশৎবর্ষ এই ব্রত করে, সে, উপকুর্ব্বাণক; ব্রতাচরণ করিয়া কেশান্ত কর্ম্ম করিবে এইরূপে বেদসকল বা বেদসমাপ্তি করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণা দিয়া স্নান করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এবংপ্রকারে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথ স্নান সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম-অভিলাষী, দ্বিজ অনিন্দনীয় বংশজাতকন্যা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। যে বংশে (সাংক্রামিক) রোগ অথবা কোন দোষ নাই, তাদৃশ বংশজাতা, পণগ্রহণদোষে অদূষিতা সবর্ণা, অসমানপ্রবরা, মাতৃসপিণ্ড ভিন্না এবং পিতৃসপিণ্ড ভিন্না, অনন্যপূর্ব্বা ক্ষীণাঙ্গী, মঙ্গলদায়িকা, লক্ষণসংযুক্তা, ক্ষৌমাদি বস্ত্রাবৃতা, গৌরী (সুন্দরী অথবা অষ্টবর্ষীয়া,) যে কন্যার পিতৃপিতামহাদি দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাতনামা ছিলেন; তাদৃশ বংশসম্ভূতা এবং খ্যাতনামা অর্থাৎ কীর্ত্তিযুক্ত, পুত্রবান, সদাচারবিশিষ্ট, পণ্ডিত এবং কন্যাদানে অভিলাষী যে পুরুষ, তাহার কন্যা উপস্থিত হইলে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে, শুভভাবে অন্য বিধি অবলম্বন করিয়া বয়ো বিদ্যা বংশাদিতে তুল্য এমত যে পাত্র, তাহাকে কন্যা প্রদান করিবে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি এবং মাতা কন্যাদানে অধিকারী, পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলে পরপর উক্ত দাতৃবর্গমধ্যে যে থাকিবে, সেই কন্যা প্রদান করিবে। এ সকল ব্যক্তির অভাব হইলে কন্যা স্বয়ংই বিবাহ করিতে পারে। যদ্যপি কন্যা দাতার অনবধানতাবশতঃ অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়। ঋতুকালের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কন্যা দান না করে, সে পতিত হয়। তোমাকে আমি এই কন্যা দিলাম, এইরূপ দাতা এবং আমি এ কন্যা গ্রহণ করিলাম, গ্রহীতাও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দান ও গ্রহণ করিলে পর, দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়ের কেহই দণ্ডার্হ হয় না। দোষরহিত কন্যাকে ত্যাগ করিলে পর এবং দোষশূন্যা কন্যাকে দূষিতা করিলে পর দণ্ডার্হ হইতে হয়। সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্যবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু নীচবর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী হইবে, সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না, ধর্ম্মবিষয়ে অনুরাগবতী, সেই তাহার জ্যেষ্ঠা। পূর্ব্বে ব্রহ্মা একদেহ দুই ভাগ করেন;— পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দ্বারা পতিগণ হয়, অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয়, ইহা শ্রুতিতে প্রমাণ আছে। পুরুষ যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকে। কৃতদার হইয়া পুরুষ গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগ্নি এবং পত্নীর সহিত গৃহ-

স্থাশ্রমে বাস করিবে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ও বৈতানাগ্নি ত্যাগ করিবে না। বৈবাহিক যে অগ্নি, তাহাতে স্মৃতিবিহিত কর্ম্মসমূহ বিবাহ কালীনাগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মসমূহ প্রতিদিন প্রীতিপূর্ব্বক বিধ্যনুসারে করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামবিষয়ে দিবারাত্রকাল স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণভাবে একচিত্ত হইবে এবং সমানব্রত ও জীবিকা বিষয়ে একচিত্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের ত্রিবর্গ বিধি সাধন অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রদায়ক অনুষ্ঠান স্বামী হইতে পৃথক্ নাই; রাগতঃ (অনুরাগাধীন বা অতিদেশ বশতঃ এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে। পত্নী পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও রৌদ্রমুহূর্ত্ত বিহিত নিয়মানুসারে বিমূত্র ত্যাগাদি সমাপনান্তে শয্যাদি উঠাইয়া শয়ন গৃহ পরিষ্কার করিবে, তদনন্তর, সেই পতিব্রতা স্ত্রী হোমগৃহে গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ করিবে, তদনন্তর, স্বীয় অঙ্গন সংস্কার করিবে। তদনন্তর অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত সমস্ত পাত্রসকল উষ্ণ বারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবে। যুগ্মপাত্রসকল কদাচিৎ বিযুক্ত করিবে না। শিলা পুত্রের সহিত শিলাপট্টকে একত্র করিয়া রাখিবে (সমুদ্গক পাত্র পিধান পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, পাদুকা-দ্বয় এক স্থানে রাখিবে ইত্যাদি) তণ্ডুলাদি পাত্র শোধন করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় ভোজন পাত্রাদি সমস্ত বহির্গত করিয়া প্রক্ষালন দ্বারা শোধন করিবে। মৃত্তিকা দ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া সেই চুল্লীতে অগ্নি সংযুক্ত করিবে।

এইরূপে পূর্ব্বাহ্ন কার্য্য সমাপনান্তে গুরুজন (শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতি) অভিবাদন করিবে, তদনন্তর, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ভর্ত্তা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং বান্ধবগণ-প্রদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে, সেই পতিব্রতা স্ত্রী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া মন, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ স্বভাব প্রকাশপূর্ব্বক ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা থাকিয়া, নির্ম্মল চরিত্রে সখীর ন্যায় স্বামীর হিতচেষ্টা, স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনবিষয়ে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তদনন্তর অন্নাদি পাক করিয়া (পাক সমাপন হইয়াছে) ইহা পতিকে জ্ঞাত করিবে, (পতি) বৈশ্বদেবাদি কার্য্য (বলিবৈশ্ব) সমাপন করিলে পর সেই অন্ন দ্বারা ভোজনীয়গণ (বালক বালিকা প্রভৃতিকে) ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে। স্বামী অনুজ্ঞা করিলে পর, অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া আয় এবং ব্যয়ের চিন্তা দ্বারা দিবার শেষভাগ যাপন করিবে। পুনর্ব্বার সায়ংকালে এ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে গৃহশুদ্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে এবং নিজেও অনতিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সায়ং কর্ত্তব্য দীপালোকপ্রদান শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি গৃহস্থ কর্ত্তব্যনীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত করণান্তে স্বামিশুশ্রূষা করিবে। পতি নিদ্রিত হইলে পতিগতচিত্ত অর্থাৎ অন্য পুরুষ লালসাশূন্য হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিতা হইবে। (নিদ্রাকালে) নগ্না (উলঙ্গিনী) হইবে না, সাবধানা থাকিবে (চৌরাদি আসিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে না পারে) (অত্যন্ত) কামাসক্তা না হইয়া ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকিবে। উচ্চ করিয়া কথা কহিবে না, কটূক্তি করিবে না অতিরিক্ত কথা কহিবে না পতির অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না এবং অপলাপ ও বিলাপ ত্যাগ করিবে। অত্যন্ত ব্যয়শীলা হইবে না এবং ধর্ম্ম অর্থ বিরোধিনী হইবে না। পতি ধর্ম্মকার্য্য কি অর্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে, তাহাতে প্রতিকূলাচরণ করিবে না। প্রমাদ, (অনবধানতা) উন্মাদ (চিত্ত-চাঞ্চল্য) রোষ, (ক্রোধ) ঈর্ষা (পর গুণেতে দোষাবিষ্কার) বঞ্চন, (লোককে ঠকান) অতিমানিতা (অত্যন্ত অভিমান আমার স্বামী এবং পুত্র রূপবান্, গুণবান্ ধনবান্, এইরূপ গর্ব্বপ্রকাশ) পৈশুন্য, (খল) হিংসা, (প্রাণিবধ) বিদ্বেষ, (সপত্ন্যাদির

নিবেধভাব) অত্যন্ত অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, দেবতা ও পরলোক নাই এবং দেবতাদি পূজা ব্যর্থ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ সাহস, (নির্ভীকতা) অসন্তোষ এবং দম্ভ (কপট) এই পঞ্চদশ প্রকার দোষজনক কার্য্য সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে পরম দেবতা পতি তাহাকে সেবা করিলে, ইহলোকে কীর্ত্তি এবং মঙ্গল ও পরকালে যে লোকে পতি বাস করিবে, সেই লোক প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ নিত্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের নৈমিত্তিক কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে এই সকল ত্যাগ করিবে, হঠাৎ কেহ দেখিতে না পায়, লজ্জাবতী হইয়া এইরূপ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে, এক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান এবং অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনার ন্যায় বাক্যালাপশূন্য হইয়া চক্ষু, হস্ত এবং চরণের চাঞ্চল্য প্রকাশ না থাকে এবংপ্রকারে অবস্থিতি করিবে। রাত্রিকালে কেবলমাত্র অন্ন মৃণ্ময়পাত্রে ভোজন করিবে। অপ্রমত্তা হইয়া এইরূপে ত্রিরাত্র যাপনান্তে চতুর্থ দিবসে সূর্য্যোদয়ের পর বস্ত্রাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ভর্ত্তার বদন দর্শনান্তে ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ হইবে। শৌচজনক কার্য্য সমস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। রজোদর্শনদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রিপর্য্যন্ত ঋতুকাল। ঐ সকল দিন মধ্যে শুদ্ধক্ষেত্রে নিঃক্ষিপ্ত যে পুংবীজ তাহা অঙ্কুরিত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল দিন মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত বীজদ্বারা সন্তানোৎপত্তি হয়। যেরূপ পর্ব্বদিবসে গমন করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ প্রথম চারি রাত্রি গমন করিবে না। যুগ্মরাত্রিতেই গমন করিবে। রাত্রিকালে পুরুষ-স্বীয় পত্নীগমন করিলে শুভলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্বস্ত্রীতে অভিগত হইলে, তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না, অনন্যকার্য্য হইয়া ঋতুকালে স্বপত্নীতে যথাভিলষিত গমন করিয়াও কোন দোষভাগী হইবে না। ঋতুকালে যদি পুরুষ স্বপত্নীগমন-পরাঙ্মুখ হ'ন, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাপী হইবে; কোন ঋতুমতী স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করায়, সেই পাপীয়সী পতির ত্যাজ্যা হইবে। যদি কোন স্ত্রী-পতিকৃত গর্ভ বিনষ্ট করে, সে মহাপাতক পাপে লিপ্তা হইবে। যদি কোন পুরুষ বিনা দোষে সচ্চরিত্রা পত্নী পরিত্যাগ করে ত ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পতি মহাপাতকাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। ব্যভিচারিণী পত্নীদিগের মুখ দর্শন ত্যাগ করিয়া বিকার পূর্ব্বক সেই নিন্দনীয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিবে। পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামী প্রবাসে থাকিলে, দীনভাবে থাকিবে। মৃতভর্ত্তার সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিবে। অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে। নারীগণ কোন সময়েই অরক্ষিত থাকিবে না; অতএব ক্রমে পিত্রাদি তাহার রক্ষা করিবে। ঐরূপ ভার্য্যাকে দাহ করাইবে, ভার্য্যা, যাবজ্জীবন স্বামীর সালোক্য লাভ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই তিন প্রকার কর্ম্ম জানিবে। সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম বলিতেছি; হে ঋষিগণ। আপনারা অবধারণ করুন। যামিনীর শেষ প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মা মুরারিঃ) ইত্যাদি দেবগণের নাম স্মরণ করিবে। তদনন্তর মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করিয়া আবশ্যক কার্য্য করিবে। তৎপরে শৌচক্রিয়া অগ্নিসেবন করিবে, তদনন্তর, জলাদি দ্বারা দন্তধাবন করিয়া, দ্বিজগণ স্নান সমাপনান্তে, সন্ধ্যাবন্দন, তদন্তে দেবাদিক্রমে তর্পণ করিয়া বেদ, বেদাঙ্গ এবং ইতিহাস শাস্ত্র অভ্যাস করিবে। তদনন্তর, বিপ্রবংশোদ্ভূত সংশিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবে। নদী সরোবর দীর্ঘিকা ক্ষুদ্রগর্ত্ত-প্রস্রবণাদি জলে (পরকীয় কৃত্রিম জলাশয়ে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিয়া (অবগাহনপূর্ব্বক) স্নান করিবে। তীর্থের অপ্রাপ্তি কিম্বা অবগাহনে অক্ষম হইলে উদ্ধৃত জল দ্বারা গৃহস্থের অঙ্গনে বসিয়া যে পর্য্যন্ত বস্ত্রপীড়ন হয় এইরূপে স্নান করিবে। তদনন্তর অদ্বৈবত অর্থাৎ আপো-

হিষ্ঠা ইত্যাদি তিন ক্রপদাদিব ইত্যাদ্যন্ত পবিত্রকারক মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন, স্নান সমাপনান্তে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সূর্য্যোপস্থানবিহিত মন্ত্রদ্বারা অর্কদর্শন অর্থাৎ সূর্য্যোপস্থান করিবে। তদনন্তর দ্বিজগণ গায়ত্রী উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করিয়া স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) আরম্ভ করিবে, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, এবং অথর্ব্ব বেদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, বেদের উপনিবদ্‌সমূহ, সমর্থ হইলে সম্যক্‌রূপে অসমর্থ হইলে অল্প অর্থাৎ কিয়দংশ গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রতিদিন (অশৌচাদি শূন্যকালে) পাঠ করিবে। যে দ্বিজ এই সমস্ত নিয়মিত কার্য্য নিত্য করে, সে দ্বিজ, যজ্ঞদান এবং তপস্যার সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত দ্বিজগণ বাগ্‌যত হইয়া প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে। সমস্তধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসও সমর্থ হইলে নিত্য পাঠ করিবে। বেদাধ্যয়ন করিয়া অগ্রে দেবতর্পণ করিবে। তদ্বিষয়ে নিয়ম এইরূপ, পূর্ব্বমুখ হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া পূর্ব্বাগ্রদর্ভ লইয়া যবযুক্ত তিল দ্বারা স্বাভাবিকরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দেবগণকে, দেবা যক্ষা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক একৈকাঞ্জলি দান করিবে। সমজানুদ্বয় হইয়া অর্থাৎ জানুদ্বয় পাতিত করিয়া হারবৎ যজ্ঞোপবীতধারী ও উত্তরমুখ হওতঃ তির্য্যগ্‌ভাবে ধৃতদর্ভ দ্বারা তিল ও যব-মিশ্রিত কনিষ্ঠাঙ্গুলী মূল হইতে উত্তরভাগে প্রক্ষিপ্ত জল লইয়া মনুষ্যগণকে দুই দুই অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর, দক্ষিণামুখ হইয়া বামজানু পাতিত করিয়া দ্বিগুণ কুশদ্বারা কেবল তিল মিশ্রিত তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশ হইতে নিঃসৃত জল লইয়া দক্ষিণ স্কন্ধোপরি উপবীতধারী হওতঃ তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করতঃ ক্রমে ক্রমে আপনার স্বর্গীয় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তর্পণ করিবে। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহীদিগকেও পূর্ব্ববৎ তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহীয় বংশীয় হউন্ কিংবা সগোত্রজ হউন যাহারা দাহবর্জ্জিত হইয়াছে উহাদিগকে এক এক অঞ্জলি প্রদান দ্বারা তর্পণ করিবে। যাহারা অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার না হইয়া মরিয়াছে ও যাহাদিগের দাহাদি ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য হয় নাই, ঐ সকল ব্যক্তিগণের তৃপ্তির নিমিত্ত যেচাস্মাকং কুলে জাতা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রনিপীড়িত-জল প্রদান করিবে। পিত্রাদি তর্পণ না করিয়া, যে বস্ত্রনিষ্পীড়ন করে, দেবতা ও শনকাদি মানুষগণের সহিত তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যায়। জল, দর্ভ, স্বধা, (পিতৃ-উদ্দেশে ত্যাগবোধক শব্দ) গোত্রোল্লেখ, নামোল্লেখ এবং তিল দ্বারা তর্পণ করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক হইবে, সকলের মধ্যে একটিরও অসদ্ভাব হইলে তর্পণ করা বৃথা হইবে। অন্যমনস্ক হইয়া কিম্বা শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া অথবা আসনশূন্য স্থানে বসিয়া তর্পণ করিলে ঐ জল রুধির স্বরূপ হইবে, উক্ত নিয়মানুসারে পিতৃগণ তর্পিত হইলে পর, অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া তর্পণকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য ও মিত্রাবরুণ নামঘটিত মন্ত্র দ্বারা জলমধ্যে কথিত দেবতা সকলকে পূজা করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যোপস্থান করিয়া ও দেবগণকে পূজা করিয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ওষধি, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু নামে জলসকলের অপবিত্রতা দূরীকরণপূর্ব্বক "হস্ত" ইত্যাদি মন্ত্র নমঃ শব্দোচ্চারণ ও নামোচ্চারণ করিবে, অনন্তর মুখ মার্জ্জন করিবে এইরূপে স্নান করা উচিত। অনন্তর দ্বিজ, গৃহপ্রবেশ করিয়া আবসথ্য অনলে যথাবিধি চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ করিবে। যাহার আবসথ্য অগ্নি আহিত নাই, সেই দ্বিজ, ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক শাকল বিধি অনুসারে লৌকিক অগ্নিতে হোম করিবে। মিলিত ও পৃথক্‌কৃত সমস্ত ব্যাহৃতি দ্বারা এবং "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি ষট্‌মন্ত্রে যথাক্রমে আহুতি দিবে। অনন্তর প্রাজাপত্য স্বিষ্টকৃত হোম। ইহার দ্বাদশবার আহুতি দিবে। স্বিষ্ট বিধি অনুসারে প্রথমে ওঙ্কার ও অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া আহুতি ত্যাগ করিবে। ভূতলে কুশ বিছাইয়া তদুপরি বলিকর্ম্ম করিবে। শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি, অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ" "সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ" এবং "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র দ্বারা অগ্রে বলি-

অন্ন প্রদান করিবে; পরে "পিতৃভ্যঃ স্বধানমঃ" বলিয়া দিবে। পাত্রপ্রক্ষালন জল বায়ুকোণে নিক্ষেপ করিবে। ষোড়শ গ্রাস মাত্র ঘৃতোক্ষিত অন্ন লইয়া "ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হন্ত" বলিয়া দান করিবে। যথাশক্তি পিণ্ড পিতৃযজ্ঞানুসারে পিতৃ প্রভৃতি ছয়জনকে (তিন জন পিত্রাদি ও তিনজন মাতামহাদি) প্রত্যহ নাম, গোত্র ও স্বধা উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্ন দান করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্য বেদাদির মধ্যে অল্প স্বল্প কিছু পাঠ করিবে। অনন্তর অন্য অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহবহির্ভাগে নির্গত হইয়া শ্বপচ ও বায়সাদির জন্য গ্রাস নিক্ষেপ করিবে। পরে, গৃহস্থ গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধভাবে অতিথির প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি করিবে। বুভুক্ষু শান্ত অকিঞ্চন অতিথি দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয় পূজনে তাঁহাকে সম্মানিত করিবে। অতিথিকে পাদ প্রক্ষালন, সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যঞ্জনাদি দ্বারা পূজা করিলে, সদ্য স্বর্গ লাভে অধিকারী হয়। অতিথি, যজ্ঞ হইতেও অধিক। বৈশ্বদেবকালে সমাগত অতিথি এবং গৃহাগত বেদপারদর্শী ব্যক্তি,—ইহাঁরা উভয়ে উত্তম পূজিত হইলে কর্ত্তাকে স্বর্গ ও অপূজিত হইলে নরকগামী করেন। জামাতা প্রভৃতি বিবাহ সম্পর্কী, স্নাতক, রাজা, আচার্য্য, সুহৃৎ এবং ঋত্বিক্ ইহাঁরা বৎসর বৎসর গৃহাগত হইলেও ধর্ম্মতঃ পূজনীয় হইবেন। গৃহাগত শ্রোত্রিয়কে যথাবিধি পূজিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক একটী গো নিবেদন করিবে। তৎপরে বিদায় দিবে। শ্রোত্রিয় অতিথিগণ সুতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বিদায় দিবে। মিত্র, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধব-

উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও ভোজন করাইবে। যতি, গৃহস্থের সসম্মানে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বাদু অন্ন ভোজন করে, সে যদি অস্বাদু অন্ন দান করে তাহা হইলে অধোগতি হয়। গর্ব্ভিণী, আতুর, ভৃত্য, বালক ও জরাজীর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ক্ষুধার্ত্ত থাকিতে গৃহস্থ ভোজন করিলে তাহার পাপ সংগ্রহ করা হয়। অনিমন্ত্রিত হইয়া কখন পাকাদি ভোজন বা ভোজন করিতে অভিলাষ করিবে না। আর দ্বিজ নিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। শূদ্র, অভিশস্ত, বার্দ্ধুষিক, বাগ্দুষ্ট, ক্রূর, তস্কর, ক্রুদ্ধ, অপবিদ্ধ, বদ্ধ, উগ্র, বধবন্ধনজীবী, শৈলূষ, শৌণ্ডিক, উদ্ধত, উন্মত্ত, ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত, নগ্ন, নাস্তিক, নির্লজ্জ, পিশুন, বিপদ্‌গ্রস্ত, কৃপণ, স্ত্রীজিত, অনার্য্য, পরনিন্দাপরায়ণ মনুষ্য, যশস্বী হইলেও পরাধীন, মনুষ্য রাজস্ব ও দেবস্বাপহারী শয়ন আসন প্রভৃতি সংসর্গ দোষ বা চরিত্র ও কর্ম্মাদিদোষে দূষিত, অশ্রদ্ধাশালী, পতিত এবং আচারভ্রষ্টাদির অন্ন অভোজ্য। যে যাহার অন্ন ভোজন করিবে, সে তাহার তুল্য পাপী। নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস এবং গোপালক—শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না। পরিচিত বংশ দ্বিজগণ পরম্পরে ধর্ম্মতঃ পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে। নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত এবং সুরাভিন্ন সকল আকরস্থিত খাদ্য পবিত্র, কুক্কুরে যাহা লেহন করে নাই, গোরুতে যাহার আঘ্রাণ লয় নাই, শূদ্র বা কাকে যাহা স্পর্শ করে নাই, যাহা উচ্ছিষ্ট, দুষ্ট, পর্য্যুষিত, ম্লান বা বহির্দ্দেশে আনীত নহে, সেই সুসংস্কৃত অন্নাদি প্রতিদিন ভোজন করিবে। কৃশর, অপূপ, সংযাব, পায়স এবং শষ্কুলীও ভোজ্য। নিযুক্ত না হইয়া ব্রাহ্মণ কোনরূপেই মাংস ভোজন করিবে না। কিন্তু যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভোজন না করে, তাহা হইলে পতিত হয়। ক্ষত্রিয়, মৃগয়োপার্জ্জিত মাংস দ্বারা পিতৃগণও দেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিতে পারিবে। বৈশ্য, ধর্ম্মতঃ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিবে। দ্বিজ বৃথামাংস ভোজন বা অবিধিপূর্ব্বক পশুহত্যা করিলে অনন্তকাল—চন্দ্র তারকা স্থিতি পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। দ্বিজোত্তম মাংস ত্যাগ করিলে তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধি, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও গৃহস্থ হইলেও মুনিতুল্যতা প্রাপ্তি হয়। গব্য ও মাহিষদুগ্ধ দ্বিজগণের

ভোজ্য। কিন্তু উহা নির্দ্দশাহা অসন্ধিনী ও সবৎসার দুগ্ধ হওয়া চাহি। পলাণ্ডু, শ্বেত বার্ত্তাকু, রক্তমূলক, বস্তু, গৃঞ্জন, রক্তবর্ণ বৃক্ষ-নির্য্যাস, জতুগর্ভ ফল ও অকাল কুসুমাদি ভোজন করিলে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে। যে অন্ন, বাক্যদূষিত, অবিজ্ঞাত, অন্যপীড়াকারী এবং যাহা প্রাণিগণ উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা ভুক্ত হইলে গৃহিগণকে দগ্ধ করে। গৃহী সর্ব্বদা স্বর্ণময়, রজতময় বা কাংস্যময় পাত্রে ভোজন করিবে। তদভাবে, সুগন্ধযুক্ত লোধ্র বৃক্ষ লতা, পলাশপত্র, বা পদ্মপত্রে—গৃহস্থ, ভোজন করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী ও যতি, যাহাতে উচিত তাহাতে ভোজন করিবেন। অন্ন অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক, অন্তে নমঃ শব্দযোগ করিয়া "ভূপতয়ে" "ভুবঃপতয়ে" "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূতলে বলিত্রয় প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ গণ্ডূষ করিয়া পঞ্চ প্রাণাহুতি ক্রমে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করত হোম করিবে; অবশিষ্ট অন্ন যথাসুখে ভোজন করিবে। নিন্দা না করিয়া অনন্যমনে তূষ্ণীভাবে অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ অক্ষুণ্ণভাবে অন্ন ভোজন করিবে। তৎপরে পাত্র পরিত্যাগ করিবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া এক গ্রাস ভূতলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে আঁচাইয়া সাধুসঙ্গ, সদ্বিদ্যা অধ্যয়ন ইতিহাস ও প্রাচীনকথা পর্য্যালোচনায় দিবা শেষ অতিবাহিত করিবে। পরে, সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিতে আহুতি দিবে। দ্বিজ, প্রত্যহ গণ্ডূষ করিয়া পোষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভোজন করিবে। সায়ং হোমকালে আগত অতিথিও যথাশক্তি শ্রদ্ধানুসারে অবশ্য পূজ্য। পূজা না করিলে সেই অতিথি তাহার পুণ্য হরণ করেন। অতিতৃপ্ত না হইয়াই আঁচাইবে; চরণ প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে; পশ্চিম বা উত্তর শিওর না হইয়া শুভ শয্যাতে শয়ন করিবে। শক্তিসত্ত্বে, যথোক্তকালে স্নান সন্ধ্যাত্যাগ করিবে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিজহিত চিন্তা করিবে। সমর্থ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, নিত্য এইরূপ কার্য্য করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই ব্যাসকৃত শাস্ত্র ধর্ম্মের সারসমূহ-যুক্ত,—চারি আশ্রমে, মোক্ষ এবং ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া সমস্ত পুণ্য কার্য্য রহিয়াছে। গৃহস্থাশ্রম হইতে (অন্য আশ্রমে) শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহা পুনঃপুন ব্যাসদেব কহিয়াছেন। যে গৃহস্থ যথাশাস্ত্র-মতে (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম) প্রতিপালন করে, তাহার সকল তীর্থগমনের ফল হয়। যে গৃহস্থ গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান, ভৃত্যবর্গের প্রতিপালক, দয়ালু, অসূয়াশূন্য নিত্য জপশীল, নিত্য হোমী, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় যাহার নিজ দারাতেই সন্তোষ (আছে) পরদারগমনবিরত এবং যাহার কোন অপবাদ নাই, সে গৃহস্থের গৃহে বসিয়াই তীর্থ ফল লাভ হয়। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পরদার এবং পরদ্রব্য হরণ করে, সে সকল তীর্থ স্নান করিলেও তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় দান পাদপ্রক্ষালন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিজনক কার্য্য; বলিবৈশ্ব এবং ভিক্ষা প্রদান করে, তাহার পাপ স্পর্শ হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণকে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পাদঘৃত, পাদুকা, দীপ প্রদান, অন্ন দান ও আশ্রয় দান করে, যমরাজ তাহার নিকট আসিতে পারেন না। যে গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন জল দ্বারা আর্দ্র হইয়া পৃথিবী যতকাল থাকিবেন, তাঁহার পিতৃলোক তাবৎ কালে পুষ্কর পাত্রেতে অমৃত পান করিবেন। হে ঋষিসত্তমগণ! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কপিলা গাভি প্রদান করিলে যে ফল হয়, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিলে সেই ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিদেব প্রীত হ'ন, আসন দান করিলে ইন্দ্র প্রীত হ'ন, পাদপ্রক্ষালন করাইলে পিতৃগণ প্রীত হ'ন, অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি প্রীত হ'ন। মাতা এবং পিতা হইতে প্রধান তীর্থ গঙ্গা বিশেষতঃ গো সকল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ হয় নাই, এবং হবেও না। ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে যে মনুষ্য বাস করে, তাহার সেই গৃহে বসিয়াই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, গঙ্গা

এবং কেদারনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ সন্নিহিত হয় ও সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। হে দ্বিজগণ! ব্যাস মুনি যে প্রকার বলিয়াছেন। তদনুসারে চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের দান ধর্ম্ম বলিতেছি যে ধন প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হয় এবং যে ধন নিজে ভোগ করে, সে ধনকেই ধন বলিয়া আমি মানি, যাহা দান কি ভোগ করা হয় না, তাহা রক্ষক যেমন কোন ব্যক্তির ধন রক্ষা করিয়া যায় অর্থচ আপনি ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ জানিবা। যে ধন দাতব্য হয় ও দারাদি ভোগ্য বস্তু ভোগ করে, ধনি ব্যক্তির সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য, অদাতা অভোক্তা হইয়া মৃত ব্যক্তির ধন এবং পত্নী দ্বারা অন্য লোকে স্বকার্য্য সাধন করে। ধন রাখিয়া যে ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহার ধন দ্বারা আত্মার কি উপকার করিবে ধন ভোগ করিয়া যে শরীর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে শরীরই অস্থায়ী। শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকল অনিত্য এবং ধন সম্পত্তিও অস্থায়ী, সর্ব্বদা মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন (প্রতিদিন) কর্ত্তব্য। যদি ধনসম্পত্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত কিম্বা অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা যশের নিমিত্ত না হয়, যে ধন ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিতে হইবে সে ধন কি নিমিত্ত দান করিবে না (পরন্তু অবশ্যই দাতব্য)। যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে বিপ্রগণ, বন্ধু এবং বান্ধবগণ জীবিত থাকেন, অর্থাৎ যাহার ধনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদিগণ প্রতিপালিত হ'ন তাহার জীবন সার্থক, আত্মোদর পোষণ সকলেই করিয়া থাকে। পশু পক্ষিরাও কেবল আপনার উদর পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (যে ব্যক্তি ধনদানাদি সৎ কার্য্য না করে) তাহার উত্তমরূপে শরীর রক্ষা করিয়া কিংবা বলবান হইয়াই বা কি ফল চিরজীবী হইয়াই বা কি ফল অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ ব্যর্থ। (যদি ধন সম্পত্তি না থাকে) নিজ খাদ্য বস্তু হইতে অর্দ্ধগ্রাসও অর্থীগণকে দিবে, ইচ্ছার অনুরূপ ধনসম্পত্তি কাহার কোন্ কালে হইয়া থাকে। অদাতা যে পুরুষ, সেই ত্যাগশীল, যে হেতু সে ধন ভোগ বা দান না করিয়া মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া যায় (অতএব সেই ত্যাগী, যে ব্যক্তি ধন দান করে, সেই কৃপণ বলিয়া গণ্য; যে হেতু মরিয়াও ধন ত্যাগ করে না, অর্থাৎ ধনের ফল যে ভোগ তাহা করে স্বর্গাদি ফল পাইয়া থাকে, দাতার পক্ষে ধন একেবারে ত্যক্ত হয় না। (একদিন অবশ্যই) প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু অনাহুত ব্যক্তিকে যে দান করা, অপ্রার্থিত হইয়া যে দান করা, সে দানই মুখ্য দান, দেখ যুগচতুষ্টয়েরও বিপর্য্যয় হয়, কিন্তু অপ্রার্থিত হইয়া অনাহুত ব্যক্তিকে দান তাহার কোনকালেও ক্ষয় হয় না। মৃতবৎসা কৃষ্ণা গাভী যেমন লোভেতে দোহন করিলে পর তাহার দুগ্ধাদি দ্বারা দৈবাদি কার্য্য হয় না, (পরস্পর বিনিময়পূর্ব্বক) পরস্পরকে দান কোন ফল হয় না, কেবল লোকাচার রক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুণ্য হয় না। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, পত্নী এবং সন্তানগণকে দান করিলে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পিতাকে দান করিলে শতগুণ ফল, মাতাকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল হয় ভগিনীকে দান করিলে লক্ষগুণ সহোদরকে দান অক্ষয় ফল লাভ হয়। হে মুনীশ্বরগণ, দিন দিন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, দানগ্রহণার্থ যে পাত্র উপস্থিত হইবে সেই পাত্রই তারণ করিবে। যাহার গৃহসমীপে মূর্খ ব্যক্তি বাস করে, গুণবান্ ব্যক্তি দূরে বাস করে, সে ব্যক্তি দূরস্থ গুণবান্ ব্যক্তিকেই দান করিবে। নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এতাদৃশ বিপ্র ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ও দান করিলে তিন কুল নষ্ট করা হয়। যেরূপ কাষ্ঠময় হস্তী বহনাদি কার্য্যে অক্ষম, কেবল মাত্র নামে হস্তী বলিয়া থাকে, এবং চর্ম্মময় মৃগ যেমৎ তৃণাদি ভক্ষণে অসমর্থ, লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে বিরত, সে ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণনামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রাণিশূন্য গ্রাম এবং জলশূন্য কূপ যেমৎ কোন কার্য্যকারী নহে, নামধারী মাত্র সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না, সে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহাদিগকে দান করিলে যথোক্ত ফল হয় না। সংস্কৃত অগ্নিতে হুত ঘৃত যেরূপ

সার্থক হয়, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে ধন দত্ত হয়, সেই ধনই সার্থক ধন জানিবে, তদ্ভিন্ন যে ধন তাহা নিরর্থক জানিবে। সম ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, ক্রব ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল, বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান অনন্ত ফল হয়। ব্রাহ্মণশুক্র দ্বারা উৎপন্ন হইয়াও গায়ত্র্যাদি জপ করে না, অথচ ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া উদর পোষণ করে, সেই ব্রাহ্মণকে সমব্রাহ্মণ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ সন্তানের যথাশাস্ত্র গর্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছে, উপনয়ন ও বেদারম্ভ রীতিমত হইয়াছে; কিন্তু নিজে বেদাধ্যায়ন কি তাহার অধ্যাপনা করে না, সে ব্রাহ্মণকে ক্রব ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করে ও তপঃ পরায়ণ এবং সকল্প ও সরহস্য বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকে, সে ব্রাহ্মণকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে। যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করিয়া চাতুর্মাস্য যিনি অগ্নি সোমাদি যজ্ঞ করিয়া থাকেন, বিস্তৃতষড়ঙ্গ শাস্ত্র এবং চতুর্ব্বেদ, বিবাদ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া তাহার যথার্থ অভিপ্রায় স্থির করিতে পারেন। ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র নিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণই বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন। ব্রাহ্মণগণ যে কার্য্য ব্রাহ্মণগণের মুখরূপ যে ক্ষেত্র তাহাতে কাঁকর বা কণ্টক নাই, যে কৃষিব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সৎপাত্রে ধন দান করিবে, উর্ব্বরা ক্ষেত্রে রোপিত যে বীজ, এবং সৎপাত্রে দত্ত যে ধন এই দুইটী কখনই নিষ্ফল হয় না। বিদ্যা এবং বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি (ভিক্ষা করিতে গৃহস্থের) গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে সমস্ত ওষধীগণ ক্রীড়া করেন, অর্থাৎ হর্ষান্বিত হ'ন অদ্য আমরা পরম গতি পাইব। শৌচাচার রহিত, ব্রতভ্রষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি বেদ সম্পর্ক বিবর্জ্জিত এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে অন্ত অন্নাদি ভীত হইয়া রোদন করে এবং বিবেচনা করে যে আমরা কি পাপ করিয়াছিলাম। বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যাহার মুখ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ না থাকে তাহাকে পঙ্ক করিয়াও ভোজনাদি করাইবে। বেদাধ্যয়নাদি শূন্য ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে না পায় ছয়রাত্রি উপবাসী থাকে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। (অতএব ব্রাহ্মণগণে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য জানিবে।) হে দ্বিজগণ! পবিত্র বস্তু যাহার উদরে থাকে অর্থাৎ সেই সেই বস্তু তাহাকে দিবে, যে ব্রাহ্মণের দেহেতে দত্ত হব্য (দেব উদ্দেশে দত্ত ঘৃতাদির নাম হব্য) দেবগণ ভোজন করেন এবং পিতৃগণও যে ব্রাহ্মণগণের দেহে প্রদত্ত কব্য অর্থাৎ পিতৃগণ উদ্দেশে দত্ত বস্তু ভোজন করেন সেই ব্রাহ্মণ হইতে অতিশয় উত্তম পাত্র কি আছে অর্থাৎ কিছুই নাই। স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানযুক্ত, অতএব পবিত্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাহা যে দ্রব্যাদি ভোজন বা গ্রহণ করিবেন, সেই দানাদির ফলের ইয়ত্তা নাই এবং তাহা বহুজন্মস্থায়ী, তাহার ক্ষয় হয় না। হে মুনিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ, এই যান দ্রব্য কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, বলেন, এই শস্ত সম্পত্তি কাহার অর্থাৎ অলীক। বেদরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, এতাদৃশ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিদ্যমানে শতলোকের মধ্যে একজন বলবান হয় এবং সহস্র লোকের মধ্যে একজন পণ্ডিত হয়, লক্ষলোকের মধ্যে একজন বক্তা হয়, কিন্তু দাতাব্যক্তি জন্মায় কি না তদ্বিষয় সন্দেহ। রণজয়ী হইলে বলবান্ হয় না, অধ্যয়ন করিলেও পণ্ডিত হয় না, বহুতর কথা কহিতে পারিলেও বক্তা হয় না, কেবল অর্থ দান করিলেই দাতা হয় না (তবে কি প্রকারে হয় বলিতেছি)। ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলেই শূর অর্থাৎ বলবান্ হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে সেই পণ্ডিত এবং যে ব্যক্তি হিত ও প্রিয়বাক্য বলে, সে ব্যক্তিই

বক্তা, এবং যে ব্যক্তি সম্মান পূর্ব্বক দান করে, সেই ব্যক্তিই দাতা। যদি স্নেহপ্রযুক্ত বা ভয় প্রযুক্ত, অথবা অর্থলাভ নিমিত্ত এক পংক্তিতে। (বহুতর সমবেত-পংক্তিতে) বিষম দান করে অর্থাৎ কাহাকে অল্প ও কাহাকেও বা অধিক দান করে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা-পাতক হয়, ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন এবং বেদেও দেখা গিয়াছে ও ঋষিগণ গান করিয়াছেন। অনুর্ব্বরভূমিতে রোপিত বীজ, ভগ্নপাত্রে স্থাপিত দুগ্ধ এবং ভস্মাহুত ঘৃত যেরূপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিকে (অজ্ঞানী ব্যক্তিকে) দান করিলে সে দান নিষ্ফল হয়। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্নাদি দ্বারা যে দ্বিজ শরীর বর্দ্ধিত করে এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করে, সে দ্বিজ যে, পরলোকে কোন্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া যদি কোন দ্বিজ মৃত্যু লাভ করে, সে পরলোকে শূকর যোনি প্রাপ্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি হইতে জাত যে কুল তাহাদিগেরও উক্ত যোনি প্রাপ্তি হইবে। দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র হইবে, সপ্তজন্ম শূকর ও কুক্কুর হইবে, মনু এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে দরিদ্র হইবে, বৈশ্যের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে শূদ্রের অন্ন প্রাপ্ত হইবে শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে নরক প্রাপ্ত হইবে। যে দ্বিজ একমাস ব্যাপিয়া অনবরত কেবল শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, মরিয়া কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হয়, যে দ্বিজের শূদ্রা পাচিকা এবং শূদ্রা ধর্ম্মপত্নী সে দ্বিজকে পিতৃগণ এবং দেবগণ পরিত্যাগ করেন এবং মরিয়া রৌরব নামক নরকে গমন করে। যে সকল মনুষ্য যে কোন জাতির সংস্পৃষ্ট পাত্রে অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে, ও যে সকল সংশ্রব করিলে পতিত হইতে হয়, ঐ সকল সঙ্করজনক কার্য্যে অনায়াসে করে, এবং যে স্ত্রী গমন করিলে সঙ্করজাতি হইতে হয়, ঐ সকল জাতির পত্নীতে সন্তানোৎপাদনাদি করে, সে সকল মনুষ্য নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চ্ছি দেব, ব্রাহ্মণ, এবং অতিথিগণের অর্চ্চনা-উদ্দেশ ব্যতীত কেবল আত্মোদর পূরণার্থ অন্নাদি পাক করে, অনবরত ব্রাহ্মণ নিন্দা করে, ও বেদ বিক্রয়শীল, এই পঞ্চ প্রকার কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। এই ব্যাসদেব-বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ নরগণ কর্ত্তৃক প্রতি দিন অধ্যয়ন করা আবশ্যক, এই ব্যাস-বিরচিত শাস্ত্রোক্ত আচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পতন হয়না, অর্থাৎ এই শাস্ত্রোক্ত আচার করিলে ধর্ম্মের লাভ হয় এবং অধর্ম্মের সম্পর্ক হয় না।

ব্যাস-সংহিতা সমাপ্ত।

শঙ্খ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টি সংহারকর্ত্তা কাবী স্বয়ম্ভু.ক নমস্কার কবিয়া চতুর্ব্বর্ণের হিতনিমিত্ত, শঙ্খঋষি (ধর্ম্ম) শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। যজন, যাজন, দান, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন বিপ্রগণ প্রতিদিন এই ছয়টী কার্য্য করিবে, এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন কার্য্য করিবে না। দান, অধ্যয়ন এবং যথাশাস্ত্র-মত যজন এই তিনটি কার্য্য ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতিব কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতিব বিশেষ কর্ত্তব্য-কার্য্য প্রজাবর্গেব প্রতিপালন জানিবে এবং বৈশ্যজাতির বিশেষরূপে কর্ত্তব্য কৃষি, গোসমূহ প্রতিপালন এবং বাণিজ্য এই তিনটি কার্য্য জানিবে শূদ্রজাতিব কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বিজগণেব সেবা এবং সকল প্রকার শিল্প কার্য্য লিপিকার্য্য প্রভৃতি জানিবে, ক্ষমা সত্যবাক্য, ইন্দ্রিয়দমন, এবং শৌচ এই চারিটি কার্য্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতি ইহাদিগেব সকলেব সমান অধিকাব আছে, এই চাবিটি কার্য্যে কাহারও ইতর বিশেষ নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য অর্থাৎ এই তিন বর্ণেব কেবল উপনয়ন সংস্কাব হয়, এই তিন বর্ণেব মৌঞ্জীবন্ধন (উপনয়ন সংস্কাব) দ্বিতীয জন্ম জানিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণেব মৌঞ্জীবন্ধনকার্য্যে উপনয়ন সংস্কাবকর্ম্মে আচার্য্য (যিনি উপনয়ন সংস্কাব বা গায়ত্রী উপদেশ কবেন,) তিনিই পিতা জানিবে, এবং সাবিত্রী প্রধান জননী। যে পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার না হয় (অর্থাৎ বেদপাঠ আবম্ভ না হয়) সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের তুল্য জানিবে, বেদপাঠ আবম্ভ হইলে পব, দ্বিজ বলিয়া জানিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলে পর, নিষেক সংস্কাব কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদনন্তব, গর্ভস্থ সন্তান-স্পন্দন আরম্ভ হইলে পর, পুংসবন সংস্কাব কবিবে। (সন্তান জন্মেব) অশৌচ অতীত হইলে পর, নামকরণ সংস্কাব করিবে, চতুর্ব্বর্ণেব যুগ্মাক্ষব, সংযুক্ত নামবক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণজাতির মাঙ্গল্যশব্দযুক্ত নাম, ক্ষত্রিয়জাতিব বলসংযুক্ত নাম, বৈশ্যজাতিব ধনসংযুক্ত নাম এবং শূদ্র জাতির জুগুপ্সিত শব্দযুক্ত নাম কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেব অমুক শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের অমুক বর্ম্মা, বৈশ্য জাতিব অমুকধন এবং শূদ্রজাতিব অমুক দাস এই প্রকার নাম জানিবে। চতুর্থ মাসে অর্ক দর্শন (নিষ্ক্রামণসংস্কার কর্ত্তব্য) ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন সংস্কাব কর্ত্তব্য ; এবং চূড়া সংস্কাব যে বংশেব যে বৎসরে হইয়া থাকে, তাহাদিগের সেই বৎসবে কর্ত্তব্য। গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণকুমারেব উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয় সন্তানেব গর্ভ হইতে একাদশ বৎসবে উপনয়ন এবং বৈশ্যসন্তানের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসবে উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের গর্ভ হইতে ষোড়শ বৎসব পর্য্যন্ত গৌণকাল, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে দ্বাবিংশ বৎসব পর্য্যন্ত

গৌণকাল এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল জানিবে। যে সকল গৌণকাল উক্ত হইল, ইহার পর গায়ত্রী উপদেশ করিবে না ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানগণ যথাকালে উপনয়ন সংস্কার না হইলে, সাবিত্রী-পতিত ও ব্রাত্য; অর্থাৎ সংস্কারহীন এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত জানিবে।

ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বৎসর ছয় মাস, ক্ষত্রিয়ের এক বিংশতিবর্ষ ছয় মাস; বৈশ্যের ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছয় মাস উপনয়ন সংস্কারের গৌণকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে বর্ণের যে যে বৎসর উক্ত হইল, উক্তকালমধ্যে উপনয়ন দিলে গায়ত্রী উপদেশের কাল অতীত হয় না, ঐ কাল অতীত হইলে গায়ত্রী উপদেশ করিবে না গায়ত্রী উপদেশ নিবৃত্তি রাখিবে যথোক্ত কালে সংস্কার না হইলে, পূর্ব্ব-উক্ত এই তিন বর্ণ, সাবিত্রী পতিত, ব্রাত্যনামধারী হইবে, ব্রাহ্মণ আদির কর্ত্তব্য গায়ত্রী জপাদি কার্য্যেমাত্রে অধিকার থাকিবে না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের উপনয়ন সংস্কার কালে মৌঞ্জীবন্ধন করিতে হয়, কোন বর্ণের কোন দ্রব্য দ্বারা মৌঞ্জী করিতে হইবে ক্রমে তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর মৃগচর্ম্ম; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর ব্যাঘ্রচর্ম্ম, এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীর ছাগচর্ম্ম, উত্তরীয়বস্ত্র, ব্রাহ্মণের বিল্ব ও পলাশ নির্ম্মিত দণ্ড; ক্ষত্রিয়ের পিপ্পল-নির্ম্মিত দণ্ড, এবং বৈশ্যের বিল্ব নির্ম্মিত দণ্ড। ব্রাহ্মণের কেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ক্ষত্রিয় জাতির ললাট পরিমিত দীর্ঘ, বৈশ্য নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ দণ্ড কর্ত্তব্য; দণ্ডগুলি অবক্র (সোজা) ত্বক্‌যুক্ত এবং অগ্নিদগ্ধ না হয়, যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের কার্পাস-সূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌম-সূত্র নির্ম্মিত বৈশ্য জাতির ঊর্ণ সূত্র-নির্ম্মিত, জানিবে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবে,—প্রথমে ভবৎশব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক; যথা ভবন্! ভিক্ষাং দেহি, স্ত্রীলোককে ভবতি! ভিক্ষাং দেহি। এইরূপ জানিবে, ক্ষত্রিয় জাতি ভিক্ষাং ভবন্! দেহি। এইরূপ মধ্যভাগে ভবৎ শব্দ প্রয়োগ করিবে, বৈশ্যজাতি ভিক্ষাং দেহি ভবন্ এই অন্তে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আচার্য্য মাণবককে উপনয়ন প্রদানানন্তর বেদপাঠে দীক্ষিত করিবেন। যে গুরু বেতন লইয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহা যায়। ব্রহ্মচারী মানবক প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচআদি কার্য্য সমাপনান্তর পবিত্র হইয়া স্নানসমাপনান্তে পূর্ব্ব স্থাপিতঅগ্নিতে হোম করিবে, তদনন্তর হোমাদি করণজন্য উৎপন্ন স্বেদাদি অপনোদনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া গুরু পাদপদ্মে অভিবাদন করিবে। তদনন্তর, গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া বিনীতভাবে গুরুদেবের মুখপদ্ম দর্শন করতঃ ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, (বেদপাঠ কালে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক যে অঞ্জলি বদ্ধ করিতে হয় তাঁহাকে ঋষিগণ ব্রহ্মাঞ্জলি কহিয়াছেন)। বেদপাঠ আরম্ভ এবং সমাপনকালে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। অনধ্যায়দিবসে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী (এ কয়টি তিথি) সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ উল্কাপাত, ভূমিকম্প, সপিণ্ডজনন মরণজন্য অশৌচ, গ্রাম বিপ্লব অগ্নিদাহ প্রভৃতি গ্রামের অনিষ্টজনক দুর্ঘটনা উপস্থিতিঃ ইন্দ্রপ্রয়াণ স্বরূপ, মেঘগর্জ্জন, বাদ্যকোলাহল এবং রাজদ্বয়ের পরস্পর বিগ্রহ, এই কয়টি অনধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নের প্রতিবন্ধক এই সকল ঘটনা হইলে এবং পূর্ব্বকথিত তিথি চতুষ্টয়ে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি অভিযোগ অর্থাৎ তিরস্কার করিলেও অতি বেগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে না, দেবমন্দির, বল্মীক, শ্মশান, শিবমন্দির এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট যথাবিধি ভিক্ষা করিবে, (ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালনানন্তর) পবিত্র হইয়া পূর্ব্বমুখ উপবেশন পূর্ব্বক গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া ভোজন করিবে। অহঙ্কার শূন্য হইয়া গুরুদেবের হিতজনক এবং প্রিয়কার্য্য করিবে। সায়ং সন্ধ্যাসমাপনান্তে সায়ংকালীন হোম করিয়া গুরুদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুবাক্যপ্রতিপালন অর্থাৎ পাদসেবাদি করিবে। মধু, মাংস,

অঞ্জন, (চক্ষুর্দ্বয়ে কজ্জল দান) শ্রাদ্ধ, গান, নৃত্য, হিংসা প্রাণিহত্যা লোকনিন্দা এবং স্ত্রীসংসর্গ; যত্নসহকারে ত্যাগ করিবে। মেখলা (শরগজ্র প্রভৃতি রচিত মৌঞ্জী) কৃষ্ণসার চর্ম্ম, এবং বিম্বাদি দণ্ড যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে। ব্রহ্মচারী সাবধান হইয়া প্রত্যহ ভূমীশয়ন করিবে। বেদবিদ্যালাভে যুগ্ম ব্যক্তি এই সকল নিয়মিত কার্য্যসমূহ করিবে। গুরুদেবকে ধনাদি দক্ষিণা প্রদান করিয়া অবভৃত স্নান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

তদনন্তর অসমানপ্রবর, এবং ভিন্নগোত্রজাতা কন্যাকে বিধিবোধিতরূপে লাভ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত এবং পিতৃপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এবং অধম পৈশাচ এই অষ্টপ্রকার বিবাহ। ব্রাহ্মণগণের প্রথম চারি প্রকার বিবাহ বিধি প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়গণের গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস প্রশস্ত। অপ্রার্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক যে কন্যা দান তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ কহিয়াছেন। যজ্ঞকার্য্যে দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে কন্যাদানের নাম দৈববিবাহ, গোদ্বয় গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান তাহার নাম আর্ষবিবাহ। প্রার্থিত হইয়া যে কন্যাদান তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ; ধন গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান তাহার নাম আসুর বিবাহ, বর কন্যা উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে বিবাহ, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে, যুদ্ধক্ষেত্রে হৃতকন্যার পাণিগ্রহণ রাক্ষস বিবাহ। কোন ছল করিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ পৈশাচ বিবাহ বিবাহমধ্যে ইহাকে নিকৃষ্ট জানিবে। ব্রাহ্মণের তিনজাতি কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতিকন্যা, বৈশ্যের একজাতীয়াও কন্যা ভার্য্যা হইবে। শূদ্রের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে, ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা এই দুই জাতীয়া বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যামাত্র এবং শূদ্রগণের শূদ্রকন্যা মাত্র। বিপদাপন্ন হইলেও দ্বিজগণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না। সেই শূদ্রকন্যা প্রসূত যে সন্তান তাহার নিষ্কৃতি নাই। তপঃ-পরায়ণ, যজ্ঞশীল সকলধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণ গণ সুবর্ণাস্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহকালে শরগ্রহণ করিবে, বৈশ্য কন্যা বিবাহকালে প্রতোদন গ্রহণ করিতে হইবে। (প্রতোদন পাঁচন বাড়ী গো তাড়ন দণ্ড)। যে স্ত্রী অগ্নি বহন করে, সেই ভার্য্যা যে, স্ত্রী পতিপ্রাণা সেই ভার্য্যা এবং যে পুত্রবতী সেই ভার্য্যা। এই সকল গুণসম্পন্না ভার্য্যা প্রকৃষ্ট যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালনীয়া, এবং সর্ব্বদা তাড়নীয়া অর্থাৎ কোন অসৎপথগামিনী না হয়। যে ভার্য্যা লালিতা ও পালিতা সেই লক্ষ্মী স্বরূপা ইহার অন্যথা নাই।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহস্থের পাঁচটি সূনা (জীবহিংসা স্থান) চুল্লী পেষণী উপস্কর সংমার্জ্জনী এবং গৃহোপকরণ কুম্ভ প্রভৃতি) কণ্ডনী (উদূখল মুষল আদি) উদকুম্ভ (জলাধার কুম্ভ) এই সকল গৃহোপকরণ বস্তুতে গৃহস্থের জীব হিংসা অনিবার্য্য। ঐ জীবহিংসাসম্ভূত পাপশান্তির নিমিত্ত, গৃহস্থ কোন দিবসেই পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য ত্যাগ করিবে না, পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য করিলে গৃহস্থের পঞ্চসূনা-সম্ভূত পাপ বিনষ্ট হয়, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং মনুষ্যযজ্ঞ, এই পাঁচটি কার্য্য পঞ্চযজ্ঞ নামে উক্ত হইয়াছে। নিত্যহোম দেবযজ্ঞ; বলি কার্য্য ভৌত; শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ পিতৃযজ্ঞ; বেদপাঠ; ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং অতিথিসেবা মনুষ্যযজ্ঞ। বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতিগণ, এবং দ্বিজগণ গৃহস্থের কল্যাণে যথোচিতরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। গৃহস্থই যাগ যজ্ঞ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দাতা হয়, সেই হেতু গৃহস্থাশ্রমীই সকল আশ্রমীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমৎ স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রভু যেমৎ চতুর্ব্বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ,

সেইরূপ এই গৃহস্থের অতিথিগণ প্রভু জানিবা। ব্রতসমূহ দ্বারা কিংবা উপবাস দ্বারা, এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা স্ত্রীলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না, যেমৎ স্বামীসেবা দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারীগণ, অহরহ স্নান, নিত্যহোম, এবং অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য দ্বারা স্বর্গগমন করেন, কেবল গুরুসেবা দ্বারাই স্বর্গগমন করেন। বানপ্রস্থগণ অগ্নিশুশ্রূষা দ্বারা কিম্বা ক্ষমা দ্বারা এবং নানা তীর্থ স্নান দ্বারা সেরূপ স্বর্গে গমন করে না যেরূপ ভোজন ত্যাগ দ্বারা স্বর্গে গমন করে। ভিক্ষা দ্বারা কিম্বা মৌনব্রত দ্বারা অথবা নির্জনগৃহে বসিয়া যোগ অবলম্বন দ্বারা যোগীগণ সেইরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ যোগীগণ মৈথুন পরিত্যাগদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা কিম্বা বহু দক্ষিণা দ্বারা অথবা বহ্নি শুশ্রূষা দ্বারা গৃহীগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হয় না, যেরূপ অতিথিসেবাদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়(অতএব স্ত্রীলোকের স্বামীসেবা, ব্রহ্মচারীর গুরুশুশ্রূষা, বানপ্রস্থগণের ভোজন পরিত্যাগ যোগীগণের স্ত্রী পরিত্যাগ এবং গৃহস্থগণের অতিথিসেবা প্রধান ধর্ম্ম জানিবে। (গৃহস্থের অতিথিসেবা মুখ্যধর্ম্ম হইল) সেই হেতু সকল যজ্ঞসংস্কারে গৃহস্থগণ গৃহে আগত অতিথিগণকে আহার দান, শয্যাদান এবং ধনদান দ্বারা সৎকার করিবে। (সাগ্নিক ব্রাহ্মণ) শাস্ত্রনিয়ম-অনুসারে প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অগ্নিহোত্র হোম করিবে এবং যথানিয়মে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করিবে। যজ্ঞ দ্বারা, পশু বন্ধন দ্বারা, চাতুর্মাস্যব্রত দ্বারা এবং ত্রৈবার্ষিক বা বার্ষিক অন্ন থাকিলে আলস্যশূন্য হইয়া সোমরস পান করিবে। অল্পধন যে দ্বিজ সে বৈশ্বানরী নামক ইষ্টি করিবে, অল্পধন হইলেও শূদ্রের নিকট ধন প্রার্থনা করিবে না এবং অভীপ্সিত বস্তু সকল দান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিবে না এবং পৈতৃকপুরোহিতও ত্যাগ করিবে না, কার্য্য দ্বারা এবং জন্ম দ্বারা বিশুদ্ধ এবং যাহার শরীর-মাংসলোল হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাচীন এতাদৃশ ব্যক্তিই (যাজনকার্য্যের যোগ্য) পাত্র জানিবে। এ সকল গুণযুক্ত যে ব্যক্তি এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই সর্ব্বদা যাজন করাইবে, তাদৃশ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহস্থব্যক্তি যখন দেখিবে, দেহ মাংস লোল হইয়াছে বার্দ্ধক্যদ্বারা সমস্ত কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, এবং পৌত্র জন্মিয়াছে, তৎকালেই বানপ্রস্থ আশ্রম করিবার নিমিত্ত বনগমন করিবে (যদ্যপি পত্নী বনগমনে সম্মতা না হয়) তাহাকে গৃহে রাখিয়া (বনগমনে সম্মতা হইলে) তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বনে গমন করতঃ প্রত্যহ অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য করিবে এবং বন্য ফল মূল প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য আহরণ করিবে। বনবাসকালে যে যে দ্রব্য আহার করিবে, তাহাদ্বারাই পিতৃলোকের এবং দেবগণের পূজা করিবে, এবং উহা দ্বারাই কুটীরে আগত অতিথিগণের সেবা করিবে সমাহিতচিত্ত হইয়া গ্রাম হইতে অষ্ট গ্রাস আহরণ করিয়া ভোজন করিবে, প্রত্যহই বেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং মস্তকে জটা বন্ধন করিবে, অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। প্রত্যহই তপস্যাদ্বারা নিজ দেহ শুষ্ক করিবে, শীতকালে আর্দ্রবস্ত্র হইয়া থাকিবে, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করিবে, বর্ষাকালে আচ্ছাদনশূন্য স্থানে বাস করিবে, প্রতিদিনই নক্তভোজন করিবে, অথবা দিবার চতুর্থভাগ কিংবা ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবে। কষ্ট স্বীকার দ্বারা বনে কালহরণ করিবে, এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিবে, এইরূপে বানপ্রস্থ আশ্রম করিয়া বনে কালযাপন করতঃ দ্বিজগণ ব্রহ্মপ্রেমী (চতুর্থাশ্রমী) হইবে॥ ৭॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

দ্বিজগণ বানপ্রস্থ আশ্রমেও সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করতঃ বিধিবোধিতরূপে যজ্ঞ করিয়া (জলপান দ্বারা) নিজদেহ মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি

হইবে। যে সময়ে গৃহস্থগণের গৃহপাকক্রিয়া সমাপন হওয়াতে ধূমশূন্য হইবে ও তণ্ডুলাদি নিষ্পন্ন হওয়ায় উদূখল মুষল নিজব্যাপার শূন্য হইবে, গ্রাম মধ্যে অগ্নি কি, অঙ্গার পর্য্যন্ত থাকিবে না, জনপদবাসীগণের ভোজনকার্য্য সমাপন হইলে এবং জনগণের পাদসঞ্চার রহিত হইলে যতিগণ প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে গমন করিবে। যতিগণ কিছু না প্রাপ্ত হইলেও ক্ষুণ্নচিত্ত হইবে না, যাহা পাইবে, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। স্বয়ং পাক করিবে না, এবং কাহাদ্বারাও পাক করাইবে না, কাহারও গৃহে বসিয়া ভোজন করিবে না। যতিগণ-সম্বন্ধে মৃত্তিকার পাত্র এবং অলাবু পাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ঐ সকল পাত্র জলদ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে জানিবে। যতিগণ সুহৃৎ-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিবে ও কৌপীন বস্ত্রমাত্র পরিধান করিবে, জনপ্রাণীশূন্য স্থানে বাস করিবে এবং যেস্থানেই সায়ংকাল উপস্থিত হইবে সেস্থানে রাত্রি যাপন করিবে। উত্তমরূপে চতুর্দ্দিক দেখিয়া পাদ নিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া জলপান করিবে, সত্য দ্বারা পবিত্র বাক্য প্রয়োগ করিবে না অর্থাৎ মিথ্যা সম্পর্ক রাখিবে না এবং যাহা নিজচিত্তে পবিত্র বোধ হইবে, এইরূপ আচরণ অনুষ্ঠান করিবে। চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্বারা কিংবা গর্হিত ভস্মদ্বারা কেহ যদ্যপি অঙ্গলেপন করিয়া দেয়, তাহাতে সুখ দুঃখ বোধ করিবে না মঙ্গলকার্য্যই হউক কিম্বা অমঙ্গলকার্য্যই হউক তাহার একটিও শ্রদ্ধা করিবে না। সকল প্রাণীরহিতচেষ্টা করিবে লোষ্ট্র প্রস্তর কিংবা সুবর্ণ-রাশি এই সকল বস্তুতে তুল্যজ্ঞান করিবে, ধ্যান এবং যোগপরায়ণ ভিক্ষুক মুক্তি লাভ করিবে। যোগীগণ চিত্তের সংযমকে ধারণা বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের সংহার অর্থাৎ বিষয় হইতে নিবৃত্তি করা ইহা প্রত্যাহার নামে কথিত হইয়াছে। যোগাভ্যাস দ্বারা, হৃদয়স্থ দেব দেব পরমাত্মার যে দর্শন, ইহাকেই যোগীগণ ধ্যান নামে অভিহিত করিয়াছেন, এই ধ্যান, সকল যোগ হইতেই মঙ্গলদায়ক। ইহা শঙ্খঋষি আপনি কহিয়াছেন। হৃদয়ে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করিতেছেন; হৃদয়ে সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহ রহিয়াছেন হৃদয়ে সকল বস্তুই রহিয়াছে। নিজ দেহকে অরণি ও ওঁ কারকে উত্তরারণি করিয়া অর্থাৎ প্রণব জপ করিলে হৃদয়স্থ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ধ্যান, অর্থাৎ হৃদয়ে দেবদেব পরমাত্মার যোগ দ্বারা দর্শন এবং নির্ম্মন্থন (ওঁকার জপ) এই উভয় কার্য্য দ্বারা স্বহৃদয় স্থিত বিষ্ণুকে দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে সূর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ে এবং মধ্যে হুতাশন অবস্থিতি করিতেছেন ঐ তেজের মধ্যে মহদাদি তত্ত্বপদার্থ অবস্থিতি করিতেছে ঐ তত্ত্ব মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন। যতগুলি সূক্ষ্ম বস্তু আছে, সকল বস্তু হইতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ এবং যতগুলি স্থূল পদার্থ আছে, তাহা হইতেও স্থূল অর্থাৎ বিরাট মূর্ত্তি। বীত শোক (অর্থাৎ যোগীগণ) তেজোময় রূপ দেখিতে পান। বাসুদেব মূঢ় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গোচর হন না। কেননা, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় অজ্ঞান বসনে আবৃত ও বিষয়াসক্ত। এই ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ বিষ্ণু, ধাতা এবং বিধাতা। ইনিই পুরাতন সম্পূর্ণ মঙ্গল-রূপী। এই অশরীরী তমঃপারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে মন্ত্র বলে জানিতে পারিলে, মৃত্যু হইতে ভয় থাকে না; এবং সদ্গতির অন্য উপায় নাই। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচ বস্তুকে পণ্ডিত ব্যক্তি মহাভূত বলিয়া জানিবেন। চক্ষু, কর্ণ ত্বক, রসনা ও নাসিকা শরীরের মধ্যে এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটী বুদ্ধির বিষয়। হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু শরীরের মধ্যে এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি, এই চারিটী উক্ত ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা পরবর্ত্তী এবং শ্রেষ্ঠ; এবং আত্মা এই সকল পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এই আত্মা পুরুষ এবং পঞ্চ বিংশ। সাধু ব্যক্তিগণ ইঁহাকে অবগত হইয়া বিমুক্ত হন। ইনি পরমগুহ্য, ইনি অবিনাশী এবং উত্তম।

ইহার শব্দ, রস, স্পর্শ, রূপ বা গন্ধ নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই। ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান সারথি, মন লাগাম; তিনিই পথপারে বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিতে পারেন। কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে সহস্রভাগের একভাগ করিলে তাহারও শত ভাগের এক ভাগের মতন জীব সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ পুরুষের পর কিছুই নাই। পুরুষই পরম গতি, পুরুষই পরাকাষ্ঠা। এই পুরুষ সর্ব্বভূতে ব্যাপকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম এবং প্রধান বুদ্ধিবলে ইহাকে অবগম্বন করিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যথাশাস্ত্র ক্রিয়ামান বলিতেছি। প্রথমে মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথাবিধি শৌচ করিবেন জলে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া যথাবিধি আচমন করিয়া তীর্থের আবাহন করিবেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। জলপতি বরুণদেবের শরণাগত হইয়া সর্ব্বপাপক্ষয়ের নিমিত্ত তীর্থ-দান করিতে বাঞ্ছা করিবেন। আমি সর্ব্ব-পাপবিনাশী তীর্থকে আবাহন করি। আমার প্রতি অনুগ্রহকরতঃ সেই তীর্থ এই জলে সন্নিহিত হউক। রুদ্র এবং জলবাসী সমস্ত বরদগণকে প্রণাম করিয়া পবিত্রভাবে বলিবে, সকল জলবাসীদিগের শরণাগত হই। সর্ব্ব-পাপবিনাশী অংশুমালী দেব হুতাশনের শরণাগত হইয়া বলিবে, জল সকল পবিত্র হইতেও পবিত্রতর;—আমি তাহার শরণাগত হই। রুদ্র, অগ্নি, সর্প, বরুণ, জল, আমার পাপ-রাশি বিনাশ করুন এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। "হিরণ্যবর্ণ" ইত্যাদি তিন মন্ত্র, "জগতী" ইত্যাদি চারি মন্ত্র; "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র; "শন্ন আপঃ" এই মন্ত্র, এবং "ইদমাপঃ প্রবহতে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতে ছন্দ, ঋষি, দেবতা, কীর্ত্তন করিবে। এই সম্মার্জ্জন করিয়া পবিত্রভাবে প্রত্যহ অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠ করিবে। উহার ছন্দ অনুষ্টুপ। ঋষি অঘমর্ষণ, দেবতা ভাববৃত্ত, এবং পাপক্ষয় ইহার উদ্দেশ্য। জলে নিমগ্ন হইয়া এইরূপে তিনবার অঘমর্ষণ পাঠ করিবে। মহাব্যাহৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জল দিবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ, সর্ব্বপাপ বিনাশক; সেইরূপ অঘমর্ষণসূক্ত সমস্ত পাপ বিনাশ করে। এই বিধি অনুসারে স্নান করিয়া, সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনন্তর তীর্থ নাম সকল কীর্ত্তন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল প্রদান করা না হয়, তাবৎ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। এই বিধি অনুসারে স্নান করিলে মনুষ্য তীর্থফল লাভ করে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

আচমন বিধি।

ইহার পর শুভ আচমন ক্রিয়া বলিতেছি, (দক্ষিণ) হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল স্থানে কায়তীর্থ উক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলস্থানে প্রাজাপত্য তীর্থ কথিত হইয়াছে (সকল) অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দৈব তীর্থ; এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশে পিত্র্যতীর্থ উক্ত হইয়াছে, প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা দ্বিজগণ তিনবার জল পান করিবে, তদনন্তর, কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া জলসংযুক্ত (যথা-যথ অঙ্গুলী দ্বারা) চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণগণ হৃদয় পর্য্যন্ত আর্দ্র হয় এতাদৃশ পরিমিত জলপান পূর্ব্বক আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, কণ্ঠগত জলপান দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ শুদ্ধ হইবে, তালুগত জলদ্বারা বৈশ্যগণ আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে, শূদ্রজাত, (এবং স্ত্রীলোকগণ) দন্ত এবং ওষ্ঠ স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জলদ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। শুচিস্থানে (উপবেশন পূর্ব্বক) সমাহিতচিত্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া জানু মধ্যস্থানে হস্তদ্বয় করতঃ কিংবা উত্তরমুখ হইয়া পবিত্র-ভাবে, কোনদিক্ দর্শন না করতঃ এবং

বুদ্বুদরহিত, অনুষ্ণ জলসমূহ পান করতঃ অঙ্গুলী সমূহ দ্বারা আচমন করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচমনকালে যে তিনবার জল পান করা হয়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হন,—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। মুখমার্জ্জন দ্বারা গঙ্গা এবং যমুনা প্রীত হন, নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত হন। চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিলে চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রসন্ন হন, কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিলে বায়ু এবং অগ্নি প্রীত হ'ন। স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিলে সকল দেবতা প্রীত হন, মস্তক স্পর্শ করিলে আত্মা প্রীত হ'ন। যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া শিখাবন্ধন ত্যাগ করতঃ পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। জানুদ্বয়ের বাহিরে হস্ত রাখিয়াও হস্তার্পিত জল দ্বারা এবং মলাযুক্ত জলদ্বারা আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। আচমনানন্তর তীর্থ সংমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর "অন্তশ্চরসি" এই মন্ত্র দ্বারা আচমন করত সূর্য্যাভিমুখ হইয়া গায়ত্রী দ্বারা জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করত "উদুত্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, এই নিয়ম দ্বিজগণের সন্ধ্যা উপাসনা বিষয়ে জানিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে, এবং সায়ংসন্ধ্যা সময়ে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। তদনন্তর পবিত্র মন্ত্রসমূহ যথাশক্তি জপ করিবে, ঋষিগণ দীর্ঘসন্ধ্যায় উপাসনা করিতেন এ নিমিত্ত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

ইহার পর সর্ব্ববেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমূহ বলিতেছি, এই সকল মন্ত্রের জপ এবং হোম দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বদা পবিত্র হয়। অঘমর্ষণ সূক্ত, দেবব্রত সূক্ত, সত্যবতীসূক্তসমূহ, কূষ্মাণ্ডীসূক্তসমূহ, পাবমানী সূক্তসমূহ, অভীষ্টরূপদা, প্রণবাদি সশিবক সাবিত্রী, সূক্ত, স্তোমসূক্ত, সপ্তব্যাহৃতি, ভারুণ্ড, সাম মন্ত্র, গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা গ্রথিত মন্ত্র পুরুষব্রত, ভাষমন্ত্র, সোমব্রত অবিজ্ঞেয়, বার্হস্পত্যমন্ত্র, বাক্‌সূক্ত, অমৃতমন্ত্র, শতরুদ্রী মন্ত্র, অথর্ব্বশিরামন্ত্র, ত্রিসুপর্ণা, মহাব্রত, গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, সামদ্বয়, এই তিনটী পুষ্পাঙ্গদেহ, রথন্তর অগ্নিব্রত, এবং বামদেব্য মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র গান করিলে পর জীবসমূহ পবিত্র হয ও যদি ইচ্ছা করে ত জাতিস্মরত্ব পাইতে পারে।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমস্ত অভিহিত হইল। এ সমস্ত মন্ত্র হইতে সাবিত্রী প্রধান হইতেছে, অঘমর্ষণ মন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলদ্বারা এবং ব্যাহৃতি সমস্ত দ্বারা প্রধান হোম করিবে। সাবিত্রী হইতে উৎকৃষ্ট পানীয় মন্ত্র নাই, কুশাসনে আসীন হইয়া কুশময় উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখ কিংবা সূর্য্যাভিমুখ হওতঃ অক্ষমালা গ্রহণ করতঃ দেবতা ধ্যানরত হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, স্ফটিক, পদ্মপুষ্পের দল পদ্মের বীজ এবং রুদ্রাক্ষ এ সকল দ্রব্যের অন্যতম দ্বারা অক্ষমালা প্রস্তুত করিবে, ধ্যান করত বাম হস্তে অক্ষমালা ধারণ করত জপের সংখ্যা রাখিবে, জপের আদিতে দেবতা, ঋষি এবং ছন্দ স্মরণ করিবে। তদনন্তর আদিতে প্রণব এবং ব্যাহৃতির সহিত অন্তে শিরোমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে, (ইহা প্রাণায়ামস্থলে গায়ত্রী জপ বিষয়ে জানিবে,) এই গায়ত্রী সবিতা দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এবং প্রণবাদি ভূঃপ্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি আপোজ্যোতিঃ প্রভৃতি শিরোমন্ত্র জানিবে। প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরোমন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তিগণ গায়ত্রী জপ করে, তাহাদিগের ইহকালে কি পরকালে কোন ভয় থাকে না; গায়ত্রী দশবার জপ করিলে পর, একদিন কৃত পাপ বিনষ্ট হয়; শতবার গায়ত্রী জপ করিলে পর পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সহস্রবার গায়ত্রী

জপ করিলে পর, মনুষ্যগণকে অজ্ঞান কৃত সকল পাপ হইতে উদ্ধার করেন। স্বর্ণস্তেয়ী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং মদ্যপায়ী এ সকল ব্যক্তিগণ সকল সময়েই লক্ষ বার গায়ত্রী জপ করিলে পর, শুদ্ধ হইবে, স্নানকালে সমাহিত হইয়া প্রাণায়ামত্রয় করিলে পর, দিবারাত্রিকৃত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়, একমাস ব্যাপিয়া প্রণব এবং ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী প্রাণায়াম প্রতিদিন ষোড়শ বার করিলে পর ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়, গায়ত্রী দ্বারা বিশেষরূপে হোম করিলে পর, সকল অভিলাষ প্রদান করেন, বানপ্রস্থবনবাসী-ভক্তপ্রিয়া গায়ত্রীদেবী সকল পাপক্ষয় করেন, শান্তি অভিলাষী ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গায়ত্রী দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিবে। অপমৃত্যুভয়-হরণইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা ঘৃত হোম করিবে, সম্পত্তিইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা পদ্মপুষ্পহোম করিবে, কাঞ্চনপ্রাপ্তি ইচ্ছুক হইলে গায়ত্রী দ্বারা বিল্বহোম করিবে। ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুসমাহিত-হইয়া ঘৃতযুক্ত তিল দ্বারা হোম করিবে। গায়ত্রী দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাপাত্মা ব্যক্তি এক পক্ষ ব্যাপিয়া গায়ত্রী দ্বারা হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় অথবা সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। গায়ত্রী জননীস্বরূপা এবং সকলপাপ বিনাশকারিণী। গায়ত্রী হইতে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যলোকে উৎকৃষ্ট পবিত্রকারক আর নাই, নরকার্ণবে পতিত লোকদিগকে গায়ত্রীদেবী হস্তধারণপূর্ব্বক উদ্ধার করেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ নিয়মী এবং পবিত্র হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রীর উপাসনা করিবে, দৈবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যবিষয়ে গায়ত্রী-জপশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে, গায়ত্রী জপশীল ব্যক্তির নিকট পাপ থাকে না, যেরূপ সূর্য্যদেবের নিকট জলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ দ্বারাই সিদ্ধ হয় এ কথায় সংশয় নাই, গায়ত্রীজপশীল ব্রাহ্মণ অন্য কার্য্য করুন্ বা নাই করুন্, মৈত্র ব্রাহ্মণ শব্দ প্রতিপাদ্য হইবেন জানিবে। উপাংশু জপ শতগুণ ফলদাতা এবং মানসজপ সহস্রগুণ ফলদাতা, বিশেষতঃ সাবিত্রী জপ উচ্চ করিয়া করিবে না। সাবিত্রীজপশীল মনুষ্য স্বর্গলাভ করে এবং সাবিত্রীজপশীল ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানিতে পারে। গায়ত্রী জপের ফলের ইয়ত্তা নাই, এ নিমিত্ত সকলে যত্নসহকারে স্নাত এবং পবিত্রচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সকল পাপবিনাশকারিণী গায়ত্রী জপ করিবে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্নানানন্তর গায়ত্রী জপ করিয়া পূর্ব্বাস্য হওতঃ দিব্যতীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করতঃ দেবগণের তর্পণ করিবে, প্রত্যহ পুরুষ সূক্ত মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে জলাঞ্জলি এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর বিকৃত যজ্ঞসূত্র হইয়া দক্ষিণাস্য হওতঃ জানুদ্বয়ের মধ্যস্থানে হস্তদ্বয় রাখিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় রীত্যনুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষ এবং মাতাপ্রভৃতি তিন জনকে তিন তিন অঞ্জলি দান করিয়া মাতামহী প্রভৃতি তিনজনকে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর পিতৃপক্ষে এবং মাতৃপক্ষে যাহাদিগের নাম জানিবে, তাঁহাদিগের ও গুরুগণ, সম্বন্ধী, বান্ধব এবং সুহৃদ্গণের তর্পণ করিবে। রৌপ্যপাত্র, স্বর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, তিল, দর্ভ এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে তর্পণ করিলে পর, পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয় না। স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, খড়্গপাত্র, কিংবা উডুম্বরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃলোক উদ্দেশে তিলযুক্ত জল প্রদান করিলে পর, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইবে। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য কিম্বা জল, দুগ্ধ, মূল এবং ফল দ্বারা প্রতিদিন পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদন করতঃ শ্রাদ্ধ করিবে। স্নানানন্তর তিলযুক্ত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে পর, পিতৃযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তর্পণ দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হ'ন্।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকার্য্য বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবে না, পিতৃকার্য্য উপস্থিত হইলে সূক্ষ্মমার্গ দ্বারা পরীক্ষা করিবে, অর্থাৎ ইনি মন্ত্র জানেন কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্মশীল এবং যে ব্রাহ্মণ বিড়ালব্রতী অর্থাৎ বিড়ালের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকিয়া হিংসার চেষ্টা করে এবং যে ব্রাহ্মণ শঠ, হীনাঙ্গ কিম্বা অতিরিক্তাঙ্গ সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুর প্রতিকূলাচরণ করে, যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নির উৎপাত করে এবং যাহারা গুরুত্যাগকারী, তাহারা পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল ও যাহারা শৌচাচারশূন্য, এবং যাহারা শূদ্রের দত্ত অন্ন রস দ্বারা বর্দ্ধিত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত বেদ অধ্যয়ন করে ও যাহারা ঋগ্বেদবেত্তা যাহারা সামবেদবেত্তা ও যাহারা তৃণাচিকেত এবং যাহারা পঞ্চাগ্নিযুক্ত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপবিত্রকারক জানিবা। ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর সন্তান, ঐ বিবাহে কন্যাদাতা ও ঐ কন্যার পতি, ইহারা পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের সীমা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যাহারা অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা পংক্তিপাবক। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যোগাভ্যাস করেন, লোষ্ট্র, অশ্ম এবং কাঞ্চনসম জ্ঞানী ধ্যানপরায়ণ, পণ্ডিত, নিয়মী জ্ঞানী সেই সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবক। দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ দুইটি বিধিবোধিতরূপে ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে উত্তরাস্য তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অশক্ত হইলে, দৈবপক্ষ এবং পিতৃপক্ষ উভয় পক্ষেই এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নিতান্ত অশক্তপক্ষে পংক্তিপাবন একটি মাত্র উভয়পক্ষেই ভোজন করাইবে। যথাবিহিত দেশে অন্নাদি নিবেদন [illegible] সমস্ত দ্রব্য [illegible] পশ্চাৎ অগ্নিতে নিঃ[illegible]। উচ্ছিষ্ট পাত্রান্নসমীপে পিণ্ড[illegible] ত্বরা এবং ক্রোধশূন্য হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে, উক্ত অন্ন দ্বিজাতিগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। গন্ধ, মাল্য এবং অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা বিধিবোধিতরূপে সৎকার করিয়া ভোজন করাইবে। পংক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজগৃহে উগ্রগন্ধ ও নির্গন্ধ, চৈত্যবৃক্ষজাত পুষ্পসমূহ এবং পর্ব্বতজাত পুষ্পসমূহ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে, জলসম্ভূত রক্তপুষ্প ও দান করিবে। নূতনমেষলোমের সূত্র কিংবা কার্পাস সূত্র প্রদান করিবে, অনাহতবস্ত্রসম্ভূত দশা বিদ্বান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে, ঘৃত দ্বারা অথবা তিলতৈল দ্বারা দীপ দান করিবে, ধূপের নিমিত্ত ঘৃত ও মধুযুক্ত করিয়া গুগ্গুল দান করিবে, কুঙ্কুমযুক্ত করিয়া চন্দন প্রদান করিবে। ছত্রাক, মাংস, সূপ, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু এবং কোবিদার দান করিবে না। পিপ্পলী, মরীচ, গোলাকার মূল দ্রব্য, কৃত্রিম লবণ এবং বশা পরিত্যাগ করিবে। রাজমাষ, মসুর, কোরদূষক ও খদির প্রভৃতি বৃক্ষ নির্যাস শ্রাদ্ধ কার্য্যে ত্যাগ করিবে। আম্রাতক, নবনী, মূলক, দধি, দাড়িম্ব, কন্দরাজ, মধু, শক্তু এবং শর্করা, এ সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধ কার্য্যে যত্নসহকারে প্রদান করিবে, উক্ত পায়সাদি দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া আচমনান্তে দক্ষিণা দান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম এবং অভিবাদন করতঃ হৃষ্টচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে, যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করতঃ শ্রাদ্ধ করিয়া স্ত্রী সংসর্গ করে, সে ব্রাহ্মণ মহাপাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে, কালশাক, মহা শল্ক মৎস্য, পক্ষিবিশেষের মাংস খড়্গ মাংস এ সকল শ্রাদ্ধে দত্ত হইলে অনন্ত ফলজনক হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ যম কহিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গয়াক্ষেত্রে, প্রভাসতীর্থে, পুষ্করে, প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, গঙ্গাতীরে, যমুনাতীরে, অমরকণ্টক তীর্থে, নর্ম্মদাতীর্থে, গয়াতীরে বারাণসীধামে, কুরুক্ষেত্রে, ভৃগুতুঙ্গে, মহাপথে,

সপ্তারণ্যে এবং অসিকূপে যাহা দান করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। ম্লেচ্ছদেশে রাত্রি-কালে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না, এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না। গজচ্ছায়াযোগে সূর্য্য এবং চন্দ্র-গ্রহণ কালে, মহাবিষুবসংক্রান্তি এবং জল বিষুবসংক্রান্তি, দিবসে দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে যে কার্য্য করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। ভাদ্রী পূর্ণিমা অতীত হইলে যে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথি তাহাতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মধু এবং মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃগণ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ পাইয়া, মনুষ্যগণকে পুত্র, বৃদ্ধি, স্বর্গ, আরোগ্য এবং সর্ব্বদা প্রীতি প্রদান করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক এবং বেদাধ্যয়ননিরত, তাঁহারা সপিণ্ডজ্ঞাতি জনন এবং মরণ অশৌচ হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিবর্গের পরস্পরের সপিণ্ডতা থাকে; সপিণ্ড জ্ঞাতির জননে অথবা মরণে ব্রাহ্মণ দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহ, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস, শূদ্র একমাস অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, যে জাতির যে অশৌচ কাল উক্ত হইল তাহার মধ্যে শুদ্ধ হইবে না। গর্ভস্রাব হইলে, যে মাসে গর্ভস্রাব হইবে, মাসপরিমিত দিবসে সূতিকা অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, গর্ভস্রাবে জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হয় না; অজাত দন্ত বালকের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ জানিবে অর্থাৎ স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, অকৃত চূড়বালকের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ দুই বৎসরে একাহ অশৌচ জানিবে অনুপনীত বালকের মৃত্যু হইলে ছয় বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু হইলে, পিতৃকুলের পিতৃ সপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং অসংস্কৃত শূদ্রের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, ষোড়শ বৎসরের পর বিবাহ না হইলেও শূদ্র জাতির মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের একমাস অশৌচ হইবে জানিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে কন্যার বিবাহ না হইয়া পিতার গৃহে ঋতুমতী হয়, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার মরণাশৌচ কোন কালেও শান্তি হইবে না অর্থাৎ অবিবাহিত কন্যার রজোদর্শন অত্যন্ত নিষিদ্ধ জানিবে। যদ্যপি কোন উত্তমবর্ণাস্ত্রী হীনবর্ণ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করাইয়া সন্তান প্রসব করে, তাহার ঐ সন্তান প্রসব, এবং ঐ সন্তানের মৃত্যুজন্য অশৌচ ঐ নারীর কোন কালেই নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ হীনবর্ণ দ্বারা উত্তমবর্ণার সন্তানোৎপাদন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দুইটি সমান অশৌচ হইলে প্রথম যে অশৌচ হইবে, তাহার দ্বারা দ্বিতীয় অশৌচ নিবৃত্তি হইবে, অসমান দুইটি অশৌচ হইলে, প্রথম জাত লঘু অশৌচ দ্বিতীয় জাত গুরু অশৌচ প্রবল হইয়া লঘু অশৌচ বৃদ্ধি পাইবে, যম ঋষির এইরূপ বাক্য জানিবে। বিদেশ গমন করিয়া যদ্যপি জ্ঞাতির মরণ কিম্বা জনন অশৌচ হইলে শ্রবণের পর দশ দিনের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকিবে, সে কয়দিন মাত্র অশৌচ ভোগ করিবে, দশরাত্র অতীত হইলে পর, শ্রবণ করিয়া তিন দিবস মাত্র অশুচি হইবে, সংবৎসর অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর কেবল স্নান করিলেই শুচি হইবে, ইহা মরণ অশৌচ বিষয় জানিবে, (জননাশৌচ দশরাত্র অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর পুনর্ব্বার অশৌচ হয় না) নিজ ঔরসজাত ভিন্ন যে পুত্র অন্য সংসর্গিনী যে ভার্য্যা, এবং পরের পূর্ব্ববিবাহিত যে ভার্য্যা, ইহাদিগের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, মাতামহ মরণে, আচার্য্য মরণে এবং দত্ত কন্যা যদ্যপি পিতৃ গৃহে মরে, তাহাতে দৌহিত্র শিষ্য এবং পিতা মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। রাজার মরণে, নিজ গৃহে দৌহিত্র জন্মাইলে, আচার্য্যের পত্নী কিম্বা পুত্র মরণে একরাত্রী অশৌচ হইবে। মাতুল মরণে, পক্ষিণী অশৌচ হইবে, শিষ্য, পুরোহিত, বান্ধব, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রের সহাধ্যায়ী এবং সাঙ্গবেদ অধ্যায়ী ছাত্র ইহাদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে,

শূদ্র প্রভৃতি সপিণ্ড চতুর্ব্বর্ণের জনন মরণে ব্রাহ্মণের যথাক্রমে এক দিন, তিন দিন, ছয় দিন এবং পূর্ণ অর্থাৎ দশ দিন অশৌচ স্মৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সপিণ্ড হইলে, ব্রাহ্মণের ছয় দিনে শুদ্ধি, অন্য বর্ণের দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জনন মরণে সকল বর্ণের দশ রাত্রেই শুদ্ধি হইবে;—ভগবান যম এই কথা বলেন। উচ্চস্থান হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ বা জল প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক শস্ত্রাঘাতে বা বিদ্যুৎপাতে নিহত আত্মঘাতী ও পতিতগণের মরণে অশৌচ হইবে না। যতি, ব্রতী, ব্রহ্মচারী, শূপকার, দীক্ষিত এবং রাজার আজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণের অশৌচ হইবে না। যে ব্রহ্মচারী পরাশৌচে ভোজন করে, সেও অশুচি হইবে; যথার্থ অশুচি ব্যক্তির শুদ্ধি হইলে, তাহারও শুদ্ধি হইবে;—ইহা পণ্ডিত গণের মত। মনুষ্য পরাশৌচে ভোজন করিলে, কৃমি যোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহার অন্ন ভোজন করিয়া মরণ হয়, তাহার যে জাতি, পর জন্মে সেই জাতি লাভ হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায় এবং প্রেতের পিণ্ডদান ব্যতীত পিতৃলোকের কার্য্যে অশৌচে নিষিদ্ধ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সকল মৃণ্ময়পাত্র অশুচি হইলে, পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে, মল, মূত্র, বিষ্ঠা, ষ্ঠীবন, পূয় এবং রক্ত এ সকল দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, তাহাতে মৃণ্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, মলমূত্রাদি দ্বারা যদ্যপি তাম্রপাত্র, স্বর্ণ পাত্র, রৌপ্যময় পাত্র, স্পৃষ্ট হয় পুনর্ব্বার গঠিত করিলে পর, শুদ্ধ হইবে, মূল মূত্রাদি ভিন্ন অন্যরূপ অস্পৃষ্ট সম্পর্ক হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে, তাম্রপাত্র, সীসময়পাত্র এবং বঙ্গময়পাত্র অশুচি স্পর্শ হইলে অম্লরস সংযুক্ত জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। কাংস্যপাত্র এবং লৌহপাত্র অশুচি হইলে, ক্ষারযোগ করিলে শুদ্ধ হইবে, মুক্তা, মণি এবং প্রবাল অশুচি হইলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। শঙ্খের পাত্র এবং প্রস্তরের পাত্র, শাক, মূল, ফল এবং বিদল সমূহ অশুচি হইলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সমূহ অশুচি হইলে যজ্ঞকার্য্য সময়ে মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, কেশ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উষ্ণ জল দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। শয্যা, আসন এবং হট্ট, গৃহ, এ সকল অশুচি হইলে সূর্য্যকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, যজ্ঞক কাষ্ঠ প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জন দ্বারা গৃহ শুদ্ধ হইবে, সম্যক রূপ মার্জ্জন দ্বারা ক্ষিতির শুদ্ধি হইবে, তোয় দ্বারা বস্ত্রের শুদ্ধি হইবে, প্রোক্ষণ দ্বারা রাশীকৃত ধান্যাদির শুদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং একত্র রাশীকৃত দ্রব্য সমূহের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। তক্ষণ দ্বারা কাষ্ঠ শুদ্ধ হইবে। শ্বেতসর্ষপ সমূহের কম্পন দ্বারা (ঝাড়া) শুদ্ধি হইবে, শৃঙ্গময় এবং দন্তময় দ্রব্য গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ফলদ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, শৃঙ্গবিশিষ্ট জন্তুগণের অস্থি, খদির প্রভৃতি নির্য্যাস-সমূহ, ইক্ষুগুড়, লবণ, কুসুম্ভপুষ্প, মেষাদির লোম, এবং কার্পাসতুলা, এসকল বস্তু প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা যমঋষি কর্তৃক কথিত হইয়াছে। জল অশুচি হইলে পৃথিবীস্থ করিলে, কিংবা প্রস্তরপাত্রস্থ করিলে শুদ্ধ হইবে। দুষ্টবর্ণ, দুষ্টগন্ধ, এবং দুষ্টরস-বর্জ্জিত যে জল, তাহা শুদ্ধ জানিবে (দুষ্ট বর্ণাদি যুক্ত জল অশুচি) নদীস্থিত জল সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সর্ব্বদা তৃপ্তিজনক জানিবে। বিক্রয়ার্থ বহিষ্কৃত সজ্জীকৃত দ্রব্য মাত্র শুদ্ধ জানিবা, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণের মুখ শুদ্ধ, গো পশুর মুখ ভিন্ন সকল অঙ্গ শুদ্ধ, আশ্রমে (গৃহে) বিড়াল শুচি জানিবে। শয্যা, ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, এবং কমণ্ডলু, এ সকল স্বকীয় শুচি, অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। ভার্য্যার মুখ রাত্রিকালে শুচি, গোবৎসের মুখ দোহনকালে শুচি, পক্ষীগণের মুখ বৃক্ষের উপরি শুচি, এবং কুক্কুরের মুখ শুচি জানিবে। রজস্বলানারী চতুর্থ দিবসে স্নানানন্তর স্বামীর নিকট শুচি, দৈব এবং পিতৃকার্য্যে পঞ্চমদিবসাবধি শুচি জানিবে।

রাজপথের কর্দ্দমের জল এবং ষ্ঠীবনাদি দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে স্পর্শ হইলে, তৎক্ষণাৎ স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে। প্রস্রাব এবং পুরীষত্যাগ করিয়া লেপ এবং গন্ধ ক্ষয় হয় এরূপ মৃত্তিকা ও উদ্ধৃত জল দ্বারা গুহ্য, হস্ত এবং পদ ধৌত করিবে। প্রস্রাব ত্যাগ করিলে পর লিঙ্গস্থানে দুইবার (হস্তদ্বয়ে) সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে, (পুরীষ ত্যাগ করিলে পর) বামহস্তে বিংশতি বার উভয় হস্তে চতুর্দ্দশ বার মৃত্তিকা দিবে। নখ শোধন করিয়া (হস্তদ্বয়ে) তিনবার মৃত্তিকা দিবে, শৌচকারী ব্যক্তি সর্ব্বদা পাদদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। কথিত এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে জানিবে, ইহার দ্বিগুণ শৌচ ব্রহ্মচারীর জানিবে, ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ বানপ্রস্থগণের জানিবে, তাহার দ্বিগুণ যতীগণের পক্ষে জানিবে। ত্রিপর্ব্ব পূর্ণ হয় যাহা দ্বারা এতৎপরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ কার্য্য করিবে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বনমধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জটাধারণ পূর্ব্বক ত্রিকালীন স্নান করতঃ পত্র, মূল এবং ফল ভোজন করিয়া অধঃশয়ন করিবে এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ ভিক্ষা নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিবে, এইরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করত দ্বাদশ বর্ষ গত হইলে সুবর্ণস্তেয়ী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং অন্যান্য মহাপাতককারীগণ এই ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় এবং যাজক বৈশ্য হত্যা করিয়া এবং আশ্রম দূষিত করিয়া এইরূপ উক্ত ব্রত করিবে। কূটসাক্ষ্য প্রদান করিয়া গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিয়া এবং শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া, এই ব্রতই করিবে। আহিতাগ্নি হইয়া স্ত্রীহত্যা করিলে পর, এবং মিত্রহত্যা করিলে পর, অবিজ্ঞাত গর্ভহত্যা করিয়া এই ব্রতই করিবে। ব্রতকারী দ্বিজগণ হত্যা করিয়া উক্ত ব্রত দ্বিগুণ করিয়া করিলে পর শুদ্ধ হইবে। স্বধর্ম্মহীন ক্ষত্রিয় হত্যা করিয়া একপাদহীন উক্ত ব্রত করিবে, স্বধর্ম্মবিহীন বৈশ্য হত্যা করিয়া উক্ত ব্রতের অর্দ্ধভাগ করিবে এবং স্ত্রীবধ করিয়া পুরুষ উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ করিবে। শূদ্রহত্যা করিয়া এবং ঋতুমতী স্ত্রীগমন করিয়া উক্ত ব্রতের এক পাদ ব্রত করিবে। গো বধ করিয়া এবং পরদার গমন করিয়া উক্ত ব্রতের এক পাদ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাম্য পশুসমূহ হত্যা করিয়া এক মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, অরণ্যচর পশু হত্যা করিয়া পঞ্চদশ দিবস পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ পক্ষী এবং জলচর বিলেশয় সর্প হত্যা করিয়া সপ্তরাত্রি ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। অস্থিশূন্য জন্তুশত হত্যা করিয়া, এক সহস্র অস্থিযুক্ত জীব হত্যা করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিতে হইবে। যে যে বর্ণের বৃত্তিচ্ছেদ করিবে, সেই সেই বর্ণহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের ভূমিহরণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গো, ছাগল এবং অশ্ব যে ব্যক্তি হরণ করে, সীসা কিম্বা রজত হরণ করে অথবা জল অপহরণ করে, এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রত করিবে। তিল, ধান্য, বস্ত্র, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র এবং মৎস্য প্রভৃতি আমিষ হরণ করিয়া সমাহিত চিত্তে ছয়মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। তৃণ, কাষ্ঠ, তক্র, দুগ্ধ প্রভৃতি রস, গজাদির দন্ত এবং ঘৃত অপহরণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লবন, গুড, মূল দ্রব্য এবং পুষ্প হরণ করিয়া সমাহিত হইয়া অর্দ্ধমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লৌহ, পিত্তল, কার্পাসাদি সূত্র এবং চর্ম্ম অপহরণ করিয়া সমাহিতচিত্তে এক রাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। পলাণ্ডু, লশুন, মদ্য, কবক, মনুষ্যের বিষ্ঠা প্রভৃতি মল, মনুষ্যের মাংস, গ্রাম্যশূকর, গর্দ্দভ, গোধিকা, হস্তী, উষ্ট্র, কুক্কুর প্রভৃতি সকল পঞ্চনখ জন্তু, মাংসভুক্ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু এবং গ্রামচর কুক্কুট এ সকল ভক্ষণ করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। স্বর্ণগোধিকা, কচ্ছপ, শল্লকী, খড়্গী এবং

শশক প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এ সকল জন্তু হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হংস, মদ্‌গুরক, কাক, কাকোল, খঞ্জন, মৎস্যভুক্ মৎস্য, বলাকা (বকশ্রেণী) শুক, সারিকা, চক্রবাক, প্লব এবং কোক, এ সকল পক্ষী, ভেক এবং সর্প ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। রাজীব, সিংহ-তুণ্ড, এবং শকুনি এ সকল হত্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে, মৎস্য-সমূহের মধ্যে পাঠীন মৎস্য এবং রোহিত মৎস্য এই দুইজাতীয় ভক্ষণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জলচর কিম্বা জলজাত মুখপাদ, স্থবিক্ষির, রক্তপাদ এবং জালপাদ, ইহাদিগের হত্যা করিয়া সপ্তদিবস ব্রত করিবে। তিত্তিরি, ময়ূর, লাবক, কপীঞ্জর, বার্দ্ধীণস এবং বর্ত্তক এ কয়টি পক্ষী ভক্ষণীয় ইহা যম ঋষি বলিয়াছেন। উভয় দন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্রত করিবে, একশফ কিম্বা একদন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধমাস ব্রত করিবে। স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত কিংবা বৃথামাংস, মহিষ মাংস, ঘোটকের মাংস, মৃতবৎসা গাভীর ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্ধিনী গাভীর অপবিত্র দুগ্ধভক্ষণ করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। যে সকল জন্তুর দুগ্ধ অভক্ষ্য সেই ক্ষীরদ্বারা নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য তাহা ভক্ষণ করিয়া সপ্তরাত্র ব্রত করিবে, লোহিতবর্ণ বৃক্ষের রস ব্রণের কারণীভূত যে দ্রব্য, কেবল অন্ন, পর্য্যুষিতান্ন, গুড়পক্ক দ্রব্য ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রতী হইবে। দধি ব্যতীত শুক্ত বস্তু, দারুসম্ভূত রস, গুড়যুক্ত নিন্দনীয় তক্র, যব গোধূমজ বস্তু পয়োবিকার রাজবাহকুল্য ও ভৈক্ষ্য ব্যতীত সকল পর্য্যুষিত দ্রব্য পক্ক সজীব মাংস এতৎসমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাজ্য; জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে সংবৎসর ব্রত করিবে। শূদ্রের অন্ন, রঙ্গভূমীতে অবতীর্ণ নটের অন্ন, কারা গারে আবদ্ধ চোরের অন্ন, অবীরা স্ত্রীর অন্ন, কর্ম্মকারের অন্ন, বেণ জাতির অন্ন, কিন জাতির অন্ন, পতিতের অন্ন, স্বর্ণকারের অন্ন, সূত্রধারের অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন, কৃপণের অন্ন, নৃশংসের অন্ন, বেশ্যার অন্ন, ধূর্ত্তের অন্ন, দলবদ্ধের অন্ন, ভূমিপালের অন্ন, অস্ত্রজীবির অন্ন, সৌনপের অন্ন এবং সূতিকার অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ একমাস ব্রত করিবে। নিরন্তর শূদ্রজাতির অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ ছয়মাস ব্রত করিবে। বৈশ্য ও অপরিচিত স্ত্রীগণের অন্ন ভোজন করিলে একমাস ব্রত (ত্রৈমাসিক ব্রত তুল্যব্রত) করিবে, ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজনে দুই মাস ও অপরিচিত ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে এক মাস ব্রত করিবে। মদ্যের পাত্রস্থিত জল পান করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া সপ্ত দিন ব্রত করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক দিন ব্রত করিবে। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত ভোজন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি একমাস ব্রত করিবে। পরিবেত্তা, পরিবেত্তি, যে কন্যাকে বিবাহ করিয়া পরিবেত্তা হইতে হয়, ঐ কন্যাপরিবেত্তাকে যে ব্যক্তি কন্যা দান করে এবং পরিবেত্তাকে কন্যা দান করিতে মন্ত্রবক্তা পুরোহিত, এই পঞ্চজনেই এক বৎসর ব্রত করিবে। কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে। কেশ এবং কীটাদি দ্বারা দূষিত অন্ন কিম্বা মূষিক, নকুল, মক্ষিকা এবং মশক দ্বারা দূষিত অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রত করিবে, বৃথা কৃশর অর্থাৎ আত্মোদরপূরণার্থ পক্ক লড্ডুক, সংযাব(যাউ)পায়স, পিষ্টক এবং শষ্কুলী ভোজন করিয়া সমাহিত চিত্তে ত্রিরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। নীলবৃক্ষ দ্বারা ক্ষতপ্রাপ্ত, কুক্কুর কর্ত্তৃক দংশিত বা অসতী স্ত্রীকৃত দংশন দ্বারা জাতক্ষত বিপ্র ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। অগ্নিতে চরণ প্রতপ্ত করিলে ও মন্দবস্তু নিক্ষিপ্ত করিলে, কুশদ্বারা চরণ মার্জ্জন করিয়া এক দিবস ব্রত করিবে। পৃষ্ঠ দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ পরাঙ্মুখ শত্রু হনন করিয়া ক্ষত্রিয় এক বৎসর ব্রত করিবে, অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিলে পর, এক বৎসর ব্রত করিবে। দিবাভাগে মৈথুন করিয়া দুষ্ট জলে স্নান করিয়া এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দর্শন করিয়া একদিন ব্রত করিবে। অগ্নিতে কিম্বা

জলে অশুচি দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিলে বা গুরুজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে একমাস ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে অবিদিত হইয়া জলপান করিলে কিম্বা বাম হস্ত দ্বারা জল পান করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে যে ব্যক্তি ন্যূনাধিকভাবে পরিবেশন করে, সে এক পক্ষ ব্রহ্মহত্যার ব্রত করিবে। বণিকগণ ওজন দাঁড়ি ন্যূনাধিকভাবে ধারণ করিলে অথবা যে কোন ব্যক্তি সুরাপাত্রে বা লবণপাত্রে দুগ্ধপান করিলে ব্রত করিবে। হস্তে করিয়া জল পান করিলে বা তিল বিক্রয় করিলেও ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণকে অপমানসূচক হুঙ্কার করিলে কিম্বা গুরুতর ব্যক্তির প্রতি "তুমি"শব্দ প্রয়োগ করিলে পবিত্র ও সুসমাহিত ভাবে এক দিন ব্রত করিবে। মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান করিলে পর, উত্তরাধিকারী তাহার ধনে অধিকারী হইবে। যে বর্ণের যে ব্রত কথিত আছে, পবিত্র ভাবে তাহার পক্ষে সেই ব্রতই কর্ত্তব্য। পাপ করিয়া তাহা গোপন করিবে না, গোপন করিলে পাপের বৃদ্ধি হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি পাপ করিয়া সভার অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ শ্বাপদ-সঙ্কুল বহুতর কিরাত মৃগ পরিপূর্ণ বনে অবস্থান করিয়া অথবা অন্য কোন প্রাণ-সংশয় স্থানে থাকিয়া ব্রত করিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে কষ্টজনক ব্রত এবং দান দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়, শরীর ধর্ম্মের মূল, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, পর্ব্বত হইতে জলের ন্যায় শরীরপাতে ধর্ম্ম পতিত হয়। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐকমত্যে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কদাচ তাহা দিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রতিদিন তিনবার স্নান করিয়া অঘমর্ষণ করিবে। সায়ংকালে নদীতে অবগাহন করিবে তিনবার ভোজন করিবে না। সর্ব্বদা বীরাসনে থাকিবে, পয়স্বিনী গোদান করিবে ইহার নাম অঘমর্ষণ, এতদ্বারা সকল পাপ নষ্ট হয়। প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইলে, তিন দিন নক্ত ভোজন, তিন দিন এক ভক্ত, তিনদিন অযাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। তিন দিন উষ্ণ জলপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ এই ব্রতের নাম তপ্তকৃচ্ছ্র। দ্বাদশ দিন উপবাসে পরাক ব্রত। বিধি পূর্ব্বক জপ-সিদ্ধ সজল শক্তু এক মাস যত্নসহকারে ভোজন করিবে ইহার নাম বারুণকৃচ্ছ্র। এক মাস বিল্ব, আমলক এবং শুদ্ধ কপিথ ভোজন—জগতে অতিকৃচ্ছ্র নামে বিদিত। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, গব্য ঘৃত ও কুশজল পান করিয়া থাকিয়া তৎপর দিন উপবাস ইহার নাম সান্তপন ব্রত। সকল কার্য্য প্রত্যেকটী তিনবার করিয়া করিলে মহাসান্তপন। একপক্ষ কাল এক দিন উপবাস ও একদিন শক্তু ভোজনের নাম তুলাপুরুষব্রত। প্রত্যহ গোময়াহারী হইয়া সমাহিতভাবে এক মাস বার্দ্ধিক ব্রত করিবে। তাহাতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। চন্দ্রকলা বৃদ্ধি অনুসারে গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ও চন্দ্রকলার হ্রাসানুসারে গ্রাস কমাইয়া আহার করিবে এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যথাশক্তি জপ ও হোম করিবে। পাপাত্মগণের পাপ হইতে নিস্তারের এই উপায় বিমলাত্মা সুধীগণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞেয়। পবিত্র ও সুবুদ্ধি যে ব্যক্তি শঙ্খ কথিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে, সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে আদৃত হয়।

শঙ্খ-সংহিতা সমাপ্ত।

লিখিত-সংহিতা।

ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং পুষ্করিণ্যাদি খাত করিবে, অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি খাত করিলে মুক্তি লাভ হয়। এক দিবসও পৃথিবীতে জল থাকে এইরূপ জলাশয়ও যত্নসহকারে করিবে, যে জলাশয়ের জল পান করিয়া গোসকল তৃষ্ণাশূন্য হয়, ঐ জলাশয়-খাতকর্ত্তার সপ্তকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ভূমি দান করিলে, যে লোক প্রাপ্ত হয় এবং গোদান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয়, কথিত হইয়াছে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া মনুষ্যগণ সেই সেই লোক পাইয়া থাকে। দীর্ঘিকা, কূপ, পদ্মাকর পুষ্করিণী এবং দেবমন্দিরসমূহ বিনষ্ট হইলে যে ব্যক্তি পুনরুদ্ধার করে, সে ব্যক্তি আদি নির্ম্মাণকর্ত্তার ফলভাগী হয়। নিত্যহোম, তপস্যা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, বেদোক্ত বিধিপালন অতিথি সেবা এবং বলিবৈশ্য প্রভৃতি কার্য্যের নাম ইষ্ট (ঋষিগণ ইষ্ট শব্দে এই সকল কার্য্য অভিহিত করেন)। অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কার্য্য ইষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়াছে এবং পুষ্করিণী খাতাদি যে সকল কার্য্য পূর্ত্তশব্দে অভিহিত হইয়াছে এই উভয় কার্য্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের সমান অধিকার আছে, শূদ্রগণ পূর্ত্ত অর্থাৎ পুষ্করিণীখাতাদি কার্য্যে অধিকারী হইবে; কিন্তু শূদ্রগণ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট নামক কার্য্যে অধিকারী হইবে না। মনুষ্যের অস্থি যাবৎকাল পর্য্যন্ত গঙ্গাজল-মধ্যে অবস্থিতি করিবে, তাবৎ সহস্র বৎসর সেই মনুষ্য স্বর্গবাস করিবে। দেবগণের এবং পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি জলমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, অর্থাৎ দেবতর্পণ এবং পিতৃতর্পণ নিমিত্ত জল, জলরাশি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, যে সকল বালক সংস্কৃত না হইয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের উদ্দেশে জলাঞ্জলি স্থলভাগে নিঃক্ষেপ করিবে। (মরণ দিবস হইতে) একাদশ দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রেতের উদ্দেশে পুত্র প্রভৃতি অধিকারীগণ যদি বৃষ উৎসর্গ করে,—ঐ প্রেত প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করে। মনুষ্যগণ বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়াধামে গমন করে, কিংবা কেহ যদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কেহ যদ্যপি নীল বৃষউৎসর্গ করে। কোন মনুষ্য যদি কাশীধামে বাস করিয়া উহা ত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে নিষ্ক্রান্ত হয় অর্থাৎ স্থানান্তরে বাস করে, ভূতগণ পরস্পরে করতালী দিয়া তাহার প্রতি উপহাস করে। গয়াশিরে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ড দান করে, ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নরকস্থ থাকে, সে স্বর্গে গমন করে, এবং যে ব্যক্তি স্বর্গস্থ থাকে সে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আত্মীয় ব্যক্তি হউক, কিংবা পর হউক, যাহার নামোল্লেখ করিয়া গয়াধামে যেখানে সেখানে পিণ্ড দান করে, সে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। (নীলবৃষের পারিভাষিক নাম) যে বৃষ রক্তবর্ণ ও যাহার খুর শ্বেতবর্ণ, এবং যাহার লাঙ্গুল ও শৃঙ্গ ও শ্বেতবর্ণ, (ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ) এতাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। অশৌচান্ত দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর্ত্তব্য আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও দ্বাদশ মাসে কর্ত্তব্য দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক, ও দ্বিতীয়

ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ (প্রেতগণের হিত নিমিত্ত কর্ত্তব্য)। প্রেতের উদ্দেশে আদ্য-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এই সকল একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিলে সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ শত সহস্র করিলেও তাহার প্রেতত্ব নষ্ট হয় না। সপিণ্ডীকরণের পর, বৎসর বৎসর দ্বিজগণ মাতা এবং পিতার মৃত তিথিতে এবং ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী থাকিলেও পৃথক পৃথক হইয়া একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। বর্ষে বর্ষে মাতা এবং পিতার তৃপ্তির নিমিত্ত, বিস্তৃতরূপে দেবপক্ষ-বিহীন একোদ্দিষ্ট বিধান শ্রাদ্ধ করিবে ঐ শ্রাদ্ধে একটি মাত্র পিণ্ড-দান কর্ত্তব্য সংক্রান্তিদিবসে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণে চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বতিথিসমূহে, মহালয়া অমবস্যাতে তিন পিণ্ডদান করিবে অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে এবং মৃততিথিতে একমাত্র পিণ্ড দিবে। যে ব্যক্তি পিতা এবং মাতার (সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ-দিবসে) একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করে, তাহার পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা বিফল হয়; এবং সে ব্যক্তি পিতৃহত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তির অমাবস্যাতে অথবা পিতৃপক্ষেতে মৃত্যু হয়, সে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পর, সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ ত্রৈপৌরুষিক পার্ব্বণবিধান করিতে হইবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—এই তিন পুরুষের তিনটীমাত্র পিণ্ড দিবে। ইহাতে মাতামহ পক্ষ নাই। ত্রিদণ্ডগ্রহণ করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, তাহার প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয় না। তাহার পুত্রাদির কর্ত্তব্য একাদশাদি দিবস শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধি দ্বারা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির সংবৎসর পূর্ণ না হইলেও (বৃদ্ধ্যাদি উপলক্ষ করিয়া অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করা হয়) দ্বিজগণ তাহার সংবৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন-পর্য্যন্ত প্রত্যহ উদকুম্ভ দান করিবে, (ইহা সাগ্নিকদিগের কর্ত্তব্য নিরগ্নির পক্ষে নহে।) স্ত্রীলোকের মৃততিথিতে সপিণ্ডীকরণ অর্থাৎ পিণ্ডমিশ্রীকরণ একমাত্র পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে, যদ্যপি স্ত্রীলোকের স্বামী বর্ত্তমান থাকে, ঐরূপ পিতামহীপিণ্ডের মিশ্রিত করিবে, পিতামহী বর্ত্তমান থাকিলে তাহার শ্বশ্রূ অর্থাৎ প্রপিতামহীর পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে। বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে, চতুর্থ হোমানন্তর চতুর্থ-দিবসীয় রাত্রিতে স্ত্রীলোক স্বামীর গোত্র, পিণ্ড এবং জননমরণাশৌচ বিষয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক বিবাহাঙ্গ-সপ্তপদী গমনের পর, পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামীগোত্রভাগিনী হয়, স্বামীগোত্র-ভাগিনী হইয়া মৃত স্ত্রীলোকের স্বর্গকামনায় কর্ত্তব্য দান; শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য স্বামীগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি শরীরজ পংক্তিদূষণ দোষ দ্বারা যুক্ত হ'ন; তথাপি যম তাহাকে দোষ-শূন্য বলেন এবং তাহাকে পংক্তি পবিত্র কারকও বলেন। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অগ্নৌ করণাবশিষ্ট অন্ন পিত্রাদি ষট্‌পাত্রে বিভাগ করিয়া দিবে; কিন্তু তাহা দৈবপাত্রে দিবে না; অনগ্নিক ব্রাহ্মণও যখন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তি পিতৃপক্ষ এবং মাতামহপক্ষ এই উভয়পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। অপুত্রক হইয়া মৃত পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের একোদ্দিষ্ট বিধিক-শ্রাদ্ধ হইবে, পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ হইবে না; কিন্তু পুরুষের সপিণ্ডীকরণদিবসে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ হইতে পারিবে। যে মাসের যে তিথিতে দ্বিজগণের মৃত্যু হইবে, সেই মাসের সেই তিথিতে দান শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিতে হইবে। মলমাস উপস্থিত হইলে চান্দ্রমাস দুইটি হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি মল, দ্বিতীয়টি শুদ্ধমাস ঐ মাসদ্বয়ে যাহার জন্মতিথিকৃত্য পড়িবে, তাহার জন্মতিথি কৃত্য এবং অভিষেকাদি কার্য্য অধিমাসে মলমাসে অর্থাৎ কর্ত্তব্য নহে, সংবৎসরের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য আদ্য শ্রাদ্ধাদি মলমাসেই কর্ত্তব্য মল মাস সকল কার্য্যেই পরিত্যাজ্য। সেই মাসের অন্য ভাগে (শুদ্ধ ভাগে) সেই তিথিতে কার্য্য করিবে। নিত্য শালাগ্নি অথবা লৌকিকাগ্নিতে অন্ন পাক করিবে' যাহাতে অন্ন পাক করিবে তাহাতেই হোম করা বিধি। নিত্য নিরলসভাবে লৌকিক বা বৈদিক অগ্নিতে হোম করিবে। বৈদিক হোম করিলে স্বর্গলাভ হয়, লৌকিক অগ্নিতে হোম করিলে পাপ নাশ হয়। নিরাগ্নি ব্যক্তি ব্যাহৃতিপূর্ব্বক শাকল মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভূতগণকে অন্নভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং

ভোজন করিবে। যাবৎ ব্রাহ্মণ বিদায় না হয় ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট করিবে না অনন্তর গৃহবলি করিবে। ইহা ব্যবস্থিত ধর্ম্ম। (কুশ প্রভৃতি ছয় প্রকার) দর্ভ, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, মন্ত্রসমূহ, এবং ব্রাহ্মণগণ এ সকল অপবিত্র হয় না, এ নিমিত্ত এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, পুনর্ব্বার কার্য্যান্তরে নিয়োগ করিতে পারিবে। কুশহস্ত হইয়া দ্বিজগণ সর্ব্বদা জল আদি পান এবং আচমন করিবে, ভোজন করিলে ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট হইবে না; ইহা শাস্ত্রের বিধি জানিবে। জল আদি পান, আচমন, পিতৃতর্পণ, এবং দেবপূজা আদি বৈদিককার্য্য কুশ হস্ত হইয়া করিতে হইবে, কিন্তু ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ হস্ত প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, সেইরূপ কুশও ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। বামহস্তে কুশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে, যে মূঢ়গণ বামহস্তে কুশ ধারণ না করিয়া আচমন করে, তাহাদিগের রুধির দ্বারা ঐ আচমন করা হয়। নীবিমধ্যে (বস্ত্রের বন্ধন "নীবি") অবস্থিত যে সকল দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীতমধ্যে অবস্থিত যে সকল দর্ভ, ঐ সকল দর্ভ অপবিত্র হয় না, যেরূপ শরীর অপবিত্র হয় না, প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ কুশপ্রভৃতি দর্ভ শুদ্ধ (ত্যাজ্য নহে)। যে সকল দর্ভে পিণ্ড সংসর্গ হইয়াছে, ও যাহার দ্বারা পিতৃতর্পণ করা হইয়াছে, এবং যে সকল দর্ভে প্রস্রাব, পুরীষ এবং উচ্ছিষ্ট সম্পর্ক হইয়াছে সে সমস্ত দর্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। দৈবপূর্ব্ব শ্রাদ্ধ, (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) অদৈবশ্রাদ্ধ অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। বৃদ্ধি কার্য্যের নিমিত্ত যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, প্রথমে মাতৃপক্ষ দ্বিতীয় পিতৃপক্ষ এবং তৃতীয় মাতামহপক্ষ, এই তিন পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সামবেদী ব্রাহ্মণের মাতৃপক্ষ নাই। ক্রতু এবং দক্ষ, এই দুইটি বসু এবং সত্য এই দুইটি, কাল এবং কাম, এই দুইটি, ধুরি এবং লোচন এই দুইটি পুরূরবা এবং মাদ্রবস, এই দুইটি ইহারা যুগ্ম যুগ্ম হইয়া এক এককার্য্যে বিশ্বদেব নামে উক্ত হইয়াছেন। অত্যন্ত বলবান্ এবং মহাভাগ্যযুক্ত বিশ্বদেবগণ আগমন করুন, যে শ্রাদ্ধে যাঁহারা বিহিত হইয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সাবধান হউন্ অর্থাৎ তাঁহারা তত্তৎ কার্য্যে অভীষ্ট প্রদান করুন। ঐষ্টিক শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষনামক বিশ্বদেব; দেবগণোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহাতে বসু, এবং সত্য নামক বিশ্বদেব; (এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেও বসু এবং সত্যনামক বিশ্বদেব) কাল, এবং কামনামক বিশ্বদেব অগ্নিকার্য্য-বিষয়ে, অম্বরকার্য্যে ধুরি, এবং লোচননামক বিশ্বদেব, পুরুরবা, এবং মাদ্রবস্ নামক বিশ্বদেব, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। যে কন্যার সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাই; এবং যে কন্যার পিতা কোন্ ব্যক্তি ছিল, ইহা জ্ঞাত নহে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না, যদ্যপি ঐ কন্যার পিতা উহাকে পুত্রিকা করিয়া থাকে এই আশঙ্কা হেতু। ভ্রাতৃশূন্য এই কন্যাটি অলঙ্কারযুক্ত করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে ঐ পুত্রটি আমারই হইবে (এতাদৃশ কন্যার নাম পুত্রিকা কন্যা)। পুত্রিকা কন্যাগর্ভজ পুত্র প্রথমে মাতার পিণ্ডদান করিবে, দ্বিতীয় পিণ্ড মাতার পিতাকে অর্থাৎ মাতামহকে দিবে, এবং তৃতীয় পিণ্ড পিতার পিতাকে অর্থাৎ পিতামহকে দিবে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মৃত্তিকার পাত্রে পিতৃলোককে ভোজন করায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পুরোহিত এবং শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ইঁহারা সকলেই নরকগমন করে। সেই সকল ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা করিলে পর, অন্যপাত্রের অপ্রাপ্তি হইলে, মৃণ্ময়পাত্র দিতে পারিবে, ঘৃতধারা প্রোক্ষণ করিলে মৃত্তিকার পাত্র পবিত্র হয়। স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া অন্যের শ্রাদ্ধে যে ঔদরিক ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ লুপ্তপিণ্ড এবং উদকক্রিয়া হইয়া পতিত হ'ন্। যে ব্যক্তি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া, কিংবা পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া একক্রোশের অধিক পথ গমন করে, তাহার পিতৃগণ, সেই মাস ব্যাপিয়া পাংশুভোজন করে। শ্রাদ্ধ করিয়া পুনর্ভোজন, অধ্বগমন, ভার, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ, এবং হোম

আটটি কার্য্য ত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধ করিয়া) যে ব্যক্তি অধ্বগমন করে, (জন্মান্তরে) সে ব্যক্তি অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পুনর্ভোজন করে, সে ব্যক্তি কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি কর্ম্মকরে, সে দাসত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং স্ত্রীগমন করিলে শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। অগ্রে দশবার সাবিত্রী পাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিবে, তদনন্তর সন্ধ্যা উপাসনা করিলে পর, শ্রাদ্ধের অনন্তর নিষিদ্ধ কার্য্যসমূহকরণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। আর্দ্রবাসা হইয়া, কি বস্ত্রদ্বারা জানুদ্বয় আচ্ছাদিত না করিয়া, জপ, হোম, এবং প্রতিগ্রহ করা হয়, সে সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়। আদ্যশ্রাদ্ধ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়, মাসিক শ্রাদ্ধ করিলে পরাকব্রত, ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে তপ্তকৃচ্ছ্র, মাসিক শ্রাদ্ধেও তপ্তকৃচ্ছ্র, ঊনাব্দিক শ্রাদ্ধে (অর্থাৎ দ্বিতীয় বাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ) ত্রিরাত্র উপবাস, এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে একাহ উপবাস কর্ত্তব্য, শবদাহাদি কার্য্য করিলে একমাস পাত্রকৃচ্ছ্র করিতে হয়। সর্পবিষ দ্বারা হত, কিংবা শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, এবং সরীসৃপগণ (সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি) কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং আত্মঘাতী হইয়া যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমস্ত কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক আহত হইয়া মরিয়াছে, উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিম্বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ঐ সকল শব যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করে, সে ব্রাহ্মণ জন্মান্তরে গো, ছাগী এবং অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, যে দড়ি কাটিয়া দেয়, সে ব্যক্তি তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এই বিধি প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণজল মাত্র পান করিবে, দ্বিতীয় তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ কিঞ্চিৎ পান করিবে, তৃতীয় তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণ ঘৃত-ভক্ষণ করিবে, চতুর্থ তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহার নাম তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত। যাহার গো, ভূমি, স্বর্ণ, স্ত্রী ও ক্ষেত্র গৃহ হৃত হয় সে তজ্জন্য যাহাকে (হরণকারীকে) উদ্দেশ করিয়াপ্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকেই ব্রহ্মঘাতক বলিয়াছেন। ধর্ম্মনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া যে ব্যক্তি সঙ্গে যায়, তাহারা সকলেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি একা ধর্ম্ম নষ্ট করে, সে ব্যক্তি একাই ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়। পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে পর কিম্বা চণ্ডালগৃহে ভোজন করিলে পর, অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলে অর্দ্ধমাস; জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে এক মাস জল পান করিবে। যোগ দ্বারা পতিতের সহিত স্পর্শদোষ হইলে স্নানমাত্র কর্ত্তব্য এবং পতিতের সহিত উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, আশীরতির অধিক সুবর্ণ চুরি, বিমাতৃগমন; এই চারিটী মহাপাতক নামক পাপ, এই মহাপাতকীর সংসর্গী ব্যক্তি পঞ্চম; স্নেহবশত হউক কিম্বা অর্থলোভে হউক, অথবা অজ্ঞানবশতঃ হউক, যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অনুগ্রহ করিবে ঐ অনুগ্রহকর্ত্তা ঐ পাপে লিপ্ত হইবে। যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ কদাচিৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদ্যপি কুব্জ, বামন, ক্লীব, অস্ফুট বাকজড় অর্থাৎ গমনাগমন বিষয়ে অশক্ত, জন্ম হইতে অন্ধ, বধির এবং বাক্‌শক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে পর, তাহার বিবাহ না হইয়াও কনিষ্ঠভ্রাতা যদ্যপি বিবাহ করে,—তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ক্লীব, দেশান্তরস্থ, অর্থাৎ যে দেশে গমনে পাতিত্য হয়, পতিত, সংন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিতে থাকে, (অর্থাৎ বিবাহ কার্য্যে ইচ্ছারহিত), এতাদৃশ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহে কোন দোষ হইবে না। যে ব্যক্তি কূপ কিংবা দীর্ঘিকা পূরণ করিয়া দেয়; বৃক্ষ ছেদন কিংবা পাতিত করে, গজ কিংবা অশ্ববিক্রয় করে; তাহাকে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যে স্থলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইবে, সে স্থলে শারীরিক রোম সমস্ত ছেদন করিতে হইবে। যে স্থলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, সে স্থলে কেবল শ্মশ্রু ছেদন করিবে। ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্তে শিখাত্যাগ করিয়া সমস্ত কেশ বপন—চারিপাদ

প্রায়শ্চিত্তে শিখার সহিত সমস্ত কেশাদি ছেদন করিতে হইবে। চাণ্ডালের জল স্পর্শ হইলে, যাহার স্নান করা উচিত, সে ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করিয়াই তৎক্ষণাৎ উদ্গার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ দ্বিজের প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদ্যপি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করতঃ উদ্গার না করিয়া শরীরে জীর্ণকরে, তাহা হইলে সে দ্বিজ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে না, তাহাকে কৃচ্ছ্র-সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কৃচ্ছ্র-সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য করিবে, বৈশ্য প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ করিবে এবং শূদ্রজাতি প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। যদি রজস্বলা স্ত্রী কুকুর, শূকর, কিংবা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একরাত্রি উপবাসের পর, পঞ্চ গব্য ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি কাহাকে নাভি দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, উহা যদ্যপি স্পৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানপূর্ব্বক না হয়, তাহা হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, নাভির উর্দ্ধদেশে স্পর্শ হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে। বালক যদ্যপি জন্মদিন হইতে দশদিবস মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যই সপিণ্ডবর্গ শুদ্ধ হইবে, অশৌচ হইবে না, তাহার তর্পণাদি কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। মৃতাশৌচ মধ্যে যদ্যপি জনন অশৌচ হয়, ঐ মরণ অশৌচান্ত দিবসেই জনন অশৌচ নিবৃত্তি হইবে; কিন্তু যদ্যপি জননাশৌচ মধ্যে মরণ অশৌচ হয়, তবে ঐ জনন। অশৌচ দ্বারা মরণ অশৌচ নিবৃত্তি না হইয়া, মরণাশৌচ প্রবল হইবে। জ্ঞাতি মরণে ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত এক দিন, পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই দিন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাত দিন, তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত দশ দিন অশৌচ হইবে। (এই মতটি অস্মদ্দেশে অতি অপ্রসিদ্ধ)। যাহাদিগের অগ্নিসংযোগ নাই; অর্থাৎ যাহারা নিরগ্নি ব্রাহ্মণ, তাহাদের মরণক্ষণ হইতে অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের দাহক্ষণহইতে অশৌচ গ্রাহ্য। কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ফল হইতে উৎপন্ন সেই দ্রব্য অর্থাৎ বাদামের তৈল প্রভৃতি অন্য লোকের (অশুচি) পাত্র থাকে, তাহা হইতে বহির্গত হইলেই শুদ্ধ হইবে জানিবে। মার্জ্জনী-মুখ হইতে নির্গত ধূলি যদ্যপি স্নানের বস্ত্র কিংবা কলসীর জলে, অথবা নূতন জলমধ্যে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে, তদ্দিবসীয় পুণ্য বিনষ্ট হয়। দিবসে কপিথ বৃক্ষের ছায়াতে, রাত্রিকালে দধি এবং শক্তু মধ্যে এবং সর্ব্বদা আমলকি ফলসমূহ মধ্যে অলক্ষ্মী বাস করে। যে যে কার্য্যে আপনাকে অমঙ্গলযুক্ত বিবেচনা হইবে, সেই সেই কার্য্যে তিন হোম, এবং এক শতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

লিখিত-সংহিতা সমাপ্ত।

দক্ষ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

সকল ধর্ম্ম এবং অর্থের যাথার্থ্যবেত্তা, সকল বেদজ্ঞের শ্রেষ্ঠ এবং সকল বিদ্যার পারপ্রাপ্ত, দক্ষ নামক প্রজাপতি ছিলেন। উৎপত্তি, প্রলয়, রক্ষা এবং সংহার আপনাতে আপনি হইয়া থাকে, আত্মব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষাশ্রমিগণের হিত-নিমিত্ত দক্ষ নামক প্রজাপতি শাস্ত্র কল্পনা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত বালকের অষ্টম্ বৎসর বয়স না হয়, সে পর্য্যন্ত বালককে কেবল জাতিমান্ শিশুবৎ তুল্য জানিবে; সে গর্ভস্থ বালকের তুল্য এবং ব্যক্তিমাত্র প্রভেদ আছে। এই দ্রব্য ভক্ষ্য কিম্বা অভক্ষ্য ইহা পেয়, কিম্বা অপেয়; ইহা বক্তব্য নহে, এবং ইহা মিথ্যা; যে পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার না হয়। সে পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে কোন দোষ হইবে না; উপনীত হইয়া যে নিষিদ্ধ কার্য্য করে, সে পাপী হইবে, যে পর্য্যন্ত ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম না হয় সে পর্য্যন্ত ব্যবহার কার্য্যে অধিকারী হইবে না। যে কাল পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করে, এবং যে কাল পর্য্যন্ত বেদোক্ত ব্রতসমূহ করে, সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বলা যায় তাহার পর সামবর্ত্তন স্নান করিবা গৃহস্থাশ্রমী হয়। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে অনেক প্রকার ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, প্রথম উপকুর্ব্বাণক, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম অগ্রে করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মচারী হয়, সে যতিও নয়, এবং বানপ্রস্থও নয়, সে সকল আশ্রমভ্রষ্ট। অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিবে না, দ্বিজগণ আশ্রমশূন্য থাকিলে, প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র হইবে। আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান এবং বেদাধ্যায়নাদি যাহা করিবে, তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাশ্রম, এবং বানপ্রস্থাশ্রম এই তিন আশ্রমের যথাক্রম কর্ত্তব্যতা আছে, বিপরীতক্রমে কর্ত্তব্যতা নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি বিপরীতক্রমে ঐ তিন আশ্রম করে, অর্থাৎ অগ্রে গৃহস্থ ধর্ম্ম করিয়া পরে ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহা হইতে আর পাপিষ্ঠ নাই। মেখলা, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, এবং দণ্ড দেখিলে, ব্রহ্মচারী বলিয়া জানা যায়। দেবপূজা, যাগযজ্ঞ, দান এবং অতিথি সেবাদ্বারা গৃহস্থ বলিয়া জানা যায়। নখ, লোম, শ্মশ্রু, প্রভৃতি দেখিলে বানপ্রস্থাশ্রমী বলিয়া জানা যায়; এবং ত্রিদণ্ড ধারণ করিলেই ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া জানা যায়, এই চারি আশ্রমের চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন। যে ব্যক্তির কোন আশ্রমের চিহ্ন নাই, সে কোন আশ্রমী নহে, এবং সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র। মুনিগণ কর্ত্তৃক এই সকল আশ্রমের কার্য্যের ক্রম কথিত হয় নাই, এবং সময়ও স্মৃত হয় নাই। এই সকল কার্য্য দ্বিজগণের হিত নিমিত্ত দক্ষমুনি স্বয়ং বলিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বিজগণ যে কর্ম্ম করিবে, দ্বিজগণের উপকারক সেই সকল

বলিতেছি, (এই কথা দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন।) ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত নিত্য কার্য্য, নৈমিত্তিক কার্য্য এবং অন্য প্রকার কাম্য কার্য্য সমস্ত ত্যাগ করতঃ ক্ষণকালও কাটাইবে না। যে দ্বিজগণ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অন্য বর্ণের কার্য্যে থাকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্য, কিংবা বাণিজ্য, অথবা শিল্পকার্য্য করে; ক্ষত্রিয় রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য করে; এবং বৈশ্য কৃষি বাণিজ্য আদি ত্যাগ করিয়া রাজ্য পালন কিংবা দাসত্ব করে; তা জানিয়া শুনিয়া করুক, কিংবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম না জানিয়াই করুক, তাহারা পাপভাগী হইবে। দিবসের প্রথম প্রহরে যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম প্রহরে কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জানিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি (শ্রবণ কর) প্রত্যূষ কাল উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রীয় বিধিপূর্ব্বক মল ও মূত্র ত্যাগ করিয়া, দন্তধাবন সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান করিবে। নয়টি ছিদ্রবিশিষ্ট; এবং অতিশয় মলাযুক্ত যে শরীর; দিন ও রাত্রির মল এবং মূত্রাদি ক্ষরণ করিতেছে, প্রাতঃস্নান করিলে পর, ঐ শরীর পরিষ্কৃত হয় (অতএব নিত্য প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য)। প্রাতঃস্নান করিলে পর, চক্ষুর্দ্বয়ের মলা ধৌত হইয়া যায়, চক্ষুর্দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়, এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের মলা ধৌত হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্য বিষয়ে ক্ষমতার বাহুল্য জন্মে, এবং অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের মল ধৌত হওয়াতে শারীরিক জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং জড়তা দূর হওয়ায় পরিশ্রম শক্তির আধিক্য জন্মে, শরীরে যদ্যপি দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ থাকে, তাহারও উপশম হয়, নূতন রোগেরও সঞ্চার অল্প হয়, ইহা প্রাতঃস্নায়ী লোক দ্বারা পরীক্ষিতব্য। সুপ্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ ক্লেদযুক্ত থাকে, এবং অনবরত ক্লেদ ক্ষরণ করে, ক্লেদযুক্ত থাকায় উৎকৃষ্ট অঙ্গসকল, অপকৃষ্ট অঙ্গের তুল্য হইয়া যায়, (দেখ উৎকৃষ্ট অঙ্গ চক্ষু মলাযুক্ত থাকিলে জনগণ কিরূপ ঘৃণা করে। শয্যা হইতে উঠিলে পর, অনেক প্রকার মলযুক্ত শরীর থাকে, এজন্য মনুষ্য স্নান না করিয়া জপ এবং হোম প্রভৃতি কোন কার্য্য করিবে না। বিপ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিবে, তাহা তিন বৎসর করিলে পর, সমস্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। প্রতি দিন উষাকালে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সূর্য্য দেব উদয়গিরি আরূঢ় হইলে যে ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করিবে, প্রাজাপত্য ব্রত যেরূপ মহাপাতক বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাহার প্রাতঃস্নানও মহাপাতক বিনষ্ট করিবে। ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করিয়াছেন, যেহেতু প্রাতঃস্নান দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফল দান করিয়া থাকে, (প্রাতঃস্নান করিলে আরোগ্য প্রভৃতি দৃষ্ট ফল জন্মে, এবং মহাপাতক আদি বিনাশরূপ অদৃষ্ট ফল জন্মে), প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্রদেহ মনুষ্য সকলকার্য্যে অধিকারী হয়। স্নানের পর আচমন করিতে হইবে, বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসারে আচমন করিলে পর মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অগ্রে দুই হস্ত এবং দুই চরণ প্রক্ষালন করতঃ উত্তমরূপে দেখিয়া তিন বার জল পান করিবে, তদনন্তর, কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলী মূল দ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর পাদদ্বয় সম্যক্‌রূপে অভ্যুক্ষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবে, তাহার পর তর্জ্জনীসংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা নাসিকাদ্বয়, তদনন্তর, অনামিকা-সংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং কর্ণদ্বয় পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিবে, তদনন্তর, কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভি, তদনন্তর দক্ষিণহস্ততল দ্বারা নাভি, তদনন্তর সকল অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলীসমূহের অগ্র দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিলে পর আচমন সিদ্ধ হয়। যে ব্রাহ্মণ সায়ংসন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যা, এবং মধ্যাহ্নকালে উত্তমরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করে না, সে ব্রাহ্মণ জীবিতাবস্থায় শূদ্রতুল্য, দেহ অবসানে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সন্ধ্যাহীন যে ব্রাহ্মণ সে নিত্য অশুচি, এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে অনধিকারী। পূজা জপ-আদি যে কোন কার্য্য করিবে, তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে

না। সন্ধ্যা উপাসনার পর নিজেই হোমাদি কার্য্য করিবে। নিজকৃত হোমাদি কার্য্য করিলে যে ফল হয়, অন্য দ্বারা করাইলে তাদৃশ ফল হয় না। পুরোহিত, পুত্র, মন্ত্রদাতা গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় এবং জামাতা এসকল ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য করাইলে স্বয়ং কৃতকার্য্যের তুল্য ফল হইবে। সন্ধ্যা উপাসনার পর হোম করিয়া, দেবপূজা প্রভৃতি করিয়া, গুরুপূজা এবং মঙ্গলদ্রব্য দর্শন করিবে। নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা উপাসনার পরেই দেবপূজাদি করিবে। পূর্ব্বাহ্নে, দৈবকার্য্য সমস্ত মধ্যাহ্নে মনুষ্যকৃত (অতিথি সেবাদি), অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি), এই সকল কার্য্য যত্ন পূর্ব্বক করিবে। পূর্ব্বাহ্ন কর্ত্তব্য কার্য্য যদি সায়ংকালে করে, তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, যেমত বন্ধ্যা পত্নীসহবাসে পুত্রাদি জন্মে না। দিবসের প্রথমভাগে সন্ধ্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া দ্বিতীয় ভাগে বেদ অভ্যাস করিবে, ব্রাহ্মণগণের বেদ অভ্যাসই পরমতপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষড়ঙ্গের সহিত বেদ শাস্ত্রের অভ্যাস পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্রে গুরুর নিকটে শিক্ষা, তদনন্তর বেদ-বিচার, তদনন্তর অভ্যাস, তদনন্তর জপ, তদনন্তর শিষ্যবর্গকে দান, বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার। সমিধ, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতির আহরণ দিবসের ঐ দ্বিতীয়ভাগে কর্ত্তব্য। দিবসের তৃতীয়ভাগে পোষ্যবর্গ এবং অর্থের চিন্তা কর্ত্তব্য; পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, সন্তানগণ, আশ্রিতবর্গ, অভ্যাগত, এবং অন্য অতিথিগণ, ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাতিবর্গ, আত্মীয় ব্যক্তি, রোগাদি দ্বারা ক্ষীণ প্রতিপালকশূন্য ব্যক্তিগণ, আশ্রিতগণ, নির্ধন ব্যক্তিগণ পোষ্যবর্গমধ্যে গণ্য; পোষ্যবর্গের প্রতিপালন প্রশস্ত কার্য্য এবং স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। পোষ্যবর্গের পীড়ন করিলে নরক প্রাপ্তি হয়, সেই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পোষ্য-বর্গের প্রতিপালন করিবে। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত সকলপ্রাণীর হিত নিমিত্ত বিশেষরূপে দানকরিবে। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিবে, অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি বহুজনের জীবি-কার পাত্র হয়, সে ব্যক্তিরই জীবন সার্থক। যে মনুষ্যগণ কেবল আত্মম্ভরি অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনিই উত্তম আহার বিহার করে, তাহাদিগের জীবিত থাকিয়া মৃতের তুল্য (অর্থাৎ তাহা দ্বারা কাহারও কিঞ্চিৎ উপকারও হয় না)। কোন কোন ব্যক্তি বহুজনের প্রতিপালননিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে, কোন কোন ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা আত্মদেহ-প্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং কেহ বা আত্মোদর প্রতিপালনের নিমিত্তও দুঃখ পাইতে থাকে, তাহাতেও শক্ত হয় না। দরিদ্র, অনাথ এবং বিদ্বান্‌দিগকে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিয়া করিবে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তিকে দান করিলে ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি হয়। যাহারা কোন দাতব্যশ্রেষ্ঠ দান না করে, তাহারা পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণকে যাহা দান করে, এবং যাহা প্রতিদিন হোম করে, সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য। যাহা দান অথবা হোমকার্য্যে না লাগে, সে ধন নিজের নয়, পরের গচ্ছিত ধন, সে ব্যক্তি রক্ষকমাত্র। দিবসের চতুর্থভাগে স্নানের নিমিত্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। তিল, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতি দ্রব্যজাত ঐ চতুর্থভাগে আহরণ করিবে, এবং নদী প্রভৃতির জলে (মধ্যাহ্ন) স্নান করিবে;—স্নান তিন প্রকার বলিয়াছেন। নিত্য, যাহা প্রতিদিন করিয়া থাকে; নৈমিত্তিক, যাহা সূর্য্যগ্রহণ কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ত্তব্য, এবং কাম্য, স্বর্গাদি কামনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য। নিত্য স্নানও তিন প্রকার, যে স্নান দ্বারা শারীরিক মলসমূহ ধৌত হয়, উহার নাম মলাপহরণ স্নান; তাহার পর জলে সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে স্নান উহা দ্বিতীয়; উভয় সন্ধ্যা দ্বারা মার্জ্জনস্নান; এই স্নান তিন প্রকার হইল। জলমধ্যে মার্জ্জন করিবে; প্রাণায়াম জলে কিংবা স্থলে করিবে; তদনন্তর সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এই সন্ধ্যার উপ-সনা জানিবে। যে গায়ত্রীর সবিতা (সূর্য্য) দেবতা। তিন প্রকার অগ্নি হইতেছেন, মুখ-স্বরূপ, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, এ নিমিত্ত উঁহার নাম সাবিত্রী বলিয়া ঋষিগণ বিশেষণ

দিয়া থাকেন। দিবসের পঞ্চমভাগে যথাযোগ্য বিভাগ করিবে। পিতৃগণের, দেবগণের, মনুষ্যগণের এবং কীট পতঙ্গগণের বিভাগ করিয়া দিবে; ইহা দক্ষ ঋষি উপদেশ করিয়াছেন। দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং কীট পতঙ্গগণ প্রতিদিন গৃহস্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এ নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্যাশ্রমের উৎপত্তি স্থান গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রম নষ্ট হইলে অন্য তিন আশ্রম এস্থানেই নষ্ট হয়; যেমত বৃক্ষের মূল হইতে স্কন্দ জন্মায়, স্কন্দ হইতে শাখা জন্মায়, শাখা হইতে পল্লব জন্মায়, সে বৃক্ষের যদি মূল নষ্ট হয়, তাহাতে স্কন্দ, শাখা এবং পল্লব সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেই নিমিত্ত নিখিল যত্ন দ্বারা গৃহস্থাশ্রমীকে রক্ষা করিতে হইবে। রাজা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র কর্ত্তৃক গৃহস্থাশ্রমী সর্ব্বদা পূজনীয় ও মাননীয়। আতিথ্য প্রভৃতি কর্ম্মযুক্ত যে গৃহস্থ, সেই গৃহস্থপদবাচ্য, গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আতিথ্যাদিশূন্য হইয়া কেবল পুত্র দারাদি প্রতিপালন করিলেই গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না; স্নান, হোম, গায়ত্রীজপ এবং অন্নদান, এ সকল কার্য্য না করিলে গৃহী দেব, পিতৃ, মনুষ্য এবং ভূতগণের নিকট ঋণ গ্রস্থ হইয়া নরকস্থ হয়। যে একাকীই অন্ন ভোজন করে, আর যে অপর পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া খায়, এতদুভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি কেবল অন্ন গ্রাস করে, অন্য ব্যক্তি অন্ন স্বয়ং আহার করায়। যে গৃহস্থ নিত্য অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিতে ভাল বাসে, ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং দেবতা ও অতিথিগণের ভক্ত, সে ব্যক্তিই ধার্ম্মিক গৃহস্থ। দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, যোগাভ্যাস এবং কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই প্রধান গৃহস্থ, এই নিমিত্ত অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া, ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত পরিপাক করিবে, তদনন্তর ইতিহাস পাঠ এবং পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগ ও সপ্তম ভাগ যাপন করিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে লৌকিক কার্য্য করিয়া সায়ং কাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার সায়ং সন্ধ্যা করিবে, তদনন্তর সাগ্নিক গৃহস্থ সায়ংকালীন হোম করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের মধ্যে ভোজন করত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া পরে কিঞ্চিৎ বেদ অধ্যয়ণ করিবে, প্রদোষের পর, দুই প্রহর কাল বেদ অধ্যয়ণ করিয়া যাপন করিবে। তাহার শেষ কাল যে ব্যক্তি নিদ্রা যায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব পাইবার যোগ্য পাত্র। নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য কর্ম্ম যখন যেরূপ উপস্থিত হইবে, তখনই সেইরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিবে, সুস্থকাল প্রতীক্ষা করিবে না। এই কালেই মরিতে হইবে (শরীর ক্ষণভঙ্গুর) অতএব কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণের উচিত কর্ম্ম করিয়া মনুষ্যদেহের সার্থকতা সম্পাদন করা তদ্বিষয়ে আলস্য কর্ত্তব্য নহে। সেই হেতু মনুষ্য সুখ ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব কার্য্য বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, সকল কার্য্য বিষয়ে মধ্যম প্রহরদ্বয় প্রশস্ত হোমাবশিষ্ট যে ঘৃত, তাহাই ভোজন করিবে। যথাকালে ভোজন কিম্বা শয়ন করিলে ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থের নয়টি অমৃত. ঐ নয়টি সুধা, শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। গৃহস্থের নয়টি কর্ম্ম ও নয়টি বিকর্ম্ম, গুপ্তকার্য্য নয়টি, প্রকাশ্য কার্য্য নয়টি, সফল কার্য্য নয়টি, নিষ্ফল কার্য্যও নটি এবং নটি বস্তু সর্ব্বদা অদেয়, নটি, নটি, করিয়া যে নয়টি নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ নটি গৃহী ব্যক্তিগণের উন্নতিকারক জানিবে। যে নটি সুধা বস্তু তাহা বলিতেছি (শ্রবণ কর) বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে পর, মন, চক্ষু, মুখ এবং বাক্য এই চারিটি সুন্দররূপে দিবে; তদনন্তর প্রত্যুত্থান করা, এই স্থানে আগমন করুন বলা, স্বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিষ্টালাপ করা, ভোজনাদি দ্বারা সেবা করা, গমন কালে অনুগমন করা,—এই নটি কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিবে। অন্যবিধ অল্প দান বলিতেছি বসিবার স্থান, পাদপ্রক্ষালনের জল, বসিবার নিমিত্ত কুশা-

মন, পাদপ্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গনিমিত্ত তৈল দান, গৃহে স্থান দান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাশক্তি খাদ্যবস্তু প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবে না, অতিথির ভোজন হইলে আচমননিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে, এই নটি কার্য্য গৃহস্থ সর্ব্বদা করিবে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলিবৈশ্ব, অতিথিসেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, অনাথ ব্যক্তি, তপস্বীগণ, মাতা, পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া, এই নটি গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য কার্য্য। ইহা যে গৃহস্থ করিয়া থাকে, ইহকালে কীর্ত্তিলাভ এবং ধর্ম্মলাভ হয়। এই নটি কর্ম্ম, বিকর্ম্ম যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। (বিকর্ম্ম যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে) মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, পরস্ত্রীগমন, অভক্ষ্য বস্তু (গোমাংস প্রভৃতি) ভক্ষণ, অগম্য (চণ্ডালী প্রভৃতি) গমন, অপেয় (মদ্য প্রভৃতি) পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান, বন্ধুজন কর্ত্তব্য কার্য্য করা, এই নটি কার্য্য বিকর্ম্ম। ইহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। মনুষ্যের পরমায়ু, ধন, গৃহছিদ্র, (সংসারমধ্যে কোন দুর্ঘটনা হওয়া) পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান, (লোকের নিকট) সম্মান প্রাপ্তি এই নয়টী গৃহস্থের গোপনীয় কার্য্য। এই নয়টি যত্নসহকারে গোপন করিবে। পরমায়ু প্রকাশ করিলে যদ্যপি অল্প পরমায়ু হয় এবং দুষ্টলোকের নিকট ধনাদি থাকে সে ব্যক্তি ঐ ধনাদি বস্তু প্রত্যর্পণের অভিলাষ করে না। বিবেচনা করে, এ ব্যক্তি মরিলেই ঐ ধন আমার হইবে। এইরূপ অন্য কয়টীর উদাহরণ সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পাইবেন)। আরোগ্য, ঋণ শোধ, দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তুবিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, বহু লোকের অজ্ঞাত যে পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়ায়, গৃহস্থগণের এই নয়টী কার্য্য প্রকাশ্য কর্ম্ম। মাতা, পিতা, অন্যান্য গুরুজন, বন্ধুগণ বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা তাহা সফল জানিবে। ধূর্ত্ত, স্তুতি, বাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার, চারণ এবং চৌরগণ ইহাদিগকে দান করিলে ফল হয় না, ঐ দান বিফল। যাজ্ঞালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, স্ত্রীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহে আগত ধন সর্ব্বস্ব এবং সাধারণ সম্পত্তি বংশ থাকিলে এই নয় বস্তু আপৎকালেও দান করিবে না। যে মূঢ়াত্মা মনুষ্য দান করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। নব নবকবেত্তা অনুষ্ঠানপরায়ণ মনুষ্যকে লক্ষ্মী ইহলোকে এবং পরলোকেও ত্যাগ করেন না। সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরকেও আপনার মত দেখিবে, কেন না সুখ এবং দুঃখ আপন এবং পর উভয়েরই তুল্য। পরের সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু করিবে, পশ্চাৎ সেই সমস্তই আপনাকে ভোগ করিতে হয়। ক্লেশ ব্যতীত দ্রব্য লাভ হয় না, দ্রব্য না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখলাভ সুদূরপরাহত। সকলেই সুখ অভিলাষ করে, অথচ সুখ ধর্ম্মের ফল, অতএব সর্ব্বদা সকল বর্ণ যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। বিধি অনুসারে বিশেষ কাল এবং পুণ্যবান পাত্রে দান করা উচিত। দান করিলে যথাক্রমে সম, দ্বিগুণ সহস্র এবং অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হিংসা করিলেও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমফল হয়, ব্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়; আচার্য্য ব্রাহ্মণে সহস্র এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত গুণফল লাভ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিংসাতেও ঐরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি বিধিবর্জ্জিত পাত্রে ধনাদি দান করে, তাহার সেই প্রদত্ত বস্তুই যে বিনষ্ট হয়, এমত নহে; কিন্তু অবশিষ্ট পুণ্যও বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বিপদুদ্ধারের জন্য কিম্বা পরিবার প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করে, অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই দান করিবে, অন্যথা ফল হইবে না। যে ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন লোককে উপনয়নাদি সংস্কার ও বিবাহ প্রভৃতির দ্বারায় রক্ষা করে, ইহলোকে তাহার অসংখ্য পুণ্য। পুরুষ,

ব্রাহ্মণকে বজায় রাখিলে যে ফললাভ করে, তাহা অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানে লাভ করিতে পারে না। জগতে যে যে বস্তু অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং যে বস্তু গৃহের প্রিয়; সেই সেই বস্তু গুণবান পাত্রে দান করিবে। তাহাতে ঐ ব্যক্তির ঐ সকল বস্তুর প্রতি অক্ষয় ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

পুরুষদিগের ভার্য্যা গৃহস্থাশ্রমের মূল, যদি পুরুষের ঐ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের তুলনা নাই। যদি পত্নী বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পুরুষ পত্নীর সহিত ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের ফল ভোগ করে। যদি পুরুষের স্ত্রী যথেচ্ছাচারকারিণী হয় কিন্তু (অত্যন্ত স্ত্রৈণতাহেতু) তাহাকে স্নেহবশতঃ নিবারণ করা না হয়; পশ্চাৎ সেই স্ত্রী অবশ হইয়া উঠে, যেমত ব্যাধি প্রথমে উপেক্ষিত হইলে পর, পশ্চাৎ বিশেষ ক্লেশদায়ক হয়; তদ্রূপ যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূলতাচরণ করে, ও বাক্য দোষ রহিত, কার্য্যদক্ষ, সতী, মিষ্টভাষিণী আপনা-আপনিই ধর্ম্ম রক্ষা করে এবং পতিভক্তিমতী. সে স্ত্রী মনুষ্য নয় দেবতা সদৃশী। যে পুরুষের পত্নী বশবর্ত্তিনী, তাহার ইহলোকেই স্বর্গভোগ হয় এবং যে পুরুষের পত্নী অবশ তাহার ইহলোকেই নরকভোগ হয়, এ কথায় সংশয় নাই। স্বর্গেও এইটি দুর্লভ। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ থাকা, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রী কিংবা পুরুষ একজন হয়ত অনুরাগযুক্ত ও আর একজন হয়ত বিরক্তি যুক্ত, ইহা অপেক্ষা কষ্টজনক ব্যাপার কি আছে। গৃহস্থাশ্রমে বাস করা কেবল সুখের নিমিত্ত, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল, যে স্ত্রী বিনয়যুক্তা, মনোগত ভাব বুঝিতে পারে এবং বশতাপন্ন, সেই স্ত্রী যথার্থ পত্নী শব্দে বাচ্য। (স্ত্রীলোকের যে সকল গুণের কথা উক্ত হইল) ইহার অন্য স্বভাব হইলে, স্ত্রীলোক কেবল দুঃখ ভোগ করে, সর্ব্বদা খেদযুক্ত হয়, পুরুষের স্ত্রী যদি প্রতিকুলকারিণী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্যতা হইতে থাকে, বিশেষতঃ যদি পুরুষের দুই পত্নী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য সর্ব্বদাই হয়। স্ত্রী-সকল জলৌকার তুল্য, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সর্ব্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। সেই ক্ষুদ্র জলৌকা মনুষ্যের কেবল রক্ত শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলৌকা পুরুষের রক্ত, ধন, (শরীরের মাংস) বীর্য্য, বল এবং সুখ সকলি শোষণ করে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক পুরুষকে একদণ্ডও স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেয় না)। যখন পরস্পরের অল্প বয়স থাকে, তখন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত থাকে, যখন পরস্পরের যৌবনকাল উপস্থিত হয় তখন স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হয় না অর্থাৎ ইচ্ছামত চলে না। যখন স্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে ভৃত্যের ন্যায় তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। যে স্ত্রী পতির বশতাপন্ন, বাক্যদোষ শূন্য, কর্ম্মদক্ষ সতী এবং পতিব্রতা, এই সকল গুণ যে স্ত্রীলোকের আছে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্মীস্বরূপ। যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহোপকরণ দ্রব্যসমূহের অবস্থান, এবং পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অনবরত স্বামীর প্রীতিকর কার্য্য করে, সে স্ত্রীই স্ত্রীপদবাচ্য, এ সকল গুণ যাহার নাই, সে কেবল শরীর ক্ষয়কারিণী জরা স্বরূপ। যে গৃহস্থের শিষ্য পত্নী বালক সন্তান ভ্রাতা প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র ভৃত্য এবং আশ্রিতগণ এই সকল নিয়মযুক্ত হয়, তাহার ইহলোকে গৌরব থাকে। পুরুষের প্রথম বিবাহিতা যে স্ত্রী সেই ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কেবল সম্ভোগ নিমিত্ত হয় দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নীতে কেবল দৃষ্ট ফল জন্মে অদৃষ্ট ফল ধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই হয় না। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী যদ্যপি দোষ শূন্য হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম পত্নী বলা যায় যদি তাহার দোষ থাকে, দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নী যদি গুণবতী হয়, দ্বিতীয় বিবাহ করাতে কোন দোষ হইবে না। কোন পুরুষ যদ্যপি দোষশূন্যা পতিতা নহে এতাদৃশ পত্নীকে যৌবনাবস্থায় ত্যাগ করে সে পুরুষ জীবন অবসানে স্ত্রীলোক হইবে এবং বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে। দরিদ্র কিম্বা

রোগী পতিকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে সে জন্মান্তরে কুক্কুরী, গৃধ্রী এবং মকরী হইয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবে। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতা আরোহণ করে, সেই স্ত্রী সদাচারসম্পন্না হইবে এবং স্বর্গে দেবগণের পূজ্য হইবে। ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) যেমত গর্ত্ত হইতে বলদ্বারা সর্পগণকে উদ্ধার করে, সেইরূপ পতিসহগামিনী স্ত্রী পতি যদ্যপি নরকস্থ থাকে, তাহাকেও নিজপুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া পতির সহিত (স্বর্গলোকে) সহর্ষে কাল যাপন করে। (ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধ স্থানান্তরীয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল)।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

যে কার্য্য শৌচ এবং যে কার্য্য অশৌচ, তাহা উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যাহা শৌচ, তাহা করিবে এবং যাহা অশৌচ, তাহা পরিত্যাগ করিবে, (দক্ষঋষি কহিতেছেন) আমি হিতেচ্ছু হইয়া, শৌচ এবং অশৌচ, সম্বন্ধে বিশেষ কিঞ্চিৎ বলিতেছি, (শ্রবণ কর)। শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন কর্ত্তব্য, দ্বিজগণের পক্ষে শৌচই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের মূল, শৌচাচাররহিত দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ শৌচাচার বিহীন হইয়া যে কিছু ধর্ম্ম কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। শৌচ দুই প্রকার, বাহ্যিক এবং আন্তরিক। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা বাহ্যিক শৌচ হয়। ভাবশুদ্ধি আন্তরিক শৌচ, অশৌচ হইতে বাহ্যিক শৌচ শ্রেষ্ঠ, বাহ্যিক শৌচ হইতে আন্তরিক শৌচ শ্রেষ্ঠ। বাহ্য এবং আন্তরিক শৌচ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই শুচি, কিন্তু যাহার আন্তরিক শৌচ নাই, অথচ বাহ্যিক শৌচ করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত অশুদ্ধ। বাহ্য শৌচকার্য্যের নিয়মাবলী বলিতেছি। প্রথমতঃ মলত্যাগ বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। একবার লিঙ্গদেশে, পায়ুদেশে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাত বার, দুই চরণে তিনবার, তিন বার মৃত্তিকা দিবে। এই উক্ত শৌচ গৃহস্থগণের পক্ষে, অন্য তিন আশ্রমীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যথাক্রমে (বলিতেছি;) ব্রহ্মচারিগণের উক্ত শৌচের দ্বিগুণ, বানপ্রস্থগণের উহার ত্রিগুণ, যতিগণের উহার চতুর্গুণ জানিবে। পায়ুদেশে যে তিনবার মৃত্তিকা দানের কথা হইয়াছে, তাহার প্রথমবারে মৃত্তিকা অর্দ্ধপ্রসৃতি পরিমিত দ্বিতীয় তৃতীয়বারের মৃত্তিকা তাহার অর্দ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যে পরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গুলীর তিন পর্ব্ব পূর্ণ হয়, তাবৎ পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গদেশ শুদ্ধ করিবে, উক্ত পরিমাণ গৃহস্থের পক্ষে; ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ ব্রহ্মচারীগণের পক্ষে, ইহার ত্রিগুণ পরিমাণ বানপ্রস্থগণের ইহার চতুর্গুণ পরিমাণ যতিগণের পক্ষে (জানিবে।) যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপ ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শুদ্ধি হয়, অন্য কোন ক্লেশ নাই অর্থ ব্যয়ও নাই (অতএব শৌচ বিষয়ে যত্ন করা উচিত।) যাহার শৌচ বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, ইহা বোধগম্য হয়। যে শৌচ উক্ত হইল, ইহা দিবাভাগে কর্ত্তব্য, রাত্রিকালে তাহা অন্য প্রকারে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের আপদ্‌কালে একরূপ এবং সুস্থকালে অন্য একরূপ শৌচ। দিবাভাগে যে শৌচ উক্ত হইল, তাহার অর্দ্ধ শৌচ রাত্রিকালে করিলে শুদ্ধ হইবে। রোগী ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিবিহিত শৌচের অর্দ্ধ অর্থাৎ দিবাশৌচের একপাদ করিলেই শুদ্ধ হইবে,, বিদেশ গমনকালে, পথিমধ্যে আতুরের একপাদ শৌচ, তাহার অর্দ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। যে সময়ে এবং স্থানে যে পরিমাণে শৌচ উক্ত হইল, ইহার অল্প কিম্বা অধিক করিতে নাই, ন্যূন কিংবা অধিক শৌচ করিলে শুদ্ধ হয় না, যদ্যপি বিধি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হইতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(সপিণ্ড জ্ঞাতি প্রভৃতির) জন্ম এবং মরণ জন্য যে অশৌচ হয়, তাহা এবং যাবজ্জীবন অশৌচের কথা যথাবিধি আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতেছি। সদ্যঃ এক দিবস, দুইদিবস তিনদিবস, চারি দিবস, দশদিবস দ্বাদশদিবস, পঞ্চদশদিবস, একমাস এবং মরণান্ত অশৌচের এই দশবিধ কাল যথাক্রমে ইহা সম্পূর্ণ রূপে বলিব। ষড়ঙ্গযুক্ত সকল্প এবং সরহস্য বেদশাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার সহিত যে ব্যক্তি অবগত এবং যে ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড করিয়া থাকে, তাহার অশৌচ হয় না, নৃপতি, পুরোহিত, শিষ্য ও বালকগণের সদ্যঃ শৌচ; দেশান্তর মরণে এক বৎসর গতে সদ্যঃ শৌচ ব্রতী এবং সত্রীদিগেরও সদ্যঃ শৌচ বিহিত। যে ব্যক্তি অগ্নি ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তাহার এক দিন অশৌচ; আর তদপেক্ষা অপকৃষ্ট, অপকৃষ্টতর এবং অপকৃষ্টতম ব্যক্তিগণের যথাক্রমে দুই দিন, তিন দিন এবং চারি দিন অশৌচ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, তাহার দশাহে, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহে, ঐরূপ বৈশ্যের, পঞ্চ দশাহে এবং শূদ্রের এক মাসে শুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা স্নান, হোম এবং দান না করিয়া, ভোজন করে, এইরূপ সকলের চিরদিন অশৌচ থাকে। রোগী, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্ত চিত্ত সর্ব্বদা পরাধীন; এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান না করে, তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ। তাহাদিগের কাদাচিৎকে অশৌচ নাই। এইরূপ গুণানুসারে অশৌচ নির্দ্দেশ করা হইল। জননাশৌচ মরণাশৌচ, বা মরণাশৌচ—জননাশৌচ, এই অশৌচ একত্র হইলে, মরণাশৌচের দ্বারা শুদ্ধি হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম এবং বেদপাঠ অশৌচে নিষিদ্ধ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর শুদ্ধি লাভ করে। তখন বিধিপূর্ব্বক দান করা উচিত; কেননা দানই লোককে অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ করে। মরণাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হইলে বা জননাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হইলে, এই সঙ্কীর্ণ অশৌচের পূর্ব্বাশৌচ দ্বারা শুদ্ধি জানিবে। উভয় অশৌচেই অশৌচ কালে, অশৌচী বংশের অন্নভোজন করিবে না। দ্বিজগণ চতুর্থ দিনে অস্থি-সঞ্চয়ন করিবে। তাহার পর তাহাদিগের অঙ্গস্পৃশ্যত্ব অশৌচ দূর হইবে। যদি এক পতির অনুলোমক্রমে চারি ভার্য্যা হয়, তাহা হইলে সেই পতির ঐ সকল স্ত্রীর সন্তান উৎপত্তিতে দশ দিন, ছয় দিন, তিন দিন, এবং এক দিন অশৌচ হইবে। যজ্ঞকালে, আরব্ধ বিবাহে, দেশবিপ্লবে এবং হোমারম্ভ করিলে জনন মরণে অশৌচ হইবে না। এই সকল অশৌচ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই কীর্ত্তিত হইল। আপদ্গত ব্যক্তির আর অশৌচ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

যাহার দ্বারা জগৎ বশ করা যায়, যাহার দ্বারা আত্মা বশীভূত হয়, যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় হয়; সেই যোগের কথা বলিতেছি;—প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক এবং সমাধি যোগের এই ছয়টী অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অরণ্য সেবনে, অনেক গ্রন্থ চিন্তনে, ব্রত যজ্ঞ বা তপস্যা দ্বারা যোগসিদ্ধি হয় না; অর্থাৎ ভোজনে বা নাসাগ্র দর্শনেও যোগসিদ্ধি হয় না। ফল কথা শাস্ত্রাতিরিক্ত অশৌচে কখনই যোগ হইতে পারে না। মৌন মন্ত্র, ও নানাবিধ কুহকের দ্বারাও যোগসিদ্ধি হয় না। তবে যাহারা লোক যাত্রা হইতে বিযুক্ত, যোগাভ্যাসে দৃঢ় সাধক, যোগে কৃতনিশ্চয়, তাহাদিগেরই বহু পুণ্য ফলে, ভূয়োভূয়ো সংসার নির্ব্বেদে যোগসিদ্ধি হয়; অন্য কোন রূপে হয় না। আত্মচিন্তা রূপ আমোদ প্রমোদে শাস্ত্রোক্ত শৌচের ক্রীড়নকে এবং সর্ব্ব ভূতের প্রতি সমজ্ঞানে যোগসিদ্ধি হয়। অন্য কোন রূপে হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মরত, আত্মক্রিয়াপরায়ণ, আত্মনিষ্ঠ, স্বভাবত সর্ব্বদাই আত্মধ্যানপরায়ণ, স্বয়ংতুষ্ট, আত্মতৃপ্ত এবং অনন্যচিত্ত, তাহারই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থাতেও যোগযুক্ত

থাকিবে; জাগ্রৎ অবস্থাতেতো থাকিবেই। যাহার চেষ্টা এইরূপ, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্মবাদীগণের মধ্যে গরীয়ান। যে ব্যক্তি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে না পায়, সে ব্রহ্মস্বরূপ; ইহা দক্ষের মত। যে বৃত্তির চিত্ত বিষাসক্ত, সে মোক্ষলাভ করিতে পারে না। অতএব যোগী যত্ন পূর্ব্বক বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ বলে, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নামই যোগ, সেই সকল অপণ্ডিত ব্যক্তি অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। অপরে বলে, আত্মা এবং মনের সংযোগের নামই যোগ। ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূর্খ এবং কেবল যোগবঞ্চিত। মনকে বৃত্তিহীন করিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিলে মুক্তি লাভ করিবে; ইহাই প্রধান যোগ। অনুরাগ, মোহ, বিক্ষেপ, লজ্জা এবং আশঙ্কাদি চিত্তের ব্যাপার বলিয়া কথিত। ইহাদিগকে জয় করিয়া বশীভূত করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চ গ্রাম্য কুটুম্বের সহিত প্রধানতম ষষ্ঠ ব্যক্তিকে জয় করিয়াছে; অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন যাহার বশীভূত, সে ব্যক্তি সুরাসুর মনুষ্যগণের অজেয়। বলপূর্ব্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর বলিয়া খ্যাতি হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছে, সেই, পণ্ডিত-গণের নিকট বীর বলিয়া পরিচিত। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া মনে ও মনকে জীবাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। সর্ব্বাবস্থা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ঐ জীবাত্মাকে পরমাত্মাব সহিত মিলিত করিবে;—ইহাই ধ্যান, ইহাই যোগ;—অবশিষ্ট যা কিছু, তৎ-সমস্ত গ্রন্থ বাহুল্য মাত্র। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিরূপে মনের স্থিরতার নামই, সমাধি। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, জীবাত্মা ও পর-মাত্মার যোগে যে পদলাভ হয়, তাহা অনিত্য; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মাবযোগে যে পদ লাভ করা যায়, তাহা অক্ষয় এবং চিরস্থায়ী। যাহা কাহারও নাই, তাহা আছে বলিলে বিরোধ হয়। অতএব অন্যের হৃদয়ে তাহা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম কুমারী মৈথুনের ন্যায় মাত্র নিজেরই বিজ্ঞেয়। যে ব্যক্তি যোগী নহে, সে জন্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। নিত্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারে। সেই সনাতন পরম ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনির্দ্দেশ্য। পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্তের আলোচনার ন্যায় ব্রহ্মকে এক ভাবে অবগত হন, স্ত্রীলোক এবং মূর্খ লোক তাঁহাকে নানারূপে ভাবিয়া থাকে। অতিশয় সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবগণও বিষয়ের বশীভূত। প্রমত্ত অল্প সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্যের কথা বলা বাহুল্য মাত্র; অতএব মনো-মালিন্য ত্যাগ করিয়া দণ্ডধারণ করিবে। অন্যথা তাহা করিতে সমর্থ হয় না। কেবল বিষয়াভিভূত হয়, যেমন বায়ুজনিত জল তরঙ্গা ঘাতে ক্ষণকালও স্থির থাকে না, চিত্তও তদ্রূপ। অতএব কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অনুচিত। অনেক মনুষ্যই ত্রিদণ্ডধারণচ্ছলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে, ত্রিদণ্ড ধারণের উপযুক্ত অধিকারী হয় না। সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে। মৈথুন অষ্টবিধ;—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গোপনে কথোপকথন, সংকল্প, অধ্যবসায় ও কার্য্য-সমাপ্তি। পণ্ডিতগণ বলেন, মৈথুন, এই অষ্টাঙ্গ। ইহার চিন্তা করিবে না, ইহা বলিবে না এবং কখনই করিবে না। এইরূপে সুসম্পন্ন ব্যক্তি যতি হইতে পারে, অপরে পারে না। যে ব্যক্তি পরিব্রাজক হইয়া ধর্ম্মপালন না করে, রাজা তাহাকে শ্বপদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া শীঘ্র নির্ব্বাসিত করিবেন। এইরূপ এক ব্যক্তি-ভিক্ষুক, দুই জন হইলে মিথুন, তিন জন হইলে গ্রাম, ইহার ঊর্দ্ধ হইলে নগর বলিয়া জানিবে। বস্তি-নগর গ্রাম বা মিথুন করিবে না। এই তিনটী কার্য্য করিলে, যতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়; কেননা দুই জন প্রভৃতি একত্র থাকিলে নিশ্চয়ই ভিক্ষাবার্ত্তা, রাজবার্ত্তা, স্নেহ, পৈশূন্য ও মাৎসর্য্য হইয়া থাকে, যাহারা লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শিষ্য সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ আড়ম্বর কুতপস্বিগণের মধ্যে প্রচলিত। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং সর্ব্বদা নির্জ্জন, বাস ভিক্ষুর—এই চারিটী কর্ত্তব্য কার্য্য পঞ্চম কার্য্য নহে। তপস্যা এবং জপের দ্বারা কৃশ, রোগী, বৃদ্ধ, গ্রহগ্রস্ত এবং বিকালে নিদ্রায় ভিক্ষু কোন গৃহস্থের

গৃহ আশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু অরোগী যুবা ভিক্ষু গৃহে থাকিতে পারে না; যদি কখন থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানকে দূষিত এবং পণ্ডিতগণকে পীড়িত করে। অরোগী যুবা ভিক্ষুক এইরূপ করিলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হয়, ব্রহ্মচর্য্যবিচ্যুত হইলে নিজ বংশকে অধঃপাতিত করে, ভিক্ষু আবসথে বাস করিবার সময় যদি মৈথুন সেবা করে, তাহা হইলে সেই আবসথস্বামী মূল বিচ্ছিন্ন হয়। যতি যাহার আশ্রমে মুহূর্ত্তকালও বিশ্রাম করে, তাহার অন্য ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? সে তাহাতে কৃতার্থ হয়। গৃহস্থমরণকাল পর্য্যন্ত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, যতি তাহার গৃহে এক রাত্রি বাস করিলেই তৎসমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। যে ব্যক্তি যোগাশ্রমে পরিশ্রান্ত যতিকে ভোজন করায়, সচরাচর ত্রৈলোক্য বাসীকে ভোজন করাইলে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়। যে দেশে ধ্যান-যোগবিচক্ষণ যোগী বাস করে, সে দেশও পবিত্র হয়, যতির বান্ধবগণ যে পবিত্র হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতাভাব এবং অদ্বৈতাভাব, এই চিন্তাই পারমার্থিক, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অহং-জ্ঞান বা অন্য সম্বন্ধ জ্ঞান করিবে না। ঈদৃশ অবস্থা হইলে পরম পদ লাভ হয়। যাহারা দ্বৈতপক্ষে আস্থাসম্পন্ন, এবং যাহারা অদ্বৈত-বাদী, তাহাদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদীদিগের সুনিশ্চিত ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পায়, তবেই শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং গ্রন্থরাশি শ্রবণ করিবে। এই যথা কথিত সকল আশ্রমের উত্তম ধর্ম্মঘটিত দক্ষশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করে, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি অধম ব্যক্তিও এই শাস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পুত্রপৌত্র ও পশু ধনে সম্পন্ন হইয়া যশস্বী হয়। দ্বিজ শ্রাদ্ধকালে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলজনক হয়, এবং পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

দক্ষ-সংহিতা সমাপ্ত।

গৌতম-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

বেদ এবং বেদজ্ঞগণের স্মৃতি ও আচার এই তিনটি ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মের ব্যতিক্রম এবং মহৎদিগের সাহসও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুইটী বিরুদ্ধমত সমান বলবান হইলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একতরের আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণের অষ্টম বা নবম বর্ষে উপনয়ন দিবে, ইচ্ছা করিলে পঞ্চম বর্ষেও দিতে পারে। গর্ভ হইতে বর্ষের গণনা করিবে। এই উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম। যাঁহা দ্বারা উপনয়ন সম্পন্ন হয়, তাঁহার নাম আচার্য্য; কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করান। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন দিবার বিধি। ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সাবিত্রী অপতিত থাকে এবং ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাবিত্রী পতিত হয় না। উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যথাক্রমে মৌঞ্জী, ধনুকের জ্যা এবং সূত্র নির্ম্মিত মেখলা বিহিত হইয়াছে। এইরূপ যথাক্রমে ঐ তিনজাতির পক্ষে উপনয়নের সময় কৃষ্ণসার, রুরু এবং ছাগের চর্ম্ম এবং শান, ক্ষৌম এবং চিবকৃতপ বস্ত্রের ধারণ বিহিত হইয়াছে। পরন্তু সকলের পক্ষে কার্পাস বস্ত্র অনিবিদ্ধ, কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃক্ষ ত্বচ্‌নির্ম্মিত কাষায় বস্ত্র এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যথাক্রমে ঐ জাতীয় মাঞ্জিষ্ঠ এবং হারিদ্র বস্ত্র বিহিত। ব্রাহ্মণের বিল্ব বা পলাশ কাষ্ঠের দণ্ড, আর অবশিষ্ট দুই জাতির যথাক্রমে অশ্বথ এবং পীলুনির্ম্মিত দণ্ড বিহিত। অথবা সকল জাতিই কোনরূপ যজ্ঞীয় বৃক্ষের সবল্কল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিতে পারে। দণ্ডের পরিমাণ তিন জাতির যথাক্রমে মস্তক, ললাট এবং নাসার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হইবে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব মুণ্ডন করিবে, ক্ষত্রিয় মস্তকে জটা রাখিবে এবং বৈশ্য শিখা রাখিবে। কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য মাটিতে না রাখিয়া আচমন করিবে, তাহাতেই ঐ দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। তৈজস, মৃণ্ময় কাষ্ঠ এবং তন্তু-নির্ম্মিত বস্তু অশুদ্ধ হইলে যথাক্রমে মার্জ্জন, দাহন, ছেদন এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ করিবে। প্রস্তর, মণি, শঙ্খ এবং শুক্তিনির্ম্মিত বস্তুকে তৈজস বস্তুর ন্যায় শুদ্ধ করিবে; কাষ্ঠের মত অস্থি এবং মৃণ্ময় বস্তুর শুদ্ধি করিবে। এবং ভূমিকে হলমুখ দ্বারা খনন করিয়া শুদ্ধি করিবে। দড়ি, বংশনির্ম্মিতপাত্র এবং চর্ম্মের তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্রের মত শুদ্ধি করিবে। কোন বস্তু অত্যন্ত অশুদ্ধ হইলে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া শুদ্ধি আরম্ভ করিবে। পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া উভয় জানুরমধ্যে দক্ষিণবাহু রাখিয়া যথানিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক মণিবন্ধ (কনুই) অবধি হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করে। নিঃশব্দে তিনবার বা চারবার সেই পরিমাণে আচমন করিবে, যাহাতে আচান্ত জল হৃদয় অবধি স্পর্শ করিতে পারে। তদনন্তর দুই বার পাদদ্বয় মার্জ্জন করিবে। উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয় সকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে অথবা তাঁহাদের উপর আর্দ্র হস্ত প্রদান করিবে। নিদ্রা গিয়া ভোজন করিয়া এবং হাঁচিয়া পুনরায় উক্তরূপ

আচমন করিবে। দাঁতের পাশে যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা যদি জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা পৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা দাঁতের মধ্যেই পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে পর্য্যন্ত উহা চ্যুত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা দন্তের মধ্যেই গণ্য। ঐ বস্তু দন্ত হইতে চ্যুত হইলে নিষ্ঠীবনাদির ন্যায় পরিত্যাগ করিলেই শুদ্ধি। মুখ হইতে যে সকল বিন্দু শরীরে পতিত হয়, উহা দ্বারা শরীর উচ্ছিষ্ট হয় না। শরীর হইতে অমেধ্য বস্তুর লেপ এবং গন্ধ দুরীভূত করিলেই উহা শুদ্ধি হয়। মূত্রত্যাগ, পুরীষত্যাগ, রেতঃস্খলন এবং আহারীয় দ্রব্যের সংযোগে শাস্ত্রে যেখানে যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তদনুরূপ জল এবং মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধ করিবে। গুরু হস্ত দ্বারা শিষ্যের সব্য অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "ওহে অধ্যয়ন কর," এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তাহার পর শিষ্য দর্ভ দ্বারা চক্ষুঃ, মনঃ ও প্রাণের স্থান। ঘ্রাণ ও স্পর্শ করিবে প্রত্যেক স্থলে পঞ্চদশবার জপ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। পূর্ব্ব বিস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া ওঁকার পূর্ব্বক পঞ্চ বা সপ্ত ব্যাহৃতি পাঠ করিবে। প্রাতঃকালে, বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং অন্তে গুরুর পাদগ্রহণ করিবে এবং গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উপবেশন করিবে। শিষ্য বেদ অধ্যয়নের সময় গুরুর দক্ষিণে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবে, অন্তে ওঁকারের উচ্চারণ করিবে। পড়িবার সময় যদি কুকুর, বেজি, সর্প, মণ্ডুক এবং বিড়াল গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাস করিবে এবং গুরু হইতে পৃথক্ থাকিবে তাহার পর পুনর্ব্বার অধ্যয়ন করিতে যাইবে। অপর কোন জন্তু মধ্য দিয়া গমন করিলে প্রাণায়াম এবং ঘৃত ভোজন করিবে। শ্মশানস্থানে অধ্যয়ন করিলেও এই নিয়ম।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপনয়নের পূর্ব্বে যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছা সম্ভাষণ এবং যথেচ্ছা ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। তখন হবন বা ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। অনুপনীত ব্যক্তির মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবার কোন নিয়ম নাই, তাহার গাত্রমার্জ্জন, প্রক্ষালন এবং উপরে জল ছিটান ভিন্ন শুদ্ধির নিমিত্ত আচমনাদির বিধান নাই। অস্পৃশ্য বস্তুর স্পর্শে তাহার অশৌচ নাই, তাহাকে অগ্নি হবন বা বলি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না এবং পিতৃকার্য্য ব্যতীত তাহাকে বেদমন্ত্রেরও পাঠ করাইবে না। উপনয়ন হইতে সমস্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। উপনয়নের পর বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, অগ্নিচয়ন, ভিক্ষা, সত্যসম্ভাষণ এবং আচমনের অনুষ্ঠান করিবে। কেহ কেহ বলেন গোদানাদি কার্য্যও করিবে। গৃহের বাহিরে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ব সন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থের যে পর্য্যন্ত দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। (উদয় কালীন) সূর্য্য দর্শন করিবে না, ব্রহ্মচারী মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন (তৈলমর্দ্দন) যানারোহণ, উপানহধারণ, ছত্রধারণ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বাদ্যবাদন, স্নান, দন্তধাবন, হর্ষ, নৃত্য, গীত, নিন্দা এবং গুরুর সম্মুখে কর্ণকণ্ডুয়ন অবশক্থিকরণ (বেড় দিয়া বসা), অবয়ববিশেষ আশ্রয় (গালে হাত দিয়া বসা ইত্যাদি) পাদ প্রসারণ, নিষ্ঠীবণ (থুথু ফেলা), হাস্য, বিজৃম্ভন (হাইতোলা), অস্ফোটন (আড়ামোড়া), মৈথুনেচ্ছায় পরস্ত্রী দর্শন বা তাহার সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, নীচসেবা, চৌর্য্য, হিংসা, আচার্য্য, অচার্য্যে, পুত্র ও স্ত্রী এবং দীক্ষিত ব্যক্তির নাম গ্রহণ, শুষ্ক বাক্য, মদ্য পান এই সকল কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে। গুরু অপেক্ষা অধঃশয্যায় শয়ন করিবে, তাঁহার পূর্ব্বে জাগরণ করিয়া উঠিবে, তাঁহার নিদ্রার পর আপনি নিদ্রিত হইবে। বাক্য, বাহু এবং উদরের সংযম করিবে। নাম অর্থাৎ সমাদরের

সহিত গুরুর নাম নির্দ্দেশ করিবে। সমুদয় পূজ্য এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর শয্যা, আসন এবং স্থান পরিত্যাগ করিবে। নিম্নস্থানে অথবা নম্রভাবে অবস্থিত হইয়া তাহার বাক্য শ্রবণ অথবা সেই বচনানুসারে চলার নাম গুরুসেবা। গুরুকে দেখিলেই উঠে দাঁড়াইবে, তিনি গমন করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিবে, তিনি যখন অধ্যয়ন করিতে বলিবেন, তখনই অধ্যয়ন করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় এবং হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। তাহার ভার্য্যা এবং পুত্রেরও সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর ভার্য্যা বা পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, তাহাদিগকে স্নান বা অলঙ্কৃত করাইবে না এবং তাহাদের পাদপ্রক্ষালন, পাদোন্মর্দ্দন (পাটিপে দেওয়া) এবং পাদগ্রহণ করিবে না। তবে কোন বিদেশ হইতে আগমন করিয়া পাদ গ্রহণ মাত্র করিবে, কেহ কেহ বলেন গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাহাও করিবে না। আবশ্যক হইলে পতিত এবং নিন্দিত ভিন্ন সকল বর্ণের গৃহেই ভিক্ষা করিতে পারিবে। ভিক্ষার সময় বর্ণক্রমে প্রথম মধ্য এবং অন্তে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে, ব্রাহ্মণ ভিক্ষার সময় প্রথমে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে। আচার্য্যকুল, জ্ঞাতি, গুরু এবং অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট ভিক্ষা করিবে না অন্যত্র ভিক্ষা না পাইলে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিতকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবে তাহা গুরুকে সমর্পণ করিবে, তদনন্তর গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভোজন করিবে। গুরু নিকটে না থাকিলে তাঁহার পত্নী, পুত্র এবং স্বীয় সহাধ্যায়ী শিষ্যের মধ্যে যথাক্রমে যে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকেই প্রথমে ভিক্ষান্ন সমর্পণ করিবে। নীরব হইয়া যে পর্য্যন্ত তৃপ্তি না হয় ভোজন করিবে, তৃপ্তি হইলে অন্নের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আচমন করিবে। শিষ্যকে কোনপ্রকার আঘাত না করিয়া শাসন করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে অতি মৃদু, দলশূন্য বংশ খণ্ড অথবা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিবে। অন্য বস্তু দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন। এক একটি বেদ অধ্যয়নে বার বৎসর অতিবাহিত করিবে। এবং প্রতি বার বৎসরই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে অথবা যে পর্য্যন্ত সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ না হয় সেই পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্তি হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে, অনন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্নান করিবে। সকল প্রকার গুরুর মধ্যে আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ; কেহ বলেন মাতাই সমুদয় গুরু অপেক্ষা গরীয়সী।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

কেহ কেহ বলেন, অধ্যয়ন সমাপ্তির পর মনুষ্য আপন ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারী, গৃহী, ভিক্ষু এবং বৈখানস এই চার আশ্রমের মধ্যে যে কোন আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। ঐ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই যোনি (মূলকারণ) কেন না অন্যসকল আশ্রম প্রজাশূন্য। ঐ চার প্রকার আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্ব্বদা আচার্য্যের সর্ব্বপ্রকার অধীনতা উক্ত হইয়াছে। গুরুর কর্ম্ম সমাপন করিয়া জপ করিবে, গুরু না থাকিলে তাঁহার সন্তানে গুরুবৎ ব্যবহার করিবে, গুরুর কোন সন্তান না থাকিলে গুরুর বৃদ্ধ শিষ্য বা ব্যবস্থাপিত অগ্নিতে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঐরূপ ব্যবহার করে, সে, ব্রহ্মলোকে গমন করে। ব্রহ্মচর্য্য অপর আশ্রমের বিরোধী নয়। ভিক্ষু সাধারণতঃ সঞ্চয়শূন্য, ঊর্দ্ধরেতা এবং স্থিরস্বভাব হইয়া বর্ষাকালে ভিক্ষার্থ গ্রামে ভ্রমণ করিবে। অনিষিদ্ধ শূদ্রজাতির নিকটও ভিক্ষা করিতে পারে। ভিক্ষুক কাহাকে আশীর্ব্বাদ দিবে না এবং বাক্যকথন, দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে সংযত হইবে। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদনের উপযোগী বাস ধারণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, ঐ বস্ত্র অতি নিকৃষ্ট হইবে এবং যখনও উহার

মল শোধন করিবে না। ওষধি এবং বৃক্ষ হইতে ফলাদি গ্রহণ করিবে। ভিক্ষার্থ কোন গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না। একবারে সর্ব্বমুণ্ডন করিবে অথবা শিখা রাখিবে। প্রাণীবধ করিবে না। সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইবে এবং কাহার উপর হিংসা বা অনুগ্রহ করিবে না। বৈখানস ফল মূল ভোজন করত বনে বাস করিবে। তপস্যাচরণ করিবে। শ্রাবণকের দ্বারা অগ্নিস্থাপন করিবে, গ্রাম্য অর্থাৎ মনুষ্যপ্রস্তুত কৃত্রিম বস্তু আহার করিবে না। দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের যথোচিত পূজা করিবে, নিষিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন সকলের গৃহেই অতিথি হইতে পারে। কখন কখন ভিক্ষা করিয়াও জীবন ধারণ করিবে। লাঙ্গল দ্বারা কৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিবে না। কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। মস্তকে-জটা রাখিবে, চীর বা চর্ম্ম পরিধান করিবে। অধিক ভোজন করিবে না। আচার্য্যেরা বলেন, গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহার ফল হাতে হাতে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়নের পর গৃহী হইয়া আপনার অনুরূপ অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে অপরের সহিত অবিবাহিতা) এবং আপনা অপেক্ষা অল্পবয়স্কা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। যাহাদের প্রবরের ঐক্য হইবে, তাহাদের পরস্পরে বিবাহ হইবে না। পিতৃবন্ধু এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের এবং মাতৃ বন্ধু হইতে পঞ্চম পুরুষের পরে বিবাহ সম্বন্ধ হইবে। কন্যাকে অলঙ্কৃত এবং উত্তম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্বান্ সচ্চরিত্র সহায় এবং শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকে কন্যাদানের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। তোমরা দুজনে একত্র হইয়া ধর্ম্মআচরণ কর এই বলিয়া যে বিবাহে বর এবং কন্যার সংযোগ করা হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য। আর্ষবিবাহস্থলে কন্যার-আত্মীয়কে এক যোড়া গোরু দান করিবে। বেদীর মধ্যে যজ্ঞে ব্রতী পুরোহিতকে কন্যা দানের নাম দৈববিবাহ। অলঙ্কৃত ও অভিলাষিনী স্ত্রীর সহিত পুরুষের পরস্পরের ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগের নাম গান্ধর্ব্ববিবাহ। ধন দানপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের নাম আসুর। বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণের নাম রাক্ষস। এবং কন্যার অজ্ঞানাবস্থায় তাহাতে উপগত হইয়া কন্যাকে গ্রহণ করার নাম পৈশাচবিবাহ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চারটি ধর্ম্মানুগত, কেহ কেহ বলেন প্রথম ছয়টিই ধর্ম্মানুগত। অনুলোম বিবাহে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্ত এবং পারশব। ঐরূপ প্রতিলোম সংযোগক্রমে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তৃ, বৈদেহ এবং চাণ্ডাল বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ আদি চারবর্ণ পুরুষযোগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ এবং চাণ্ডাল এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের যোগে যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয়, ধীবর এবং পুক্কশ এই চার প্রকার পুত্রোৎপন্ন করে। এইরূপ বৈশ্যা ঐ চার বর্ণের পুরুষ সংযোগে ভৃজ্জকণ্ঠ, মাহিষ্য, বৈশ্য এবং বৈদেহ এই চার প্রকার পুত্রের উৎপাদন করে। এবং শূদ্রা ঐ চারবর্ণের পুরুষ যোগে যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ এবং শূদ্র এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। আচার্য্যেরা বলেন, এক এক পুরুষ অন্তর বর্ণান্তর উৎপন্ন সন্তানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষে হইয়া থাকে। প্রতিলোমপুত্রেরা ধর্ম্মকর্ম্মের অযোগ্য হয়। শূদ্রজাতির মধ্যে অসমান স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন পুত্র পতিত বৃত্তি অন্ত্য এবং পাপিষ্ঠ হয়। আর্য্য-বিবাহোৎপন্ন সচ্চরিত্র পুত্র তিন পুরুষকে পবিত্র করে, দৈব বিবাহোৎপন্ন পুত্র দশ পুরুষকে পবিত্র করে, প্রাজাপত্য হইতে উৎপন্ন পুত্রও দশ পুরুষকে পবিত্র করে, কেবল ব্রাহ্মবিবাহো-

ৎপন্ন পুত্রই উর্দ্ধতন দশ পুরুষ এবং অধস্তন দশ পুরুষকে উদ্ধার করে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রতিষিদ্ধ দিনবর্জ্জিত প্রতি ঋতুতেই স্ত্রী গমন করিবে। প্রত্যহ দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের পূজা করিবে এবং বেদ পাঠ করিবে। পিতৃলোককে উদক দান করিবে এবং উৎসাহ-অনুসারে অন্য সকল ভার্য্যাদি অর্থাৎ গৃহকার্য্য, অগ্নিকার্য্য, এবং দায়াদি (উপার্জ্জনাদি) কার্য্য করিবে। গৃহ্যোক্ত কর্ম্ম, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং বেদাধ্যয়ন, ইহারা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যেরই অন্তর্গত। অগ্নিতে বলি কর্ম্ম করিবে। অগ্নি, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি এবং স্বিষ্টকৃৎ ইহাদের উদ্দেশে হবন করিবে। যে দিকের যিনি অধিপতি, সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে, দ্বারদেশে মরুৎ এবং গৃহদেবতাগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং জলের কলসেতে জলের পূজা করিবে, অন্তরীক্ষে "আকাশায়" এই কথা বলিয়া বলি প্রদান করিবে এবং সায়ংকালে নিশাচরদিগকে বলি দান করিবে। স্বস্তিবাচন ও ভিক্ষাদান প্রশ্নপূর্ব্বক (অর্থাৎ প্রার্থিত হইয়া) করিবে। অথবা কোন ধর্ম্ম বিষয়ে দান করিবে। দানকারী অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ইহাদিগকে দান করিয়া যথাক্রমে সমান, দ্বিগুণ সহস্র গুণ এবং অনন্ত গুণ ফল লাভ করে। গুরুর নিমিত্ত ও ঔষধার্থ ভিক্ষাকারী দরিদ্র, যজ্ঞ করিতে উদ্যত, বিদ্যার্থী, নিঃসম্বল, পথিক এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞকারী ইহাদিগকে অর্থ বিভাগ করিয়া দিবে। বেদির বহির্ভাগে অপরে ভিক্ষা করিলে তাহাকে অন্নদান করিবে। কোন ব্যক্তিকে কিছু অঙ্গীকার করিয়া যদি তাহাকে অধর্ম্মযুক্ত বলিয়া জানিতে পারে তাহলে তাহাকে আর অঙ্গীকৃত বস্তু দিবে না। ক্রুদ্ধ, হৃষ্ট, ভীত, আর্ত্ত, লুব্ধ, বালক, স্থবির, মূঢ়, মত্ত, এবং উন্মত্ত ইহাদিগের মিথ্যা কথা পাপকর নহে। অতিথি, কুমার (বালক) পীড়িত, গর্ভিণী, সুবাসিনী স্থবির এবং অবোধদিগকে প্রথমে ভোজন করাইবে। আচার্য্য এবং পিতার বন্ধুদিগকে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের বচনানুসারে কার্য্য করিবে। ঋত্বিক্ আচার্য্য, শ্বশুর, পিতৃব্য, রাজ এবং শ্রোত্রিয় ইহারা বৎসরান্তে অথবা যজ্ঞ এবং বিবাহের পরে এক বৎসরের মধ্যেও আগমন করিলে, মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিবে। অশ্রোত্রিয় আগমন করিলে আসন এবং উদক দান করিবে, শ্রোত্রিয় যখনই আগমন করিবেন তখনই পাদ্য, অর্ঘ্য এবং অন্ন বিশেষ কল্পিত করিবে, বৈদ্যব্যবসায়ী নয় এরূপ সাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে বিশেষ সংস্কৃত অন্নদান করিবে; কিন্তু অসাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে কেবল তৃণ (কুশাসন), উদক এবং ভূমিদান করিবে। এসকল না হয় অন্ততঃ স্বাগত প্রশ্ন করিবে। পূজ্যদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। সমান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বদা শয্যা, আসন, বাসগৃহ কল্পন, অনুগমন ও উপাসনা করিবে, হীন ব্যক্তির জন্য ঐরূপ সদাচার সামান্যরূপে এবং অল্প-পরিমাণেও করিবে। নিরাশ্রয় ভিন্নগ্রামের লোক একদিনের জন্যই অতিথি হয়। ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের সমাগমে যথাক্রমে কুশল, অনাময়, ক্ষেম, এবং আরোগ্য প্রশ্ন করিবে। শূদ্র এবং অব্রাহ্মণের অতিথি নাই। অব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের পর ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতিকে দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যের সহিত ভোজন করাইবে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রত্যহ গুরু সমাগম হইলে পাদ গ্রহণ করিবে। বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া যদি মাতা, পিতা, মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু, পূর্ব্বজা (বয়োজ্যেষ্ঠ) বিদ্যাগুরু এবং তাঁহাদের গুরুজন সকল একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের গুরু, অগ্রে তাহারই পাদ গ্রহণ করিবে। আপনার

নাম এই আমি বলিয়া অভিবাদন করিবে। কেহ কেহ বলেন, মূর্খ ব্যক্তিদের সভায় অথবা স্ত্রীপুরুষের মেলন স্থানে নমস্কারের কোন নিয়ম নাই। বিদেশে না যাইলে মাতা, পিতৃ-ব্যের ভার্য্যা ও ভগিনী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের পাদগ্রহণ করিবে না। ভ্রাতৃপত্নী এবং শ্বশ্রূর পাদ গ্রহণ করিবে না। ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রত্যুত্থান করিবে, অভিবাদন করিবে না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ পুর-বাসীকেও অভিবাদন করিবে না। অশীতি বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শূদ্রের সহিত অপত্যের মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু উচ্চজাতি বয়ঃ-কনিষ্ঠ হইলেও শূদ্রকর্তৃক অভিবাদ্য হইবে। শূদ্র শ্রেষ্ঠজাতির নাম গ্রহণ করিবে না, রাজারও নাম কেহ গ্রহণ করিবে না। যে সকল ভৃত্যের নাম করিতে পারা যায় না, তাহাকে ভো বলিয়া ডাকিবে এবং একদিন জাতবয়স্ক শ্রোত্রিয়, দশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুর-বাসী চারণ, পঞ্চবৎসর জ্যেষ্ঠ কলাভর বৈশ্য কর্ম্মকারী বিদ্যাহীন রাজন্য ইহাদিগকেও ভো ভবন বলিয়া আহ্বান করিবে, দীক্ষিতের নাম গ্রহণ করিবে না।

বিত্ত, বন্ধু, কর্ম্ম, জাতি, বিদ্যা (জ্ঞান) এবং বয়ঃ এই সকল সম্মানের কারণ, ইহাদের পর পর ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু জ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, কারণ উহা ধর্ম্ম ও বেদের মূল। চক্রী, বৃদ্ধ, অনুগ্রাহ্য, বধূ, স্নাতক এবং রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিবে। এবং রাজা শ্রোত্রিয়কে পথ ছাড়িয়া দিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতির নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শুশ্রূষা এবং অনুগমন করিবে। ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু এবং সকল ব্রাহ্মণেরই যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের অলাভ হইলে ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবে। এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও গন্ধ, রস, কৃতান্ন, তিল, শাণ, ক্ষৌম, অজিন, রঞ্জিত এবং ধৌতবস্ত্র, দুগ্ধ এবং তাহার বিকৃতি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, মূল, ফল, পুষ্প এবং ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ, উদক ও অপথ্য, এই সকল বস্তুর বিক্রয় করিবে না। যাহাদের দ্বারা হিংসার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের কাছে পশু বিক্রয় করিবে না এবং পুরুষ, বশা, কুমারী, নানাবিধ অস্ত্র, ভূমি, ব্রীহি (ধান্য), যব, ছাগী, মেষ, ইহাদের বিক্রয় করিবে না। কেহ কেহ বলেন বৃষভ, গোরু এবং বলদ ইহারাও অবিক্রেয় পণ্য। এক প্রকার রসের সহিত অন্য প্রকার রসের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। পশুর সহিত পশুদিগের বিনিময় হইবে। লবণ, কৃতান্ন এবং তিলের তত্তুল্য পরিমিত সজাতীয় বস্তুর সহিত বিনিময় করিবে না, পক্কবস্তুর অপক্কবস্তুর সহিত বিনিময় করিবে, সম্ভব হইলে সকল প্রকার ধাতুর ব্যবসায় করিতে পারে, স্ববৃত্তিতে অসমর্থ শূদ্র ভিন্ন তিনজাতিই বাণিজ্য করিবে, কেহ কেহ বলেন, প্রাণের সংশয় উপস্থিত হইলেই তিনজাতির বাণিজ্য গ্রহণ বিধি। কিন্তু বর্ণ সঙ্করে যে অভক্ষ্যের নিয়ম, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। প্রাণ-সংশয় অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ অস্ত্র গ্রহণ করিবে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকর্ম্ম করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

ইহলোকে রাজা এবং ব্রাহ্মণ, ইহারা দুই জনই ব্রতধারী, তাহাদের মধ্যে বহুশ্রুতই শ্রেষ্ঠ। চার প্রকার মনুষ্যজাতিরই জ্ঞানের ধ্বংস আছে, তাহাদের জীবন চলন, পতন এবং উৎসর্পণের অধীন, প্রবৃত্তি রক্ষা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। সেই ব্যক্তিকেই বহুশ্রুত বলা যায় যে, লোকতত্ত্ব, বেদ বেদাঙ্গ সহিত, বাকোবাক্য (উপকথা) ইতিহাস এবং পুরাণ শাস্ত্রে কুশল, সর্ব্বদা বেদাদি শাস্ত্রের অপেক্ষা

কারী (তাহার অনুসরণকারী) চল্লিশ প্রকার সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, তিন প্রকার কর্ম্মে অভিরত, ছয় প্রকার বাস ও আময়-চারিকে অতিবিনীত, ষড়রিপুর জয়কারী হয়। এই বহু শ্রুত ব্যক্তি কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিলেও কখনও রাজা কর্ত্তৃক বধ্য, দণ্ডনীয়, বহিষ্কার্য্য, বিগর্হ-ণীয় এবং পরিহার্য্য হয় না। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, চারবেদ অধ্য-য়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, বিবাহ, দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, ব্রহ্ম এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ এবং তিন অষ্টকা এই সাত প্রকার পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্বাধেয় কর্ম্ম, অগ্নি হোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, অগ্রয়ণ চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী এই সাত প্রকার হবির্যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম উক্থ, ষোড়শি, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তো-র্যাম এই সাত প্রকার সোম যজ্ঞ বিশেষ, এই সকল মিলিত হইয়া চল্লিশ প্রকার সংস্কার। আট প্রকার আত্মগুণ;—প্রাণি-মাত্রেই দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গলবিধান, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহা, যাহার উক্ত চল্লিশ প্রকার সংস্কার বা আট প্রকার গুণ নাই, সে কখন ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয় না। যাহাতে ঐ চল্লিশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে কিছু কিছুও বর্ত্তমান থাকে এবং আট প্রকার গুণ থাকে, সে ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিধি পূর্ব্বক স্নান করিয়া, বিবাহ করিবে। তাহার পর গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করত বক্ষ্যমাণ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, স্নাতক হইয়া সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। উত্তম উত্তম গন্ধ দ্রব্য সেবন করিবে এবং প্রত্যহ স্নান করিবে। ধন থাকিলে পুরাতন এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না, মলিন রঞ্জিত বস্ত্র ও ধারণ করিবে না, অন্য কর্ত্তৃক পরিহিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, শোধন করিবার অযোগ্য মালা বা উপানহ ধারণ করিবে না, কোন কারণ ব্যতীত দাড়ি রাখিবে না, এককালীন অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না, দাঁড়াইয়া উদ্ধৃত জলদ্বারা আচমন করিবে না, শূদ্র অশুচি বা এক হস্ত দ্বারা আবর্জ্জিত (ঢালা) জলে আচমন করিবে না, বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, আদিত্য (সূর্য্য), জল, দেবতা এবং গোরুর সম্মুখে মূত্র পুরীষ বা অন্য কোনরূপ অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ করিবে না, দেবতার দিকে চরণ প্রসারণ করিবে না, পত্র, লোষ্ট্র (ঢেলা) এবং প্রস্তর দ্বারা মূত্র বা পুরীষের অপকর্ষণ করিবে না, ভস্ম, কেশ, তুষ এবং হাড়ের উপর অধিষ্ঠান করিবে না। ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ এবং অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, যদি সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে মনে মনে পুণ্যবান্‌দিগের নাম স্মরণ করিবে। কিংবা কোন ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিবে। যাহার ধেনু নাই, তাহাকে ধেনুভব্য বলিবে, অভদ্রকে ভদ্র, কপালকে ভগাল এবং ইন্দ্রধনুঃকে মণি-ধেনু বলিবে। বাছুরে গোরুর দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া কাহারও নিকট বলিবে না এবং উহাকে বারণও করিবে না। স্ত্রী-সংসর্গের পর শৌচ করিতে বিলম্ব করিবে না এবং সেই শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করিয়া বেদ পাঠ করিবে না, শেষ রাত্রে উঠে অধ্য-য়ন করিয়া আবার শয়ন করিবে না, অনলঙ্কৃত স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না, রজস্বলা স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না। তাহাকে আলিঙ্গন করিবে না এবং কুমারীকে আলিঙ্গন করিবে না; ফুৎকার দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, গর্হিত বাক্য বলিবে না, বাহিরে গন্ধ বা মাল্য ধারণ করিবে না। পাপিষ্ঠের সহিত অব-লোকন করিবে না, ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না, স্ত্রী যখন অঞ্জন্যা করিবে, তখন তাহাকে দেখিবে না। দ্বার [illegible] ছাড়া অন্য গৃহে প্রবেশ করিবে না, [illegible] পাদধৌত

করাইবে না এবং সন্দিগ্ধ স্থানে ভোজন, হস্ত দ্বারা নদী সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, বিষমারোহণ বা উন্নত স্থান হইতে অবরোহণ বা যাহাতে প্রাণের আশঙ্কা হয়, এরূপ কর্য্য করিবে না। সন্দিগ্ধ নৌকায় আরোহণ করিবে না। সর্ব্ব প্রকারেই আপনাকে গোপন করিবে। দিনের বেলা মস্তক আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে না, রাত্রি কালে উহা আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে। ভূমি আচ্ছাদন না করিয়া মূত্র বা পুরীষোৎসর্গ করিবে না, বাটীর নিকটেও মল মূত্র ত্যাগ করিবে না, ভস্ম, শুষ্ক গোময়, ছায়া বা পথে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। দিবা এবং প্রাতঃ ও সায়ংকালে উত্তর মুখ হইয়া আর রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। পলাশ বৃক্ষ নির্ম্মিত আসন পাদুকা এবং দন্তধাবন পরিত্যাগ করিবে। জুতা পায় দিয়া ভোজন, উপবেশন, শয়ন, অভিবাদন এবং নমস্কার করিবে না। যথাশক্তি ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম হইতে পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নকে বিফল করিবে না এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনেতেই ধর্ম্মকে মূল করিবে। পরস্ত্রীকে নগ্ন দেখিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না, শিশ্ন, উদর, হস্ত, পাদ এবং চক্ষুর চাপল্য করিবে না, অনিমিত্ত ছেদন, ভেদন, লিখন, (আঁক কাটা) বিমর্দ্দন এবং অবস্ফোটন (আড়ামোড়া) করিবে না। পশুবন্ধনরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না এবং কুলঙ্কুল হইবে না। বৃত না হইয়া যজ্ঞে গমন করিবে না, তবে ইচ্ছানুসারে কেবল দর্শন করিতে যাইতে পার। উৎসঙ্গে (কোঁচড়ে) খাদ্য বস্তু রাখিয়া ভোজন করিবে না, রাত্রিতে দাসী কর্তৃক আহৃত চাতুর্বীর্য্য নামে প্রসিদ্ধ খাদ্যবস্তু ভোজন করিবে না। সায়ং এবং প্রাতঃকালে অন্নকে সমাদর করিয়া এবং কোন রূপ নিন্দা না করিয়া ভক্ষণ করিবে। রাত্রে কখনই নগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইবে না এবং স্নান ও করিবে না। আত্মতত্ত্বদর্শী, দণ্ড, লোভ ও মোহশূন্য, সম্যক্‌বিনীত বেদবিৎ বয়োবৃদ্ধেরা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ আচরণ করিবে। যোগক্ষেমলাভার্থ ঈশ্বরের নিকট গমন করিবে, অন্যত্র গমন করিবে না, দেবতা গুরু এবং ধার্ম্মিক ইহাঁরাই ঈশ্বর। যে স্থানে জল, অন্ন, কুশ ও মাল্য লাভ হয়, বহুসংখ্যক আর্য্যজন বাস করেন, যে স্থান অনলেতে সমৃদ্ধ, অর্থাৎ অধিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান এবং ধার্ম্মিক জন কর্তৃক অধিষ্ঠিত এরূপ স্থানে বাস করিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিবে। প্রশস্ত মঙ্গল্যদেবায়তন এবং চতুষ্পথাদির প্রদক্ষিণ করিবে। পীড়াদি আপৎগ্রস্ত হইলে মনে মনে এ সকল আচার প্রতিপালন করিবে। সর্ব্বদা সত্যধর্ম্ম, আর্য্যবৃত্ত, শিষ্টাধ্যাপক, শৌচ বিশিষ্ট এবং বেদনিরত হইবে। অহিংস্র কোমলহৃদয়, দৃঢ়ব্রত, দান্ত, দানশীলজনেরা মাতা, পিতা এবং ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সম্বন্ধিবর্গকে পাপ হইতে মোচন করে, স্নাতক ব্রতাবলম্বী অক্ষয়-ব্রহ্মলোক হইতে কখন চ্যুত হয় না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

দ্বিজমাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান এই তিনটি কার্য্যে অধিকার আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটি অধিক। প্রথম নিয়মস্থিত আচার্য্য, জ্ঞাতি, গুরু বা মিত্রাদিকে ধন বা বিদ্যার বিনিময়ে বেদদান করিবে, তাহাতে না চলিলে অন্য দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য বা কুসীদ ব্যবসায় করিবে। রাজার পূর্ব্বোক্ত দ্বিজাতি সাধারণের কর্তব্য কর্ম্মের অপেক্ষা তিনটি অতিরিক্ত কর্ম্ম এই যে (১) সকল প্রাণীর রক্ষা, (২) দুষ্ট ব্যক্তির দমনার্থ যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান, (৩) শ্রোত্রিয়, উৎসাহহীন, নিকর এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন, (৪) বিজয়ে উদ্যোগ, (৫) আপৎকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন, (৬) যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহণ এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থান, এবং যুদ্ধস্থান হইতে পরাঙ্মুখ না হওয়া। যুদ্ধকালে প্রাণীহিংসা জন্য পাপ নাই, কিন্তু হতাশ্ব, হতসারথি, ছিন্নায়ুধ, কৃতাঞ্জলি, আলুলায়িতকেশে পরাঙ্মুখ হইয়া উপবিষ্ট, এবং বৃক্ষাধিরূঢ় শত্রু ও দূত, গো, ব্রাহ্মণ এবং বন্দী ইহাদিগকে বধ করিলে রাজা পাপী

হন। যদি কোন ক্ষত্রিয়, অন্য কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভৃত্যভাবে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও রাজার বিহিত কার্য্যসকল করিতে সক্ষম হইবে। সংগ্রামলব্ধধনে বিজয়ীরই অধিকার। বাহন এবং উদ্ধৃতধনে রাজা ।ী, এতদতিরিক্ত সম্পত্তি রাজা আপন ইচ্ছায় স্বীয় অধীনস্থ লোকদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রাপ্য তাহাকে তদনুসারে বিভক্ত করিয়া দিবেন। প্রজামাত্রেই রাজাকে কর দান করিতে বাধ্য। কৃষকেরা আপনার 'আয়ের দশম, অষ্টম বা ষষ্ঠ অংশ করস্বরূপ দান করিবে। কেহ কেহ বলেন পশু এবং সুবর্ণের পঞ্চাশভাগ কর দিবে। সামান্যতঃ বাণিজ্য-লব্ধধনের বিংশতি ভাগ, কিন্তু ফল, মূল, পুষ্প, ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ এবং কাষ্ঠের ষষ্ঠভাগ মাত্র কর দিতে হইবে, কারণ রাজা হইতে ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষা হয়, রাজাও সর্ব্বদা ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষায় তৎপর হইবেন। যথা: নিয়মে প্রজাপালন করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, রাজা তাহা দ্বারাই আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। শিল্পিগণ পালা করিয়া এক এক প্রকারের শিল্পী প্রতিমাসে রাজার এক এক প্রকার কার্য্য করিয়া দিবে। স্বাধীন ব্যবসায়ী মাত্রেই এই নিয়ম পালন করিবে। নৌকার মাঝী এবং চক্রব্যবসায়ীরাও এইরূপ ব্যবহার করিবে। উহারা যখন রাজার কর্ম্ম করিবে, তখন রাজসরকার হইতে আহার পাইবে মাত্র। দ্রব্যের খরিদ অপেক্ষা বাজার দর নরম হইলে বণিকেরা রাজকর দিবে না। কোন প্রকার অস্বামীক ধন লাভমাত্রই রাজাকে সংবাদ দিবে, রাজাও রাজ্যমধ্যে (বিশেষ বিবরণের সহিত) ঐ ধনের বিষয় রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত উহা আপনার নিকট রাখিবেন। (ইহার মধ্যে যদি ধনস্বামী স্থির না হয় তবে) ঐ সময়ের পর যে ব্যক্তি প্রথমে ঐ ধন পাইয়াছিল তাহাকে চতুর্থাংশ মাত্র দান করিয়া বক্রী সমুদায় রাজকোষ ভুক্ত করিবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ এবং ক্রয়, বিভাগ অথবা পরিগ্রহ দ্বারা প্রাপ্তসম্পত্তিতে সকলসরিকের সমান অধিকার। অধিকলব্ধ অর্থাৎ প্রতিগ্রহাদি দ্বারা লব্ধ বস্তুতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, বিজয় দ্বারা অধিকৃত বস্তুতে কেবল ক্ষত্রিয়েরই অধিকার এইরূপ বাণিজ্য এবং দাস্যবৃত্তি হইতে লব্ধ বস্তুতে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রের একমাত্র অধিকার হইবে। নিধি অর্থাৎ ভূমিগর্ভে সঞ্চিত ধন যদি ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন, তা হলে উহাতে রাজার অধিকার হইবে না, অব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন প্রাপ্ত নিধির ষষ্ঠভাগ অব্রাহ্মণের অংশ। কাহারও ধন অপহৃত হইলে রাজা চোরের নিকট হইতে সেই অপহৃত ধন আদায় করিয়া যাহার ধন তাহাকে দিবেন, অথবা কোষ হইতে অপহৃত ধন দান করিবেন। বালক যে পর্য্যন্ত না-বালগ থাকিবে অর্থাৎ "ব্যবহারোপযোগী বয়-প্রাপ্ত না হইবে অথবা যে পর্য্যন্ত সাবালগ হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার ধন রাজা রক্ষা করিবেন।

অধ্যয়ন, যজন এবং দান এই সাধারণ কার্য্য ভিন্ন বৈশ্যের চাষ, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুশীদ অর্থাৎ তেজারতি এই কয়টি কার্য্য অধিক। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ এক জাতি। তাহার ও সত্য, অক্রোধ, শৌচ এবং কেহ কেহ বলেন আচমনার্থ হস্ত পদ প্রক্ষালন কেবল এই কয়টি কর্ম্ম কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধকর্ম্মে শূদ্রের অধিকার আছে, শূদ্র নিজ ভৃত্যদিগকে ভরণ পোষণ করিবে এবং নিজে দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধতন বর্ণ-ত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। তাহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের পুরাতন জুতা, ছাতি, বস্ত্র এবং কূর্চ্চ (জামা) ব্যবহার করিবে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। অথবা ইচ্ছামত যে কোন শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শূদ্র সেবার্থ যাহাকে আশ্রয় করিবে। বৃদ্ধাবস্থায় কর্ম্মে অক্ষম হইলে সেই ব্যক্তি ঐ শূদ্রকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রও আপনার প্রভুর হীনাবস্থা হইলে তাহাকে ভরণ করিবে, তাহার অর্থে প্রভুর অধিকার হইবে, প্রভু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সে অন্যান্য কর্ম্মও করিতে পারিবে, একমাত্র নমস্কারই তাহার মন্ত্র। কেহ কেহ বলেন শূদ্র স্বয়ং পাক যজ্ঞ করিতে পারে। বর্ণগণ আপনার আপনার ঊর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে সমুদায় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে সাম্য হয়।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা সকলের প্রভু। তিনি সর্ব্বদা লোকের হিত করিবেন, সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্য বলিবেন, বেদে এবং আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত হইবেন। পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও গুণবানের সহায় এবং অপায়জ্ঞ হইয়া সকল প্রজাতে সমদর্শী হইবেন। তাহাদের হিত করিবেন। সকলের উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজাকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয়েরা অধঃ স্থিত হইয়া উপাসনা করিবে, ব্রাহ্মণেরাও তাহাকে মান্য করিবে রাজা ন্যায় পূর্ব্বক। বর্ণাশ্রমচারীদিগের রক্ষা করিবেন এবং আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত বর্ণাশ্রমীদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মেরও অংশভাগী বলিয়া বিদিত। বিদ্বান্, কুলীন, বাগ্মী, রূপবান্, বয়স্থ, সুশীল, সর্ব্বদা ন্যায় পথাবলম্বী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন, তাহার অনুমোদিত কর্ম্মসকল করিবেন। ক্ষত্রতেজ, ব্রহ্মতেজ দ্বারা অনুগত হইলে বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় এবং কখনও ক্ষোভিত হয় না। ইহাও লোকে প্রসিদ্ধ দৈবোৎপাত চিন্তকেরা যে সকল কথা বলিবে তাহা আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, কেহ কেহ বলেন রাজার যোগক্ষেম ইহাদেরই অধীন। ঋত্বিকেরা অগ্নিশালায় রাজার শান্তি, পুণ্যাহ, স্বস্ত্যয়ন, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর এবং মঙ্গলপ্রদ কার্য্য এবং শত্রুদিগের পরাভব, বিনাশ এবং পীড়াজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। রাজা প্রজাদিগের বিবাদস্থলে বিচার করিয়া নির্ণয় করিবেন। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, উপবেদ, পুরাণ, শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম তাহার প্রমাণ। কৃষি, বাণিজ্য, পাশুপাল্য, তেজারতী এবং শিল্প ব্যবসায়ীদিগের স্ব স্ব শ্রেণীতে চিরপ্রসিদ্ধ প্রথাও প্রমাণ, তাহাদের নিকট হইতে অধিকার অনুসারে সংবাদ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের ব্যবস্থা, ন্যায় প্রাপ্তির নিমিত্ত উপায় স্থির করিবেন এবং তদনুসারে বিচার করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবেন। যদি বিচারে কোনরূপ সন্দেহাদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে বেদবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণগণের মত জানিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। এইরূপ করিলে রাজার মঙ্গল লাভ হয়। ব্রহ্মবীর্য্য ক্ষত্রিয়তেজের সহিত মিলিত হইয়া দেবলোক, পিতৃলোক, এবং মনুষ্যদিগকে যে ধারণ করিতেছে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দমনের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি। অতএব সর্ব্বদা দুষ্টদিগের দমন করিবেন। স্বধর্ম্মে নিরত বর্ণাশ্রমীগণ জীবনান্তে আপনার আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অনন্তর ভুক্তাবশিষ্ট ফলদ্বারা বিশিষ্ট দেশে, বিশিষ্ট জাতিতে, সৎকুলে, প্রশস্তরূপ, দীর্ঘ আয়ুঃ, বিদ্যা, সচ্চরিত্র, ধন, সুখ এবং মেধা-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। স্বধর্ম্মবিরুদ্ধাচারীরা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের রক্ষার্থ পণ্ডিতগণের উপদেশ এবং দণ্ড বিহিত হইয়াছে; অতএব রাজা এবং পণ্ডিত ইহারা উভয়েই কদাপি নিন্দনীয় নয়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গদ্বারা আঘাত করিবে রাজা তাহার সেই অঙ্গছেদ করিবেন। দ্বিজাতির স্ত্রীসংসর্গে তাহার লিঙ্গ ছেদের বিধান করিবেন। শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে, তাহার জীবন দণ্ড অবধি হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সিসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন। এবং বেদ মন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন। আসন, শয়ন, বাক্য এবং পথে যদি শূদ্র কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি) করিতে

ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবে। ক্ষত্রিয় যদি কোন ব্রাহ্মণের উপর আক্রোশ করে, তাহা হইলেও তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। এবং ক্রূর ব্যবহার করিলে উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য ব্রাহ্মণের উপর কোনরূপ ক্রূর ব্যবহার করিলে আড়াই-শতপণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপর তাদৃশ ব্যবহার করিলে, পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে এবং বৈশ্যের উপর ঐরূপ ব্যবহার করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না। যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশাদি করিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড হয়। শূদ্রের উপর আক্রোশাদি করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেইরূপ দণ্ড হইবে। শূদ্রের সুবর্ণ চৌর্য্য জন্য যে পাপ হয়, অপর বর্ণের ক্রমে ক্রমে তাহার দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়। পণ্ডিত ব্যক্তির অবমাননা করিলে সকলবর্ণের মনুষ্যেরই বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত। অল্পপরিমিত ফল, হরিদ্রা, ধান্য এবং শাক অজ্ঞাতে গ্রহণ করিলে পঞ্চকৃষ্ণলপরিমিত অর্থদণ্ড হইবে। পশুদ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে স্বামীর দোষ হয়, যদি ঐ পশু কাহাকে পালন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পালকের দোষ ঘটে। পথে বা অনাবৃত ক্ষেত্রে পশুর দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে যথাক্রমে স্বামী এবং ক্ষেত্রিকের দোষ হয়। গোরু কোন অনিষ্ট করিলে তাহার স্বামী পাঁচ মাষা দণ্ড দিবে, উষ্ট্র অনিষ্ট করিলে ছয় মাষা, গাধা অনিষ্ট করিলেও স্বামীর ছয় মাষা দণ্ড। অশ্ব এবং মহিষী দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে দশ মাষা দণ্ড দিবে, ছাগল এবং ভেড়া দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে প্রত্যেকের জন্য দুই দুই মাষা দণ্ড দিবে। সর্ব্ব বিনাশ ঘটিলে শত মাষা দণ্ড দিবে। বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও ঐরূপ দণ্ড দিবে, এবং ঐরূপ কার্য্যকারীর নিজের আবশ্যক বস্ত্র এবং ভোজনের অতিরিক্ত ধনও গ্রহণ করিবে। গোরুর জন্য তৃণ, অগ্নির জন্য কাষ্ঠ এবং লতা ও বৃক্ষ হইতে পুষ্প, এ সকল পরের হইলেও আপনার মত গ্রহণ করিবে। অনাবৃত স্থানের বৃক্ষ বা লতা হইতে ফলও গ্রহণ করিতে পারে। সুদ ন্যায্য মত বিংশতি ভাগের হিসাবে বাড়িতে পারে। কেহ কেহ বলেন যদি এক বৎসরের অধিক কালের জন্য না হয়, তবে প্রতি মাসে পাঁচ মাষা হিসাবে বাড়িবে। অধিক দিনের নিমিত্ত ঋণ হইলে সুদ আসলের দ্বিগুণ হইবে। আসল পরিশোধ করিয়া বন্ধকী বস্তু ছাড়াইলে আর সুদ বাড়িবে না, কিম্বা পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার সুদ বাড়িবে না। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে, ঋণকর্ত্তার শারীরিক পরিশ্রম বা বন্ধকী বস্তুর ভোগও সুদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। পশু, উপল অর্থাৎ মূল্যবান প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র, এবং শত বাহ্যবস্তুতে পাঁচ গুণের অধিক সুদ হইবে না। জড় এবং পোগণ্ডের ধন ব্যতীত অন্যের ধন যদি ধনস্বামীর সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে ভোক্তার অধিকার হইবে। এইরূপ শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিত, রাজন্য এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ ঐরূপ সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহাতেও ভোক্তার অধিকার হইবে না। পশু, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতি স্ত্রীর অত্যন্ত ভোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না। উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধ করিবে। কিন্তু পিতার জামিনী জন্য যদি কাহার নিকট ঋণ থাকে অথবা পিতার বাণিজ্যের জন্য যদি কিছু রাজকর দেয় থাকে, পিতার যদি মদের দোকানে বা দ্যূতকারদিগের নিকট কিছু দেনা থাকে এবং পিতার যদি কিছু রাজদণ্ড দেয় থাকে তাহা হইলে, পুত্র তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। নিধি, অন্বাদি যাচিত বস্তু, অবক্রীত এবং আধেয় এই সকল বস্তু বিনষ্ট হইলে কোন অনিন্দিত পুরুষই তাহা দিতে বাধ্য নহে। তবে ঐ পুরুষের অপরাধে যদি বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তাহা দিতে হইবে, যে ব্যক্তি আশীরতির অন্যূন সুবর্ণ চুরি করিয়াছে সে নিজ দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত আলুলায়িত কেশে মুষল গ্রহণ করিয়া রাজার নিকট গমন করিবে। রাজা তাহাকে সেই মুষল আঘাত করিলে তাহার বিনাশ হোক বা নাই হোক

সে নিষ্পাপ হইবে। রাজা আঘাত না করিলে পাপী হইবেন। ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই। ব্রাহ্মণ কোন পাপ করিলে, রাজা তাহার অধিকার-চ্যুতি, দোষের ঘোষণা, রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন এবং শরীরে তপ্ত লৌহাদি দ্বারা চিহ্ন করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ দণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে রাজার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চৌর্য্য কার্য্যে যে সহায়তা করিবে এবং যে জ্ঞান পূর্ব্বক সেই অন্যায় গৃহীত বস্তুর গ্রহণ করিবে, সে ব্যক্তি চৌর তুল্য হইবে। পুরুষের শক্তি এবং অপরাধের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে দণ্ডবিধান করিবে অথবা বেদজ্ঞেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেইরূপ দণ্ডবিধান করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিবাদস্থলে সাক্ষী দ্বারা কোন্‌টা মিথ্যা এবং কোন্‌টা সত্য, রাজা তাহার স্থির করিবেন। উভয় পক্ষেই নিজ কর্ম্মে অনিন্দিত, রাজার বিশ্বাস্যপক্ষপাত এবং দ্বেষশূন্য শূদ্র জাতীয়ও সাক্ষী হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা অনেক হওয়া আবশ্যক। অব্রাহ্মণের বাক্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কথায় আদর করিবে। সাক্ষীরা যদি সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরুদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ঐরূপ সাক্ষী যদি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়; তাহা হইলে সত্যকথা বলিবে, কারণ, সত্য কথা বলিলেই স্বর্গ এবং মিথ্যা কথায় নরক হয়। কাহারও কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে অননুরুদ্ধ ব্যক্তিরাও সাক্ষী দিতে পারে। প্রমত্ত ব্যক্তিও আপনার জন্য কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদিবার জন্য আবদ্ধ করিতে পারে। ধর্ম্মতন্ত্রের পীড়া অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন হইলে সাক্ষী সভ্য রাজা এবং কর্ত্তার পাপ হয়। অব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দান করিবে কেহ কেহ বা সত্যের উল্লেখ করিয়া সাক্ষ্য দিবে, দেবতার সমীপে অথবা রাজা বা ব্রাহ্মণের সভায় উঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। সাক্ষী যদি ক্ষুদ্র পশুর জন্য মিথ্যা বলে তাহা হইলে তাহার দশ পুরুষ নরকগামী হয়। গো, অশ্ব, পুরুষ এবং ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে যথাক্রমে শত, সহস্র, অযুত এবং লক্ষ পুরুষকে নরকগামী করা হয়, অথবা ভূমির জন্য মিথ্যা কথা বলিলে সকল প্রাণীর বধজন্য যে পাপ হয় তাহাই হইবে, এবং ভূমির হরণ করিলে নরক হয়। জলের জন্য মিথ্যা বলিলে ভূমির মত পাপ হয়, মৈথুনসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় ঐরূপ পাপ হয়, মধু এবং ঘৃতের জন্য মিথ্যা বলিলে পশুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ তাহা ঘটে; বস্ত্র, হিরণ্য, ধান্য এবং বেদ বিষয়ে মিথ্যা কথায় গোরুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ তাহাই ঘটে, যানবিষয়ে মিথ্যা কথায় অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় যে পাপ, তাহা হয়। সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিলে রাজা তাহার অর্থদণ্ড বা কায়িকদণ্ড করিবেন। যদি মিথ্যা কথা বলিলে কাহারও জীবন রক্ষা হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা কথায় কোন দোষ হইবে না। কিন্তু পাপিষ্ঠের জীবন রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিবে না। রাজা স্বয়ং অথবা প্রাড়্‌বিবাক অর্থাৎ শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণেরা বিচার কার্য্য করিবেন। প্রাড়্‌বিবাক মধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাত শূন্য হইবে। ধেনু, অনড়ুহ, স্ত্রী এবং গর্ভ ঘটিত অভিযোগে জামিন লইয়া একবৎসর প্রতীক্ষা করিবে, যাহা শীঘ্র না করিলে হানি হইবার সম্ভাবনা এইরূপ বিচার কার্য্য শীঘ্র করিবে। প্রাড়্‌বিবাকের নিকট সত্য কথা বলা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঋত্বিক্‌, দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারীদিগের দশরাত্র আর সপিণ্ডদিগের একাদশরাত্র শাব-অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্যদিগের অর্দ্ধমাস এবং শূদ্রের এক মাস শাব-অশৌচ হয়। এক শাব অশৌচের মধ্যে যদি অন্য এক শাব অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচের সঙ্গে সঙ্গে উহার শেষ হয়। পূর্ব্ব-অশৌচ যে দিন শেষ হইবে, তাহার ঐ রাত্রি শেষে যদি আর একটী ঐ অশৌচ

হয়, তবে দুইদিন বৃদ্ধি হয় আর যদি প্রভাতকালে হয়, তাহা হইলে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়। গো বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত ব্যক্তির মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। রাজার ক্রোধে, যুদ্ধে, প্রায়োপবেশনে, শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, জলমজ্জন, উদ্বন্ধন বা পতন দ্বারা বিনষ্ট ব্যক্তির অশৌচ নাই। সপ্তম অথবা পঞ্চমপুরুষে পিণ্ডনিবৃত্তি হয়, জননাশৌচেরও এইরূপ ব্যবস্থা। গর্ভস্রাব হইলে যত মাস গর্ভ, তত রাত্রি অশৌচ, মাতা পিতার বা কেবল মাতার হয়। দশ দিনের পর অশৌচ শ্রবণ করিলে তিন দিন অশৌচ হয়। অসপিণ্ডদিগের পাক্ষিক অশৌচ, এবং গুরুর শিষ্য মরণে পক্ষিণী। শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুতেও একাহ অশৌচ হয়। শবস্পর্শ করিলেও এক রাত্র অশৌচ হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচান্ন ভোজনে শূদ্র ও বৈশ্যের দশ রাত্র অশৌচ হইবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্ত্ত অবস্থায় অশৌচান্ন ভোজন করিলে দশ রাত্র অশৌচ হইবে। আচার্য্য, আচার্য্যপুত্র এবং আচার্য্যপত্নী যজমান এবং শিষ্যের মরণে তিনরাত্র অশৌচ। যদি হীনবর্ণ শ্রেষ্ঠবর্ণের শব স্পর্শ করে অথবা শ্রেষ্ঠবর্ণ হীনবর্ণের শব স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে বর্ণের শবস্পর্শ করিবে তাহার সেই বর্ণের বিহিত শাব-অশৌচ হইবে। পতিত, চণ্ডাল, সূতিকা, ঋতুমতী ও শবের স্পর্শে বা ঐ সকল স্পর্শকারীদিগের স্পর্শে সবস্ত্র জলমগ্ন হইলেই শুদ্ধি লাভ হয়। শবের অনুগমনেও ঐরূপ সবস্ত্র জলমগ্নে শুদ্ধ হইবে। কুক্কুরোচ্ছিষ্ট-স্পর্শ করিলেও ঐরূপে শুদ্ধি হয় ইহা কেহ কেহ বলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এক্ষণে শ্রাদ্ধের বিষয় বলা যাইতেছে, অমাবস্যায় পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। অপরপক্ষের পঞ্চমী প্রভৃতিতেও পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। শ্রাদ্ধবিহিত দ্রব্য, দেশ এবং ব্রাহ্মণের সমাগমেও শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধের যে কাল উক্ত হইয়াছে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিবে। শক্তি-অনুসারে অন্নের গুণ এবং সংস্কার করিবে। আপনার উৎসাহ অনুসারে নয়ের ন্যূন বেজোড় সংখ্যক শ্রোত্রিয়, বাক্যরূপ ব্যয় এবং শীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। কেহ কেহ বলেন যুবাদিগকে দান করিবে ঐ সকল ব্রাহ্মণকে পিতার মত বিবেচনা করিবে তাহাদিগের সহিত মিত্র কার্য্য করিবে না। পুত্র না থাকিলে, সপিণ্ড, মাতৃসপিণ্ড বা শিষ্যেরা শ্রাদ্ধ করিবে, শিষ্য না থাকিলে ঋত্বিক্ বা আচার্য্য শ্রাদ্ধ করিবে। তিল, মাষ, ব্রীহি, যব এবং উদক দানে পিতৃলোকের এক মাসকাল তৃপ্তি হয়। মৎস্য, হরিণ, রুরু, শশ, কূর্ম্ম, বরাহ এবং মেষমাংস দ্বারা সম্বৎসর তৃপ্তি হয়, গব্যদুগ্ধ এবং পায়সদ্বারা দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি হয়। বার্ধ্রীণস মাংস, কালশাক, কৃষ্ণছাগল এবং গণ্ডারের মাংস মধুমিশ্রিত করিয়া দান করিলে অনন্তকাল তৃপ্তি হয়। চোর, ক্লীব, পতিত, নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি, বীরহা, অগ্রেদিধিষুপতি, দিধিষুপতি, স্ত্রীযাজক, গ্রামযাজক, অজপালক, উৎসৃষ্টভোজী, অগ্নিভোজী, মদ্যপায়ী, কুচর্য্য কূটসাক্ষী, প্রতিহারী, এবং যাহার কোন উপপত্তি নাই এরূপ লোককে ভোজন করাইবে না। কুণ্ডান্নভোজী, সোমবিক্রয়ী, গৃহদাহী, বিষদায়ী, অবকীর্ণি গণিকাদাসী এবং অগম্যাগামী, হিংস্রক, পরিবিত্তি, পরিবেত্তৃ, পর্য্যাহিত, পর্য্যাধাতৃ, পরিত্যক্ত, আত্মদুর্ব্বল, কুনখি, শ্যাবদন্তী শ্বিত্রী পৌনর্ভব, কিতব, অভিশ্রেষ্য প্রাতিরূপক, শূদ্রাপতি, নিরাকৃতি, কিণাসী, কুসীদব্যবসায়ী, বণিক, শিল্পোপজীবি, ধনুর্ব্ব্যবসায়ী, বাদিত্র, তাল এবং নৃত্যগীতব্যবসায়ীদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। অনিচ্ছাপূর্ব্বক পিতা যাহাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেনা। কেহ কেহ সগোত্র এবং শিষ্যকেও ভোজন করাইবে না। সদ্যঃ শ্রাদ্ধকারী তিনের অধিক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। শূদ্রান্ন [illegible] হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে [illegible] এক মাস [illegible] পতিত হন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, শ্বাপদ, চণ্ডাল, কুক্কুর বা পতিতব্যক্তি দর্শন করিলে দুষ্ট হয়, এই নিমিত্ত [illegible]

ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধান্ন দান করিবে অথবা তিল দ্বারা বিকীর্ণ করিবে। পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণেরা উহার দোষ শান্তি করে, যে ষড়ঙ্গ জানে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, সামবেদ, ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ জ্ঞাত হয়, পথ্যাগ্নি রক্ষক, স্নাতক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবিৎ ধর্ম্মজ্ঞ ও বেদ অধ্যাপন করে তাহাকে পংক্তিপাবন বলে। হবনাদিকার্য্যেও এইরূপ দুর্ব্বলাদির পরিহার করিবে, কেহ কেহ বলেন কেবল শ্রাদ্ধে এই নিয়ম।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

বর্ষাকালে শ্রাবণাদি মাসে বা ভাদ্রমাসে বা দক্ষিণায়নের পাঁচ মাস নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া লোমত্যাগ্ করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। মাংস ভোজন করিবে না। দুই মাস বা ঐরূপ নিয়ম করিবে। দিবাকালে যদি বায়ু শব্দ করিয়া ধূলি হরণ করে এবং রাত্রিকালে বাণ, ভেরী মৃদঙ্গের শব্দ হয়, মেঘগর্জ্জন করে, এবং আর্ত্তনাদ শুনা যায়, এবং কুকুর, শৃগাল এবং গর্দ্দভ শব্দ করিলে, অকালে লোহিত বর্ণ ইন্দ্রধনু এবং অকালে কুজ্ঝটিকার দর্শন হইলে অধ্যয়ন করিবে না, মূত্র এবং মলত্যাগের সময় অধ্যয়ন করিবে না, কেহ কেহ বলেন সায়ং সন্ধ্যার সময় উদক বর্ষণ হইলেও অধ্যয়ন করিবে না। বল্মীক সন্তানে চন্দ্র এবং সূর্য্যের পরিধি দৃষ্ট হইলে অধ্যয়ন করিবে না। কোন কারণে ভীত হইয়া, যানারূঢ় হইয়া শয়ন করিয়া বা পা উচু করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। শ্মশান, গ্রামের অন্ত মহাপথ এবং অশৌচে অধ্যয়ন করিবে না, পূতিগন্ধযুক্ত স্থানে, শবযুক্ত স্থানে দিবাকীর্ত্তি এবং শূদ্র সন্নিধানে অধ্যয়ন করিবে না। সূতকে এবং উদ্গারেও অধ্যয়ন করিবে না সামবেদ শুনিতে পাইলে ঋক এবং যজুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করিবে না। অকালে নির্ঘাত ভূমিকম্প, রাহুদর্শন, উল্কাপত, মেঘবর্ষণ এবং বিদ্যুৎপাতে অধ্যয়ন করিবে না। অগ্নির প্রাদুর্ভাবেও অধ্যয়ন করিবে না, অবর্থা ঋতুতে বিদ্যুৎপাত হইলেও অধ্যয়ন করিবে না। শেষরাত্রের পর, ত্রিভাগের আদিতে পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উপস্থিত হইলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন উষাকালে বিদ্যুৎপাত হইলে অধ্যয়ন করিবে না। অপরাহ্ন প্রদোষে মেঘগর্জ্জন করিলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রে অর্দ্ধ রাত্রের পর, মেঘ গর্জ্জন হইলে অধ্যয়ন করিবে না এবং দিবার সূর্য্যোদয়ে মেঘগর্জ্জনে অধ্যয়ন নিষেধ। যে রাজার অধিকারে বাস তাহার মৃত্যুতেও অধ্যয়ন নিষেধ, বিদেশ হইতে আসিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাতেও অধ্যয়ন নিষেধ। প্রারব্ধ বেদের সমাপ্তি হইলে সে দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। ছর্দ্দি, শ্রাদ্ধ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ভোজনাদিতেও অধ্যয়ন করিবে না। অমাবস্যায় অহোরাত্র বা দিনদ্বয় অধ্যয়ন করিবে না। কার্ত্তিকী, ফাল্গুনী এবং আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে অধ্যয়ন করিবে না অষ্টকাত্রয়ে তিন রাত্র অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন শেষ অষ্টকামাত্র অধ্যয়ন করিবে না। ভোজনাদি উৎসবে অধ্যয়ন, করিবে না যাহা একবার অধীত হইয়াছে পুনরায় তাহার অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন, রাত্রিকালে চারমুহূর্ত্ত একেবারেই অধ্যয়ন করিবে না। নগরে অধ্যয়ন করিবে না। অকৃতান্ন শ্রাদ্ধির সংযোগে এবং যে পর্য্যন্ত অধীত বিদ্যার স্মরণ হয় সে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে না।

ষোড়শাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নিজ কর্ম্মে প্রশস্ত দ্বিজাতীয়দিগের গৃহে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবে এবং সকলের নিকট হইতেই পিতৃ, দেব এবং গুরুর কার্য্য ও ভৃত্যের ভরণের নিমিত্ত সকলের নিকট হইতেই অনিন্দনীয় উদক যবস, মূল, ফল, মধু, অভয় এবং অযাচিত হইয়া উপস্থিত অন্ন, শয্যা, আসন, যান, দুগ্ধ, দধি, ধান্য, মৎস্য, প্রিয়ঙ্গু, পুষ্প, দর্ভ এবং শাক গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ

যদি নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করেন, তবে শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন জাতির নিকট হইতে ঐসকল বস্তু গ্রহণ করিবে না। শূদ্র জাতির মধ্যে নিজের পশুপালক ও ক্ষেত্র-কর্ষক এবং কুলপরম্পরা বন্ধুভাবাপন্ন ও পিতার পরিচারক ইহাদের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। শিল্পী ভিন্ন বণিকের অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে। কেশ এবং কীট-সংস্পৃষ্ট অন্ন কখন ভোজন করিবে না। রজস্বলা-স্পৃষ্ট, পক্ষীর চরণদ্বারা খণ্ডিত, ভ্রূণঘ্নকর্তৃক অবলোকিত, গোকদ্বারা আঘ্রাত ভাব-দুষ্ট (অর্থাৎ যাহা দেখিলে মনের ভিতর একটা জঘন্য ভাবের উদয় হয় অথবা কোন কোন ঘৃণিত বস্তুর সহিত উপমিত), শুক্ত, ব্যঞ্জন বা উপকরণ-শূন্য, দধি-বর্জ্জিত, পুনর্ব্বার সিদ্ধ, এবং পর্য্যুষিত (বাসী বা কড়কড়), অন্ন ভোজন করিবে না। শাক হীন, এবং অভক্ষ্য স্নেহ, মাংস ও মধু ভোজন করিবে না। উৎসৃষ্ট অর্থাৎ পরিত্যক্ত অন্ন (পাতকুড়ান) পুংশ্চলী (বেশ্যা), অভিশস্ত (পাপকার্য্যহেতুক সমাজে ঘৃণিত) অনপদেশ্য (অকুলীন), রাজদণ্ডে দণ্ডিত তক্ষ (ছুতর) কদর্য্য (কৃপণ) বদ্ধ, চিকিৎসক, ব্যাধ, কারু অর্থাৎ শিল্পী, উচ্ছিষ্টভোজীগণ (সম্প্রদায়) শক্র এবং অপাংক্তেয় (যাহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন নিষিদ্ধ) ইহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। দুর্ব্বলের পূর্ব্বে ভোজন করিবে না। বৃথা অর্থাৎ অনিবেদিত এবং আচমন ও উত্থানহীন অন্ন ভোজন করিবে না। সম অর্থাৎ পবিত্র এবং বিষম অর্থাৎ অপবিত্র এই উভয়বিধ অন্ন একত্র করিবে না, * পূজা অর্থাৎ সংস্কার বিশেষ দ্বারা অনর্চিত অন্নও ভোজন করিবে না। গোক প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে তাহার দুগ্ধ পান করিবে না, অজা এবং মহিষীরও প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে দুগ্ধ পান করিবে না। মেষের দুগ্ধ কখনই পান করিবে না। উষ্ট্র এবং এক-শফ অর্থাৎ যাহাদের খুরের মধ্যস্থলে চেরা নাই, এইরূপ জন্তুরও দুগ্ধ পান করিবে না, সন্ধিনী অর্থাৎ গর্ভধারণ করিতে উৎসুক গোরুর দুগ্ধপান করিবে না এবং অনুসন্ধিনী অর্থাৎ যাহাদের গর্ভাধান করিতে ভালরূপ প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের দুগ্ধও পান করিবে না। বৎসহীন গোরুর দুগ্ধও পান করিবে না। শল্যক (সাজারু), শশ (খরগোশ), শ্বাবিধ (জন্তুবিশেষ), গোধা (গোসাপ), খড়্গ (গণ্ডার) এবং কচ্ছপ এতদ্ভিন্ন যে সকল জীবের পাঁচটি করিয়া নখ আছে তাহারা অভক্ষ্য (পঞ্চ নখের মধ্যে কেবল উপরি উক্ত পাঁচটি ভক্ষ্য) যে সকল জন্তুর দুপাটি দাঁত আছে, যাহাদের কেশ এবং লোম উভয়ই আছে যাহাদের খুরের মধ্য চেরা নয়, কলবিঙ্ক, প্লব, চক্রবাক, হংস, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, যাহাদের মাথা এবং পা লাল এরূপ জলচরপক্ষী, গ্রাম্য কুক্কুট, গ্রাম্যবরাহ, গোরু, অনডুহ (ষাঁড়), এসকলের মাংস ভক্ষণ করিবে না। অনিবেদিত বেদান্ন এবং বৃথা মাংসও ভক্ষণ করিবে না। কিসলয়, ক্যাকু (?) লশুন বৃক্ষের আটা এবং বৃক্ষচ্ছেদন করিলে যে লোহিতবর্ণ রস নির্গত হয়, তাহাও ভক্ষণ করিবে না। কাঠ্‌ঠোকরা, বক, টিট্টিভ, মান্ধাতৃ এবং রাত্রিচর পক্ষীসকল (পেচক প্রভৃতি) অভক্ষ্য। প্রতুদ, বিষ্কির, জালপাদ, অবিকৃত মৎস্য, ঐসকল পশু ধর্ম্মার্থ যাহাদের বধ বিহিত হইয়াছে, হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত মৃগাদি এবং যাহাদের কোনরূপ অপকারিতা দেখা যায় না অথবা যাহা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে এইরূপ জীবের মাংস যথাবিধি দেব এবং পিতৃ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* এ সম্বন্ধে মনুতে এইরূপ লেখা আছে কোন কালে দেবগণ কৃপণ শ্রোত্রিয় এবং বদান্য বার্দ্ধুষিক এই উভয়ের অন্ন সমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলেন, "তোমরা বিষম বস্তুকে সম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না। উভয়বিধ অন্ন পরস্পর সম নহে, কারণ বদান্য নিজে অপবিত্র হইলেও তাহার অন্ন অন্তরীণ শ্রদ্ধাদ্বারা পূত হয় এবং শ্রোত্রিয় নিজে পবিত্র হইলেও শ্রদ্ধা না থাকায় তাহার অতি অপবিত্র। বোধ হয় গৌতমও সেইরূপ কোন একটা কথা বলিয়াছেন। অনুবাদক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্ত্রী ধর্ম্ম কার্য্যেও স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীনা হইবে না, কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ তাহার অমতে কার্য্য করিবে না। স্বামীর (মৃত্যু হইলে) ঋতুকালে বাক্, চক্ষুঃ এবং কর্ম্মে সংযম করিয়া স্বামীর সহোদর দেবর হইতে সন্তান লাভ করিতে অভিলাষিণী হইবে। সেরূপ দেবর না থাকিলে যাহার সহিত পিণ্ড গোত্র অথবা ঋষি সম্বন্ধ আছে কিম্বা কেবল যোনি মাত্র সম্বন্ধ আছে এরূপ দেবর হইতে অপত্য উৎপাদন করিবে। যে সম্বন্ধে দেবর নয়, এরূপ লোক হইতে সন্তানোৎপাদন করিবে না এবং দেবর হইতেও দুইটির অধিক সন্তান উৎপাদন করিবে না। যদি কোনরূপ সত্ত্ব না থাকে তাহা হইলে ঐ সন্তান উৎপাদয়িতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি অপরে সন্তান উৎপন্ন করে তাহা হইলে ঐ সন্তান যাহার ক্ষেত্র তাহারই হয়, অথবা ক্ষেত্রস্বামী ও উৎপাদয়িতা এই উভয়েরই সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে, (বস্তুতঃ) যে ঐ সন্তানকে প্রতিপালন করিবে তাহারই সন্তান হইবে। স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে ছয়বৎসরকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সংবাদ পাইলে তাহার নিকট গমন করিবে, স্বামী যদি প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস করে, তাহা হইলে তাহার প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্তিও হইবে। ব্রাহ্মণের বিদ্যাসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও যদি ঐরূপ নিরুদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার কন্যাদান, অগ্নিরক্ষা এবং বিবাহ বিষয়ে বার বৎসর অবধি প্রতীক্ষা করিবেন, কেহ বলেন ছয় বৎসর মাত্র প্রতীক্ষা করিবে। (পিতা প্রভৃতি আত্মীয়কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে) কুমারী তিনটি ঋতু অতিক্রম করিয়া পিতৃদত্ত অলঙ্কার গুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কোন অনিন্দিত পাত্রের সহিত যুক্ত হইবে। ঋতু দর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান না করিলে কন্যার অভিভাবক পাপী হইবে। কেহ কেহ বলেন কন্যা নগ্নিকা অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই উহাকে প্রদান করিবে। বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা কোন ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত শূদ্র হইতেও দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে। অপর অপর কার্য্যের জন্যও বহু পশুসম্পন্ন শূদ্র, হীনকর্ম্মা শত গোর অধিপতি অনাহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ এবং সহস্র গোর স্বামী সোমপ হইতে ধনাদি গ্রহণ করিবে। সপ্তম বেলা অবধি ভোজন হইলে অহীনকর্ম্ম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভোজন গ্রহণ করিবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে সত্যকথা বলিবে। ধর্ম্মাচরণের বাধা হইলে রাজা বেদবিদ্ এবং সুশীল ব্রাহ্মণদিগের ভরণ-পোষণ করিবেন তাহা না করিলে তিনি পাপী হইবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

বর্ণ-ধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্ম উক্ত হইল। এক্ষণে যে কর্ম্ম করিলে পুরুষ পাপে লিপ্ত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অকথ্য কথন, বিহিত কার্য্যের অকরণ, প্রতিষিদ্ধ বস্তুর সেবন এই সকল পাপ কার্য্য; এই কার্য্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কি না তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, কারণ কর্ম্মের ক্ষয় নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পুনর্ব্বার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিলে পুনর্ব্বার সবন প্রাপ্ত হয়, এই বেদবাক্যদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করণীয় বলিয়া জানা যাইতেছে। ব্রাত্য ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ব্রহ্ম-হত্যা হইতে বিমুক্ত হয়। অগ্নিষ্টুতের দ্বারা অভিশস্যমানকে যজ্ঞ করাইবে, এই সকল বেদ বাক্য প্রমাণ। জপ, তপশ্চরণ, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ্, বেদান্ত, বেদসমূহের সংহিতাভাগ, মধুবাতাদি মন্ত্র, অঘমর্ষণমন্ত্র, অথর্ব্বশির উপনিষৎ, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত, রাজনরৌহিণ নামক সামগান, রথন্তরে পুরু-ষাগতি, মহানাম্নী, মহাবৈরাজ, মহাদিবকীর্ত্য

জ্যেষ্ঠ সামদিগের অন্যতম, মহিষ্যবমান, কুষ্মাণ্ড, পাবমানী সাবিত্রী এই সকলের অধ্যয়ন পাপীর পাপ মোচনার্থ কর্তব্য। পয়োমাত্র ভোজন, শাকমাত্র ভক্ষণ, ফলমাত্র ভক্ষণ, যবভোজন, হিরণ্যপ্রাশন, ঘৃতভোজন, সোমপান এই সকল কার্য্যদ্বারাও পাপ নাশ হয়। সমুদয় পর্ব্বত, সমুদয় স্রোতস্বতী, পুণ্যহ্রদ, তীর্থস্থান, ঋষিদিগের নিবাস, গোষ্ঠ এবং পরিস্কন্দ এই সকল পবিত্র দেশে গমন করিলেও পাপ নাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবচন, ত্রিসবনে উদকস্পর্শ, আর্দ্রবস্ত্রে ভূমিতে শয়ন এবং অনশন এই সকল কার্য্যের নাম তপশ্চর্য্যা। সুবর্ণ, গোক, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি, তিল, ঘৃত এবং অন্ন এই সকল বস্তুর দান করিবে। সম্বৎসর, ছয়মাস, চার মাস, তিন মাস, দুই মাস বা এক মাস অথবা চব্বিশ দিন, বারদিন, ছয়দিন, তিনদিন বা সমস্ত দিনরাত্র এই সকল প্রায়শ্চিত্তের কল। দেশভেদে উপরিউক্ত কার্য্যের মধ্যে যে কোন একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘুপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ এসকল প্রায়শ্চিত্ত।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশতিতম অধ্যায়।

পাপী সকল চৌষট্টি যাতনা স্থানে দুঃখ অনুভব করিয়া পরে বক্ষ্যমান লক্ষণান্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবধকারী গলৎকুষ্ঠ রোগযুক্ত হয়, মদ্যপায়ী শ্যাবদন্তবিশিষ্ট হয়, গুরুতল্পগামী পঙ্গু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুবর্ণাপহারী কুনখী হয়, বস্ত্রাপহারী ধবলরোগযুক্ত হয়, হিরণ্যহারী দক্রুরোগাক্রান্ত হয়, তৈজস বস্ত অপহারী সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডল হয়, স্নেহ বস্তু অপহারী ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়, ভোজ্যদ্রব্যঅপহারী অজীর্ণ রোগযুক্ত হয়, জ্ঞানাপহারী মূক হয়, গুরুঘাতী অপস্মার রোগগ্রস্ত হয়, গো-ঘাতক জন্মান্ধ এবং পিশুন অর্থাৎ লোঠেকা ব্যক্তি নাকপচা হয়। সূচক অর্থাৎ কানভাঙ্গানের মুখে সর্ব্বদা পচাগন্ধ নির্গত হয়। শূদ্রাধ্যাপক শ্বপাকজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ত্রপু সিস এবং চামরবিক্রেয়ী মদ্যপায়ী হয়, এক অভিন্ন খুরবিশিষ্ট জীববিক্রয়কারী মৃগব্যাধকুলে জন্মধারণ করে। কুণ্ডের অন্নভোজী ভৃত্য বা খানসামার বংশে জন্মে, নক্ষত্রজীবী, অর্ব্বুদী, নাস্তিক, রঙ্গোপজীবী অভক্ষ্যভক্ষী গণ্ডরী এবং বেদ এবং মনুষ্য তস্করের পথ প্রদর্শক ইহারা সকলে ষণ্ড (ক্লীব) হয় অথবা মৃতজীবী হয় কিম্বা গাণ্ডিক (নাগ রোগযুক্ত) হয়, চণ্ডালী পুক্সী অথবা গোরুর সহিত মৈথুনকারী ব্যক্তি মধুমেহ রোগ গ্রস্ত হয়। অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নীকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করে, যে মধ্যাট, সগোত্র এবং পণ্যস্ত্রীতে গমন করে, যে পিতা মাতা, ভগিনীতে গমন করে, তাহার গর্ভাবস্থা হইতেই কুচ্ছ, কুষ্ঠ, মত্ত, ব্যাধিযুক্ত, অঙ্গহীন, দরিদ্র, অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি, চণ্ড, পণ্ড, শৈলূষ, তস্কর, পরপুরুষের প্রেষ্য পরকর্ম্মকারী খর্ব্বাট, চক্রসঙ্কীর্ণাঙ্গ, ক্রূরকর্ম্মা হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্ত্যজ জাতিতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এবং উত্তম লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

রাজঘাতক, শূদ্রযাজক, বেদবিপ্লাবক এবং ভ্রূণহত্যাকারী পিতাকেও পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অন্ত্যাবসায়ি (নীচজাতীয় শূদ্রবিশেষ) দিগের সহিত অথবা অন্ত্যাবসায়িনীর সহিত অত্যন্ত সঙ্গ করিবে, তাহার প্রেতকার্য্যে বিদ্যাগুরু এবং যোনিসম্বন্ধে সম্বন্ধিগণ একত্র হইয়া তাহার জলবন্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিবে এবং তাহার মৃত্যু হইলে প্রেতকার্য্য করিবে না। তাহার পাত্রেরও বিপর্য্যয় হইবে। দাস অথবা ভৃত্য নগর হইতে অপবিত্র পাত্র আনিবে এবং দাসী দ্বারা ঘট পূর্ণ করাইয়া দক্ষিণামুখ হইয়া ঐ ব্যক্তি বিপর্য্যস্ত পদ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর আমরা অমুককে অনুদক করি

এই বলিয়া তাহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক সকলে অবালভন করিবে। বিদ্যা গুরু এবং যোনি-সম্বন্ধে সম্বন্ধি ব্যক্তিগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া আচমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। এইরূপ জলবন্ধ করিবার পর যদি কেহ অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত আলাপ করে, তবে, সে, একরাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এবং যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে তিন রাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ঐরূপ ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তবে, সে, শুদ্ধ হইলে একটি সুবর্ণময় পাত্র পুণ্যতম হ্রদ বা নদী হইতে পূর্ণ করে আনিয়া সেই জল তাহাকে স্পর্শ করাইবে। অনন্তর, তাহার হাতে সেই পাত্র দিয়া আবার উহা গ্রহণ করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত "শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর পাবমানী তরৎসমন্দী এবং কুষ্মাণ্ডী মন্ত্র পাঠ করত ঘৃত দ্বারা হবন করিবে, অথবা ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে এবং আচার্য্যকে গো দান করিবে। যাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, সে, সেই রূপ প্রায়শ্চিত্ত করত প্রাণত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, তাহার মরণের পর সমুদয় প্রেতকৃত্য যথানিয়মে করিবে। সকল প্রকার উপপাতকে এইরূপ শান্ত্যুদক বিহিত জানিবে।

একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী (গুরুপত্নীর সহিত ব্যভিচারকারী), মাতা বা পিতৃপক্ষীয় যোনিসম্বন্ধে কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারকারী, নাস্তিক, নিন্দিত-কর্ম্মচারী, পতিত সংসর্গী এবং অপতিত ত্যাগী ইহারা সকলেই পতিত। ইহাদের সহিত যাহারা একবৎসর কাল সংসর্গ করে, তাহারাও পাতকী হয়। পতন শব্দের অর্থ দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অনধিকার এবং পরলোকে অগতি কেহ কেহ বলেন, নরকের নামই পতন। উক্ত পাপকর কার্য্যের মধ্যে মনু প্রথম তিনটি স্ত্রী বিষয়ে নির্দ্দেশ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গুরুতল্পগ না হইয়াও যদি কেহ ভ্রূণহত্যা করে, তবে, সেও পতিত হয়। আপনা অপেক্ষা হীন বর্ণ সেবা করিলে স্ত্রী পতিত হয়। মিথ্যা-সাক্ষ্য, রাজার খলতা এবং গুরুর নিকট মিথ্যা-কথন এই সকল কার্য্য মহাপাতক তুল্য। অপাঙ্‌ক্তেয়দিগের মধ্যে গোঘাতক বেদ-ত্যাগী, বেদমন্ত্রব্যবহার-রহিত, অবকীর্ণ এবং পতিত সাবিত্রী ইহারা উপপাতকী যে ঋত্বিক্ এবং আচার্য্য ঐ সকল ব্যক্তির পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপনা করিবেন এবং কোনরূপ পতন-কারী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা সমাজে হেয় হইবেন। এবং কার্য্যবিশেষে তাঁহারা হেয় না হইয়া তাঁহারা পতিত হই-বেন। কেহ কেহ বলেন, উক্ত রূপ পাপীর দান গ্রহণকারীও পতিত হয়। কোন স্থলেই মাতাপিতার দোষ হয় না, তবে, পাপী কখন মাতা বা পিতার দ্বারা আগত সম্পত্তিতে অধি-কারী হয় না। কোন ব্রাহ্মণকে অভিশস্ত (সমাজে কলঙ্কিত) করিলেও উক্তরূপ পাপ হয়। বিশেষ সম্পূর্ণরূপে পাপশূন্য ব্রাহ্মণকে সমাজে কলঙ্কিত করিলে উহার দ্বিগুণ পাপ হয়। কোন বলবানূকর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়া দেখিয়া যদি প্রতীকার সমর্থ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও ঐরূপ গুরুতর পাপ হয়। বলপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিয়া অপমান করিলে, একশত বৎ-সর নরকভোগ হয়, পীড়া দিলে সহস্র বৎসর এবং রক্তপাত করিলে সেই রক্ত নিবারণ করিতে ব্রাহ্মণ যতগুলি ধূলি লইয়া ক্ষত স্থানে অর্পণ করিবেন, তত বৎসর নরক হইবে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক নিজের শরীর কোনরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া তিনবার অগ্নিতে প্রবেশ করিবে অথবা যুদ্ধস্থলে আপনাকে শস্ত্র-ধারী পুরুষের লক্ষ্য করিবে অথবা খট্টাঙ্গ এবং

মানুষের মাথার খুলি হাতে করিয়া ব্রহ্মচারী বেশে আপনার পাপকর্ম্মের ঘোষণা করত দ্বাদশ বৎসর ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। আর্য্যব্যক্তির দর্শনপথ হইতে অপসৃত হইবে। ব্রহ্মঘাতক যথারীতি স্নান আসন করত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই তিন কাল উদকস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হইবে। অথবা কোন ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলে যদি সেই অপহৃত ধন প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত তিন বার অপহর্ত্তার সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে অপহৃত ধন প্রত্যাহৃত হৌক বা না হৌক ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা সেই ধনের শোকে ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যদি তৎপরিমিত ধন দান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপের নিবৃত্তি হয়। রাজা যদি ব্রহ্মবধ করেন তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবভৃথ স্নান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন অথবা অপর কোন কোন যজ্ঞে অগ্নিষ্টুৎ কার্য্য অবধির অনুষ্ঠান করিবেন। ঋতুমতী ও অবিজ্ঞাত গর্ভ অর্থাৎ যে গর্ভে স্ত্রী, বা পুরুষ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় নাই এরূপ গর্ভ বিনাশ করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বধ করিলে ছয় বৎসর রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং একটী ঋষভের সহিত এক সহস্র ধেনু দান করিবে। বৈশ্য বধ করিলে তিন বৎসর উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং ঋষভের সহিত একশত ধেনু দান করিবে, আর শূদ্র বধ করিলে একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য এবং একটী ঋষভের সহিত দশটি ধেনু প্রদান করিবে। অনৃতুমতী এবং গোক বধ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ—মণ্ডুক নকুল কাক এবং বিবদহর বিল ও দহর (?) মুষিকা (স্ত্রী ইন্দুর) বধ করিয়া বৈশ্য বধের মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সহস্র সংখ্যক অস্থিযুক্ত প্রাণি কৃকলাসাদির বধ করিয়া এক গাড়ী পূর্ণ অস্থি-শূন্য প্রাণী ছারপোকা, উকুন প্রভৃতির বিনাশ করিয়া বৈশ্যবধের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অথবা এক একটী অস্থিমৎ জীবের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু দান করিবে। ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে পলাল ভার, সীসা এবং মাষকলাই দান করিবে। বরাহ হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণকে এক কলসী ঘৃত দান করিবে, সর্প বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে লৌহ যষ্টি দান করিবে। ব্রহ্মবন্ধু স্ত্রী বধ করিয়া একটী জীব দান করিবে বেশজীবীকে বধ করিলে কিছুই করিতে হইবে না। শয্যা, অন্ন এবং ধনলাভের নিমিত্ত হত্যা করিলে উহাদের একটির জন্য দুই দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে, কোন পরদারাসক্ত ব্যক্তিকে বধ করিলে তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। শ্রোত্রিয়ের দ্রব্য কুড়িয়া পাইলে উহা পরিত্যাগ করিবে বা যাহার বস্তু তাহার নিকট পৌঁছিয়া দিবে। প্রতিষিদ্ধ মন্ত্রের সংযোগে যদি সহস্র কথা উচ্চারিত হয়, তবে অগ্ন্যুৎসাদি ও নিরাকৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সকল উপপাতকে ও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে ঘরের মধ্যে আটকাইয়া রেখে ভোজনমাত্র দান করিবে। অমানুষীর মধ্যে গোভিন্ন অপর পশুর স্ত্রী ঘটিত কোনরূপ পাপ হইলে কুষ্মাণ্ড মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা হবন করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিঃক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে উহার পাপক্ষয় হয়। যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক মদ্য পান করে, তাহা হইলে তিন দিন করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, উদক এবং বায়ু ভোজন করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার যথাশাস্ত্র উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। মূত্র, পুরীষ এবং রেতঃ ভক্ষণ করিয়া, শ্বাপদ, উষ্ট্র, এবং গর্দ্দভ, গ্রাম্য কুক্কুট এবং গ্রাম্য শূকরের মাংসাদি ভোজন করিয়া এবং মদ্যপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃত ভোজন করিয়া প্রাণায়াম করিবে, পূর্ব্বোক্ত শ্বাপদগণ দ্বারা দষ্ট বস্তুর ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গুরুতল্পগামী উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করিবে।

অথবা জলন্ত শূর্ম্মির আলিঙ্গন করিবে অথবা বৃষণের সহিত লিঙ্গ উৎপাটন করিয়া অঞ্জলির মধ্যে উহা রাখিয়া যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয় সে পর্য্যন্ত নৈর্ঋত কোণে বরাবর সোজা যাইবে। এইরূপে মৃত্যু হইলে তাহার পাপ নিবৃত্তি হইবে। বন্ধু, একবংশসম্ভূত, সগোত্র এবং শিষ্যের ভার্য্যা পুত্রবধূ এবং ধেনুতে গমন করিয়া গুরুতল্প গমনের সমান প্রায়শ্চিত্তও করিবে। কেহ কেহ বলেন অবকীর্ণির মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কোন উত্তম বর্ণের স্ত্রী অধমবর্ণের পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে প্রকাশ্যভাবে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে অথবা তাদৃশ উত্তম বর্ণের স্ত্রী দূষণকারী পুরুষকে কুক্কুর দ্বারা ভোজন করাইবে। অবকীর্ণি অর্থাৎ স্খলিতব্রত গর্দ্দভবলি দ্বারা চতুষ্পথে নির্ঋতির পূজা করিবে। পরে ঐ গর্দ্দভের চর্ম্ম এবং ঊর্দ্ধাঙ্গের লোম পরিধান করিয়া একটি রক্তবর্ণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আপনার কর্ম্ম ব্যক্ত করত প্রত্যহ সাত জনের বাটীতে ভিক্ষা করিবে। এক বৎসর এইরূপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ভয়, রোগ এবং সুপ্তাবস্থায় রেতঃপাত হইলে সপ্ত রাত্র অগ্নীন্ধন ভিক্ষাচরণ করিয়া পরে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে অথবা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃ স্খলন করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মচারী হইলে সূর্য্য উদিত হইলে দণ্ডায়মান হইবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া ভোজন করিবে এবং সূর্য্যাস্ত হইলে সমস্ত রাত্রি গায়ত্রী জপ করিবে। অশুচি বস্তু দেখিয়া প্রাণায়াম করিয়া আদিত্য দর্শন করিবে। অভোজ্য ভোজন বা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করিয়া উদর হইতে সমুদায় পুরীষ নির্গত করিয়া তিন রাত্র ভোজন করিবে না; অথবা চেষ্টাশূন্য হইয়া স্বয়ং পতিত ফল অপর কোন পক্ষ নখ জীবের গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কুড়াইয়া ভোজন করিবে। বমন করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। কাহারও প্রতি আক্রোশ মিথ্যা ব্যবহার বা হিংসা করিয়া তিন দিন কঠোর তপস্যা করিবে এবং অসত্য বাক্য বলিয়া বারুণী পাবমানী মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে।

বিবাহ যোজন এবং স্ত্রী পুরুষের সংযোগে মিথ্যা বলায় দোষ নাই ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু গুরুর কার্য্যে কখনই মিথ্যা কথা বলিবে না। কারণ গুরুর সম্মুখে সামান্য বিষয়েও মিথ্যা কথা বলিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সাতপুরুষকে এবং পরবর্ত্তী সাতপুরুষকে নরকগামী করা হয়। অন্ত্যাবসায়ীর স্ত্রী গমন করিয়া একবৎসর কৃচ্ছ্রব্রত করিবে যদি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করে তাহা হইলে দ্বাদশ রাত্র ঐরূপ কার্য্য করিবে। ঋতুমতী গমন করিয়া ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

লোকে যাহার পাপের প্রসিদ্ধি নাই সে অতি গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, যে বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ সেইরূপ বস্তুর প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া অথবা প্রতিগ্রহ করিয়া জলে অবস্থান করিয়া "তরৎ সমন্দী" এই চারটি ঋক্‌পাঠ করিবে, অভোজ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে, ভূমিদান করিবে, ঋতুমধ্যে স্ত্রী গমন করিলে জলস্পর্শ (স্নান) করিলেই শুদ্ধি হয়, কেহ কেহ বলেন দশরাত্র পরে ব্রত অর্থাৎ দুগ্ধমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, অথবা দুই রাত্র ঘৃত ভোজন করিবে কিম্বা তিন রাত্রি জলমাত্র ভোজন করিবে, দিবার আদিতে এক ভক্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া লোম, নখ, ত্বক্, মাংস, শোণিত স্নায়ু, অস্থি এবং আপনার মুখে এবং মৃত্যুর আস্যে হোমকরি এই বলিয়া হোম করিবে সকল ভ্রূণ হত্যা কারীরই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। অন্যেরা এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং গুরুতল্প গমনে অগ্নে ত্বং পারয় এই মন্ত্র বলিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে অথবা কুষ্মাণ্ড মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতদ্বারা হোম করিবে অথবা পূর্ব্বোক্ত ব্রত ধারণ করিবে অথবা বহুবার প্রাণায়াম করে স্নান করিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্রের জপ করিবে। উহা অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথের সমান শুদ্ধি কারক। অথবা সহস্র বার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

জলের মধ্যে অথবা ত্রিরাবৃত্তি করিয়া অঘমর্ষণ জপ করিয়া আপনাকে পবিত্র করিবে ইহাতেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

অবকীর্ণির ব্রত স্খলিত হইলে কোন্ অংশ কোথায় প্রবেশ করে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—তাহার প্রাণ মরুতে প্রবেশ করে, বল ইন্দ্রে প্রবেশ করে, ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মতেজ) বৃহস্পতিতে প্রবেশ করে এবং অপর সকল অংশ অগ্নিতে প্রবেশ করে; এই নিমিত্ত সে অমাবস্যার রাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবে। কামবশত আমি অবকীর্ণি হইয়াছি অবকীর্ণি হইয়াছি কাম কামায় স্বাহা। আমি কামাভিমুগ্ধ হইয়াছি অভিমুগ্ধ হইয়াছি কাম কামায় স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সমিৎ রাখিয়া তাহার উপর অভ্যুক্ষণ করিয়া যজ্ঞ স্থান নির্ম্মাণ করে তাহার সমীপে গমন করিবে তাহার পর সন্মাসিঞ্চতু এই ঋক্ তিন বার পাঠ করিবে ত্রয়োইমেলোকা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক লোকের কর্ম্ম এবং অধিকারে পবিত্র হইবে এইরূপ হোম করিবে, এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে পরে একটি গোরু দক্ষিণা দিবে। অনার্জ্জব এবং পৈশুন ব্যবহার এবং প্রতিষিদ্ধ আচার এবং অভোজ্য ভোজন করিয়া এইরূপই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক শূদ্রার যোনিতে রেতঃপাত করিয়া অথবা অন্য কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বারুণী মন্ত্রদ্বারা অথবা অন্য কোন পবিত্র মন্ত্র দ্বারা জল স্পর্শ করিবে; বাক্য এবং মনের কোন রূপ প্রতিষিদ্ধ আচার হইলে পাঁচমহাব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক প্রাতঃকালে সর্ব্বাম্বাপোবাচামে দহশ্চ আদিত্যাশ্চ পুনাতু স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং সায়ংকালে রাত্রিশ্চ মাবরুণশ্চ পুনাতু স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা দেবকৃতাস্য এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আটটি সমিধ দ্বারা হবন করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

একণে কৃচ্ছ্রব্রতসমূহ বিষয়ে বলিতেছি, প্রাতঃকালে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন করিয়া তিন রাত্র আর কিছুই ভোজন করিবে না, পরে তিন দিন নক্তব্রত করিবে, তাহার পর তিন দিন অযাচিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ কাহারও নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিবে না; অনন্তর তিন দিন উপবাস করিবে। দিনের বেলা দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে এবং রাত্রিকালে উপবেশন করিবে। অতি অল্পের মধ্যেই কামনা পূর্ণ করিবে এবং সত্য কথা বলিবে, অনার্য্যদিগের সহিত আলাপ করিবে না, নিত্য রুরু বা যৌধ চর্ম্ম ব্যবহার করিবে, প্রত্যেক সবনে 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া উদক স্পর্শ করিবে; তাহার পর হমায়, মহমায় ইত্যাদি এবং পিণাকহস্তায় নমোনম ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জল দ্বারা তর্পণ করিবে। ইহাই সূর্য্যোপস্থান এবং ইহারাই ঘৃতাহুতির মন্ত্র। দ্বাদশ রাত্রের অন্তে চরুপাক করিয়া উহাদ্বারা নিম্নলিখিত দেবতাদিগের হোম করিবে; হোমের মন্ত্র অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, ইত্যাদি স্বিষ্টিকৃত এই পর্য্যন্ত। তাহার পর ব্রাহ্মণ তর্পণ করিবে ইহা দ্বারা অতি কৃচ্ছ্রের বিষয়ও বলা হইল। একবার প্রযত্ন দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাই ভোজন করিবে তৃতীয় কৃচ্ছ্র—জল ভক্ষণ, উহা কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র। প্রথমোক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, শুচি পবিত্র ও কর্ম্মের যোগ্য হয়, দ্বিতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মহাপাতক ব্যতিরিক্ত অপর সকলপাপ হইতে মুক্ত হয়, তৃতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয় এই তিন প্রকার কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সকল বেদ অধ্যয়নের পর স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, সেইরূপ পুণ্য হয় এবং যে ইহা জানে সে সমুদয় দেবকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

এক্ষণে চান্দ্রায়ণের বিষয় বলা হইতেছে। চান্দ্রায়ণের নিয়ম উক্ত হইযাছে কৃচ্ছে মস্তক-মুণ্ডনরূপ ব্রত করিবে এবং পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিবস উপবাস করিবে। আপ্যায়স্ব সন্তে-পয়াংসি নবোনব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তর্পণ, আজ্যহোম, হবের্র অনুমন্ত্রণ এবং চন্দ্রের উপস্থান করিবে, 'যদ্দেবাদেবহেড়নং' ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে তাহার পর দেব কৃতার্থ এই মন্ত্রদ্বারা অন্তে সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব স্তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীরূপং গিরৌ-জস্তেজঃ পুরুষ ধর্ম্ম শিবঃ শিব এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রাসকে সংস্কৃত করিবে তাহার পর মনে মনে নমঃ স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গ্রাসের প্রমাণ এইরূপ করিবে যে অনায়াসে মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। চরু, ভৈক্ষ, শক্তু, কণ, যাবক, শাক, দুগ্ধ, ঘৃত, মূল, ফল এবং জল এবং হবিঃ এই সকল দ্রব্য দ্বারা গ্রাস প্রস্তুত করিবে ইহা-দের পরে পরে উল্লিখিত বস্তুই প্রশস্ত। পূর্ণি-মাতে ঐরূপ পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিয়া তাহার পর এক পক্ষ এক একটি করে কমাইয়া ভোজন করিবে এবং অমাবস্যাতে উপবাস করিয়া এক পক্ষ এক একটি গ্রাস বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কেহ কেহ ইহাও বলেন এক মাসে এই চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এক মাস চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পাপ শূন্য হয় সকল পাপ নষ্ট হয়। দুই মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে আপনার পূর্ব্ব-বর্ত্তী দশজন পরবর্ত্তী দশজন ও আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করিবে এবং পঙ্‌ক্তিকে পবিত্রকরিবে এক বৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। পিতার জীবিত অবস্থায় যদি মাতার রজোনিবৃত্তি হয় এবং পিতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও পুত্রেরা পৈতৃক ধনের বিভাগ করিতে পারে, পিতা ইচ্ছা করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ধন দান করিয়া অপর পুত্রদিগকে কেবল ভরণপোষণের উপযোগী ধন দান করিতে পারেন। পূর্ব্ব-মত বিভাগ করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠের বিংশভাগ, দাস দাসী, দুপাটি দাঁতযুক্ত পশু, রথ, এবং গোবৃষ হইবে; কাণ, খোঁড়, কূট এবং বণ্ড পশু মধ্যমের হইবে যদি অনেক মেষ থাকে তাহা হইলে কনিষ্ঠের অংশে একটি মেষ, ধান্য লৌহ, শকট গৃহ এবং একটি করিয়া চতুষ্পদ জীব মিলিবে আর সমুদয় ধন সমান অংশে বিভক্ত হইবে, কিম্বা জ্যেষ্ঠকে উহাদের দুই অংশ দিবে আর সকলে এক এক অংশ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে এক একটি অংশ অধিক পাইবে, জ্যেষ্ঠ পশুর দশ ভাগ, একটি অনেক শফ এবং একটি বৃষ অধিক পাইবে। জ্যেষ্ঠের পুত্র বৃষের ষোড়শ ভাগ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠের পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ-পুত্রের সমান অংশ হইবে। অথবা মাতৃভেদে ভ্রাতাদিগের বিশেষ বিশেষ অংশ হইবে। অপুত্র পিতা অগ্নি এবং প্রজাপতির যজ্ঞ করিয়া ইহার পুত্র আমার পুত্র হইবে এই বলিয়া পুত্রিকা দান করিবে। কেহ বলেন ঐরূপ অভিসন্ধি মাত্র থাকিলেও পুত্রিকা দান হইতে পারে। এই কন্যা পুত্রিকা কিনা এইরূপ সংশয় থাকায় অভ্রাতৃকা কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হই-য়াছে। যাহাদের সহিত পিণ্ড, গোত্র এবং ঋষিসম্বন্ধ থাকিবে তাহারাও ধনভাগী হইবে, অনপত্যের ধন স্ত্রীর হইবে। অথবা দেবরবতী স্ত্রী অনপত্যের পুত্র কামনা করিবে দেবর ভিন্ন অন্য হইতে উৎপন্ন অপত্য ধন-ভাগী হইবে। অবিবাহিত এবং অপ্রতিষ্ঠিত কন্যারা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইবে। ভগিনী বিবাহে শুল্ক লব্ধ ধন মাতার মৃত্যুর পর সহোদরদিগের হইবে, কেহ কেহ বলেন মাতার জীবিতাবস্থাতেই অধিকারী হইবে, মৃত ব্যক্তির ধন প্রথমে সংসৃষ্ট অর্থাৎ একান্ন-ভুক্তদিগের মধ্যে বিভক্ত হইবে। সংসৃষ্ট

ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংসৃষ্টী জেষ্ঠের ধনভাগী হইবে, বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে সে কেবল পৈতৃকধনের অংশ লাভ করিবে। সংসৃষ্টভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন বৈদ্য হয় এবং অপরে অবৈদ্য হয় বৈদ্য নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ এই সকল প্রকার পুত্রই পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে। কানীন, সহোঢ, পৌনর্ভব, পুত্রিকাপুত্র, স্বয়ংদত্ত এবং ক্রীত পুত্রেরা কেবল পিতার গোত্রভাগী হয়, তবে ঔরসাদি পুত্র না থাকিলে পৈতৃকধনের চতুর্থাংশভাগী হয়। ব্রাহ্মণের যদি রাজন্যাগর্ভজাত পুত্র জ্যেষ্ঠ এবং গুণবান হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী পুত্রের সহিত তুল্যাংশ ভাগী হইবে, অন্যরূপ হইলে জ্যেষ্ঠাংশ পাইবে না। কোন ব্রাহ্মণ ধনীর যদি একটি রাজন্যাগর্ভজাত এবং আর একটি বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র থাকে তাহা হইলে রাজন্যাগর্ভজাত পুত্রের সেইরূপ অংশ হইবে যেমন ব্রাহ্মণী পুত্র এবং রাজন্যাপুত্র থাকিলে ব্রাহ্মণীপুত্রের হইত। যদি কোন ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র থাকে এবং অন্য কোন প্রকার পুত্র না থাকে তাহা হইলে ঐ পুত্র যদি পিতার শুশ্রূষা করে তাহা হইলে শিষ্যের নিয়মে ধনভাগী হইবে। কোন ধনীর সবর্ণা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্র যদি অন্যায়বৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ বলে সে পৈতৃক ধনে অংশভাগী হইবে না। অনপত্য ব্রাহ্মণের ধনে শ্রোত্রিয়ের অধিকার হইবে, অনপত্য অন্য বর্ণের ধনে রাজা অধিকারী। জড় এবং ক্লীবদিগের ভরণপোষণ করিবে। জড়ের পুত্রের অংশ শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রের মত হইবে। উদক, যোগক্ষেম এবং কৃতান্ন ইহাতে বিভাগ নাই এবং দাসীরও বিভাগ নাই। কোন অজ্ঞাত বিষয়ে বক্ষ্যমান লোভশূন্য যুক্তিমান্ অন্যূন দশজন শিষ্ট দ্বারা মীমাংসা করাইবে চার বেদজ্ঞ চার জন (৪) ব্রহ্মচর্য্যগার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এইতিন প্রকার আশ্রমীর মধ্যে এক একজন সচ্চরিত্র (৩) এবং পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মজ্ঞ তিনজন (৩) (৪+৩+৩=১০) এই দশ জনের নাম পরিষদ্ বলে। ঐরূপ পরিষদের অভাব হইলে বেদজ্ঞ শিষ্ট শ্রোত্রিয় বিবাদ বিষয়ে যেরূপ মীমাংসা করিবেন সেইরূপ করিবে, কারণ সেরূপ ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণীর অযথা হিংসা বা অনুগ্রহের সম্ভব নাই। ধর্ম্মিবিশেষে ধর্ম্মবিৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন; জ্ঞান অভিনিবেশ দ্বারাই ধর্ম্ম হয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গৌতম-সংহিতা সমাপ্ত।

শাতাতপ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকী মনুষ্যগণের নরকভোগ অবসানে জন্মান্তরে সেই সেই পাপসূচক চিহ্নযুক্ত শরীর হয়। যত দিবস প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, সেই পাপ-সূচিত চিহ্ন প্রতিজন্মে প্রকাশ পাইবে,প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর এবং পাপকারী যদ্যপি অনুতাপ করে,তাহা হইলে ঐ চিহ্ন সমস্ত পুনর্জ্জন্মান্তরে প্রকাশ পায় না। মহাপাতক পাপের চিহ্ন সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, উপপাতক পাপজ চিহ্ন পঞ্চজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় অনুপাতক পাপজ চিহ্ন তিন জন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। মনুষ্যগণের দুষ্কর্ম্মজাত রোগ সমস্ত প্রতীকার বিধান দ্বারা শান্তিপ্রাপ্ত হয়। জপ, দেবপূজা, হোম এবং দান এই সকল কার্য্য দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হয়। পূর্ব্বজন্মের যে পাপ, নরকভোগান্ত ব্যাধিরূপে পাপিগণকে পীড়িত করে, তাহার প্রতীকারের উপায় জপ প্রভৃতি কার্য্য জানিবা। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাশ, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত এবং অক্ষিদ্বয়ের বিনাশ ইত্যাদি রোগ সমস্ত মহাপাতক পাপের চিহ্ন সকল জানিবা। জলোদর, যকৃৎ, প্লীহামধ্যে শূল, ব্রণ, ক্ষুদ্রশ্বাস, বহুদিন স্থায়ী অজীর্ণ, জর, ছর্দ্দি, চিত্তভ্রান্তি, মধ্যে মোহপ্রাপ্তি, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ এবং বিসর্প প্রভৃতি রোগ সমূহ উপপাতক পাপ হইতে জাত হয়। দণ্ডাপাতনক, গাত্রে চক্রাকার চিত্র বিচিত্র চিহ্ন, শারীরিক কম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্মীক এবং পুণ্ডরীক প্রভৃতি রোগ সমস্ত অনুপাতক পাপ হইতে উৎপন্ন, অর্শ (বহু অঙ্গব্যাপি শ্বিত্র গলৎকুষ্ঠ) প্রভৃতি রোগ অতিপাতক পাপ হইতে উৎপন্ন। অন্য প্রকার বহুরোগ পাপসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকল পাপের নিদান এবং প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ উক্ত হইতেছে। সেই সকল মহাপাতকাদি পাপ বিষয়ে বিহিত গোদান প্রভৃতি কার্য্যসমূহে, সাধারণ নিয়ম যাহা, তাহা উক্ত হইতেছে। যে স্থলে গোদান বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। যে স্থলে বৃষ দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে সুলক্ষণযুক্ত শুক্ল বস্ত্র এবং কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিয়া বৃষভ দান করিবে, যে স্থলে ভূমি দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে দ্বিজগণকে দশ নিবর্ত্তন পরিমিত ভূমি দান করিবে। দশ হস্ত-পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড পরিমাণের নিবর্ত্তন সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিনশত হস্ত পরিমিত ভূমি নিবর্ত্তন জানিবে) দশ নিবর্ত্তন পরিমিত ভূমির গোচর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিন সহস্র পরিমিতি ভূমী গোচর্ম্ম) গোচর্ম্ম পরিমিত ভূমী দান করিয়া স্বর্গে বাস করে। যে স্থলে শত নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে শতনিষ্কের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, অথবা শত নিষ্কের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, যে স্থলে অশ্ব দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে অচঞ্চল মধুর মূর্ত্তি সমস্ত আভরণাদির সহিত অশ্ব দান করিবে। যে স্থলে মহিষ দান উক্ত হইয়াছে,

সে স্থলে সুবর্ণের অস্ত্রশস্ত্র সংযুক্ত করিয়া মহিষ দান করিবে, মহাদান স্থলে সুবর্ণ ফলকসংযুক্ত হস্তী দান করিবে। দেবতা পূজা বিহিত হইলে লক্ষ্যসংখ্যক উত্তম পুষ্প প্রদান করিবে, দ্বিজ ভোজন বিহিত হইলে, সহস্রসংখ্যক দ্বিজগণকে মিষ্টান্ন প্রদান করিবে। ত্র্যম্বক মহাদেব তাঁহার লক্ষ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া রুদ্র মন্ত্র জপ করিবে। একাদশ রুদ্র জপ করিবে, তদনন্তর গুড়, গুগ্‌গুল এবং ঘৃত দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা হোমের দশাংশ অভিষেক কবিবে। শান্তি কার্য্য বিহিত হইলে প্রথম নবগ্রহ শান্তি করিয়া পশ্চাৎ প্রমথগণ শান্তি করিবে। ধান্য দান বিহিত হইলে, খারী, অথবা ষষ্টি পরিমিত উত্তম ধান্য দান করিবে, বস্ত্র দান উক্ত হইলে কর্পূর সংযুক্ত পট্টবস্ত্র যুগল দান করিবে। দশ, পঞ্চ, কিম্বা অষ্ট অথবা চারিটি উত্তম ব্রাহ্মণকে নিকটে উপবেশন করাইয়া নিজ কামনানুসারে সঙ্কল্প করণান্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া সাধ্যানুসাবে দ্বিজগণকে ধেনু দক্ষিণা প্রদান করিবে। যথাশক্তি বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া রাজদণ্ডানুরূপ স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রার্থনা করিবে, ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল পরিপূর্ণার্থ দ্বিজগণকে বিধিবোধিতরূপে পূজা করিবে, ব্রাহ্মণগণ (পূজা দ্বারা) সন্তুষ্ট হইয়া (প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত) ব্রতকারী ব্যক্তিকে অনুজ্ঞা প্রদান করিবে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বাবা পাপ মোচন হইয়াছে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সকল কার্য্যে অধিকারী, হইয়াছ, এইরূপ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি পাইলেই পাপীগণের পাপমোচন হয়। জপকার্য্যে যদ্যপি কিঞ্চিৎ ছিদ্র থাকে, অর্থাৎ অঙ্গহানি হয় কিম্বা তপস্যাকরণে, ছিদ্র হয় অথবা যজ্ঞ কার্য্যে অঙ্গহানি হয়, সেকার্য্য সমস্ত ছিদ্ররহিত হয়, যদি ব্রাহ্মণগণ বলেন তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যে কথা বলেন, তাহা দেবগণও মান্য করেন, বিপ্রগণ সকল দেবতাস্বরূপ হইতেছেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা হয় না। উপবাস. ব্রত, স্নান, তীর্থগমন জাতফল, এবং তপস্যা এ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইলে, সে সকল কার্য্যের ফল সম্পন্ন হয় জানিবে। (তোমার কার্য্য) সম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা যদ্যপি বিপ্রগণ বলেন, তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাহা অবধারণ করিলে পর, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়, বিপ্রগণ গমনাগমনশীল তীর্থ, সে তীর্থ স্থানে জল নাই বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বরূপ সকল অভিলাষ পূরণ করেন, সেই ব্রাহ্মণগণের বাক্যরূপ উদকদ্বারা মলিনগণ অর্থাৎ পাপীগণ পবিত্র হয়, সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুসারে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ পুত্রপৌত্রাদির সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্ম-হত্যাকারী পাপী, নরকভোগ করিয়া জন্মান্তরে শ্বেতকুষ্ঠরোগী হইয়া জন্মায়, সেই প্রায়শ্চিত্ত শান্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চারিটী কলসী করিবে, পঞ্চ রত্ন ঐ কলসীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, কলস্ মুখে পঞ্চ পল্লব প্রদান করিয়া শুক্ল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অশ্বশালাদি সপ্তস্থানের মৃত্তিকা ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থ জল দ্বারা পূরিত করিবে, পঞ্চকষায় যুক্ত করিয়া, নানা প্রকার ফল যুক্ত করিবে। সর্কৌষধি সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবে, মধ্যস্থিত কুম্ভের উপরি রৌপ্য-নির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম নিঃক্ষেপ করিবে, মধ্যে একটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। অর্দ্ধপল পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ মধ্য কুম্ভোপরি স্থাপন করিয়া, ঐ যজমান উত্তম গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি দ্বারা যথানিয়মে প্রতিদিন পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র দ্বারা ত্রিকালীন পূজা করিবে। ঋগ্বেদী প্রভৃতি চারি জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্‌স্থিত কুম্ভ সমীপে

ঋগ্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদ স্বরাশূন্য হইয়া পাঠ করিবে। তদনন্তর, গ্রহ-শান্তি করিয়া মধ্য কুম্ভোপরি ঘৃত সংযোগ করিয়া তিল এবং সুবর্ণ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। দ্বিজ শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উক্ত পীঠোপরি যজমানকে বসাইয়া যথানিয়মে অভিষেক করিবে। তদনন্তর গো, ভূমি, সুবর্ণ এবং তিল শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে, ঐ দেবমূর্ত্তি আচার্য্যকে সম্প্রদান করিবে। আদিত্য ইত্যাদি মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক বারম্বার পাঠ করিয়া সেই আচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এইরূপ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, শ্বেত কুষ্ঠ রোগী বিশুদ্ধ হইবে। গোহত্যাকারী নরক ভোগ করিয়া কুষ্ঠ রোগী হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর) একটী ঘট স্থাপন করিয়া, ঐ ঘটের সকল অবয়ব রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত করতঃ তদুপরি রক্তপুষ্প প্রদান করিয়া রক্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ঐ ঘটে রক্তবর্ণ কুম্ভ এইরূপ করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিবে। তিলচূর্ণ দ্বারা পূরিত একখানি তাম্র পাত্র ঐ ঘটোপরি স্থাপিত করিয়া ঐ তাম্রপাত্রোপরি নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে, আমার পাপ শান্ত হউক ইহা কামনা করত, পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা যমরাজের পূজা করিবে, সেই কলস-সমীপে সামবেদবেত্তাব্রাহ্মণ সামবেদপারায়ণ করিবে। সর্ষপ দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া পাবমানী সূক্ত দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিয়া যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। যমোঽপি মহিষারূঢ় ইত্যাদি মন্ত্র একমাস উচ্চারণ করতঃ বিসর্জ্জন করিবে। তদনন্তর যমপ্রতিমা এবং দক্ষিণা আচার্য্যকে প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ-স্বামিক গোবধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে। পিতৃহত্যাকারী নরকভোগান্তে চেতনা-হীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মাতৃহত্যাকারী নরক ভোগান্তে অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, উক্ত পাপদ্বয় শান্তি নিমিত্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (ব্রাহ্মণের) বিধানানুসারে ত্রিংশৎ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ব্রতাবসানে একপল পরিমিত সুবর্ণময় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবে; তদনন্তর রৌপ্য-নির্ম্মিত পূর্ব্ব উক্ত রীত্যনুসারে স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্র পূর্ব্বত স্থাপন করিবে, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পট্ট-বস্ত্র দ্বারা ঐ মূর্ত্তি বেষ্টিত করতঃ উক্ত দেবের পূজাবিধি-অনুসারে পূজা করিবে। তদনন্তর সেই নৌকা সকল সজ্জাদ্বারা সজ্জিত করিয়া দ্বিজকে দান করিবে, বাসুদেব ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অন্য বিপ্র-গণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে, ভগিনী-হত্যাকারী নরক ভোগান্তে বধির হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃবধ করিলে মূক (বাক্‌শক্তি রহিত) হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃহত্যা পাপের নিষ্কৃতি উক্ত হইতেছে। ভ্রাতৃঘাতী ভ্রাতৃ-হত্যাপাপ শান্তি নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; ব্রতান্তে সুবর্ণ ফলসংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে পুস্তক দান করিবে সরস্বত ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণীদেবীকে বিসর্জ্জন করিবে; বালকহত্যাকারী মনুষ্য মৃত বৎস হয়, বাল-হত্যার পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে, যথানিয়মে হরিবংশ শ্রবণানন্তর মহারুদ্র পূজা করিবে। মহারুদ্র পদে ষড়ঙ্গের সহিত একাদশ রুদ্র এবং তন্মন্ত্রের দ্বারা দূর্ব্বা-করণক অযুত হোম করিয়া একাদশ সংখ্যক নিষ্কপরিমিত স্বর্ণপুত্রিকা দক্ষিণা প্রদান করিবে; কিন্তু একাদশ সংখ্যা যাহা কহিতে-ছেন, তাহা বিত্তানুসারে জানিবে। অশক্ত হইলে ন্যূন স্বর্ণ প্রদান করিবে। আর অন্য ব্রাহ্মণে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিয়া বরুণ মন্ত্রদ্বারা স্ত্রী পুরুষকে স্নান করাইবে। তদনন্তর আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। গোত্রক্ষয়কারি ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপচিহ্ন কুষ্ঠবিশেষ রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন। কুষ্ঠীব্যক্তির পাপক্ষয় তদর্থক শত প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করতঃ ভূমি দক্ষিণা প্রদান করিবে; তদনন্তর মহাভারত শ্রবণ করত পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় স্ত্রীবধকারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ-সূচিত মূত্রাতিসার

রোগ প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ দশসঙ্খ্যাক অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিবে। তদনন্তর শর্করা ধেনু প্রদান এবং শত সঙ্খ্যাক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তৎপাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় রাজবধকারী ব্যক্তির নরকভোগা নন্তর তৎপাপ চিহ্ন ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ গো, ভূমি, হিরণ্য, মিষ্টান্ন দ্রব্য, জল, বস্ত্র এবং ঘৃতধেনু ও তিলধেনু প্রদান করতঃ ক্ষয়রোগ হইতে মুক্ত হইবে। বৈশ্যবধ-জন্য পাপসূচিত জন্মান্তরে রক্তস্রাব রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চতুষ্টয় প্রজাপত্য ব্রত করণানন্তর সপ্তখারী পরিমিত ধান্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে শূদ্রঘাতক ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ চিহ্ন দণ্ডাপতানক রোগ বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহাব প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য ব্রতানন্তর দক্ষিণার সহিত ধেনু প্রদান করিবে। কাক অর্থাৎ শিল্পকারক ঘাতকের জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন সর্ব্বদা রুক্ষভাষী হয়, তাহাব প্রায়শ্চিত্ত শুক্লবর্ণ বৃষভ প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। গজহনন-কর্ত্তার জন্মান্তবে তৎপাপ চিহ্ন সর্ব্ববিষয় কার্য্যে অক্ষম হয়, অর্থাৎ জড় হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। অথবা লক্ষ সংখ্যক গণেশ মন্ত্র জপ, তদ্দশাংশ কুলথ শাক এবং পুঁপে দ্বারা হোম করিয়া গণেশমন্ত্র দ্বারা শান্তি করিবে। উষ্ট্রহননজন্য জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন বিকৃত স্বর প্রাপ্ত হয়। তৎপাপক্ষয়ার্থ এক পলপরিমিত কর্পূর প্রদান করিবে। অশ্বঘাতক ব্যক্তিব জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন বক্রতুণ্ড হয়, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক শত পল পরিমিত চন্দনকাষ্ঠ দান করতঃ শুদ্ধ হইবে। মহিষী বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত কৃষ্ণগুল্ম রোগগ্রস্ত হয়। এবং গর্দ্দভবধে জন্মান্তরে খররোময় হয়, উভয় প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমা প্রদান করত নিষ্কৃতি হইবে। তরক্ষু অর্থাৎ মৃগবিশেষ বধ-কারকেব জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন কাকের ন্যায় দৃষ্টি হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বর্ণময় ধেনু প্রদান করিবে। শূকর বধকারক ব্যক্তির জন্মান্তরে দন্তুর হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ দক্ষিণার সহিত ঘৃত কুম্ভ প্রদান করিবে। হরিণ হননকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত খঞ্জ হয়। শৃগালবধে বিগতপদ হয়, উভয় পাপক্ষয়ার্থ একপল স্বর্ণের সহিত অশ্ব প্রদান করিবে। অবৈধছাগবধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন অধিকাঙ্গ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিচিত্র বসনান্বিত ছাগ প্রদান করিবে। উরভ্র অর্থাৎ মেষ বধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন পাণ্ডুরোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একপল পরিমিত মৃগনাভি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে মার্জারবধজন্য তৎ-পাপসূচিত পিঙ্গলোচন চিহ্ন হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ নিষ্কপরিমিত স্বর্ণ সহিত পারাবত প্রদান করিবে। শশক বধকারকের জন্মান্তরে পাপ-চিহ্ন কুব্জকর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উপাধানের সহিত সতুলিকা শয্যা প্রদান করিবে। সর্পবধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎ পাপসূচিত অতিশয় নিদ্রাতুর হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত লৌহনির্ম্মিত সর্প প্রদান করিবে। বৃক অর্থাৎ আততায়ী ভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র বধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে পাপচিহ্ন কুব্জ হয়, তৎপাপক্ষয়ার্থ কাঞ্চনের সহিত সপ্তখারী পরিমিত ধান্য প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় ময়ূরবধ জন্য তৎপাপচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকৃতি শরীর রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয়-পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত ময়ূর প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হংসবধ জন্য তৎপাপ-চিহ্ন জানুমণ্ডল রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তিন পল পবিমিত রৌপ্যময় হংস প্রদান কবিবেন। জন্মান্তরীয় কুক্কুটঘাতকের তৎ-পাপচিহ্ন বক্রনাস হয়; তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণময় কুক্কুট প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় পারাবতবধকাবকের তৎপাপ-সূচিত পীতবর্ণ হস্তে চিহ্ন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ পারাবত প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় শুকশারী বধকারক ব্যক্তি তৎ-পাপচিহ্ন স্খলিতবাক্য হয়; অর্থাৎ তোতলা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত সৎশাস্ত্র পুস্তক প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় কাকবধ-কারকের পাপচিহ্ন কর্ণহীন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণবর্ণ গো প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হিংসার নিষ্কৃতি যেরূপ কথিত

হইলে তাহা ব্রাহ্মণের জানিবে। ক্ষত্রিয়দের অর্দ্ধার্দ্ধ প্রমাণে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হীনবর্ণ হইলে প্রায়শ্চিত্তের হীন হইবে; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মৃগয়াতে কিম্বা যুদ্ধে বধ করিলে দোষ হইবেক না। যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞাতিরিক্ত যুদ্ধস্থলে গজাদি চতুর্দ্দশ বধ করে, তত্রাপি উত্তরোত্তর সপ্ত সপ্ত বধে কথিত চিহ্ন হইবে। এবং ময়ূরাদি সপ্ত বধে উত্তরোত্তর চতুর্দ্দশ বধে চিহ্ন হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয়, প্রাজাপত্য করিয়া সেই পাপশান্তি নিমিত্ত শর্করা দ্বারা সাতটি তুলা পুরুষদান করিবে। মহাবরুণমন্ত্র জপ করিয়া তিল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে, এবং বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিবে। মদ্যপায়ী রক্তপিত্ত রোগী হয়, রক্তপিত্তরোগী মনুষ্য একঘট ঘৃত দান করিবে, এবং অর্দ্ধঘট মধু হিরণ্যযুক্ত করিয়া দান করতঃ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কৃমিলোদর হয়, সেই পাপশুদ্ধিনিমিত্ত ভীষ্মপঞ্চকে উপবাস করিবে। রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। অস্পৃষ্ট বস্তু সংপৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পরের অন্নভোজনে বিঘ্নকারী অজীর্ণরোগী হয়, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি লক্ষ হোম করিবে। উত্তম দ্রব্য সত্বে যে ব্যক্তি কুৎসিত অন্ন দান করে, তাহার জঠরাগ্নি মন্দ হয়, প্রাজাপত্যত্রয় করিয়া একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বিষদাতা ছর্দ্দিরোগযুক্ত হয়, সেই পাপশান্তি নিমিত্ত দশটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। পথরোধকর্ত্তা চরণরোগযুক্ত হয়, সে রোগের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত চরণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অশ্ব দান করিবে। খল মনুষ্য নরক ভোগ করিয়া শ্বাসকাশ রোগী হয়, সে ব্যক্তি ঐ পাপক্ষয় নিমিত্ত সহস্র পলপরিমিত ঘৃত প্রদান করিবে। ধূর্ত্তব্যক্তি অপস্মার রোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপ ক্ষয় নিমিত্ত ব্রহ্ম কূর্চ্চ করিবার পর ধেনু প্রদান করিয়া একটি গাভী দক্ষিণা দিবে। পরের উপতাপ দান করিলে শূল রোগী হয়, সে পাপমোচন নিমিত্ত সে ব্যক্তি অন্ন দান করিবে, এবং রুদ্র জপ করিবে। বনে যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, সে ব্যক্তি রক্তাতিসাররোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপক্ষয় নিমিত্ত জলাশয়, অন্নদান এবং বটবৃক্ষ রোপণ করিবে। দেবমন্দিরে এবং জলে, যে ব্যক্তি বিষ্ঠা কিংবা মূত্রত্যাগ করে, সেব্যক্তি পাপের তুল্য ভয়ানক অর্শ কিংবা ভগন্দরাদি রোগযুক্ত হয়, একমাস দেবপূজা, দুইটি গোদান এবং একটি প্রাজাপত্য ব্রতদ্বারা ঐ অপান দেশের রোগ শান্তি হইবে। গর্ভপাত হইতে যকৃৎ, প্লীহা এবং জলোদর, এই তিনটি রোগ জন্মায়, সেই সকল শান্তি নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বিধিবোধিত রূপে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র; এই অন্যতম দ্রব্যে তিন পলের সহিত জল ধেনু প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিমা ভঙ্গ করে, সে প্রতিষ্ঠাশূন্য হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত এক বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিদিন অশ্বত্থবৃক্ষে জলসেক করিবে এবং নিজগৃহ্যকথিত বিধি-অনুসারে অশ্বত্থবৃক্ষের বিবাহ দিবে, তদনন্তর, ঐ বৃক্ষ সমীপে সুপূজিত করিয়া গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। কটুভাষী ব্যক্তি খণ্ডিত হয়, সে, দ্বিজগণকে দুই পলপরিমিত রূপা এবং দুগ্ধযুক্ত দুইটি গাভি প্রদান করিবে। পরনিন্দাকারী খল্লীট হয়, সে ব্যক্তি কাঞ্চনযুক্ত করিয়া ধেনুদান করিবে। যে ব্যক্তি পরকে উপহাস করে, সে ব্যক্তি কাণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মুক্তার সহিত গাভী দান করিবে। সভাস্থলে পক্ষপাতকারী ব্যক্তি পক্ষাঘাতরোগী হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কত্রয় পরিমিত সুবর্ণ সত্যপথবর্ত্তী ব্যক্তিকে দান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের সুবর্ণ যে ব্যক্তি চুরী করে, সে ব্যক্তি কুলঘ্ন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণত্রয় করিয়া একশত তোলক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। যে ব্যক্তি তাম্র চুরী করে, নবকভোগান্তে সে ওড়ুম্বরী (গোদের উপর ভুদ্বুব) হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একটি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একশত পল পরিমিত তাম্র দান কবিবে। কাংস্য হবণকর্ত্তা পুণ্ডবীক রোগী হয়, দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া একশত পল কাংস্য দান কবিবে। পিত্তল হরণকর্ত্তা পিঙ্গলাক্ষ হয়, (বিড়াল চক্ষু) তাহার প্রায়শ্চিত্ত একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একশত পল পিত্তল উত্তম দ্বিজকে অলঙ্কৃত করিয়া দান কবিবে। মুক্তাহরণকর্ত্তা পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত (কটাচুলো) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথানিয়মে উপবাস করিয়া একশত মুক্তাফল দান করিবে। ত্রপু হরণকর্ত্তা মনুষ্য চক্ষুঃপীড়া যুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও এক দিবস উপবাস কবিয়া একশত পল ত্রপু দান দান করিবে। সীসহাবী মনুষ্য মস্তকের রোগযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস করিয়া যথানিয়মে ঘৃত ধেনু দান করিবে। দুগ্ধ হরণকর্ত্তা মনুষ্য বহুমূত্র রোগী হয়, সে ব্যক্তি যথানিয়মে ব্রাহ্মণকে দুগ্ধ ধেনু প্রদান কবিবে। পুরুষ দধিচৌর্য্য দ্বারা মদবিশিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শুদ্ধিনিমিত্ত দধি ধেনু দান করিবে। মধুচৌর্য্যকারী মনুষ্য চক্ষুঃপীড়াযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া দ্বিজাতিকে মধুধেনু দান করিবে। ইক্ষুগুড় কিংবা ইক্ষু চিনি, যে ব্যক্তি চুরী কবে, সে গুল্মরোগী হয়, সেই পাপশান্তি নিমিত্ত গুড় ধেনু প্রদান করিবে। লৌহ হরণকর্ত্তা মনুষ্য [illegible]র্ব বর্ণ অবয়বযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি এক [illegible]বস উপবাস করিয়া একশত পল লৌহ পরি[illegible] করিবে। তৈলহারী ব্যক্তি কণ্ডুরোগনিষ্কৃতি হ[illegible] ব্যক্তি উপবাস করিয়া বিপ্রকে কারকেব জন্মা[illegible] দান করিবে। তণ্ডুল হরণ [illegible]ষ্টি হয়, তাহার প্রায়[illegible]ই নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ করিবে। শূকর বধকার[illegible] [illegible]য়রয়ের প্রতিমা মৃত্তর হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ দক্ষি[illegible]

দান করিবে। সিদ্ধান্ন হরণ হেতু জিহ্বারোগ জন্মায়, সে ব্যক্তি লক্ষ গায়ত্রীজপ করিয়া তাহার দশাংশ তিলযুক্ত (ঘৃত) দ্বারা হোম করিবে। ফলহরণকারী মনুষ্য ক্ষতযুক্ত অঙ্গুলীবিশিষ্ট হইবে, সে পাপ শান্তি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে অযুতসংখ্যক নানাবিধ ফল দান করিবে। তাম্বুল হরণ করিলে, ওষ্ঠ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত দুইটি উৎকৃষ্ট বিদ্রুম (জাতিপলা) প্রদান করিবে। শাকহরণকারী মনুষ্য নীললোচন হয়, (বিড়াল চক্ষু) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত, উৎকৃষ্ট নীলমণিদ্বয় প্রদান কবিবে। কন্দ এবং মূল দ্রব্য হরণ হেতু হ্রস্বপাণি হয়, সে ব্যক্তি তাহার প্রায়শ্চিত্ত শক্তি অনুসারে দেবমন্দিব কিংবা উদ্যান নির্ম্মাণ করিবে। সুগন্ধ দ্রব্য হরণ বরিলে দুর্গন্ধাঙ্গ হয়, সে পাপ শান্তি নিমিত্ত অগ্নিতে লক্ষ পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। কাষ্ঠহরণকর্ত্তা মনুষ্য ঘর্ম্মযুক্ত করতলবিশিষ্ট হয়, তাহার শুদ্ধি নিমিত্ত দুই পল পরিমিত কুসুম্ভ পুষ্প বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে। বিদ্যা এবং পুস্তক হরণ করিলে, মূক, (বাকশক্তিরহিত) হয়, সে ব্যক্তি, ন্যায় এবং ইতিহাস পুস্তক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বস্ত্রহবণকারী মনুষ্য কুষ্ঠবোগী হয়, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণনির্ম্মিত প্রজাপতিমূর্ত্তি এবং বস্ত্রযুগল দ্বিজকে দান কবিবে। মেষলোমহাবী মনুষ্য অত্যন্ত লোমযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ অগ্নির মূর্ত্তি কম্বলের সহিত দ্বিজকে প্রদান করিবে। পট্টসূত্র হরণ হেতু মনুষ্য লোম শূন্য হয়, সে পাপশান্তি নিমিত্ত দ্বিজকে ধেনু দান করিবে। ঔষধ অপহরণ করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত রোগী হয়, এক মাস ব্যাপিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে, এবং কাঞ্চন দান কবিবে। রক্তবস্ত্র, কিম্বা প্রবালাদি যে ব্যক্তি হরণ করে, সে, রক্তবাত রোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মণিরাগযুক্ত করিয়া সবস্ত্র মহিষী দান করিবে, ব্রাহ্মণের বিত্তহারী মনুষ্য নিঃসন্তান হয়, সে ব্যক্তি শুদ্ধি নিমিত্ত মহারুদ্র জপাদি করিবে। মৃতবৎস কর্ত্তব্য সকল নিয়ম করিয়া যথাবিধি পলাশ সমিধ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

দেবদ্রব্য হরণ করিলে নানাপ্রকার জ্বরোৎপন্ন হয়, (জ্বর কি কি প্রকার তাহা বলিতেছেন) জ্বর, মহাজ্বর, রৌদ্রজ্বর এবং বিষ্ণুজ্বর, (এই চারি প্রকার জ্বর জানিবে) জ্বর হইলে, কর্ণে রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, মহাজ্বর হইলে, মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিবে. রৌদ্রজ্বর হইলে অতিরৌদ্র জপ করিবে, বিষ্ণুজ্বর হইলে, মহারুদ্র মন্ত্র এবং অতি রৌদ্র মন্ত্র জপ করিবে। নানাবিধ দ্রব্য হরণ করিলে গ্রহণী রোগী হয়, সে ব্যক্তি অন্ন, জল এবং বস্ত্র যথাশক্তি সুবর্ণ দান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মাতৃগমনকারী ব্যক্তি লিঙ্গহীন হয়, চাণ্ডালস্ত্রীগমন করিলে কোষহীন হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত উত্তরদিকে কৃষ্ণবর্ণ মাল্য দ্বারা ভূষিত এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত একটী ঘট স্থাপন করিবে, তদুপরি কাংস্য পাত্র রাখিয়া, তাহাতে ছয়নিষ্ক দ্বারা নির্ম্মিত নরবাহন কুবেরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বিশ্বরূপী ধনদাতা কুবেরদেবকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে, অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা অথর্ব্ব বেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নিষ্ক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত একটী সুবর্ণ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা করণানন্তর প্রদান করিবে। তদনন্তর, নিধীনামধিপো দেব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হীন কোষ ব্যক্তি এবং লিঙ্গহীন ব্যক্তি পাপক্ষয় নিমিত্ত ঐ কুবের-প্রতিমা আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বিমাতৃগমনকারী মনুষ্য মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগী হয়। সে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারা সে পাপের নিষ্কৃতি করিবে। শুভদিনে পশ্চিমদিগ্বিভাগে নীল বর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং নীলবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্র পাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যাদঃপতি বরুণ স্থাপিত করিবে, তদনন্তর পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা বিশ্বরূপী বরুণদেবকে পূজা করিয়া সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দ্বারা সামবেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নিষ্মিত সুবর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি," এই কথা ব্যক্ত করত ব্রাহ্মণকে পূজা করত প্রদান করিবে। "যাদসামধিদেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত আচার্য্যকে অলঙ্কৃত করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ শান্তিনিমিত্ত নিয়মানুসারে ঐ প্রতিমা প্রদান করিবে। স্বীয় কন্যা গমন করিলে রক্তকুষ্ঠ রোগ হয়। ভগিনী গমন করিলে পীত কুষ্ঠ রোগ হয়। তাহার প্রতিকার নিমিত্ত পূর্ব্বদিগ্বিভাগে পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং পীতবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণপাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত দেবরাজ প্রতিমা স্থাপন করিয়া বিশ্বরূপী ইন্দ্রদেবকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। যজুঃ, সাম এবং ঋগ্বেদ পাঠ করিবে, দশসংখ্যক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া আমি পাপশূন্য হইয়াছি এই বাক্য প্রয়োগ করত পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। "দেবনামধিপো দেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সে পাপ শান্তি নিমিত্ত আচার্য্যকে যথানিয়ম সহস্রাক্ষ দেবরাজ প্রতিমা দান করিবে। ভ্রাতৃপত্নী গমন করিলে গলৎকুষ্ঠ রোগ জন্মে, স্বীয় পুত্রবধূ গমন করিলে, কৃষ্ণবর্ণ কুষ্ঠরোগ হয়, উক্ত পাপকারী ব্যক্তিদ্বয় পূর্ব্বে উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ ব্রত করিবে, যে সকল প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল, ঘৃতাক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অগম্যা স্ত্রী গমন করিলে ধ্রুব মণ্ডল (কুষ্ঠবিশেষ) রোগজন্মে। ষষ্টি তিল প্রমাণ কার্পাস ভারযুক্ত কাংস্যস্তনী এবং সবৎসা (লৌহময়ী) ধেনু (সুরভী বৈষ্ণবী মাতা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত বিধিবোধিত রূপে বিপ্রকে দান করিবে; এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উক্ত পাপদ্বয় শান্ত হইবে। তপস্বিনী নিয়মস্থা স্ত্রীসঙ্গ করিলে পাথুরী রোগ হয়, সেই পাপ শান্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বিদ্বান্ বিপ্রকে, বিধিবোধিতরূপে মধুধেনু প্রদান করিবে, অথবা এক শত দ্রোণ পরিমিত তিল সুবর্ণের সহিত দান করিবে,

অথবা পিতার ভগিনী গমন করিলে, দক্ষিণ-স্কন্ধে ব্রণ হয়, যথাশক্তি ছাগী দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাতুলানী গমন করিলে পৃষ্ঠদেশে কুব্জ রোগ হয়, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম দান করিলে উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, মাতৃষস্থ গমন করিলে বাম অঙ্গে ব্রণ হয়, সম্যক্‌রূপে দান দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মৃত পত্নীতে উপগত হইলে মৃত পত্নী হয়, সে পাপশুদ্ধি নিমিত্ত একটি ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে। জাতির স্ত্রী গমন করিলে, ভগন্দর রোগ হয়, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহিষী দান দ্বারা হইবে। তপস্বিনী গমন করিয়া মনুষ্য প্রমেহ রোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একমাস ব্যাপিয়া রুদ্র জপ করিয়া যথাশক্তি কাঞ্চন দান দ্বারা হইবে, নিজ দীক্ষিত স্ত্রী গমন করিলে চক্ষুর রক্ত দুষ্ট হয়, সে পাপক্ষয় নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে। নিজ জাতির পত্নী সঙ্গ করিলে হৃদয় স্থলে ব্রণ হয়, সে পাপ শুদ্ধি নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে। পশুযোনিতে গমন করিলে মূত্রঘাত রোগ হয়, আত্মশুদ্ধি নিমিত্ত তিলপূর্ণ পাত্র দুই খানি দান করিবে। অশ্ব যোনি গমন করিলে গুদস্তম্ভ রোগ হয়, একমাস ব্যাপিয়া মহাদেবের সহস্র সংখ্য পদ্মদ্বারা স্নান করাইবে। এই সকল পাপ করিলে নরক ভোগ করিয়া জন্মান্তরে এ সকল রোগ হয়, পুরুষগণের যে জাতি স্ত্রীগমনে রোগ হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকে সে জাতি পুরুষ গমনে সে সকল রোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অশ্ব, শূকর, শৃঙ্গ, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি, শকট, উচ্চস্থান, অগ্নি, কাষ্ঠ, শস্ত্র, প্রস্তর, বিষ এবং উদ্বন্ধন দ্বারা মরিয়াছে। ব্যাঘ্র, সর্প, হস্তী, রাজদণ্ড, চোর, শত্রু এবং ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে, কাষ্ঠ এবং শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যাহারা মরিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদি-সংস্কার বর্জ্জিত যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, বিসূচিকা রোগের, অন্নগ্রাস (গলদেশে বদ্ধ হওয়াতে) দাবানল এবং অতিসার রোগ দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, সাকিনী প্রভৃতি উৎপাত পীড়িত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং বিদ্যুৎ-সংযোগে যাহারা মরিয়াছে, অস্পৃশ্য হইয়া কিংবা অপবিত্র হইয়া পাতিত্যজনক পাপযুক্ত হইয়া অথবা সন্তানশূন্য হইয়া যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, উক্ত পঞ্চত্রিংশৎ প্রকারে অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি মরে, তাহারা সদগতি প্রাপ্ত হয় না। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এতিন পুরুষ পিণ্ডভাগী অর্থাৎ এ তিন পুরুষের কেবল পিণ্ডদান দ্বারা তৃপ্তি হয়। বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এ তিন পুরুষ শ্রাদ্ধে পিণ্ডের লেপমাত্র দ্বারা তৃপ্তি হয়, তদুত্তর তিন পুরুষ নান্দীমুখ, তদুত্তর তিন পুরুষ অশ্রুমুখ। উক্ত দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে, সন্তান প্রদান করেন। যদি গতিহীন হ'ন সন্তানগণের বংশ নাশ করেন। ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক দশপ্রকার অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত পিতৃগণ গর্ভ নষ্ট করেন, অস্ত্রাদি দ্বারা অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত দ্বাদশজন (গর্ভস্থ) বালক নষ্ট করেন। বিষাদি দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত দশ কিংবা দ্বাদশ পুরুষে এক বৎসরের বালককে নষ্ট করেন। অনপত্য পিতৃলোক অপত্য নাশ করেন। কুমারী গমন যে ব্যক্তি করে, সে বাঘ কর্ত্তৃক হত হয়, যে ব্যক্তি কাহাকে বিষদান করে, সে সর্পাঘাতে হত হয়। রাজপুত্র হত্যাকারী ব্যক্তি রাজদণ্ডে মরে, পশু হিংসাকারী চৌরকর্ত্তৃক হত হয়, বন্ধুবিচ্ছেদকারী শত্রু কর্ত্তৃক হত হয়, বকের তুল্য চরিত্রশালী ব্যক্তি বক কর্ত্তৃক হত হয়। গুরুহত্যাকারী শয্যাতে মরে, মাৎসর্য্য-যুক্ত ব্যক্তি শৌচবর্জ্জিত হইয়া মরে, অপরের অপকারকারী ব্যক্তি দাহাদি সংস্কারহীন হইয়া মরে, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণকারী কুক্কুর-দংশনে মরে। পাশদ্বারা বনমধ্যে বধ করিলে শূকর কর্ত্তৃক হত হয়, কৃমিবধ করিয়া বস্ত্র করিলে অর্থাৎ গুটিকার কাপড় করিলে কৃমি অর্থাৎ ভৃঙ্গাদি কর্ত্তৃক হত হয়, মহাদেবের দ্রোহকারী ব্যক্তি শৃঙ্গীকর্ত্তৃক

আহত হয়, খল মনুষ্য শকট দ্বারা নিহত হয়, পৃথিবী হরণকারী উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া মরে, যজ্ঞধ্বংসকারী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া মরে। দক্ষিণা অপহরণকারী মনুষ্য দাবানল দ্বারা দগ্ধ হয়, বেদ নিন্দাকারী মনুষ্য শস্ত্রদ্বারা নিহত হয়, দ্বিজনিন্দাকারী মনুষ্য প্রস্তর আঘাতে নিহত হয়, কুবুদ্ধিদাতা বিষপানে নিহত হয়। হিংস্রব্যক্তিগণ রজ্জু প্রদান দ্বারা নিহত হয়, সেতুভঙ্গকারী মনুষ্য জলমগ্ন হইয়া মরে, লৌহ হরণকারী অতিসার রোগ হইয়া মরে। অভিমানের সহিত কার্য্যকারী মনুষ্য স্লাকিনী প্রভৃতি উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মরে, অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল মনুষ্য বিদ্যুৎ-সংযোগে মরে। শস্ত্র হরণ কর্ত্তা মনুষ্য অস্পৃশ্য বস্তু যুক্ত হইয়া মরে,মদ্য বিক্রয় কর্ত্তা পাতিত্য-যুক্ত হইয়া মরে, গতিহীন দ্বিজগণে বস্ত্র হরণ কর্ত্তা সন্তান রহিত হইয়া মরে। সে সকল ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ কথিত হইতেছে;' নিষ্কপরিমিত চতুর্হস্ত্য হস্তে দণ্ডধারী, মহিষ-পৃষ্ঠস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট প্রেতভুল্য শরীরী একটি পুরুষ প্রস্তুত করিবে এবং পিষ্ট পিটুলী) এবং কৃষ্ণতিলদ্বারা এক প্রস্থপ্রমাণে একটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে, মধু, ঘৃত এবং শর্করা সংযুক্ত করিয়া সুবর্ণের কুণ্ডলের সহিত মূলদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে একটি এতাদৃশ কুম্ভ, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ সর্ব্বৌষধি যুক্ত করিয়া (স্থাপন করিয়া) তদুপরি ধান্য এবং ফল-সংযুক্ত একখানি পাত্র নিঃক্ষিপ্ত করিবে; সে পাত্রোপরি সপ্ত প্রকার ধান্য এবং ফল অর্পণ করিবে,সে কুম্ভোপরি প্রেতরূপীদেবমূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন দুগ্ধ তর্পণ করিবে, সে কলস সমীপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গ মন্ত্রের সহিত রুদ্র জপ করিবে। যমসূক্তদ্বারা যম পূজাদি করিবে এবং আত্ম শুদ্ধি নিমিত্ত গায়ত্রী জপ করিবে। গৃহশান্তি-অগ্রে করিয়া তিলদ্বারা দশাংশ হোম করিবে। তদনন্তর (পূর্ব্ব নির্ম্মিত) পিণ্ড তিল এবং জলের সহিত "দদামি তস্মৈ"ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পিতৃতীর্থ দ্বারা অজ্ঞাত নাহ গোত্র সে যমরাজ তাঁহাকে প্রদান করিবে। জলপূর্ণ (সংহিতা ৭ অং ২৬ শ্লোকের পর মন্ত্র দেখ) কৃষ্ণবর্ণ দ্বাদশটি কুম্ভ তিলযুক্ত পাত্রের সহিত প্রেত উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুকে দান করিবে। তদনন্তর, সে কুম্ভস্থ জল দ্বারা আচার্য্য স্ত্রী এবং পুরুষকে শুচির্বজ্রায়ুধধর ইত্যাদি বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা অভিষেক করাইবে। যজমান অভি-ষেকানন্তর আচার্য্যকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর, শাস্ত্রনিয়মানুসারে নারায়ণ বলি প্রদান করিবে, অগতি প্রাপ্ত হইয়া মৃত ব্যক্তি-গণের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল। ব্যাঘ্রাদি-কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিগণের বিশেষ বিশেষরূপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি উক্ত হইতেছে,—ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় অপর কোন ব্যক্তির বিবাহ দিয়া দিবে। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় নাগবলি দিবে, সকল বিষয়েই কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে। হস্তীকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে চারি নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। রাজদণ্ডে নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সুবর্ণ নির্ম্মিত পুরুষাকৃতি প্রদান করিবে, চৌর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ধেনু প্রদান করিবে, বৈরী কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বৃষ দান করিবে। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে যথা শক্তি সুবর্ণ দান করিবে, শয্যাস্থ হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত তুলসীপত্র সংযুক্ত একখানি শয্যা প্রদান করিবে। শৌচহীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্কদ্বয়পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা প্রদান করিবে। সংস্কারহীন হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবি-বাহিত কুমারের বিবাহ দিবে, কুক্কুর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে নিজশক্তি-অনুসারে কিছু ধন মৃত্তিকাতলে নিহিত করিবে। শূকর-কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণা সহিত মহিষ দান করিবে। কৃমিকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে গোধূমান্ন দান করিবে। শৃঙ্গবিশিষ্ট নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বস্ত্র সংযুক্ত বৃষভ দান করিবে। শকটদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সজ্জাসহিত ঘোটক দান করিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ধান্যপর্ব্বত প্রদান করিবে। অগ্নি দ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে

স্বীয় শক্তির অনুরূপ পাদুকা যুগল দান করিবে, দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ ব্যক্তির উদ্দেশে গৃহে সভা করিবে। শস্ত্রদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণার সহিত মহিষী প্রদান করিবে। প্রস্তরাঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বৎসের সহিত দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। বিষ-পানে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত শস্যোৎপত্তির যোগ্য ভূমি দান করিবে। উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে, জলমগ্ন হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ত্রিনিষ্ক-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বরুণ-প্রতিমা দান করিবে। বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সুবর্ণ দক্ষিণাযুক্ত সুবর্ণবৃক্ষ দান করিবে, অতিসাররোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সংযত হইয়া লক্ষ সংখ্যক সাবিত্রী জপ করিবে। সাকিনী উৎ-পাতগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির যথাবিধি রুদ্র জপ করিবে, বিদ্যুৎপতন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিদ্যাদান করিবে। অস্পৃষ্টসংযুক্ত হইয়া মৃতব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বেদ পারায়ণ করিবে, বাস্তদ্রব্য—(বমিকৃত দ্রব্য) সংযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সংশাস্ত্রের পুস্তক দান করিবে। পতিতাযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ষোলটি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সন্তান রহিত মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নব্বইটি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অশ্ব কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয়পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, বানরকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সুবর্ণ-নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি দান করিবে, বিসূচিকা-রোগে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, গলদেশে অন্নগ্রাস বদ্ধ হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত তিন ধেনু দান করিবে, কেশরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত আটটি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবে। তদনন্তর, পিতৃগণ প্রেতত্ব বিমুক্ত হইয়া পুত্রাদি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে পর, পুত্র, পৌত্র, আয়ু, আরোগ্য এবং সম্পত্তি দান করেন। বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন যে, শরভঙ্গ নামক শিষ্য তাঁহার নিকট শাতাতপ ঋষি কর্ত্তৃক কথিত কর্ম্মের ফল সমাপ্ত হইল।

শাতাতপ-সংহিতা সমাপ্ত।

বসিষ্ঠ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়

এখন পুরুষগণের মুক্তির জন্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাস্য হইতেছে। ধর্ম্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে ধার্ম্মিক বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়। বেদবিধি-বিহিত কার্য্যই ধর্ম্ম, বেদবিধি না পাওয়া যাইলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিবে। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ভাগে যে সকল ধর্ম্ম ও যে সকল আচার প্রচলিত, তৎসমস্তকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবে। অন্য আচারাদিকে, ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে না, কেননা, তাহা অতিশয় গর্হিত ধর্ম্ম। উক্ত স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত ইহা কথিত আছে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কেহ কেহ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। ফলতঃ যেখানে যেখানে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎ-তৎ সমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান। এ বিষয়ে ভাল্লব পণ্ডিতগণও মূল প্রাচীন গাথা কীর্ত্তন করেন। "পশ্চিমসমুদ্র ও সূর্য্যের উদয়াচলের মধ্যে যে যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎসমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ অব্যাহত। ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধধর্ম্মবেত্তা জনগণ শুদ্ধি ও শোধন বিষয়ে যে ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম এবিষয় সংশয় নাই।" বেদে স্পষ্ট না থাকায় মনু জাতিধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। সূর্য্যাভ্যুদিত, সূর্য্যাভিনির্ম্মুক্ত, কুনখী, শ্যাবদন্ত, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, অগ্রেদিধিষু, দিধিষুপতি, বীরঘাতী এবং ব্রহ্মঘাতী ইহারা সকলে পাপিষ্ঠ। নিম্ন লিখিত পঞ্চপ্রকার পাপ মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা—বিমাতৃগমন, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, অশীতিরত্তির অন্যূন ব্রাহ্মণ-স্বর্ণ চৌর্য্য এবং এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের সহিত ব্রাহ্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা যজন, যাজন এবং যৌন সম্বন্ধ। এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন, পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যাপন, বিবাহাদি যৌন সম্বন্ধ, অন্ন ভোজন, পানীয় পান এবং একাসনে অবস্থানাদি করিলে এক বৎসরে পতিত হয়। আরও বলেন "বিদ্যা বিনষ্ট হইলেও পুনরায় তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু জাতিবিনাশ হইলে সর্ব্বনাশ। বংশমর্য্যাদাবলে অশ্বও সম্মাননীয় হয়; অতএব সদ্বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিবে।" তিন বর্ণই ব্রাহ্মণের বশে থাকিবে; ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের যে ধর্ম্ম-উপদেশ দিবেন, রাজা তাহা প্রচলিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করিলে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য প্রজা সকলের নিকট ধনের ষষ্ঠ-ষষ্ঠ অংশ কর গ্রহণ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের ইষ্টাপূর্ত্ত (ধর্ম্মকার্য্যের ষষ্ঠাংশের একাংশফল লাভ করিবেন। প্রসিদ্ধি আছে, ব্রাহ্মণই বেদের আদিপ্রকাশক, ব্রাহ্মণই সকলকে আপৎ হইতে উদ্ধার করেন, অতএব ব্রাহ্মণ অনাদি ও কর গ্রহণের অযোগ্য; চন্দ্র, ব্রাহ্মণের রাজা। ইহাই ইহ-পরলোকের মাঙ্গলিক বলিয়া বিদিত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। ইহাঁদিগের প্রথম জন্ম মাতৃ-গর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে। এই দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা বলিয়া অভিহিত। বেদশিক্ষা প্রদান করেন বলিয়া আচার্য্যকেই পিতা বলা যায়। ইহাতেও হারীত পণ্ডিতেরা বলেন;—"ইহ-লোকে ব্রাহ্মণপুরুষের নাভির ঊর্দ্ধস্থিত ও নাভির অধঃস্থিত,—এই দুই প্রকার বীর্য্য। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত বীর্য্য দ্বারা অনৌরস সন্তান উৎপন্ন হয়; এই সন্তানোৎপত্তিকে উপনীত করা বা সাধু করা বলে। আর যাহা নাভির অধস্তন বীর্য্য, তদ্দ্বারা ঔরস সন্তান উৎপন্ন হয়; সন্তানের জননী ইহার উৎপাদন ক্ষেত্র। অতএব বেদাধ্যাপক শ্রোত্রিয়কে "তুমি অপূজ্য" এই কথা বলিবে না"। অনন্তর কথিত আছে "যতদিন উপনয়ন না হয় ততদিন দ্বিজ-কুমারেরও কোন দ্বিজোচিত কার্য্য নাই। যতদিন দ্বিতীয় বেদজন্ম না হয় ততদিন ইহার শূদ্রবৎ ব্যবহার জানিবে। কেবল পিতৃকার্য্যে বেদোচ্চারণ করিতে পারিবে।" বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার গুপ্তধন। অসূয়া-সম্পন্ন কুটিল এবং ব্রতহীন ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিও না, তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী থাকিব। যেব্যক্তি বহুপরিশ্রমে সকল কার্য্য দ্বারা আবরণ করে ও নিরতিশয় সুখ-সম্পাদন করে, তাহাকে,—সেই গুরুকে পিতা ও মাতা বলিয়া মানিবে। "আমিত কাহারও নিকট উপকৃত নাই" বলিয়া তাঁহার দ্রোহ করিবে না। (এই শ্লোক বিষ্ণুসংহিতাতে অন্য প্রকারে পঠিত হইয়াছে) যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপিত হইয়া বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা গুরুর প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন করে, তাহারা যেমন গুরুর উপকারে আইসে না; সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানও তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। যাহাকে আপনি শুচি, অপ্রমাদী, মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত বলিয়া বুঝিবেন এবং যে ব্যক্তি, "আমি কাহারও নিকট উপদেশ পাই নাই" বলিয়া গুরুদ্রোহ না করিবে, হে ব্রহ্মন্! সেই নিধিরক্ষকের নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবেন।" অগ্নি যেরূপ প্রকোষ্ঠ দাহ করে, তদ্রূপ এক বৎসর বেদানুশীলন ত্যাগ করিলে, তাহাও ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট করে; সেই ব্যক্তিকে পুনরায় বেদশিক্ষা দিবে না। যে অবিচ্ছেদে বেদচর্চ্চা করে, তাহার শক্তি-অনুসারে তাহাকে বেদ শিক্ষা দিবে।

ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য—যথা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের তিনটী কার্য্য—অধ্যয়ন, যাজন এবং দান। শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালনও তাহার স্বধর্ম্ম; তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। বৈশ্যজাতিরও অধ্যয়নাদি পূর্ব্বোক্ত তিন কার্য্য তৎবাদে কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ গ্রহণ এবং পশুপালন—বৈশ্যজাতির বৃত্তি। এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির কার্য্য। এই সমস্ত শূদ্রজাতির বৃত্তির নিয়ম নাই, কেশরক্ষার নিয়ম নাই এবং বেশের নিয়ম নাই; তবে কেবল মুক্তশিখ হইয়া থাকিবে না। স্বধর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, যাহাতে পাপ না হয় এইরূপ অপর বৃত্তি অবলম্বন করিবে; কিন্তু যাহাতে পাপ হয়, এইরূপ বৃত্তি কদাচ আশ্রয় করিবে না। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইলেও নিম্নলিখিত কতিপয় দ্রব্য বিক্রয় করিবে না—যথা মণি মুক্তা প্রভৃতি, লবণ, পাষাণ, কৌপ, ক্ষৌমবস্ত্র, চর্ম্ম, তন্তুনির্ম্মিত রক্তবর্ণ বস্ত্র, সকল প্রকার কৃতান্ন, পুষ্প, মূল, ফল, গুড়াদি গন্ধ, রস, জল, ওষধিরস, সোমলতা, শস্ত্র, বিষ, মাংস, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি, দুগ্ধ বিকার, মিশ্রিত জল, রাঙ্, গালা, এবং সীস। এ বিষয়ও পণ্ডিতেরা বলেন;—"ব্রাহ্মণ মাংস, গালা বা লবণ বিক্রয়ে সদ্যঃ পতিত হয়, আর দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়।" গ্রাম্যপশুদিগের মধ্যে যাহাদিগের যোড়াখুর সেই একশফ অশ্ব প্রভৃতি কেশ-সম্পন্ন পশু, সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু, পক্ষী, দংষ্ট্রী জন্তু এবং ধান্যজাতির মধ্যে তিল,—অবি-ক্রেয় বলিয়া কথিত। এ বিষয়েও বলেন;—

"ভোজন অভ্যঞ্জন এবং দান ব্যতীত তিলদ্বারা আর যাহা কিছু করিবে, তাহাতেই তাহাকে কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়।" ধান্য বিক্রয়ে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, স্বয়ংকৃত কৃষিকার্য্যে তিল উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেও পারে। রসের সহিত সমভাবে বা ন্যূনভাবে রসের বিনিময় হইতে পারে; কিন্তু রসের সহিত লবণের বিনিময় হয় না। তিল, তণ্ডুল বা পক্কান্নেরও বিনিময় হইতে পারে। জানিবে। মনুষ্যেরও বিনিময় বিহিত আছে। বিনিময় করিয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বার্দ্ধুষিকের অন্ন ভোজন করিবে না। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন;—"যে ব্যক্তি সমমূল্যে ধান্য লইয়া মহার্ঘ করিয়া বিক্রয় করে, তাহার "বার্দ্ধুষিক" সংজ্ঞা; সেই ব্যক্তি, ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে নিন্দিত। বৃদ্ধি এবং ভ্রূণহত্যাকে তুলাদণ্ডে তোলন করা হয়, তাহাতে ভ্রূণঘাতী ঊর্দ্ধ থাকে এবং বার্দ্ধুষিক নিম্নগামী হয়।" যাহা হউক, ক্রিয়াশূন্য পাপিষ্ঠ বার্দ্ধুষিক ব্যক্তিকে সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ ও ধান্যের তিনগুণ প্রদান করিবে। ধান্যানুসারে রস, পুষ্প, মূল এবং ফলের বৃদ্ধি বুঝিয়া লইবে। যাহা ওজন করিয়া দিতে হয় এইরূপ বস্তুর আটগুণ বৃদ্ধি। এবিষয়ে ও বলেন;—"রাজার অভিপ্রায় অনুসারে দ্রব্যের সুদ নিবৃত্তি হইবে; এবং নূতন রাজার অভিষেক হইলেও আর সুদ চলিবেনা। যথাক্রমে চার বর্ণের নিকট মাসে মাসে প্রতি শতে দুই, তিন, চার এবং পাঁচ অংশ বৃদ্ধি লইবে। বসিষ্ঠ যেরূপ বৃদ্ধি বার্দ্ধুষিককে লইতে বলিয়াছেন তাহা শুন;—প্রতি বিংশতিতে পাঁচমাষা বৃদ্ধি লইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মভ্রংশ হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্রোত্রিয়, অনুবাকশূন্য, নিরগ্নি, দ্বিজাতি, শূদ্র-তুল্য। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। এবিষয়ে মনুর শ্লোক উল্লেখ করেন;—"যে দ্বিজ, বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" বণিক্, কুসীদজীবী, শূদ্র-শ্রেষ্ঠ, চৌর এবং চিকিৎসক,—ব্রাহ্মণ হয় না। যে গ্রামে, ব্রত ও অধ্যয়ন বর্জ্জিত দ্বিজাতি, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, রাজা সেই গ্রামবাসীদিগকে দণ্ড দিবেন; যেহেতু ঐ সকল গ্রামবাসী চোরকে আহার দিতেছে। চারজন বা তিন জন বেদপারগ ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্ম বলিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। অন্য সহস্র ব্যক্তিরও উপদিষ্টধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে। ব্রতমন্ত্র-বর্জ্জিত জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র উপস্থিত হইলেও সেই মণ্ডলী "পর্ষৎ" হইতে পারে না। মূর্খগণ, ধর্ম্ম না জানিয়া যে ধর্ম্মগর্হিত কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করে, সেই পাপ, শতধা বিভক্ত হইয়া বক্তৃমণ্ডলীর প্রতি গমন করে। হব্য ও কব্য, প্রত্যহ শ্রোত্রিয় ব্যক্তিকেই দান করিবে। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে দান করিলে দেবতাগণ তৃপ্তিলাভ করেন না। গৃহসমীপে মূর্খ, আর দূরে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেই হব্য কব্য দান করিবে। মূর্খে ব্যতিক্রম নাই। বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না। কোন ব্যক্তিই জ্বলন্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি প্রদান করে না। কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ, ইহারা তিনজন কেবল নামধারী মাত্র। রাজ্য-বিদ্বান্ ব্যক্তির ভোজ্য-অন্ন মূর্খে ভোজন করিলে সেই অন্ন নিরর্থক হয় এবং সেইরাজ্যে মহাভয় উপস্থিত হয়। যদি কেহ অপরের অবিদিত নিধি, প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সেই লাভকারী ব্যক্তিকে ছয় ভাগের একভাগ অর্পণ করিয়া স্বয়ং সমুদয় গ্রহণ করিবেন; আর যদি ষট্কর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণ ঐ ধন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আততায়ীকে বধ করিলে; এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ নাই—ইহা কথিত আছে। আততায়ী ষড়্বিধ। এ বিষয়েও উক্ত হইয়াছে। অগ্নিদ,

বিষদাতা, উদ্যতাস্ত্র, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী—এই ছয় প্রকার আততায়ী। বেদান্তপারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী হইয়া আইসে, তাহা হইলে সেই হননেচ্ছু ব্যক্তিকে বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মঘাতী হইবে না। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন সৎকুলজাত ব্যক্তিও আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে ঘাতক ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে না। কেন না আক্রান্তের ক্রোধাভিমানিনী দেবতা আততায়ীর ক্রোধকে নিবর্ত্তিত করে। ত্রিণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি, ত্রি-সুপর্ণবান্, চতুর্ম্মেধা, বাজসনেয়ী, ষড়ঙ্গবিৎ, ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা নারীর বংশ, ছন্দোগ, জ্যেষ্ঠসামগ, মন্ত্র ব্রাহ্মণাভিজ্ঞ ও ধর্ম্মাধ্যাপক, ইহারা এবং যাহার মাতৃপিতৃবংশ শ্রোত্রিয় বলিয়া বিদিত, সেই ব্যক্তি আর বিদ্বান্ স্নাতক ব্যক্তিগণ, পঙক্তিপাবন। ক্রমিক চতুর্বিদ্যা-বিশারদ, চারজন তার্কিক, অঙ্গশাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, তিন আশ্রমের তিন জন প্রধান ব্যক্তি এই দশ জনের অন্যূন থাকিলে "পরিষৎ" হইবে। যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যাপন করেন তিনি আচার্য্য; যিনি একদেশ অধ্যাপন করেন তিনি গুরু; যিনি বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন তিনিও গুরু। আত্মরক্ষার্থ ও বর্ণসঙ্গের পরিহারার্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য জাতিও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয় নিত্যই শস্ত্র গ্রহণ করিবে; কেননা ক্ষত্রিয় রক্ষণকার্য্যে অধিকারী। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া পাদপ্রক্ষালন ও মনিবন্ধ হইতে করযুগল প্রক্ষালন করিবে। অঙ্গুষ্ঠমূলের উত্তর রেখার নাম, ব্রাহ্মতীর্থ; তথায় জল লইয়া নিঃশব্দে তিনবার আচমন করিবে। দুইবার মুখ সম্মার্জ্জন করিবে; উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয় ছিদ্রসকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। মস্তকে জল দিবে; বাম হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে না। যাইতে যাইতে আচমন করিবে না। দণ্ডায়মান শয়ান বা প্রণত হইয়াও আচমন না। আচমন জলে ফেন বা বুদ্বুদ থাকিবে না। ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হইবে; কণ্ঠপর্য্যন্ত গমন করিলে ক্ষত্রিয় শুচি হয়। বৈশ্য তালুস্পর্শী জলে পবিত্র হয়; আর স্ত্রী শূদ্র, ওষ্ঠস্পর্শী জলে পবিত্র হইয়া থাকে। যাগতর্পণ পুত্র দ্বারাও হইতে পারিবে; যে জল বর্ণদুষ্ট, গন্ধদুষ্ট, রসদুষ্ট, বা কুৎসিত স্থান হইতে আগত, তদ্দ্বারা আচমন করিবে না। মুখনিঃসৃত বিন্দু অঙ্গে পড়িলেও সেই স্থান উচ্ছিষ্ট হইবে না। নিদ্রা, ভোজন, স্নান বা পানের পর, নাচান্ত হইয়াও পুনরাচমন করিবে। বস্ত্রপরিধান বা ওষ্ঠাধরের নির্লোম স্থান স্পর্শ করিলেও পুনরাচমন করা বিধি। শ্মশ্রুতে যদি উচ্ছিষ্টাদির লেশ না থাকে তাহা হইলে তাহা মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। অপরিহার্য্য দন্তলগ্ন বস্তু দন্তের সামিল। যথাবিধি আচমনের পর মুখমধ্যে কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিলেই শুচি হইবে। পরকে আচমন করাইতে করাইতে যে সকল জলবিন্দু স্বীয় পাদদ্বয়ে লাগিয়া থাকে তাহারা ভূমিতুল্য বলিয়া কথিত; তদ্দ্বারা উচ্ছিষ্টভাগী হইবে না। আহার স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ফেলে; তাহা হইলে হস্তস্থিত দ্রব্য মৃত্তিকাতে রাখিয়া আচমন করিবে; পশ্চাৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিবে। যাহাতে যাহাতে অপবিত্রতা শঙ্কা হইবে তাহাতে তাহাতে জলছিটা দিবে। কুক্কুর-হত বন্য পশু, পক্ষিপাতিত ফল বা মাংসাশী পক্ষীর বিনাশিত মাংস এবং বালক ও স্ত্রীলোকদিগের অলক্ষিত আচরণ,—প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এই সকলকে পবিত্র বলিয়াছেন। প্রসারিত পণ্যদ্রব্য এবং স্ত্রীলোকের মুখ নির্দ্দোষ। মশক বা মক্ষিকা যাহাতে বসিবে তাহাও অপবিত্র হইবে না। ভূতলস্থিত জল, এবং গাভী-প্রীতিকর জল প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এতৎ সমস্তকে শুচি বলিয়াছেন। অপবিত্র লিপ্ত বস্তুর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ ও গন্ধ যাইলেই শৌচ হইবে। তৈজস মৃণ্ময় দারুময় এবং বস্ত্র যথাক্রমে, ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন, দাহন, তক্ষণ ও প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হইবে। প্রস্তর ও মণির শৌচ তৈজসবৎ; শঙ্খ ও শুক্তির শৌচ মণিবৎ; অস্থির শৌচ দারুময় পাত্রের ন্যায়; রজ্জু বিদল (সূর্প প্রভৃতি) ও চর্ম্মের শৌচ

বস্ত্রের ন্যায় জানিবে। গোবালুল-কেশ দ্বারা ফল ও চর্ম্মের শুদ্ধি। গৌরসর্ষপকল্ক দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্রের শুদ্ধি। ভূমির অপবিত্রতা অনুসারে কোন স্থলে সম্মার্জ্জন, কোন স্থলে প্রোক্ষণ, কোন স্থলে উপলেপন, কোন স্থলে বা উল্লেখন দ্বারা শুদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলিয়াও থাকেন;—"ভূমি,—খনন, দহন, বর্ষণ, গো-পরিক্রম এবং উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রজঃ দ্বারা নারীশুদ্ধি, বেগ দ্বারা নদীশুদ্ধি, ভস্ম দ্বারা কাংস্যশুদ্ধি ও অম্ল দ্বারা তাম্রশুদ্ধি হয়। মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্ম, পূয, অশ্রু বা শোণিত স্পৃষ্ট মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি। সত্য দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা ভূতাত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞানযোগে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য, জল দ্বারাই পূত হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলে কায়তীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈবতীর্থ, অঙ্গুলিমূলে মানুষতীর্থ, করমধ্যে আগ্নেয় তীর্থ এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিতৃতীর্থ। রাত্রিতে ও দিবসে "রোচতাং" বলিয়া অন্নের অভিনন্দন করিবে; পিতৃকার্য্যে "স্বদিত" ও আভ্যুদয়িক-কার্য্যে "সম্পন্ন" বলিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রকৃতি ও সংস্কারভেদে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ। ইঁহার (বিরাটপুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় বৈশ্য এবং শূদ্র চরণযুগল হইতে উৎপন্ন—এই শ্রুতিই প্রমাণ। গায়ত্রীচ্ছন্দোযোগে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, ত্রিষ্টুভছন্দোযোগে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি ও জগতীছন্দোযোগে বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু শূদ্রকে কোন ছন্দোযোগেই সৃষ্টি করেন নাই; ইহার দ্বারাই শূদ্রের সংস্কারহীনতা বুঝা যাইতেছে। প্রথম তিনবর্ণই শূদ্রের আশ্রয় হইবে। সকল বর্ণই সত্যবাদী, অক্রোধ, দাতা ও হিংসাবিমুখ হইবে এবং সকলেই সন্তানোৎপাদন করিবে। পিতৃকার্য্য, দেবপূজা ও অতিথিসৎকারে পশুহিংসা করিতে পারিবে। মনু বলিয়াছেন; "মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য—ইহাতেই পশুহিংসা করিবে, অন্যথা পশুহিংসা করিবে না।" প্রাণিহিংসা না করিলে কদাচ মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিহিংসাও স্বর্গজনক নহে; অতএব যাগযজ্ঞে যে প্রাণিহিংসা হয় তাহা হিংসাই নহে; হিংসা হইলে তাহাতে স্বর্গ হইতে পারিত না।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অভ্যাগত হইলে তাহার জন্য মহাবৃষভ বা মহাছাগ পাক করিবে; এইরূপে ইহার আতিথ্য করা নিয়ম। দুইবর্ষ বয়সের পর মরিলে, উদককার্য্য ও অশৌচ গ্রহণ উভয়ই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, দন্ত-উদ্গমের পর মরিলেই উহা কর্ত্তব্য। মৃতদেহে অগ্নি লাগাইয়া সেদিকে না চাহিয়া জলে আসিবে। অনন্তর তথায় থাকিয়া বাম দক্ষিণ উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণমুখ হইয়া উদককার্য্য করিবে। উদককার্য্যকারী জ্ঞাতিগণ সংখ্যাতে অযুগ্ম থাকিবে। এই দক্ষিণদিক্ই পিতৃগণের দিক্। গৃহে গমন করিয়া তিন দিন অনাহারে কটশয্যাতে থাকিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে ক্রীতবস্তু দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। সপিণ্ডে দশদিন মৃতাশৌচ বিহিত আছে। মরণ সময় হইতে অশৌচের দিন গণনা। সপিণ্ডভাব সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বিদিত। অপ্রদত্তা স্ত্রীদিগের তিনপুরুষ সপিণ্ডতা; ঐ স্ত্রীলোকের মরণে তাহাদিগের তিনদিন অশৌচ বিজ্ঞাত। প্রদত্তানারীর অশৌচ গ্রহণ ভর্তৃকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণ করিবে। তাহারাও (প্রদত্তা নারীরাও) তাহাদিগের (ভর্তৃবংশীয়দিগের) অশৌচ লইবে। উত্তম শুদ্ধি ইচ্ছুক হইলে মাতা পিতার বীজ নিমিত্তক বলিয়া জননেও অশৌচ জানিবে। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—"সূতকে যদি সূতিকাকে স্পর্শ না করে তাহা হইলে পুরুষের অস্পৃশ্যতাজনক অশৌচ নাই। কেননা তাহাতে রজই অশুচি; পুরুষের ত আর রক্ত নাই। ব্রাহ্মণ দশরাত্রে, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশরাত্রে, বৈশ্য বিংশতি রাত্রে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, শূদ্রের মরণাশৌচে বা জননাশৌচে ভোজন করে, সে, ঘোর নরকভোগ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি নিয়োগক্রমেও অশৌচ শেষ না হইতে তাহার পক্কান্ন ভোজন করে, সে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে; এবং সেই শরীরের অন্তে তদীয় বৃত্ত্যুপজীবী হয়। (জ্ঞানে) দ্বাদশ মাস, অজ্ঞানে দ্বাদশ অর্দ্ধমাস অনাহারে থাকিয়া বেদসংহিতা অধ্যয়ন করিলে পূত হয় ইহা বিদিত। দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক মরণে বা গর্ভপাত হইলে তিন দিন অশৌচ। গৌতম বলেন সদ্যঃশৌচ। দেশান্তরে থাকিয়া মরণ দশদিনের পর শুনিলে একরাত্র অশৌচ। আহিতাগ্নি ব্যক্তি, প্রবাসে মরিলে পুনরায় তাহার সংকার করিতে হইবে ও যথাযথ মরণাশৌচ হইবে, ইহা গৌতম বলেন। যূপ, বত্তি, শ্মশান, রজস্বলা, সূতিকা বা অশুচিসম্বন্ধ হইলে আচমনপূর্ব্বক শিরঃস্নান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অস্বতন্ত্রা পুরুষপ্রধান রমণীরও যে অগ্নিসংকার এবং উদককার্য্য হইবে না ইহা অলীক বলিয়া জানা যাইতেছে। এ বিষয়ে কথিত আছে; "বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনাবস্থাতে স্বামী রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্র রক্ষক হয়। স্ত্রীলোক কদাচ স্বাধীন হইতে পারে না।" মনে মনে স্বামীকে অতিক্রম করিলে, তৎপক্ষে কথিত হইয়াছে "এই স্ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে যে ঋতু হয়, তদ্দ্বারা পাপবিনষ্ট হয়" এই ঋতু স্ত্রীলোকদিগের রহস্য-প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে। রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি থাকে; রজস্বলাস্ত্রী অঞ্জন পরিবে না; জলে অবগাহন করিবে না; ভূতলে শয়নকরিবে; দিবসে নিদ্রা যাইবে না; অগ্নিস্পর্শ করিবে না; রজ্জুমার্জ্জন করিবে না; দন্ত ধাবন করিবে না; মাংস ভোজন করিবে না; গ্রহনক্ষত্র দর্শন করিবে না; হাস্য করিবে না; কোন কাজ করিবে না; অঞ্জলি করিয়া জলপান করিবে না; কাংস্য, তাম্র বা লৌহময় পাত্রে জলপান করিবে না। শুনা আছে, ইন্দ্র, ত্বষ্ট পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে হত্যা করিলে তিনি পাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হন। তখন সর্ব্বভূত, ইন্দ্রকে ব্রহ্মঘাতী! ব্রহ্মঘাতী! ব্রহ্মঘাতী! বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। ইন্দ্র স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমন করেন এবং গিয়া বলেন, "তোমরা আমার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ কর।" স্ত্রীলোকেরা ইন্দ্রকে বলে;—"তাহা হইলে আমাদিগের উপকার কি হইবে?" ইন্দ্র বলেন;—"যথেচ্ছ বর লও।" তাহারা বলে, "আমরা ঋতুকালে সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইব। কাম ব্যাঘাত করিবনা; প্রত্যুত সাকল্যে সমর্থ হইব। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত পুরুষের সহিত মৈথুন ভাবে থাকিতে পারিব এই আমাদিগের বর"। ইন্দ্র সেই বর দিলে তাহারা ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। সেই ব্রহ্মহত্যা মাসে মাসে আবির্ভূত হয়। অতএব রজস্বলার অন্ন ভোজন করিবে না। ইহা প্রতি মাসান্তে ব্রহ্মহত্যারই কঞ্চুকবৎ স্বরূপ। ব্রহ্মবাদীরা বলেন রজস্বলা স্ত্রী অঞ্জন পরিবেনা বা অভ্যঙ্গ করিবে না; কেননা তাহা স্ত্রীলোকদিগের অন্ন; অতএব তখন তাহার এবং অবীরা নারীর ঐ কার্য্য ব্রহ্মবাদীদিগের সম্মত নহে। একটী প্রসিদ্ধ পরম্পরাগত শ্লোক আছে সেটী এই;—"যাহারা রজস্বলার সহিত সঙ্গত, এবং যাহারা নিরগ্নি; বেদাধ্যায়ী হইলেও, সেই সকল গৃহস্থ পাপিষ্ঠ এবং শূদ্র তুল্য।"

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আচারই সকলের পরম ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয়। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহ পরলোকে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, আচারবর্জ্জিত ও ভ্রষ্ট, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র এবং দক্ষিণা—ইহারা তাহাকে কোন রূপে নিস্তার করিতে পারে না। বেদ, ছয় অঙ্গের সহিত অধীত হইলেও তাহা আচারহীন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ করিতে পারেনা। জাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ যেরূপ কুলায় ত্যাগ করে, তদ্রূপ ছন্দোগণ, আচারবিহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করে। মনোহর দার সকল যেরূপ অন্ধের প্রীতি উৎপাদন করিতে

পারে না, তদ্রূপ ষড়ঙ্গ-সমন্বিত সরহস্য নিখিল বেদ আচার-হীন ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে অসমর্থ। এই মায়াবী কপটাচারীকে বেদগণ পাপ হইতে নিস্তার করেন না। কিন্তু বেদের অক্ষর মাত্র যথাবিধি অধীত হইলে সেই অক্ষরাত্মক অভিলষিত বেদ, তাহাকে যথোচিত পবিত্র করেন। দুরাচার পুরুষ লোকসমাজে-নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়। আচারের ফল ধর্ম্ম; আচারের ফল ধন; আচার হইতে সম্পত্তি [illegible] বা যায়; আচার দুর্লক্ষণ বিনাশ করে। যে মানব সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিত হইয়াও কেবল সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধালু এবং অসূয়ারহিত, সে শত বর্ষ জীবিত থাকে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, আহার, নির্হার, (বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ), বিহার এবং যোগ গোপনে সম্পন্ন করিবে। বাক্য প্রয়োগ, বুদ্ধি-চালনা ও বীর্য্যপ্রকাশ সাবধানে করিবে; ধন ও আয়ু গোপন করিবে। প্রস্রাব ও বিষ্ঠাত্যাগ এই উভয় কার্য্য দিবসে উত্তরমুখ হইয়া করিবে। এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া করিবে, ইহা হইলে আয়ুঃক্ষয় হইবে না। অগ্নি, সূর্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, বা চন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বা উভয়-সন্ধ্যা সময়ে প্রস্রাবাদি করিলে তাহার প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়। নদী, পথ, ভস্ম, গোময়, লাঙ্গল, কৃষ্টক্ষেত্র, উপ্তবীজক্ষেত্র এবং শাদ্বল ক্ষেত্রে প্রস্রাবাদি করিবে না। রাত্রিতেই হউক আর দিবসেই হউক, ছায়া বা অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রম হইলে এবং প্রাণভয়ে যে দিকে মুখ করিয়া বসিলে সুবিধা হয়, সেইদিকে মুখ করিয়া বসিবে। উদ্ধৃত জল দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে, স্নান করিবে না। অনুদ্ধৃত জলদ্বারা শৌচ করিবে না, স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ, কূল হইতে সিকতাযুক্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। জলমধ্যের, দেবালয়ের, বল্মীকের ও ইন্দুরের মৃত্তিকা এবং শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা—এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা অগ্রাহ্য। মূত্রশৌচে লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার ও দুইহস্তে একবার মৃত্তিকা দিবে। বিষ্ঠাশৌচে, মলদ্বারে পাঁচবার, বাম হস্তে দশবার এবং দুইহস্তে সাতবার মৃত্তিকা দিবে। গৃহস্থের এইরূপ শৌচ কর্ত্তব্য; ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর, ত্রিগুণ বাণপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতির কর্ত্তব্য। আটগ্রাস যতির ভোজ্য, ষোলগ্রাস বানপ্রস্থের ভোজ্য, বত্রিশ গ্রাস গৃহস্থের ভোজ্য, ব্রহ্মচারীর ভোজ্যগ্রাসের পরিমাণ নাই। বৃষভ, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক এই তিনজন ভোজন করতই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করে; অভুক্ত থাকিলে ইহাদিগের সিদ্ধি হয় না। তপস্যা, দান, উপহার, ব্রত, নিয়ম, যাগ, অধ্যয়ন ও ধর্ম্মে যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, সেই নিষ্ক্রিয়। যোগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা এই কয়টী ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যাহারা সর্ব্বতোভাবে দান্ত, যাহাদিগের কর্ণ শাস্ত্রকথায় পরিপূর্ণ, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, প্রাণি-হিংসা-পরাঙ্মুখ ও প্রতিগ্রহ-সঙ্কুচিত—সেই সকল ব্রাহ্মণ নিস্তার করিতে সমর্থ। অসূয়া-পরবশ, খল, কৃতঘ্ন ও দীর্ঘরোষ এই চারজন কর্ম্ম-চাণ্ডাল; এতদ্ভিন্ন জাতি-চণ্ডাল আছে। এই সর্ব্ব সমেত চাণ্ডাল পাঁচ প্রকার। দীর্ঘবৈর, অসূয়া, অনৃতভাষণ, খলতা এবং নির্দ্দয়তা এই কয়েকটীকে শূদ্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র; তপস্বী ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র; আর যাহার উদরে শূদ্রের অন্ন নাই তাহা সকল পাত্রের উৎকৃষ্ট পাত্র। যাহার অঙ্গ শূদ্রান্ন রসে পুষ্ট, সে, নিত্যঅধ্যয়ন-শীল হইলেও, নিত্য হোমযাগ করিলেও ঊর্দ্ধগতি লাভ করে না। যে কোন দ্বিজ, শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে মরিলে, সে, গ্রাম্য শূকর হইবে অথবা সেই শূদ্রের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিবে। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, সেই মৈথুনোৎপন্ন পুত্র যাহার অন্ন তাহারই; সুতরাং তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির স্বর্গ সাধন হইবে না। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, যৌন সম্বন্ধে বদ্ধ, প্রশান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পাপভঙ্ক বহুজ্ঞ, অন্নদোষবর্জ্জিত, ধার্ম্মিক, গোরক্ষক এবং ব্রতচর্য্যাবলে ক্ষমাশীল তিনিই পাত্র বলিয়া কথিত। যেমন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত বা মধু আমপাত্রে স্থাপিত হইলে, পাত্রের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সেইপাত্র গলিয়া যায় ও সেই সকল রস বিনষ্ট হয়; সেইরূপ অবিদ্বান ব্যক্তি গো, সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি এবং তিলাদি প্রতিগ্রহ করিলে কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হয়।

অঙ্গ বা নখ বাজাইবে না। অঞ্জলি করিয়া জল খাইবে না। রাজ ভিন্ন ব্যক্তিকেও হস্ত বা পদ দ্বারা প্রহার করিবে না। জল দ্বারা জল তাড়না করিবে না। ইট মারিয়া ফল পাড়িবে না। ফল ছুড়িয়া ফল পাড়িবে না। অঞ্জলি করিয়া থৈল লইবে না। ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবে না এবং কথিত আছে;— "ব্রাহ্মণ, চপলহস্ত ও চপল চরণ হইবে না। অঙ্গচাপল্য করিবে না ইহা শিষ্টাচার। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন বেদ, যাঁহাদিগের বংশপরম্পরাগত, শ্রুতি প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া তাঁহারা শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। কোন ব্যক্তিই যাঁহাকে, সৎ কি অসৎ, শাস্ত্রজ্ঞান হীন কি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল কি দুঃশীল বলিয়া জানিতে না পারে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং পরিব্রাজক এই চার আশ্রম। তন্মধ্যে অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যে এক বেদ দুই বেদ বা তিন চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া সন্তানোৎপাদনার্থ গৃহস্থ হইবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যাবৎ দেহপাত না হয়, তাবৎ আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিবে। আচার্য্য পরলোক গত হইলে অগ্নি-পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবে। আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি ইহা বিদিত আছে। বাক্য-সংযম পূর্ব্বক ভিক্ষা করিবে ও দিবসের চতুর্থ কাল ষষ্ঠ কাল বা অষ্টম কালে ভোজন করিবে; গুরুর অধীন থাকিবে; জটিল হইবে বা মাত্র শিখা রাখিবে। গুরু গমন করিলে তাঁহার অনুগমন করিবে, বসিয়া থাকিলে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিবে, শয়ন করিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিবে। গুরু অধ্যয়ন করিতে আহ্বান করিলে অধ্যয়ন করিবে। ভিক্ষালব্ধ সকল অন্ন গুরুকে দেখাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে ভোজন করিবে। খট্টাতে শয়ন, দন্তধাবন এবং তৈলাভ্যঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। অধ্যয়নাদি সময় ব্যতীত দিবসে দণ্ডায়মান থাকিবে, রাত্রিতে বসিয়া থাকিবে। প্রত্যহ তিনবার কল্পিয়া স্নান করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

গৃহস্থ হইতে হইলে, ক্রোধ ও হর্ষ সংযম করা আবশ্যক। গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া অসমানগোত্রা অসমান প্রবরা অস্পৃষ্টমৈথুনা বয়ঃকনিষ্ঠা অনুরূপ ভার্য্যা লাভ করিবে। মাতৃপক্ষ ও মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চমী এবং পিতৃপক্ষ ও পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত অবিবাহ্য। বৈবাহিক অনলে হোম করিবে। সায়ংকালে সমাগত অতিথিকে অন্যত্র যাইতে দিবে না। অতিথির অনাহারে তাহার গৃহে থাকা নিষিদ্ধ; শ্রোত্রিয়ার জন্য ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে আসিয়া অনাহারে থাকে, তাহার যে কিছু পুণ্য তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া গমন করে। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র থাকে, তাহাকেই অতিথি বলা যায়। অল্পকাল স্থায়ী বলিয়াই অতিথির "অতিথি" নাম হইয়াছে। এক গ্রামবাসী বিপ্র বা সঙ্গিতিক বিপ্রঅতিথি শব্দবাচ্য নহে। (আলাপ পরিচয় করিয়া যে জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার নাম সঙ্গিতিক)। ফলতঃ, অতিথি, কালেই উপস্থিত হউক আর অকালেই উপস্থিত হউক, তাঁহাকে অনাহারে গৃহে রাখিবে না। গৃহস্থ শ্রদ্ধালু ও অলোলুপ হইবে। অগ্নি-আধানে সমর্থ হইলে অনাহিতাগ্নি হইবে না। সোমপানে সমর্থ হইলে সোমযাগশূন্য হইবে না। স্বাধ্যায়, সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞ গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য। গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিকে, প্রত্যুত্থান করিয়া বসিতে দিয়া, শুইতে দিয়া ও মিষ্টকথা বলিয়া সম্মানিত করিবে। শক্তি-অনুসারে সর্ব্বভূতকে অন্ন দান করিবে। গৃহস্থই যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই তপস্যা করেন, অতএব চার আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই প্রধান। যেমন সমস্ত নদনদীকে সমুদ্রে মিলিত হইতে হয়, সেইরূপ সকল আশ্রমীদিগেরই গৃহস্থের সহিত সঙ্গত হওয়া

অবশ্যম্ভাবী। যেমন সকল প্রাণিগণ, জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভিক্ষোপজীবী সকল আশ্রমাবলম্বীরাই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। নিত্যস্নায়ী, সতত যজ্ঞোপবীতযুক্ত ও নিত্যস্বাধ্যায়সম্পন্ন যে গৃহীব্রাহ্মণ পতিতান্ন ভোজন করেন না, ঋতুকালে গমন করেন এবং যথাবিধি হোম করেন, তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হন না।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, জটিল হইবে; চীরবস্ত্র বা অজিন পরিধান করিবে; গ্রামে প্রবেশ করিবে না। ফালকৃষ্ট স্থানে থাকিবে না। অকৃষি-জাত (স্বভাবজাত), ফলমূল সংগ্রহ করিবে। ঊর্দ্ধরেতা ও ক্ষমাশীল হইবে। আশ্রমাগত অতিথিকে ফল মূল ভিক্ষা দিয়া সৎকৃত করিবে। দানই করিবে, প্রতিগ্রহ করিবে না। তিনবার স্নান করিবে। শ্রাবণক দ্বারা অগ্ন্যাধান করিয়া আহিতাগ্নি হইবে, বৃক্ষমূলবাসী হইবে। ছয় মাসের পর অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইবে। দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে দান করিবে। এই ধর্ম্মাবলম্বী বানপ্রস্থ অক্ষয়-স্বর্গে গমন করে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

পরিব্রাজক, সর্ব্বভূতকে অভয় দক্ষিণা দিয়া প্রস্থান করিবে। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;— "যে দ্বিজ সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারও কদাচ কোন প্রাণী হইতে ভয় হয় না। দান করিয়া যে ভূতলে অবস্থিতি করা যায়, তাহাতে কোন প্রাণীর নিকটে ভয় থাকে না। আর যে প্রতিগ্রহ করে, সে, জাত ও অজাত প্রাণীর হত্যাপাপে লিপ্ত হয়। সর্ব্বকর্ম্মের ত্যাগ করিবে না। বেদ ত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেইজন্য বেদ ত্যাগ করিবে না। একাক্ষরই (ওঁ) শ্রেষ্ঠ বেদ; প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠতপস্যা, উপবাস হইতে ভিক্ষা করা শ্রেষ্ঠ; দান অপেক্ষা দয়া প্রধান। মুণ্ডিত এবং মমতা ও পরিগ্রহ শূন্য হইবে। আজ অমুক অমুক বাড়ী যাইব, এইরূপ সর্ব্বদা মনে মনে স্থির না করিয়া সাত ঘর ভিক্ষা করিবে। ধূম দেখা দূর হইলেও মুষলের কার্য্য শেষ হইলে একবস্ত্র বা চর্ম্ম পরিধানে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে। গো-দর্শন, ছিন্ন তৃণ দ্বারা শরীর বেষ্টন করিয়া স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। অনেকদিন একস্থানে থাকিবে না। মনে মনে জ্ঞানাভ্যাস করত গ্রামের প্রান্তভাগ, দেবালয়, শূন্যাগার, বা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিবে। নিয়ত অরণ্যচারী হইবে; যে স্থান পর্য্যন্ত গ্রাম্যপশু দেখা যায় তথায় বিচরণ করিবে না। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—নিয়ত অরণ্যবাসী, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণ, অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ, উপেক্ষাশীল সন্ন্যাসীর পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি অবশ্য-ম্ভাবী। পরিব্রাজক চিহ্ন অব্যক্ত ও আচার অব্যক্ত থাকিবে; উন্মত্ত বেশে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিবে। জগতে শব্দশাস্ত্রে পরায়ণ হইলে মোক্ষ হয় না; প্রতিগ্রহ-নিরতের মুক্তি হয় না; ভোজন ও পরিধানে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তির বা রম্যগৃহে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিরও মুক্তি হয় না। উৎপাত কথন, সুনিমিত্ত কথন, জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা প্রকাশ, ধর্ম্মোপদেশ বা বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা কদাচ ভিক্ষালাভে প্রয়াসী হইবে না। ভিক্ষা লাভ না করিলে বিষণ্ণ হইবে না, লাভ করিলেও হৃষ্ট হইবে না। বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে মাত্র প্রাণধারণ হয় তাবন্মাত্র আহার করিবে। যে ব্যক্তি, কুটীর, জল, বস্ত্র, আসন ও গৃহাদিতে নিঃসঙ্গ সেই সর্ব্বোত্তম মুক্তিমার্গ-বেত্তা। ব্রাহ্মণকুলে যাহা পাইবে সন্ধ্যাসময়েও তাহাই ভোজন করিবে। কেবল, মধু, মাংস ঘৃত ভোজন করিবে না। নিয়ম আছে, সায়ংকাল ও দিবাভাগ, যথাক্রমে যতি ও সাধু গৃহস্থদিগের ভোজন প্রীতির কাল। অথবা গ্রামেই থাকিবে, কৌটিল্য করিবে না; গৃহ-বাসী হইবে না; অসঙ্কসুক অর্থাৎ স্থিরমতি বা অসঞ্চয়ী হইবে। কাহারও সহিত ইন্দ্রিয়-সংসর্গ করিবে না। হিংসা ও অনুগ্রহ পরি-

ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি উপেক্ষাশীল হইবে। সকল আশ্রমীরাই খলতা, মৎসর, অভিমান, অহঙ্কার, অশ্রদ্ধা, কৌটিল্য, আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা, দম্ভ, লোভ, মোহ, ক্রোধ এবং অসূয়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ শুচি ব্রাহ্মণ, সদা যজ্ঞোপবীতধারী ও জলপূর্ণ কমণ্ডলুধারী হইবে। শূদ্রের অন্নপান ত্যাগ করিবে; ইহাতেই ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতাগণকে বলি প্রদান করিবে। শ্রোত্রিয় বা ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করিয়া পিতৃলোককে অন্ন দিবে; অনন্তর অতিথিকে ভোজন করাইবে; অনন্তর বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইবে। তবে পরিবারস্থ ব্যক্তির মধ্যেও কুমার, বালক, বৃদ্ধ ও তরুণী প্রভৃতিকে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও আহার দিবে। অনন্তর অন্যান্য পরতন্ত্র প্রাণী—কুক্কুর, চাণ্ডাল, পতিত ও কাকদিগের উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন দিবে। শূদ্রগণকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে পারিবে, সংযমী গৃহস্থ, শেষ ভোজন করিবে। যদি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, অতিথি আগমন করে, তাহা হইলে সর্ব্বোপকরণ সহিত পুনঃ পাক হইবে। ইহাঁর জন্য বিশেষ করিয়া অন্ন পাক করা উচিত; কেননা, শুনা আছে অগ্নি ব্রাহ্মণ-অতিথিরূপে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। অতএব ইহাঁকে ভোজন করাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিবে, সীমান্তপর্য্যন্ত অনুগমন করিবে অথবা অনুজ্ঞা পাইলে কিয়দ্দূর গিয়াই ফিরিয়া আসিবে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চধা বিভক্ত দিনের চতুর্থবেলা অতিক্রান্ত হইলে, পিতৃগণকে অন্ন দিবে। পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়া পরদিন যতি, পরিণতবয়স্ক, দুষ্কর্ম্মবর্জ্জিত সাধু গৃহস্থ শ্রোত্রিয়, শিষ্য এবং গুণবান্ শিষ্য, শিষ্য দিগকেও ভোজন করাইবে। কিন্তু বিলগ্ন, শুক্র রোগী, বিগৃধি, শ্যাবদন্ত, কুষ্ঠী ও কুনখী দিগকে শ্রাদ্ধ পাত্রে ভোজন করাইবেনা। তবে এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—"যদি মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পংক্তিদূষক শারীরিক রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলেও তিনি অদূষ্য এবং পংক্তিপাবন,—যম এই কথা বলেন।" শ্রাদ্ধের উচ্ছিষ্ট দিনান্ত পর্য্যন্ত অন্তর্হিত করিবে না, যাহাদিগের উদককার্য্য হয় নাই তাহারা যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হয়, তাবৎ আকাশপতিত ধারা পান করে; তাহারা উচ্ছিষ্টরসেই পরিপুষ্ট, সূর্য্যাস্তের পর উচ্ছিষ্ট রসধারা অক্ষয়, ক্ষীরধারারূপে, জঙ্গমভাবে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। শ্রুতি আছে, ইহা সংস্কারের পূর্ব্বে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের "প্রবেশন।" উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছেষণ উভয়ই ইহাদিগের প্রাপ্যভাগ,—মনু ইহা বলেন। লেপজলের সহিত বিকীর্ণ ভূমিগত অন্ন "উচ্ছেষণ।" অসংস্কৃত নিঃসন্তান অনায়ুদিগের জন্য তাহা প্রদান করিবে। উভয় শাখাযুক্ত অন্ন পিতৃগণকে নিবেদন করিবে। দুষ্টচিত্ত অসুরগণ অন্ন পরিবেশন সময়ে ছিদ্র অন্বেষণ করে; অতএব কুশযুক্ত হস্তে অথবা পাত্রস্পর্শ করিয়া অন্ন পরিবেশন করিবে। তাহাতে উচ্ছেষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে। সুসমৃদ্ধ হইলেও দৈবপক্ষে দুই জন এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা উভয়পক্ষেই এক এক জন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। ব্রাহ্মণবাহুল্যের আড়ম্বর করিবে না। ব্রাহ্মণ বাহুল্য,—সৎক্রিয়া, দেশ, কাল, শৌচ ও ব্রাহ্মণোৎকর্ষ এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ হানি করে। অথবা বেদপারগ, সুশীল, সর্ব্বকুলক্ষণ-বর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করায় তাহা হইলে দৈবপক্ষ নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে?—বলিতেছি; প্রকৃত সকল অন্নের কিঞ্চিদন্ন উদ্ধৃত করিয়া দেবপক্ষে রাখিয়া অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিবে। কিঞ্চিৎ অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে বা ব্রহ্মচারীকে দিবে। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ব্রাহ্মণগণ যতক্ষণ মৌনী হইয়া ভোজন করেন, যতক্ষণ অন্নের গুণ কথিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। অন্নগুণ বক্তব্য নহে; পিতৃগণ উত্তমভাবেই তর্পিত হন। পিতৃগণের তৃপ্তি হইবার পর অন্নের প্রশংসা করিবে। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি মাংস পরি-

ত্যাগ করে, সে হত পশুতে যতগুলি রোম ছিল তাবৎকাল নরকে ভোগ করে। দৌহিত্র, কুতপ এবং তিল এই তিন বস্তু শ্রাদ্ধে পবিত্র। শৌচ, অক্রোধ এবং অত্বরা এই তিন সামগ্রী শ্রাদ্ধীয় অন্নকে প্রশস্ত করে। দিবসের অষ্টম ভাগে সূর্য্যের অবস্থান্তর হয়, সেই সময়ের নাম "কুতপ"। সেই সময়ে পিতৃগণকে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস রেতঃ ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিলে, যে কোন যোনিতে উৎপন্ন হইবে, সে জন্মে তাহার বিদ্যালাভ হয় না, এবং অল্পায়ু হয়। যেমন পক্ষীগণ অশ্বথ বৃক্ষ দেখিলে আশাযুক্ত হয়, সেইরূপ পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহ উৎপন্ন পুত্রের উপর আশান্বিত হন। দরিদ্র ব্যক্তি, বর্ষাকালে মঘাত্রয়োদশীতে ও অন্যান্য উপযুক্ত সময়ে, মধু, মাংস, শাক, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। যে পুত্র সন্তানবর্দ্ধন পিতৃকার্য্যে তৃপ্তিকারক এবং দেবতুল্য-ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি-যুক্ত, পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার অভিনন্দন করেন। যেমন কর্ষকগণ উত্তম বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, সেইরূপ পিতৃগণ তাহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন। যে পুত্র গয়াতে গিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারাই পুত্রবান্ হন। শ্রাবণী পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা, এবং অন্বষ্টকাত্রয়—ইহাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। উত্তম দ্রব্য পুণ্যদেশ ও প্রশস্ত ব্রাহ্মণসন্নিধানও শ্রাদ্ধ করিবার নিয়মিত কাল। যে ব্রাহ্মণ আহিতাগ্নি, তিনি দর্শ পূর্ণমাস যাগ, অগ্রয়ণ যাগ, চাতুর্মাস্য যাগ, পশুযাগ ও সোমযাগ করিবে। নিয়মিত ও বিস্তৃত এই ঋণের বিষয় বিদিত আছে; দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ঋণ; পিতৃগণের নিকট সন্তান-ঋণ এবং ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মচর্য্যঋণ,—ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ইনি যাগশীল, পুত্রবান এবং কৃতব্রহ্মচর্য্য হইলেই ঋণমুক্ত হন। গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, গর্ভ একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া বিধি। ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশ বা বিল্ববৃক্ষ সম্ভূত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড বটবৃক্ষসম্ভূত এবং বৈশ্যের দণ্ড উড়ুম্বর বৃক্ষসম্ভূত হইবে। ব্রাহ্মণের উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের উত্তরীয় রুরুমৃগের চর্ম্ম; গো কিম্বা ছাগের চর্ম্ম বৈশ্যের উত্তরীয়; শুক্লবর্ণ অহত বস্ত্র ব্রাহ্মণের পরিধেয়, মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত বস্ত্র ক্ষত্রিয়ের পরিধেয় এবং হরিদ্রাবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র বৈশ্যের পরিধেয় অথবা অলোহিত কার্পাস বস্ত্র সকলেরই পরিধেয়। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিয়া, ক্ষত্রিয় মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎ শব্দ যোগ করিয়া ভিক্ষা চাহিবে। গর্ভ ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, গর্ভ দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়নের কাল থাকে। ইহার পরও অনুপনীত থাকিলে পতিত সাবিত্রীক অর্থাৎ গায়ত্রীতে অনধিকারী হয়। তাহাদিগকে আর উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না, তাহাদিগের সহিত বিবাহ দিবে না। "পতিত সাবিত্রীক" ব্যক্তি উদ্দালক ব্রত করিবে। দুই মাস যাবক পান করিয়া এক মাস মাক্ষিক মধুপান করিয়া, আট দিন ঘৃত পান করিয়া, ছয় দিন অযাচিত আহারে এবং তিন দিন জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিবে,—ইহার নাম উদ্দালক ব্রত। কিম্বা কাহারও অশ্বমেধ যজ্ঞে অভৃথ স্নান করিবে, অথবা ব্রাত্যস্তোম যাগ করিবে। (প্রায়শ্চিত্তের পর উপনীত হইবে)।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর, স্নাতকব্রত উক্ত হইতেছে। স্নাতক ব্রাহ্মণ, গচ্ছিত ভিন্ন কাহারও নিকট অন্য কিছু যাচ্ঞা করিবে না। তবে ক্ষুধার্ত্ত হইলে রাজা বা শিষ্যবর্গের নিকট সিদ্ধান্ন, আমান্ন, ক্ষেত্র, গ্রাম, সবৎস ছাগ মেষ, সুবর্ণ, ধান্য অথবা অন্য কোন খাদ্য যাহা হউক কিছু যাচ্ঞা করিবে। কেননা, এই উপদেশ আছে স্নাতক-

ব্যক্তি যেন ক্ষুধার আতিশয্যে অবসন্ন না হন। নদীতে সহসা অবগাহন; রজোদুষ্টা বা অযোগ্যা নদীতে একবারেই অবগাহন করিবে না; কুলস্কুল হইবে না, বিস্তৃত বৎস-রজ্জু অতিক্রম করিবে না; উদয়কালে অস্তকালে ও যে সময়ে আকাশমধ্যগত হইয়া তাপ দেন, তখন সূর্য্যদর্শন করিবে না। জলে প্রস্রাব বিষ্ঠা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না। মূত্র বিষ্ঠাত্যাগ করিবার সময়ে মস্তক বস্ত্রবেষ্টিত করিবে। অযজ্ঞিয় তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি প্রস্রাব বাহ্যে করিবে। দিবসে উত্তর মুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া ঐ কার্য্য করিবে, সন্ধ্যাকালে হইলেও উত্তর-মুখ হইয়া বসিবে। কথিত আছে "অন্তর্ব্বাস, বহির্ব্বাস, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, যষ্টি এবং জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ,—স্নাতকগণের নিত্যকার্য্য। জল, হস্ত ও কাষ্ঠ শুচি ও পবিত্রতাজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হস্ত ও জল দ্বারা কমণ্ডলুমার্জ্জন করিবে। প্রজাপতি মনু ইহাকে "পর্য্যগ্নিকরণ" বলিয়াছেন। নিত্যকার্য্য সকল করিয়া শৌচজ্ঞ স্নাতক, পশ্চাৎ আচমন করিবে।" পূর্ব্বমুখ হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অন্ন ভোজন করিবে। ক্ষুদ্রগ্রাস লইয়া অঙ্গুষ্ঠসমেত মুখে দিবে। মুখশব্দ করিবে না। ঋতুকালে নিজ পত্নীতে উপগত হইবে, অন্য সময়েও গমন করিতে পারিবে। পর্ব্বে কখন স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—যে ব্যক্তি অব্যভিচারে পতি-ধর্ম্মপালন-তৎপরা পরিণীতা ভার্য্যার মুখে মৈথুন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার পিতৃগণ, সেই মাস রেতঃ পান করিয়া থাকেন। "যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসব আজ কাল হইবে তাহারাও স্বামিসহবাস করিতে পারিবে" জানা যায়। ইন্দ্র স্ত্রীলোকের প্রতি এই পাবন বর প্রদান করিয়াছেন। উন্নতবৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কূপে নামিবে না; অগ্নিতে ফুৎকার দিবে না। একদিকে অগ্নি ও অন্যদিকে ব্রাহ্মণ—মধ্যস্থল দিয়া গমন করিবে না। দুই দিকে অগ্নি বা দুই দিকে ব্রাহ্মণ থাকিলেও মধ্যস্থল দিয়া যাইবে না। তবে অনুমতি পাইলে যাইতেও পারে। ভার্য্যার সহ একত্র ভোজন করিবে না; করিলে নির্বীর্য্য সন্তান উৎপন্ন হয়; ইহা বাজসনেয় সংহিতাতে জানা যায়। ইন্দ্রধনুর "ইন্দ্রধনু" এই নাম কীর্ত্তন করিবে না; "মনিধনুঃ" বলিবে। পলাশ কাষ্ঠের আসন, পাদুকা ও দন্তধাবন গ্রাহ্য করিবে না। কোলে রাখিয়া ভোজন করিবে না; অধঃস্থাপিত পাত্রে ভোজন করিবে না। বেণুদণ্ড ও স্বর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবে। স্বর্ণময় মাল্য ব্যতীত অন্য মালা প্রকাশ্য ধারণ করিবে না। সভাসমিতিতে সংসৃষ্ট হইবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—"বেদসকলকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, সর্ব্বত্র ঋষিগণের অব্যবস্থা বিবেচনা এবং নিজকৃত প্রত্যক্ষযুক্তি, ইহাতে আত্মা অধঃপতিত হয়।" অনাহূত হইয়া যজ্ঞে যাইবে না; যখন গমন করিবে তখন বহুবৃক্ষ-সঙ্কুল বা সম্মুখ-সূর্য্যপথ আশ্রয় করিবে না। নদীতে সাতার দিবে না; শেষ রাত্রে উঠিয়া অধ্যয়ন করিবে; আর শয়ন করিবে না; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া নিজ নিয়ম পালন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর, স্বাধ্যায় এবং উপাকর্ম্মের কথা বলা যাইতেছে;—শ্রাবণী পূর্ণিমা অথবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে অগ্ন্যাধান করিয়া দেবতা ও বেদ উদ্দেশে হোম করিবে। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া দধি ভোজনানন্তর সাড়েচার মাস বা সাড়ে পাঁচমাসের পর নির্জ্জনে—অরণ্যে উৎসার্গধ্য কর্ম্ম করিবে। তৎপরে শুক্লপক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে; ইচ্ছামত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। প্রাতঃকাল, বা সায়ং কালে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ; চাণ্ডাল বা নীচ গ্রাম মধ্যে থাকিলে বেদাধ্যয়ন করিবে না; ধর্ম্ম বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে নগরেও বেদাধ্যয়ন অকর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি শুষ্ক গোময় পূর্ণ স্থান, আস্ফোটিত স্থান বা শ্মশান-সমীপে শয়ান, তাহার ও যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা তাহার পক্ষেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা একটী মনুশ্লোক

কীর্ত্তন করেন :—"ফল, জল, তিল বা অন্ত কিছু শ্রাদ্ধে প্রদত্ত ভক্ষ্য প্রতিগ্রহ করিলে অনধ্যায় হইবে; ব্রাহ্মণদিগের হস্তই মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত"। দৌড়িতে দৌড়িতে অধ্যয়ন করিবে না; পূতিগন্ধ বহিতে থাকিলেও অধ্যয়ন করিবে না; বৃক্ষারোহণ, নৌকারোহণ, ও সৈন্য মধ্যে অবস্থিতিকালে ও ভোজনান্তে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শরশব্দ হইলেও অনধ্যায়। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, অষ্টমীও অষ্টকাত্রয়ে অধ্যয়ন করিবে না। চরণাদি প্রসারণ করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য; যখন গুরু সমীপে বিনীতভাবে বসিয়া থাকিবে তখনও অধ্যয়ন করিবে না। মিথুন পরিত্যক্ত শয্যাতে বা মিথুন পরিত্যক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিলে অধ্যয়ন করা নিষেধ। গ্রামান্তে অধ্যয়ন করিবে না। বমি হইলেও অনধ্যায়। প্রস্রাব বা বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও অধ্যয়ন করিবে না। সামগান-সময়ে ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ পাঠ করিবে না। অজীর্ণ, নির্ঘাত শব্দ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ, দিক্‌শব্দ, পর্ব্বতশব্দ, ভূমিকম্প, মেঘধ্বনি, করকাবর্ষণ, রুধিরবর্ষণ এবং পাংশুবর্ষণেও আকালিক অনধ্যায় হইবে। উল্কাপাত ও বিদ্যুৎপাত দিবসে হইলে দিন মাত্র, রাত্রিতে হইলে রাত্রি মাত্র অনধ্যায়। বর্ষাভিন্ন অন্য ঋতুতে হইলে আকালিক অনধ্যয়। আচার্য্য মরিলে তিন দিন আর আচার্য্য পুত্র, আচার্য্য শিষ্য, আচার্য্যপত্নী, ঋত্বিক এবং যৌন সম্বন্ধে সম্বন্ধ ব্যক্তি মরিলে অহোরাত্র অনধ্যায়। গুরুর পাদগ্রহণ করিবে; ঋত্বিক্‌, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল—বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যুত্থান স্বরূপ অভিবাদন করিবে। যাহাদিগের পাদগ্রহণ করা যায় তাহাদিগের পত্নীর এবং গুরুর পিতা মাতার পাদগ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন করিতে জানে তাহাকে "আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া অভিবাদন করিবে, আর যে প্রত্যভিবাদন জানে না তাহাকে অভিবাদন করিবে না। পিতা পতিত হইলে পুত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু জননী পুত্রের পক্ষে পতিতই হয় না। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন ;—"আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ, আর মাতা পিতা অপেক্ষাও সহস্রগুণ গুরু। ভার্য্যা, পুত্র এবং শিষ্য ইহারা পাপী হইলে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে; না করিলে পতিত হইবে। যজমানের পাতিত্য না হইলেও ঋত্বিক্‌ যদি তাহার যাজন ত্যাগ করেন, এবং ছাত্রের পাতিত্য না হইলেও আচার্য্য যদি তাহার অধ্যাপন ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহারা পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি, বাস্তবিক পতিত না হইলেও অন্য কোন কারণে পতিতবৎ হইয়া আছে তাহার স্ত্রী কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। অথবা অন্যত্র পতিতই হউক, আর অপতিতই হউক স্ত্রী তাহার নিন্দাদি করিবে না। স্ত্রীলোক পরপুরুষ সংসর্গিণী হইলেই পতিত হয়। অতএব স্বামী, পুরুষান্তরের অনুপভুক্ত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে, গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুপুত্রের প্রতিও গুরুবৎ ব্যবহার করা উচিত ইহা শ্রুতি। বিদ্যা, বস্ত্র এবং অন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি গ্রাহ্য। বিদ্যা, ধন, বয়স, সহায়সম্পন্নতা এবং কর্ম্ম এই কয়টী সম্মানের কারণ, ইহার মধ্যে আবার যাহা যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত, তাহা তাহাই অধিক সম্মানের কারণ। বৃদ্ধ, বালক, আতুর, ভারী ও চক্রচালকব্যক্তি একত্র উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি পর পরকে পথ ছাড়িয়া দিবে, রাজা ও স্নাতক উপস্থিত হইলে, রাজা স্নাতককে পথ ছাড়িয়া দিবেন। এবং সকলের একত্র সমাগমে উচ্চতম-ব্যক্তিকেই অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। তৃণাসন, ভূমি, অগ্নি, জল, সুনৃত বাক্য ও অনসূয়া—সাধুগণের গৃহে কদাচ ইহাদিগের অভাব হয় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিব। চিকিৎসক, ব্যাধ, পুংশ্চলী, দাম্ভিক, চোর-অভিশস্ত, ক্লীব, পতিত, কৃপণ, অগ্নীষোমীয়,

পূর্ব্বে যাগান্তরে দীক্ষিত, নিগড়াদি বদ্ধ, আতুর, সোমবিক্রয়ী, তক্ষক, রজক, শৌণ্ডিক, পিশুন, বার্দ্ধুষিক, চর্ম্মকার এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ; পঞ্চযজ্ঞ বিহীন ব্যক্তির উপযজ্ঞে অন্ন ভোজন করিবে না; যে ব্যক্তি বাটীতে উপপতির গমনাগমন সহ্য করে, যে ব্যক্তি তাহা সহ্য করিবার জন্য অর্থ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি, বধার্হ ব্যক্তিকে বধ করে না ও যে ব্যক্তি বদ্ধই বা কি আর মুক্তিই বা বলিয়া চীৎকার করে, তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না; গণান্ন এবং গণিকান্নও অভোজ্য; এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—"দেবগণ শ্বপতির অন্ন ভোজন করেন না, বৃষলীপতির অন্ন ভোজন করেন না; স্ত্রীজিত ব্যক্তির এবং যাহার গৃহে উপপতি আছে তাহার অন্ন ভোজন করেন না। ইহাদিগের নিকট কাষ্ঠ, জল, ফল, পুষ্প এবং সবিনয়ে আনীত দুগ্ধাদি পানীয়, গৃহ সফরী প্রিয়ঙ্গু, তরজ, মধু এবং মাংস প্রতিগ্রহ করিবে না; তবে এ বিষয়ে কথিত আছে;—"গুরুর জন্য, কুটুম্বগণের জন্য এবং অতিথি ও দেবগণের সৎকারার্থ সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু সেই প্রতিগৃহীত দ্রব্য দ্বারা স্বয়ংতৃপ্ত হইবে না।" শরপ্রহারে পশুহিংসকের অন্ন পরিত্যাজ্য নহে; জানা আছে, অগস্ত্য, সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রযাগে প্রশস্ত মৃগপক্ষিগণের মৃগয়া করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুবসপূর্ণ পুরোডাশ এবং অন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা প্রজাপতির কতিপয় প্রাচীন শ্লোক বলেন;—"স্বয়ং দানার্থ আনীত অযাচিত ভিক্ষা দুষ্কার্য্যকারীর নিকট হইতেও ভোজ্য বলিয়া প্রজাপতি বিবেচনা করেন। তবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি চৌরের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না; কেন না যাবৎ অপহরণপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, তাবৎ চৌরের কিছুই বহুতর নহে অর্থাৎ অপহরণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি ঐ অযাচিত ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে, তাহার পিতৃগণ, পঞ্চদশ বৎসর তদ্দত্ত অন্ন ভোজন করেন না; অগ্নিও তাহার প্রদত্ত হব্যবহন করেন না। চিকিৎসক শল্যধারী বা পাশধারী পশুঘাতক, ক্লীব এবং কুলটার স্বয়ং দানার্থ উদ্যত ভিক্ষাও অগ্রাহ্য। গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিজের উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছিষ্টদূষিত অন্ন ভোজন করিবে না। কেশকীট দূষিত অন্নও অভোজ্য; তবে ভোজন করিতে নিতান্ত ইচ্ছাযুক্ত হইলে, কেশ বা কীট যাহা থাকিবে তাহা দূর করিয়া সেই অন্নে জল ছিটা দিবে, ভস্ম বিকিরণ করিবে, তৎপরে বাক্প্রশস্ত করিয়া তাহা ভোজন করিতেও পারে। এখানে পণ্ডিতগণ প্রাজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তন করেন;—"শৌচাশৌচ বিষয়ে অপ্রত্যক্ষীকৃত, জলপ্রক্ষালিত এবং বাক্প্রশস্ত—দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই তিনটীকেই পবিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেবদ্রোণী, বিবাহ এবং আরব্ধ যজ্ঞে কাক বা কুক্কুরের স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে না। সেই অন্ন হইতে মাত্র সাক্ষাৎ স্পৃষ্ট অন্ন উদ্ধৃত করিবে ও অবশিষ্টান্নের সংস্কার করিয়া লইবে। দ্রববস্তুর প্লাবন, ঘনবস্তুর ক্ষরণ এবং কোন কোন বস্তুর পাক দ্বারা পবিত্রতা হইবে ও স্পর্শদোষ থাকিবে না। পর্য্যুষিত, ভাবদুষ্ট, হৃল্লেখ, পুনঃসিদ্ধ, ঈষৎপক্ব এবং খজীবপক্ব অন্ন অভোজ্য; তবে ইচ্ছা করিলে, ঘৃতপক্ব অন্ন (পিষ্টকাদি) পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ভোজন করিতে পারিবে। একটি প্রজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে;—"হাতে করিয়া প্রদত্ত স্নেহ, লবণ ও ব্যঞ্জন দাতার ফলজনক হয় না; এবং যে তাহা ভোজন করে তাহার পাপ ভোজন করা হয়।" লশুন, পলাণ্ডু, কেমুক, গৃঞ্জন, শ্লেষ্মাত, লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস, ছেদজাত নির্য্যাস, অশ্বের, কুক্কুরের এবং কাকের উচ্ছিষ্ট এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অন্যপ্রকার মধু, মাংস ও ফলবিশেষ ভোজনে এই ব্রত করিতে অপরে উপদেশ দিয়াছেন। মহিষী ভিন্ন আরণ্য পশুর দুগ্ধ অপেয়; সন্ধিনী, বিবৎসা, অজাতরোমা বা অনির্দ্দশাহা গো ও মহিষীর দুগ্ধও অপেয়। মেষদুগ্ধও ভোজন করা অবিধি। আত্মার্থ প্রস্তুত অপূপাদি, অন্যান্য নানাবিধ ক্ষীর পিষ্ট ও যবপিষ্ট এবং শুক্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিবে। শ্বাবিৎ, শল্লক, শশ, কচ্ছপ এবং গোধা এই কয় পঞ্চনখ জীব ভক্ষ্য; উষ্ট্র ভিন্ন অন্যতো দন্ত পশুগণ

ভক্ষণীয়। মৎস্য জাতীয়দিগের মধ্যে বেহ, গবয়, শিশুমার, নক্র, কুলীর এবং বিকৃতরূপ সর্প-শীর্ষ মৎস্যগণ অভক্ষ্য। গো, গবয় এবং শরভ ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয় নাই; ধেনু এবং বৃষ বাজসনেয় মতে পবিত্র। বন্যশূকর, এবং গণ্ডার ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এই বলিয়া পণ্ডিতেরা বিবাদ করিয়া থাকেন। পক্ষিগণের মধ্যে বিশু, বিবিক্কির, জালপাদ, চটক, প্লব, হংস, চক্রবাক, ভাস, মদ্গু, টিট্টিভ, অবটান্ধ, নিশাচর পক্ষী, দার্ব্বাঘাট চটকবিশেষ, চৈলাতক, হারীত, খঞ্জন, গ্রাম্যকুক্কুট, শুক, সারিকা, কোকিল, মাংসাসী পক্ষী এবং গ্রাম্যপক্ষী সকল অভোজ্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জীবের উপাদান কারণ শুক্র—শোণিত, নিমিত্ত কারণ পিতা মাতা। অতএব তাহাকে দান বা পরিত্যাগ করিতে মাতা পিতাই সমর্থ। এক পুত্র স্থলে তাহাকে দান করিবে না; তাহাকে প্রতিগ্রহও করিবে না; কেন না, ঐ পুত্র পূর্ব্বপুরুষগণের ধারারক্ষক। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোক দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না। পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে হইলে বন্ধুসকলকে আহ্বান করিয়া এবং রাজসকাশে নিবেদন করিয়া বন্ধুগণসমীপে গৃহ মধ্যে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া গ্রহণ করিবে। অসন্নিকৃষ্ট পুত্রগ্রহণ স্থলে ইহা বিশেষতঃ কর্ত্তব্য। কেননা, কোন সন্দেহ উৎপন্ন হইলে সম্বন্ধপ্রাপ্ত এই বালককে ও বন্ধুগণ শূদ্রের মত দূরে রাখিতে পারে। জানাই আছে, এক হইতে অনেকের জন্ম হয়; সুতরাং এই পুত্র গ্রহণের পর যদি গ্রহীতার ঔরস পুত্র হয় তাহা হইলে ঐ দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহীতা পিতার ধনের চারভাগের একভাগ পাইবে। যদি জনক কুলে আভ্যুদয়িক না হয়, তবেই তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে। কোন ব্যক্তি বেদ বিরুদ্ধকারী পতিত হইলে,—তদুদ্দেশে বাম পাদ দ্বারা লোহিত বর্ণ সাগ্র কুশ বিছাইয়া তদুপরি জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে। যে এই কার্য্য করিবে জ্ঞাতিগণ মুক্তশিখ ও বিকৃত যজ্ঞোপবীত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে, পরে; শনৈঃ শনৈঃ গৃহে আসিবে। ইহার পর আর ঐ বেদবিপ্লাবকের সহিত কোন সংস্রব করিবে না; করিলে তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত ও তৎ সদৃশ হইবে। তবে পতিতগণ ব্রতাচরণ করিলে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন;—কেহ কেহ অগ্নিপ্রবেশ করিয়া উদ্ধার পাইবে। এবং যে অনুতাপ করত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাতক শূন্য হইবে; তাহার সহিত সকলে ক্রীড়া ও হাস্যাদি সকল প্রকার সংসর্গ করিবে; যাহারা আচার্য্য হন্তা, মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা, মহাপ্রমাদে ভীত হইয়া কেহই আর তাহাদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে না। যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী, সমাজে মিশিবে, তাহার পক্ষে এই নিয়ম আছে যে, পূর্ণ কালে প্রায়শ্চিত্ত নিষ্পন্ন হইলে কাঞ্চন বা মৃন্ময় পাত্র "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি ছয় মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সকল পাপী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। পুত্রজন্মকথনপ্রস্তাবে সমাজে পুনর্গ্রহণের কথা কথিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যবহারের কথা কথিত হইতেছে। রাজমন্ত্রী সভার কার্য্য করিবে। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে মন্ত্রী একজনের প্রতি পক্ষপাত করিলে এই অন্যকৃত অপরাধও রাজার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবে। রাজার কোনরূপ অপরাধ হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে তাহার সংশোধন করিবে। অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকগণের বিচার রাজা করিবেন। প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে পূর্ব্ববৎ নিয়ম জানিবে।

দলিল, সাক্ষী ও ভোগ এ তিন প্রকার প্রমাণ। ইহা দেখাইতে পারিলে ধনী ধন লাভ করিবে। পথ, ক্ষেত্র লইয়া দান লইয়া,

সবন্ধক ঋণ লইয়া অথবা অর্থান্তর লইয়া, ব্যবহার ত্রিপাদ মাত্র। গৃহ বা ক্ষেত্রঘটিত বিরোধে সামন্তদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে। সামন্তদিগের কথায় বিরোধে দলিল বিশ্বাস করিতে হইবে, দলিলের বিরোধে, সেই গ্রাম ও নগরবাসী বৃদ্ধশ্রেণিদিগের কথাতে বিশ্বাস করিবে। পণ্ডিতেরাও বলেন ;—"ক্রীত, আধেয়, অন্বাধেয়, প্রতিগ্রহ এবং যজ্ঞ হইতে লাভ,—এইরূপ ন্যায্য ধন অনল তুল্য জানিবে।" দশ বৎসর ভোগ হইলেই ভোগ প্রমাণ। কথিত আছে, "আধি, সীমাস্থান, নিক্ষেপ, উপনিধি, দাসী, অন্য রাজস্ব এবং শ্রোত্রিয় দ্রব্য রাজা অপরকে দিতে পারিবেন না।" অতএব ভোগ প্রমাণবলে তাহা গ্রাহ্য নহে। গৃহস্থগণের দ্রব্য রাজারই অধীন। রাজা, মন্ত্রী ও নাগরিক লোকদিগের সহিত কার্য্য করিবেন। যে রাজা বহুপরিজন তিনি শ্রেষ্ঠ—না, যে রাজা গৃধ্র তুল্য পরিজন প্রতিপালন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ?—যাহার পরিজন গৃধ্রতুল্য নহে তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব রাজা স্বয়ং গৃধ্রতুল্য হইবেন না, গৃধ্রপরিজনও হইবে না। কেননা চৌর্য্য, দস্যুতা ও হত্যা প্রভৃতি দোষ সকল অনেক সময়েই রাজপুরুষের দোষে হইয়া থাকে; অতএব প্রথমেই ঐ সকল দোষের কথা উপস্থিত হইলে নিজ পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষীর বিষয় বলা যাইতেছে;—শ্রোত্রিয় ভিন্ন তপস্বী, রূপবান, সুশীল, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। অথবা দস্যুতাদি স্থলে সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীলোকের কার্য্যে স্ত্রীলোককেই সাক্ষী করিবে। দ্বিজগণের কার্য্যে অনুরূপ দ্বিজ, শূদ্রগণের কার্য্যে শিষ্ট শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয়দিগের কার্য্যে অন্ত্যজ জাতীয়গণ সাক্ষী হইবে। পণ্ডিতেরা বলেন ;—"পিতার প্রাতি ভাব্যঅর্থাৎ দর্শন ও প্রত্যয় প্রতিভূব দেয় অর্থ—বৃথা দান দ্যূত-ঋণ, সুরা-ঋণ, রাজদণ্ডের অবশিষ্ট দেয় এবং শুল্কের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধ্য নহে"।

হে সাক্ষিন্! সত্যকথা বল, তোমার পিতৃগণ লম্বমান রহিয়াছেন তোমার; বাক্য নির্গত হইলে, হয় উর্দ্ধে উঠিবেন, না হয় অধঃপতিত হইবেন। যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে, সে, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড, অন্ধ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা কাতর হইয়া কপাল লইয়া শত্রুর বাটীতে ভিক্ষার জন্য গমন করে। ক্ষুদ্র পশুর জন্য মিথ্যা কথা বলিলে পাঁচপুরুষ নরকগামী হয়, গোর জন্য মিথ্যা বলিলে দশ পুরুষ নরকগামী হয়, অশ্বের জন্য মিথ্যা বলিলে একশত পুরুষ নরকগামী হয় এবং পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে সহস্র পুরুষ নরকগামী হয়। বিবাহ সময়, রতিকার্য্য, প্রাণ নাশ সম্ভাবনা, সর্ব্বস্ব চৌর্য্য এবং ব্রাহ্মণার্থ—এই পঞ্চবিষয়ে মিথ্যা কথা বলা পাপজনক নহে। স্বজনতা প্রযুক্ত বা অর্থলোভ বশতঃ যদি এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে, সে নিজ বংশীয় পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা স্বর্গস্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে নরকে পতিত করে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতা, জীবন্ত জাত পুত্রের মুখ দেখিলে পিতৃ-ঋণভার ইহার দ্বারাই দূর করেন ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। পুত্রবানদিগের অনন্তলোক এবং শ্রুতি আছে; অপুত্রের লোকাধিকার নাই; "প্রজাগণ অপুত্র হউক". এইরূপ অভিসম্পাতও আছে; "ইহাতে প্রজা উৎপাদন করিয়া অগ্নির অমৃতত্ব।" এইরূপ নিয়মও আছে—পুত্রদ্বারা লোকাধিকার সামর্থ্য হয়, পৌত্র দ্বারা ঐ লোকসকলের অনন্ততা হয় এবং পুত্রের পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়, ক্ষেত্রজ পুত্রে বিবাদ আছে; কেহ বলেন ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র, কেহ বলেন জনয়িতার পুত্র। উভয় পক্ষই কীর্ত্তিত আছে, যদি অন্য কোন বৃষভ গাভীতে বৎস-সন্তান উৎপাদন করে তাহা হইলে সেই সকল বৎস যাহার গাভী তাহারই; বীর্য্যের স্যন্দন ও মোক্ষণ—উক্ত বিষয়ের সাফল্য সম্পাদক নহে।" আর "ইহাকে সাবধানে রক্ষা করুন, যেন পরক্ষেত্রে উপগত না হন যদি বা বীর্য্যত্যাগ করেন তাহা হইলে সেই গর্ভোৎপন্ন পুত্র জনয়িতারই হইবে। প্রাচীন প্রবাদই আছে, অমোঘবীর্য্য

এই তত্ত্বস্থাপন করিল।” একের সন্তান বহুব্যক্তির মধ্যে একজনের যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে। বহুসপত্নী মধ্যে এক সপত্নী পুত্রবতী হইলে সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী হয়। প্রাচীনগণ দ্বাদশবিধ পুত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিণীতন নিজ ভার্য্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিতা পুত্র প্রথম। তাহা না হইলে, নিযুক্ত স্বীয় পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজপুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকা-পুত্র তৃতীয়। জানা আছে অভিসন্ধিপূর্ব্বক পাত্রে প্রদত্ত ভ্রাতৃশূন্য কন্যা পিতারই পুত্ররূপে প্রাপ্য; তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। শ্লোক আছে “আমি তোমাকে ভ্রাতৃশূন্যা অলঙ্কৃতা কন্যাদান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকার্য্য করিবে।” পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ। যে নারী, বাগ্দানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সহবাস করত তদীয় পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, সে পুনর্ভূ। এবং যে নারী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামীবরণ করে অথবা এক স্বামীর মরণে অন্য স্বামী আশ্রয় করে, সে পুনর্ভূ। কানীন পুত্র পঞ্চম। অপরিণীত অবস্থায় পিতৃগৃহে কামবশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন; পণ্ডিতেরা বলেন ঐ পুত্র মাতামহের পুত্রস্থানীয়, কথিত আছে। অদত্তা কন্যা অনুরূপ পুরুষ হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই পুত্রে পুত্রবান্ হয়, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিণ্ড দিবে ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গূঢ়োৎপন্ন, ষষ্ঠপুত্র। দ্বাদশপ্রকার পুত্রের মধ্যে এই ছয় প্রকার পুত্র উত্তরাধিকারী বান্ধব, পিতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ধনে অনধিকারী ছয় প্রকার পুত্রের কথা বলা যাইতেছে। প্রথম সহোঢ় পুত্র, গর্ভাবস্থাতে পরিণীতা রমণীর সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম “সহোঢ”। দ্বিতীয় দত্তক পুত্র; জনক জননীর প্রদত্ত পুত্রের নাম “দত্তক”। তৃতীয় ক্রীতপুত্র; শুনঃসেফ বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পূর্ব্বকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র, অজীগর্ত্তকে তাঁহার পুত্র বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন এবং পশুবৎস ও ধনাদি দ্বারা স্বয়ং সেই পুত্র ক্রয় করেন। চতুর্থ স্বয়মুপাগত পুত্র; ইহা শুনঃশেফ-বিবরণে বর্ণিত আছে;—পূর্ব্বকালে শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে স্তব করেন। দেবগণ তাঁহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেন, তখন ঋত্বিক্‌গণ সকলেই বলিল;—“এই বালক আমার পুত্র হউক” একজন ঋত্বিক্‌গণকে বলিলেন;—“আপনারা সকলেই ইহাঁকে পুত্র হইতে বলিতেছেন; এক জনের বহুব্যক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব।” তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন;—“এই বালক যাঁহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিবে; তাঁহারই পুত্র হইবে সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন শুনঃশেফ তাঁহার পুত্র হইলেন। পঞ্চম অপবিদ্ধ পুত্র মাতাপিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার “অপবিদ্ধ” সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রাপুত্র, ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল বান্ধব ধনাধিকারী নহে। যদি পূর্ব্ববর্ণের কোন উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরাও তাহার ধনাধিকারী হইবে। ভ্রাতৃগণের দায়ভাগের কথা বলা যাইতেছে। জ্যেষ্ঠ দুই অংশ লইবে; প্রধান গো অশ্ব ছাগ মেষ এবং গৃহ জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য। কাষ্ঠ, গো, যবস কনিষ্ঠের এবং গৃহোপকরণ বস্তু মধ্যমের প্রাপ্য (ধনভাগ অংশাংশ মত করিবে)। মাতার বিবাহলব্ধ ধন—কন্যাগণ ভাগ করিয়া লইবে। যদি ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা এই তিন জাতিতে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী-পুত্র তিন অংশ, ক্ষত্রিয়া পুত্র দুই অংশ এবং অপর সকলে সমান অংশ করিয়া লইবে। ইহাদিগের ক্ষেত্রে বিনা নিয়োগে অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র সেই উৎপাদয়িতার দুই অংশ অধিকার করিবে। অন্য- আশ্রম গত ক্লীব, উন্মত্ত এবং পতিতগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে অধিকারী। ক্লীব ও উন্মত্তের বিধবা পত্নী বৈধব্যের পর ছয় মাস অক্ষার লবণ ভোজন করত ব্রতচারিণী হইয়া থাকিবে। সে ছয় মাসের পর স্নান করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবে। পরে বিদ্যাগুরু, কর্ম্মগুরু যৌনসম্বন্ধীদিগকে আহ্বান করিয়া পিতৃ

বা ভ্রাতা তাহাকে পুত্রোৎপাদনার্থ পিতা বা নিয়োগ করিবে। অথবা তপস্যা করিতে নিযুক্ত করিবে। উন্মত্তা, অবশবর্ত্তিনী এবং ব্যাধিতাকে নিয়োগ করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে নিয়োগ করাও নিষিদ্ধ। ষোড়শবর্ষীয়া অর্থাৎ তরুণী, অনাময়াবিনী রমণীকে নিয়োগ করা বিধি। প্রাজাপত্য মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণের মত উপচার স্থাপন করিবে। যেখানে বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যের সম্ভাবনা নাই, সেই খানেই এ সমস্ত আয়োজন করিবে। নিযুজ্যমানা রমণী গ্রাসাচ্ছাদন ও স্নান এবং অনুলেপন বিষয়ে নিয়ম অবলম্বন করিবে। অনিযুক্তা রমণীতে উৎপাদিত পুত্র উৎপাদয়িতার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। নিয়োগধর্ম্মিণী রমণী পূর্ব্বে যে পুরুষের সলোভ দৃষ্টিপথের পথ-বর্ত্তিনী হয়, সেই পুরুষের প্রতি ঐ রমণীকে নিয়োগ করিবে না। কেহ কেহ বলেন;—ঐরূপ স্থলে নিয়োগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অবিবাহিতাবস্থাতে রজস্বলা হইলে ঐ ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অনুরূপ স্বামী লাভ করিবে। এ বিষয় পণ্ডিতেরা বলেন; "যদি পিতা দান করিবার অগ্রে কন্যা কাল অতীত হয় এবং তৎপরে কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা, শুকব ছিতবত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপাতিত করে। পিতা ঋতুকাল-ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র ঋতু না হইতেই কন্যাদান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থাতে ঋতুমতী হইয়া থাকিলে দোষ হয়। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে; কন্যাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমত অবস্থায় দান করা না হইলে সেই কন্যার যতবার ঋতু হইবে, পিতা মাতার তাবৎ ভ্রূণ হত্যার পাপ হইবে। ইহা ধর্ম্ম কথা। কেবল জল ছিটা দিয়া বা বাক্যমাত্রে কন্যাদান হইয়াছে, কিন্তু কোন মন্ত্র পাঠ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই; এমত অবস্থাতে বরের মৃত্যু হইলে ঐ কুমারী কন্যা পিতারই হইবে। বাগ্‌দত্তা কন্যা মন্ত্রসংস্কৃতা না হইলে তাহাকে অপর পাত্রে দেওয়া যায়; বাগ্‌দত্তা কন্যা অবাগ্‌দত্তা কন্যা সদৃশী জানিবে। বালিকা কেবল মাত্র মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়াছে, অথচ অক্ষত যোনি আছে, এমন সময়ে পাণি-গ্রাহকের মৃত্যু হইলে, তাহার পুনঃ সংস্কার হইতে পারিবে। যাহার স্বামী বিদেশে, সেই অজাততনয়া রমণী অকামা হইলে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিবে। বিধবা স্ত্রীলোক যে ভাবে থাকে, সেইভাবে কালযাপন করিবে। আর জাত-সন্তান ব্রাহ্মণী পাঁচ বৎসর, জাতসন্তান ক্ষত্রিয়া চার বৎসর, জাতসন্তান বৈশ্যা তিন বৎসর এবং জাতসন্তান শূদ্রা দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। তৎপরে সপিণ্ড, সংকুল্য, সমানোদক, সগোত্র ও সমানপ্রবর পুরুষগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষের অভাবে পর পর পুরুষকে আশ্রয় করিবে। পরপর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বই শ্রেষ্ঠ। বংশের পুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে অপর পুরুষ আশ্রয় করিবে না। যাহার পূর্ব্বোল্লিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে ধনাধিকারী কোন পুত্রই নাই, তাহার ধন সপিণ্ড ও পুত্র স্থানীয়গণ বিভাগ করিয়া লইবে। তদভাবে, আচার্য্য বা ছাত্র, তদভাবে রাজা তদীয় ধন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন রাজা লইবেন না। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ঘোরতর হলাহল; পণ্ডিতেরা বিষকে বিষ বলেন না; ব্রাহ্মণকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ,—কেবল এক ব্যক্তিকেই বধ করে, আর ব্রহ্মস্ব পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনাশ করে। অতএব রাজা ব্রাহ্মণের ধন ত্রৈবিদ্য-সাধুগণকে দান করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চাণ্ডাল ব্রাহ্মণীর গর্ভে, শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন; ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন মানব অন্ত্যাবসায়ী। রামক বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন। পুক্কশ, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন; সূত, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন, ইহা কথিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—ইহারা গোপনে উৎপাদিত হইলেও নীচজাতির সমগুণাবলম্বী হইবেই। সুতরাং গুণহীন ভ্রষ্টাচার

এবং হীনকর্ম্মা বলিয়াই ইহাদিগকে চিনিয়া লইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরসে যথাক্রমে ত্র্যন্তর, দ্ব্যন্তর এবং একান্তর বর্ণ শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত মনুষ্যগণ "নিষাদ"। শূদ্রা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তিনবর্ণ, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা দুইবর্ণ এবং বৈশ্য অপেক্ষা একবর্ণ অন্তর। ঐ "নিষাদ" জাতির নামান্তর "পারশব"। বাঁচিয়া থাকিলেও শবতুল্য, এই জন্যই ইহার নাম "পারশব" ইহা কথিত হইয়াছে। মৃতের নাম শব। শূদ্রত্বই শবত্ব। অতএব শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। এ বিষয় যমগীত শ্লোকও উদাহৃত হইয়া থাকে; পাপাচারী শূদ্রগণই প্রত্যক্ষ শ্মশান। অতএব কদাপি শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। শূদ্রকে লৌকিককার্য্য উপদেশ করিবে না; উচ্ছিষ্ট দিবে না, হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দিবে না; ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে না বা ব্রত উপদেশ করিবে না। যে ব্যক্তি ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ বা ব্রতোপদেশ করিবে, সে উপদিষ্ট শূদ্রের সহিত সেই উপদেশকও ঘোরতর অসংবৃত অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। যাহার ব্রণদ্বারে কখন কৃমি হইবে, সে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং সুবর্ণ, গো এবং বস্ত্র দক্ষিণা দিবে। যাজ্ঞিক ব্যক্তি, শূদ্রকে কৃষ্ণ কুক্কুরীর ন্যায় জ্ঞানে করিবা তাহাতে উপগত হইবে না। শূদ্রাগমন ধর্ম্মজনক নহে। (ইহার দ্বারা শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ হইল; বিশেষ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য-অনুবাদ প্রথম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক ও তাহাব টীকা দেখ)।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

প্রজা পালনই রাজার ধর্ম্ম। অনুষ্ঠান করিলেই তাহাব সিদ্ধি হয়। পালন না করাই ভয়ের কারণ, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিয়ম কবিয়াছেন। জানা যায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতই রাজ্য রক্ষা কবেন, অতএব গৃহস্থাপিত নিয়মমত কার্য্যে রাজা পুরোহিতকে দান করিবেন। অপালন ও অসামর্থ্য হইতেই রাজার ভয়। দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্ম এই সমস্ত বজায় রাখিয়া রাজা চারবর্ণকে আশ্রমে স্থাপন কবিবেন। ইহারা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে রাজা দেশ, কাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বয়স, বিদ্যা ও স্থানবিশেষ অনুসারে ইহাদিগের দণ্ডবিধান করিবেন। শ্রুতি-নিষিদ্ধ নহে বলিয়া কৃষিকর্ম্মের জন্য দানের অনুপযুক্ত কুফল ও কুপুষ্পসম্পন্ন বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া ফেলিবে। আয় ব্যয় ঠিক করিয়া রাখিবেন। বরফের কর লইবেন না, কেননা ইহা অস্থায়ী। উৎসবে থাকিবেন। শ্রোত্রিয় রাজপুরুষাদিব কব গ্রহণ করিবেন না। রাজা পিতৃব্য মাতুলাদিকে ভরণ পোষণ করিবেন। রাজমহিষীর বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে। অন্যান্য রাজস্ত্রীগণ গ্রাসাচ্ছদন মাত্র পাইবে। (এস্থলের এইরূপ ব্যাখ্যাতেই সকলকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে)। কার্ষাপণের ন্যূন শুল্ক নাই। শিল্পবৃত্তিতে শুল্ক নাই; শিশুর শুল্ক নাই; ধর্ম্মকার্য্যে শুল্ক নাই; ভিক্ষাবৃত্তিতে শুল্ক নাই; হুতাবশিষ্ট বাণিজ্যদ্রব্যে শুল্ক নাই; শ্রোত্রিয় ও প্রব্রজিত ব্যক্তিকে শুল্ক দিতে হয় না যজ্ঞেরও শুল্ক নাই। কেহ কেহ বলেন;—চোর, অভিশপ্ত, দুষ্ট শস্ত্রধারী, সহোঢ়, ব্রণসম্পন্ন এবং ব্যাপবিষ্ট—রাজা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া একদিন উপবাস করিবে, পুরোহিত তিনদিন। অদণ্ড্যব্যক্তিকে রাজা দণ্ড করিলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং পুরোহিত তিনদিন উপবাস করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন—যে ব্যক্তি ভ্রূণঘাতীর অন্ন ভোজন করে তাহাতে ভ্রূণহত্যা পাপ সংক্রমিত হয়। ব্যভিচারিণী ভার্য্যা স্বামীতে পাপভার চাপাইয়া থাকে। যজমান এবং শিষ্য, ঋত্বিক এবং গুরুকে নিজের পাপভাগী করে আর চৌরপাপে রাজা আক্রান্ত হন। পাপী মনুষ্যগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, নির্ম্মল হইয়া পুণ্যবান্ সাধুগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। পাপীব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে, সেই পাপীর পাপ রাজাতে অর্শে। রাজা যদি তাহাকে আঘাত না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজধর্ম্ম অনুসারে দোষী হন। রাজার রাজকার্য্যে সদ্যঃশৌচ বিহিত। সেই সকল কার্য্যও নিত্য, ফলকথা শৌচাশৌচে কালই কারণ।

যমকীর্ত্তিত শ্লোকও এ বিষয়ে উদাহৃত হইয়া থাকে ;—রাজা, ব্রতী ও মন্ত্রীদিগের এ বিষয়ে দোষ নাই ; কেননা তাঁহারা ব্রহ্মস্থানে আসীন বলিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপ।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে; এবং জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ কেহ স্বীকার করেন। গুরু মনস্বীদিগের শাসনকর্ত্তা; রাজা দুরাত্মাগণের শাসক, ইহলোকে যাহারা গোপনে পাপ করে, বৈবস্বত যম তাহাদিগের শাস্তা। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে সূর্য্যোদয় হইতে সমস্ত দিন গায়ত্রী জপ করত দণ্ডায়মান থাকিবে, আর সূর্য্যাস্ত হইতে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবে। কুনখী এবং শ্যাবদন্ত দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া গৃহস্থ হইবে।* দিধিষূপতি দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে এবং পোষণ করিতে অনুমতি লইবার জন্য ঐ পত্নীকে জ্যেষ্ঠার স্বামীর নিকট পাঠাইবে। আর অগ্রে দিধিষূপতি, কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে। প্রায়শ্চিত্তাচরণের নিত্যতা আমরা বলিয়া থাকি। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি, দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রত আচরণ করিয়া আচার্য্যের নিকট পুনরুপনীত হইয়া বেদ গ্রহণ করিবে। বিমাতৃগামী পুরুষ, অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলিতে স্থাপন করিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া যাইবে। যেখানে গতিরোধ হইবে, শরীরপাত পর্য্যন্ত সেই খানেই থাকিবে। অনাহারে থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া জলন্তী লৌহ প্রতিমা আলিঙ্গন করিবে; তাহাতে মৃত্যু হইলে পাপ মুক্ত হয় ইহা জানা আছে। আচার্য্যপত্নী, পুত্রবধূ, শিষ্যপত্নী এবং ভগিনী প্রভৃতি সযোনি গমনেও এই প্রায়শ্চিত্ত। অন্য গুরুজনের পত্নী, সখী এবং গুরুসখীতে উপগত হইলে এক বৎসর ব্যাপী ব্রত করিবে। চাণ্ডালান্ন ভোজন এবং পতিতান্ন ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। পুনরুপনয়নকালে কেশ বপনাদি করিতে হইবে না। এবিষয়ে মনুর শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে। বপন, মেখলা ধারণ, দণ্ডধারণ, ভিক্ষাচরণ এবং ব্রহ্মচর্য্য; দ্বিজাতিগণের পুনঃ সংস্কার করিতে হইলে তাহাতে এ সকল করিতে হয় না। মদ্যপান এবং ক্লীবের সহিত ব্যবহার করিলেও এইরূপ জানিবে। যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ, মদ্য ভাণ্ডস্থ জলপান করে; তাহা হইলে সে পদ্মপত্র, উড়ুম্বর পত্র ও বিল্বপত্রের কাথজল পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। বারম্বার মদ্যপান করিলে দ্বিজ, অগ্নিবৎ জলন্ত সেই মদ্য পান করিবে। (তদ্দ্বারা দগ্ধকণ্ঠ হইয়া মরণ হইলে তাহার শুদ্ধি)। ভ্রূণঘাতী কাহাকে বলে বলিতেছি। ব্রাহ্মণ হত্যা বা অবিজ্ঞাত গর্ভ হত্যা করিলে তাহাকে ভ্রূণঘাতী বলা যায়। যে গর্ভে স্ত্রী আছে বা পুরুষ আছে জানা যায় না, তাহার নাম অবিজ্ঞাত গর্ভ। অবিজ্ঞাত গর্ভবধে পুরুষবধের পাপ হয় অতএব "পুংস্কৃতি" অনুসারে হোম করিবে। "লোমানি মৃত্যো র্জুহোমি" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট আহুতি দিবে। রাজার জন্য বা ব্রাহ্মণের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে আহত হইলে তাহাতে প্রাণত্যাগ হউক আর নাই হউক পবিত্র হইবেই ইহা জানা আছে। যথার্থ দোষের পুনরুল্লেখ করিলেও দোষী হয়। তাহাও কথিত আছে;—পতিতকে পতিত বলিলে, বা চোরকে চোর বলিলে, অপতিতাকে মিথ্যা করিয়া পতিতাদি বলিলে যে দোষ হয় তাহারও সেই দোষ হইবে। আর ক্ষত্রিয় বধ করিলে আট বৎসর ব্রত করিবে। বৈশ্যবধ করিলে ছয় বৎসর এবং শূদ্র বধ করিলে তিন বৎসর ব্রত করিবে। আত্রেয়ী ব্রাহ্মণী ও যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বধ করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিবে। আত্রেয়ী কাহাকে বলে বলিতেছি;—ঋতুস্নাতা রজস্বলাকে পণ্ডিতেরা "আত্রেয়ী" বলেন। অত্রিগোত্র প্রসূতা ব্রাহ্মণীও আত্রেয়ী। ক্ষত্রিয়বধ বৈশ্যবধ এবং শূদ্রবধে এক বৎসর ব্রত করিবে। এই দে

---

*জ্যেষ্ঠা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম অগ্রে দিধিষূ, ঐ জ্যেষ্ঠার নাম দিধিষূ।

প্রায়শ্চিত্তির অল্পতা কীর্ত্তন হইল ইহা অপকৃষ্ট ক্রিয়াদি বিষয়ে অজ্ঞানকৃত বধস্থলে জানিবে। আশী রতির অন্যূন ব্রাহ্মণের সুবর্ণ চুরী করিলে আলুলায়িত কেশে রাজসমীপে যাইবে এবং বলিবে "হে মহারাজ আমি চোর, আমাকে আপনি শাসন করুন" রাজা তাহাকে উড়ুম্বর দণ্ড প্রদান করিবে। চোর, তদ্দ্বারা আত্মবধ করিবে; মরণ হইলে পবিত্র হইবে, ইহা জানা আছে। অথবা উপবাসী থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া শুষ্ক গোময়ানলে পা হইতে সমস্ত দেহ পুড়াইয়া ফেলিবে। এই রূপে মরণ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহাও বিদিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে, বহুজন্ম পরে পুনরায় গৃহীত শরীরের যেরূপ অঙ্গ হয়, তাহা শুন। চোর কুনখী হয়, ব্রহ্মঘাতী শিত্ররোগী হয়, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয় এবং বিমাতৃগামী অনাবৃত-লিঙ্গ হয়। যদি কেহ পতিত ব্যক্তির সহিত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মসম্বন্ধ বা যৌনসম্বন্ধ করে বা তাহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে গৃহীত ধন পরিত্যাগ করিবে। তাহাদিগের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। অনাহারে উত্তর দিকে গিয়া সংহিতা পাঠ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহা বিজ্ঞাত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—"পাপকারী শরীর-পাতন, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং দান দ্বারা পাপমুক্ত হয়।" ইহা বিদিত আছে।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে শূদ্রকে বীরণ (তৃণবিশেষ) দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গর্দ্দভ পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্রা হইবে, ইহা বিজ্ঞাত আছে। বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যকে লোহিত কুশ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ব্রাহ্মণীর মস্তকমুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গোরুর গাড়ীতে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্র হইবে ইহা জানা আছে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণী গমন করিলে ক্ষত্রিয়কে শর পত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া রক্তবর্ণ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। বৈশ্য ক্ষত্রিয়া গমন করিলে এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমন করিলেও ঐ বৈশ্যশূদ্রের ও ক্ষত্রিয়া বৈশ্যার পূর্ব্বমত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। স্ত্রীলোক মনে মনে ভর্ত্তাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষ গামিনী হইলে তিন দিন যাবকমিশ্রিত দুগ্ধ পান ও মৃত্তিকাশয়ন করিয়া থাকিবে। অথবা তিন দিন নদীজলে অবগাহন করিয়া সশিরস্ক অষ্টশত গায়ত্রী দ্বারা হোম করাইবে, ইহাতেও পবিত্র হইবে ইহা জানা আছে।

বসিষ্ঠ সংহিতা সমাপ্ত।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।
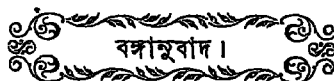
কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা,
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র

বঙ্গানুবাদ।

প্রথম উল্লাস।

নানাপ্রকার রত্নদ্বারা উপশোভিত, বিবিধ বৃক্ষলতায় পরিব্যাপ্ত, নানা পক্ষিবরযুক্ত, সর্ব্ব-ঋতুদ্ভব পুষ্প-গন্ধে আমোদিত, সুমনোহর, শৈত্য সৌগন্ধ্যমান্দ্যযুক্ত বায়ু দ্বারা উপ-বীজিত, অপ্সরীগণের সঙ্গীতজাত মধুর ধ্বনি দ্বারা শব্দিত, অচঞ্চল-ছায়াযুতবৃক্ষচ্ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত, স্নিগ্ধ অথচ মঞ্জুল অর্থাৎ সুন্দর, মত্ত কোকিল সমূহ দ্বারা সম্যক্ শব্দিত-বনান্তর, সর্ব্ব সময়ে ভ্রমরাদির সহিত ঋতুরাজ বসন্ত কর্ত্তৃক সেবিত, সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব গাণপত্য সকল দ্বারা আবৃত,—এই প্রকার রমণীয় গিরীন্দ্র অর্থাৎ কৈলাসপর্ব্বতের শিখরে মৌনাবলম্বী, চরাচর জগতের গুরু, দয়ামৃতের সমুদ্র, কর্পূর এবং কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পরিশুদ্ধসত্ত্বগুণময়, ব্যাপক পুরুষ, দিক্‌রূপ-বস্ত্র-পরিধারী, দীন সকলের নাথ, স্বয়ং যোগিশ্রেষ্ঠ, যোগিগণের প্রিয়, গঙ্গাজলকণ দ্বারা সংসিক্ত জটাসমূহে মণ্ডিত, ভস্মদ্বারা অলঙ্কৃত, শান্ত, অর্থাৎ সংযতান্তঃকরণ, সর্পমালাবৃত, নরকপালশালী, ত্রিলোকের ঈশ্বর, ত্রিশূলধারী, আশুতোষ, জ্ঞানময়, নির্ব্বাণ ফলদাতা, নির্ব্বিকল্প, আশঙ্কারহিত, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন, নিরাময়, সকলের হিত-কর্ত্তা দেব-দেব, প্রসন্ন-বদন, সদানন্দ সদাশিব দেবকে দর্শন করিয়া বিনয়াবনতা পার্ব্বতী দেবী লোক হিতার্থে তাঁহাকে কহিলেন। ১০

পার্ব্বতী কহিলেন;—হে দেবদেব। জগ-ন্নাথ, মন্নাথ, করুণানিধে, আমি তবাধীনা। হে দেবেশ। আমি সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাকারিণী, তোমার আদেশ ব্যতিরেকে কিঞ্চিৎ কহিতে সমর্থা নহি। যদি আমাতে কৃপালেশ থাকে এবং যদি আমাতে স্নেহ থাকে, তবে, আমার মনে কিঞ্চিৎ যাহা বিচারিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করি। হে মহেশ্বর। ত্রিলোকীর মধ্যে তোমা অপেক্ষা অন্য কোন্ ব্যক্তি এই সংশয়ের ছেদন করিতে যোগ্য হইবে? তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। ১১-১৩।

সদাশিব কহিলেন;—হে মহাপ্রাজ্ঞে! হে প্রাণবল্লভে! তুমি কি কহিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা বল। সুগোপ্য হইলেও, প্রিয়পুত্র গণেশে এবং সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ে যাহা অকথ্য, তাহাও তোমার অগ্রে কহিব। ত্রিলোকীতে তোমার অগ্রে কি গোপনীয় আছে? হে দেবি। তুমি আমারই রূপ, তোমার সহিত আমার ভেদ নাই। তুমি সর্ব্বজ্ঞা, কি না জান যে, অনভিজ্ঞার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছ। এই প্রকার মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমানসা সাধ্বী পার্ব্বতী বিনয়াবনতা হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৪-১৭।

আদ্যা কহিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূতেশ! হে সর্ব্বধর্ম্মবিদাম্বর! তুমি পূর্ব্বে-

শ্বর্য্যশালী কৃপাবান্ এবং সকলের অন্তর্য্যামী, তোমাদ্বারা পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল।১৮। এই বেদ সকল দ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।১৯। সেই বেদোক্ত যোগ যজ্ঞাদি রূপ কর্ম্ম সকল দ্বারা পৃথিবীতে পুণ্যশীল মানব সকল, কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে, দেবতা সকলকে এবং পিতৃগণকে প্রীতিযুক্ত করিয়াছিলেন।২০। সেই সত্যযুগে মানবগণ পুণ্যশীল এবং স্বাধ্যায়, ধ্যান, তপস্যা, দয়া ও দানাদি দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা মহাবল, মহাবীর্য্য এবং অত্যন্ত সত্যপরাক্রম ছিলেন।২১। তাঁহারা মরণধর্ম্মশীল মানব হইয়াও দেবায়তনগ অর্থাৎ স্বর্গাদি গমনে সমর্থ, দেবতুল্য, দৃঢ়নিয়মাবলম্বী, সকলেই সাধু, সত্যধর্ম্মপর, সত্যবাদী ছিলেন।২২। সেই যুগে রাজবর্গ সত্যসংকল্প, এবং প্রজাপালন তৎপর ছিলেন, তাঁহাদের পরস্ত্রীতে মাতৃবৎ জ্ঞান, পরপুত্রে পুত্রতুল্য স্নেহ ছিল।২৩। তদানীন্তন মানবগণ পরধন লোষ্ট্র সদৃশ দেখিতেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত ও সৎপথানুবর্ত্তী ছিলেন।২৪। সেই সত্যযুগে কোন ব্যক্তিই মিথ্যাবাদী, কোন সময়েই কেহ প্রমাদরত, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বী, পরদ্রোহকারক, ও দুরাশয় ছিল না।২৫। কোন ব্যক্তিই মৎসর, অতি-ক্রোধী, অতি-লোভী, কামুক ছিল না। সকলেই সদন্তঃকরণ, সর্ব্বদা আনন্দ-হৃদয় ছিলেন।২৬। সেই কালে ভূমি সকল সর্ব্বশস্যাঢ্যা, মেঘসকল যথা কালে বর্ষণকারী, গো সকল বহুদুগ্ধবতী, বৃক্ষ সকল প্রচুর ফলশালী ছিল।২৭। সেই যুগে কোন জীব অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না, দুর্ভিক্ষ, বা রোগ হইত না। প্রজাবর্গ সকলে হৃষ্টপুষ্ট, সর্ব্বদাই স্বাস্থ্যযুত, তেজ রূপ ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। স্ত্রীগণ অব্যাভিচারিণী এবং পতিভক্তিপরায়ণা ছিলেন।২৮। সেই সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রগণ স্ব স্ব আচারানুবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ বর্ণবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক সকলেই নিস্তার-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন।২৯।

সত্যযুগ অতীত হইলে, এই সকল ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল। তৎকালে মানবগণ বেদোক্ত কর্ম্ম সকল দ্বারা নিজ নিজ অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন না।৩০। তখন ভূরি-সাধন-সম্পন্ন বৈদিক কর্ম্ম বহুক্লেশকর হইয়াছিল, মনুষ্য সকল চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া তদাচরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।৩১। অথচ বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগের নানা দোষ শ্রবণ হেতু তাঁহারা সেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতেও সমর্থ হন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা এই অসামর্থ্য জন্য সর্ব্বদাই কাতর-চিত্ত ছিলেন।৩২।

সেই সময়ে আপনি ভূতলে স্মৃতিরূপ বেদার্থযুক্ত শাস্ত্রসকলকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্দারা দুঃখ, শোক, রোগপ্রদ পাপ হইতে, তপস্যা স্বাধ্যায় বিষয়ে দুর্ব্বল লোক সকলকে আপনি তারণ করিয়াছেন।৩৩। এই ভয়ানক সংসার-সমুদ্রে আপনি ভিন্ন জীব সকলের ভরণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা, পিতার ন্যায় প্রিয়কারী প্রভু আর কে আছে?।৩৪।

তৎপরে দ্বাপর যুগ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের স্মৃত্যুক্ত সুকৃতি ত্যাগ হইল, ধর্ম্মার্দ্ধ লোপ পাইল; মনুষ্য মনোব্যথা ও ব্যাধি দ্বারা আকুল হইল। তখন তোমাকর্ত্তৃক ব্যাসাদি-রূপে সংহিতা শাস্ত্রাদির উপদেশ দ্বারা সেই নর সকল উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে।৩৫।৩৬।

তৎপরে পাপরূপী, সর্ব্বধর্ম্মবিলোপকারী, দুরাচার, দুষ্কর্ম্মবিস্তারকারী, দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তক কলি যুগ আগমন করিল।৩৭। এখন বেদ সকল প্রভু অর্থাৎ শক্তিমান নহেন, স্মৃতি সকলের স্মরণ কোথায়? নানা ইতিহাসযুক্ত নানা পথ প্রদর্শনকারী পুরাণ সকলের বিনাশ হইবে।৩৮। হে বিভো। পুরাণাদি শাস্ত্রের বিনাশ হইলে, সেই সময়ে লোক সকল ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখ হইবে, (৩৯) এবং শৃঙ্খলারহিত হইয়া, মদেতে উন্মত্ত, পাপকর্ম্মে রত, কামুক, অতি লুব্ধ, নির্দ্দয়, দুর্ম্মুখ, শঠ, (৪০) স্বল্পায়ু, মন্দবুদ্ধি, রোগ শোকে সম্যক্ আকুল, শ্রী-রহিত, বলরহিত, নীচ, নীচের আচার পরায়ণ, (৪১) নীচসংসর্গে নিরন্তর রত, পরবিত্তাপহারক, পরনিন্দায় রত, পরদ্রোহকারী, পরগ্লানি পরায়ণ হইবে, (৪২)

পবস্ত্রী হবণে পাপশঙ্কা ও ভযবিবর্জ্জিত হইবে, এবং সকলে নির্দ্ধন,মলিন, দীন,দবিদ্র চিববোগী হইবে। ৪৩। বিপ্র সকল সন্ধ্যা বন্দনাদিবহিত হইযা, শূদ্র সম আচাব বিশিষ্ট হইবেন এবং অযাজ্য অপকৃষ্ট জাতিব যাজক, লুব্ধ, দুর্ব্বৃত্ত, পাপকাবী, (৪৪) মিথ্যাবাদী, মূর্খ, দাম্ভিক, দুষ্ট কথাবিস্তাবকাবী, কন্যাবিক্রযী, সংস্কাবহীন, ও তপস্যা ব্রত পবাঙ্মুখ হইবেন। ৪৫। তাহাবা লোক প্রতাবণাব নিমিত্তে জপ পূজা পবাযণ, পাষণ্ড ব্যবহাবী, আপনাকে পণ্ডিত বলিযা মান্যকাবী, শ্রদ্ধা ও ভক্তি বহিত হইবে। ৪৬। কলিব ব্রাহ্মণ সকল কদর্য্য আহাবী ও কদর্য্য আচাব ব্যবহাবে বত, এবং ধৃতরু অর্থাৎ নিজোদবভবণার্থ জীবনধাবী, শূদ্র সেবক, শূদ্রান্নভোজী, ক্রুব, শূদ্রপত্নীতে বতি-সম্ভোগেচ্ছু হইবে। ৪৭। ইহাবা ধনলোভে নিজ স্ত্রীকে নীচ জাতিতে দান কবিবে, ইহাদিগেব ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধী চিহ্ন কেবল সূত্রধাবণ মাত্র থাকিবে।৪৮। এই ব্রাহ্মণদিগেব পানাদিব নিয়ম এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচাব থাকিবে না। ইহাবা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রেব নিন্দা ও সাধু সকলেব দ্রোহ করিবে। ৪৯। তাহাদেব মনে কখন সৎ কথাব আলাপ মাত্র থাকিবে না।

জীব উদ্ধাবেব নিমিত্ত তোমা কর্ত্তৃক তন্ত্র সকল কৃত হইয়াছে এবং ভোগ ও মুক্তিপ্রদ নিগম আগম শাস্ত্র সমুদযও কৃত হইযাছে।৫০। এই তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেবদেবীগণেব মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধন, (৫১) সৃষ্টি স্থিতি সংহাব স্বরূপ বহু ন্যাস ও বদ্ধ-পদ্মাসন আদি বহুপ্রকাব আসন কথিত হইয়াছে এবং দেবতা সকলেব মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ পশুভাব,বীবভাব দিব্যভাবও উক্ত হইযাছে।৫২। ইহাতে শবাসন, চিতাবোহণ, মুণ্ড সাধন, লতা সাধনাদি অসংখ্য কর্ম্ম সকল তোমা কর্ত্তৃক উক্ত হইযাছে। ৫৩।

পবন্তু এই তন্ত্র শাস্ত্রে পশুভাব, দিব্যভাব, স্বযং তোমা কর্ত্তৃক নিবাবিত হইযাছে। ৫৪। কলিতে পশুভাবই নাই, দিব্যভাব কি প্রকাবে হইতে পাবে? কাবণ, পশুভাবালম্বীদিগেব কর্ত্তব্য, তাহাবা পত্র, পুষ্প, ফল, জল, স্বয়ংই আহবণ কবিবে, শূদ্র দর্শন কবিবে না, এবং মন দ্বাবাও স্ত্রী স্মবণ কবিবে না।৫৫। দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি দেবতুল্য হযেন, সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকবণ, দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, বাসনাবহিত, সর্ব্বভূতে সমভাবা-লম্বী ক্ষমাবান্ হযেন। ৫৬। কিন্তু এক্ষণকাব লোক কলিব পাপযুক্ত, সর্ব্বদা অস্থিব চিত্ত, নিদ্রা ও আলস্যে প্রসক্ত। ইহাদেব ভাবশুদ্ধি কি প্রকাবে হইবে?। ৫৭। হে শঙ্কব। আপনা কর্ত্তৃক পঞ্চতত্ত্ব কথিত হইযাছে, তাহাতে বীবসাধন উক্ত হইযাছে, (৫৮) মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব আপনি কহি-যাছেন। ৫৯। কলিকাল-জাত মানব সকল লুব্ধ ও শিশ্নোদবপবাযণ, তাহাবা লোভ হেতু সেই পঞ্চতত্ত্বে পতিত হইবে, সাধন কবিবে না।৬০। তাহাবা ইন্দ্রিয সুখেব নিমিত্ত বহুতব মধুপান কবিযা মদোন্মত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইবে।৬১। তাহাদেব মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পবস্ত্রীধর্ষক অর্থাৎ পবস্ত্রীগণেব অভিভবকর্ত্তা হইবে, বহুজন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন কবিবে; মহাপাপী সেই মত্ত সকল যোনি বিচাব কবিবে না। ৬২। অপবিমিত পানাদি দোষে পৃথিবীতে মদবিহ্বল বহুজন শক্তিহীন, রুগ্ন, বুদ্ধিহীন এবং বিকলেন্দ্রিয় হইযা হ্রদে, গর্ত্তে, প্রান্তবে, প্রাসাদ হইতে, পর্ব্বত হইতে পতিত হইবে এবং মৃত্যু লাভ কবিবে। ৬৩। ৬৪। এই সকল মত্ত লোকেবা কেহ বা গুরুবর্গেব সহিত ও স্বজনবর্গেব সহিত বিবাদ কবিবে; কেহ বা মৌনাবলম্বী হইবে, কেহ বা অতি পান জন্য মৃতপ্রায়, কেহ বা বহুভাষী হইবে। ইহাবা অকার্য্যকাবী, ক্রূবকর্ম্মা এবং ধর্ম্মপথ বিলোপকাবী হইবে। ৬৫। ৬৬। হে প্রভো! মহাদেব। হিতসাধনেব নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম আপনা কর্ত্তৃক কথিত হইযাছে, সেই সকল কর্ম্ম মানবগণেব পক্ষে বিপবীত হইয়া পড়িবে। কোন্ ব্যক্তি বা যোগাশ্রয় কবিবে? কোন্ ব্যক্তি বা ন্যাসসমূহ কবিতে শক্ত হইবে?।৬৭। কেই বা স্তোত্র পাঠ কবিবে? কোন্ জন বা যন্ত্রাধাবে পূজা বা যন্ত্রধাবণ কবিবে? কোন্ ব্যক্তি বা পুবশ্চবণ কবিবে?। ৬৮। হে জগৎপতে। যুগধর্ম্ম প্রভাবে স্বভাবতই মনুষ্যগণ অতি দুর্ব্বৃত্ত এবং সর্ব্বদা পাপকাবী হইবে।

হে দীনেশ প্রভো! কৃপা করিয়া কলিজাত মানবগণের নিস্তারোপায় বলুন, (৬৯) যাহাতে তাহাদের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল, বীর্য্য, বৃদ্ধি হয়, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রাপ্তি হয়, প্রযত্ন ব্যতিরেকে পরম মঙ্গল লাভ হয়; (৭০)—যদ্দ্বারা লোক সকল মহাবল পরাক্রমশালী হয়; পরিশুদ্ধ হৃদয় হইয়া পর হিতে রত হয়; মাতা পিতার প্রিয়কারী হয়; (৭১)—যাহাতে পুরুষ সকল স্বদারনিষ্ঠ ও পরস্ত্রী বিমুখ হইয়া দেবতা গুরু ভক্ত ও পুত্র স্বজনাদির পোষক হয়; (৭২)—যে উপায় দ্বারা এই সকল লোক ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাবান্ ও ব্রহ্মচিন্তাশীল হয়; মনুষ্যের লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ও পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত আপনি কৃপা করিয়া তাহাই কীর্ত্তন করুন।৭৩। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির বর্ণ এবং আশ্রম ভেদে যাহা কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য তাহাও কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন্। ত্রিভুবনে আপনা ব্যতিরেকে সকল লোকের ত্রাণকর্ত্তা কে আছে? । ৭৪ ।

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে জীব নিস্তারোপায় প্রশ্ন নামক প্রথম উল্লাস ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

মহাকরুণা-সমুদ্র, লোকসকলের কল্যাণকর, শঙ্কর, এই প্রকার আদ্যাদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন । ১ । সদাশিব কহিলেন, হে মহাভাগে! তুমি জগতের হিতকারিণী, তুমি উত্তমপ্রশ্ন করিয়াছ। ঈদৃশ মঙ্গল কথা পূর্ব্বে কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই । ২ । হে ভদ্রে, তুমি ধন্যা, সুকৃতজ্ঞা (অর্থাৎ জীবের সুকৃতি তুমি জ্ঞাত আছ)। কলিকালজাত সকলের তুমিই যথার্থ হিতকারিণী, তোমাকর্ত্তৃক যাহা যাহা উক্ত হইল, সে সকল অতীব সত্য, সন্দেহ নাই। ৩। হে পরমেশ্বরি! তুমি ধর্ম্মজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞা, অতএব সর্ব্বজ্ঞা। প্রিয়ে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ধর্ম্মযুক্ত বাক্য যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ, যথাযোগ্য, এবং ন্যায়োপপন্ন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৪। হে সুরেশ্বরি! কলিযুগে কলুষ দ্বারা দুর্গতিবিশিষ্ট, পবিত্রাপবিত্র-বিচার-শূন্য, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের শ্রৌত অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি হইবে না; পুরাণ সংহিতা এবং স্মৃতি সকলের দ্বারাও মনুষ্যের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। ৫।৬। হে প্রিয়ে! আমি সত্য সত্য, পুনঃ সত্য বলিতেছি, কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।৭। হে শিবে! পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে আমাকর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে, 'কলিকালে ধীর ব্যক্তি আগমোক্ত বিধান দ্বারা দেবগণকে যজিবে।৮। হে শঙ্করি! 'কলিযুগে আগমশাস্ত্রকে লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি অন্য পথে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার গতি নাই, ইহা সত্য সত্য বলিতেছি, সংশয় নাই। ৯। সকল বেদ, পুরাণ স্মৃতি এবং সংহিতাদি শাস্ত্র দ্বারা আমিই প্রতিপাদ্য, অন্য কেহ প্রতিপাদ্য নাই; এবং জগতে আমাভিন্ন সর্ব্বেশ্বর প্রভু কেহই নাই। ১০। বেদাদি শাস্ত্র সকল আমার পদকে লোকপাবন বলিয়া বোধ করান্, মৎপথবিমুখ লোকসকল ব্রহ্মঘাতী এবং পাষণ্ড। ১১। এই হেতু আমার মতকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম আচরণ করে, হে দেবি, সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং সেই কর্ম্মকর্ত্তাও নারকী হয় । ১২। যে মূঢ় আমার মত ত্যাগ করিয়া অন্য মতকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, স্ত্রীঘাতকের সদৃশ পাতকী হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৩। কলিতে তন্ত্রোদিত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও আশু ফলপ্রদ; জপ যজ্ঞ ক্রিয়াদিতে এবং সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্ত। ১৪। কলিকালে বেদোক্ত মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যরহিত হইয়াছে। সত্যাদি যুগেতে সেই সকল মন্ত্র ফলদানে শক্ত ছিলেন, কলিকালে তাঁহারা মৃতের ন্যায়, নিষ্ফল হইয়াছেন। ১৫। যেরূপ ভিত্তিতে নির্ম্মিত পুত্তলিকা চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়াও, কার্য্যে অর্থাৎ শ্রবণ দর্শন গমনাদিতে অশক্ত হয়, সেই প্রকার তন্ত্রোক্ত ভিন্ন অন্য মন্ত্ররাশি তত্তৎ কার্য্যফলের অনিষ্পাদক হয়েন। ১৬। তন্ত্রোক্ত ভিন্ন অন্য মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে

ফল সিদ্ধি হয না, যেমন বন্ধ্যা স্ত্রী-সঙ্গম অপত্যরূপ ফলের সাধক হয না, ইহাও সেই প্রকাব, কেবল শ্রম মাত্র। ১৭। যে নব এই কলিযুগে অন্য শাস্ত্রোক্ত পথ দ্বাবা সিদ্ধি ইচ্ছা কবেন, সেই দুর্মতি তৃষিত হইযা গঙ্গা তীবে কূপ খনন কবে। আমার মুখোদিত ধর্ম্মকে ত্যাগ কবিযা, যে মূঢ অন্য ধর্ম্ম বাঞ্ছা কবে, সে স্বগৃহস্থিত অমৃত ত্যাগ কবিযা অর্ক বৃক্ষজাত দুগ্ধ বাঞ্ছা কবে। ১৯। তন্ত্রোদিত পথ যেরূপ সুখ মোক্ষেব হেতু, এরূপ মুক্তিকাবণ এবং ইহলোকে ও পবলোকে সুখ প্রাপ্তিব নিমিত্ত অন্য পথ নাই। ২০। হে প্রিযে! নানা আখ্যানযুক্ত বহুপ্রকাব তন্ত্র আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইযাছে, সিদ্ধ সকল এবং সাধক সকলেব বিধান ভূবিভূবি উক্ত হইযাছে। পশু সকলেব বাহুল্য হেতু অধিকাবিবিভেদে কুলাচাবোদিত ধর্ম্ম কোন স্থানে গোপন কবিবাব নিমিত্তও কহিযাছি, জীবগণেব প্রবৃত্তিকাবী কোন কোন তন্ত্রকর্ম্মও বলিযাছি, নানাবিধ দেব এবং বহুপ্রকাব দেবীব বিষয বলা হইযাছে। ভৈববগণ, বেতালগণ, বটুকগণ, নাযিকা সকল, এবং শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌব, গাণপত্য সকলও উক্ত হইযাছে। নানা প্রকাব মন্ত্র, যন্ত্র এবং অনেক প্রকাব সিদ্ধোপাযও কথিত হইযাছে। হে প্রিযে। যে যে সমযে যে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে যে প্রকাব প্রশ্নকৃত হইযাছে, আমি সেই সেই সমযে তাহাদিগেব উপকাবার্থে তদনুরূপ কহিযাছি। ২৬। হে পার্ব্বতি। সর্ব্বলোকেব উপকাবেব নিমিত্ত, সকল প্রাণীব হিতেব জন্য, যুগ-ধর্ম্মানুসাবে, যাথাতথ্য রূপে, তোমা কর্ত্তৃক যাদৃশ প্রশ্ন কৃত হইল, ঈদৃশ প্রশ্ন পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত হয নাই। তোমাব স্নেহে বশীভূত হইযা এই সাবাৎসাব পবাৎপব বিষয বলিতেছি। ২৮। হে দেবেশি। বেদ, আগম, বিশেষতঃ তন্ত্রসকলেব সাব উদ্ধাব কবিযা তোমাব নিকটে বলিতেছি। ২৯। যেমন মনুষ্য মধ্যে তত্ত্ব-জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন নদীসকলেব মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, যেমন দেবগণেব মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায আগম শাস্ত্রেব মধ্যে এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। ৩০। হে শিবে। বেদ সকল দ্বাবা বা পুবাণ সকল দ্বাবা, বা বহু শাস্ত্র দ্বাবা কি ফল লাভ হইবে? একমাত্র এই মহাতন্ত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে, জীব সর্ব্বসিদ্ধীশ্বব হয। ৩১। যেহেতু জগতেব মঙ্গলেব নিমিত্ত তোমাকর্ত্তৃক আমি নিযুক্ত হইযাছি, অতএব যেইটী বিশ্বের হিতকাবী হইবে, তাহা আমি বলিতেছি। ৩২। হে দেবি, হে পবমেশ্বরি। বিশ্বেব হিত কবিলে বিশ্বেব ঈশ্বর প্রীত হন, কাবণ তিনিই বিশ্বেব আত্মা, বিশ্ব তাঁহাকেই আশ্রয কবিযা আছে। তিনি এক, অদ্বিতীয, সত্য, সদ্রূপ, পবাৎপব, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি নির্ব্বিকাব, নিবাধাব, নির্ব্বিশেষ, নিবাকুল অর্থাৎ আকুলতাশূন্য, তিনি গুণাতীত, সর্ব্ব প্রকাব শুভাশুভ কর্ম্মেব সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সকলেব আত্মা, সর্ব্বদৃক্, বিভু। ৩৫। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে গূঢভাবে অবস্থিতি কবিতেছেন, অর্থাৎ আদ্যন্ত শূন্য, তিনি স্বযং সর্ব্বেন্দ্রিযবহিত অথচ সকল ইন্দ্রিয এবং ইন্দ্রিয বিষয তাঁহা হইতে দীপ্তি পাইতেছে। ৩৫। তিনি লোকাতীত, ত্রিভুবনেব হেতু বা বীজ স্বরূপ, এবং বাক্য মনেব অগোচব; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি বিশ্বেব সকলই জানিতেছেন, তাঁহাকে কোন ব্যক্তি জানে না। ৩৭। এই জগৎ সমুদয তদধীন, স্থাবব জঙ্গম সহিত এই ত্রৈলোক্য তাঁহাকেই অবলম্বন কবিযা আছে। এই বিতর্ক-বিষয়বহিত জগৎ পবমাত্মাব সত্যত্ব আশ্রয় কবিযা, এই পৃথিবী, এই জল, এই বাযু ইত্যাদি রূপে পৃথক্ পৃথক্ সত্যেব ন্যায প্রকাশ পাইতেছে। হে মহেশ্বরি! সেই ব্রহ্ম হেতুভূত হওয়াতে আমবাও জাত হইযাছি। ৩৮। ৩৯। সেই পবমেশ্বব সর্ব্ব প্রাণীব একমাত্র কাবণ, ব্রহ্মা (সেই পবমেশ্বব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইযা) লোকসকলে সৃষ্টিকবণ হেতু স্রষ্টা বলিযা কথিত হইতেছেন; (৪০) তাঁহাব ইচ্ছা প্রযুক্ত বিষ্ণু এই জগৎকে পালন কবাতে পালযিতা বলিযা কথিত হইতেছেন। তাঁহাব ইচ্ছায সংহাবকবণ প্রযুক্ত আমি জগতে সং-

হর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইতেছি। ইন্দ্রাদি লোকপালগণও সকলেই তাঁহার বশ্যতায়, স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে জগৎ শাসন করিতেছেন। তুমি তাঁহার পরাপ্রকৃতি, এই হেতু ত্রিভুবনে পূজ্যা। ৪১। ৪২। সেই পরমাত্মা অন্তর্যামী রূপে তাঁহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম করান, জীবগণ কোন কালেই স্বাধীন নহে। ৪৩। হে দেবি! যাঁহার ভয় হেতু বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; যদ্ভয়ে ভীত হইয়া সূর্য্য তাপ দিতেছেন, মেঘ সকল যথা সময়ে বর্ষণ করিতেছেন, যৎ-শাসনে বনে তরু সকল পুষ্প বিশিষ্ট হইতেছে। ৪৪। যিনি প্রলয়কালে সাক্ষাৎ কালকে নাশ প্রাপ্ত করান, যিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ এবং ভয়ের ভয়স্বরূপ, তিনিই বেদান্ত-বেদ্য ভগবান্, তিনি যৎতৎ শব্দ দ্বারা বোধিত হয়েন। ৪৫। হে সুর-বন্দিতে! সকল দেব এবং দেবীগণ, ইহাঁরা তন্ময় অর্থাৎ পরমাত্ম স্বরূপ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিগুচ্ছ পর্য্যন্ত সকল জগৎ তন্ময় অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন। ৪৬। সেই পরমাত্মা পরিতুষ্ট হইলে জগৎ পরিতুষ্ট হন, তাঁহাকে প্রীত করিলে সমুদায় জগৎকে প্রীত করা হয়; তাঁহার আরাধনা করিলে সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করা হয়। ৪৭। দেবি। যেমত বৃক্ষের মূল সেচন দ্বারা তাহার ভুজ-পল্লব সকল তৃপ্ত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে অমরাদি সকলে পরি-তৃপ্ত হয়েন। ৪৮। হে সুব্রতে, প্রিয়ে। যেমত তোমার অর্চ্চনা, ধ্যান, পূজা ও জপদ্বারা সমুদায় দেবীগণ তুষ্টা হয়েন, পরমাত্মার অর্চ্চনাদির দ্বারা সেই মত সর্ব্ব দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন, জানিবে। ৪৯। যেমন নদীসমূহ, অবশ হইয়াও সরিৎপতি সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ সর্ব্বদেব পূজাদি-কর্ম্ম, হে পার্ব্বতি, সেই পরমাত্মার উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়। ৫০। যে যে ব্যক্তি যে যে ফল লাভের নিমিত্ত যে যে দেবতাকে শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করেন, হে শিবে, সেই অধ্যক্ষ পুরুষ সেই সেই দেবগণ দ্বারা সেই সেই ফল সেই সেই ব্যক্তিকে প্রদান করেন। ৫১। হে প্রিয়ে। এ বিষয়ে বহু আর কি বলিব, তোমার অগ্রে এই মাত্র বলি, সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে মুক্তির নিমিত্ত ধ্যেয়, পূজ্য এবং সুখারাধ্য আর নাই। ৫২। সেই পরব্রহ্মের উপাসনায় আযাস নাই, উপবাস নাই, শরীর সম্বন্ধীয় কোন কষ্ট নাই, আচারাদির নিয়ম নাই, বহু উপচারাদির আবশ্যকতা রাখে না, দিক্ এবং কালাদির বিচার নাই, মুদ্রা বা ন্যাসের প্রয়োজন নাই। হে কুলে-শানি। যাঁহার সাধনে পূর্ব্বোক্ত আযাসাদি নাই, তাঁহাকে ভিন্ন লোক অন্য কাহাকে আশ্রয় করিবে?। ৫৪।

ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে জীবনিস্তারোপায় কথনে দ্বিতীয়োল্লাসঃ॥ ২॥

তৃতীয় উল্লাস।

দেবী কহিলেন,—হে দেবদেব। আপনি দেবতাদিগের গুরুর গুরু; হে মহাদেব। আপনি সকল শাস্ত্র, সকল মন্ত্র ও সকল সাধনের বক্তা। ১। হে ভগবন্! পরাৎপর পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, যিনি আপনা কর্ত্তৃক কথিত হইয়েন, যাঁহার উপাসনা দ্বারা নরলোকশীল মনুষ্যগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিবে, কি উপায় দ্বারা সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইবেন, তাঁহার সাধনা বা কি, মন্ত্রই বা কিরূপ; ধ্যান এবং বিধান বা কীদৃশ, আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ৪।

সদাশিব কহিলেন,—হে মৎপ্রাণবল্লভে। এই পরম তত্ত্ব অতি গুহ্য। হে কল্যাণি। আমাকর্ত্তৃক কোন স্থানেই এই রহস্য প্রকা-শিত হয় নাই; তোমার স্নেহপ্রযুক্ত আমি বলিতেছি, এই তত্ত্ব আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। ৫। হে পরমেশ্বরি। সৎ, চিৎ, জগৎ স্বরূপ সেই পরব্রহ্ম স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ দ্বারা যথাবৎ জ্ঞেয় হয়েন। ৬। যিনি সত্তামাত্র অর্থাৎ কেবল পরমার্থ

স্বরূপ, যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বগত ভেদ-শূন্য, এবং বাক্য মনের অগোচর, (৭) যাঁহার সত্বায মিথ্যাভূত ত্রিলোকীর সত্যত্ব প্রতীতি হয, ইহাই পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। যাঁহারা শত্রুমিত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্রসমদর্শী, যাঁহারা শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত, যাঁহারা নানাবিধ ভেদ কল্পনা শূন্য, যাঁহারা শরীরনিষ্ঠ আত্মত্ব-বুদ্ধি-রহিত, এবম্ভূত যোগী সকল কর্ত্তৃক সমাধি যোগ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ বেদ্য হযেন।৮। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইযাছে, জাত-বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে, এবং প্রলযকালে এই চরাচর জগৎ যাঁহাতে লয প্রাপ্ত হয, সেই ব্রহ্ম এই তটস্থলক্ষণ দ্বারা বেদ্য হযেন। হে শিবে। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মবেদ্য হযেন, তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তিনিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয হযেন। স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা জানিতে হইলে সাধনের অপেক্ষা নাই, তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে, সাধন বিহিত আছে। ১০। হে প্রিযে। সেই সাধন, অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বেদ্য ব্রহ্মের সাধন, বলিতেছি, সাবহিতা হইযা শ্রবণ কর।

সেই সাধনে প্রথমে মহেশ্বরের মন্ত্রোদ্ধার কহিতেছি। ১১। প্রথম প্রণব উচ্চারণ করিযা সচ্চিৎ এইপদ কীর্ত্তন করিবে, তৎপরে একং এই পদ, পরে ব্রহ্ম এই পদ কীর্ত্তন করিলে মন্ত্রোদ্ধার হইবে। সন্ধি-ক্রমে মিলিত হইলে এই মন্ত্র সপ্তাক্ষর হয। (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) এই মন্ত্র, হে দেবেশি, প্রণব রহিত হইলে ষডক্ষর হইবে। (সচ্চিদেকং ব্রহ্ম)। ১৩। এই মন্ত্র সর্ব্ব-মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ, ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদ, এ মন্ত্রে সিদ্ধাদি চক্রের উদ্ধার অপেক্ষা নাই এবং ইহা অরি মিত্রাদি দোষে দূষিত হয না। ১৪। এ মন্ত্রগ্রহণে তিথি নক্ষত্র রাশি কুলাকুল প্রভৃতি চক্রগণনার নিযম নাই এবং দশ-বিধ সংস্কারের অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্র সর্ব্বথা সিদ্ধ, ইহাতে কোনরূপ বিচারের অপেক্ষা করে না। ১৫। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি জীব সদ্গুরুলাভ করে, তবে সেই গুরুর মুখ হইতে নির্গত এই মন্ত্র লাভ করিলে তৎ-ক্ষণাৎ জন্ম সফল হয। সেই ব্রহ্মোপাসক জীব ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ হস্তগত করিযা ইহলোকে এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন। ১৭। ব্রহ্ম মন্ত্ররূপ মহা-মণি যাঁহার কর্ণ-পথোপান্ত প্রাপ্ত হইযাছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্বতীর্থস্নাত, সেই ব্যক্তিই সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত, তিনিই সর্ব্ব শাস্ত্রে নিপুণ, এবং তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতি-ষ্ঠিত, ইহা বলিতে হইবে। ১৮। ১৯। হে শিবে। যিনি ব্রহ্ম মন্ত্র প্রাপ্ত হইযাছেন, তাঁহার মাতা ধন্যা, পিতা ধন্য, তাঁহার কুল পবিত্র, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইযা দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন, এবং তাঁহারা পুলকিত শরীরে এই গাথা গান করেন, "আমাদের কুলে উৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইযা কুল পবিত্র করিযাছেন, আমাদিগের নিমিত্ত গযাতে পিণ্ড দানে আর আবশ্যক কি? তীর্থ, তীর্থ-শ্রাদ্ধ ও তীর্থতর্পণেই বা আবশ্যক কি, আমাদের উদ্দেশে দানেই বা প্রযোজন কি, জপেই বা প্রযোজন কি, হোমেই বা প্রযোজন কি, অন্যান্য বহুবিধ সাধনেই বা প্রযোজন কি, আমাদের এই সৎপুত্র সৎ গুরুর নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ-রূপ যে সাধন করিল, তাহাতেই আমরা অক্ষয তৃপ্তি লাভ করিলাম।" ২২। হে জগদ্বন্দ্যে। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শ্রবণ কর, ব্রহ্মমন্ত্র উপাসক সকলের অন্য সাধনান্তরের প্রযোজন নাই। এই ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র দেহী ব্রহ্মময হয। হে দেবেশি। যিনি ব্রহ্মভূত, তাঁহার সম্বন্ধে ত্রিজগতে কি দুষ্প্রাপ্য আছে, সকল বস্তুই তাঁহার লব্ধ হইযাছে। গ্রহগণ, বেতালগণ, চেটকগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ভূতগণ, ডাকিনীগণ, এবং মাতৃকাদিগণ রুষ্ট হইযা তাঁহার কি করিতে পারে? তাহারা ব্রহ্মোপাসকের দর্শনমাত্রেই পরাঙ্মুখ হইযা পলাযন করে। ২৫। তিনি ব্রহ্মমন্ত্রে রক্ষিত, তিনি ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা সম্যক্ আবৃত, তিনি দ্বিতীয সূর্য্য স্বরূপ, সুতরাং তিনি কি

গ্রহাদি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়েন? কদাপি ভীত হয়েন না। ২৬। হস্তীগণ যেমন সিংহকে দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেই মত এই সাধককে দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রহাদিগণ পলায়ন করেন; এবং পতঙ্গগণ যেমত অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেই মত গ্রহাদিগণ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া থাকেন"। ২৭। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক সত্যপূত, শুদ্ধান্তঃকরণ, সর্ব্বপ্রাণি-হিতকারী; তাঁহাকে কখন পাপস্পর্শ করিতে পারে না। আত্মঘাতী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ মহাত্মার উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে?। ২৮। যে সকল খলস্বভাব পাপাত্মা ব্যক্তি পরব্রহ্মোপাসকের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনারই অনিষ্ট করে; পরব্রহ্মোপাসক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ২৯। হে দেবি! সেই ব্রহ্মোপাসক সকলের হিতকারী, সাধু ও সকলের প্রিয়কারী; ঈদৃশ মহাত্মার অনিষ্ট করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিরুপদ্রবে অবস্থান করিতে পারে। ৩০। যে সাধক মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্র চৈতন্য জানেন না, তিনি শতলক্ষ জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। ৩১। হে প্রিয়ে। এই জন্য আমি এই মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। অ উ ম এই তিন বর্ণ মিলিত হইয়া ওঁ এই মন্ত্র হইয়াছে। অকারের অর্থ জগৎ রক্ষা-কর্ত্তা, উকারের অর্থ সংহার কর্ত্তা, মকারের অর্থ জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা—প্রণবের এই অর্থ কথিত হইল। ৩২। সৎ শব্দার্থ সদা বিদ্যমান্, চিৎ শব্দার্থ চৈতন্য, এক শব্দের অর্থ অদ্বৈত। হে ঈশানি। বৃহত্ত্ব হেতু ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। হে দেবি। সাধকসকলের অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ এই মন্ত্রার্থ কথিত হইল। ৩৪। হে পরমে-শানি। মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাই মন্ত্রচৈতন্য, মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বিষয়ক জ্ঞান ভক্তদিগের সিদ্ধিদায়ক। ৩৫। হে দেবেশি। যিনি এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা—তিনি সকল পদার্থ ব্যাপনশীল; তিনি সনাতন, অতর্ক্য, নিরা-কার, বাক্যের অগোচর, নিরঞ্জন। ৩৬। হে দেবি! এই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রণব-রহিত করিয়া, (ঐং) বাগ্বীজ বিদ্যা, (হ্রীং) মায়া, (শ্রীং) লক্ষ্মী আদিতে যোগ করিয়া বিবিধা বিদ্যা, বিবিধা মায়া, বিবিধা সর্ব্বতোমুখী শ্রী প্রদান করিবে। ৩৭। মন্ত্রদানের প্রকার এই। ঐং সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, এই মন্ত্রদ্বারা বিদ্যা প্রদান করিবে। (হ্রীং) সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, এই মন্ত্রদ্বারা মায়া প্রদান করিবে। শ্রীং সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, এতৎ মন্ত্র-দ্বারা লক্ষ্মী প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা সমুদায় পদে প্রণব যোগ করিয়া, অথবা প্রণব রহিত করিয়া, কিম্বা উক্ত মন্ত্রের যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ করিয়া, অথবা প্রণব রহিত করিয়া, উচ্চারণ করিলে নানাপ্রকার মন্ত্র হইবে। প্রত্যেক পদে প্রণব যোগ করিয়া, যথা—ওঁ সৎ ওঁ চিৎ ওঁ একং ওঁ ব্রহ্ম। প্রণব রহিত করিয়া, যথা—সৎ চিৎ একং ব্রহ্ম, সমস্ত পদে প্রণব যোগ করিয়া, যথা—ওঁ সচ্চি-দেকং ব্রহ্ম। প্রণব রহিত, যথা—সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ করিয়া, যথা—ওঁ সদ্ব্রহ্ম ওঁ চিদ্ব্রহ্ম ওঁ একংব্রহ্ম ওঁ সচ্চিৎ ওঁ চিদেকম্। প্রণব রহিত করিয়া, যথা—সদ্ব্রহ্ম, চিদ্ব্রহ্ম, একংব্রহ্ম, সচ্চিদ্ চিদেকম্। ৩৮। এই মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, উক্ত মন্ত্রের দেবতা নির্গুণ সর্ব্বান্তর্যামী পরম ব্রহ্ম। ৩৯। চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে।* হে প্রিয়ে। অঙ্গন্যাস করন্যাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪০। হে মহেশ্বরি। (করন্যাসে প্রথমতঃ) ওঁ সচ্চিদ্ব্রহ্ম একম্, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, ক্রমান্বয়ে এই পদ কয়েকটী উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা (৪১) কনিষ্ঠা এই পঞ্চাঙ্গুলিতে এবং করতল পৃষ্ঠদ্বয়ে, নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্, ফট্, এই পদগুলি অন্তে যথাক্রমে উচ্চারণ করিয়া, সমাহিতমনা হইয়া, ন্যাসোক্ত বিধি অনুসারে করন্যাস করিবে, এইরূপে হৃদাদি কর পর্য্যন্ত

* ঋষ্যাদিন্যাসপ্রযোগঃ যথা—শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্ব্বান্ত-র্যামি নির্গুণ পরম ব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ।

(অঙ্গন্যাস) যথাবিধানেকবিবে। ৪২। ৪৩। হে পার্ব্বতি। তৎপবে মূল মন্ত্র, অথবা প্রণব দ্বাবা প্রাণাযাম কবিবে। দক্ষিণ হস্তেব মধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলী দ্বাবা বাম নাসাপুট ধাবণ কবিযা দক্ষিণ নাসাপুট দ্বাবা বায়ু আকর্ষণ-কালে অষ্টবাব মূল মন্ত্র কিম্বা প্রণব জপ কবিবে। ৪৪। ৪৫। অনন্তব অঙ্গুষ্ঠ দ্বাবা দক্ষিণ নাসা ধাবণপূর্ব্বক কুম্ভক (শ্বাসবোধ) কবিয়া দ্বাত্রিংশৎ বাব ঐরূপ জপ কবিবে। অনন্তব দক্ষ নাসা দ্বাবা অল্পে অল্পে নিশ্বাস ত্যাগ কবিতে কবিতে ষোড়শবাব মন্ত্র জপ কবিবে। পশ্চাৎ ঐরূপ বাম নাসাপুটেও পূবক কুম্ভক বেচক কবিবে; অর্থাৎ অষ্টবাব মন্ত্র জপ করিতে কবিতে বামনাসাপুটে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ কবিবে, পশ্চাৎ বায়ু বোধ কবিযা দ্বাত্রিংশৎবাব মন্ত্র জপ কবিবে।৪৬। পবে বামনাসাপুট ত্যাগ কবিযা তদ্দ্বাবা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পবিত্যাগ কবিতে কবিতে ষোডশবাব মন্ত্র জপ কবিবে। বামনাসাপুটেও এই প্রকাব পূবক কুম্ভক বেচক কবিবে। ৪৭। হে সুব পূজিতে। পূর্ব্বেব ন্যায দক্ষিণ নাসাতেও পূবক কুম্ভক বেচক কবিবে, ব্রহ্ম মন্ত্র সাধনে প্রাণাযাম বিধি তোমাব নিকটে কথিত হইল। ৪৮।

অনন্তব সাধকেব অভীষ্ট সাধন, ধ্যান কবিবে। ৪৯।—যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নানা রূপ ভেদশূন্য; যিনি নিবীহ অর্থাৎ চেষ্টা-বহিত, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব কর্ত্তৃক জ্ঞেব, যিনি যোগীদিগেব ধ্যানগম্য, যাঁহা হইতে জন্ম ও মবণেব ভব দূব হয, যিনি নিত্য স্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ, যিনি নিখিল ভুবনেব বীজ স্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয-কমল-মধ্যে ধ্যান কবি। ৫০।

ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভেব নিমিত্ত পবা ভক্তি দ্বাবা পবম ব্রহ্মকে এই প্রকাব ধ্যান কবিয়া, মনঃকল্পিত উপচাব দ্বাবা পূজা কবিবে। ৫১। মানস পূজাতে ঈশ্ববকে ভূত তত্ত্ব অর্পণ কবিবে—পৃথিবীতত্ত্বকে গন্ধ, আকাশতত্ত্বকে পুষ্প, বাযুতত্ত্বকে ধূপ, তেজস্তত্ত্বকে দীপ, জলতত্ত্বকে নৈবেদ্য কল্পনা কবিয়া সেই পবমাত্মাকে প্রদান কবিবে। ৫২। অনন্তব, সাধকশ্রেষ্ঠ মানস দ্বাবা পূর্ব্বোক্ত (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) মহামন্ত্র জপ কবিবা ব্রহ্মেতে জপ সমর্পণপূর্ব্বক বাহ্যপূজা আবম্ভ কবিবে। ৫৩। গন্ধ পুষ্পাদি বস্ত্রালঙ্কাবাদি এবং ভক্ষ্যপেযাদি যে সকল দ্রব্য উপস্থিত, সে সকল দ্রব্য এই মন্ত্র দ্বাবা সংশোধন কবিযা নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক মতিমান্ ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান কবত পবমাত্মাকে সমর্পণ কবিবে। ৫৪। ৫৫। (সংশোধন এবং অর্পণেব এই মন্ত্র) অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম। হবি অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য যাহা অর্পণ কবিতে হইবে; তাহাও ব্রহ্ম। যিনি আহুতিপ্রদান-কাবী অর্থাৎ অর্পণ কবিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপে যিনি ব্রহ্মেতে চিত্ত একাগ্ররূপে স্থাপন কবেন, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন।৫৬। অনন্তব যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ কবিয়া নেত্র-দ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক (ব্রহ্মার্পণমন্ত্র) এই মন্ত্র উচ্চাবণ কবিয়া, ব্রহ্মে জপ সমর্পণ কবিয়া, স্তব ও কবচ পাঠ কবিবে। ৫৭। হে মহেশানি। হে দেবি। পবমাত্মা ব্রহ্মেব স্তব শ্রবণ কব, যাহা শ্রবণ কবিলে সাধক, ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হযেন। ৫৮।—

তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকেব আশ্রয, তোমাকে নমস্কাব কবি। তুমি জ্ঞান স্বরূপ; বিশ্বেব আত্মা স্বরূপ, অদ্বৈততত্ত্ব, মুক্তি-দাযক, তোমাকে নমস্কাব। তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কাব। ৫৯। তুমি একমাত্র শবণ্য অর্থাৎ আশ্রয, তুমি অদ্বিতীয় ববণীয, তুমি একমাত্র জগতেব কারণ, তুমি বিশ্বরূপ; একমাত্র তুমি জগতেব সৃষ্টি কর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং অন্তে সংহাব-কর্ত্তা, তুমি একমাত্র, পবম পুরুষ, নিশ্চল ও নানাবিধ কল্পনাশূন্য। ৬০। তুমি ভয়েব ভয়, তুমি ভযানকেব ভয়ানক, তুমি প্রাণীদিগেব একমাত্র গতি, পাবিত্র্য-জনক সকলেব পাবিত্র্যজনক। তুমি উচ্চপদা ধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব প্রভৃতিব নিযামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলেব শ্রেষ্ঠ ও বক্ষকদিগের বক্ষক। ৬১। হে পবেশ, (ব্রহ্মাদি দেবাধিপ) হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপ,

অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য, কোন ইন্দ্রিয়েব গোচব নহ। হে সত্যস্বরূপ, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষব, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ত-তত্ত্ব, হে জগদ্ভাসকাধীশ, (জগদ্ভাসক চন্দ্রসূর্য্যাদিব অধীশ্বব) অথবা হে জগদ্ভাসক, হে অধীশ, তুমি আমাদিগকে অপায় অর্থাৎ ভক্তিবিশ্লেষ ও জ্ঞানবিশ্লেষ হইতে বক্ষা কব। ৬২। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমবা স্মবণ কবি, সেই অদ্বিতীয ব্রহ্মকে আমবা জপ কবি, সেই এক জগৎ সাক্ষী স্বরূপ ব্রহ্মকে আমবা প্রণাম কবি। সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতেব নিধান অর্থাৎ আশ্রযভূত, স্বযং নিবালম্ব অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য; সেই তুমি ঈশ্বব, ভব-সমুদ্রেব পোতস্বরূপ; আমবা তোমাব আশ্রয গ্রহণ কবিলাম। ৬৩।

পবমাত্মা ব্রহ্মেব পঞ্চবত্ন নামক এই স্তোত্র যিনি সংযত হইযা পাঠ কবেন, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হযেন। ৬৪। প্রত্যহ প্রদোষ কালে এই পঞ্চবত্ন স্তোত্র পাঠ কবিবে। বিশেষত সোমবাবে জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বকীয বান্ধবগণকে এই স্তোত্র শ্রবণ কবাইবেন এবং বুঝাইযা দিবেন। ৬৫। হে দেবি। মহেশ্বরেব পঞ্চবত্ন নামক স্তোত্র তোমাব নিকটে আমা কর্ত্তৃক কথিত হইল। হে চার্ব্বঙ্গি। তাঁহাব জগন্মঙ্গল নামক কবচ শ্রবণ কব, যে কবচ পাঠ এবং ধাবণ করিলে নিশ্চযই ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে। ৬৬।

পবমাত্মা আমাব শিবোদেশ বক্ষা করুন্, পবমেশ্বব হৃদয বক্ষা করুন্, জগৎপাতা কণ্ঠ বক্ষা করুন্, সর্ব্বদর্শী বিভু বদন বক্ষা করুন্। ৬৭। বিশ্বাত্মা আমাব হস্তদ্বয বক্ষা করুন, চিন্ময় আমাব চবণদ্বয বক্ষা করুন্, সনাতন পবব্রহ্ম সর্ব্বদা আমাব সর্ব্বাঙ্গ বক্ষা করুন্। ৬৮। এই শ্রীজগন্মঙ্গল কবচেব ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, দেবতা পবমব্রহ্ম, ফল চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তিব নিমিত্ত বিনিযোগ। ৬৯। যিনি ঋষিন্যাস কবিযা, এই ব্রহ্মকবচ পাঠ করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিযা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময হইবেন। ৭০। যিনি এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া স্বর্ণগুটিকাব মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকাব সিদ্ধিব ঈশ্বব হবেন। ৭১।

তোমাব নিকট এই পবব্রহ্মেব কবচ আমি প্রকাশ কবিলাম। ইহা গুরুভক্ত, বুদ্ধিমান্, প্রিয শিষ্যকে প্রদান কবিবে। ৭২। সাধকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্তোত্রকবচ পাঠ কবিযা (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) প্রণাম কবিবে। ৭৩।—তুমি পবম ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কাব। তুমি পবমাত্মা, তোমাকে নমস্কাব। তুমি গুণাতীত, তোমাকে নমস্কাব। তুমি সিত্যস্বরূপ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কাব কবি। ৭৪।

পবমব্রহ্মেব আবাধনাতে কাযিক, বাচনিক, বা মানসিক, যেরূপ ইচ্ছা, ত্রিবিধ নমস্কাবই কবা যাইতে পাবে। পবন্তু যাহাতে অন্তঃকবণ শুদ্ধ হয, এমন বিধান কবিবে। ৭৫। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মেব পূজা কবিযা, আত্মীয স্বজনগণেব সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ কবিবে। ৭৬। পবম ব্রহ্মেব পূজাব সময, আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। সকল সমযে সকল স্থানেই ব্রহ্মসাধন হইতে পাবে। স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক, ভুক্ত হউক বা অভুক্তই হউক, যে কোন অবস্থা বা যে কোন কালেই হউক, বিশুদ্ধচিত্ত হইযা পবমাত্মাব পূজা কবিবে। ৭৮। এই ব্রহ্ম মন্ত্র দ্বাবা যে কোন ভক্ষ্য পেযাদি বস্তু পবমব্রহ্মে সমর্পণ কবা হয, তাহা মহাপবিত্রকাবী হইবে। ৭৯। গঙ্গাজলে বা শালগ্রামশিলা প্রভৃতিতে অর্পিত বস্তুব স্পর্শ দোষ থাকিতে পাবে পবন্তু পবম-ব্রহ্মার্পিত বস্তুতে স্পর্শ দোষ হয না। ৮০। যে কোন দ্রব্য, পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, উক্ত মন্ত্র দ্বাবা তাহা ব্রহ্মসাৎ কবিযা সাধক ব্যক্তি স্বজনগণেব সহিত তাহা ভোজন কবিবে। ৮১। ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভোজনে ব্রাহ্মণাদি বর্ণেব বিবেচনা নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচাবও নাই। ইহাতে কালাকালেব নিযম নাই, শৌচাশৌচেবও ব্যবস্থা নাই। ৮২। যে কালে, যে স্থানে, যাহা দ্বাবা ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা বিচাব না কবিযাই ভোজন কবিবে। ৮৩। ব্রহ্ম-

সাংস্কৃত অন্ন যদি চণ্ডালে আনয়ন করে, কি কুক্কুর মুখ হইতে আনীত হয়, তথাপি তাহা পবিত্র, এই অন্ন দেবতাদিগেরও দুর্লভ। ৮৪। হে সুরবন্দিতে! (এই অন্ন যখন দেবতাদিগেরও দুর্লভ তখন আর) মনুষ্যাদির দুর্লভত্বের কথা কি বলিব। ৮৫। যদি কোন ব্যক্তি মহাপাতকযুক্ত হয়, অথবা অন্য কোন পাপযুক্ত হয়, তথাপি যদি একবার মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহমাত্র নাই। ৮৬। সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থে স্নান ও দান করিলে যে ফল হয়, ব্রহ্মার্পিত বস্তু সেবন করিলে মানবগণ সেই ফল লাভ করে। ৮৭। মনুষ্যগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া যে ফল ভোগ করে, ব্রহ্ম নিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে কোটিগুণ অধিক ফল লাভ করে। ৮৮। যদি সহস্র কোটি জিহ্বা হয়, যদি শত কোটি মুখ হয়, তথাপি মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। ৮৯। যে কোন স্থানে স্থিত হউক, ব্রহ্মার্পিত মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া, গ্রহণ করিলে চণ্ডাল জাতীয় লোকও ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৯০। যদি নীচ জাতীয় লোকের অন্নও হয়, কিন্তু যদি তাহা ব্রহ্মসমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে। ৯১। পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ ভক্ষণের সময় জাতিভেদ বিচার করিবে না। যিনি এই মহাপ্রসাদ (নীচ জাতির স্পর্শে) অশুদ্ধ বোধ করিবেন, তিনি মহাপাতকী হইবেন। ৯২। প্রিয়ে! বরং শত পাপ করিবে, বরং ব্রহ্মহত্যা করিবে, তথাপি ব্রহ্মার্পিত অন্নে অবহেলা করিবে না। ৯৩। ভদ্রে! যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই মহামন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত অন্ন জল প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তাহারা পিতৃগণকে অধঃপতন করায়। ৯৪। এবং তাহারা স্বয়ং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অন্ধ তামিস্র নামক নরকে পতিত হইয়া অবস্থান করে। যাহাদের ব্রহ্মনিবেদিত অন্নে দ্বেষ, তাহাদের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। ৯৫। যাহারা মহামন্ত্র সাধন করেন, তাঁহাদের অপুণ্য কর্ম্মসমুদায়ও পুণ্যকর্ম্ম হয়; সুষুপ্তিও সুকর্ম্ম স্বরূপ হয়, এবং স্বেচ্ছাচারও বিহিত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। ৯৬। যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহার বৈদিকাচারেই বা প্রয়োজন কি, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি, তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধিস্বরূপ কথিত হইয়াছে। ৯৭। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যে সমুদায় বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন ফল হয় না; এবং তাঁহারা যে বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কোন পাপ স্পর্শ হয় না। ব্রহ্মমন্ত্র সাধন হেতু তাহাদিগের কোন বিঘ্ন বা প্রত্যবায় হয় না। ৯৮।

হে মহেশ্বরি! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পরোপকারপরায়ণ, নির্ব্বিকারচিত্ত ও সদাশয় হইতে হয়। ৯৯। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য্যবিহীন, দম্ভরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধহৃদয়, মাতাপিতার প্রিয়কারী ও মাতাপিতার সেবায় তৎপর হইবেন। ১০০। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিবেন, ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন, তিনি সর্ব্বদা 'ব্রহ্ম সোঽহং,' ইহা ভাবনা করিবেন। ১০১। তিনি কখন মিথ্যা কথা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক ব্যক্তি পরস্ত্রী গমন করিবেন না। ১০২। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সকল কর্ম্মের আরম্ভে, 'তৎ সৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, পান ভোজন প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই বাক্য বলিবেন। যে উপায় দ্বারা, মনুষ্যসকলের উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাহাই করিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ১০৪।

হে শাম্ভবি! এক্ষণে ব্রহ্মমন্ত্রের সন্ধ্যোপাসনা, বিধি বলিতেছি। এই সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ মানবগণ, পৃথিবীতে ব্রহ্মরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন। ১০৫। হে দেবি! সাধকশ্রেষ্ঠ সুধী ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও

সন্ধ্যাকালে, উপযুক্ত স্থলে যথোচিত আসনে পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট হইয়া, পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবেন। পরে যথাবিধানে ('ব্রহ্মার্পণমস্তু,' এই বলিয়া) জপ সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিবেন। ১০৬। ১০৭। এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্র সাধন বিষয়ক সন্ধ্যা বিধি বলিলাম। এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিলে সাধক ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। ১০৮।

হে চার্ব্বঙ্গি! এক্ষণে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমত চতুর্থীর এক বচন বিভক্ত্যন্ত পরমেশ্বর পদ অর্থাৎ "পরমেশ্বরায়" উচ্চারণ করিয়া পরে "বিদ্মহে" এইটি উচ্চারণ করিতে হইবে। ১০৯। তৎপরে "পরতত্ত্বায়" পদ উচ্চারণ করিয়া, "ধীমহি" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। হে ঈশানি। তৎপরে "তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া এইরূপ গায়ত্রী হইবে), যথা,—"পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ"। ১১০। এই ব্রহ্ম গায়ত্রী হইতে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারা যায়। পূজা যাগ স্নান পান ভোজন (১১১) প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সাধন করিবে।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া, ব্রহ্মমন্ত্রদাতা গুরুকে প্রণাম করণানন্তর (১১২) পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র স্মরণ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মকে পূর্ব্ববৎ নমস্কার করিবে। ব্রহ্মোপাসকদিগের ইহাই প্রাতঃকৃত্য কথিত হইয়াছে। ১১৩। ব্রহ্ম এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে, দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করিতে হইবে। জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ তর্পণ করিতে হইবে। ১১৪। তর্পণের দশমাংশ অভিষেক। হে সুন্দরি। মন্ত্রসাধক ব্যক্তি পুরশ্চরণ কর্ম্মতে অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ১১৫। ব্রহ্মপুরশ্চরণ করিবার সময় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিচার নাই, কালশুদ্ধিরও নিয়ম নাই, স্থানেরও নিরূপণ নাই। ১১৬। অভুক্ত হউক বা ভুক্তই হউক, স্নাত হউক বা অস্নাতই হউক, যথেচ্ছানুসারে এই পরম মন্ত্রের সাধনা করিবে। ১১৭। এই ব্রহ্মসাধন বিষয়ে ক্লেশ নাই, আয়াস নাই, স্তব বা কবচ পাঠ করিতে হয় না, ন্যাস বা মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয় না। হে বরাননে। অন্য মন্ত্রে যে প্রকার হৃদয়ে সেতু চিন্তা করিতে হয়, সে প্রকার সেতু চিন্তা ইহাতে আবশ্যক নাই। ১১৮। এই ব্রহ্মমন্ত্রসাধন বিষয়ে চৌরগণেশাদির মন্ত্র জপ করিতে হয় না, কুল্লুকাও বিন্যাস করিতে হয় না। এই সমুদায় অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও অল্পকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ১১৯। এই মহামন্ত্র সাধন বিষয়ে মানসিক সঙ্কল্প কথিত হইয়াছে। ইহাতে ভাবশুদ্ধির নিতান্ত আবশ্যক। ১২০। দেবি। ব্রহ্মসাধক ব্যক্তি সমুদায় ব্রহ্মময় ভাবনা করিবেন। এই ব্রহ্মসাধনে ত্রুটি হইলে অঙ্গ বৈগুণ্য ঘটে না, এবং প্রত্যবায়ও হয় না। এই মহামন্ত্রের সাধনে, কোন স্থল অঙ্গহীন হইলেও তাহা নিশ্চয় সাঙ্গ হইয়া উঠে। ১২১। এই অতিদুস্তর তপস্যাহীন ঘোর পাপময় কলিযুগে, ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের উপায় হইয়াছে। ১২২। হে মহেশ্বরি! নানা তন্ত্রে ও নানা আগমাদি শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধনের বিষয় বলিয়াছি। পরন্তু কলিযুগে দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সেই সমুদায়ই অসাধ্য। ১২৩। প্রিয়ে! কলিযুগের মানবগণ অল্পায়ু, তাহারা সমধিক অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তাহারা অন্নগতপ্রাণ। তাহারা লুব্ধ, ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র ও সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত। ১২৪। সমাধিতে তাহাদের বুদ্ধি স্থির থাকিবে না। তাহারা যোগজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে অপারগ, অতএব তাহাদের হিতের নিমিত্ত এবং মোক্ষের নিমিত্ত এই ব্রহ্মোপাসনার পথ আমি প্রকাশ করিলাম। ১২৫।

দেবি। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, কলিযুগে ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতিরেকে সুখের ও মুক্তির নিমিত্ত অন্য কোন উপায় নাই, অন্য কোন উপায় নাই। ১২৬। সর্ব্ব তন্ত্রে বিধি আছে,

এই যে, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকাল সন্ধ্যা করিবে, এবং মধ্যাহ্নে পূজা করিবে। শিবে! পরম ব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই বিধিস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। ১২৭। ব্রহ্মসাধনে শাস্ত্রীর বিধি সমুদায় কিঙ্কর স্বরূপ হয়েন, নিষেধ সমুদায়ও প্রভুত্ব করিতে পারে না, স্বেচ্ছানুরূপ আবরণ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয়; ঈদৃশ ব্রহ্ম সাধন ব্যতিরেকে আর কি অবলম্বন করা যাইতে পারে। ১২৮।

স্থিরচিত্ত প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া, ভক্তি-ভাবে প্রার্থনা করিবে যে, । ১২৯। হে করুণাময়। হে দীনজনের ঈশ্বর। আমি আপনার শরণাগত হইলাম। হে যশোধন। আপনি আমার মস্তকে আপনকার চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন। ১৩০। শিষ্য এই রূপ প্রার্থনা করিয়া যথাশক্তি গুরুর পূজা করিবে; পরে গুরুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে তুষ্ণীভূত হইয়া থাকিবে। ১৩১। অনন্তর গুরু যথাবিধানে যথোক্ত শিষ্য-লক্ষণ পরীক্ষাপূর্ব্বক সৎ শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কৃপাবিষ্ট হৃদয়ে মহামন্ত্র প্রদান করিবেন। ১৩২। পরে সেই জ্ঞানী গুরু পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শিষ্যকে আপনার বামদিকে বসাইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অবলোকন করিবেন। ১৩৩। অনন্তর সাধকের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ঋষিন্যাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবেন। ১৩৪। পরে করুণানিধি সদ্গুরু ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে, অন্য জাতির বামকর্ণে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৩৫। হে কালিকে! এই তোমার নিকট ব্রহ্ম মন্ত্রের উপদেশ বিধি কহিলাম। ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই। ইহাতে কেবল মানসিক সঙ্কল্প করিতে হইবে। ১৩৬। অনন্তর শিষ্য গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইলে, গুরু তাহাকে স্নেহপ্রযুক্ত এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উত্থাপন করাইবেন যে, । ১৩৭।—বৎস! তুমি উত্থিত হও, তুমি মুক্ত হইয়াছ, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হও; তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হও; সর্ব্বদা তোমার বল ও আরোগ্য অক্ষত রূপে থাকুক। ১৩৮। অনন্তর সেই সাধক-শ্রেষ্ঠ উত্থিত হইয়া গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা স্বরূপ ধন বা ফল প্রদান করিবেন। পরে গুরুর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। ১৩৯। যিনি ব্রহ্ম-মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র তন্ময় হইয়া যায়। দেবি! যিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্য বহু সাধনে আবশ্যক কি? প্রিয়ে! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষা কহিলাম। ১৪০। যে সময়ে গুরুর করুণা হইবে, সেই সময়েই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ১৪১। শাক্ত হউক, বা শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক, বা সৌর হউক, অথবা গাণপত্য হউক, যে কোন মন্ত্রে উপাসক হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা অন্য কোন জাতীয় হউক, সকলেই এই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী। ১৪২। দেবী! আমি এই মন্ত্রের প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয় দেবদেব জগদ্গুরু স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বিকল্প হইয়াছি। ১৪৩। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এবং ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ আমা হইতে এই ব্রহ্ম-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। ১৪৪। হে প্রিয়ে! নারদ বক্ত্র হইতে ব্যাসাদি মুনিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে জনকাদি রাজর্ষিগণ এই মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার প্রসন্নতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৪৫। হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মমন্ত্রে কোন বিষয়েই বিচার নাই। গুরু অবিচারিত চিত্তে শিষ্যকে নিজ মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। ১৪৬। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, এবং মাতামহ দৌহিত্রকে, দীক্ষিত করিতে পারেন। ১৪৭। নিজমন্ত্র প্রদানে যে দোষ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, এবং পিত্রাদি কৃত দীক্ষায় যে দোষ উল্লিত আছে, এই মহাসিদ্ধ ব্রহ্মমন্ত্রে, সে সমুদায় দোষ ঘটিবে না। ১৪৮। ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর মুখে, যে কোন বিধানে ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ করিলে মনুষ্য ব্রহ্মভূত ও পবিত্র হয়, সুতরাং সে আর

পুণ্য পাপে লিপ্ত হয় না। ১৪৯। যে সকল ব্রাহ্মণ বা অন্ত্যজাতীয় ব্যক্তি ব্রহ্ম মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পূজ্য ও বিশেষত রূপে মান্য হয়েন। ১৫০। ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ যতি স্বরূপ এবং অপর জাতীয় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণের সদৃশ। এইজন্য সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করা কর্ত্তব্য।১৫১ যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে অবমাননা করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতক, এবং তাহারা, যে পর্য্যন্ত সূর্য্য এবং তারা থাকিবেক, সে পর্য্যন্ত ঘোর নরকে অবস্থান করিবে। ১৫২। স্ত্রীহত্যা করিলে যে পাপ হয়, ভ্রূণহত্যায় যে পাতক হয়, ব্রহ্মোপাসকের নিন্দা করিলে তাহা হইতে কোটিগুণ অধিক পাপ হইয়া থাকে। ১৫৩। ব্রহ্মমন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে লোক যেমন সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে, তোমার সাধন দ্বারাও সেইরূপ হয়। ১৫৪।

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে তৃতীয়োল্লাস সমাপ্ত।

চতুর্থ উল্লাস।

অনন্তর ভগবতী, পরমব্রহ্মের উপাসনা-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, পরমানন্দযুক্তা হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। নাথ! আপনি যে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় বলিলেন, ইহা সর্ব্বলোকের প্রিয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদ-দায়ক। ২। এই ব্রহ্ম সাধন হইতে তেজো-বৃদ্ধি, বুদ্ধি বৃদ্ধি, বল বৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়, এবং ইহা সর্ব্ব সুখের সাধন। জগদীশ্বর! আমি তোমার বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা আপ্লুত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ৩। করুণাসিন্ধো! আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসাধন দ্বারা যেরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, সেইরূপ আমার সাধন দ্বারাও ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। ৪। প্রভো! যাহা আপনি বলিয়াছেন, যাহা দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, তাদৃশ মদীয় সাধন, আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। ৫। মদীয় সাধনের বিধি কিরূপ এবং কিরূপ পথ অবলম্বন করিয়াই বা সাধন করিতে হইবে। তাহার মন্ত্র কি, ধ্যান পূজা প্রভৃতিই বা কি। ৬। দেবদেব! আপনি এই সমুদায় বিশেষরূপে ও সম্পূর্ণরূপে, আদ্যোপান্ত বলুন। ইহাতে আমার প্রীতি ও লোকের হিতানুষ্ঠান হইবেক। শম্ভো! আপনি ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সংসাররূপ ব্যাধি নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। আপনি সদ্বৈদ্য এবং উপ-দেষ্টা। ৭। পার্ব্বতীপতি দেবদেব মহাদেব, পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যার-পর-নাই প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন। ৮। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে মহাভাগে! হে দেবি! মানবগণ তোমার সাধন দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে, এইজন্য আমি তোমার আরাধনার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯। তুমি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের পরম প্রকৃতি, অর্থাৎ শক্তি। এই সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। শিবে! তুমি সমুদায় জগতের জননী। ১০। ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত এবং স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ জগৎ তোমা কর্ত্তৃকই উৎপাদিত হইয়াছে। এই সমুদায় জগৎ তোমারই অধীন। ১১। তুমি সকলের আদ্যা অর্থাৎ আদিভূতা। সমুদায় বিদ্যা এবং আমরা সকলে, তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। সমুদায় জগতের সমুদায় বিষয়, তুমি জানিতে পারিতেছ। তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। ১২। তুমি কালী, তুমি তারিণী, তুমি দুর্গা, তুমি ষোড়শী, তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি ধূমাবতী, তুমি বগলা, তুমি ভৈরবী, তুমি ছিন্নমস্তা। ১৩। তুমি অন্নপূর্ণা, তুমি বাগ্দেবী, তুমি কমলালয়া লক্ষ্মী, তুমি সর্ব্ব-শক্তিস্বরূপা ও তুমি সর্ব্বদেবময়ী। ১৪। তুমি সূক্ষ্মা, তুমিই স্থূলা, তুমি ব্যক্ত স্বরূপা, তুমিই অব্যক্তস্বরূপা, তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা। তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। ১৫। তুমি উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত, এবং দানবদিগের সংহারের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

বঙ্গানুবাদ।

কলিকাতা

৩৪। ১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সমরসতা ধ্যান পূজা করিয়া ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবে। ৪৩। কুলপূজা বিষয়ে এই শ্রীপাত্র সংস্কার তোমার নিকট কথিত হইল। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি এইরূপে সংস্কার না করে, তাহা হইলে পাপভাগী হইবে এবং তাহার পূজা বিফল হইবে। ৪৪। জ্ঞানী ব্যক্তি ঘট এবং শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, শক্তিপাত্র, অতঃপর যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, আচমনপাত্র, ও পাদ্যপাত্র, শ্রীপাত্রের সহিত এই নয়টি পাত্র স্থাপন করিবে। সামান্যার্ঘ স্থাপনের বিধি অনুসারে পাত্র স্থাপন কর্ত্তব্য। ৪৫। ৪৬। অনন্তর ঐসকল পাত্রের তিন ভাগ কলসস্থিত সুধা দ্বারা পূরিত করিয়া ঐ সমুদায় পাত্রে মাষপ্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। ৪৭। পরে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পাত্র স্থিত অমৃত শুদ্ধিখণ্ডের সহিত গ্রহণ করিয়া তত্ত্বমুদ্রিত দক্ষিণ হস্তদ্বারা সমুদায় পাত্রেই তর্পণ করিবে। এই তর্পণের বিধি পরে বলিতেছি। ৪৮। শ্রীপাত্র হইতে শুদ্ধির সহিত পরম বিন্দু অর্থাৎ সুধাবিন্দু লইয়া, আনন্দভৈরব এবং আনন্দভৈরবীর তর্পণ করিবে। ৪৯। পরে গুরুপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা গুরু সমূহকে তর্পণ করিবে। ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত সহস্রদলকমলে পত্নীর সহিত নিজ গুরুর তর্পণ করিয়া বাগ্‌ভব বীজ অর্থাৎ ঐং বীজ আদিতে যোগ করিয়া পশ্চাৎ গুরু চতুষ্টয়ের অর্থাৎ গুরু, পরম গুরু পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুর নিজ নিজ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তর্পণ করিবে। ৫০। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পরে নিজ হৃৎপদ্মে ভোগপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা প্রথমে আত্ম বীজ (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা) (তৎপরে) আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি, অন্তে স্বাহা এই মন্ত্রে তিন বার ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে, তদ্রূপ ঐ শক্তি পাত্রের অমৃত দ্বারা অঙ্গদেবতা ও আবরণ দেবতার তর্পণ করিবে। ৫১। ৫২। যোগিনীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা অস্ত্র এবং পরিকরের সহিত বর্ত্তমানা আদ্যাকালিকার তর্পণ করিয়া বটুকাদিকে বলি প্রদান করিবে। ৫৩। সুধী ব্যক্তি নিজ বামভাগে একটি সামান্য চতুষ্কোণমণ্ডল রচনা করিবে অনন্তর তাহা অর্চ্চনা করিয়া তাহাতে মদ্যযুক্ত সামিষ অন্ন স্থাপন করিবে। ৫৪। বাক্ (ঐং) মায়া (হ্রীঁ) কমলা (শ্রীং) ও বং পরে বটুকায় নমঃ এই পদ, এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে বটুকের বলিদান করিবে। ৫৫। তদনন্তর যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের দক্ষিণদিকে যোগিনীদিগকে বলি প্রদান করিবে। ৫৬। পরে ছয় দীর্ঘস্বরযুক্ত সংবর্ত্ত (ক্ষ) অর্থাৎ ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ) অনন্তর ক্ষেত্রপালায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পশ্চিম দিকে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান করিবে। ৫৭। ছয়টি দীর্ঘস্বরযুক্ত খ এই বর্ণের অন্ত্য বীজ (গ) অর্থাৎ গাং গীং ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া, চতুর্থীর একবচনান্ত গণপতি শব্দ ("গণপতয়ে") উচ্চারণ পূর্ব্বক অনন্তর বহ্নিজায়া ("স্বাহা") পদ উচ্চারণ করিবে এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি প্রদান করিবে এবং মণ্ডলের মধ্যভাগে যথাবিধি সর্ব্বভূতের বলি প্রদান করিবে। ৫৯। "হ্রীং শ্রীং সর্ব্ব" এই পদ উচ্চারণ করিয়া, অনন্তর "বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ" এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে "সর্ব্বভূতেভ্যঃ" এই পদ বলিয়া "হুং ফট্ স্বাহা" এইরূপ উচ্চারণ করিবে। ইহাই সর্ব্ব ভূত বলি মন্ত্র বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছে। ৬০। তৎপরে "গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব" মূলমন্ত্র ("হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি") "এষ বলিঃ" তৎপশ্চাৎ "শিবায়ৈ নমঃ" অর্থাৎ হে দেবি! হে মহাভাগে। হে শিবে। হে, কালাগ্নিরূপিণি গ্রহণ কর। আমার শুভাশুভ ব্যক্তরূপে বল। তোমার এই বলি গ্রহণ কর, এই বলি শিবকে দিলাম। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি শিবাকে একটা বলি প্রদান করিতে হইবে। হে শিবে! এই [illegible] তোমার নিকট চক্রানুষ্ঠান বলিলাম। ৬১।৬২। অনন্তর চন্দন অগুরু কস্তুরী [illegible] সুগন্ধিযুক্ত সুমনোহর পুষ্প, [illegible] দ্বারে গ্রহণ করিয়া, নিজ [illegible] আদ্যাকালীকে [illegible] ধ্যান করিবে। ৬৩। ৬৪।

অনন্তর সুষুম্নারূপ ব্রহ্মপথ দ্বারা ভগবতীকে সহস্রার মহাপদ্মে লইয়া গিয়া, নির্ম্মল সুধা দ্বারা তাঁহাকে আনন্দিতা করিয়া, বৃহৎ নিশ্বাসরূপ পথ দ্বারা, প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য প্রদীপের ন্যায় ভগবতীকে হস্তস্থিত সেই পুষ্পে সংক্রমণ পূর্ব্বক যন্ত্রে স্থাপন করিয়া, পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি দৃঢ়-ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে। ৬৫। ৬৬। হে দেবশি হে ভক্তিসুলভে। হে বহু পরিবার পরিবৃতে। আমি যে পর্য্যন্ত তোমার পূজা করিব, সে পর্য্যন্ত তুমি সুস্থিরা হও। ৬৭। "ক্রীং আদ্যে কালিকে দেবি। পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" উচ্চারণ করিয়া, "ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ" পরে "ইহ" শব্দ, পরে "সন্নিধেহি" অনন্তর "ইহ সন্নি" পদ পরে "রুধ্যস্ব" পদ বলিয়া "মম পূজাং গৃহাণ" (পাঠ করিবে) এই প্রকার দেবীর আবাহন করিয়া, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৬৮।৬৯।৭০। অর্থাৎ "আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং বহ্নিজায়া (স্বাহা) আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ" অনন্তর "প্রাণাঃ" ইহা, পরে উক্ত পঞ্চবীজ ("আং হ্রীং ইত্যাদি") তদনন্তর "আদ্যাকালীদেবতায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ" ইহা উচ্চারণ করিবে পুনর্ব্বার "পঞ্চবীজ আং হ্রীং ইত্যাদি আদ্যাকালীদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" উচ্চারণ করিবে।৭১।৭২। পুনর্ব্বার সেই "পঞ্চবীজ আদ্যাকালীদেবতায়াঃ" কথানন্তে "বাঙ্মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্" পদ অনন্তর "প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু ঠ দ্বয় (স্বাহা)" পাঠ করিবে। অর্থাৎ আদ্যাকালীর প্রাণ এইস্থানে প্রাণ, আদ্যাকালীর জীবাত্মা এইস্থানে থাকিল আদ্যাকালীর সকল ইন্দ্রিয় আদ্যাকালীর বাক্য মনচক্ষু নাসা কর্ণ ত্বক্ এবং প্রাণ ইহাতে বহুকাল সুখে অবস্থিতি করুক। ৭৩।৭৪। যন্ত্রমধ্যে এইরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া লেলিহান মুদ্রা দ্বারা উহাতে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে। ৭৫। হে আদ্যেকালি তোমার স্বাগত ? সুস্বাগত ? তোমার এই আসন আছে, হে পরমেশ্বরি! ইহাতে তুমি উপবেশন কর। ৭৬। পরে দেবতাশুদ্ধির নিমিত্ত তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বিশেষার্ঘ্যের জলদ্বারা দেবীকে প্রোক্ষিত করিবে, পরে ষড়ঙ্গ মন্ত্র দ্বারা সকলীকরণ করিবে, দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস সকলীকরণ তৎপশ্চাৎ ষোড়শোপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৭৭। পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য পুনরাচমনীয়, অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ, নমস্কার, দেবীপূজার সময় এই ষোড়শ উপচার প্রযোজিত করিবে। ৭৮।৭৯। আদ্যা বীজ (হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি স্বাহা) "ইদং পাদ্যং আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে, পরে ঐরূপ (নমঃ পদের পরিবর্ত্তে) স্বাহান্ত মন্ত্রদ্বারা মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে, জ্ঞানী সাধক ঐরূপ (নমঃ পদের পরিবর্ত্তে) স্বধান্ত মন্ত্রদ্বারা মুখে আচমনীয় ও উক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবীর মুখপদ্মে মধুপর্ক প্রদান করিবে, এই মন্ত্রের অন্তে (কেবল স্বধার পরিবর্ত্তে) "নিবেদয়ামি" মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্ব গাত্রে স্নানীয়, বসন, ভূষণ, এই সকল প্রদান করিবে। ৮২। (সর্ব্ব প্রথমের মত) অন্তে "নমঃ" পদযুক্ত মন্ত্রদ্বারা মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা দেবীর হৃদয়কমলে গন্ধ দান করিবে, (পরে) (নমঃ পদের পরিবর্ত্তে) বৌষট্-অন্ত ঐ মন্ত্রদ্বারা পুষ্প প্রদান করিবে।৮৩। তৎপরে ধূপদীপ সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংশোধিত ও (বৌষট পদের পরিবর্ত্তে) "নিবেদয়ামি" অন্ত মন্ত্রদ্বারা উৎসর্গ করিয়া তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি "জয়ধ্বনিমন্ত্র মাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘণ্টা পূজা করিয়া উহা বাম হস্ত দ্বারা বাদন করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধূপ গ্রহণ করিয়া দেবীর নাসিকার নিম্নে নিয়োজিত করিবে দীপকে দেবীর সম্মুখে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ভ্রমণ করাইবে।৮৪—৮৬। পরে পান পাত্র এবং শুদ্ধি (মাংসাদি) হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া মূল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যন্ত্র মধ্যে নিবেদন করিবে। ৮৭। হে কোটিকল্পান্তকারিণি! এই পরম বারুণীকল্প শুদ্ধির সহিত গ্রহণ কর, আমাকে অক্ষয় মুক্তি প্রদান কর এই প্রার্থনা করিবে। ৮৮। তদনন্তর সামান্য বিধি অনুসারে

সম্মুখে মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি নৈবেদ্যপূরিত পাত্র স্থাপন করিবে। ৮৯। পরে ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্যপ্রোক্ষণ হুং মন্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন ফট্ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করণ বং মন্ত্র দ্বারা অমৃতী করণ করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা নিবেদন করিবে। ৯০। মূলমন্ত্র "হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নং ইষ্টদেবতায়ৈ নিবেদযামি শিবে হবিবিদং জুষাণ" ইহা নিবেদনের মন্ত্র।৯১। অনন্তর প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবীকে হবিঃ (ভোজ্য) ভোজন করাইবে।৯২। পরে বাম হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্মাকৃতি নৈবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে অনন্তর মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পানার্থ তীর্থ—(সুরা—)পূরিত কলশ এবং পুনরাচমনীয় নিবেদন করিয়া অনন্তর শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে। ৯৩।৯৪। সাধক মূলমন্ত্র দ্বারা দেবীর শিরোদেশে, হৃদয়ে, আধারে,চরণযুগলে এবং সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্ট দেবের নিকট প্রার্থনা করিবে এবং"তব আবরণদেবান্ পূজযামি নমঃ"অর্থাৎ তোমার আবরণদেবতাগণের পূজা করি ইহা বলিবে।৯৫।৯৬। যন্ত্রের অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশানকোণ সম্মুখ প্রদেশ ও পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে। ৯৭। গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, এবং পরমেষ্ঠিগুরু এই সকল কুলগুরুর অর্চ্চনা করিবে।৯৮। গুরুপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে * অনন্তর অষ্টদল মধ্যে অষ্টনায়িকার পূজা করিবে। ৯৯। মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কৌমারী এই অষ্ট জন (নায়িকা) মাতা।১০০। সাধক শ্রেষ্ঠ, দলাগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহার এই অষ্টভৈরবের পূজা করিবে। ১০১। ১০২। ভূপুর মধ্যে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালগণের পূজা করিবে তদ্বহির্ভাগে দিক্পালগণের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবে * অনন্তর দিক্পালগণকে তর্পণ করিবে। ১০৩। এইরূপে একাগ্রচিত্তে পাদ্যাদি সর্ব্বোপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া বলিপ্রদান করিবে। ১০৪। মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী, শশক, গোধা, কূর্ম্ম ও গণ্ডার এই দশবিধ পশু (বলিদানে প্রশস্ত,) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ১০৫। সাধকের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য পশু ও বলি প্রদান করিবে। ১০৬। মন্ত্রবিৎ সুধীসাধক রোগাদিশূন্য সুলক্ষণ পশুকে দেবী সম্মুখে স্থাপন অর্ঘ্যজলদ্বারা প্রোক্ষণ এবং ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া "ছাগায় পশবে নমঃ" যথাসম্ভব ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ, সিন্দূর, পুষ্প, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিয়া পশুর দক্ষিণ কর্ণে পাশবিমোচনী গায়ত্রী জপ করিবে। ১০৭।১০৮। "পশুপাশায়" শব্দের পর "বিদ্মহে" পদ উচ্চারণ করিবে, পরে "বিশ্বকর্ম্মণে" এই পদের পর "ধীমহি" পদ বলিবে অনন্তর "তন্নোজীবঃ প্রচোদয়াৎ" উচ্চারণ করিবে ইহাই পশুপাশ বিমোচনী পশু গায়ত্রী †। ১০৯। অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ হুং এই মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে খড়্গের অগ্র, মধ্য ও মূলপ্রদেশে বাগীশ্বরী, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী নারায়ণ, উমা মহেশ্বরের পূজা করিবে। ১১১। ১১২। অনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গ পূজা করিবে। ১১৩। অনন্তর মাহাবাক্য দ্বারা পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতং" ইহা পাঠ করিবে। ১১৪। এইরূপ বিধানানুসারে নিবেদন করিয়া পশুকে ভূমিসংস্থ করিবে। ১১৫। দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া তীক্ষ্ণ প্রহারে পশুচ্ছেদন করিবে, পশুচ্ছেদন, স্বয়ং ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, সুহৃদ্, অথবা সপিণ্ড

* তর্পণের মন্ত্র যথা—প্রথমে "ওঁ" পরে যাহার তর্পণ করিবে দ্বিতীয়ান্ত সেই নামের উল্লেখ তৎপরে "তর্পযামি-নমঃ" যথা ওঁ গুরুং তর্পযামি নমঃ ইত্যাদি।

* বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে প্রথমে "ওঁ" মধ্যে চতুর্থ্যন্ত নাম ও অন্তে "নমঃ" একত্রে মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট যথা,ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ইত্যাদি।

† যেস্থলে এইরূপ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ও হইবে ঐস্থলে ছন্দঃ অনুরোধে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রযুক্ত উক্ত পদগুলিকে একত্রিত করিলে ব্যক্তব্য মন্ত্র উদ্ধৃত হয়।

এই সকল দ্বারা কর্ত্তব্য, শক্রপক্ষকে কদাপি নিযুক্ত করিবে না। ১১৬। অনন্তর (এষকবোষ্ণরুধিববলিঃ ওঁ বটুকেভ্যো নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক) বটুকগণকে ঈষদুষ্ণ (সদ্যোনির্গত) রুধিববলি দিবে এবং এব সপ্রদীপ শীর্ষবলিঃ ওঁ হ্রীং দেব্যৈ নমঃ এই বলিযা দেবীকে শীর্ষবলিপ্রদান কবিবে। ১১৭। কৌলিকগণেব কুলার্চ্চনেতে এইরূপ বলিবিধি উক্ত হইযাছে অন্যথা অর্থাৎ ইহা না করিলে কদাপি দেবতাব প্রীতি জন্মে না। ১১৮। হে প্রিযে। তদনন্তব হোম কবিবে, তাহাব বিধান বলিতেছি শ্রবণ কব। ১১৯। সাধক শ্রেষ্ঠ আপনাব দক্ষিণ দিকে বালুকা বাশি দ্বাবা চতুর্হস্তপবিমিত চতুষ্কোণমণ্ডল কবিবা মূলমন্ত্র দ্বাবা বীক্ষণ অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বাবা তাড়না উক্ত মন্ত্র দ্বাবাই প্রোক্ষণ এবং কূর্চ্চবীজ (হুং) দ্বাবা অবগুণ্ঠন কবিবা দেবতানামোচ্চাবণ পূর্ব্বক স্থণ্ডিলায নমঃ এই মন্ত্র উচ্চাবণ কবত স্থণ্ডিলেব পূজা কবিবে। ১২০। ১২১। পবে (স্থণ্ডিলে) প্রাদেশপবিমিত তিনটী পূর্ব্বাগ্র ও তিনটী উত্তবাগ্র বেখা বিধান কবিবে তাহাতে এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ দেবগণেব পূজা কবিবে। ১২২। পূর্ব্বাগ্র বেখাত্রয়ে মুকুন্দ, ঈশ, পুবন্দবেব এবং উত্তবাগ্র বেখাত্রযে ব্রহ্মা, বৈবস্বত ইন্দুব (যথাক্রমে) পূজা কবিবে। ১২৩। তৎপবে বিচক্ষণ সাধক স্থণ্ডিলমধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল কবিবে, বাহাব মধ্যে হসৌঃ এই শব্দ থাকিবে। ত্রিকোণ মণ্ডলেব বহির্ভাগে ষট্‌কোণ তাহাব বহির্ভাগে বৃত্ত ও তাহাব বহির্ভাগে অষ্টদলপদ্ম ও তাহাব বহির্ভাগে ভূপুব বিলিখন কবিবে, এইরূপে উত্তম যন্ত্র বচনা কবিবে। ১২৪। পবে মূলমন্ত্র পাঠ কবিবা পুষ্পাঞ্জলি দ্বাবা (লিখিত যন্ত্রে) পূজা এবং পশ্চাৎ প্রণবোচ্চাবণ দ্বাবা হোমদ্রব্য প্রোক্ষণ কবিয়া অষ্টদলপদ্মেব কর্ণিকাতে মাবাবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চাবণপূর্ব্বক আধাবশক্তিগণেব একদা পূজা কবিবে বা প্রত্যেকেব পৃথক্ পৃথক্ পূজাবিধান কবিবে। ১২৫। (যন্ত্রেব) অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য ও ঐশ্বর্য্যেব এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈবাগ্য, ও অনৈশ্বর্য্যেব যথাক্রমে পূজা কবিযা সাধক মধ্যে অনন্ত, পদ্ম, কলাসহিত সূর্য্যমণ্ডল ও সোমমণ্ডলেব পূজা কবিয়া প্রাগাদি কেশবে যথাক্রমে ইহাদিগকে পূজা কবিবে যথা পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিবা ও জ্বলিনী। ১২৬—১২৯। সর্ব্বত্র দেবতাব নামেব আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিবা পূজা কবিবে। 'বং বহ্নেবাসনায নমঃ এই মন্ত্র দ্বাবা বহ্নিব আসন পূজা কবিবে। ১৩০। অনন্তব সাধক, ঋতুস্নাতা নীলনলিনী-লোচনা বাগীশ্ববযুতা বাগীশ্ববীকে ধ্যান কবিযা ঐ বহ্ন্যাসনে মাবা (হ্রীং) বীজ উচ্চাবণ কবিয়া তাঁহাদেব অর্থাৎ বাগীশ্বব ও বাগীশ্ববীব পূজা কবিবে। অনন্তব বিধানানুসাবে অগ্নি আনয়ন কবিবে, পবে মূলমন্ত্রদ্বাবা অগ্নিবীক্ষণ এবং ফট্ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আবাহন কবিবে। ১৩১। ১৩২। প্রণব, পবে বহ্নের্যোগপীঠায নমঃ মন্ত্রদ্বাবা বহ্নিপীঠেব পূজা কবিযা পীঠেব পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে বামা, জেষ্ঠা, বৌদ্রী ও অম্বিকাব যথাক্রমে পূজা কবিবে। ১৩৩। তৎপবে অমুক্যা দেবতাযাঃ স্থণ্ডিলায নমঃ এই মন্ত্র দ্বাবা স্থণ্ডিলে পূজা কবিযা তন্মধ্যে মূলরূপিণী বাগীশ্বরী দেবীকে ধ্যান কবিযা বহ্নিবীজ (বং) উচ্চাবণ পূর্ব্বক অগ্নি উদ্ধৃত কবিযা মূলমন্ত্র পাঠানন্তব কূর্চ্চবীজ (হুং) ও অস্ত্র (ফট্) এই মন্ত্র উচ্চাবণ কবত ক্রব্যাদেভ্যঃ পবে বহ্নিজাযা (স্বাহা) উচ্চাবণ পূর্ব্বক বাক্ষসগণেব দেব অংশ দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ কবিবে। তদনন্তব অস্ত্রবীজ(ফট্)দ্বাবা অগ্নিকেবীক্ষণ কবিযা কূর্চ্চবীজ (হুং) দ্বাবা অবগুণ্ঠন (তর্জ্জনী ভ্রামণ দ্বাবা বহ্নিবেষ্টন) কবিবে। ১৩৫। ১৩৬। ধেনুমুদ্রা দ্বাবা অমৃতীকবণ কবিা হস্তদ্বয দ্বাবা অগ্নি উথাপিত কবিবে এবং প্রদক্ষিণক্রমে স্থণ্ডিলেব উপবিভাগে তিনবাব ভ্রামিত কবিবা অগ্নিকে শম্ভুবীর্য্য বলিযা চিন্তা কবত জানুদ্বাবা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক নিজাভিমুখ কবিবা যোনিযন্ত্রেব উপব স্থাপন কবিবে। ১৩৭।১৩৮। অনন্তব সুধী সাধক মাবাবীজ (হ্রীং), এবং পবে চতুর্থী

বিভক্তির একবচনান্ত বহ্নিমূর্ত্তি শব্দোচ্চারণ ও অন্তেনমঃ শব্দ যোগ করিয়া বহ্নিমূর্ত্তির পূজা করিবে, এবং "বং বহ্নি" পরে "চৈতন্যায নমঃ" অর্থাৎ বহ্নিচৈতন্যের পূজা করিবে। ১৩৯। মনো মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমূর্ত্তি ও বহ্নিচৈতন্যের মনে মনে পরিকল্পনা করিয়া, এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে।১৪০। প্রথমে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক "চিৎপিঙ্গল" পদ, তৎপরে হন হন, তৎপরে দহ দহ, এবং তৎপরে পচ পচ পাঠ করিবে। ১৪১। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা এই মন্ত্র বহ্নি প্রজ্বালনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নিবন্দনা করিবে। ১৪২। প্রজ্বলিত, সুবর্ণ তুল্য, নির্ম্মল, প্রদীপ্ত ও সর্ব্বতোমুখ, জাতবেদ হুতাশনকে বন্দনা করি ।১৪৩। এইরূপে অগ্নিবন্দনা করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিল আচ্ছাদিত করিবে। অনন্তর নিজ ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নি নামোচ্চারণ করিয়া অভ্যর্থনা করিবে। ১৪৪। প্রণব, (ওঁ) "বৈশ্বানর" পদ, তদনন্তর "জাতবেদ" পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে "ইহাবহাবহ" এই বাক্য কথনান্তে "লোহি-তাক্ষ" পদ পরে "সর্ব্বকর্ম্মাণি" পদ পরে "সাধয়" তদন্তে অগ্নিবল্লভা অর্থাৎ "স্বাহা" এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বহ্নির অভ্যর্চ্চনা করিয়া হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে।১৪৫ অনন্তর সুধী সাধক, চতুর্থী বিভক্তির এক-বচনান্ত সহস্রার্চ্চিঃ শব্দ অর্থাৎ সহস্রা-র্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয়াদি বহ্নি ষড়ঙ্গ পূজা করিবে পরে বহ্নিমূর্ত্তির পূজা করিবে। ১৪৭। জাতবেদঃ প্রভৃতি বহ্নির অষ্টমূর্ত্তি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৪৮। পরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে তদনন্তর পদ্মাদি অষ্টনিধির পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি দিক্‌পতিগণের পূজা করিবে। ১৪৯। এবং দিক্‌পতিগণের বজ্রাদি অস্ত্রগণের পূজা করিয়া প্রাদেশ পরিমিত কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘৃতমধ্যে স্থাপিত করিবে। ১৫০। ঘৃতের বামে ঈড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ীকে চিন্তা করিয়া পরে একাগ্র-চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া সুবুদ্ধি সাধক, এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রানুসারে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে আহুতি প্রদান করিবে। প্রথমে প্রণব তদনন্তর অগ্নয়ে এই পদ অন্তে স্বাহা শব্দ; ইহাই মন্ত্র বলিয়া আখ্যাত বামভাগ হইতে হবিঃ গ্রহণ করিবে এবং অগ্নির বাম নেত্রে আহুতি প্রদান করিবে (ইহার মন্ত্র) ওঁ সোমায স্বাহা। ১৫২।১৫৩। মধ্যভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বহ্নি-ললাটে আহুতি প্রদান করিবে। ওঁকারযুক্ত চতুর্থীবিভক্তির দ্বিবচনান্ত "অগ্নীসোম" শব্দ অর্থাৎ ওঁ অগ্নী সোমাভ্যাং। পরে "স্বাহা" ইহা (ললাটে আহুতি প্রদানের) মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নমঃ শব্দ দ্বারা দক্ষিণ ভাগ হইতে পুনর্ব্বার হবিঃ গ্রহণ করিয়া প্রথমে প্রণবোচ্চারণকরিবে। "অগ্নয়ে" "স্বিষ্টিকৃতে" এবং তদনন্তর বহ্নিজায়া (স্বাহা) শব্দ উচ্চারণ করিবে। সাধক এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিমুখে হোম করিবে। পরে প্রথমে প্রণব ও অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিবে। ১৫৪—১৫৬। অনন্তর প্রথমতঃ প্রণব পরে "বৈশ্বানর" পদ। তৎপরে "জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহি," তৎপরে "তাক্ষ সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা" এই পদ উচ্চারণ করিবে। এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন-বার আহুতি প্রদান করিবে। ১৫৭। তদন-ন্তর অগ্নিতে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে আবাহন পূর্ব্বক পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিয়া স্বাহান্ত মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নিমধ্যে পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিয়া বুদ্ধি দ্বারা বহ্নি, দেবী, ও নিজ-আত্মার ঐক্য চিন্তা করত মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশ আহুতি দান করিয়া অঙ্গ-দেবতা উদ্দেশ করিয়া হোম করিবে। অনন্তর স্বকামনা উদ্দেশ করিয়া তিল, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত পুষ্প, বিল্বদল কিম্বা যথাবিহিত বস্তুদ্বারা যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে। অষ্ট সংখ্যার ন্যূন আহুতি দিবে না। ১৫৮—১৬১। অনন্তর স্বাহান্ত মূল-মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে ফল ও তাম্বূলসমন্বিত

পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীকে অগ্নি হইতে আনয়ন পূর্ব্বক হৃৎপদ্মে স্থাপন করিবে। ১৬২। অনন্তর সাধক "(অগ্নে) ক্ষমস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।১৬৩। তদনন্তর সাধক-শ্রেষ্ঠ হুতাবশিষ্ট দ্রব্য (ঘৃতমিশ্রিতভস্ম) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে ধারণ করিবে। ১৬৪। সকল আগমকর্ম্মে এইরূপ হোম বিধি উক্ত হইল। অনন্তর সাধক এইরূপে হোমকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া জপ করিবে। ১৬৫। হে দেবেশি। যাহার দ্বারা বিদ্যা প্রসন্না হন আমি তাদৃশ জপানুষ্ঠানের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। মনে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিবে। ১৬৬। মন্ত্রবর্ণ, দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং দেবতা গুরু-রূপিণী; যে ব্যক্তি এই তিনের অভেদ জ্ঞানে পূজা করি-বেন তাঁহার অনুত্তমা সিদ্ধিলাভ হইবে। ১৬৭। মস্তকে গুরুকে চিন্তা করিয়া হৃদয় কমলে দেব-তাকে এবং রসনাতে তেজোরূপ মূলমন্ত্রাত্মিকা বিদ্যাকে চিন্তা করিয়া গুরু, দেবতা ও মূলমন্ত্র এই তিনের তেজঃদ্বারা একীভূত আত্মাকে চিন্তা করিবে। ১৬৮। মূলমন্ত্রকে প্রণব সংপুটিত করণান্তে সপ্তবার উহা জপ করিয়া পরে মাতৃকাপুটিত করিয়া সপ্তবার স্মরণ করিবে।১৬৯। বিচক্ষণ সাধক নিজ শিরোদেশে মায়াবীজ (হ্রীং) দশ বার জপ করিবে। সেই-রূপ স্বীয় মুখে দশ বার প্রণব জপ করিবে। পুনবার হৃৎপদ্মে সপ্তবার মায়াবীজ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম করিবে। ১৭০। তদনন্তর প্রবালাদি নির্ম্মিত মালা গ্রহণ করিয়া হে মালে! হে মালে! হে মহামালে! হে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গই তোমাতে বিন্যস্ত আছে সেই হেতু তুমি আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর। এই মন্ত্র দ্বারা সেই মালার পূজনান্তে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার মালার তর্পণ করিয়া স্থিরচিত্তে অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৭১। ১৭২। ১৭৩। তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া সুবুদ্ধি সাধক হে দেবি। হে মহেশ্বরি। তুমি গুহ্য, অতিগুহ্য ও রক্ষাকর্ত্রী, তুমি আমাকর্ত্তৃক কৃত জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধি লাভ হউক এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীপাত্রস্থিত জল ও পুষ্প দ্বারা দেবীর বামকরকমলে তেজোরূপ জপফল সমর্পণ করিবে। সমর্পণ করিয়া ভূতলে প্রণাম করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব ও কবচ পাঠ করিবে।১৭৪-১৭৬। পরে সাধক প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সংস্থাপিত বিশেষার্ঘ্য প্রদানান্তে দেবীকে আত্মসমর্পণ করিবে।১৭৭। "ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি" এই পদের পর "অবস্থাসু" পদ কীর্ত্তন করিবে পরে "মনসা" তৎপরে "বাচা, কর্ম্মণা," পদ বলিবে তৎপরে "হস্তাভ্যাং" এই পাদের পর "পদ্ভ্যামুদরেণ" তদনন্তর "শিশ্না" "যৎ কৃতং" এই পদোচ্চারণান্তে "যৎ স্মৃতং" পদ তৎপরে "যদুক্তং তৎ সর্ব্বং" পাঠ করিবে। অনন্তর "ব্রহ্মার্পণং" এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। তৎ-পরে "ভবতু," তদন্তে "মাং মদীয়ং সকলং" তৎপরে "আদ্যাকালী পদাম্ভোজে অর্পয়ামি" (অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে—প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধি-কারে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে মন, বাক্য, কর্ম্ম, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর উপস্থ দ্বারা 'যথাসম্ভব' যাহা কৃত স্মৃত, ও উক্ত হইয়াছে তৎসমস্তই ব্রহ্মে অর্পিত হউক আমিও যাবদীয় বস্তুতে আমার "আমার" বলিয়া অভিমান আছে তাহা আদ্যাকালীর শ্রীচরণ কমলে অর্পণ করিলাম) এই পদ পাঠ করিবে। তদনন্তর প্রণব, (ওঁ) তৎসৎ উচ্চারণ করিয়া দেবীকে আত্মসমর্পণ করিবে (অর্থাৎ ইহা আত্মসমর্পণের মন্ত্র)। ১৭৮—১৮১। তৎপরে (সাধক) কৃতাঞ্জলি হইয়া ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে। মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া "শ্রীআদ্যে কালিকে" এই পদ উচ্চারণ করিবে তৎপরে "যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। এইরূপে ইষ্টদেব-তাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সংহারমুদ্রা দ্বারা গৃহীত পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া (দেবীকে)

স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে। ১৮৩। অনন্তর ঈশানকোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও জল দ্বারা "হ্রীং নির্ম্মাল্য"—এই পদ উচ্চারণ করিয়া পরে "বাসিন্যৈ নমঃ" ইহা বলিয়া দেবীকে (নির্ম্মাল্য-বাসিনীকে) পূজা করিবে।১৮৪। অনন্তর শক্তি-সাধক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকল দেবগণকে নৈবেদ্য বিতরণ করিবে এবং পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে। ১৮৫। বামভাগে ভিন্ন আসনে স্বীয় শক্তিকে স্থাপন করিয়া অথবা তৎসহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া পানাদি জন্য মনোরম পাত্র স্থাপন করিবে। ১৮৬। পরিমাণে পঞ্চ-তোলকের অনধিক এবং ত্রিতোলকের অন্যূন স্বর্ণময় বা রাজত বা কাচ-নির্ম্মিত বা নারিকেল সম্ভূত পানপাত্র করিবে শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণ-ভাগে আধারোপরি সংস্থাপিত করিয়া বিচক্ষণ সাধক মহাপ্রসাদ আনয়ন পূর্ব্বক স্বয়ং, ভ্রাতা বা পুত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাত্রে পরি-বেশন করাইবে। ১৮৮। ১৮৯। পানপাত্রে সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে শুদ্ধি (মাংস-মৎস্যাদি) প্রদান করিবে। অনন্তর দেবীর পূজা সময়ে সমাগতগণের সহিত পানভোজন করিবে।১৯০ প্রথমতঃ আস্তরণের জন্য উত্তমাশুদ্ধি (মাংসাদি) গ্রহণ করিবে। পরে সমস্ত কুলসাধক অতিশয় আনন্দিতচিত্তে উৎকৃষ্ট মদ্যপূরিত স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মূলাধার হইতে জিহ্বা পর্য্যন্ত ব্যাপিনী চৈতন্যস্বরূপা কুলকুণ্ড-লিনীকে চিন্তা করিয়া তাহার মুখকমলে মূলমন্ত্র সমুচ্চারণ পূর্ব্বক পরস্পরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুণ্ডলীমুখে পরমামৃত হোম করিবে। ১৯৩। কুলস্ত্রীগণের পক্ষে মদ্য-গন্ধ গ্রহণই অলিপান। এবং গৃহস্থ সাধকগণের পক্ষে পঞ্চপাত্রপরিমিত মদ্যপান অলিপান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৪। কুলসাধক-গণের অতিরিক্ত পান করিলে সিদ্ধি হানি হয়।১৯৫। মদ্যপান, যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিকে ঘূর্ণিত করিতে না পারে তাবৎ পর্য্যন্ত পান করিবে। ইহার অতিরিক্ত পান পশুপানতুল্য। ১৯৬। পানে যাহার চিত্তবৈকল্য জন্মে এবং যে শক্তিসাধককে ঘৃণা করে, সে পাপিষ্ঠ "আমি আদ্যা কালীকে ভজনা করি" একথা কিরূপে বলিবে। ১৯৭। যেমন ব্রহ্মে সমর্পিত অন্না-দিতে স্পর্শদোষ নাই, (অর্থাৎ জাতিভেদ বর্জ্জিত হইয়াছে) তদ্রূপ তোমার প্রসাদেও জাতিভেদ বর্জ্জন করিবে। ১৯৮। এইপ্রকার বিধানানুসারে পান ভোজন করিবে। তোমার নৈবেদ্য সেবনে হস্তপ্রক্ষালন নাই বস্ত্র বা জল দ্বারা হস্তলেপাপনয়ন করিবে। ১৯৯। অনন্তর সুধী সাধক মস্তকে নির্ম্মাল্যকুসুম ধারণ করিয়া লেপদ্রব্য ভ্রূযুগলমধ্যে ধারণ করিবে। দেবতুল্য হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবে। ২০০।

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাস।

সপ্তম উল্লাস।

মহাফলজনক সৌভাগ্য ও মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় সাধন আদ্যাকালি-কাদেবীর মন্ত্রোদ্ধার, প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, সম্বিদাশোধন, বাহ্য ও মানসভেদে ন্যাস এবং পূজাবিধান বলিদান, হোম, ভৈরবীওতত্ত্ব চক্রানুষ্ঠান, এবং মহাপ্রসাদগ্রহণ, শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তা পার্ব্বতী দেবী বিনয়াবনতা হইয়া শঙ্করকে বলিলেন। ১—৩। শ্রীদেবী বলিলেন, হে সদাশিব। হে জগন্নাথ। হে জগতের হিত-কর্ত্তা। হে দেব। তুমি কৃপাপরবশ হইয়া আমার নিকট, প্রাণীগণের হিতকর ভোগ ও মোক্ষের অদ্বিতীয় সাধন বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণের আশু সিদ্ধিপ্রদ পরমাপ্রকৃতি সাধন কহিলে। ৪। ৫। তোমার বাক্যরূপ অমৃত সাগরে ক্রমে নিমগ্নপ্রায় আমার মন অল্পে অল্পে উত্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে না, বরং পুনর্ব্বার তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছে। ৬। মহাদেবীর পূজাবিধিতে স্তোত্র ও কবচপাঠের সূচনা করিয়াছ, কিন্তু তাহা প্রকাশ কর নাই। হে দেব। এক্ষণে তাহা প্রকাশ কর। ৭। শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে জগদ্বন্দ্যে! হে দেবি। এই সর্ব্বোত্তম স্তোত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহার পাঠে বা শ্রবণে সর্ব্বসিদ্ধির ঈশ্বর হয়। ৮। ইহা দ্বারা

অসৌভাগ্যের বিনাশ ও সুখসম্পত্তির বৃদ্ধি হয় ইনি অকালমৃত্যুকে হরণ ও আপদসমূহের নিরাকরণ করেন। ৯। হে শিবে! এই স্তোত্রে আদ্যাকালিকাদেবীর সুখজনক-সন্নিধান-লাভের কারণ। আমি এই স্তবের প্রসাদেই ত্রিপুরারি হইয়াছি। ১০। হে দেবি! সদাশিব এই স্তোত্রের ঋষি বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন ছন্দ অনুষ্টুপ্; এবং আদ্যাকালিকা দেবতা রূপে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইবে। ১১। স্তোত্র যথা ক্রীং রূপা কালী, শ্রীং রূপা করালী, এবং ক্রীং রূপা কল্যাণী। কলাবতী, কমলা, কলিদর্পনাশিনী, মহাদেবের প্রতি কৃপাবতী। ১২। কালিকা, কালমাতা, অর্থাৎ কালেরও আদিভূতা কালানলসমদ্যুতি অর্থাৎ যাহার তেজ প্রালয়কালীন অগ্নির সদৃশ, কপর্দ্দিনী, করালবদনা, করুণারূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য অর্থাৎ যাহার করুণা অপার অপরিমেয় এবং অক্ষয়। কৃপাময়ী, কৃপাধারা কৃপাপারা, কৃপাগমা অর্থাৎ যাঁহার নিজ কৃপাবলে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়। কৃশানু, অর্থাৎ অগ্নিরূপা কপিলা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী। ১৪। কালরাত্রি, কামরূপা, কামপাশবিমোচনী অর্থাৎ কামবন্ধচ্ছেদিনী, কাদম্বিনী (মেঘমালা রূপা,) কলাধারা কলিপাপহারিণী। ১৫। কুমারীপূজনপ্রীতা অর্থাৎ যিনি কুমারীপূজনে প্রীতিযুক্তা হয়েন কুমারীপূজকালয়া অর্থাৎ কুমারীপূজকের নিকটেই অবস্থান করেন। কুমারীভোজনানন্দা অর্থাৎ কুমারীদিগকে ভোজন করাইলে আনন্দিতা হন কুমারীরূপ ধারিণী। ১৬। কদম্ববনসঞ্চারা, (কদম্ববন বিচারিণী) কদম্ববনবাসিনী, কদম্বপুষ্পসন্তোষা (অর্থাৎ কদম্বপুষ্পে যাঁহার সন্তোষ হয়) কদম্বপুষ্পমালিনী অর্থাৎ যিনি কদম্বকুসুমের মালাধারণ করিয়া থাকেন্। ১৭। কিশোরী, কলকণ্ঠী অর্থাৎ যাঁহার কণ্ঠস্বর অতীব মধুর কলনাদনিনাদিনী (কোকিলবৎ সুস্বরা) কাদম্বরীপানরতা অর্থাৎ মদ্যপানরতা কাদম্বরী প্রিয়া। ১৮। কপালপাত্রনিরতা অর্থাৎ যাঁহার পানপাত্র নরকপাল, কঙ্কাল-মাল্যধারিণী অর্থাৎ যিনি অস্থিমালা ধারণ করিয়া থাকেন। কমলাসনসন্তুষ্টা অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতি সন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী অর্থাৎ পদ্মাসীনা। ১৯। কমলালয়মধ্যস্থা ও কমলামোদমোদিনী অর্থাৎ কমলগন্ধে যাঁহার আনন্দ লাভ হয়। কলহংসগতি (রাজহংসবৎ সুন্দরগামিনী) ক্লৈব্যনাশিনী, (ভক্ত দুঃখহারিণী কামরূপিণী। কামরূপকৃতাবাসা কামরূপ প্রদেশে যাঁহার স্থিতি, কামপীঠবিলাসিনী কমনীয়া কল্পলতা যিনি কল্পলতার ন্যায় সাধকাভীষ্ট সম্পূর্ণ করেন্ কমনীয়বিভূষণা। ২১। কমনীয় গুণারাধ্যা অর্থাৎ কমনীয়গুণ সমূহই যাঁহার আরাধনা-সাধন। কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী ও কারণামৃতসন্তোষা অর্থাৎ মদ্যরূপ অমৃতদ্বারা যাঁহার সন্তোষ হইয়া থাকে। কারণানন্দসিদ্ধিদা কারণপানে যাহার আনন্দ হয়, অর্থাৎ যে যথার্থ কুলসাধক যিনি তাহাকে সিদ্ধি প্রদান করেন্। ২২। কারণানন্দজাপেষ্টা অর্থাৎ কুলসাধকগণ জপাদি দ্বারা যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে কারণার্চ্চনহর্ষিতা অর্থাৎ কারণদ্বারা পূজা করিলে যিনি প্রীতা হইয়া থাকেন, কারণার্ণবসংমগ্না, অর্থাৎ ত্রিলোকাধার-কারণ সমুদ্রের অন্তর্নিহিতা ও কারণাব্রতপালিনী। ২৩ কস্তূরীসৌরভামোদা, (কস্তূরীগন্ধে যিনি আনন্দিতা হইয়া থাকেন) কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা (কস্তূরী তিলক ধারণ করায় বিচিত্র কান্তিশালিনী) কস্তূরী পূজনরতা (অর্থাৎ কস্তূরী দ্বারা পূজাকরিলে যাঁহার অতি সন্তোষ হয়) কস্তূরীপূজকপ্রিয়া অর্থাৎ যে কস্তূরীদ্বারা পূজা করে, সে যাঁহার প্রিয়। ২৪। কস্তূরীদাহজননী, কস্তূরীমৃগতোষিণী, কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা অর্থাৎ কর্পূরগন্ধে আনন্দিতা কর্পূরমালাভরণা (কর্পূর বাসিত মাল্য বিভূষিতা) কর্পূরচন্দনোক্ষিতা অর্থাৎ যিনি কর্পূরমিশ্রিত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিতা। ২৫। কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরমিশ্রিত সুরা যাঁহার আনন্দ উৎপাদন করে। কর্পূরামৃতপায়িনী অর্থাৎ যিনি কর্পূরসুবাসিত সুধা পান করিয়া থাকেন। কর্পূরসাগরস্নাতা অর্থাৎ

যিনি কর্পূর সুবাসিত জলরাশিতে স্নান করেন কর্পূরসাগরালয়া অর্থাৎ যিনি কর্পূরসাগরে অবস্থান করেন্। ২৬। কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা অর্থাৎ যিনি হুং এই বীজজপে প্রীত হ'ন। কূর্চ্চজাপরায়ণা কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা, (কৌলিকগণের উপাস্যা) কৌলিকপ্রিয়কারিণী অর্থাৎ যিনি কৌলিকগণের প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপরা। ২৭। কুলাচারা, কৌতুকিনী এবং কুলমার্গপ্রদর্শিনী। কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী অর্থাৎ যিনি শিবকে বর দিয়া থাকেন্। ২৮। কাশীশ্বরকৃতামোদা (মহাদেব যাঁহার আনন্দ বিধানে সমর্থ) কাশীশ্বরমনোরমা অর্থাৎ কাশীশ্বরের মনোমোহিনী। ২৯। কলমঞ্জীরচরণা অর্থাৎ যাঁহার চরণযুগলে মধুর-শব্দ নূপুর বিরাজ করিতেছে ক্বণৎকাঞ্চীবিভূষণা অর্থাৎ শব্দায়মান-কাঞ্চীদাম ভূষিতা কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা অর্থাৎ সুমেরুপর্ব্বতবাসিনী কাঞ্চনাচলকৌমুদী ও সুমেরুপর্ব্বতের জ্যোৎস্নাস্বরূপা। ৩০। কামবীজজপানন্দা অর্থাৎ যিনি ক্লীং এই বীজ জপে আনন্দিতা হন্ কামবীজস্বরূপিণী। কুমতিঘ্নী অর্থাৎ দুর্ব্বুদ্ধিনাশিনী কুলীনার্ত্তিনাশিনী এবং কুলাচারীগণের দুঃখহারিণী কুলকামিনী। ৩১। ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণ প্রভাবে কালকণ্টকঘাতিনী অর্থাৎ যমভয় নাশিনী হে দেবি। ককাররাশি ঘটিত কালীরূপস্বরূপ আদ্যাকালিকাদেবীর এই শতনাম স্তোত্র কীর্ত্তিত হইল। ৩২। ৩৩। যে ব্যক্তি কালিকায় মন অর্পণ করিয়া পূজাকালে এই স্তোত্র পাঠ করে, শীঘ্র তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং কালী তার প্রতি প্রসন্না হন। ৩৪। গুরুর উপদেশ মাত্রে তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাভ হয় (পরিশ্রম করিতে হয় না।) সে ধনবান কীর্ত্তিমান, দাতা ও দয়ালু হয়। ৩৫। এবং সেই সাধক পৃথিবীতলে পুত্রপৌত্র সুখ ঐশ্বর্য্যে আনন্দিত থাকে। ৩৬। মঙ্গলবার অমাবস্যা নিশাভাগে মদ্য প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বযুক্ত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যাকালীকে পূজা করিয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করিলে সাক্ষাৎ কালী স্বরূপ হয় ত্রিভুবনে তাহার কিছুই অসাধ্য থাকেনা। ৩৮। বিদ্যায় সাক্ষাৎ বাক্‌পতি (বৃহস্পতি) ধনে ধনপতি (কুবের) গাম্ভীর্য্যে সরিৎপতি (সমুদ্র) এবং বলে পবনোপম হয়। ৩৯। উষ্ণরশ্মির (সূর্য্যের) ন্যায় দুর্দ্দর্শনীয় এবং শশধরবৎ সৌম্যদর্শন হয়। এবং রূপে মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় হইয়া নারীগণের হৃদয়ে বিরাজ করে। ৪০। এই স্তবপ্রসাদে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে। যে যে কামনা করিয়া এই স্তবপাঠ করিবে শ্রীআদ্যাকালিকার প্রসাদে সেই সেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে যুদ্ধে, রাজসভায়, দ্যূতক্রীড়ায়, বিবাদে (মোকর্দ্দমায়), প্রাণসঙ্কট-সময়ে গ্রামদাহে, দস্যুপূর্ণস্থানে সিংহব্যাঘ্রাদি-হিংস্রজন্তুসঙ্কুল-স্থানে প্রান্তরে, দুর্গে, গ্রহ-ভয়ে, রাজভয়ে, জ্বরদাহে, চিররোগাধিতে, মহারোগাদির আক্রমণে, বালগ্রহাদিযোগে, দুঃস্বপ্নদর্শনে, দুস্তর-সমুদ্রে, কিম্বা বায়ুজনিত-বিপদাপন্ন-পোতোপরি, বিপদে যে ব্যক্তি পরাৎপরা পরমা আদ্যাকালীকে ধ্যান পূর্ব্বক দৃঢ়ভক্তি সমন্বিত হইয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করিবে। সে সত্যই সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, হে দেবি। ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার কোন স্থলেই পাপভয় থাকে না, রোগভয়ও থাকে না, তাহার সর্ব্বত্র জয় হইয়া থাকে কোন স্থানে পরাভব হয় না তাহার দর্শনমাত্রেই বিপদসমূহ পলায়ন করে। ৪১—৪৮। সে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রের বক্তা হয় সে সমস্ত সম্পত্তিভোগ করে। সে জাতি ও ধর্ম্মের কর্ত্তা হয় এবং জ্ঞাতিবর্গের প্রভু হয়। ৪৯। সরস্বতী তাহার মুখে, ও লক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া তাহার গৃহে, বাস, করেন। সমস্ত মানবমণ্ডলী তাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই সসম্ভ্রমে প্রণাম করে। ৫০। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিগণ তাহার দর্শনমাত্রেই তৃণবৎ প্রতীয়মান হয়। (অর্থাৎ এরূপ পুরুষ দর্শনমাত্রেই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা ততোঽধিক কোন বিষয় লাভ করা যায়) আদ্যাকালীস্বরূপাখ্য শতনামস্তোত্র কীর্ত্তিত হইল। ৫১। এই স্তোত্রের পুরশ্চরণ অষ্টোত্তরশতবার পাঠ দ্বারা হইবে ইহা কথিত হইয়াছে। এই স্তোত্র কৃত পুরশ্চরণ হইলে সকল অভীষ্ট ফল প্রদান

করেন। ৫২। যে ব্যক্তি এই আদ্যাকালী-স্বরূপিণী শতনামস্তুতি পাঠ করে, বা পাঠ করায়, শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৫৪। শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে দেবি! তোমার নিকট পরমব্রহ্মস্বরূপ প্রকৃতির মহৎ স্তোত্র কহিলাম। ইদানী আদ্যা শ্রীকালিকার কবচ শ্রবণ কর। ৫৫। এই ত্রৈলোক্যবিজয় কবচের শিব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, আদ্যাকালী দেবতা। ৫৬। মায়াবীজ (হ্রীং), বীজ ও রমা বীজ (শ্রীং), শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে ক্রীং কীলক এবং কাম্য-সিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইবে। ৫৭। "হ্রীং" রূপা আদ্যা আমার মস্তক এবং "শ্রীং" রূপা কালী আমার বদন রক্ষা করুন্। ক্রীংরূপা পরাশক্তি হৃদয় এবং পরাৎপরা কণ্ঠ রক্ষা করুন্। জগদ্ধাত্রী নয়নদ্বয় রক্ষা করুন্ শঙ্করী কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন্ মহামায়া নাসিকা ও সর্ব্বমঙ্গলা জিহ্বা রক্ষা করুন্। ৫৯। কৌমারী দন্তশ্রেণী এবং কমলালয়া কপোলদ্বয় রক্ষা করুন্। ক্ষমা ওষ্ঠাধর এবং চারুহাসিনী চিবুক রক্ষা করুন্। ৬০। কুলেশানী গ্রীবা-দেশ ও কৃপাময়ী ককুৎ (কন্ধরা) রক্ষা করুন্। বাহুদা বাহুদ্বয় এবং কৈবল্যদায়িনী করদ্বয় রক্ষা করুন্। ৬১। কপর্দ্দিনী স্কন্ধদ্বয় এবং ত্রৈলোক্যতারিণী পৃষ্ঠ রক্ষা করুন্। অপর্ণা আমার পার্শ্বদ্বয় এবং কমঠাসনা আমার কটি-দেশ রক্ষা করুন্। ৬২। বিশালাক্ষী নাভি-দেশাবচ্ছেদে (আমাকে) অর্থাৎ আমার নাভিদেশ এবং প্রভাবতী প্রজাস্থান রক্ষা করুন্। কল্যাণী উরুদ্বয় এবং পার্ব্বতী আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন্। ৬৩। জয়দুর্গা পঞ্চপ্রাণ এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন্। যেস্থান কবচে বর্জ্জিত ও রক্ষা হীন অর্থাৎ উল্লিখিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সনাতনী আদ্যাকালী সর্ব্বদা সেই সেইস্থান রক্ষা করুন্। হে দেবি! তোমার নিকট ত্রৈলোক্যবিজয়-নামক আদ্যাকালিকাদেবীর দিব্য কবচ কথিত হইল। ৬৫। যে ব্যক্তি পূজাকালে আদ্যাময় চিত্তে আদ্যাকালিকার এই পরমা-ভুত কবচপাঠ করে, সে, সকল অভীষ্টফল প্রাপ্ত হয় এবং আদ্যাকালী তাহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। শীঘ্র তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র (অর্থাৎ কথিত ফলের নিকট তুচ্ছ) অণিমাদি সিদ্ধিগণ তাহার কিঙ্করস্বরূপ হয়। ৬৭। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র লাভ করে ধনার্থী ধন প্রাপ্ত হয় ও বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে কামীব্যক্তি কাম্যফল লাভ করে। ৬৮। সহস্রবার পাঠ দ্বারা এই কবচের পুরশ্চরণ হইবে। এই কবচ পুরশ্চরণসম্পন্ন হইলে যথোক্ত ফল হয়। ৬৯। যদি সাধক, অগুরু চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম বা রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া (মণ্ডলীকৃত-) ভূর্জ্জপত্ররূপা গুটিকা স্বর্ণস্থ করিয়া শিখাতে দক্ষিণ বাহুতে, কণ্ঠে, কিম্বা কটিদেশে ধারণ করে, আদ্যাকালী তাহার বশীভূতা হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ৭০। ৭১। কুত্রাপি তাহার ভয় থাকে না, সে সর্ব্বস্থানে বিজয়ী, কবি, অরোগী, বলবান্, ধারণক্ষম, চিরজীবী, সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হয়। মহীপালগণ তাহার বশীভূত হন্ এবং ভোগ ও মোক্ষ, তাহার করতলে থাকে। ৭২। ৭৩। এই কবচ কলিকালে পাপযুক্ত মানবগণের মোক্ষজনক অতএব অতীব শ্রেষ্ঠ। ৭৪। শ্রীদেবী কহিলেন, হে নাথ! তুমি কৃপা করিয়া স্তোত্র ও কবচ বলিলে, হে বিভো! সম্প্রতি পুরশ্চরণবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৭৫। শ্রীসদাশিব কহিলেন, ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণকর্ম্মে যে বিধি, তাহাই আদ্যা-কালিকা মন্ত্রের (পুরশ্চরণ কার্য্যে) বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭৬। হে দেবি! সাধক জপ পূজা ও হোমাদি কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে সংক্ষেপতঃ পূজা ও পুরশ্চরণ করিবে। ৭৭। যেহেতু অকরণ অপেক্ষা স্বল্পকরণও উত্তম। হে ভদ্রে! তাহার মধ্যে প্রথমে সংক্ষেপপূজা বিধি কথিত হইতেছে শ্রবণ কর। ৭৮। মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া ঋষিন্যাস করিবে। তদনন্তর করশুদ্ধি করন্যাস এবং অঙ্গন্যাস করিবে। ৭৯। পরে বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গব্যাপক

(ব্যাপক) ন্যাস করিবা প্রাণায়াম, ধ্যান, এবং পূজা, জপ (যথাক্রমে) করিবে। সংক্ষেপপূজাতে এই বিধি। ৮০। মন্ত্রের পুরশ্চরণে যে মন্ত্রে যৎসংখ্যক জপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (অসমর্থেহোমাদি অকরণে) তাহার চতুর্গুণ জপ দ্বারাই পুরশ্চরণ বিহিত হইয়াছে। ৮১। অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ বিধি কথিত হইতেছে। মঙ্গল অথবা শনিবারে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী প্রাপ্ত হইলে, সেই দিবস রজনী-যোগে পঞ্চতত্ত্ব আনয়ন পূর্ব্বক জগন্ময়ীর পূজা করিয়া, মহানিশাতে একাগ্রমনে দশ-সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া কৃত-পুরশ্চরণ হইবে। ৮৩। (অন্য পুরশ্চরণ বিধি) এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে অষ্টসহস্রসংখ্যক জপ দ্বারাই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হইবে। ৮৫। হে দেবি! আদ্যাকালিকার মন্ত্র সিদ্ধ মন্ত্র, সর্ব্বযুগে সকল সময়ে সুসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন বিশেষতঃ কলিকালে। ৮৬। হে পার্ব্বতি! কলিকালে বহুপ্রকার কালীরূপ জাগরিতা থাকেন। বিশেষতঃ প্রবল কলিকালে এই রূপই জগতের হিত জনক। ৮৭। এই মন্ত্রে সিদ্ধাদিচক্রগণনার অপেক্ষা নাই। অরিমিত্রাদি দোষ নাই এই মন্ত্রে এবং বিশেষ নিয়মানিয়ম নাই এই মন্ত্র জপ করিয়া আদ্যাকালীকে প্রসন্না করিবে। ৮৮। এই মন্ত্র জপ করিলে শ্রীমদাদ্যাকালীর প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত মনুষ্য, জীবন্মুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই। ৮৯। হে প্রিয়ে! এই মন্ত্রসাধনে বিশেষ প্রয়াস নাই, কায়ক্লেশও নাই আদ্যাকালী সাধক-গণের সাধনা (অতিশয়) সুখ সম্পাদ্য। ৯০। এই বিষয় চিত্তশুদ্ধিই সাধকগণের ফল-দায়িনী। ৯১। ব্রতী যত দিন চিত্তের মালিন্য দূরীকরণে সমর্থ না হইবে, তত দিন কুলভক্তি-সমন্বিত হইয়া কর্ম্ম করিবে। ৯২। কারণ, যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠানই চিত্তশুদ্ধির উপায় ব্রহ্মমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রও প্রথমতঃ গুরু-মুখ হইতে গ্রহণ করিবে। ৯৩। প্রাতঃকৃত্যাদি নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক পুরশ্চরণ করিবে। হে মহেশানি! চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কৃত্যাকৃত্য থাকে না। ৯৪। শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, হে পরমেশান! হে বিভো! কুল কি? কুলাচারই বা কি? তাহা এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ যাথাতথ্যরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৯৫। শ্রীসদাশিব কহি-লেন, হে কুলেশানি! তুমি সাধকবর্গের হিতৈষিণী, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার প্রীতির জন্য তত্ত্বতঃ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯৬। জীব প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, আকাশ, পৃথিবী জল, তেজ ও বায়ু কুলনামে অভিহিত। ৯৭। হে আদ্যে! এই সকল বস্তুতে ব্রহ্ম বুদ্ধি দ্বারা বিকল্পশূন্য যে আচরণ, তাহাই কুলাচার এবং (এই কুলাচার) ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ, তপস্যা, দান ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে নিষ্পাপ সাধকদিগেরই কুলাচারে মতি হয়। ৯৯। কুলাচারগতাবুদ্ধি সত্বরই সুনির্ম্মল হয়। তখন তাহাদিগের আদ্যাকালীর-পাদপদ্মে মতি হয়। ১০০। সদ্‌গুরু সেবায় পরাৎপরা এই মন্ত্ররূপা বিদ্যালাভ পূর্ব্বক কুলা-চারে নিরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলেশ্বরী আদ্যাকালিকার পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কুলজ্ঞ এবং সাধকোত্তম, ইহারা ইহলোকে নিখিল সুভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া চরমে মোক্ষলাভ করেন। ১০২। জীব সকলের যাহা মহৌষধ দুঃখবিস্মারক মহৎ অথচ আনন্দজনক সেইটী আদ্যতত্ত্বের লক্ষণ। ১০৩। যে তত্ত্ব শোধিত না হইলে কেবল মোহপ্রদ, ভ্রমজনক ও বিবাদ এবং রোগের কারণ হে প্রিয়ে! কৌলিকগণ তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। ১০৪। (যাহা) গ্রাম্য (ছাগাদি) বায়ব্য (হারীতাদি পক্ষিগণ) বন্য (মৃগাদি,) ইহাদের শরীরোদ্ভূত পুষ্টিবর্দ্ধন এবং বুদ্ধি, তেজ ও বলপ্রদ; তাহাই দ্বিতীয় তত্ত্বের লক্ষণ। ১০৫। হে কল্যাণি! যাহা জল হইতে সমুদ্ভূত অতিলোভনীয় সুখপ্রদ এবং প্রজা-

বৃদ্ধিকর, তাহাই তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণ। ১০৬। যাহা সুলভ, ভূমি-জাত, জীবগণের জীবন-স্বরূপ, এবং ত্রিভুবনের পরমায়ু-নিদান তাহাই চতুর্থতত্ত্বলক্ষণ। ১০৭। হে দেবি! মহানন্দজনক প্রাণিগণের সৃষ্টির কারণ এবং আদ্যন্ত-রহিত-জগতের মূল। ইহা শেষ তত্ত্বের লক্ষণ। ১০৮। হে প্রিয়ে! আদ্যতত্ত্বকে তেজ বলিয়া জানিও দ্বিতীয় তত্ত্ব পবন, তৃতীয় তত্ত্বকে জল বলিয়া জানিও। চতুর্থ তত্ত্বকে পৃথিবী বলিয়া জানিও। ১০৯। হে বরাননে! পঞ্চম তত্ত্বকে জগদাধার নভোমণ্ডল বোধ কর। ১১০। হে কুলেশানি! মনুষ্য এই প্রকারে কুল, পঞ্চতত্ত্ব এবং কুলধর্ম্মের আচার পরিজ্ঞাত হইয়া (কর্ম্ম করিলে) জীবন্মুক্ত হয়। ১১১।

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সপ্তমোল্লাস।

অষ্টম উল্লাস।

সংসারমোচনী ভবানী মাতা বহুবিধ শ্রবণ করিয়া জগতের হিতের জন্য পুনর্ব্বার শঙ্করকে কহিলেন। ১। শ্রীদেবী কহিলেন। ইহলোক ও পরলোকেও সুখপ্রদ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপ্রদ, মোক্ষজনক, বিঘ্ননাশক বহুবিধ ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করিলাম। ২। হে বিভো! সম্প্রতি বর্ণ ও আশ্রম এবং সেই সেই বর্ণে এবং আশ্রমে যে আচার বিহিত আছে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি কৃপা করিয়া সেই সকল কীর্ত্তন কর। ৩। শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে সুব্রতে! সত্য প্রভৃতি চতুর্যুগে, চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমের আচার ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হইয়াছে; কিন্তু কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং সামান্য এই পাঁচ রকম বর্ণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫। এই সমস্ত বর্ণসমূহের আশ্রম দুই প্রকার। হে আদ্যে! হে মহেশ্বরি! তোমাকে সেই সকল বর্ণ ও আশ্রমের আচার ও ধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৬। কলিকাল সম্ভূত মনুষ্যগণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তপস্যা ও বেদপাঠ বিহীন, অল্পায়ুঃ, ক্লেশ ও প্রয়াসে অসক্ত মনুষ্যগণের কায়িক পরিশ্রম অসম্ভব। ৭। হে প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই। গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক এই দুইটী আশ্রম। ৮। হে শিবে! কলিকালে গৃহস্থগণের সকল ক্রিয়াই আগমোক্ত অর্থাৎ তন্ত্রমতে কর্ত্তব্য গৃহস্থগণের অন্যরূপ পথে কদাপি ক্রিয়া সিদ্ধি হইবে না। ৯। হে দেবি! হে তত্ত্বজ্ঞে! কলিযুগে ভৈক্ষুকাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ডধারণ নাই, কারণ তাহা বৈদিক সংস্কার। ১০। হে ভদ্রে! কলিকালে শৈব সংস্কার বিধি অনুসারে অবধূতাশ্রম ধারণ তাহাই "সংন্যাসগ্রহণ" নামে কথিত হইয়া থাকে। ১১। হে দেবি! কলিযুগ প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ এবং অন্য সকল বর্ণেরি এই উভয় আশ্রমে অধিকার থাকিবে। ১২। শৈব বিধি অনুসারে সকলেরি সংস্কার ও ক্রিয়া কলাপ হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণগণের কর্ম্মপ্রণালী পৃথক্ পৃথক্ হইবে।১৩। হে মহেশ্বরি! মানব, জন্ম মাত্রেই গৃহস্থ হয় অনন্তর সংস্কার বলে আশ্রমী হয়। প্রথমেই যথাবিধি গার্হস্থ্যাশ্রম করিবে। ১৪। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সংসারে নিরত দুঃখাদিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে যখন বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিবে। ১৫। বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন, যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও বিবাহ এবং প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিবে পরে সুধী অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ হইয়া চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে সংন্যাসাশ্রম করিবে।১৬ বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা, বা শিশুতনয়, পরিত্যাগ করিয়া অবধূতাশ্রম প্রাপ্ত হইবে না। ১৭। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, শিশুপুত্র, পত্নী স্বজন জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধু বান্ধব ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা করে, সে মহাপাতকী হয়। ১৮। যে ব্যক্তি স্বীয় পিত্রাদির তৃপ্তি উৎপাদন না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে গমন করিবে, সে মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা স্ত্রীঘাতী এবং ব্রহ্মঘাতক। অর্থাৎ এই সমস্ত কার্য্যে যাদৃশ পাপ হয় সে ব্যক্তি তাদৃশ পাপে কলুষিত। ১৯। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্ন শৈবপথানুসারেই স্বীয়-

স্বীয় বর্ণানুসারে বিহিত সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবে তাহাই কলিযুগে ধর্ম্ম। ২০। শ্রীদেবী কহিলেন, হে বিভো। গৃহস্থের ধর্ম্ম কি? ভিক্ষুকের ধর্ম্মই বা কি? তাহা এবং বিপ্র ও বিপ্র ভিন্ন অপর সকলের সংস্কারাদি আমার নিকট বল। ২১। শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে কৌলিনি। গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সকল মানবের আদি এবং ধর্ম্মজনক অতএব প্রথমে যথার্থরূপে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২২। গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ হইবে। সে যে যে কর্ম্ম করিবে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। ২৩। গৃহস্থ মিথ্যাবাক্য কহিবে না শঠতা করিবে না এবং দেবতা অতিথি পূজনে তৎপর হইবে। ২৪। গৃহস্থ মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সকল রকম প্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা করিবে। ২৫। হে শিবে! হে পার্ব্বতি! মাতাপিতা সন্তুষ্ট হইলে তোমার প্রীতি হইয়া থাকে। হে দেবি। (তোমার প্রীতি হইলেই) পরব্রহ্ম প্রসন্ন হন। ২৬। হে আদ্যে। তুমিই জগতের মাতা এবং পরাৎপর ব্রহ্মই জগতের পিতা। অতএব যে যে কার্য্য হইতে গৃহস্থগণ তোমাদের প্রীতি জন্মায় গৃহীগণের তাহা হইতে আর তপস্যা কি আছে?। ২৭। তত্তৎ সময় বিবেচনা করিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবে। ২৮। কুলপাবন সৎপুত্র তাঁহাদিগকে কোমল বাক্য শুনাইবে। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য করিবে। মাতাপিতার আজ্ঞানুসারী হইবে। ২৯। যদি আপনার মঙ্গলকামনা করে, তাহা হইলে কদাপি মাতাপিতার নিকট ঔদ্ধত্য পরিহাস, তর্জ্জন বা অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না। ৩০। পিতৃশাসনানুবর্ত্তী পুত্র মাতাপিতার দর্শন মাত্রেই প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিবে এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞা ব্যতীত উপবিষ্ট হইবে না। ৩১। যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে হেলা করে, সে (ইহলোকে) সর্ব্ব ধর্ম্মে অনধিকারী হইয়া অন্তে ঘোর নরকে যায়। ৩২। গৃহস্থ, কণ্ঠগত-প্রাণ হইলেও, মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অতিথি ও সহোদর, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না। ৩৩। যে ব্যক্তি গুরুসকল (মাতাপিতা প্রভৃতি) ও সকল বন্ধুকে (সহোদরাদিকে) বঞ্চনা করিয়া ভোজন করে সেই স্বকীয় উদরম্ভর ইহলোকে নিন্দিত হয় এবং পরলোকে নরকে গমন করে। ৩৪। গৃহস্থ, পত্নীকে রক্ষা করিবে, পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, স্বজনও বন্ধুগণের পোষণ করিবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৩৫। জননী কর্ত্তৃক দেহবর্দ্ধিত হয়, জনক কর্ত্তৃক দেহ প্রযোজিত হয় ও স্বয়ং স্বজনগণ কর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়া থাকে, সে অধম, যে ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে। ৩৬। হে মহেশানি। ইঁহাদিগের নিমিত্ত শত শত কষ্ট করিয়াও যথাসাধ্য ইঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত করিবে ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৩৭। যে মানব পৃথিবীতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয় সেই মহাপুরুষই ধন্য এবং সেই পুরুষই পরমার্থবিৎ। ৩৮। কদাপি ভার্য্যাকে তাড়না করিবে না, সতত মাতার ন্যায় পালন করিবে। ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে না যদি ভার্য্যা সাধ্বী এবং পতিব্রতা হয়। ৩৯। বিজ্ঞব্যক্তি স্বীয় পত্নী বিদ্যমান থাকিতে দুষ্টভাবে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না। অন্যথা অর্থাৎ স্পর্শ করিলে নরক গামী হইবে। ৪০। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন বিরলে বাস এবং অযুক্ত ভাষণ ত্যাগ করিবে এবং স্ত্রীলোককে শৌর্য্য দেখাইবে না। ৪১। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, সুমধুর বাক্য দ্বারা সতত ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট করিবে, কখনই তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। ৪২। সংসারতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি উৎসব, লোকযাত্রা, তীর্থ এবং অন্য ব্যক্তির গৃহে পুত্র অথবা আমত্যকে সঙ্গে না দিয়া পাঠাইবে না। ৪৩। হে মহেশানি। পতিব্রতা ভার্য্যা যে পুরুষের প্রতি পরিতুষ্টা (পতি-ব্রতা ভার্য্যার সন্তোষেই) তৎকর্ত্তৃক সকল ধর্ম্মকৃত হয় অর্থাৎ সে ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ফল প্রাপ্ত হয় এবং তোমার প্রিয় হয়। ৪৪। পিতা চারি বৎসর

পর্য্যন্ত পুত্রের লালন পালন করিবে, তাহার পর ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা করাইবে। ৪৫। পালন ও শিক্ষার বিংশতিবর্ষ অতিবাহিত হইলে বিংশতিবৎসরাধিক বয়স্ক পুত্রদিগকে (কিছুকাল) গৃহ কর্ম্মে নিযোজিত করিবে। তৎপরে অর্থাৎ গৃহকর্ম্মে উপযুক্ত হইলে আত্মতুল্য বোধ করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে। ৪৬। কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবে এবং অতি যত্নে শিক্ষা দিবে কন্যাকে ধনরত্নে সমন্বিতা করিয়া, জ্ঞানবান্ বরকে প্রদান করিবে। ৪৭। গৃহী এইরূপে ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগের পালন এবং তুষ্টিসাধন করিবে। ৪৮। তদনন্তর গৃহস্থ স্বধর্ম্ম নিরত একগ্রাম বাসী, অভ্যাগতগণ এবং উদাসীনগণকেও পরিপালন করিবে। ৪৯। * হে দেবি! গৃহস্থ বিভব থাকিতে যদি এইরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে, সে, পশু বলিয়াই জ্ঞাতব্য এবং সে পাপী, লোকসমাজে নিন্দিত হয। নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, কেশবিন্যাস, ভোজন এবং বস্ত্রে আসক্তি, অতিরিক্ত করিবে না। ৫১। গৃহস্থ পরিমিত-ভোজী, পরিমিত-নিদ্র, নির্ম্মল প্রকৃতি, পরিমিতভাষী, পরিমিতমৈথুন, নম্র, শুচি, এবং নিপুণ নিরালস্য এবং সর্ব্বকর্ম্মে তৎপর হইবে। শত্রুর নিকট শূর এবং বান্ধব ও গুরু-সন্নিধানে বিনীত হইবে। নিন্দিত ব্যক্তিকে আদর করিবে না। মানীগণকে অবজ্ঞা করিবে না। ৫৩। সহবাস ও বিচার পরম্পর দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্দ, ব্যবহার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ৫৪। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্ষুদ্র শত্রু হইতেও ভয করিবে এবং সময বিবেচনা করিযা নিজভাব প্রদর্শন করাইবে, কিন্তু ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিবেই না। ৫৫। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয যশঃ, পৌরুষ ও যাহা অন্য লোক, প্রকাশ করিতে নিষেধ করিযা বলিয়াছে এবং যাহা পরোপকারের জন্য কৃত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবে না। ৫৬। যশস্বী ব্যক্তি নিশ্চয জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও কদাপি লোকগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না এবং গুরু বা লঘু ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবে না। ৫৭। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে। অসত্য ব্যসন, (দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি) কুসংসর্গ, মিথ্যাকথা পরদ্রোহ পরিত্যাগ করিবে। ৫৮। চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিযা সময়ের অনুগত, অতএব অবস্থা ও সময পর্য্যালোচনা করিযা কর্ম্ম করিবে। ৫৯। গৃহীরা যোগক্ষেমে অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর অর্জ্জনও এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণে অনুরক্ত হইবে। দক্ষ ধার্ম্মিক ও (স্বভাবতই) মিতভাবী এবং মিতহাস্য হইবে (অর্থাৎ অধিক বাক্য ও উচ্চ অধিক হাস্য ব্যবহার করিবে না) বিশেষতঃ মান্য ব্যক্তির নিকট। ৬০। জিতেন্দ্রিয, নির্ম্মল স্বভাব, সুচিন্ত্য, দৃঢ়ব্রত, প্রমাদ রহিত এবং দীর্ঘদর্শী হইযা বিষয়োপভোগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিবে। ৬১। ধীর জন সত্য, কোমল, সন্তোষজনক, শুভকর বাক্য ব্যবহার করিবে। আত্মগৌরব প্রকাশ ও পরনিন্দা করিবে না। ৬২। যে জন পথেতে জলাশয বিশ্রামগৃহ ও সেতু প্রতিষ্ঠা করিযা থাকেন, তিনি ত্রিভুবন জয করেন অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ লাভ করেন। ৬৩। মাতা পিতা যাহার উপর সন্তুষ্ট, মিত্রসমূহ যাহাতে অনুরাগী লোকসমূহ যাহার যশোগান করিযা থাকে, সেই জন কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত থাকে। ৬৪। সত্যই যাহার ব্রত, যাহার দীনের প্রতি সর্ব্বদা দযা আছে, কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইযাছে। ৬৫। যে জন পরস্ত্রীতে বিরক্ত ও পরবস্তুতে অভিলাষ হীন, যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্যবিহীন, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইযা থাকে। ৬৬। যে ক্ষত্রিয রণে ভীত হয না, ও পরাঙ্মুখ হয না এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হয, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হয। ৬৭। যাহার মনে সন্দেহ নাই, যে ব্যক্তি বিশ্বাসযুক্ত পাশুপতা-

* ভ্রাত্রাদি পালনের সামর্থ্য থাকিলে স্বধর্ম্ম-নিরত একগ্রামনিবাসীদিগের পালন কর্ত্তব্য ইহা জানাইবার জন্য ভ্রাত্রাদির উল্লেখানন্তর মূলে "ততঃ" অর্থাৎ তদনন্তর কথাটী ব্যবহৃত হইযাছে।

চারনিরত এবং আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হয়। ৬৮। যে জ্ঞানী, শত্রু এবং মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি করিয়া কেবল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংসার জিত, হইয়া থাকে। ৬৯। হে দেবি! শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য এবং অভ্যন্তর। ব্রহ্মে যে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ পরমাত্মাতে যে মনের একাগ্রতা তাহা আন্তরিক শৌচ বলিয়া কথিত হয়। ৭০। জল কিম্বা ভস্ম দ্বারা মলাপনয়ন জন্য যে দেহ শুদ্ধি হয়, তাহাকে বাহ্য শৌচ বলা যায়। ৭১। হে প্রিয়ে। ক্ষুদ্র জলাশয়, কূপ, বাপী, হ্রদ, নদী, গঙ্গা ও স্বর্ণদী ইহারা যথাক্রমে অধিক পবিত্রতার জনক (অর্থাৎ এই সকল অবগাহন করিলে দেহ শুদ্ধ হয়)। ৭২। * হে সুব্রতে! বহিঃ শৌচ বিষয়ে যাজ্ঞিক ভস্মই প্রশস্ত। নির্ম্মল মৃত্তিকা দ্বারাও ঐরূপ, স্নানে শুদ্ধ হইতে পারে। বস্ত্র মৃগচর্ম্ম তৃণ প্রভৃতি ও মৃত্তিকা সদৃশ শুদ্ধি জনক। ৭৩। হে শিবে। এই শৌচ ও অশৌচ বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, যাহাতে মনঃপবিত্র হয়, গৃহস্থ তাহাই আচরণ করিবে। ৭৪। নিদ্রার পর মৈথুনের পর মল মূত্র পরিত্যাগের পর আহারের পর এবং মল স্পর্শ হইলে উক্ত প্রকার বহিঃশৌচ বিধান করিতে হয়। ৭৫। ত্রিকালে অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথাক্রমে সম্পাদন করিবে এবং উপাসনা ভেদে যথাশাস্ত্র পূজা করিবে। ৭৬। প্রিয়ে। যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহারা গায়ত্রী জপ কালে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিবেন তাহা হইলে বৈদিক সন্ধ্যা হইবে। ৭৭। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক নহেন, তাঁহাদিগের বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্যার্ঘ্য দান ও গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ৭৮। হে ভদ্রে। সমস্ত আহ্নিককার্য্যেতেই অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত কিম্বা দশবার জপ করিবার নিয়ম আছে। ৭৯। হে দেবি। শূদ্র জাতির ও সাধারণ জাতির কেবল আগমোক্তবিধিতেই অধিকার আছে। তাহাতেই তাহাদের সকল প্রকার সিদ্ধি হইবে। ৮০। প্রাতঃসন্ধ্যা সূর্য্যোদয়কালে করিবে। এইরূপ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন কালে এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে করিতে হইবে এই সন্ধ্যা বন্দনার ত্রিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীদেবী কহিলেন। হে নাথ। তুমি স্বয়ং বলিয়াছ যে কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণের একমাত্র তান্ত্রিকী ক্রিয়া বিহিতা আছে। ৮২। দেবদেব! এক্ষণে কি হেতুক তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক ক্রিয়াতে নিয়োজিত করিতেছ। এতৎসমুদায় বিশেষরূপে বর্ণন কর। ৮৩। শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞে! তুমি যথার্থই বলিয়াছ। কলিযুগে সকল বর্ণের পক্ষেই একমাত্র তান্ত্রিকী ক্রিয়া ভোগও মোক্ষের নিমিত্ত হয় এবং সমুদায় কার্য্যেই সিদ্ধি দান করে। ৮৪। এই ব্রহ্মসাবিত্রী যেমন বৈদিকী সেইরূপ তান্ত্রিকী হইতে পারে। এবং উভয় কর্ম্মেতেই প্রশস্ত। ৮৫। হে দেবি! এই জন্যই আমি এস্থলে বলিয়াছি যে কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ সমূহের গায়ত্রীতেই অধিকার আছে, অন্য কোন বৈদিকমন্ত্রে অধিকার নাই। ৮৬। কলিকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী যথাক্রমে "ওঁ," "শ্রীঁ" এবং "ঐঁ" পূর্ব্বিকা হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর পূর্ব্বে ওঁ, ক্ষত্রিয়ের গায়ত্রীর পূর্ব্বে শ্রীঁ, বৈশ্যদিগের গায়ত্রীর পূর্ব্বে ঐঁ যোগ করিবে। ৮৭। পরমেশ্বরি। শূদ্র হইতে দ্বিজগণকে পৃথক্ করিবার জন্য তাঁহাদিগের আহ্নিক-প্রাক্‌কালে বৈদিক সন্ধ্যার বিধি কথিত হইয়াছে। ৮৮। অন্যথা অর্থাৎ বৈদিক সন্ধ্যা না করিয়াও কেবল শৈব পদ্ধতি দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে। ইহা সত্য, সত্য, বিশেষ সত্য, সন্দেহ নাই। ৮৯ হে দেববন্দিতে। অনাতুর মুমুক্ষু ব্যক্তি সন্ধ্যার যথোক্ত সময় অতীত হইলেও "ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্ম" উচ্চারণ করিয়া এই সন্ধ্যা করিবেন। ৯০। অর্থাৎ আতুরের পক্ষে বিশেষ নিয়ম না রাখিবার অভিপ্রায়ে "অনাতুর" বিশেষণটী

* "মূলে" ক্রমতঃ শব্দে পাঠক্রম গ্রাহ্য নহে কিন্তু অর্থ ক্রম গ্রাহ্য।

প্রদত্ত হইযাছে আসন,বসন, পাত্র, শয্যা, যান, গৃহ, গৃহোপকবণ সমূহ পবিষ্কৃত হইতে পবিষ্কৃততব হইলেই প্রশস্ত। ৯১। গৃহস্থ আহ্নিক কার্য্য সমাধা কবিবা স্বাধ্যায বা গৃহকর্ম্ম কবিবে, নিরুদ্যম হইযা অবস্থান কবিবে না। ৯২। পুণ্যতীর্থে পুণ্যতিথিতে চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে জপ ও দান কবিলে মঙ্গলেব পাত্র হয। ৯৩। কলিযুগে মানবগণ অন্নগত-প্রাণ সুতবাং উপবাস প্রশস্ত নহে। কলিযুগে উপবাসেব প্রতিনিধি কল্পে একমাত্র দানই বিহিত। ৯৪। হে মহেশানি! কলিযুগে দানই সর্ব্ব সিদ্ধিকব। সংক্রিযান্বিত দবিদ্র ব্যক্তিই তাহাব (অর্থাৎ দানেব) পাত্র বলিযা জানিবে। ৯৫। হে অম্বিকে! মাসেব বৎসবেব ও পক্ষেব আবম্ভ দিন, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী শুক্লপক্ষেব একাদশী অমাবস্যা, নিজ জন্মদিন, পিতা মাতাব মবণ দিন, এবং বৈধ উৎসব দিন, পুণ্যকাল বলিযা কীর্ত্তিত হইযাছে। ৯৭। গঙ্গা, নদী, মহানদী, গুরুগৃহ, ও প্রসিদ্ধ দেবতাক্ষেত্র, পুণ্যতীর্থ বলিযা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯৮। অধ্যযন, মাতা পিতাব শুশ্রূষা, দাববক্ষণ পবিত্যাগ কবিযা তীর্থ গমন পুরুষদিগেব নবকেব কাবণ হয। ৯৯। নাবীদিগেব ভর্ত্তৃশুশ্রূষা ব্যতীত তীর্থ সেবা নাই, উপবাসাদি ক্রিযা নাই ব্রত কবাব নিযম নাই অর্থাৎ এই সকল কর্ম্মজনিত ফল, মাত্র স্বামী-শুশ্রূষাব লাভ হয সুতবাং ঐ সকল কার্য্য কবা বিহিত হয নাই।১০০ স্বামীই স্ত্রী লোকদিগেব তীর্থ, তপস্যা, দান, ব্রত এবং গুরু। অতএব নাবী সর্ব্বান্তঃকবণে পতি সেবা কবিবে। ১০১। বাক্য দ্বাবা পবিচর্য্যা দ্বাবা সর্ব্বদা স্বামীব প্রিয কার্য্য কবিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাব আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিযা পতি-বান্ধবগণকে তুষ্ট কবিবে। ১০২। পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে ক্রূবদৃষ্টিতে অবলোকন কবিবে না, দুর্ব্বাক্যও শুনাইবে না। মনোদ্বাবাও স্বামীব অপ্রিয কার্য্য কবিবে না।১০৩। যে স্ত্রী কাযমনোবাক্যে সর্ব্বদা প্রিযকার্য্যানুষ্ঠান দ্বাবা ভর্ত্তাকে পবিতুষ্ট কবেন তিনি ব্রহ্মপদ লাভ কবেন। ১০৪। ভর্ত্তাব আজ্ঞানুসাবিণী নাবী অন্য পুরুষেব মুখ দেখিবে না, অন্য পুরুষেব সহিত সম্ভাষণ কবিবে না। ১০৫। স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতাব বশবর্ত্তিনী যৌবনকালে ভর্ত্তাব বশবর্ত্তিনী বার্দ্ধক্যাবস্থায পতি-বান্ধবগণেব বশবর্ত্তিনী থাকিবে,' কোন অবস্থাতেই স্বাধীন হইতে পাবিবে না।। ১০৬। পিতা পতিমর্য্যাদানভিজ্ঞা পতিসেবানভিজ্ঞা ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কন্যাব বিবাহ দিবেন না। ১০৭। নবমাংস নবাকৃতি পশু মাংস বহুপকাবক গো এবং বসহীন মাংস ভোজী জন্তু ভোজন কবিবে না। ১০৮। হে শিবে। ভূমিজাত গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফল মূল স্বেচ্ছানুসাবে ভক্ষণ কবিতে পাবিবে। ১০৯। ব্রাহ্মণেব অধ্যাপন এবং যাজন এই দুইটি বৃত্তি উত্তম। অশক্ত হইলে ক্ষত্রিয বৃত্তি (তাহাতেও অশক্ত হইলে) বৈশ্য বৃত্তি দ্বাবা নির্ব্বাহ কবিবে। ১১০। সংগ্রাম ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিযদিগেব সদ্‌বৃত্তি। যদি এই বৃত্তি দ্বাবা অশক্ত হইলে বৈশ্য বৃত্তি তাহাতেও অশক্ত হইলে শূদ্র বৃত্তি আশ্রয কবিবে। ১১১। হে পবমেশানি। বাণিজ্যে অসমর্থ বৈশ্যদিগেব শূদ্র বৃত্তি আশ্রয দূষণীয নহে। শূদ্রদিগেব সেবা বৃত্তি বিহিত আছে। ১১২। হে দেবেশি। সামান্য বর্ণ (পঞ্চবর্ণ), দিগেব দেহ বক্ষাব জন্য ব্রাহ্মণবৃত্তি ভিন্ন সকল বৃত্তিতেই অধিকাব আছে। ১১৩। স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ, দেবশূন্য মমতাবর্জ্জিত শান্ত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয মাৎসর্য্যবহিত ও অকপট হইবেন। ১১৪। সৎপথাবলম্বী শিষ্যদিগকে পুত্রবোধে অধ্যযন কবাইবেন সর্ব্বলোকহিতৈষী ও পক্ষপাত শূন্য হইবেন। ১১৫। ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা,অসূযা,ব্যসন,(মৃগযা দ্যূতাদি) অপ্রিয বাক্য, নীচলোকেব সহিত সংসর্গ এবং দম্ভ, সর্ব্বথা কবিবেন না। ১১৬। হে ববাননে। ক্ষত্রিযদিগেব পক্ষে সন্ধি অবধাবণ হইলে যুদ্ধ কবিবাব ইচ্ছা নিন্দনীয। সম্মানপূর্ব্বক সন্ধি স্থিব বাখিবেন এবং যুদ্ধে জয বা মৃত্যু উভযই উত্তম। বাজা প্রজাব ধনে অলোভী হইবেন ও নিয়মমত কব গ্রহণ কবিবেন। এবং স্বীকৃত ধর্ম্ম বক্ষাপূর্ব্বক প্রজাসমূহকে

পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন। ১১৭। ন্যায়, যুদ্ধ, সন্ধি এবং অন্যান্য রাজকীয় কার্য্য সকল, রাজা সর্ব্বদা মন্ত্রিগণের সহিত বিচারপূর্ব্বক করিবেন। ১১৮। ১১৯। 'ধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ করিবেন, ন্যায়তঃ দণ্ড ও পুরস্কার করিবেন এবং বলানুসারে যথাশাস্ত্র সন্ধি করিবেন। ১২০। উপায় দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি উপায় দ্বারা করিবেন। (যেহেতু) সমস্ত জয়, মঙ্গল, এবং ঐশ্বর্য্য উপায়ানুগত। ১২১। নীচ সঙ্গে রত হইবেন না। সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের প্রিয় হইবেন, কার্য্যকুশল সুশীল পরিমিতব্যয়ী ও বিপত্তি সময়ে ধৈর্য্যশালী হইবেন। ১২২। দুর্গসংস্কারে নিপুণ, শস্ত্রশিক্ষায় বিচক্ষণ ও নিজ নিজ সৈন্যগণের ভাবান্বেষী হইবেন এবং তাহাদিগকে রণকৌশল শিখাইবেন। ১২৩। হে দেবি! যুদ্ধে মূর্চ্ছিত ত্যক্ত-শস্ত্র পলায়ন-তৎপর অথবা বলপূর্ব্বক-আনীত শত্রুকে এবং শত্রুদিগের স্ত্রী ও শিশুসন্তানদিগকে বিনাশ করিবেন না। ১২৪। যে সকল বস্তু জয়-লব্ধ বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত, তৎসমস্ত যথাযোগ্য বিভাগে সৈন্যদিগকে বিতরণ করিবেন। ১২৫। যোদ্ধাদিগের বীর্য্য ও চরিত্র রাজার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে জানা উচিত আত্মহিতে নিরত (রাজা) এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্যের অধিপতি করিবেন না। ১২৬। রাজা এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না, এক ব্যক্তিকে বিচারে নিযুক্ত করিবেন না। এবং নীচলোকের প্রতি সমভাব-প্রদর্শন, ক্রীড়া ও উপহাস পরিত্যাগ করিবেন। ১২৭। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও মিতভাষী, জ্ঞানবান্ হইলেও জিজ্ঞাসু, বহুসম্মানপাত্র হইলেও দম্ভশূন্য হইবেন। তিনি দণ্ডপ্রদান বা প্রসন্নতার সময় ধীর হইবেন অর্থাৎ উভয় সময়েই আকারেঙ্গিতে সমভাব অবলম্বন করিবেন। ১২৮। নরপতি স্বয়ং অথবা চারদৃষ্টি দ্বারা প্রজাবর্গের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিবেন এবং তিনি স্বজন ও ভৃত্যবর্গের ভাব দর্শন করিবেন। ১২৯। তত্ত্বদর্শী স্বামী ক্রোধ দম্ভ বা প্রমাদবশতঃ সহসা সম্মান বা শাসন করিবেন না। ১৩০। সৈন্যগণের সেনাপতির ও অমাত্যবর্গের স্ত্রী কন্যা পুত্র ও ভৃত্যবর্গ রাজার পালনীয় যদি দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে যথাবিধি দণ্ডনীয় হইবে। ১৩১। উন্মত্ত, অসমর্থ, বালক, পীড়াভিভূত ও বৃদ্ধ, ইহারা মৃতবান্ধব হইলে রাজা তাহাদিগকে পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন। ১৩২। কৃষি-বাণিজ্যকেই বৈশ্যদিগের সনাতন বৃত্ত বলিয়া জানিও বৈশ্যকৃত যে কৃষিবাণিজ্যরূপ উপায় দ্বারা সমস্ত লোকের শরীর রক্ষা হইয়া থাকে। ১৩৩। হে দেবি! এই হেতু বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে অনবধানতা, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা-ব্যবহার ও শঠতা, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। ১৩৪। হে শিবে! ক্রেতা ও বিক্রেতা, উভয়ের সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য অবধারিত হইলে পরস্পর স্বীকার করিলে ক্রয় সিদ্ধ হইবে। ১৩৫। হে প্রিয়ে! মত্ত, বিক্ষিপ্ত, শোকার্ত্ত, বিশেষ উৎকণ্ঠিত, বালক, শত্রুগৃহীত, এবং রোগ-প্রভাবে-ভ্রান্ত-বুদ্ধিদিগের কৃত দান বিক্রয় অসিদ্ধ। ১৩৬। অদৃষ্টবস্তুর গুণ শ্রবণেই ক্রয় সিদ্ধ হয় কিন্তু তদ্গুণের বিপর্য্যয় হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। হস্তী উষ্ট্র ও অশ্বদিগের গুণ শ্রবণে ক্রয় সিদ্ধি হয়। পরন্তু যদি বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রয় অসিদ্ধ হইবে। ১৩৭। হস্তী উষ্ট্র ও অশ্বদিগের গুপ্তদোষ প্রকাশ হইলে একবৎসর পরেও সেই ক্রয় অন্যথা করিতে পারিবে। ১৩৮। হে কুলেশ্বরি! মানব-দেহ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ভাজন-স্বরূপ। অতএব আমার শাসনহেতু, এই শরীর ক্রয় সিদ্ধ হইবে না। ১৩৯। হে প্রিয়ে! স্বর্ণ রৌপ্য ও ধান্যের (ঋণে) বৎসরান্তে মূলের চতুর্থ অংশমাত্র লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবে। ধাতু দ্রব্যের (ঋণে) এক বৎসরে অষ্টম অংশ লাভ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৪০। ঋণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য সকল কার্য্যেই মনুষ্যগণ [illegible] [illegible] সেইরূপই করিবে। ১৪১। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] নিরাদৃত হইবে। ১৪২। [illegible]-

লোকে সুখাভিলাষী-ভৃত্যগণ প্রভুকে বিষ্ণুর ন্যায় সম্মান করিবে, তৎপত্নীকে মাতৃবৎ মান্য করিবে এবং প্রভু-বান্ধবদিগকে দেবতাবৎ সম্মান করিবে। ১৪৩। প্রভুর মিত্রদিগকে নিজ মিত্র জ্ঞান করিবে, প্রভুর শত্রুদিগকে নিজ শত্রু জ্ঞান করিবে। সকল সময়েই প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করত সভয় হইয়া অবস্থান করিবে। ১৪৪। অপমান, গৃহচ্ছিদ্র গোপনের জন্য কথিত যে বাক্য তাহা, এবং যাহা প্রভুর গ্লানিকর তাহা অতিযত্নে গোপন করিবে।১৪৫। স্বামী-ধনে লোভ শূন্য হইবে, সর্ব্বদা স্বামী-হিতে রত থাকিবে। তাঁহার সন্নিধানে অসদ্ বাক্য উচ্চারণ ক্রীড়া ও হাস্য, পরিত্যাগ করিবে। ১৪৬। স্বামীর গৃহ-দাসীদিগকেও পাপমনে দর্শন করিবে না। তাহাদের সহিত নির্জ্জনে শয়ন ও হাস্য কৌতুক বর্জ্জন করিবে। ১৪৭। প্রভুর শয্যা, আসন, যান, বসন, ভাজন অর্থাৎ পানাদি-পাত্র, পাদুকা, ভূষণ, শস্ত্র, আপনার প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবে না। ১৪৮। যদি ভৃত্য অপরাধ করে, তাহা হইলে প্রভুর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। প্রভুর নিকট ধৃষ্টতাপ্রৌঢ়-বাদ (জেঠামি ও লম্বাচৌড়া কথা) সমতা প্রদর্শন পরিত্যাগ করিবে।১৪৯। হে শিবে! ভৈরবচক্র ও তত্ত্বচক্র ব্যতীত সকল বর্ণ স্ব স্ব বর্ণের সহিত ব্রাহ্ম-বিবাহ, ও ভোজন করিবে কিন্তু হে মহেশানি। উভয় স্থলেই অর্থাৎ তত্ত্বচক্রে ও ভৈরবীচক্রে শৈববিবাহ কথিত হইয়াছে। এবং (ঐস্থলে) অদন অর্থাৎ ভোজন ও পানের সময় বর্ণভেদ নাই। এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে শৈববিবাহে বর্ণ বিচার নাই এবং শৈববিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী চক্রদ্বয়ে প্রশস্ত অন্য সকল কার্য্য ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা পত্নী; চক্রদ্বয়ে আহারে জাতিভেদ নাই অন্য সময়ে আছে।১৫০।১৫১ শ্রীদেবী কহিলেন। এই ভৈরবীচক্র কি? তত্ত্বচক্রই বা কিরূপ? আমি তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া বল। ১৫২। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে দেবি। কুলপূজা বিধিতে চক্রানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। সাধকোত্তমদিগের বিশেষ পূজা-সময়ে তাহা কর্ত্তব্য। ১৫৩। হে প্রিয়ে! ভৈরবীচক্র বিষয়ে তাদৃশ কোন নিয়ম নাই। যে কোন সময় এই শুভ ভৈরবীচক্র করিবে। ১৫৪। সাধকগণের মঙ্গল-কর ভৈরবী-চক্রের বিধান বলিতেছি। ভগবতী যদ্দ্বারা আরাধিতা হইলে সত্বর বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ১৫৫। কুলাচার্য্য রম্য ভূমিতে উত্তম আসন বিছাইয়া কামাদ্য অস্ত্র অর্থাৎ ক্লীং ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা ঐ আসন শোধনানন্তর তাহাতে উপবেশন করিবেন। ১৫৬। সুবুদ্ধি ব্যক্তি সিন্দূর রক্তচন্দন অথবা কেবল জল দ্বারা ত্রিকোণ ও তদ্বহির্ভাগে চতুষ্কোণমণ্ডল প্রস্তুত করিবেন। ১৫৭। সাধক বিচিত্র ঘট আনয়ন করিয়া তাহাকে ক্রমে দধি ও অক্ষত যুক্ত, ফলপল্লবোপেত, সিন্দূর-তিলকযুক্ত, এবং সুবাসিত জল পূর্ণ, করিয়া প্রণবোচ্চারণান্তে সেই মণ্ডলে স্থাপন পূর্ব্বক ধূপ দীপ দেখাইবে। ১৫৮। ১৫৯। গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ইষ্টদেবতা-ধ্যান করিবে এবং সংক্ষেপ-পূজা বিধিঅনুসারে তাহাতে পূজা করিবে। ১৬০। হে সুরবন্দিতে। ইহাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাতে গুরু প্রভৃতির নয়টী পাত্র স্থাপন প্রয়োজনীয় নহে। ১৬১। ব্রতী যথেপ্সিত তত্ত্ব সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া অস্ত্র অর্থাৎ ফট্ মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ অনিমিষদর্শন দ্বারা অবলোকন করিবে। ১৬২। অনন্তর অলিযন্ত্রে অর্থাৎ মদ্যপাত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া তাহাতে আনন্দভৈরবী দেবী আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে। ১৬৩। (আনন্দভৈরবীর ধ্যান) বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান-মূর্ত্তি, মনোরম-হাস্যসুধার কমনীয় কান্তি দ্বারা শোভমান-মুখকমলা নৃত্যগীতে আনন্দিতা নানালঙ্কার-বিভূষিতা বিচিত্র বসনা বরাভয় করাকে ধ্যান করিবে। ১৬৪। ১৬৫। এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া আনন্দভৈরবের স্মরণ অর্থাৎ ধ্যান করিবে। ১৬৬ (আনন্দভৈরবের ধ্যান) কর্পূরাশির ন্যায় শুক্লবর্ণ, কমলের ন্যায় বিশালনেত্র, দিব্য বসনে ও দিব্য ভূষণে দ্বিগুণিত-দেহকান্তি, বাম

পাণিকমল দ্বারা সুধাপূর্ণ-পাত্র এবং দক্ষিণ পাণিকমল দ্বারা শুদ্ধি-গুটিকাধারীকে স্মরণ করি। ১৬৭। সাধক এইরূপে উভয়ের ধ্যান করিয়া সেই সুরাপাত্রে উভয়ের সমরসতা চিন্তাকরত আদিতে প্রণব অন্তে নমঃ-যুক্ত নাম মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করণানন্তর সুরা শোধন করিবে।১৬৮। কুলপূজক, স্বাহান্ত-পাশাদি-বীজত্রয় অর্থাৎ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা, এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিয়া হেতু অর্থাৎ সুরা শোধন করিবেন। ১৬৯। প্রবল কলিকালে গৃহস্থ একমাত্র গৃহকার্য্যকামনায় নিবিষ্টচিত্ত গৃহস্থদিগের আদ্যতত্ত্বের প্রতিনিধি পক্ষে মধুরত্রয় বিধেয়। ১৭০। দুগ্ধ, সিতা অর্থাৎ চিনি ও মধু, মধুরত্রয় বলিয়া জ্ঞাতব্য ইহাকে অলিরূপ অর্থাৎ মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে। ১৭১। কলিজাত মনুষ্য সকল স্বভাবত কামদ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত অতএব সামান্য বুদ্ধি; শক্তিকে অর্থাৎ নারীকে শক্তিরূপে জানিতে পারিবে না। ১৭২। হে পার্ব্বতি। অতএব তাহাদিগের পক্ষে শেষতত্ত্বের অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বের প্রতিনিধিতে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ১৭৩। অনন্তর মাংস প্রভৃতি যাহা প্রাপ্ত অর্থাৎ কলিকালে অদূষিত তৎসমস্তের প্রত্যেক তত্ত্ব উক্ত মন্ত্র (আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা) দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। ১৭৪। পরে আনীত সমুদায় বস্তু ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কালীকে নিবেদন করিয়া পান ও ভোজন করিবে। ১৭৫। হে ভদ্রে। এই ভৈরবীচক্র সার হইতেও সার শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বতন্ত্রে গোপিত আছে, ইহা তোমার নিকট কথিত হইল।১৭৬। হে পার্ব্বতি। ভৈরবীচক্রে ও তত্ত্বচক্রে শৈবপদ্ধতিক্রমে বিবাহ কার্য্যসম্পাদন করা সাধক-শ্রেষ্ঠের কর্ত্তব্য।১৭৭। বিনা পরিণয়ে শক্তিসেবী বীর সাধক পরস্ত্রীগামীদিগের পাপ অর্থাৎ তৎপাপ সদৃশ পাপ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৭৮। ভৈরবীচক্র আবদ্ধ হইলে সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিই দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ভৈরবীচক্র সমাপ্ত হইলে সমুদায় বর্ণই পৃথক্ পৃথক্। ১৭৯। এই ভৈরবীচক্র মধ্যে জাতি বিচার নাই. উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই। চক্রমধ্যগত বীর সাধকগণ আমারই স্বরূপ, অন্যথা নাই।১৮০। এই চক্রে দেশকাল-নিয়ম নাই, পাত্র বিচার নাই। যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্য নিয়োজিত করিবে। ১৮১। বীরাচারীরা পশ্বাচারী কর্ত্তৃক দূরদেশ হইতে আনীত পক্ক বা অপক্ক দ্রব্য চক্র মধ্যগত হইলেই পবিত্র। ১৮২। হে মহেশ্বরি। ভৈরবীচক্রের আবদ্ধ সময়ে বীরগণের ব্রহ্মতেজঃ প্রভাবে উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া বিঘ্নসমুদায় পলায়ন করে। ১৮৩। পিশাচ গুহ্যক যক্ষ বেতাল এবং অপরাপর সমস্ত ক্রূরজাতি ভৈরবীচক্র শ্রবণ করিবামাত্র ভয় পাইয়া দূরে গমন করে। ১৮৪ সেই স্থানে সমুদায় তীর্থ মহাতীর্থ প্রভৃতি এবং দেবরাজের সহিত সকল দেবগণ আদর সহকারে আগমন করেন। ১৮৫। হে শিবে! চক্রস্থান মহাতীর্থ, সুতরাং সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহাতে দেবতারাও তোমার উত্তম নৈবেদ্য দানে ইচ্ছা করেন। ১৮৬। ম্লেচ্ছ শ্বপচ কিরাত অথবা হূণ কর্ত্তৃক আনীত আম বা পক্ক দ্রব্য বীর হস্তে অর্পিত হইলেই শুচি হইবে। ১৮৭। কলিকলুষ-দূষিত ব্যক্তিগণ ভৈরবীচক্র এবং মৎ—স্বরূপ সাধকগণকে দর্শন করিলেই পাপপাশ হইতে মুক্ত হয়। ১৮৮ প্রবল কলিকালে চক্রানুষ্ঠান গোপন করিবার আবশ্যকতা নাই। বীরাচারী সকল স্থানে সকল সময়ে কুলসাধন করিবেন।১৮৯। চক্রমধ্যে বৃথালাপ চপলতা বাচালতা নিষ্ঠীবন বা অধো-বায়ু-নিঃসারণ এবং বর্ণ ভেদ অর্থাৎ বর্ণ বিচার করিবে না। ১৯০। ক্রূর খল পশ্বাচারী পাপী নাস্তিক কুলদূষক এবং কুলশাস্ত্রের নিন্দক-দিগকে চক্র হইতে দূরে ত্যাগ করিবে। ১৯১। স্নেহ ভয় বা অনুরাগ হেতুক পশ্বাচারীদিগকে চক্রে প্রবেশ করাইলে বীরাচারী ও কুলধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিবে। ১৯২। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা সামান্য জাতি, কুলধর্ম্মাবলম্বী হইবে তাঁহারা সর্ব্বদা সেবরং

পূজ্য। ১৯৩। যিনি বর্ণাভিমান বশত চক্রে বর্ণভেদ করিবেন, তিনি বেদান্তপারগ হইলেও ঘোর নরকগামী হইবেন। ১৯৪। পবিত্রমনা সাধু এবং সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ চক্রান্তর্গত কৌলিকদিগের কোথা হইতে পাপশঙ্কা হইবে। ১৯৫। শৈবমার্গাবলম্বী বিপ্রাদিগণ যাবৎ চক্রমধ্যে অবস্থিতি করেন, শিবের আদেশ ক্রমে তাবৎ শাস্তবাচার অনুষ্ঠান করিবেন। ১৯৬। ইহারা সকলে চক্র হইতে বিনিঃসৃত হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোক্ত কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ সম্পাদন করিবেন। ১৯৭। শবাসন মুণ্ডাসন ও চিতাসনে আরূঢ় হইয়া শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল লাভ হয় জ্ঞানীসাধক চক্রমধ্যে একবার জপ করিলে সেই ফল লাভ করেন। ১৯৮। ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য কোন্ ব্যক্তি বলিতে সমর্থ হইবে, একবার ইহা করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৯৯। ছয়মাস (ইহা করিলে) ভূপতি, ও একবৎসর (ইহা করিলে) মৃত্যুঞ্জয় হয়। নিত্য আচরণ করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ২০০। হে কালিকে! এ বিষয়ে অধিক কথার প্রযোজন কি? হে সুব্রতে সত্যজানিও যে কুলপদ্ধতি ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের উপায়ান্তর নাই। ২০১। সর্ব্বধর্ম্ম-শূন্য কলির প্রাধান্য সময়ে কুলধর্ম্ম গোপন করিলে কৌলও নারকী হইবেন। ২০২ ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র সাধন ভৈরবীচক্র কথিত হইল। হে কুলেশ্বরি। অধুনা তত্ত্বচক্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ২০৩। তত্ত্বচক্র, চক্র সকলের রাজা। ইহা দিব্যচক্র বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ব্যতীত ইহাতে সকলের অধিকার নাই। ২০৪। যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম তৎপর, পবিত্রান্তঃকরণ, সর্ব্ব প্রাণীর হিতাচরণে রত, শান্ত, নির্ব্বিকার, তন্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসী, দয়াশীল, দৃঢ়ব্রত, সত্যসঙ্কল্প এবং ব্রাহ্ম, তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী। ২০৫।২০৬। হে তত্ত্বজ্ঞে! যাঁহারা এই চরাচরকে ব্রহ্মভাবে অবলোকন করেন, সেই সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের এই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে। ২০৭। হে দেবি! এই তত্ত্বনামক চক্রে যাঁহাদের "সকলই ব্রহ্মময়," এইরূপ ভাব হয়, তাঁহারাই তত্ত্বচক্রী অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে। ২০৮। ইহাতে ঘটস্থাপনা নাই, বাহুল্যরূপে পূজা নাই। সকল স্থলেই ব্রহ্মভাবে তত্ত্বসাধন করিবে। ২০৯। হে প্রিয়ে! ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি চক্রেশ্বর হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তত্ত্বচক্র আরম্ভ করিবেন২১০ রমণীয় অতি নির্ম্মল এবং সাধকদিগের সুখজনক প্রদেশে বিচিত্র আসন আনয়ন করিয়া বিমল আসন কল্পনা করিবে। ২১১। হে শিবে! চক্রেশ্বর সেই স্থানে ব্রহ্মসাধকদিগের সহিত উপবেশন করিয়া তত্ত্ব সমুদায় আহরণ করিবে ও অনন্তর সম্মুখে স্থাপন করিবে। ২১২। চক্রেশ্বর সকল-তত্ত্বে আদিতে তার অর্থাৎ (ওঁ) পরে প্রাণবীজ (হংসঃ) এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ২১৩। যদ্দারা যজ্ঞে ঘৃতাদি অর্পণ করা যায় তাহা অর্পণ পদবাচ্য অর্থাৎ শ্রুবাদি তাহা ব্রহ্ম যাহা অর্পিত হইতেছে অর্থাৎ ঘৃতাদি তাহাও ব্রহ্ম ব্রহ্ম অগ্নিতে স্বয়ং ব্রহ্ম কর্ত্তৃক হুত হইতেছে অর্থাৎ অগ্নি এবং হোমকর্ত্তাও ব্রহ্ম এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্মে যাঁহার চিত্তৈকাগ্রতা জন্মে তিনি ব্রহ্ম লাভই করিয়া থাকেন্। ২১৪। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ("ব্রহ্মা—র্ধিনা" মূল) সাতবার কিম্বা তিনবার জপ করিয়া তৎসমস্ত তত্ত্ব শোধন করিবে। ২১৫। অনন্তর ব্রাহ্ম মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় পরমাত্মাতে উৎসর্গ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণের সহিত একত্রে পান ও ভোজন করিবে। ২১৬। হে মহেশ্বরি! এই ব্রহ্মচক্রে জাতিগত পার্থক্য পরিত্যাগ করিবে ইহাতে দেশকালের নিয়ম কিম্বা পাত্র নিয়ম নাই। ২১৭। যে সকল মূঢ়নর এই দিব্যচক্রে অনবধানতাবশতঃ বংশগত কিম্বা জাতিগত বৈষম্য করিয়া থাকে তাহারা অতি নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ২১৮। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ সাধকপ্রধান, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার যত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবেন। ২১৯। শ্রীদেবী কহিলেন হে

হে প্রভো। আপনি অশেষ প্রকার গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম কহিয়াছেন এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সন্ন্যাস বিহিত ধর্ম্ম সমুদায় বলুন। ২২০। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে দেবি। কলিযুগে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত যে বিধিদ্বারা সংন্যাস আশ্রম কর্ত্তব্য, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। ২২১। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সমুদায় কাম্য কর্ম্ম রহিত হইলে, অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। ২২২। বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু পুত্র, পতিব্রতা ভার্য্যা, অসমর্থ বন্ধুবর্গ, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যিনি প্রব্রজ্যা করিবেন তিনি নরকে গমন করিবেন। ২২৩। কুলাবধূত সংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি, এই পাঁচ বর্ণেরই অধিকার আছে। ২২৪। সাধক, গৃহস্থোচিত কর্ম্মসম্পাদন করিয়া আত্মীয় স্বজন সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া মমতা-শূন্য কামনা শূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবে। ২২৫। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গমন করিতে অভিলাষী ব্যক্তি আত্মীয় স্বজন বন্ধু ও প্রতিবাসিগণকে এবং গ্রামস্থজনগণকে ডাকিয়া, প্রীতিপূর্ণ মনে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। ২২৬। পরে সকলের অনুমতি গ্রহণানন্তর অভীষ্টদেবতাকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিরপেক্ষ হৃদয়ে গৃহ হইতে নির্গত হইবে। ২২৭। সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দলাভে সুখী হইয়া কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট গিয়া ইহা প্রার্থনা করিবে হে পরব্রহ্মন্। গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স কাটিয়া গিয়াছে হে নাথ। আমি এক্ষণে সংন্যাসগ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২২৯। গুরু, বিচার করিয়া নিবৃত্ত-গৃহকর্ম্ম সেই ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেকযুক্ত দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রম আদেশ করিবেন। ২৩০। তদনন্তর শিষ্য স্নান করিয়া সংযতাত্মা হইয়া আহ্নিককার্য্য সমাধাপূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবগণ ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। ২৩১। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনুচরগণেরসহ রুদ্র, এই দেবগণ সনক প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ, ও ব্রহ্মর্ষিগণ। ২৩২। এবং যে সকল পিতৃগণ সংন্যাস গ্রহণের সময় পূজ্য তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩৩। হে দেবি। পিতা পিতামহ প্রপিতামহ মাতা পিতামহী প্রপিতামহী মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে পূজা করিতে হইবে। ২৩৪। সংন্যাস গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্বদিকে দেবগণের এবং ঋষিগণের পূজা করিতে হইবে, পশ্চিমদিকে মাতামহপক্ষের পূজা করিবে। ২৩৫। পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই আসন স্থাপন করিবে। এই আসনে ক্রমশ দেব প্রভৃতির আবাহন করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। ২৩৬। অনন্তর যথাবিধানে সকলের অর্চ্চনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদান করিবে। এইরূপে পিণ্ডদানের বিধানানুসারে যথাক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণের ও দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিবে। ২৩৭। হে পিতৃগণ। হে মাতৃগণ। হে দেবর্ষিগণ। আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনারা শীঘ্র আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত করুন। ২৩৮। এইরূপে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ও মাতৃগণের নিকট বারম্বার প্রণাম করিয়া এবং তাহাদিকে প্রার্থনা করিয়া আপনার আনৃণ্য ঋণত্রয় বিনির্ম্মুক্ত সাধক আত্মশ্রাদ্ধ করিবে। ২৩৯। আত্মাই সকলের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত আপনার শ্রাদ্ধ করিবেন। ২৪০। হে দেবি। পূর্ব্ববৎ পরিকল্পিত আসনে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবে এবং নিজ পিতৃগণকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনাকরত পিণ্ডদান করিবে। ২৪১। দেবগণের ঋষিগণের ও পিতৃগণের (পিণ্ডদানের নিমিত্ত) যথাক্রমে পূর্ব্বাগ্র দক্ষিণাগ্র পশ্চিমাগ্র এবং আপনার পিণ্ডদানের নিমিত্ত উত্তরাভিমুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিবে। ২৪২। মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুপ্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শতবার হ্রীং ত্র্যম্বকং এই মন্ত্র জপ করিবে। ২৪৩

২৪৪। অনন্তর গুরু, পূজাপদ্ধতি অনুসারে বেদীতে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবেন। ২৪৫ পরে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম ব্রহ্মের ধ্যানপূর্ব্বক শৈব পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া বহ্নি স্থাপন করিবেন ।২৪৬। অনন্তর গুরু পূর্ব্বকথিত সংস্কৃত বহ্নিতে স্বকল্পোক্ত আহুতি প্রদান করিয়া শিষ্যকে আহ্বানপূর্ব্বক সাকল্প হোম করাইবেন। ২৪৭। প্রথমত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাণ হোম অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর হোম করিবে। প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণ বায়ু। ২৪৮। অনন্তর দেহে আত্মার অধ্যাসের অর্থাৎ দেহকে আত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয় তাহার বিনিবৃত্তির নিমিত্ত তত্ত্ব হোম করিতে হইবে। পৃথিবী ইত্যাদি প্রাণ কর্ম্মাণি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া এতানি মে " পদের অন্তে " শুদ্ধ্যন্তাং " পদ উচ্চারণ করিবে পরে " জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মাভূয়াসং" ইহা বলিবে (ইহা তত্ত্বহোমের মন্ত্র) অর্থ এই পৃথিবী সলিল অগ্নি বায়ু আকাশ গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ বাক্য পাণি পাদ পায়ু উপস্থ শ্রোত্র ত্বক্ নয়ন জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার দেহজ সমুদায় কার্য্য সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য যে সমুদায় প্রাণ কার্য্য এই সকল আমার শুদ্ধ হউক জ্যোতিঃস্বরূপ আমি রজঃ ও পাপশূন্য হই ।২৫৩। ও এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমুদায় দৈহিক কর্ম্ম অগ্নিতে হোম করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পরে নিজ শরীর মৃতবৎ চিন্তা করিবে। ২৫৪। এইরূপে নিজ শরীর মৃতবৎ ও সর্ব্ব কর্ম্ম রহিত ভাবনা করিয়া সেই পরম ব্রহ্ম স্মরণ করত গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উদ্ধৃত করিবে বক্ষস্থল হইতে স্কন্ধদেশে রাখিবে ।২৫৫। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঐঁ ক্লীঁ হুং এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে যজ্ঞসূত্র উত্তারণ ও হস্তে ধারণ, ব্যাহৃতিত্রয় পাঠ এবং স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিয়া ঘৃত সংযুক্ত ঐ যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ২৫৬। এইরূপে যজ্ঞোপবীত হোম করিয়া কামবীজ অর্থাৎ ক্লীং উচ্চারণ করত শিখাচ্ছেদনপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া ঘৃতমধ্যে স্থাপন করিবে ।২৫৭। হে ব্রহ্মপুত্রি। হে শিখে। তুমি কেশরূপা তপস্বিনী। হে দেবি। তোমাকে অগ্নিতে স্থান দিতেছি, তুমি গমন কর, তোমাকে নমস্কার। ২৫৮। পরে কাম, মায়া, কূর্চ্চ, অস্ত্র এবং বহ্নিজায়া অর্থাৎ ক্লীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই সুসংস্কৃত অগ্নিতে শিখা হোম করিবে। ২৫৯। পিতৃগণ দেবগণ ও দেবর্ষিগণ শিখা আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন এবং সমুদায় আশ্রমের কর্ম্ম সকল শিখার উপরি অবস্থান করেন। ২৬০। অতএব দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ দেবতাগণ সকলকেই সন্তর্পিত করিয়া দেহী শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে ।২৬১। যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগ করিলেই দ্বিজগণের সংন্যাস হয়। ২৬২। শূদ্র ও সামান্য জাতিগণের শিখা হোম করিলেই সংস্কার হয়। অনন্তর শিখা ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ২৬৩। গুরু শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর্ণে ইহা বলিবেন যে, হে মহাপ্রাজ্ঞ। সেই ব্রহ্ম তুমিই। তুমি হংসঃ ও সোহং ভাবনা কর। তুমি অহঙ্কার ও মমতা রহিত হইয়া নিজের শুদ্ধভাবে সুখে বিচরণ কর ।২৬৪। অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু, ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবেন (মন্ত্র যথা ২৬৫) তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার। তোমাকে ও আমাকে বারম্বার নমস্কার। হে বিশ্বরূপ। তুমিই তাহা অর্থাৎ জীব এবং তাহাই অর্থাৎ জীবই তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। ২৬৬। জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের নিজ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিখাচ্ছেদনেই সংন্যাস গ্রহণ করা হয়। ২৬৭। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগের যজ্ঞ পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রয়োজন কি? । তাঁহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। ২৬৮। অনন্তর শিষ্য, সুখ দুঃখাদিরূপ

দ্বন্দ্বরহিত কামনা রহিত স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন। ২৬৯। তিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্ব সৎস্বরূপ চিন্তা করিবেন, নামরূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার ধ্যান করত আবাসশূন্য ক্ষমাশীল নিঃশঙ্কহৃদয় সংসর্গশূন্য মমতাশূন্য অহঙ্কারশূন্য ও সংন্যাসী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। ২৭০। ২৭১। তিনি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ হইতে মুক্ত হইবেন। তিনি লব্ধ বিষয়ের রক্ষা ও অলব্ধ বিষয়ের লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি সুখ দুঃখে সমান, ধীর, জিতেন্দ্রিয়, এবং স্পৃহারহিত হইবেন। ২৭২। দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থির থাকিবে, সুখ উপস্থিত দেখিলেও তিনি তাহাতে স্পৃহা করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত, শুচি, শান্ত, নিরপেক্ষ ও আকুলতাশূন্য হইবেন। ২৭৩ তিনি কোন জনকে উদ্বিগ্ন করিবেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতকরণে রত হইবেন, তিনি ক্রোধ ও ভয়শূন্য সংকল্পশূন্য উদ্যমশূন্য হইবেন। ২৭৪। শোকশূন্য দ্বেষশূন্য এবং শত্রুমিত্রে সমদর্শী হইবেন। তিনি শীত, বাত, আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি মান ও অপমান তুল্য জ্ঞান করিবেন। ২৭৫। শুভ অশুভে সমদর্শী হইবেন। তিনি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তুতেই পরিতুষ্ট থাকিবেন। তিনি ত্রিগুণাতীত, নির্ব্বিকল্প, লোভশূন্য ও সঞ্চয়রহিত হইবেন। ২৭৬। জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও যেমন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহার ন্যায় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যাভূত এই দেহ, আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে, সংন্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া সুখী হইবেন। ২৭৭। ইন্দ্রিয়গণই পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে। আত্মা সাক্ষী ও নির্লিপ্ত, সংন্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া মোক্ষভাগী হন। ২৭৮। সংন্যাসী ধাতুদ্রব্য প্রতিগ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া, পরিত্যাগ করিবেন। ২৭৯। পরিব্রাট্ সংন্যাসী দেবতা মনুষ্য বা কীটে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। সর্ব্বকর্ম্মেই সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। ২৮০। ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা চাণ্ডালের অন্ন হউক, সে কোন ব্যক্তির অন্ন সে কোন দেশ হইতে সমাগত, তাহা দেশ কাল বিচার না করিয়া ভোজন করিবেন। ২৮১। অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াও বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা সময় অতিপাত করিবেন। ২৮২। সংন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখনই দাহ করিবে না। ঐ দেহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া নিখাত অর্থাৎ ভূমিতে প্রোথিত করিবে অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে। ২৮৩। হে দেবি! সর্ব্বদা কামাভিলাষী অপ্রাপ্ত-যোগ মনুষ্য সকলের স্বভাবতই কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হয়। ২৮৪। এই সকল ব্যক্তি সেই কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত হইয়া ধ্যান, পূজা, জপ প্রভৃতি সাধন বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই ধ্যান, পূজা, জপকে শ্রেয় বলিয়া জানুন। ২৮৫। এই কারণে আমি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান বলিয়াছি। এই কারণেই আমি বহুবিধ নাম রূপ কল্পনা করিয়াছি। ২৮৬। হে দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এবং কর্ম্ম সংন্যাস ব্যতিরেকে শত কল্প ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলেও কোনজন মুক্তিভাগী হইতে পারিবে না। ২৮৭। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কুলাবধূত, মনুষ্যাকৃতি হইয়াও জীবন্মুক্ত। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধ করিয়া পূজা করিবেন। ২৮৮। মনুষ্যগণ যতিকে দর্শন করিবামাত্র সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে। ২৮৯।

ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মকথনম্নামক অষ্টম উল্লাস।

নবম উল্লাস।

[illegible] কহিলেন, হে [illegible] আশ্রম সকলের আচার ও ধর্ম্ম [illegible]

কথিত হইযাছে। সমস্ত বর্ণেব সংস্কাব, বক্তা- আমা হইতে শ্রবণ কব। ১। হে দেবি। সংস্কাব বিনা দেহশুদ্ধি হয না। অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকাবী হইতে পাবিবে না। এইহেতু ইহলোকে ও পবলোকে হিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ বিপ্রাদি বর্ণেব সর্ব্বথা বহু- প্রযত্নে স্ব স্ব বর্ণবিহিত সংস্কাব কবা কর্ত্তব্য। ৩ জীবসেক অর্থাৎ গর্ভ্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তো- ন্নযন, জাতকর্ম্ম, নামকবণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, অনন্তব চূড়াকবণ, ও বিবাহ, দশ সংস্কাব বলিযা কথিত হইযাছে। ৪। * শূদ্রজাতি ও শূদ্র ভিন্ন অর্থাৎ সামান্য জাতিব উপনযন নাই। তাহাদেব নযটীমাত্র সংস্কাব এবং দ্বিজগণেব দশ সংস্কাব স্মৃত হইযাছে, হে ববাবোহে। নিত্যনৈমিত্তিক এবং কাম্য সকল কর্ম্মই শম্ভুপ্রদর্শিত মার্গ দ্বাবা কবিবে। ৬। হে প্রিয়ে। যে যে কর্ম্মে যে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, পূর্ব্বেই ব্রহ্মারূপে তৎসমস্ত আমাকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইযাছে। ৭। সমস্ত সংস্কাব ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণভেদ অনুসাবে ক্রমে মন্ত্র আমাকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। ৮। হে কালিকে! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপবযুগে সেই সেই কর্ম্ম সকলেব অনুষ্ঠানকালে আদিতে প্রণব যোগ কবিয়া মন্ত্র ব্যবহাব কবিবে। ৯। হে পবমেশানি। শঙ্কবেব আদেশক্রমে কলি- যুগে আদিতে ওঁকাবেব পবিবর্ত্তে মাযাবীজ (হ্রীঁ) যুক্ত তত্তৎ মন্ত্র দ্বাবা সকল কর্ম্ম কবিবে।১০। নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতাতে সমুদায মন্ত্র আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইযাছে, যুগ- ভেদে প্রযোগ ভেদও উক্ত হইযাছে। ১১। হে কল্যাণি। কলিকালেব মনুষ্যগণ অন্নগত-প্রাণ। সুতবাং হীনতেজাঃ। তাহাদিগেব হিতেব নিমিত্তই কুলধর্ম্ম নিরূপিত হইযাছে। ১২। কলিযুগেব দুর্ব্বল জীব পবিশ্রম সহ্য কবিতে অসমর্থ, তাহাদিগেব সংস্কাব প্রভৃতি ক্রিযা সংক্ষেপে তোমাব নিকট বলিতেছি। ১৩। হে সুববন্দিতে। কুশণ্ডিকা, সকল শুভকর্ম্মেব আদিভূতা অতএব প্রথমতঃ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কব। ১৪। বিচক্ষণ ব্যক্তি তুষ অঙ্গাব প্রভৃতি বহিত বমণীয পবি- ষ্কৃত স্থানে এক হস্ত পবিমিত স্থণ্ডিল বচনা কবিবে। ১৫। সেই মণ্ডলেব পূর্ব্বাগ্রে তিনটী বেখা বিধেয কূর্চ (হুঁ) মন্ত্রদ্বাবা উহা অভ্যুক্ষিত কবিযা বহ্নিবীজ (বং) মন্ত্রদ্বাবা আনযন কবিবে। ১৬। পবে বহ্নি আনযন কবিযা বাগ্ভব অর্থাৎ ঐং মন্ত্র স্মবণ কবত মণ্ডল পার্শ্বে স্থাপন কবিবে। ১৭। তৎপবে দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা তাহা হইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইযা হ্রীং ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা, এই মন্ত্র উচ্চাবণ- পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে বাক্ষসেব অংশ পবিত্যাগ কবিবে।১৮। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি পাণি- যুগল দ্বাবা উদ্ধৃত কবিযা মাযাদ্যা অর্থাৎ আদিতে হ্রীং বীজযুক্তা ব্যাহৃতি স্মবণ কবত আপনাব সম্মুখে ঐ বেখাত্রযে সংস্থাপিত ও তৃণ কাষ্ঠ দ্বাবা ঐ অগ্নিকে উজ্জ্বল কবিয়া সেই হুতাশনে ঘৃতাক্ত দুইটি সমিধ আহুতি প্রদান- পূর্ব্বক কর্ম্মানুসাবে বিহিত নাম কবণানন্তব অগ্নিকে ধ্যান কবিবে। ১৯। ২০। বালার্ক সদৃশ অরুণবর্ণ সপ্তজিহ্ব, দ্বিমস্তক, ছাগে আরূঢ, শক্তিধাবী, জটা ও মুকুটে বিভূষিত। ২১। এইরূপ ধ্যান কবিযা কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে আবাহন কবিবে। ২২। (আবাহনেব মন্ত্র যথা) হে প্রিযে মাযাবীজ (হ্রীং) উচ্চাবণ কবিযা "এহ্যেহি" পদেব পব "সর্ব্বামব" (পদ) বলিবে। পবে "হব্যবাহ" পদেব অন্তে "মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্ববং বক্ষ বক্ষ" ইহাব পব "নমঃ স্বাহা," উচ্চাবণ কবিবে। ২৩। এইরূপে অগ্নিকে আবাহন কবিয়া, (বহ্নে!) অবং তে যোনিঃ, এই পদ উচ্চাবণ কবত যথা উপস্থিত উপচাব দ্বাবা পূজা কবিযা সপ্ত জিহ্বাব পূজা কবিবে। ২৪। কালী কপালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী, লেলাযমানা এই সপ্তজিহ্বা। ২৫। হে মহেশ্ববি। অগ্নিব পূর্ব্ব- দিক হইতে আবম্ভ কবিযা উত্তব দিক পর্য্যন্ত তিন বাব প্রোক্ষণ কবিবে পবে যজ্ঞীয বস্তুবও তিন বাব প্রোক্ষণ কবিবে। ২৭। তৎপবে

* মূলে—"অতঃপব" শব্দেব অর্থ "অনন্তব" ইহা প্রত্যেক সংস্কাব-নামেব পব অনুবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে সংস্কাবেব ক্রম নির্ণয নিঃসন্দেহে হইবে।

মণ্ডলের পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-দিক পর্য্যন্ত কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। (উত্তর দিকে স্থিত) কুশগুলি উত্তরমুখ এবং অন্য দিকের কুশগুলি পূর্ব্বমুখ হইবে। ২৮। অগ্নিকে দক্ষিণা করিয়া অর্থাৎ অগ্নির বাম দিক্ দিয়া ব্রহ্মাসন সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার কল্পিত আসন হইতে একটি কুশপত্র গ্রহণ "হ্রীং নিরস্তঃ পরাবসুঃ" এই বলিয়া অগ্নির দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে। ২৯। হে যজ্ঞপতে। হে ব্রহ্মন্। এই তোমার আসন প্রস্তুত উপবেশন কর। (বলিবে) ব্রহ্মা, সীদামি অর্থাৎ উপবেশন করিতেছি, ইহা বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। ৩১। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ৩২। হে যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞ রক্ষা কর। হে বৃহস্পতে। যজ্ঞ রক্ষা কর। আমি যজ্ঞপতি, আমাকেও রক্ষা কর। হে কর্ম্মসাক্ষিন্। তোমাকে নমস্কার। ৩৩। ব্রহ্মা বলিবেন, রক্ষা করিতেছি। ব্রহ্মা না থাকিলে স্বয়ং ঐ বাক্য বলিবেন এবং আগচ্ছাগচ্ছ। অর্থাৎ এই স্থানে আইস, এস্থানে আইস, অনন্তর পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপ্তি, সে পর্য্যন্ত আপনাকে এখানে অবস্থান করিতে হইবে এই প্রার্থনা করিয়া তৎপরে নমস্কার করিবে। ৩৫। অগ্নির ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত তিনবার সজল হস্ত দ্বারা পর্য্যুক্ষণ করিয়া এবং পরে তিনবার অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিয়া অনন্তর সেই অর্থাৎ পূর্ব্বাগত পথ দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ আসনে উপবেশন করিবে এবং মণ্ডলের উত্তরদিকে কতকগুলি কুশ উত্তরাভিমুখ করিয়া বিছাইবে। ৩৭। অনন্তর সুধী সাধক, তাহাতে, সজল প্রোক্ষণী পাত্র আজ্য-স্থালী সমিৎ ও কুশ প্রভৃতি সকল যজ্ঞীয় বস্তু স্থাপন করিবে। ৩৮। পরে স্রুক্ স্রুবাদি স্থাপন করিয়া হ্রাং হ্রীং হ্রূং এই মন্ত্র পাঠ দিব্য দৃষ্টি অর্থাৎ অনিমিষ নয়নে অবলোকন এবং প্রোক্ষণ দ্বারা সংস্কার করিয়া তদনন্তর বিচক্ষণ সাধক ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া স্রুবনামক যজ্ঞীয়পাত্রস্থিত ঘৃত স্রুক্ দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার হিতচিন্তা করত "হ্রীং বিষ্ণবে" অন্তে দ্বিঠ "অর্থাৎ স্বাহা" মন্ত্র দ্বারা তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। ৪০। সেইরূপ অর্থাৎ স্রুক্ দ্বারা স্রুব স্থিত ঘৃত লইয়া প্রজাপতি দেবের ধ্যান করত বায়ু কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দ্বারা হোম করিবে। ৪১। * ঐরূপে পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া পুরন্দর দেবের ধ্যান করত নৈর্ঋত-কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা করিবে। ৪২। হে পর-মেশ্বরি। অনন্তর অগ্নির উত্তরে দক্ষিণে এবং মধ্যে যথাক্রমে অগ্নি, সোম ও অগ্নীসোমের উল্লেখ করিয়া তাহাতে চতুর্থী 'অন্তে নমঃ' ও আদিতে মায়া অর্থাৎ "হ্রীং" এই যোগনিষ্পন্ন হ্রীং অগ্নয়ে নমঃ, হ্রীং সোমায় নমঃ, হ্রীং অগ্নীষোমাভ্যাং নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার আহুতি প্রদানানন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি বিধের কর্ম্মোক্ত হোম করিবে। ৪৪। আহুতিত্রয় দান পর্য্যন্তকর্ম্মকে কে ধারা হোম কহে। ৪৫। যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে, দেয় বস্তুর উল্লেখও সেই দেবতার উদ্দেশে করিতে হইবে। (যথা হ্রীং বিষ্ণবে স্বাহা হবিরিদং বিষ্ণবে) এইরূপে প্রকৃত কর্ম্ম সমা-পন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। ৪৬। হে বরাননে। কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত হোম নাই, স্বিষ্টিকৃৎ ও ব্যাহৃতি হোম দ্বারা প্রায়-শ্চিত্ত হইয়া থাকে। ৪৭। পূর্ব্ববৎ হবিঃ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ স্রুবস্থিত হবি স্রুক্ দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাকে মনে মনে স্মরণ করত "হে দেবেশ। প্রমাদবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ এইকার্য্যে যাহাকিছু ন্যূনাধিক হইয়াছে তৎসমুদায়কে আমার উত্তম সম্পাদিত কর" হে দেবি! এই অর্থাৎ মূনাস্থ অদ্বিন্—দুরু মন্ত্র আদিতে মায়া (হ্রীং) অন্তে স্বাহা যোগে পাঠ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। ৪৯।

* হোমস্থলে বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে প্রণব ও হ্রীং পদে যদুদ্দেশে হোম করিতে হইবে তাহার চতুর্থ্যন্ত-নাম অন্তে স্বাহা যথা হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা ইত্যাদি।

হে অগ্নি! তুমি সকল লোকের পবিত্রতাজনক অভীষ্ট কর্ত্তা, প্রভু, যজ্ঞের সাক্ষী এবং মঙ্গল-কর্ত্তা. তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর। (আদিতে) মায়াবীজ ও (শেষে) স্বাহা পদ যোগে এই মন্ত্র অর্থাৎ মূলস্থ (মূলগ্রন্থে—পূর্ব্ব) দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ৫০। যজ্ঞসাধক এইরূপে স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিয়া হে পরব্রহ্মন্! এই কর্ম্মের যাহা কিছু অযুক্ত, কৃত হইয়াছে। হে বিভো তাহা শান্তির নিমিত্ত এবং যজ্ঞসম্পত্তির নিমিত্ত ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিতেছি (বলিবে) আদিতে মায়া (হ্রীং) এবং অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) যুক্ত ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনমন্ত্র (অর্থাৎ হ্রীঁ ভূঃ স্বাহা ইত্যাদি) দ্বারা তিনবার আহুতি দিবে ও ত্রিতয় দ্বারা (হ্রীং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা) মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া জ্ঞানী যজ্ঞকর্ত্তা যজ-মানের সহিত পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। ৫৩। যদি যজমান স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা হন, তাহা হইলে স্বয়ং আহুতি প্রদান করিবেন অভিষেক বিধা-নাদিতেও এইরূপ বিধি স্মৃত আছে। ৫৪। প্রথমতঃ মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর যজ্ঞপতে এই পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর "পূর্ণোভবতু মজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু" শেষে বহ্নিকান্তা (স্বাহা); (ইহা পূর্ণাহুতির) মন্ত্র। অর্থাৎ হে যজ্ঞেশ্বর আমার এই যজ্ঞ পূর্ণ হউক, যজ্ঞদেবতারা পরিতুষ্ট হউন এই যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রদান করুন। ৫৫। জ্ঞানী ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্র চিত্তে এই মন্ত্রদ্বারা ফল ও তাম্বূলের সহিত আহুতি হুতাশনে প্রদান করিবে। ৫৬। বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ণাহুতি দান করিয়া শান্তি-কর্ম্ম আচরণ করিবে। প্রথমত প্রোক্ষণীপাত্র হইতে কুশদ্বারা গৃহীত জলদ্বারা মস্তক সম্মা-র্জ্জন করিবে। ৫৭। জল আমার উত্তমবন্ধু স্বরূপ হউন্! আমার পক্ষে ঔষধি স্বরূপ হউন্ জল আমাদিগকে নিত্য রক্ষা করুন, জল স্বয়ং নারায়ণ। ৫৮। হে সলিল। তুমি, সুখ প্রদান করিয়া থাক, তুমি আমাদিগকে ঐহিক বিষয় প্রদান কর। এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা মস্তক সিক্ত করিয়া ভূমিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। ৫৯। যাহারা নিয়ত আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যে সকল লোকের দ্বেষ করিয়া থাকি, তাহাদের পক্ষে জল শত্রু স্বরূপ হইয়া তাহা-দিগকে ভক্ষণ করুন। ৬০। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কুশদ্বারা ঈশানকোণে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া কুশ সমুদায়ও পরিত্যাগ করিয়া পরে কৃতাঞ্জলিপুটে হুতাশনের নিকট প্রার্থনা করিবে। ৬১। হে হব্যবাহন। আমাকে বুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান, বল অর্থাৎ শক্তি, মেধা অর্থাৎ ধারণাশক্তি, প্রজ্ঞা অর্থাৎ সারাসারবিবেক নৈপুণ্য, শ্রদ্ধা যশঃ শ্রী আরোগ্য তেজঃ আয়ুঃ, এতৎ সমুদায় প্রদান কর। ৬২। হে শিবে! অগ্নির নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে। ৬৩। হে যজ্ঞ। তুমি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুতে গমন কর। হে হুতাশন! তুমি যজ্ঞেতে প্রবিষ্ট হও। হে যজ্ঞেশ্বর। তুমি স্বস্থানে গমন কর এবং আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দাও। ৬৪। অগ্নে! ক্ষমস্ব স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে দধিদ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত করিবে। ৬৫। অনন্তর ব্রহ্মাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া ভক্তি সহকারে নমস্কার পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। পরে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা তিলক করিবে। ৬৬। মায়া অর্থাৎ হ্রীং কাম অর্থাৎ ক্লীং উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বশান্তিকরং ভব, (বলিবে) এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তা ললাটে তিলক ধারণ করিবে। ৬৭। ইন্দ্র অগ্নি ব্রহ্মা প্রজাপতি বসুগণ রুদ্রগণ ও মরুদ্গণের প্রসাদে শান্তি হউক ও মঙ্গল হউক। ৬৮। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের উপর আয়ুর্বৃদ্ধিকর তিলক ধারণ করিয়া হোমের ও প্রকৃত কর্ম্মের যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৬৯। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বসৎকর্ম্মের কুশণ্ডিকা কহি-লাম। কুলসাধকগণ, শুভকর্ম্মের অগ্রে যত্নপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। ৭০। হে শিবে। বংশক্রমে যাঁহাদের প্রকৃত কর্ম্মে চরু করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদের কর্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত চরু কর্ম্ম বলিতেছি। ৭১।

প্রথমতঃ তাম্রময়ী বা মৃণ্ময়ী চরুস্থালী প্রস্তুত করিতে হইবে। ৭২। পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধিঅনুসারে দ্রব্য সংস্কার অবধি সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনার সম্মুখে চরুস্থালী আনয়ন করিবে। ৭৩। পরে ঐ চরুস্থালী অক্ষত ও অব্রণ দেখিয়া প্রাদেশ প্রমাণ একটি পবিত্র কুশস্থালী মধ্যে নিযুক্ত করিবে। ৭৪। হে সুরবন্দিতে। তৎপরে যজ্ঞস্থলে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া স্থণ্ডিলের নিকট সংস্থাপনপূর্ব্বক যে কর্ম্মে যে দেবতার পূজা করিবার রীতি আছে, চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত তত্তন্নাম উল্লেখ করিয়া ত্বাজুষ্টম্ এই কথা বলিয়া ক্রমশঃ, গৃহ্লামি (লইতেছি,) নির্ব্বপামি (স্থালীতে রাখিতেছি,) প্রোক্ষামি (জলসেক করিতেছি) বলিয়া প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিবে, স্থালীতে রাখিবে এবং জলসিক্ত করিবে। ৭৫—৭৭। হে সুব্রতে। অনন্তর তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি প্রদান করিয়া সমাহিত হৃদয়ে সুসংস্কৃত বহ্নিতে পাক বিধি অনুসারে উহা উত্তমরূপে পাক করিবে। ৭৮। পরে যখন জানিবে ঐ অন্ন সুপক্ক ও কোমল হইয়াছে, তখন তাহাতে ঘৃত স্রুব নিক্ষেপ করিবে। ৭৯। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি চরুপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে পুনশ্চ তিনবার ঘৃত প্রদানপূর্ব্বক কুশ দ্বারা চরুস্থালী আচ্ছাদন করিবে। ৮০। তৎপরে চরুস্থালী হইতে স্রুব সংজ্ঞক যজ্ঞপাত্রে কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে ঘৃত প্রদানপূর্ব্বক জানু হোম করিবে। ৮১। তদনন্তর ধারা হোম করিয়া প্রধানীভূত কর্ম্মে যে স্থলে যে দেবতা পূজ্য, সেই দেবতার মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ৮২। এইরূপে প্রকৃত হোম সমাপন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাপনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৮৩। দশবিধ সংস্কার সময়ে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে এইরূপ বিধি কথিত হইল। শুভ কর্ম্মের আদিতে কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত ইহা বিধেয়। ৮৪। হে মহামায়ে। অতঃপর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া সকল উক্ত হইতেছে। তন্মধ্যে ক্রম অনুসারে প্রথমতঃ ঋতুসংস্কার কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর। ৮৫। নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক শুদ্ধশরীর হইয়া ব্রহ্মা দুর্গা গণেশ গ্রহগণ ও দিক্‌পতিগণ এই পঞ্চ দেবতার পূজা করিবে। ৮৬। স্থণ্ডিলের পূর্ব্বদিকে বটের উপর এই সমুদায় দেবতার পূজা করিয়া পরে ক্রমে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। ৮৭। (মাতৃগণ যথা) গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। ৮৮। হে দেবগণের আনন্দদায়িনী সমস্ত মাতৃগণ আপনারা আগমন করুন। বিবাহ ব্রত ও যজ্ঞের সমুদায় অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন্। ৮৯। হে সমুদায় মাতৃগণ স্ব স্ব যান ও শক্তিসমারূঢ়া হইয়া সদা সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধির নিমিত্ত আগমন করুন। ৯০। এই প্রকারে মাতৃকাগণকে আবাহন ও যথাশক্তি পূজা করিয়া নাভি পরিমিত উচ্চ দেহলীতে প্রাদেশ পরিমিত স্থানে সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা সাতটি বা পাঁচটি বিন্দু প্রদান করিবে। ৯১। জ্ঞানী ব্যক্তি কাম, মায়া, রমা অর্থাৎ ক্লীং হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় স্মরণ করত প্রত্যেক বিন্দুকে নমস্য করিয়া অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বসু নামক দেবতার পূজা করিবে। ৯২। ধীর ব্যক্তি মদুক্ত পদ্ধতি অনুসারে এইরূপে বসুধারা রচনা করিয়া স্থণ্ডিল বিরচনা অনন্তর বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক হোম দ্রব্য সমুদায় সংস্কার করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট চরু পাক করিবে। ৯৩। এই ঋতুসংস্কারকার্য্যে প্রাজাপত্য নামা চরু ইহাতে বায়ু নামা বহ্নি প্রদান হোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমুদায় সমাধা করিয়া ঋতু সংস্কার কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ৯৪। হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চরু দ্বারা আহুতিত্রয় প্রদান করিয়া এই অর্থাৎ বহ্ন্যাণ মন্ত্র (বিষ্ণুর্যোনিং) পাঠ করত এক আহুতি প্রদান করিবে। ৯৫। বিষ্ণু উৎপত্তিস্থান রচনা করুন। ত্বষ্টা রূপের পরিমিত করুন, প্রজাপতি নিষেক করুন, ধাতা তোমার গর্ভ পোষণ করুন। ৯৬।

অনন্তর সূর্য্য প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করত ঘৃত দ্বারা চরু দ্বারা বা সঘৃত চরু দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ৯৭। তুমি শিনীবালী-স্বরূপা হইয়া গর্ভধারণ কর। তুমি সরস্বতী স্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর। পদ্মপুষ্প মালা-ধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার গর্ভআধান করুন। ৯৮। দেবী শিনীবালী সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধ্যান করিয়া স্বাহান্ত এই মন্ত্র অর্থাৎ গর্ভংস্রজৌ স্বাহা দ্বারা উত্তম আহুতি প্রদান করিবে। ৯৯। অনন্তর কাম, বধূ, মায়া, রমা ও কূর্চ্চ অর্থাৎ ক্লীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ উচ্চারণ করিয়া অমুষ্যৈ পুত্র-কামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। ১০০। এই উত্তানা ধরণী দেবী যেমন গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দশম মাসে প্রসব হইবার নিমিত্ত তুমি গর্ভধারণ কর, স্বাহান্ত এই মন্ত্র অর্থাৎ যথেয়ং স্তয়ে স্বাহা পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুর ধ্যান করত আহুতি প্রদান করিবে। ১০১। পুন-র্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান-পূর্ব্বক হে বিষ্ণো। তুমি শ্রেষ্ঠরূপ দ্বারা এই নারীতে শ্রেষ্ঠ সন্তান আধান কর। এতদর্থক মন্ত্র বিষ্ণো ধেহি ওঠদ্বন্দ্ব অর্থাৎ স্বাহা পদ উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। ১০২। অনন্তর কামবীজপুটিত মায়া অর্থাৎ ক্লীং হ্রীং ক্লীং এবং মায়া পুটিত বধূ অর্থাৎ হ্রীং স্ত্রীং হ্রীং ও পুনর্ব্বার কাম (ক্লীং) মায়াবীজ (হ্রীং) পাঠ করিয়া ইহার অর্থাৎ ভার্য্যার মস্তক স্পর্শ করিবে। ১০৩। পরে পতিপুত্রবতী রমণীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া স্বামী দুই হস্ত দ্বারা বধূর মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বিষ্ণু দুর্গা বিধি ও সূর্য্যের ধ্যান করিয়া আহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদানপূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১০৪। ১০৫। অথবা সায়ংকালে গৌরীশঙ্কর পূজা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে দম্পতীর শোধন হইবে। ১০৬। এই তোমার নিকট ঋতু-শোধন কর্ম্ম কহিলাম, এক্ষণে গর্ভাধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০৭। সেই ঋতুসং-স্কারের রাত্রিতে অথবা অন্য কোন যুগ্ম রাত্রিতে ভার্য্যার সহিত গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রজা-পতিদেবকে ধ্যান করিয়া ভর্ত্তা পত্নীকে স্পর্শ-করত 'মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ পূর্ব্বক পাঠ করিবে যে, হে শর্ব্যে! আমাদের উত্তম সন্তানের নিমিত্ত তুমি শুভকরী হও অর্থাৎ হ্রীং আরোহঃ—ভর এই মন্ত্র। ১০৮। ১০৯। অনন্তর ভার্য্যার সহিত শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক পত্নীকে দর্শন করত ঐ পত্নীর মস্তকে হস্ত আধান করিয়া বাম হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করণান্তে স্থানে স্থানে মন্ত্রজপ করিবে। ১১০। মস্তকে একশতবার কাম বীজ (ক্লীঁ) জপ করিয়া চিবুকে একশতবার বাগ্ভব (ঐঁ) কণ্ঠে রমা অর্থাৎ শ্রীঁ বীজ বিংশতিবার স্তনদ্বয়ে ঐ শ্রীঁ বীজ এক একশতবার হৃদয়ে দশবার মায়া (হ্রীঁ) বীজ নাভিতে ঐ হ্রীঁ বীজ পঞ্চবিংশতি বার জপ করণান্তর। যোনিতে হস্ত প্রদান করিয়া কামবীজের সহিত বাগ্ভব অর্থাৎ ক্লীঁ ঐঁ এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া লিঙ্গে ঐরূপ অর্থাৎ ক্লীঁ ঐঁ এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করার পর হ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যোনিকে বিকাসিত করিয়া সন্তান কামনায় পত্নী গমন করিবে। ১১১—১১৩। পতি রেতঃপাত সময়ে প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া নাভির নিম্নে চিৎকুণ্ডে বক্তিকা নাড়ীতে বীজ নিক্ষেপ করিবে। ১১৪। বিদ্বান্ ব্যক্তি শুক্র ত্যাগ সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ১১৫। যেমন পৃথিবী অগ্নিদ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, অমরাবতী যেমন ইন্দ্রদ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, দিক্ যেমন বায়ুদ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও গর্ভবতী হও (ইহা মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্র যথা—যথা—ভর)। ১১৬। হে মহেশ্বরি। সেই ঋতুতে অথবা অন্য ঋতুতে গর্ভ হইলে, গৃহস্থ গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন সংস্কার করিবে। ১১৭। ভর্ত্তা নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া পঞ্চ-দেবতার পূজা করিবে। পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। ১১৮।

তৎপরে সুধী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিঅনুসারে ধারা হোমান্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পুংসবন ক্রিয়া করিবে। ১১৯। তাহাতে প্রাজাপত্য নামা—চরু এবং চন্দ্র নামা—হুতাশন। ১২০। অনন্তর স্বামী গব্য দধিতে একটী যব এবং দুইটী মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে তিনবার জিজ্ঞাসা করিবে হে ভদ্রে! তুমি কি পান করিতেছ? ১২১। অনন্তর পত্নী তিনবার বলিবে যে, হ্রীঁ পুংসবনম্ অর্থাৎ পুত্র প্রসবের হেতু—ভূত বস্তু পান করিতেছি। পরে নারী তিন প্রসূতি যব ও মাষকলায়যুক্ত দধি পান করিবে। ১২২। অনন্তর স্বামী জীবৎ পুত্রা নারীগণের সহিত বনিতাকে যাগস্থানে আনয়ন করিবে এবং বাম ভাগে উপবেশন করাইয়া চরুহোম আরম্ভ করিবে। ১২৩। প্রথমত পূর্ব্বের ন্যায় চরু লইয়া মায়া কূর্চ্চ অর্থাৎ হ্রীঁ হুঁ উচ্চারণপূর্ব্বক গর্ভবিঘ্ন কর্ত্তা যেসকল এবং গর্ভনাশক যেসকল ভূত প্রেত পিশাচ বেতাল, ও বালঘাতক তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর, গর্ভরক্ষা কর। ইহা মন্ত্রার্থ, পরে স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে মন্ত্র যথা—হ্রীং হুং যে—কুরুস্বাহা। ১২৫। এই মন্ত্রদ্বারা বক্ষোঘ্ন হুতাশনের ধ্যান করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যানকরত দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে। ১২৬। অনন্তর মায়া অর্থাৎ হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহা, এই মন্ত্রদ্বারা পঞ্চ আহুতি প্রদান করিয়া স্পর্শপূর্ব্বক ভার্য্যার হৃদয়ে একশতবার মায়া, লক্ষ্মী অর্থাৎ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ করিবে। ১২৭। অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম দ্বারা পুংসবন কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরে পঞ্চম মাসে ভার্য্যাকে পঞ্চামৃত প্রদান করিবে। ১২৮। শর্করা মধু দুগ্ধ ঘৃত দধি, সমভাগ এই পঞ্চ দ্রব্য পঞ্চামৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে ইহা দেহশুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত। ১২৯। হে শিবে। স্বামী পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের উপর বাগ্‌ভব, মদন, লক্ষ্মী, মায়া, কূর্চ্চ ও ইন্দ্র অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ লঁ এই বীজ একএকটী পাঁচ, পাঁচবার জপ করিয়া পঞ্চামৃত একত্র করিয়া পঞ্চমমাসে পত্নীকে পান করাইবে। ১৩০। ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। যে পর্য্যন্ত সন্তান প্রসূত না হয়, তাহার মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য। ১৩১ জ্ঞানবান্ ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত ধারা হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ভার্য্যার সহিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক, বিষ্ণবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়া অর্থাৎ বিষ্ণবে স্বাহা ইত্যাদি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। ১৩২। অনন্তর মানব চন্দ্রমার ধ্যান করিয়া শিব নামক হুতাশনে চন্দ্রের উদ্দেশে সাতবার আহুতি প্রদান করিবে। ১৩৩। হে শিবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্র বিষ্ণু শিব দুর্গা প্রজাপতি, ইহাঁদিগের ধ্যান করিয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। ১৩৪। অনন্তর ভর্ত্তা দক্ষিণ করে স্বর্ণময় কঙ্কতিকা (চিরুণী) গ্রহণ করিয়া সীমন্ত হইতে বদ্ধ কেশের (খোপার) অন্তর্ব্বর্ত্তী কেশপাশে প্রবেশ করাইবে। ১৩৫। শিব বিষ্ণু ও বিধিকে ধ্যান করণানন্তর মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ এই বীজ উচ্চারণ করিয়া ভার্য্যে—কুরু (এই মন্ত্র পাঠ করিবে) তাহার অর্থ হে আর্য্যে। হে কল্যাণি। হে সুভগে। হে সুব্রতে। তুমি দশম মাসে উত্তম সন্তান প্রসব করিয়া প্রীত ও আয়ুষ্মতী হও, এবং বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে কঙ্কতিকা তোমার তোজাবর্দ্ধিনী হউক। তুমি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ হোমাদি দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৩৮। সন্তান উৎপন্ন হইবামাত্র ধীর ব্যক্তি স্বর্ণ প্রদানপূর্ব্বক পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সূতিকাগার ভিন্ন অন্য গৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারা হোম সমাপন করিবে। ১'৯। পরে অগ্নি ইন্দ্র, প্রজাপতি বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মা, ইঁহাদের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর পিতা কাংস্য পাত্রে সমভাগ মধু ও ঘৃত লইয়া তাহাতে বাগ্‌ভব অর্থাৎ ঐঁ এই বীজ একশতবার জপ করিয়া পিতা দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করত—পুত্রকে উহা পান করাইবে। মন্ত্র যথা আয়ুঃ—শিশো তাহার অর্থ—হে শিশো। তোমার আয়ুঃ তেজ বল ও মেধা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।। ১৪২। এইরূপ আয়ুরুর কার্য্য করিয়া বালকের

একটী গুপ্ত নাম রাখিতে হইবে। পরে পুত্র উপনীত হইলে, তাহাকে ঐ গুপ্ত নাম দ্বারা আহ্বান করিবে।১৪৩। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তাদি হোম সমাধান করিয়া জাতকর্ম্ম সমাপন করিবে। তদনন্তর ধাত্রী উৎসাহ-পূর্ব্বক নাড়ীচ্ছেদ করিবে।১৪৪। যে পর্য্যন্ত নাড়ীচ্ছেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত শৌচ বাধিত হয় না অর্থাৎ অশৌচ হয় না, অতএব নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে দৈবী ও পৈত্রীক্রিয়া আচরণ করিবে।১৪৫। কন্যারও এইরূপ সমস্ত কর্ম্ম অমন্ত্রক সম্পাদন করিবে। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে প্রকাশ্য-নামকরণ করিবে।১৪৬। নাম-করণের সময় জননী শিশুপুত্রকে স্নান করাইয়া এবং উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করাইয়া ভর্ত্তার নিকটে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ করিয়া বসাইবে।১৪৭। অনন্তর পিতা সুবর্ণ সহিত কুশোদক দ্বারা শিশুর মস্তকে জলসেক করিবেন (১) জাহ্নবী, যমুনা, রেবা, সুপবিত্রা সরস্বতী নর্ম্মদা, বরদা, কুন্তী, সাগর সকল, সরসী সকল ইহাঁরা ধর্ম্ম কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৪৮-১৪৯। (২) হে জল! তোমরা যেহেতু সুখদাতা, অতএব আমাদিগের ইহ-কালের অন্ন সংস্থান ও পরকালে আমাদিগকে পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও।১৫০। (৩) মাতার ন্যায় স্নেহযুক্ত তোমরা আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলকর-রস-ভাগী কর। হে জলসকল! তোমরা যে রস দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে পরিতৃপ্ত হই সেই রস আমাদিগকে সম্ভোগ করাও।১৫১। জ্ঞানবান্ পিতা, এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংস্কার করিয়া ধারা হোমান্ত সমুদায় কার্য সম্পাদন করণানন্তর পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে।১৫২। পার্থিবনামক অগ্নিতে উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার সময় প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে, তৎপরে ব্রহ্মাকে আহুতি প্রদান করিবে।১৫৩। অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বনামান্তর সুখোচ্চার্য্য তদীয় শুভ নাম শ্রবণ করাইবে।১৫৪। এইরূপে তিনবার নাম শ্রবণ করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম প্রভৃতি সমাধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে।১৫৫। কন্যা সন্তানের নিষ্ক্রমণ নাই, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও নাই। ধীমান্ ব্যক্তি নামকরণ অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ অমন্ত্রক সম্পাদন করিবেন।১৫৬। চতুর্থ মাসে বা ষষ্ঠ মাসে শিশুর নিষ্ক্রমণ সংস্কার সম্পাদন করিবে।১৫৭। এই নিষ্ক্রমণ সংস্কারের সময় পিতা স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয় হইয়া গণেশের পূজা করণানন্তর বিদ্বান্ ব্যক্তি শিশুকে স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, গণেশ, দিবাকর, ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বৃহস্পতি, ইহারা সকলে শিশুর মঙ্গল করুন এবং পথে ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন মন্ত্র যথা ব্রহ্মা—সর্ব্বদা।১৫৮। পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দপূর্ণ স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া গীত বাদ্যপূর্ব্বক বালককে বাহিরে লইয়া যাইবেন।১৬০। পথের কিয়দ্দূর গমন করিয়া, বালককে সূর্য্য দর্শন করা-ইবেন।১৬১। শুক্রকে অতিক্রম করিয়া যে দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ চক্ষু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকি।১৬২। পিতা এই (তৎ—শতম্) মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে ভোজন করাই-বেন।১৬৩। হে শিবে! কুমারের ষষ্ঠ মাসে অথবা অষ্টম মাসে পিতা বা পিতৃভ্রাতা, তাহার অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবেন।১৬৪। পূর্ব্ববৎ দেবপূজা প্রভৃতি ও বহ্নিসংস্কার করিয়া যথাবিধানে ধারা-হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়া শুচিনামক হুতাশনে পঞ্চ আহুতি দিবেন। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম আহুতি, বাসবের উদ্দেশে দ্বিতীয় আহুতি, প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে তৃতীয় আহুতি, বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে চতুর্থ আহুতি, ব্রহ্মার

উদ্দেশে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে হইবে। ১৬৭। অনন্তর পিতা অগ্নিতে অন্নদা দেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই গৃহে বা অন্য গৃহে বস্ত্রালঙ্কারভূষিত কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পায়সামৃত পান করাইবেন। ১৭৮। প্রাণায় স্বাহা, অপনায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ প্রাণাহুতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিশুর মুখে পাঁচবার পায়সামৃত প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া ঐ শিশুর মুখে প্রদান করিবে। ১৬৯। পরে শঙ্খ তূর্য্যাদির ধ্বনি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধান পূর্ব্বক ক্রিয়া সমাপন করিবেন। এই তোমার নিকট অন্নপ্রাশন বিধি কহিলাম। অতঃপর চূড়াকরণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৭০। জন্মকাল হইতে কুলাচারানুসারে তৃতীয় বর্ষে বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কারসিদ্ধির নিমিত্ত বালকের চূড়াকর্ম্ম করিবে। ১৭১। বিচক্ষণ সাধক দেবপূজা অবধি ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সত্যনামক অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময়পূরিত তিল ও গোধূম সংযুক্ত একটী নবশরাব, অল্প উষ্ণ জল এবং একখানি সুশাণিত ক্ষুর রাখিয়া দিবেন। ১৭৩। অনন্তর পিতা, সেই স্থানে স্বীয় বামদিকে বালককে জননীর ক্রোড়ে রাখিয়া সেই সমস্ত ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা বং এই বরুণ বীজ দশবার জপ করণানন্তর বালকের কেশ মার্জ্জিত করিয়া মায়া অর্থাৎ হ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুইটী কুশপত্র দ্বারা মস্তকে একটী জুট্টি (ঝুঁটি) রচনা করিবে। ১৭৫। মায়া, লক্ষ্মী অর্থাৎ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া লৌহময় ক্ষুর গ্রহণানন্তর জুট্টিকামূল ছেদন করিয়া মাতার হস্তে নিবেশিত করিবে। ১৭৬। কুমারের মাতা হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া গোময়যুক্ত শরাবে জুট্টি স্থাপন করিবে। পরে পিতা নাপিতকে বলিবে মুন্স্থ ক্ষুর—সাধয় স্বাহা তাহার অর্থ হে ক্ষুরমুণ্ডিন্। (নাপিত।) তুমি সুখে এই শিশুর ক্ষৌরকর্ম্ম কর। পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাপিতকে অবলোকন করত প্রজাপতিকে উদ্দেশ করিয়া সত্যনামক হুতাশনে আহুতি ত্রয় প্রদান করিবে। ১৭৮। অনন্তর নাপিত বালকের ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে পিতা সেই বালককে স্নান করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া অগ্নি সমীপে আপনার বাম ভাগে রাখিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। ১৮০। মায়া অর্থাৎ হ্রীঁ শিশো।— বিভুঃ অর্থাৎ হে শিশো বিভু বিশ্বস্রষ্টা তোমার মঙ্গল করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণময়ী রজতময়ী অথবা লৌহময়ী শলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণবেধ করিবে। ১৮১। পরে আপোহিষ্ঠাময়োভুব এই মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শান্তিকর্ম্মও দক্ষিণা-প্রদান করিয়া চূড়াকর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৮২। গর্ভাধান অবধি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার-কর্ম্ম, সকল জাতির সমান। শূদ্র ও সামান্য জাতির এই সকল সংস্কার অমন্ত্রক। ১৮৩। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণেরই কন্যার একমাত্র নিষ্ক্রমণ ব্যতীত জাতকর্ম্মাদি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার অমন্ত্রক কর্ত্তব্য। ১৮৪। অনন্তর দ্বিজগণের উপনয়ন কর্ম্ম বিধি বলিতেছি। যে কার্য্য করিলে দ্বিজগণ দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে অধিকারী হইবেন। ১৮৫। গর্ভাষ্টমে অথবা অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বালকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সংস্কার হইবে যাহার ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না। সে দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী নহে। তাৎপর্য্য এই, যে অষ্টম বৎসর হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্তকাল উপনয়নে অপর্য্যুদস্ত তবে গৌণমুখ্য ভেদ আছে। ১৮৬। বিদ্বান্ পিতা নিত্যক্রিয়া করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকারও পূজা করিবে। তৎপরে বসুধারা দিবে। ১৮৭। অনন্তর দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসারে ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ১৮৮। প্রাতঃকালে সুস্নাত কৃতাহার উত্তম অলঙ্কারে

ভূষিত পবস্তু শিখামাত্রে ব্যতিবেকে সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত ক্ষৌমবস্ত্রে ভূষিত বালককে ছাযামণ্ডপে আনযনপূর্ব্বক সমুদ্ভবনামক বহ্নিব সমীপে আপনাব বামদিকে সুবিমল আসনে উপবেশন কবাইযা গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন হে বৎস! ব্রহ্মচর্য্য কব। তৎপবে শিশু "ব্রহ্মচর্য্য কবিতে আবম্ভ কবিলাম" ইহা গুরুব নিকট নিবেদন কবিবে। ১৮৯—৯১। অনন্তব গুরু প্রসন্নহৃদয হইয়া প্রশান্তহৃদব শিশুকে দীর্ঘাযুঃ ও তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত কষাযবর্জ্জিত বস্ত্রযুগল প্রদান কবিবেন। ১৯২। কষায-বসনধাবী ঐ বালককে গুরু মুঞ্জময়ী বা কুশময়ী গ্রন্থিযুক্ত ত্রিবৃত মেখলা মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক দিবেন। ১৯৩। বালক, মাযা অর্থাৎ হ্রীঁ উচ্চাবণ কবিযা, এই সুভগা মেখলা আমাব কল্যাণদাযীনী হউন্ এই মন্ত্র (হ্রীং সুভগা—প্রদা পাঠপূর্ব্বক মেখলা বন্ধন কবিযা মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুব সম্মুখে অবস্থান কবিবে। ১৯৪। এই যজ্ঞোপবীত পবম পবিত্র। পূর্ব্বে যাহা বৃহস্পতিব সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক ছিল। আযুস্কব, শ্রেষ্ঠ, শুভ্র এই যজ্ঞোপবীত তুমি ধাবণ কব। তোমাব বল ও তেজোবৃদ্ধি হউক। ১৯৫। গুরু এই মন্ত্র পাঠ কবিযা বালককে কৃষ্ণাজিনযুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বেণু নির্ম্মিত, খদিব কাষ্ঠ নির্ম্মিত, পলাশ নির্ম্মিত অথবা ক্ষীববৃক্ষ নির্ম্মিত দণ্ড (যষ্টি) প্রদান কবিবেন। ১৯৬। অনন্তব গুরু, দণ্ড ও উপবীত—ধাবী বালককে মাযা অর্থাৎ হ্রীঁ এই বীজ কর্ত্তৃক পুটিত অর্থাৎ দ অন্তে যুক্ত আপোহিষ্ঠা, এইমন্ত্র তিনবাব উচ্চাবণ পূর্ব্বক কুশজল দ্বাবা অভিষিক্ত কবিযা অনন্তব জল দ্বাবা বালকেব অঞ্জলিপূর্ণ কবিবেন।১৯৭। অনন্তব ব্রহ্মচাবী সেই জলাঞ্জলি সূর্য্য উদ্দেশে প্রদান কবিলে পব, ঐ ব্রহ্মচাবীকে তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গুরু, সূর্য্য দর্শন কবাইবেন। ১৯৮। পবে আচার্য্য দৃষ্ট-সূর্য্য বালককে বলিবেন যে, তুমি আমাব ব্রতে মনোনিবেশ কব। আমি তোমাকে আমাব চিত্ত প্রদান কবিতেছি, হে বৎস! তুমি একমনা হইয়া আমাব ব্রত আচবণ কব। আমাব বাক্যে তোমাব কল্যাণ হউক। ১৯৯। গুরু এই মন্ত্র পাঠ কবিযা বালকেব হৃদয স্পর্শপূর্ব্বক "বৎস! তোমাব নাম কি?" ইহা তাহাকে বলিবেন শিষ্য কহিবে যে, আমি আপনাব শিষ্য, আমি অমুক শর্ম্মা আপনাকে প্রণাম কবিতেছি। ২০০। হে পার্ব্বতি। পবে গুরু "তুমি কাহাব ব্রহ্মচাবী?" ইহা জিজ্ঞাসিলে শিষ্য সাবধান হইযা কহিবে যে, আমি আপনকাব ব্রহ্মচাবী। ২০১। "তুমি ইন্দ্রেব ব্রহ্মচাবী, হুতাশন তোমাব আচার্য্য।" সদ্গুরু এই বাক্য বলিযা পশ্চাৎ সেই শিষ্যকে দেবতাদিগেব নিকট সমর্পণ কবিবেন। ২০২। (দেবতাদিগেব নিকট সমর্পণেব মন্ত্র যথা) হে বৎস। তোমাকে প্রজাপতিব নিকট, সবিতাব নিকট, বরুণেব নিকট, পৃথিবীব নিকট, বিশ্বদেবগণেব নিকট এবং সমুদায দেবতাব নিকট সমর্পণ কবিতেছি। তাঁহাবা সকলে নিবন্তব তোমাকে বক্ষা করুন। ২০৩। অনন্তব মাণবক দক্ষিণাবর্ত্তযোগে বহ্নিকে এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ কবিযা পুনর্ব্বাব আপনাব আসনে উপবেশন কবিবে। ২০৪। হে প্রিয়ে। পবে গুরু, শিষ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইযা সমুদ্ভবনামক হুতাশনে পঞ্চদেবেব উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান কবিবেন। ২০৫। (পঞ্চদেব যথা) প্রজাপতি, শক্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ২০৬ আদিতে মাযা অর্থাৎ হ্রীং অন্তে বহ্নিজাযা অর্থাৎ স্বাহা যুক্ত (পঞ্চদেবেব) নিজ নিজ নামোল্লেখ কবিযা আহুতি দিবে যথা হ্রীং প্রজাপতযে স্বাহা ইত্যাদি যে মন্ত্রে কোন বিধি উক্ত হয নাই, সে মন্ত্রেও এই প্রকাব বিধি কথিত হইল অর্থাৎ নামেব পূর্ব্বে হ্রীঁ শেষে স্বাহা বলিতে হইবে। ২০৭। অনন্তব, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সুন্দবী, ভুবনেশ্ববী, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল, ভাস্কবাদি নবগ্রহ, প্রত্যেকেব নাম উল্লেখপূর্ব্বক ইহাদিগকে আহুতি প্রদান কবিয়া বালককে বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত কবিযা প্রাজ্ঞ গুরু ব্রহ্মচার্য্যাভিমানী ঐ মাণবককে জিজ্ঞাসিবে হে তনয। এক্ষণে তোমাব কি আশ্রম? এবং তোমাব মনোগত ভাব কি তাহা বল। ২০৮।২০৯। অনন্তব

শিষ্য সাবধান হইয়া গুরুর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক "ব্রহ্মোপদেশ প্রদান দ্বারা আমাকে আশ্রমী করুন।" হে শিবে। এইরূপ প্রার্থনাকারী শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে গুরু,সর্ব্ব মন্ত্রের প্রণব তিনবার শ্রবণ করাইয়া ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রী শ্রবণ করাইবেন। ২১০।২১১। সদাশিব এই সাবিত্রীর ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন,ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সাবিত্রী অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, মোক্ষার্থে বিনিয়োগ। ২১২। প্রথমতঃ "তৎ সবিতুঃ" পশ্চাৎ "বরেণ্যং" এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে "ভর্গঃ" এই পদের পর "দেবস্য ধীমহি," এই পদ, পাঠ করিবে। ২১৩। হে পরমেশ্বরি। তৎপরে "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" এবং পুনর্ব্বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ বলিবেন। ২১৪। ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব দ্বারা, পরমেশ্বর প্রতিপাদিত হন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা যে দেব প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২১৫। সেই দেব ত্রিলোকের আত্মা। তিনি ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বরজ ও তমকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য ব্রহ্ম। ২১৬। যিনি প্রণব এবং ব্যাহৃতির বাচ্য, তিনিই সাবিত্রী দ্বারা জ্ঞেয় সবিতা অর্থাৎ জগদ্রূপ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াশ্রয় বিভুর অন্তর্গত যোগিদিগের বরণীয় সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন সেই মহাজ্যোতিঃ ধ্যান করি। ২১৮। যে মহাজ্যোতি সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর। আমাদিগের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষেতে প্রেরণ করুন অর্থাৎ বিনিযোজিত করুন। ২১৯। হেদেবি। সদ্গুরু এই প্রকার অর্থসহিত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ২২০। "হে বৎস। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যোচিত বেশ পরিত্যাগ কর। শম্ভুপ্রদর্শিত পথ অনুসারে দেব ও পিতৃগণকে সম্যক্ অর্চ্চিত কর। ২২১। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে এক্ষণে তোমার কর্ণেরর পবিত্র হইয়াছে। তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব তুমি গৃহস্থাশ্রমবিহিত কর্ম্ম কর ২২২। উপবীতিগণ দিব্যবস্ত্র ও অলঙ্কার পাদুকা ছত্র গন্ধ মাল্য এবং অনুলেপন গ্রহণ কর।২২৩। অনন্তর কৃষ্ণাজিন সমন্বিত কাষায়বসন, যজ্ঞসূত্র, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও আচার অনুসারে উপার্জ্জিত ভিক্ষা গুরুকে সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত যুগল ও উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া, গন্ধ ও মাল্য ধারণপূর্ব্বক আচার্য্য সমীপে মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবে। আচার্য্য গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে ইহা কহিবেন। ২২৪—২২৬। তুমি জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানপর হও। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র লঙ্ঘন না করিয়া অধ্যয়ন ও গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম সকল সম্পাদন কর। ২২৭। গুরু দ্বিজ-শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিয়া, প্রথমত মায়া সর্ব্বশেষে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা সমুদ্ভবনামক হুতাশনে তিনবার হোম করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম আচরণ করত হে ভদ্রে। পূর্ণাহুতি প্রদানানন্তর উপনয়ন ক্রিয়া সমাপ্ত করিবেন। ২২৮।২২৯। হে প্রিয়ে! জীবসেক অবধি উপনয়ন পর্য্যন্ত নবটী সংস্কার পিতা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে উদ্বাহ সংস্কার পিতা অথবা স্বয়ং নিষ্পাদিত করিতে পারেন। ২৩০। কার্য্যকুশল ব্যক্তি বিবাহ দিবস স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া করিয়া পঞ্চদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। পরে বসুধারা দিয়া বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে। ২৩১। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বরপাত্র গীতবাদ্যসহকারে নিশাকালে আগত হইলে তাহাকে ছায়ামণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক বর-আসনে পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে। ২৩২। দাতা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। কন্যাদাতা প্রথমতঃ আচমনকরিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বস্তি ও ঋদ্ধি বলিবেন। ২৩৩। অনন্তর কন্যাদাতা বরের নিকট সাধু প্রশ্ন ও তদুত্তর প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর লইয়া পাদ্যাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিবেন। ২৩৪। সর্ব্বশেষে বাক্যদ্বারা দেয় দ্রব্য সমর্পণ করিবে। তদনন্তর পাদ্য এবং মস্তকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। ২৩৫। মুখে আচমনীয় প্রদান করিবে

উত্তম বসনযুগল গন্ধমাল্য উত্তম আভরণ বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র সমর্পণ করিবে। ২৩৬। পরে কাংস্য পাত্রে দধি ঘৃত ও মধু রাখিয়া, এই মধুপর্ক "সমর্পয়ামি", অর্থাৎ সমর্পণ করিতেছি, এই বাক্য পাঠপূর্ব্বক হস্তে, প্রদান করিবে। ২৩৭। বরও সেই মধুপর্ক পাত্র গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে রাখিয়া প্রাণাহুতি মন্ত্র প্রাণায়স্বাহা ইত্যাদি পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পাঁচবার আঘ্রাণ লইয়া সেই পাত্র উত্তরদিকে স্থাপন করিবে। এই রূপে মধুপর্ক সমর্পণ করিয়া বরকে পুনরাচমন করাইবে। ২৩৮। ২৩৯। অনন্তর দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ জানু ধরিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ পূর্ব্বক তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ এবং মাস পক্ষ ও তিথি উল্লেখ করিয়া বরের প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র প্রবর সহিত ষষ্ঠ্যন্ত নাম উচ্চারণ ঐরূপ গোত্র প্রবরাদি সহিত দ্বিতীয়ান্ত বরের নাম উল্লেখপূর্ব্বক উত্তম বরকে বরণ করিবে। ২৪১। পরে ঐরূপ কন্যার প্রপিতামহ অবধি পিতা পর্য্যন্ত তিন পুরুষের ষষ্ঠ্যন্ত নাম গোত্র ও প্রবরের সহিত উচ্চারণ করিয়া ঐরূপ গোত্রপ্রবর সহিত দ্বিতীয়ান্ত কন্যার নাম উল্লেখপূর্ব্বক, "ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা কন্যাদান করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমি বরণ করিতেছি" ইহা বিদ্বান্ কন্যাদাতা বলিবেন। ২৪৩। অনন্তর বর বলিবে (বৃতোঽস্মি) অর্থাৎ বৃত হইলাম। পরে কন্যাদাতা বরকে "যথাবিহিতং" ইহা বলিয়া "বিবাহকর্ম্ম কুরু" অর্থাৎ যথাবিধানে বিবাহকার্য্য কর ইহা বলিবেন। বর তদুত্তরে বলিবেন যথাজ্ঞানং করবাণি অর্থাৎ আমার যেরূপ জ্ঞান আছে, তদনুরূপ করিতেছি। ২৪৪। পরে বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত কন্যাকে আনিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বরের সম্মুখে সংস্থাপন করিবে। ২৪৫। পরে কন্যাদাতা পুনর্ব্বার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিয়া বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার হস্ত সংস্থাপন করিবে। ২৪৬। এবং সেই হস্ত মধ্যে ফল তাম্বূল ও পঞ্চরত্ন প্রদান করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক সেই বিদ্বান্ বরকে কন্যা সমর্পণ করিবে। ২৪৭ ঐ কন্যা সমর্পণ করিবার কালে প্রথমে নিজ কামনা উল্লেখ করিয়া তিন পুরুষের নাম উল্লেখপূর্ব্বক নিমিত্ত কীর্ত্তন করিয়া 'চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। ২৪৮। পরে ঐরূপ তিন পুরুষের নাম উল্লেখপূর্ব্বক কন্যার দ্বিতীয়ান্ত নাম এবং "অর্চ্চিতাং অলঙ্কৃতাং সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকাং" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ২৪৯। পরে "তুভ্যমহং" এই বাক্য কথনান্তে "সম্প্রদদে" এই বাক্য পাঠ করিয়া কন্যা দান করিবে। বর স্বস্তি এই কথা বলিয়া প্রতিগ্রহ করিবে। সম্প্রদাতা বরকে বলিবে তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে অর্থ বিষয়ে ও কাম বিষয়ে ভার্য্যার সহিত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে। বর বাঢং বর্ত্তিতব্যং অর্থাৎ তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া এইরূপ কাম স্তুতি পাঠ করিবে। ২৫০। ২৫১। কাম সম্প্রদান করিতেছেন, কামই প্রতিগ্রহ করিতেছেন, কামই কামহেতু কামিনী গ্রহণ করিয়াছেন। হে ভার্য্যে! আমি কামজন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, আমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক। ২৫২। পরে কন্যাসম্প্রদাতা কন্যা ও জামাতার প্রতি বলিবেন প্রজাপতি প্রসাদে তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক, এবং তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমরা উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্ম পালন কর। ২৫৩। অনন্তর সম্প্রদাতা মঙ্গল গীত বাদ্য শঙ্খ প্রভৃতি ধ্বনি পূর্ব্বক কন্যা ও বরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের শুভদৃষ্টি করাইবেন। ২৫৪। পরে যথাশক্তি জামাতাকে কাঞ্চন ও বস্ত্র দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। ২৫৫। পরে, সেই রাত্রিতে বা তৎপর দিবসে বর ভার্য্যার সহিত একত্র হইয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে বহ্নি স্থাপন করিবে। ২৫৬। এই কুশণ্ডিকা স্থলে যোজক নামক বহ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চরু নির্দ্দিষ্ট আছে। বর ধারাহোম পর্য্যন্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া (নিম্নলিখিতমতে) পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। ২৫৭। দুর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, এই পঞ্চ

দেবতার ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে এক এক আহুতি সংস্কৃত হুতাশনে দিবে।২৫৮। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠকরত বর ভার্য্যার পাণিযুগল গ্রহণ করিবে হে সুভগে। আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, তুমি গুরুভক্তি ও দেবতাভক্তিপরায়ণা হইয়া ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে গৃহস্থ কর্ম্মের আচরণকর মন্ত্র যথা, পাণিং—শীলয়।২৫৯। হে শিবে। পরে বধূ, স্বামিদত্ত ঘৃত এবং ভ্রাতৃদত্ত লাজ দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে।২৬০। পরে বর ভার্য্যার সহিত উত্থানপূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, দুর্গা, লক্ষ্মী, শিব, বিষ্ণু, ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মা ইহাঁদের যুগ্ম যুগ্ম উদ্দেশ করিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক দম্পতির উদ্দেশে তিন তিনবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে।২৬১। অনন্তর মন্ত্র পাঠ না করিয়া শিলারোহণ ও সপ্তপদী গমন করিবে। যদি বিবাহ রাত্রিতেই কুশণ্ডিকা হয়, তাহা হইলে বর ও বধূ পুরন্ধ্রীগণের সহিত মিলিত হইয়া অরুন্ধতী দর্শন করিবে।২৬২। পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসনে যথারীতি, উপবেশনপূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম অবধি পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত সকল কার্য্য সমাপন করিবে।২৬৩। ভিন্ন-গোত্রা অসপিণ্ডা সবর্ণার সহিত কুলধর্ম্মানুসারে বিহিত ব্রাহ্ম বিবাহ নির্দ্দোষ।২৬৪। যে ভার্য্যা ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা পরিগৃহীতা হয়, সেই ভার্য্যাই গৃহেশ্বরী হইয়া থাকে। এই পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিবে না।২৬৫। হে কুলেশ্বরি। ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত-পত্নীগর্ভসম্ভূত সন্তান বা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান থাকিতে শৈববিবাহে বিবাহিত-ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে পারে না।২৬৬। হে পরমেশ্বরি! শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বা তদ্বংশীয় সন্তানগণ, ধনাধিকারী ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২৬৭। শৈববিবাহ দুই প্রকার। কুলচক্রেতেই একরূপ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে। চক্রের নিয়মানুসারে এক প্রকার, যাবজ্জীবন স্থায়ী দ্বিতীয় প্রকার।২৬৮। চক্রানুষ্ঠান সময়ে বীরাচারী একাগ্রচিত্তে শক্তিসাধক স্বজনবর্গে পরিবৃত হইয়া পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে বিবাহ করিবে।২৬৯। ভৈরবী, এবং বীরাচারীগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিবে "আমাদের উভয়ের শৈববিবাহ বিষয়ে আপনারা অনুমতি করুন"।২৭০। তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, সপ্তাক্ষর মন্ত্র অর্থাৎ পরমেশ্বরি স্বাহা এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া পরমা কালিকাকে প্রণাম করিবে।২৭১। হে শিবে। অনন্তর কৌলবর্গের নিকটে সেই রমণীকে বলিবেন যে, আমাকে অকপটচিত্তে পতিভাবে বরণ কর।২৭২। হে দেবেশি। পরে সেই কৌলকামিনী, অতিশয় শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া গন্ধপুষ্প ও অক্ষত দ্বারা প্রিয়তম পতিকে বরণ করিয়া তাঁহার হস্তের উপর হস্ত প্রদান করিবে।২৭৩। অনন্তর চক্রেশ্বর, এই মন্ত্রদ্বারা সেই দম্পতিকে অভিষেক করিবেন। সেই সময়ে চক্রস্থিত সমুদায় বীরগণ আদরসহকারে স্বস্তি এই বাক্য বলিবেন।২৭৪। রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী বগলা, কমলা নিত্যা ও ভৈরবী, ইহাঁরা তোমাদের উভয়কে রক্ষা করুন (ইহা অর্থ; মন্ত্র যথা রাজ—ভৈরবী)।২৭৫। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মদ অথবা অর্ঘ্য জল দ্বারা দ্বাদশবার উভয়ের অভিষেক করিবেন। পরে সেই দম্পতি প্রণাম করিলে জ্ঞানী চক্রেশ্বর, তাঁহাদিগকে বাগ্‌ভব রমা অর্থাৎ ঐঁ শ্রীঁ এই বীজদ্বয় শ্রবণ করাইবেন।২৭৬। হে কুলেশ্বরি। সেই কুলীন দম্পতি, সেই শৈব বিবাহস্থলে যাঁহা যাহা অঙ্গীকার করিবেন, তাহা শিবোক্ত বিধানানুসারে তাহাদিগকে প্রযত্ন দ্বারা পালন করিতে হইবে।২৭৭। এই শৈববিবাহ স্থলে বয়স ও বর্ণবিচার নাই। শম্ভুর আদেশক্রমে ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই বিবাহ করিবে।২৭৮। যে স্ত্রী শৈবধর্ম্ম চক্র নিয়মানুসারে বিবাহিতা সন্তানার্থী হীন তাহার নিয়মিত স্বত্বনাশ

দেখিয়া চক্র নিবৃত্তি কালে তাহাকে পবিত্যাগ কবিতে পাবিবেন।২৭৯। অনুলোমক্রমে অর্থাৎ বব উচ্চ জাতীয়, কন্যা নীচ জাতীয়া, এমত স্থলে ঐ কন্যাব গর্ভজ সন্তানকে মাতাব যে জাতি সেই জাতিবৎ ব্যবহাব কবিবে বিলোমক্রমে অর্থাৎ পাত্র নীচ জাতীয় ও কন্যা উচ্চ জাতীয হইলে, তদ্গর্ত্ত-সমুৎপন্ন অপত্যকে সামান্য জাতিব ন্যায ব্যবহাব কবিবে।২৮০। এই সমুদায় সঙ্কব জাতিব পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কৌল ব্যক্তিদিগকে ভোজ্যদ্রব্য-প্রদান ও ভোজন কবাইতে হইবে।২৮১। হে দেবি। ভোজন ও মৈথুন মানবগণেব স্বভাবতই প্রিয। অতএব তাহাব সংক্ষেপেব নিমিত্ত এবং হিতসাধনেব নিমিত্ত শৈবধর্ম্মে তাহাব সীমা নিরূপিত হইল। ২৮২। অতএব হে মহেশ্ববি! শিবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেব সেবন হেতু মানব, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকাবী হয়, সন্দেহ নাই।২৮৩।

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দশবিধসংস্কাবকথন-নামক নবম উল্লাস।

দশম উল্লাস।

দেবী কহিলেন। হে নাথ। আপনাব নিকট দশবিধ সংস্কাব ও কুশণ্ডিকাবিধি শ্রবণ কবিলাম। এক্ষণে কৃপা কবিয়া আমাব নিকট বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেব বিধান প্রকাশ করুন।১। হে শঙ্কব। কোন্ সংস্কাবে অথবা কোন্ প্রতিষ্ঠাতে কুশণ্ডিকা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য, তাহা আমাব প্রীতিব নিমিত্ত এবং জীবগণেব মঙ্গলেব নিমিত্ত যথার্থরূপে আমাব নিকট বলুন।২।৩। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে ভদ্রে। গর্ভাধান অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কাবেব মধ্যে যে কার্য্যে যাহা বিহিত আছে তাহা আমি সবিশেষ বলিযাছি।৪। হে বরাননে। আমি উক্ত প্রকাবে যে স্থলে যাদৃশ বিধান কবিয়াছি, হিতাকাঙ্ক্ষী তত্ত্বজ্ঞ মানবগণ, সেইরূপই অনুষ্ঠান কবিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে যেরূপ বিধান হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কব।৫। হে প্রিযে। সকল বাপী কূপ তড়াগ দেবপ্রতিমা গৃহ উদ্যান ব্রত প্রভৃতিব প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে পঞ্চদেবতাব পূজা মাতৃগণেব পূজা বসুধাবা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকা কর্ত্তব্য।৭। যে কর্ম্ম স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইবে তাহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নাই কেবল দেবগণেব ও পিতৃগণেব তৃপ্তিব নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ কবিবে।৮। হে কমলাননে। স্ত্রীলোক পুবোহিত দ্বাবা ভক্তিসহকাবে দেব ও ষোড়শমাতৃকা অর্চ্চনা বসুধাবা দান এবং কুশণ্ডিকা কবিবে।৯। হে শিবে প্রতিনিধি পক্ষে পুত্র পৌত্র, দৌহিত্র জ্ঞাতি ভাগিনেয জামাতা ও পুবোহিত দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে প্রশস্ত।১০। হে কালিকে। যথাযথরূপে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলিতেছি, শ্রবণ কব।১১। মানব; নিত্যকর্ম্ম সমাধান কবিযা অতীব একাগ্রতা সহকাবে গঙ্গা যজ্ঞেশ্বব বিষ্ণু বাস্তুদেব ও ভূস্বামীব অর্চ্চনা কবিবে।১২। অনন্তব প্রণব স্মবণ কবত দর্ভময ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ কবিবে। পাঁচ গাছ নয গাছ সাত গাছ বা তিন গাছ গর্ভশূন্য সাগ্র কুশ পত্র দ্বাবা দক্ষিণাবর্ত্ত যোগে সার্দ্ধদ্বয বেষ্টন কবিযা অর্থাৎ আড়াই পেঁচ দিযা উক্ত ব্রাহ্মণ বচনা কবিবে।১৩।১৪। হে শিবে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এবং পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধে ছযটী ব্রাহ্মণ কীর্ত্তিত হইযাছে, কিন্তু একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ কথিত হইযাছে।১৫। অনন্তব জ্ঞানী ব্যক্তি, কুশময ব্রাহ্মণগণকে এক পাত্রে উত্তব-মুখ কবিযা স্থাপনপূর্ব্বক এই অর্থাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ কবিযা স্নান কবাইবে।১৬।মন্ত্র যথা, শন্নো—নঃ,অর্থাৎ জলদেবতা আমাদেব অভীষ্ট-সিদ্ধিব নিমিত্ত মঙ্গলবিধান করুন। জলদেবতা আমাদেব পানেব নিমিত্ত মঙ্গলবিধান করুন। জলদেবতা আমাদেব সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ বর্ষণ করুন্।১৭। অনন্তব ঐ কুশময ব্রাহ্মণগণকে গন্ধপুষ্প দ্বাবা পূজা কবিবে।১৮। পবে জ্ঞানী ব্যক্তি পশ্চিমদিকে ও দক্ষিণদিকে তুলসীপত্র ও তিলেব সহিত দুইটী দুইটী একত্র কবিয়া

সন্দর্ভ ছয়টী পাত্র স্থাপন করিবে।১৯। পশ্চিমদিকে স্থাপিত দুইটী পাত্রে ও দক্ষিণদিকে স্থাপিত-পাত্র-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে পূর্ব্বাস্য ও উত্তরাস্য ছয়টী ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে স্থাপিত-পাত্রদ্বয়ে দুইটী ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং দক্ষিণদিকে স্থাপিত পাত্র চতুষ্টয়ে চারিটী ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া উপবেশন করাইবে।২০। হে পার্ব্বতি! পশ্চিমদিকে দেবপক্ষ, দক্ষিণদিকের বামভাগে পিতৃপক্ষ এবং দক্ষিণদিকের দক্ষিণভাগে মাতামহপক্ষ জানিবে ।২১। হে বরাননে! আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে নান্দীমুখ এবং মাতৃগণকে নান্দীমুখী পদে বিশেষিত করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। মাতামহ প্রভৃতি ও মাতামহী প্রভৃতিরও এইরূপ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।২২। দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা উত্তরমুখ হইয়া দৈবকর্ম্ম করিবে এবং বামাবর্ত্ত দ্বারা দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃকর্ম্ম সাধন করিবে।২৩। হে শিবে! এইরূপ দৈবাদিক্রমে সমুদায় কর্ম্ম করিবে। মাতার মাতা পিতাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃকর্ম্মে দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা দক্ষিণাস্য হইবে না।২৪। দৈবকর্ম্মের সময় উত্তরাভিমুখ হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য পাঠ করিবে এবং পৈত্র্য ও মাতামহাদির কর্ম্মকালে দক্ষিণাস্য হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে। হে শুচিস্মিতে! প্রথমে দৈবপক্ষের বাক্য শ্রবণকর। ২৫। হে প্রিয়ে! সাধকশ্রেষ্ঠ, প্রথমত কাল ও নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ"তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং" এই কথা বলিয়া পিতৃ প্রভৃতি তিন জন অর্থাৎ—পিতা, পিতামহ প্রপিতামহ, মাতৃ প্রভৃতি তিন জন অর্থাৎ মাতা পিতামহী প্রপিতামহী, মাতামহ প্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এবং মাতামহী প্রভৃতি তিন জনের * অর্থাৎ মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহীর গোত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত নাম কীর্ত্তন করিবে। ইহার পর "বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং," এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ২৬।২৮। হে পরমেশ্বরি! পরে,"কুশনির্ম্মিতয়োঃ" "ব্রাহ্মণয়োরহং"অনন্তর"করিষ্যে," ইহা বলিবে ইহার নাম অনুজ্ঞাবাক্য।২৯। হে পার্ব্বতি! পিতৃপক্ষে এবং মাতামহপক্ষে "বিশ্বেষাং দেবানাং" এই পদ পরিত্যাগ করিয়া অনুজ্ঞাবাক্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।৩০। হে শিবে! অনন্তর দশবার ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী জপ করিবে।৩১। দেবতাগণকে পিতৃগকে মহাযোগিগণকে পুষ্টিকে এবং স্বাহাকে নমস্কার। এইরূপ আভ্যুদয়িক কার্য্য নিত্য হউক (ইহা মন্ত্রার্থ; মন্ত্র যথা দেব—ভবন্ত্বিতি)। সাধু ব্যক্তি, এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক রং হুং ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিবে।৩২। অর্থাৎ সেই মন্ত্রপূতজলে শোধিত করিবে ৩৩। হে কুলনায়িকে! পরে অগ্নিকোণে একটী পাত্র স্থাপন করিয়া "রক্ষোঘ্নমমৃতং" বলিয়া "মম যজ্ঞরক্ষাং কুরুধ্ব" ইহা বলিয়া সেই পাত্রে তুলসীপত্রযুক্ত জল রাখিয়া হে দেবি! সুবুদ্ধি শ্রাদ্ধকর্ত্তা, দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে দেবাদিক্রমে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া কুশাসন প্রদান করিবে।৩৫। হে শিবে! অনন্তর বিদ্বান্‌ব্যক্তি, বিশ্বদেবগণকে পিতৃত্রয়কে মাতৃত্রয়কে মাতামহত্রয়কে এবং মাতামহীত্রয়কে আবাহন করিবে।৩৬। আবাহন করিয়া প্রথমতঃ বিশ্বদেবগণের পূজা করিবে পরে পিতৃত্রয় মাতৃত্রয় মাতামহত্রয় ও মাতামহীত্রয়কে, পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় ধূপ দীপ বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। হে বরাননে! হে শিবে! পূজা করিয়া দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পাত্র পাতন প্রশ্ন করিবে।৩৭।৩৮। অনন্তর মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চারণ করিয়া দেবপক্ষেএকটী চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিবে। পরে পিতৃপক্ষে এবং মাতামহ পক্ষে ঐরূপ হ্রীঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক দুই দুইটী মণ্ডল রচনা করিবে।৩৯। সাধক বরুণবীজ অর্থাৎ বং মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত ঐ মণ্ডলে ক্রমশ পাত্র সমুদায় স্থাপিত

* ইহাঁরা যথাক্রমে পিতৃত্রয় মাতৃত্রয় মাতামহত্রয় এবং মাতামহীত্রয় নামে কোন কোনস্থলে উল্লিখিত হন।

করিয়া বীজদ্বারা প্রক্ষালিত পাত্র সমুদায় উপকরণের সহিত ও পানার্থ জলের সহিত ক্রমশঃ অন্ন পরিবেশন করিবে। ৪০। পরে অন্ন সমুদায়ে মধু এবং যব প্রদান করিয়া হ্রাং হ্রূং ফট্ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সমুদায় অন্ন প্রোক্ষিত অর্থাৎ জল সিক্ত করিয়া তত্বজ্ঞ ব্যক্তি, বিশ্বদেবগণকে পিতৃগণকে মাতৃগণকে মাতামহগণকে মাতামহীগণকে উল্লেখ করিয়া সমুদায় অন্ন ক্রমশ নিবেদন করিবে। পরে গায়ত্রী ও দেবতাভ্য এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। ৪১। ৪২। হে আদ্যে। তৎপরে শেষান্নপ্রশ্ন ও পিণ্ডপ্রশ্ন করিবে। ৪৩। হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দত্তাবশিষ্ট অক্ষতাদি দ্বারা বিল্ব সদৃশ দ্বাদশটী পিণ্ড রচনা করিবে। ৪৪। হে অম্বিকে! তাদৃশ অপর একটী পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। পরে নৈর্ঋত কোণে মণ্ডলোপরি যবসংযুক্ত দর্ভ বিছাইবে। ৪৫। যাঁহাদের পিণ্ড লোপ হইয়াছে, আমার বংশে যাঁহারা স্ত্রী—পুত্র—রহিত, যাঁহারা অগ্নি দগ্ধ, অথবা যাঁহারা সর্পব্যাঘ্রাদি-কর্ত্তৃক নিহত, যাঁহারা আমার অবান্ধব, বান্ধব, বা যাঁহারা অন্যজন্মে আমার বান্ধব তাঁহারা আমাকর্ত্তৃক দত্ত এই পিণ্ড ও জল দ্বারা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করুন। ৪৭। হে সুররন্দিতে! এই (যেমে—ক্ষযাম্) মন্ত্রদ্বয় পাঠকরত অপিণ্ডদিগকে পিণ্ড দান করিয়া হস্ত প্রক্ষালনানন্তর কৃতাচমন হইয়া গায়ত্রী জপ ও দেবতাভ্যঃ এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া মণ্ডল রচনা করিবে। ৪৮। হে দেবি! প্রাজ্ঞ শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পিতৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধিঅনুসারে দুইটী দুইটী মণ্ডল রচনা করিবে। ৪৯। হে শিবে! বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বমন্ত্র অর্থাৎ বংবীজ দ্বারা ঐ সকল মণ্ডল প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে কুশ আস্তীর্ণ করিবে। পরে বায়ুবীজ (যং) দ্বারা দর্ভ সকল অভ্যুক্ষিত করিয়া পিতৃদর্ভ ক্রমে অর্থাৎ তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভের মূলে মধ্যে এবং ঊর্দ্ধে (পিতৃত্রয় মাতৃত্রয় মাতামহত্রয় মাতামহীত্রয়কে) তিন তিনটী পিণ্ড প্রদান করিবে। ৫০। হে মহেশ্বরি। প্রত্যেকের সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া স্বধা পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে যবমধু-সংযুক্ত পিণ্ড প্রদান করিবে। ৫১। এইরূপে পিণ্ডদানান্তে পিণ্ড শেষ ছড়াইয়া করলেপ দ্বারা অর্থাৎ অন্নযুক্ত-হস্ত কুশে ঘর্ষণ করিয়া লেপভোজী অর্থাৎ চতুর্থ হইতে সপ্তম পুরুষকে প্রীতিযুক্ত করিবে। 'একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে' এই বিধি অর্থাৎ লেপভোজি-পিতৃগণ-প্রীণন বিধি নাই। ৫২। দেবতাদিগের ও পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত দশবার গায়ত্রী জপ ও তিনবার, দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডের পূজা করিবে তৎপরে ধূপদীপ প্রজ্বালনান্তে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া "দিব্য-দেহধারী পিতৃগণ যজ্ঞস্থলে করব্য অর্থাৎ স্ব-উদ্দেশে দত্তদ্রব্য ভোজন করিতেছেন" ভাবনা করিয়া পরে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অর্থাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণকে প্রণাম করিবে। ৫৩।৫৪। পিতাই আমার পরম ধর্ম্ম, পিতাই আমার পরম তপস্যা, পিতাই আমার স্বর্গ, পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত হয়; মন্ত্র যথা পিতা—জগৎ। ৫৫। পরে নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া পিতৃগণের নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। ৫৬। করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। আমার সর্ব্ব বেদজ্ঞান সন্তান ও বান্ধবগণ নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। ৫৭। আমাকে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। আমার বহু অন্ন হউক। আমার নিকট সর্ব্বদা যাচ্ঞা করুক্। আমি যেন কোন ব্যক্তির নিকট যাচ্ঞা না করি; মন্ত্র যথা আশিষো—করুন। ৫৮। অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ও পিণ্ড-সকলকে বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর তত্বজ্ঞব্যক্তি দেবপক্ষে পিতৃপক্ষে ও মাতামহ পক্ষে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৫৯। পরে দশবার গায়ত্রী ও পাঁচবার দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, এই মন্ত্র জপ করিয়া অগ্নি ও সূর্য্য দর্শনানন্তর কৃতাঞ্জলি-পুটে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে। ৬০। ইদং

শ্রাদ্ধং ইহা উচ্চাবণ কবিবা সাঙ্গং জাতম্? ইহা বলিবে অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধ সকল অঙ্গ-কার্য্যেব সহিত (কৃত) হইযাছে? ব্রাহ্মণ বলিবেন যে, বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতম্, অর্থাৎ যথাবিধানে সম্পূর্ণরূপে সকল কার্য্যেব সহিত (কৃত) হইযাছে। ৬১। পবে অঙ্গবৈগুণ্য শান্তিব নিমিত্ত দশবাব প্রণব জপ কবিবা, অচ্ছিদ্রাভিবিধান দ্বাবা কর্ম্ম সমাপন কবিবে। পবে পাত্রীয অন্ন এবং পিণ্ড ব্রাহ্মণকে দিবে।৬২। ব্রাহ্মণ না পাওবা যাইলে গো কিম্বা ছাগলকে প্রদান কবিবে, অথবা উহা জলে নিক্ষেপ কবিবে। নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কাবে এই বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ কথিত হইল। ৬৩। অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধকে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ বলিযা কীর্ত্তন কবিবে। ৬৪। দেবতাদি প্রতিষ্ঠা তীর্থযাত্রা এবং তীর্থ প্রাপ্তিতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধেব বিধানানুসাবে শ্রাদ্ধ কবিবে।৬৫। এই সমস্ত শ্রাদ্ধ কার্য্যে পিতৃগণকে নান্দীমুখ বিশেষণে বিশেষিত কবিবে না এবং নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ এই স্থলে নমঃ স্বধাযৈ, এই পদ উচ্চাবণ কবিবে। ৬৬। হে ববাননে!, পিতা প্রভৃতি পুরুষত্রয়েব মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাব ঊর্দ্ধতন পুরুষেব উল্লেখ কবিবা শ্রাদ্ধ কবিবেন (তাঁহাব উল্লেখ কবিবে না)।৬৭। পিতা, পিতামহ প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষই জীবিত থাকিলে শ্রাদ্ধ কবিতে হইবে না। হে দেবেশি! তাঁহাবা প্রীত হইলেই শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞফল লাভ কবিতে পাবিবে। ৬৮। হে কল্যাণি! পিতা জীবিত থাকিতে মাতাব শ্রাদ্ধ, পত্নাব শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতিবেকে অন্য কোন শ্রাদ্ধ কবিবাব অধিকাব নাই। ৬৯। হে কুলেশ্ববি! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কবিবাব সমব বিশ্বদেবগণেব পূজা কবিবে না। সেস্থলে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ কবিবাই অনুজ্ঞা বাক্য কল্পনা কবিবে। ৭০। মানব দক্ষিণাভিমুখ হইযা অন্ন ও পিণ্ডদান কবিবে। ইহাতে যব স্থানে তিল দিতে হইবে অপব সমুদাযই পূর্ব্ববৎ।৭১। প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলে বিশেষ এই যে ইহাতে গঙ্গাদিব পূজা কবিবে না এবং বাক্য বচনা অন্নদান ও পিণ্ডদানাদিব সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিবা উল্লেখ কবিবে। ৭২। এক ব্যক্তিব উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ তাহা একোদ্দিষ্ট নামে কথিত হব। প্রেতশ্রাদ্ধে, প্রেতেব অন্নে ও পিণ্ডে মৎস্য ও মাংস প্রদান কবিবে। ৭৩। হে কুলনাযিকে! মানবগণ অশৌচান্ত দ্বিতীয দিবসে যে শ্রাদ্ধ কবে, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ বলিযা জানিবে। ৭৪। যে স্থলে গর্ভস্রাব হয, অথবা বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত হয়, তদতিবিক্ত স্থলে সন্তান জন্মিলে বা মবিলে মানবগণ কুলাচাবানুসাবে অশৌচ গ্রহণ কবিবে। ৭৫। (অশৌচে কুলাচাব যথা) হে দেবি! ব্রাহ্মণগণেব দশ দিন, ক্ষত্রিযগণেব দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগেব পঞ্চদশ দিন, শূদ্র ও সামান্য জাতিব এক মাস অশৌচ কল্পনা হইযাছে। ৭৬। হে শিবে! অসপিণ্ড জ্ঞাতিব মৃত্যু হইলে এবং সপিণ্ডেব মৃত্যু, অশৌচ কালেব পব (অথচ এক বৎসবেব মধ্যে) শ্রবণ কবিলে, তিন বাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। ৭৭। হে আদ্যে! অশৌচযুক্ত ব্যক্তি কুল পূজা ও প্রাবদ্ধ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকাবী হইতে পাবিবে না। ৭৮। হে কুলেশ্ববি! পঞ্চ বৎসবেব অধিক বযঃক্রম মৃত মানুষকে শ্মশানে দগ্ধ কবিবে। কুলকামিনীকে ভর্ত্তাব সহিত দগ্ধা কবিবে না।৭৯। যেহেতু ঐ বমণী তোমাব স্বরূপা। কিন্তু জগতে-অপ্রকাশিত-শবীবা; মোহ বশতঃ ভর্ত্তাবচিতাবোহণ কবিলেও নিবয-গামিনী হইযা থাকে। ৮০। হে কালিকে! যাঁহাবা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহাদেব আজ্ঞানুসাবে তাঁহাদেব মৃত শবীব জলে ভাসাইবা দিবে, বা মৃত্তিকায় প্রোথিত কবিবে, অথবা দগ্ধ কবিবে। ৮১। হে অম্বিকে! পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থে বিশেষতঃ দেবীব সমীপে অথবা কৌলিকদিগেব সমীপে মবণই প্রশস্ত। ৮২। যে ব্যক্তি মবণকালে জগত্রয বিস্মৃত হইয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ ভাবনা কবিতে কবিতে প্রাণ পবিত্যাগ কবেন, তিনি স্বরূপ অর্থাৎ গুণত্রয়েব সম্বন্ধ পবিহাব পূর্ব্বক নির্লেপ নির্গুণ নিত্যবুদ্ধ ইত্যাদি নিজভাবে প্রতিষ্ঠিত

হন অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্তহন। ৮৩। প্রেত-ভূমিতে শব লইয়া তাহাকে ঘৃতাক্ত করিয়া স্নান করাইয়া উত্তরাভিমুখ করিয়া চিতার উপর শয়ন করাইবে। ৮৪। পরে প্রেত-গোত্র ও সম্বোধনান্ত প্রেত-নাম উল্লেখ করত প্রেতমুখে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক বহ্নিবীজ (রং) স্মরণ করত দাহ করিবে। ৮৫। হে প্রিয়ে! এই স্থলে সিদ্ধান্ন বা তণ্ডুল বা যবচূর্ণ বা গোধূমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল সদৃশ পিণ্ড করিবে। ৮৬। প্রেতের বহু পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রাদ্ধে অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অন্যান্য পুত্রেরও শ্রাদ্ধাধিকার আছে। ৮৭। মনুষ্য অশৌচান্তের পর দিবসে কৃতস্নান ও শুচি হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব বিমুক্তির নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। ৮৮। সৎপুত্র মৃতের অর্থাৎ মৃতপিতার স্বর্গলাভের নিমিত্ত গো ভূমি বসন যান ধাতু নির্ম্মিত পাত্র ও বহু-বিধ ভোজ্যদান করিবে। ৮৯। গন্ধ মাল্য ফল জল প্রিয়করী শয্যা এবং যে যে দ্রব্য (জীবিতাবস্থায়) প্রেত ব্যক্তির প্রিয় ছিল তৎসমস্ত প্রেতের স্বর্গলাভের নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে। ৯০। অনন্তর তাহার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত একটী বৃষভকে ত্রিশূল-চিহ্নে চিহ্নিত ও সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া উৎসর্গ করিবে। ৯১। অতীব ভক্তিসহকারে প্রেত-শ্রাদ্ধোক্ত বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কৌল ও অন্যান্য ক্ষুধিতগণকে ভোজন করাইবে। ৯২। গোপ্রভৃতি দানে অসমর্থ মনুষ্য, স্বশক্তি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া ক্ষুধিতগণকে ভোজন করাইয়া পিতার প্রেতত্ব মোচন করিবে। ৯৩। ইহা আদ্য একোদ্দিষ্ট, ও প্রেতত্বহইতে বিমুক্তির কারণ। অতঃপর বৎসর বৎসর মৃত তিথিতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিতে হইবে।৯৪। বহুবিধানে কি ফল বহু কর্ম্মানুষ্ঠানেই বা কি ফল মানব কৌলিক সাধকগণের অর্চ্চনা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধিলাভ করে। ৯৫। হোম জপ শ্রাদ্ধব্যতীতও সংস্কার বা অন্যকর্ম্মে একমাত্র কৌলিক-সাধকের অর্চ্চনা করিলে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ৯৬। শুক্ল-পক্ষের চতুর্থী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত শুভকর্ম্ম সমুদায় করিবে ইহা শিবোক্ত বিধি। ৯৭। কর্ম্মার্থী ব্যক্তি গুরু ঋত্বিক্ ও কৌলিক ব্যক্তির অনুমতিক্রমে অন্য বিশুদ্ধ দিনেও অপরিহার্য্য কর্ম্ম সকল করিতে পারে। ৯৮। কৌলিক ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আদ্যাদেবীর পূজা করিয়া গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ যাত্রা শঙ্খরত্ন প্রভৃতি ধারণ, এই সকল কার্য্য করিবে। ৯৯। অথবা সাধকসত্তম সংক্ষেপ যাত্রা করিবে। (সংক্ষেপযাত্রাযথা) দেবীকে ধ্যানকরত মন্ত্র জপ ও নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবে। ১০০। শারদীয় উৎসব প্রভৃতি সকল দেবতাপূজায় তত্তৎ কল্পোক্ত বিধি অনুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে। ১০১। আদ্যাকালিকার পূজাস্থলে উক্ত বিধান অনুসারে বলিদান ও হোম করিতে হইবে শেষে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা ও দক্ষিণান্ত করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১০২। গঙ্গা বিষ্ণু শিব সূর্য্য ও ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিবে ইহা সামান্য বিধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১০৩। কৌলিকই পরম ধর্ম্ম কৌলিকই পরম দেবতা কৌলিকই পরম তীর্থ, অতএব সর্ব্বদা কৌলিক সাধকের অর্চ্চনা করিবে। ১০৪। সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, কৌলিক শরীরে বাস করেন, অতএব কৌলিক-সাধকের পূজা করিলে কি না হয়?। ১০৫। পূর্ণাভিষিক্ত সৎকৌলিক যে দেশে বিরাজ করেন, ধন্য—মান্য—পুণ্যতম সেই দেশ—দেবগণের প্রার্থনীয় হয়। ১০৬। পূর্ণাভিষিক্ত সুতরাং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ পাপ পুণ্য রহিত সাধকের পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি প্রভাব জানেন অর্থাৎ কেহই জানেন না। ১০৭। কৌল ব্যক্তি, কেবল নররূপে নিখিল জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত এবং লোকযাত্রা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে বিহার করেন।১০৮। শ্রীদেবী কহিলেন। হে প্রভো। পূর্ণাভিষিক্ত কৌল-সাধকের মাহাত্ম্য কথিত হইল অধুনা

কৃপা কবিযা আমাকে উক্ত অভিষেকেব বিধান শ্রবণ কবান। ১০৯। শ্রীসদাশিব কহিলেন। যুগত্রযে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপব যুগে এই বিধান গুপ্ত ছিল। পূর্ব্বকালে গুপ্তভাবে ইহাব অনুষ্ঠান কবিযা মানবগণ মোক্ষ লাভ কবিযাছেন।১১০। প্রবল কলিকালে প্রকাশ্যস্থলে কুলাচাবী মানবগণ বাত্রিকালে অথবা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক কবিবেন। ১১১। বিনা অভিষেকে কেবল মদ্য সেবন কবিলেই কৌল হয না, যাঁহাব পূর্ণাভিষেক হইযাছে, তিনিই কৌল কুলার্চ্চক ও চক্রাধীশ্বব হইবেন। ১১২। অভিষেকেব পূর্ব্বদিন গুরু, সর্ব্ববিঘ্ন শান্তিব নিমিত্ত যথাশক্তি উপচাব দ্বাবা বিঘ্নবাজেব অর্থাৎ গণপতিব পূজা কবিবেন। ১১৩। হে প্রিযে। যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকাবী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বাবা উক্ত সংস্কাব কবাইবে। ১১৪। থঁ এইবর্ণেব অনুস্বাব যুক্ত অন্তিমবর্ণ অর্থাৎ গং ইহাঁব অর্থাৎ গণপতিব বীজ হইবে। ১১৫। এই গণপতি মন্ত্রেব ঋষি গণক, ছন্দঃ নীবৃৎ, দেবতা বিঘ্ন, কর্ত্তব্য কর্ম্মেব বিঘ্ন শান্তিব নিমিত্ত বিনিযোগ। ১১৬। ছয়টী দীর্ঘস্বব যুক্ত মূলমন্ত্র (গাং গীং ইত্যাদি) দ্বাবা ষডঙ্গ ন্যাস কবিবে। হে শিবে। অনন্তব প্রাণাযাম কবিযা গণপতিব ধ্যান কবিবে। ১১৭। সিন্দূবেব ন্যায বক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, অতিস্থূলোদব, কবকমল চতুষ্টয দ্বাবা শঙ্খ পাশ অঙ্কুশ ও ববধাবী, বিশাল-শুণ্ডে বিবাজিত-বাকণীপূর্ণ কুম্ভ, নব-শশিকলা-দ্বাবা শোভমান-মৌলি, গজবাজ বদন, বীজপূবেব ন্যায আর্দ্র-গণ্ডদ্বয, সর্পবাজ দ্বাবা বিভূষিত, বক্তবস্ত্র ও বক্ত অঙ্গবাগযুক্ত গণপতিকে ভজনা কব। ১১৮। এইরূপ ধ্যানকবণান্তে মানস উপচাব দ্বাবা পূজা কবিযা পীঠ শক্তিদিগেব পূজা কবিবে। (পীঠশক্তি যথা) তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা ভোগদা, কামরূপিণী, । ১১৯। উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, পূর্ব্বাদিক্রমে এই অষ্ট পীঠশক্তিব ও মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীব পূজা কবিযা কমলাসনেব পূজা কবিবে। ১২০। কৌলিকশ্রেষ্ঠ, পুনর্ব্বাব গণপতিব ধ্যান কবিযা মন্ত্রশোধিত পঞ্চতত্ত্ব রূপ উপচাব দ্বাবা গণেশেব পূজা কবিযা পবে তাঁহাব চতুর্দ্দিকে গণেশ, গণনাযক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, বক্তুতুণ্ড, লম্বোদব, গজানন, মহোদব, বিকট, ধূম্রাভ, ও বিঘ্ননাশনেব পূজা কবিতে হইবে। ১২১-৩। অনন্তব ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং দশদিক্‌পালেব পূজা কবণানন্তব তাঁহাদিগেব অস্ত্র সকলেব পূজা কবিযা বিঘ্নবাজকে বিসর্জ্জিত কবিবে। ১২৪। এইরূপে বিঘ্নবাজেব পঞ্চতত্ত্ব দ্বাবা পূজা কবিযা অধিবাস কবিবে এবং ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন কবাইবে। ১২৫। অনন্তব পব দিনে স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয হইযা জন্মাবধি কৃত-পাপবাশি ক্ষযেব নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ কবিবে। হে প্রিযে। কৌলদিগেব তৃপ্তিব নিমিত্ত একটী ভোজ্যও উৎসর্গ কবিবে। ১২৬। পবে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, নবগ্রহ মাতৃগণেব পূজা কবিযা বসুধাবা দিবে। ১২৭। পবে কর্ম্মেব অভ্যুদয কামনায বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কবিবে। তাহাব পব গুরুব নিকট গমন কবিযা প্রণাম পূর্ব্বক ইহা প্রার্থনা কবিবে। ১২৮। হে নাথ। হে কুলাচাবরূপ পদ্মবনেব বল্লভ। হে কৃপানিধে। এক্ষণে আমাব মস্তকে পাদপদ্মেব ছাযা প্রদান করুন। ১২৯। হে মহাভাগ! আমাব শুভ পূর্ণাভিষেক বিষযে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনাব প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি লাভ কবি। ১৩০। হে বৎস। শিবশক্তিব আজ্ঞানুসাবে পূর্ণাভিষেক কব। শিবেব আদেশে তোমাব ইচ্ছানুরূপ সিদ্ধি হউক। ১৩১। গুরুব নিকট এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইযা সকল উপদ্রব শান্তিব নিমিত্ত এবং আযুঃ লক্ষ্মী বল ও আবোগ্য প্রাপ্তিব নিমিত্ত সংকল্প কবিবে। ১৩২। অনন্তব কৃতসঙ্কল্প হইযা বস্ত্র, অলঙ্কাব ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কাবণ দ্বাবা গুরুব অর্চ্চনা কবিযা ববণ কবিবে। ১৩৩। গুরু, গৈবিকাদি দ্বাবা চিত্রিত বিচিত্র ধ্বজ পতাকাযুক্ত ফলপল্লবে শোভিত মালাকৃতি কিঙ্কিণী সমূহযুক্ত বিচিত্র চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত প্রজ্জলিত

ঘৃত প্রদীপশ্রেণী প্রভাবে অন্ধকাবেব লেশমাত্রেও বর্জ্জিত কর্পূর সহিত ধূপ ও যক্ষধূপ অর্থাৎ ধুনা দ্বাবা সুবাসিত তালবৃন্ত চামব ময়ূবপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বাবা সুসজ্জিত মনোহব গৃহে চাবি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ্ধহস্ত পবিমিত মৃণ্ময়ী দেবী বচনা কবিবেন। অনন্তব ঐ গৃহে পীত বক্ত কৃষ্ণ শ্বেত শ্যামল বর্ণ অক্ষত চূর্ণ দ্বাবা সুমনোহব সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল বচনা কবিবেন।১৩৪—৩৮। পবে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধি অনুসাবে মানস পূজা অবধি কার্য্যকলাপ সমাপন কবিয়া পূর্ব্ব কথিত মন্ত্রদ্বাবা পঞ্চতত্ত্ব শোধন কবিবেন। ১৩৯। পঞ্চতত্ত্ব শোধনান্তে অগ্রে অস্ত্র অর্থাৎ ফট্ এই মন্ত্র দ্বাবা প্রক্ষালিত দধি ও অক্ষত দ্বাবা লিপ্ত সুবর্ণনির্ম্মিত, বজতনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘটে প্রণব উচ্চাবণ কবিয়া পূর্ব্বকল্পিত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলেব উপবি স্থাপন কবিবে। পবে শ্রী অর্থাৎ শ্রীঁ এই বীজ পাঠ কবিয়া সিন্দূব দ্বাবা অঙ্কিত কবিবে। ১৪০।১৪১। অনন্তব অনুস্বাব বিভূষিত ক্ষ অবধি অকাবান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণেব সহিত মূলমন্ত্র তিনবাব জপ কবিয়া কাবণ অর্থাৎ মদিবা অথবা তীর্থজল কিম্বা বিশুদ্ধ সলিল দ্বাবা তাহা অর্থাৎ ঘট পূর্ণ কবিবে। পশ্চাৎ নববত্ন বা সুবর্ণ ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ কবিবে। ১৪২।১৪৩। অনন্তব কৃপানিধি গুরু বাগভব ঐঁ এই বীজ উচ্চাবণ পূর্ব্বক ঘট মুখে পনস উড়ুম্বব অশ্বথ বকুল ও আম্র, বৃক্ষেব পল্লব স্থাপন কবিবে। ১৪৪। পবে বমা, মায়া অর্থাৎ শ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চাবণ কবিয়া ফল ও আতপতণ্ডুল সমন্বিত সুবর্ণময় বজতময় তাম্রময় বা মৃণ্ময় শবাব পল্লবোপবি বাখিবে। ১৪৫। হে ববাননে। বস্ত্রদ্বয় দ্বাবা ঐ ঘটেব গ্রীবা বন্ধন কবিবে। হে শিবে! শক্তিমন্ত্রে ও বিষ্ণুমন্ত্রে যথাক্রমে শ্বেত ও বক্ত বস্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৬। পবে স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ ; মায়া বমা অর্থাৎ হ্রীঁ শ্রীঁ (স্থিবীভব), এই মন্ত্র পাঠ কবিয়া স্থিবীকৃতী ঘটান্তবে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক নয়টী পাত্র বিন্যাস কবিবে।১৪৭। বজতেব দ্বারা শক্তিপাত্র, স্বর্ণেব দ্বাবা গুরুপাত্র মহাশঙ্খেবত্রী অর্থাৎ নবকপালেব দ্বাবা শ্রীপাত্র নির্ম্মিত এবং অন্য পাত্র সকল তাম্রেব দ্বাবা নির্ম্মিত হইবে। ১৪৮। মহাদেবীব পূজাতে পাষাণ, কাষ্ঠ ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পবিত্যাগ কবিবে সামর্থ্যানুসাবে অন্য পদার্থ দ্বাবা নির্ম্মিত পাত্র কবিবে ১৪৯ পবে পাত্র সংস্থাপন কবিয়া গুরুগণেব ভগবতীব (ও আনন্দভৈববাদিব) তর্পণানন্তব 'সুধী অমৃতপূর্ণ ঘটেব অর্চ্চনা কবিবে। ১৫০। পবে ধূপ দীপ প্রদর্শন কবিয়া সর্ব্বভূতকে বলি প্রদান কবিবে। তাহাব পব পীঠদেবতাদিগেব পূজা পূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস কবিবে। ১৫১। তদনন্তব প্রাণায়াম কবিয়া মহেশ্ববীব, ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক নিজেব সামর্থ্যানুসাবে ইষ্ট দেবতাব পূজা কবিবে, পূজাকালীন বিত্তশাঠ্য (অর্থাৎ নিজেব যে প্রকাব ধনাদি আছে তাহা লুকাইযা কার্পণ্য প্রযুক্ত কিম্বা মান প্রত্যাশায অল্প বা বেশী জাঁক জমক) পবিত্যাগ কবিবে। ১৫২। হে শিবে! সদগুরু, হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদনান্তে পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বাবা কুমাবী শক্তি ও সাধকদিগেব অর্চ্চনা কবিবেন। ১৫৩। অনন্তব হে কুলব্রত কৌলগণ। আপনাবা আমাব শিষ্যেব উপব অনুগ্রহ করুন। এবং পূর্ণাভিষেক সংস্কাবে অনুমতি করুন। চক্রেশ্বব এই প্রকাব প্রশ্ন কবিলে কৌলগণ আদবেব সহিত সেই চক্রেশ্বব গুরুকে কহিবেন যে, মহামায়াব প্রসাদে এবং পবমাত্মাব প্রভাবে আপনাব পবমব্রহ্ম তৎপব শিষ্য পূর্ণ হউন। ১৫৪।১৫৫। অনন্তব গুরু, শিষ্যদ্বাবা দেবীব অর্চ্চনা কবাইয়া অর্চ্চিত ঘটোপবি কামমায়া ও বমা অর্থাৎ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ কবিয়া সেই বিমল ঘট চালনা কবিবেন। ১৫৬। (ঘট চালনাব মন্ত্র) উত্তিষ্ঠ—তে। অর্থাৎ হে সিদ্ধিপ্রদ দেবতা স্বরূপ ব্রহ্মকলশ তুমি। উত্থান কব। তদীয জল ও পল্লব দ্বাবা সিক্ত হইয়া মদীয় শিষ্য ব্রহ্মনিবত হউক। ১৫৭। অনন্তব কৃপাবান্ গুরু এই প্রকাব কলস সঞ্চালন কবিয়া উত্তবাভিমুখ শিষ্যকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল দ্বাবা অভিষিক্ত কবিবেন। ১৫৮। শুভ পূর্ণাভিষেকেব সদাশিব, ঋষি ছন্দঃ অনুষ্টুপ্,

আদ্যা দেবতা বীজ প্রণব, শুভপূর্ণাভিষেক-রূপ কার্য্যে বিনিযোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৫৯। গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দুর্গা লক্ষ্মী ভবানী ও মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬০। মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬১। জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী সরস্বতী বগলা বরদা শিবা, ইহাঁরা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬২। নারসিংহী বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী ইন্দ্রাণী বারুণী ও রৌদ্রী, এই সকল শক্তিগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৩। ভৈরবী ভদ্রকালী তুষ্টি পুষ্টি উমা ক্ষমা শ্রদ্ধা কান্তি দয়া ও শান্তি, ইহাঁরা সর্ব্বসময়ে তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৪। মহাকালী মহালক্ষ্মী মহানীল-সরস্বতী উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা, সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৫। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন রাম এবং ভার্গবরাম সর্ব্বদা তোমাকে জল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ১৬৬। অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর কপালী ও ভীষণ, জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৭। কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা ও মহোগ্রা, সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৮। ইন্দ্র অগ্নি যম নৈর্ঋত বরুণ মরুৎ কুবের ও মহেশ্বর এই অষ্ট দিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৯। রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু, ভোগ্য নক্ষত্রেরসহ এই সকল গ্রহ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭০। নক্ষত্র করণ (বব আদি) যোগ (বিষ্কুম্ভাদি) বারগণ, (রবি প্রভৃতি) শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ দিনগণ ছয় ঋতু মাস ও বর্ষ সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭১। লবণ ইক্ষু সুরা ঘৃত দধি দুগ্ধ ও জল নামে ক্রমে পর পর অবস্থিত সপ্ত সমুদ্র মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭২। গঙ্গা যমুনা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী সরযূ গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭৩। অনন্ত প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় আদি পক্ষী সকল কল্পবৃক্ষ আদি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বতগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭৪। পূর্ণাভিষেক দর্শনে তুষ্ট পাতাল ভূতল ও ব্যোমচারী মঙ্গলকারী জীব সকল তোমাকে বারি দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ১৭৫। পূর্ণাভিষেক লব্ধ পরব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য অযশ রোগ দৌর্ম্মনস্য ও শোক সমুদায় বিনষ্ট হউক। ১৭৬। অলক্ষ্মী কালকর্ণী ডাকিনীগণ ও যোগিনীগণ ইহারা কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া অভিষেক দ্বারা বিনষ্ট হউক। ১৭৭। অনিষ্টকারী ভূত প্রেত ও পিশাচ সকল রমাবীজ-তাড়িত, ও প্রক্রান্ত হইয়া বিনাশ লাভ করুক। ১৭৮। অভিচার জন্য, বৈরমন্ত্র সমুৎপন্ন, মানসিক বাচনিক এবং কায়িক দোষ, সকল তোমার অভিষেক প্রভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হউক। ১৭৯। এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা তোমার বিপদ নষ্ট হউক সম্পদ সুস্থিরা হউক এবং মনোরথ পূর্ণ হউক। ১৮০। এই একবিংশতি মন্ত্রাভিষিক্ত সাধক যদি পশুর নিকট পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে কৌল গুরু পুনর্ব্বার তাহাকে সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৮১। অনন্তর কৌলিক গুরু, পূর্ব্বোক্ত নাম দ্বারা শিষ্যকে সম্বোধনান্তে শক্তি সাধক সকলকে জ্ঞাপন পূর্ব্বক আনন্দ-নাথান্ত নাম প্রদান করিবেন। ১৮২। গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণান্তে শিষ্য যত্নে নিজ দেবতার পূজা করিয়া পঞ্চতত্ত্বোপচারে গুরু পূজা করিবেন। ১৮৩। অনন্তর শিষ্য গুরুকে গো ভূমি স্বর্ণ বস্ত্র পান (অর্থাৎ সুধা) অলঙ্কার, এই সকল দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক শিবস্বরূপ কৌলদিগের পূজা করিবেন। ১৮৪। পরে শিষ্য কৌলদিগের অর্চ্চনানন্তর শান্ত ও বিনয়ান্বিত হইয়া ভক্তি সহ শ্রীগুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া নমস্কারান্তে ইহা প্রার্থনা করিবেন। ১৮৫। হে শ্রীনাথ। হে জগতের নাথ। হে আমার নাথ। হে করুণানিধে। আপনি পরমামৃত প্রদান করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করুন। ১৮৬। হে শিব স্বরূপ কৌল-গণ! মদীয় শিষ্যকে আমি পূর্ণাভিষিক্ত করিতেছি আপনারা সকলে আজ্ঞা করুন। (ইহা কৌল

গণের নিকট গুরুবাক্য)। ১৮৭। (কৌলগণ কহিবেন) হে চক্রেশ্বর! হে পরমেশান! হে কৌল-কমল-দিনকর! আপনি এই সৎশিষ্যকে কৃতার্থ করুন এবং ইহাকেকুলামৃত প্রদান করুন্। ১৮৮। অনন্তর কৌলদিগের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধি সম্পন্ন পরমামৃত-পূর্ণ পানপাত্র শিষ্যহস্তে গুরু সমর্পণ করিবেন। ১৮৯। পরে গুরু, দেবীকে স্বহৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক স্রুব-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা শিষ্যের ও কৌলদিগের ভ্রূমধ্যে তিলক দিবেন। ১৯০। তৎপরে প্রসাদ তত্ত্ব সকল কৌলগণকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধিঅনুসারে পান ও ভোজন করিবে ১৯১। হে দেবি। এই তোমার নিকট আমাকর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র কারণ ও শিবত্ব লাভের উপায় শুভ পূর্ণাভিষেক কথিত হইল। ১৯২। নবরাত্র সপ্তরাত্র পঞ্চরাত্র ত্রিরাত্র অথবা একরাত্রে পূর্ণাভিষেক করিবে। ১৯৩। হে কুলেশ্বরি! এই সংস্কারে পাঁচটী কল্প কথিত আছে। নবরাত্র বিহিত অভিষেকে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল হে প্রিয়ে সপ্ত রাত্র বিহিত অভিষেকে নবনাভ মণ্ডল, পঞ্চরাত্র বিহিত অভিষেকে পঞ্চাব্জ মণ্ডল, ত্রিরাত্র ও এক রাত্র বিহিত অভিষেকে অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে। ১৯৪। ১৯৫। সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে এবং নবনাভ মণ্ডলে নয়টী ঘট এবং পঞ্চাব্জ মণ্ডলে পাঁচটী ঘট স্থাপন করিবে। ১৯৬। হে দেবি! অষ্টদল পদ্মে একটী মাত্র ঘট কথিত হইয়াছে। কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাদিগের পূজা করিবে। ১৯৭। পূর্ণাভিষেকে সিদ্ধ নির্ম্মল-চেতা কৌলদিগের দর্শন স্পর্শ এবং ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্য শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে। ১৯৮। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর কিম্বা গাণপত সকল উপাসক কর্ত্তৃক অতিযত্ন দ্বারা কুলধর্ম্মাশ্রিত সাধু পূজনীয়। ১৯৯। শাক্তদিগের শাক্ত গুরু, শৈবদিগের শৈব গুরু, বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণব গুরু, সৌরদিগের সৌর গুরু, গাণপতদিগের গাণপত গুরুই প্রশস্ত। কৌল, সকলের প্রশস্ত গুরু। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৌলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ২০০। ২০১। যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কৌলদিগের পূজা করেন, তাঁহারা আপনার সকল অর্থাৎ পূর্ব্বাপর পুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। ২০২। পশুর মুখ হইতে মন্ত্রলব্ধ ব্যক্তি পশুই, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। যিনি বীরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বীর, এবং যিনি কৌলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হন। ২০৩। যাঁহার শাক্তাভিষেক হইয়াছে, তিনি বীর। স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা বিধিতেই পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু চক্রেশ্বর হইতে পারিবেন না। ২০৪। বীরহত্যা-কারী বৃথা অর্থাৎ অবৈধ মদ্যপায়ী বীরপত্নী-গামী, এবং চৌর অর্থাৎ বিপ্রস্বামিক অশীতিরক্তিকা পরিমিত সুবর্ণ-চৌর ইহারা মহাপাতকী এবং এই চতুর্ব্বিধ মহাপতকীর সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তিও পঞ্চম মহাপাতকী। ২০৫। যে দুরাত্মারা কুলমার্গ কুলদ্রব্য ও কুলসাধকের নিন্দা করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ২০৬। রুদ্র ডাকিনীগণ ও রুদ্রভৈরব দেবগণ, কৌল দেবী মনুষ্যগণের মাংস ও অস্থি চর্ব্বণে আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। ২০৭। দয়ালু সত্যনিষ্ঠ ও সর্ব্বদা পরহিতৈষী ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের অর্থাৎ কৌলদিগের নিন্দা করিলে, কোনরূপে নরক হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন না। ২০৮। বহুবিধ প্রযোগ ও বিবিধ কর্ম্ম বলিয়াছি, একমাত্র ব্রহ্মপরায়ণ কৌলের কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান, উভয়েই সমান ফল। ২০৯। একমাত্র পরমব্রহ্ম, ত্রিভুবনকে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব বিশ্বের অর্চ্চনা দ্বারা সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়, কারণ সকল বস্তুই ব্রহ্মের সহিত অন্বিত অর্থাৎ অভিন্ন। ২১০। হে প্রিয়ে। ফলে আসক্ত, কামপরায়ণ ও কর্ম্মকাণ্ডে নিরত ব্যক্তিগণ পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন্ ও ব্রহ্মে মিলিত হন্। ২১১। যিনি সকল বস্তুই ব্রহ্মে এবং সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম অবলোকন করেন, তাঁহা-

কেই সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত জানিবে সন্দেহ নাই। ২১২।

ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কথন নামে দশমোল্লাস।

একাদশ উল্লাস।

অর্পণা দেবী বর্ণাশ্রম বিভেদে শৈব ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। শ্রীদেবী কহিলেন। হে প্রভো। আপনি সর্ব্বজ্ঞ। লোকযাত্রা সিদ্ধির জন্য আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণ ও আশ্রমের আচার এবং ধর্ম্ম ও সংস্কার সমুদায় কহিলেন। ২। কলিকালের মনুষ্যগণ, দুর্বৃত্ত কাম ক্রোধাদি দ্বারা মূঢ়চেতা নাস্তিক সংশয়াপন্ন ও সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী। ৩। হে ঈশান। সেই সকল দুর্বুদ্ধি লোকেরা আপনার কথিত পথের অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে না তাহাদিগের গতি কি? বিশেষরূপে বলুন। ৪। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে দেবি। হে লোকের হিতকারিণি। তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি জগতের জননী জন্ম ও সংসার বন্ধন মোচনী দুর্গা। ৫। হে দেবি তুমি আদ্যা জগতের ধাত্রী পালয়িত্রী, ও পরাৎপরা। এই চরাচর বিশ্বকে তুমিই বিদ্যমান রাখিতেছ। ৬। তুমি পৃথিবী, তুমিই জল, তুমিই বায়ু, তুমিই হুতাশন, তুমি আকাশ, তুমি অহঙ্কার, তুমি মহত্তত্ত্বরূপা। ৭। এই লোকে তুমিই সকল জীব, তুমি বিদ্যা, তুমি পরমদেবতা, তুমি ইন্দ্রিয় সমুদায়, তুমি মনঃ, তুমি বুদ্ধি, তুমি জগতের গতি ও স্থিতি। ৮। তুমিই বেদসকল, তুমিই প্রণব, তুমি স্মৃতি সমুদায়, তুমি মহাভারতাদি সংহিতা সমুদায়, তুমি নিগম, তুমি আগম, তুমি তন্ত্র, (অধিক কি) তুমি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, শিবা। ৯। তুমি, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, মহোদরী, মহামায়া, মহারৌদ্রী, এবং মহেশ্বরী। ১০। তুমি সর্ব্বজ্ঞা, জ্ঞানময়ী, সুতরাং তোমার নিকটে অবেদ্য কিছুই নাই। হে প্রাজ্ঞে। তথাপি যখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি। ১১। হে দেবি। কলিযুগের মানবগণের আচরণ তুমি যথার্থরূপেই বলিয়াছ। হিত বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও আশু সুখপ্রদ পাপে মত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া সৎপথের অনুগমন করিবে না। তাহাদিগের মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে। ১২। ১৩। নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ এতদুভয় মনুষ্যের দুঃখ—শোক—রোগ-জনক-পাপ জন্মাইয়া দেয়। ১৪। হে কুলনায়িকে। এই পাপ দ্বিবিধ, একটি কেবল নিজের অনিষ্টজনক (যথা সন্ধ্যা আহ্নিক না করা ইত্যাদি) এবং অপরটী পরেরও অনিষ্টজনক (যথা ব্রহ্মহত্যাদি)। ১৫। রাজদণ্ড দ্বারা পরানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত ও সমাধি দ্বারা অন্যবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১৬। যে সকল পাপী প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড দ্বারা পবিত্র হয় নাই, তাহারা ইহলোকে নিন্দনীয় হইয়া পরলোকে নরক হইতে নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ চির নরক-বাসী হয়। ১৭। হে আদ্যে। প্রথমত রাজশাসনের নির্ণয় বলিতেছি। হে মহেশ্বরি! রাজা যাহা লঙ্ঘন করিলে অধমাগতি প্রাপ্ত হন। ১৮। রাজা শাসনে ও ন্যায়ে ভৃত্য পুত্র উদাসীন প্রিয় বা অপ্রিয় সকলকেই সম দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবেন। ১৯। রাজা যদি স্বয়ং পাপাচরণ করেন, তাহা হইলে উপবাস ও দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবেন। যদি রাজা নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের দণ্ড দেন, তাহা হইলে দান দ্বারা সেই সকল নিরপরাধ ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিয়া উপবাস ও দান দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ২০। রাজা যদি এরূপ পাপ করেন যে যদ্দ্বারা আপনাকে আপনি যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন। ২১। রাজা বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ গুরু পাপে লঘু দণ্ড, ও লঘু পাপে গুরু দণ্ডে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড অথবা লঘু পাপে গুরুদণ্ড

করিবেন না। ২২। যাহাকে শাসন করিলে বহুসংখ্য কুপথগামী ব্যক্তি শাসিত হইতে পারে তাহার ও পাপভীতি শূন্য ব্যক্তির লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রশস্ত।২৩। একবার মাত্রকৃত অপরাধেই লজ্জাযুক্ত বহুমানী এবং পাপভীক ব্যক্তির গুরু পাপে লঘু দণ্ডই প্রশস্ত হইবে।২৪। যদি বহুমান্য কৌল ব্যক্তি অল্প অপরাধে অপরাধী হন, বা তাদৃশ ব্রাহ্মণ লঘু পাপ করেন তাহা হইলে রাজা তাঁহাদিগেরও বাগ্‌দণ্ড করিবেন। ২৫। যে রাজা অমাত্য-বর্গের সহিত বিচারপূর্ব্বক ন্যায় দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তিনি মহাপাতকী হন। ২৬। পুত্র পিতামাতাকে, ত্যাগ করিবে না, প্রজাবর্গ রাজাকে ত্যাগ করিবে না, এবং বিনয়সম্পন্না ভার্য্যা ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিবে না, তাঁহার অতিপাতকী হইলে পরিত্যাজ্য।২৭। প্রজাগণ, যত্নপূর্ব্বক ধার্ম্মিক রাজার রাজ্য ধন ও জীবন রক্ষা করিবে। অন্যথা অর্থাৎ রক্ষা না করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। ২৮। হে শিবে! যাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক মাতা ভগিনী কন্যা গমনকারী কিম্বা জ্ঞান পূর্ব্বক মহাগুরু হত্যাকারী বা কুলধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পুনর্ব্বার কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান পরিত্যাগকারী এবং বিশ্বাসঘাতক লোক তাহারা অতিপাতকী।৩০। হে শিবে! মাতা ভগিনী বা কন্যা-গমনকারীর মৃত্যু দণ্ডবিহিত, ঐ কার্য্যে ইচ্ছা-বতী মাতা ভগিনী বা কন্যারও সেই দণ্ড।৩১। বিমাতা, পিতৃষসা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, গুরুপত্নী, পিতামহী, মাতামহী, পিতৃব্যকন্যা, মাতুলকন্যা, পিতৃব্যপত্নী, মাতুলপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনেয়ী, প্রভুপত্নী, প্রভুকন্যা বা কুমারী-গমনকারী পাপীদিগের লিঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিহিত হইয়াছে। দুষ্কার্য্যে স্পৃহাযুক্ত ঐ সকল কামিনীদিগের এই পাপ হইতে মোচনের নিমিত্ত নাসিকাচ্ছেদন এবং গৃহ হইতে বহিষ্করণই দণ্ড। ৩২—৩৪। সপিণ্ডের পত্নী বা কন্যাগামী, ও বিশ্বাসী লোকের পত্নী-গমনকারীর সর্ব্বস্ব হরণ ও মস্তক মুণ্ডনই দণ্ড।৩৫। যদি অজ্ঞানবশত পূর্ব্বোক্ত কোন নারীর সহিত ব্রাহ্ম বা শৈব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়, তাহা হইলে (এই অকার্য্য) জানিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬। যে ব্যক্তি সজাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, অথবা যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা হীন জাতীয় পরস্ত্রীতে অর্থাৎ চাণ্ডালাদি অপ-কৃষ্ট জাতি ভিন্ন হীনবর্ণ পরস্ত্রীতে গমন করিবে, তাহার দণ্ড যথাসম্ভব ধনগ্রহণ একমাস কণ-ভোজন। ৩৭। হে বরাননে! জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীগমনকারী ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা সামান্য জাতির লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড স্মৃত হইয়াছে।৩৮। রাজা, ঐ কর্ম্মে ইচ্ছাযুক্তা ঐ ব্রাহ্মণীকে বিকৃত। অর্থাৎ অঙ্গহীনা করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন এবং যাহারা বীরাচারী-দিগের পত্নী গমন করে তাহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদ ও কুক্রিয়াসক্ত বীরপত্নীদিগকে বিকৃতা করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন ইহাই দণ্ড।৩৯। যে দুরাত্মা প্রতিলোম অর্থাৎ উচ্চজাতীয় পরস্ত্রীর সহিত কুক্রিয়াসক্ত হয় তাহার সর্ব্বস্ব হরণ, তিন মাস কণভোজনই দণ্ড * ৪০। সকামা ঐ সকল রমণীরও ঐরূপ দণ্ড হইবে। হে শিবে! যদি ভার্য্যাকে অন্যে বলাৎকার করে তাহা হইলে স্বামী ঐ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে বটে কিন্তু তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে। ৪১। ব্রাহ্মীভার্য্যা বা শৈবীভার্য্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা অনিচ্ছা-পূর্ব্বক হউক, যদি একবার পরপুরুষ-গতা হয়, তাহা হইলে সে সর্ব্বথা ত্যাগযোগ্যা হইবে। ৪২। হে দেবেশি! বারাঙ্গনা বা গো প্রভৃতি পশুযোনিতে গমনকারীদিগের ত্রিরাত্র কণ ভোজনে শুদ্ধি হয়।৪৩। যে সকল দুরাত্মা স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশে গমন করে, শম্ভু-শাসন-ক্রমে রাজা তাহাদিগের বধ দণ্ড করিবেন।৪৪। যদি কোন ব্যক্তি বলাৎকার দ্বারা চাণ্ডালকন্যাও গমন করে, তাহা হইলে তাহার বধ দণ্ড করিবে। (বলাৎকার স্থলে নীচজাতীয়া বলিয়া কদাপি কর্ত্তাকে ক্ষমা করিবে না।

* ৩৮ শ্লোকে ব্রাহ্মণী গমনে অপরাপর জাতির দণ্ডবিহিত হইয়াছে এই শ্লোকে শূদ্রাগমনে সামান্য জাতির, বৈশ্যাগমনে শূদ্রের, ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যের, দণ্ড উক্ত হইল।

৪৫। যে সকল কন্যা ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বা শৈববিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই ভার্য্যা তদ্ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীই পরস্ত্রী। ৪৬। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রী দর্শন করিবে, সে একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবে, সেই ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিবে এবং যে ব্যক্তি পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি চারি দিন উপবাস করিয়া এবং যে ব্যক্তি পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তি আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৪৭। যে কুলাঙ্গনা সকামা হইয়া পরপুরুষের সহিত ঐরূপ করে সে কথিত উপবাস বিধি অনুসারে (অর্থাৎ যে কার্য্যে যেরূপ উপবাস উক্ত হইয়াছে যথা.—দর্শনে এক দিন কথোপকথনে দুইদিন ইত্যাদি—তদনুসারে) আপনাকে শুদ্ধ করিতে পারিবে। ৪৮। স্ত্রীলোকের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিলে, স্ত্রীলোকের গোপনীয় স্থান অবলোকন করিলে, স্ত্রীলোক দেখিয়া গুরুতর হাস্য করিলে, দুই দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। ৪৯। যে ব্যক্তি আপনাকে নগ্ন দর্শন করায়, এবং যে ব্যক্তি পরকে নগ্ন করে, সে ত্রিরাত্র আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৫০। যদি পতি, নিজপত্নীর পরপুরুষ সংসর্গ প্রমাণ করিতে পারে তাহা হইলে রাজা সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে এবং তাহার উপপতিকে শাস্ত্রানুসারে শাসন করিবেন। ৫১। যদি স্বামী পত্নীর উপপতিসংসর্গ প্রমাণ করিয়া দিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ভরণপোষণ করিবে যদি ঐ স্ত্রী পতির আদেশে অবস্থিতি করে। ৫২। স্বামী পত্নীকে উপপতিতে রত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর সহিত উপপতিকে বিনষ্ট করিলে রাজার নিকট বধার্হ হইবে না অর্থাৎ রাজা তাহার কোন দণ্ড করিবেন না। ৫৩। যেখানে গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে ভর্ত্তার নিষেধ থাকে কুলকামিনী, সেই স্থানে গমন বা তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে ভর্ত্তার পরিত্যাজ্যা। ৫৪। স্বামীর মৃত্যু হইলে পতিবন্ধুদিগের অথবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃকুলের বশে থাকিয়া নিজ ধর্ম্ম পালন করিলে, স্বামীর সমুদায় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। ৫৫। বিধবা দুই বার ভোজন, পরান্ন ভোজন, মৈথুন, আমিষ ভোজন, ভূষণ, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করিবে। ৫৬। বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবে না। গ্রাম্য আলাপ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা দেবপূজা, নিরতা হইয়া কালক্ষেপ করিবে। ৫৭। যে বালকের পিতামাতা বা পিতামহ নাই, মাতৃকুলে মাতৃবন্ধু তাহার পালন বিষয়ে নিয়ত প্রশস্ত হইতেছে। ৫৮। মাতামহী মাতামহ মাতুল মাতুলপুত্র এবং মাতামহসহোদর মাতৃবন্ধু বলিয়া জ্ঞাতব্য। ৫৯। পিতামহী পিতামহ পিতৃব্য পিতৃব্যপুত্র পিতৃষস্রেয় পিতামহসহোদর পিতৃবন্ধু বলিয়া জ্ঞাতব্য। ৬০। শ্বশ্রূ শ্বশুর দেবর পতির দেবরপুত্র ভর্ত্তৃভগিনীপুত্র শ্বশুরসোদর পতিবান্ধব বলিয়া জ্ঞাতব্য। ৬১। পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্যপুত্র—বা পুত্রহীন মাতামহ মাতামহী, ইহারা দরিদ্র হইলে রাজা বিভব অনুসারে ইহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেওয়াইবেন। ৬৩। নিজ পত্নীকে দুর্ব্বাক্য বলিলে একদিন, পত্নীকে প্রহার করিলে ত্রিরাত্রি, এবং প্রহার করিয়া পত্নীর রক্তপাত করিলে সপ্তরাত্রি ভোজন-ত্যাগ করিবে। ৬৪। ক্রোধ বা মোহ বশতঃ ভার্য্যাকে মাতা কিম্বা ভগিনী বা কন্যা বলিলে সপ্তরাত্রি উপবাস করিয়া শিবের আজ্ঞা প্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিবে। ৬৫। কন্যা নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছে বহুকাল অতীত হইলেও তাহা জানিতে পারিলে, রাজা পুনর্ব্বার সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াইবেন ইহা শিবোদিত বিধি। ৬৬ যদি কন্যা পরিণীতা হইয়া পতিসহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবে। শৈবধর্ম্মে এইরূপ বিধি আছে। ৬৭। বিবাহের পর দ্বাদশ পক্ষ অর্থাৎ ছয়মাসে অথবা স্বামী-

মৃত্যুরএক বৎসর পরে যে নারী যে পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করে, উক্ত স্বামীর সে নারী পত্নীও নহে, সে পুত্র পুত্রও নহে।৬৮। গর্ভাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে যে নারী জ্ঞানপূর্ব্বক গর্ভস্রাব করিবে, সেই নারীকে এবং যে ব্যক্তি সেই গর্ভপাতের উপায় করিয়া দেয়, তাহাকে রাজা তীব্র তাড়ন দ্বারা যন্ত্রণাযুক্ত করিবেন।৬৯। পঞ্চম মাসের পর যে নারী গর্ভপাতন করিবে, তাহার এবং যে ব্যক্তি তাহার উপায় করিয়া দিবে, তাহার বধ-জনিত-পাতক হইবে।৭০। যে ক্রূরকর্ম্মা মনুষ্য জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা করে, রাজা তাহার অবশ্য বধদণ্ড করিবেন।৭১। প্রমাদ বা ভ্রম বশত অজ্ঞানপূর্ব্বক মনুষ্যহত্যাকারী ব্যক্তিকেঅরিন্দম রাজা অর্থ গ্রহণ এবং কঠিন তাড়নার দ্বারা শুদ্ধ করিবেন।৭২। যে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা অন্যের বধোপায় করে, সেই পাপীর অজ্ঞানপূর্ব্বক নরঘাতকদিগের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ড হইবে।৭৩। হে পরমেশ্বরি। পরস্পরে যুদ্ধ করিতেছে তাহার মধ্যে একজনকে একজন মারিলে বা আততায়ী হইয়া সমাগত ব্যক্তিকে মারিলে ঘাতক মনুষ্য পাপভাগী হইবে না।৭৪। পাপ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করিলে রাজা তাহার অঙ্গচ্ছেদন, ও অন্যকে প্রহার করিলে রাজাও তাহাকে প্রহার করিবেন।৭৫। যে পাপাত্মা ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বা গুরুর প্রতি প্রহারের জন্য দণ্ড প্রভৃতি উত্তোলন করিবে, রাজা যথাক্রমে তাহার ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং হস্ত দাহন দ্বারা বিশুদ্ধ করিবেন অর্থাৎ প্রহার জন্য দণ্ড প্রভৃতি উত্তোলিত করিলে ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং প্রহার করিলে হস্তদাহন করিবেন।৭৬। শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত শরীর ব্যক্তির ছয় মাসের পর মৃত্যু হইলে প্রহারকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইবে বটে কিন্তু বধার্হ হইবে, না।৭৭। রাজ্য বিপ্লাবক, রাজ্যহরণে অভিলাষী, গোপনে রাজ-শত্রুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী রাজার সহিত সৈন্যের ভেদকারী।৭৮। রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী প্রজা ও শস্ত্রধারী হইয়া পথিকদিগের পীড়ক; রাজা এই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে পাপভাগী হইবেন না।৭৯। যে ব্যক্তি প্রভুর অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞানুসারে নরহত্যা করিবে, সেই স্থলে ঐ ব্যক্তির প্রভুরি বধ দণ্ড হইবে সেই প্রহার কর্ত্তার বধ দণ্ড হইবে না।৮০। অসাবধান পুরুষের অস্ত্র দ্বারা বা পশু দ্বারা অপরের মৃত্যু হইলে অর্থ দণ্ডদ্বারা বা কায়িক দণ্ডদ্বারা তাহার বিশেষরূপ শুদ্ধি লাভ হইবে।৮১। রাজার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ, রাজারা সম্মুখে প্রৌঢবাদ কারী, কুলধর্ম্ম দূষক, রাজা এই সকল গর্হিত ব্যক্তিকে শাসন করিবেন।৮২। গচ্ছিত-ধনাপহারী, ক্রূর, বঞ্চক, ভেদক এবং লোকদিগের পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিতে তৎপর, রাজা ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।৮৩। যাহারা শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা বা পুত্র দান করে, অথবা (জ্ঞানপূর্ব্বক) ষণ্ঢকে পুত্র কন্যা দান করে, রাজা সেই পাপাত্মাদিগকে এবং পতিতদিগকে ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।৮৪। মিথ্যাপবাদচ্ছলে পরের অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মজ্ঞ রাজা কর্ত্তৃক অপবাদ অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।৮৫। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অনিষ্ট করিবে তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া অনিষ্টভাগী ব্যক্তিকে রাজা তাহা প্রদান করাইবেন।৮৬। মণিমুক্তা বা স্বুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুর মূল্য বিচার করিয়া চোরের হস্ত বা বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন।৮৭। যাহারা বলপূর্ব্বক মহিষ অশ্ব গো প্রভৃতি পশু, বস্ত্রাদি বা শিশুসন্তান অপহরণকারীদিগের চোরের ন্যায় দণ্ড বিহিত হইয়াছে।৮৮। অন্ন —বা—অল্পমূল্য-দ্রব্য-চোরকে রাজা এক পক্ষ বা সপ্তাহ কণভোজন করাইয়া বিশোধিত করিবেন।৮৯। হে সুরপূজিতে! বিশ্বাসঘাতক বা কৃতঘ্নদিগের যজ্ঞ ব্রত তপস্যা ও দান প্রভৃতিকোন প্রায়শ্চিত্তেই নিষ্কৃতি নাই।৯০। যে সকল মনুষ্য কূট-সাক্ষী, যাহারা মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করে, রাজা তীব্রদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে শাসিত করি-বেন এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া

দিবেন। ৯১। ছব জন, বা চাবি জন, অথবা তিন জন সাক্ষী প্রমাণ হইবে। হে শিবে! অভাব পক্ষে দুই জন সাক্ষীও প্রমাণ হইবে যদি তাঁহাবা প্রসিদ্ধ ও ধার্ম্মিক হন্। ৯২। হে প্রিযে। দেশ কাল ও বিষয় বিশেষে পবস্পব বিরুদ্ধ বাক্য বলিলে, সেই সাক্ষী-দিগেব বাক্য অগ্রাহ্য হইবে। ৯৩। হে প্রিযে! অন্ধ ও বধিবদিগেব বাক্য প্রমাণ হইবে। যাহারা মূক (বোবা) বা এডমূক (কালা-বোবা) তাঁহাদিগেব মস্তক সঞ্চালন দ্বাবা স্বীকাব ও লিপি প্রমাণস্থলে গৃহীত হইবে। ৯৪। সকল স্থানে সকলেব পক্ষেই লিপি প্রমাণ প্রশস্ত, বিশেষত ব্যবহাব স্থলে; যেহেতু ইহা বহুকালেও নষ্ট হয না। ৯৫। যে ব্যক্তি আপনাব নিমিত্ত বা পবেব নিমিত্ত কল্পিত-লিপি (জাল) কবিবে, তাহাব, কূটসাক্ষীব যে দণ্ড তাহাব দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৯৬। ভ্রমরহিত ও প্রসাদবহিত, ব্যক্তি একবাবমাত্র স্বীকাব কবিলে তাহা নিজ বিষযে বহুসাক্ষীব বাক্য হইতেও প্রবল প্রমাণ হইবে। ৯৭। হে পার্ব্বতি! যেমন সত্য আশ্রয কবিযা সকল পুণ্য অবস্থান কবেন তাহাব ন্যায একমাত্র মিথ্যাকে আশ্রয কবিযা সকল পাতক অবস্থান কবিতেছে। ৯৮। অতএব যে ব্যক্তি সত্যহীন, সেই ব্যক্তি সমুদায পাপেব আশ্রয। তাদৃশ পাপাত্মাব তাড়ন ও দমন কবিলে শিবেব আজ্ঞানুসাবে বাজা পাপভাগী হযেন না। ৯৯। আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য, এইরূপ সঙ্কল্প কবিযা, কৌলগুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত, দেবনির্ম্মাল্য, এই সমুদায স্পর্শ কবিযা যাহা কথিত হইবে, তাহাব নাম শপথ। এই শপথ কবিযা মিথ্যাবাক্য বলিলে, এক কল্প পর্য্যন্ত নবকে বাস কবিবে। ১০১। যে কার্য্য পাপজনক নহে তাহাব ত্যাগ বা গ্রহণ বিষযে যাহা শপথপূর্ব্বক স্বীকৃত হইযাছে, তাহা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ১০২। স্বীকৃত বিষযেব (ইচ্ছা পূর্ব্বক) লঙ্ঘন কবিলে এক পক্ষ অনাহাব দ্বাবা শুদ্ধ হইবে। ভ্রমক্রমেও তাহা লঙ্ঘন কবিলে দ্বাদশাহ কণ ভোজন দ্বাবা শুদ্ধ হইবে। ১০৩। যদি কুলধর্ম্মও সত্য বিধি অনুসাবে সেবিত না হয তাহা হইলে মোক্ষ এবং মঙ্গলেব নিমিত্ত হয না কেবল কৌল ব্যক্তিব পাপজনক হয। ১০৪। সুবা দ্রবময়ী তাবা অর্থাৎ দ্রব পদার্থরূপে পবিণতা তাবা। সুতবাং জীবগণেব নিস্তাবকাবিণী এবং ভোগ ও মোক্ষেব কাবণ এবং বোগ ও বিপদ নাশিনী। ১০৫। হে প্রিযে! সুবা পাপ সকলকে দগ্ধ কবে সুবা দ্বাবা জগৎ পবিত্র সুবা সর্ব্বপ্রকাব সিদ্ধি বিতবণ কবে এবং সুবা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যাব বর্দ্ধন কবে। ১০৬। হে আদ্যে। মুক্ত মুমুক্ষু ও সিদ্ধগণ, সাধকগণ, বাজগণ ও দেবগণ স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধিব নিমিত্ত সর্ব্বদা এই সুবাব সেবা কবিযা থাকেন। ১০৭ যাঁহাবা শাস্ত্রবিহিত নিযমে ও সমাহিত চিত্তে সুবাপান কবিযা থাকেন তাঁহাবা পৃথিবীতে মর্ত্ত্য হইযাও অমর্ত্ত্য (অর্থাৎ দেবতুল্য হন্)। ১০৮। এই পঞ্চতত্ত্বেব প্রত্যেক তত্ত্ব সেবন কবিলেই লোক শিব স্বরূপ হয, না জানি যে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্বই সেবন কবেন তিনি কতই ফল লাভ কবিযা থাকেন। ১০৯। যদি বিধি ব্যতিবেকে এই বারুণীদেবীকে কেহ পান কবেন তাহা হইলে ইনি পান কর্ত্তাব বুদ্ধি আযু যশ ধন সমুদায বিনষ্ট কবেন। ১১০। যাহাবা প্রমত্ত চিত্তে অত্যন্ত সুবা সেবন কবে তাহাদেব ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-সাধক-জ্ঞান নষ্ট হয। ১১১। অতি মদ্যপ কার্য্যাকার্য্য বিচাব-হীন বিভ্রান্ত-বুদ্ধি মনুষ্য প্রতিপদে নিজেব এবং পবেব অনিষ্ট কবিযা থাকে। ১১২ অতএব মদ্যে বা মাদক বস্তুতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদিগকে বাজা অথবা চক্রেশ্বব, শাবীবিক দণ্ড দ্বাবা বা অর্থদণ্ড দ্বাবা শোধন কবিবেন। ১১৩। সুবা অধিক পবিমাণে পীত বা অল্প পবিমাণেই পীত হউক, সুবাভেদে ব্যক্তিভেদে দেশভেদে এবং কালভেদে মনুষ্যেব বুদ্ধিভ্রংশ কবিযা থাকে। ১১৪ অতএব স্খলিত বাক্য, স্খলিত পাণি, স্খলিত পদ ও স্খলিত দৃষ্টি দ্বাবা অতিবিক্ত পান বিচাব কবিবে, যেহেতু সুবাব পবিমাণদ্বাবা অতিপান লক্ষ্য কবা যায না। ১১৫। রাজা অবশেন্দ্রিয

মদ বিহ্বল চিত্ত দেবতা এবং গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ভয়প্রদ সকল অনর্থের যোগ্য শিবঘাতী পাপীর জিহ্বা দগ্ধ করিবেন অর্থ হরণ করিবেন এবং তাড়না করিবেন। ১১৬। ১১৭। যাহার চরণ বাক্য ও হস্ত বিচলিত হয়, যে ব্যক্তি ভ্রমযুক্ত উন্মত্ত উদ্ধত সেই উগ্র ব্যক্তির রাজা দণ্ডবিধানপূর্ব্বক তাহার ধন গ্রহণ করিবেন।১১৮। যে ব্যক্তি মত্ত অশ্লীল বাক্য উচ্চারণকারী এবং লজ্জাভয় বিহীন, প্রজা-প্রীতিকারক রাজা ধন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে শাসন করিবেন।১১৯। হে কুলেশ্বরি! শতাভিষিক্ত কৌল যদি অতিপান করেন, তাহা হইলে তিনি কুলধর্ম্ম বহিষ্কৃত এবং পশু বলিয়াই গণ্য হন। ১২০। মদ্য শোধিতই হউক অথবা অশোধিতই হউক যে ব্যক্তি উহা অতিশয় পান করে, সে কৌলগণের ত্যাজ্য ও রাজার দণ্ডনীয়। ১২১। যদি কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, মত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানানু-সারে পরিণীতা পত্নীকে মদ্য পান করায়, তাহা হইলে ঐ ভার্য্যার সহিত পঞ্চ দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে।১২২ অসংস্কৃত সুরাপায়ী, তিন দিন উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে যদি কোন ব্যক্তি অপরিশোধিত মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহাকে দুই দিন উপবাস করিতে হইবে। ১২৩। যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত মৎস্য ও মুদ্রা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার এক দিবস উপবাস কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক পঞ্চম তত্ত্বের সেবা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজ-দণ্ডের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ১২৪। হে শিবে। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক মনুষ্যমাংস বা গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে একপক্ষ উপবাস করিয়া সে ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে এই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। ১২৫। হে প্রিয়ে। যে মনুষ্যাকৃতি পশুর মাংস বা মাংসাশী জীবের মাংস ভক্ষণ করিবে, তিন দিন উপবাস করিলে তাহার শুদ্ধিলাভ হইবে। ১২৬। যে ম্লেচ্ছ যবন চাণ্ডাল অথবা কুলাচার বিরোধী পশুর অন্ন ভোজন করিবে, সে এক পক্ষ উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। ১২৭। হে কুলেশ্বরি! যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানে ঐ সকল (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, সে ব্যক্তি এক পক্ষ উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এক মাস উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১২৮। হে প্রিয়ে! যদি কোন ব্যক্তি একবার অনুলোম জাতির অর্থাৎ যথাক্রমে নীচজাতীর অন্ন ভোজন করে, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যান্ন ভোজন করে ইত্যাদি। তবে আমার আজ্ঞা অনুসারে তিন দিন উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১২৯। যদি পশু চাণ্ডাল অথবা ম্লেচ্ছের অন্ন, চক্রে অর্পিত হয়, কিম্বা বীর ব্যক্তি হস্তে করিয়া তাহা প্রদান করেন, তবে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপভাগী হইবে না। ১৩০। অন্নাভাব দুর্ভিক্ষ বিপৎকাল অথবা প্রাণসঙ্কটের সময় উপস্থিত হইলে, যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন দ্বারা প্রাণরক্ষা করে, তবে সে পাপভাগী হইবে না। ১৩১। হস্তি পৃষ্ঠে অনেক লোক দ্বারা বহনীয় প্রস্তর বা কাষ্ঠাসনে এবং দুষ্য পদার্থের লক্ষ্য যদি না থাকে তাহা হইলে ভক্ষ্য দোষ হয় না। ১৩২। হে প্রিয়ে। যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য, যে সকল পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু হনন করিবে না, হনন করিলে পাতকী হইবে। ১৩৩। বুদ্ধিপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে, কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অজ্ঞান বশত গোহত্যা করিলে, শঙ্করের শাসন অনুসারে অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। ১৩৪। যে পর্য্যন্ত ঐ ব্রত আচরণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষৌর কর্ম্ম নখচ্ছেদ এবং বস্ত্রে ক্ষার সংযোগ করিবে না। ১৩৫। হে শিবে। এক মাস উপবাস করিয়া যাপন একমাস কণভক্ষণ দ্বারা অতিবাহন ও একমাস ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া যাপন করার নাম কৃচ্ছ্র ব্রত। ১৩৬। ব্রত শেষ হইলে, মস্তক-মুণ্ডন করিয়া কৌল জ্ঞাতি এবং বন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া জ্ঞানকৃত গোবধজনিত

পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে। ১৩৭। হে শিবে! অপালনকৃত গোবধজনিত পাতকী হইলে আট দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি হইবে। কিন্তু ক্ষত্রিয় ছয় দিন, বৈশ্য চারি দিন, শূদ্র দুই দিন, উপবাস করিয়া উক্ত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১৩৮। হে কৌলিনি! ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তী উষ্ট্র মহিষ অশ্ব, এই সমুদায় জীব হত্যা দ্বারা পাপী মানব তিন দিন উপবাস করিলে সেই পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করিবে। ১৩৯। মৃগ, মেষ ছাগ ও মার্জ্জার বধ করিলে, এক দিন উপবাস করিবে। এবং ময়ূর শুক বা হংস বধ করিলে সূর্য্যের উদয়াবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিবে। ১৪০। অস্থিযুক্ত জীব হত্যা করিলে, এক রাত্রি নিরামিষ ভোজন করিবে। অস্থিহীন জীব হত্যা করিলে, অনুতাপ দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। ১৪১। হে দেবি! রাজা মৃগয়াকালে পশু মীন বা অণ্ডজ জীব হত্যা করিলে, পাপী হইবেন না, যেহেতুক ইহা রাজাদিগের নিত্য ধর্ম্ম। ১৪২। হে ভদ্রে! দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে সকল কর্ম্মেই হিংসা বর্জ্জনীয়। বৈধ হিংসা করিলে, মনুষ্য পাপে লিপ্ত হইবে না। ১৪৩। সংকল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে, দেবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিলে, অশৌচকালের মধ্যে দেবপ্রতিমা স্পর্শ করিলে, গায়ত্রী জপ করিবে। ১৪৪। মাতা পিতা ও ব্রহ্মদাতা, ইঁহারা মহাগুরু। যে ব্যক্তি ইঁহাদিগের নিন্দা করিবে, বা নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে, সে পঞ্চ দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১৪৫। হে প্রিয়ে! যে এইরূপ অন্য কোন গুরু কৌল বা ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিবে, বা কটু বলিবে সে সার্দ্ধদ্বয় দিবস উপবাস করিয়া পাতক হইতে মুক্ত হইবে। ১৪৬। ধনার্থী মানবগণ সকল দেশেই গমন করিতে পারিবে। কিন্তু যে দেশে বা যে শাস্ত্রে কৌলাচার নিষিদ্ধ সেই দেশ ও সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। ১৪৭। যে দেশে কৌলিকাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশে কেহ যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলে, কুলধর্ম্ম হইতে পতিত হইবেন, তিনি পুনর্ব্বার পূর্ণাভিষেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন। ১৪৮। সূর্য্যোদয় অবধি অষ্টপ্রহর অনাহারের নাম উপবাস প্রায়শ্চিত্তে তাহাই বিহিত। ১৪৯। প্রাণধারণের নিমিত্ত এক অঞ্জলি জল পান অথবা বায়ু ভক্ষণ করিলে, উপবাস হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। ১৫০। বার্দ্ধক্য বা শারীরিক পীড়া নিবন্ধন উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্প দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ১৫১। পরের নিন্দা নিজের প্রশংসা অথবা দুঃখজনক অযুক্ত বাক্য কথন কিম্বা অবৈধ কার্য্য করিলে, কেবল অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১৫২। এতদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞান বা অজ্ঞান কৃত সকল পাপই গায়ত্রীদেবীর উপাসনা ও কৌল ভোজন দ্বারা বিনষ্ট হয়। ১৫৩। পুরুষের প্রতি যে সমুদায় সাধারণ নিয়ম বিহিত হইল, তাহা স্ত্রীলোক ও নপুংসকদিগের প্রতি যোগ করিবে। কিন্তু স্ত্রীজাতির বিশেষ এই যে, তাহাদের ভর্ত্তাই মহাগুরু। ১৫৪। যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত, ও যাহারা চিররোগী তাহারা স্বর্ণ দান দ্বারা পবিত্র হইয়া দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইবে। ১৫৫। কোন গৃহ অপমৃত্যু ব্যক্তি দ্বারা অথবা বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দূষিত হইলে ভূঃ স্বাহা ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা, এই শতসংখ্য ব্যাহৃতি হোম দ্বারা সেই গৃহ শোধন করিবে। ১৫৬। বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতিতে অস্থিযুক্ত শব দেখা যাইলে সেই শব উত্তোলনান্তে বাপী কূপ প্রভৃতি শোধন করিবে। ১৫৭। (উহা শোধন করিবার বিধি এইরূপ যথা,) একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ জল পূর্ণাভিষেক মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ বাপী প্রভৃতিকে প্লাবন করিবে। ১৫৮। যদি ঐ বাপী প্রভৃতিতে জল অল্প থাকে, এবং শবের দুর্গন্ধে তাহা দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহার সমুদায় জল পঙ্কের সহিত উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহাদিগকে আপ্লাবন করিবে। ১৫৯। উক্ত জলাশয়ে যদি হস্তি-প্রমাণ বহু জল থাকে, তাহা হইতে একশত কুম্ভ জল উত্তোলনপূর্ব্বক উক্ত অভি-

ষেক মন্ত্রপূত একবিংশতি কুম্ভ সলিলদ্বারা প্লাবিত করিয়া তাহাকে শোধন করিবে।১৬০। শবস্পৃষ্ট জলাশয় যদি একরূপে শোধিত না হয়, তাহার জলপান কর্ত্তব্য নহে এবং তাদৃশ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠাও করিবে না। ১৬১। এই জলে স্নান বা ইহার দ্বারা কোন কর্ম্ম করিলে তাহা বৃথা হয়। এই জলে স্নান করিলে বা জলদ্বারা কোন কর্ম্ম করিলে, তাহারা একদিন নিরাহারে থাকিয়া পঞ্চামৃত পান করণানন্তর শুদ্ধিলাভ করিবে। ১৬২। যে ধনবান্ হইয়া যাচ্ঞা করে, বীর হইয়া সংগ্রাম হইতে পরাঙ্মুখ হয়, যে কুলধর্ম্মের দূষক হয়, যে কুলকামিনী হইয়া সুরাপান করে। যে মিত্রদ্রোহ করে, যে পণ্ডিত হইয়া স্বয়ং পাপাচরণে রত তাহাদিগের অন্যতমকে যে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণান্তে সেই বস্ত্রেরসহ স্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬৩। ১৬৪। যে দ্বিজাতি হইয়া গর্দ্দভ, কুক্কুট অথবা শূকর বিক্রয় করে কিম্বা অন্য কোন নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তিন দিন ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে। ১৬৫। হে অম্বিকে! তিন দিন ব্রত করিবার রীতি এই যে, এক দিন অনাহার এক দিন কণভোজন ও এক দিন জল পান করিবে। ১৬৬। দ্বার রুদ্ধ গৃহে যদি কেহ আহূত না হইয়া প্রবেশ করে, অথবা যে কথা বলিতে বারণ আছে, সেই কথা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে পাঁচ দিন আহার ত্যাগ করিতে হইবে। ১৬৭। যে গর্ব্বযুক্ত হইয়া আগমনকারী গুরুজনকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে, অথবা কুলশাস্ত্র আনিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে, সেই ব্যক্তি এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১৬৮। সুব্যক্ত-অর্থযুক্ত শিবপ্রণীত এই শাস্ত্রে যাঁহারা কূট অর্থ করিবেন, তাঁহারা পতিত হইয়া অধো গতি লাভ করিবেন। ১৬৯। হে দেবি! তোমার নিকট যাহা কথিত হইল ইহা সার হইতে সার ও উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ধর্ম্ম্য পবিত্রতাকারক হিতকারক এবং ইহলোকে ও পরলোকে পরমার্থপ্রদ। ১৭০।

দ্বাদশ উল্লাস।

শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে আদ্যে! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সনাতন ব্যবহার বলিতেছি। রাজা যে ব্যবহার রক্ষা করিলে এবং বিদিত হইলে স্বচ্ছন্দে প্রজা পালন করিতে পারেন। ১। রাজার নিয়ম ব্যতিরেকে মানবগণ ধনলোলুপ হইয়া গুরুজন স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত পরস্পর বিবাদ করিবে। হে দেবি! ধনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং তাহারা হিংসা ও ধন হরণেচ্ছাদ্বারা পাপাবলম্বী হইবে।২ ৩। অতএব আমি মনুষ্যদিগের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মসম্মত রাজনিয়ম নিবদ্ধ করিতেছি। মানবগণ এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলে কখনও মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। ৪। রাজা পাপ খণ্ডনের নিমিত্ত যেমন পাপীদিগের দণ্ড বিধান করিবেন; সেইপ্রকার মনুষ্যদিগের সম্বন্ধভেদে দায় বিভাগ করিয়া দিবেন। ৫। বিবাহ ও জন্মভেদে সম্বন্ধ দুই প্রকার, ইহার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধ অতিশয় বলবান্। ৬। হে শিবে! ধনাধিকার বিষয়ে ঊর্দ্ধতন সম্বন্ধ অপেক্ষা অধস্তন সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ অধঊর্দ্ধ ক্রমে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিই শ্রেষ্ঠ। ৭। ইহার মধ্যে অধিকতর নিকট সম্বন্ধক্রমে দায়াধিকারী হইবে। পণ্ডিতগণ এই বিধানানুসারে যথাক্রমে ধনবিভাগ করিবেন। ৮। মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র পৌত্র কন্যা পিতা ও ভার্য্যা প্রভৃতি জীবিত থাকে, তাহা হইলে পুত্রই ধনাধিকারী হইবে, অন্য কেহ হইবে না। ৯। যেস্থলে বহু সন্তান আছে সেস্থলে সকল পুত্রই সমান অংশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইবে। ১০। যদি পৈতৃক ঋণ থাকে তবে পৈতৃকধন হইতেই তাহা শোধ করিতে হইবে যেহেতুক পৈতৃক ঋণ থাকিলে পৈতৃক ধন বিভাগ যোগ্য হয় না। ১১। যদি পৈতৃক ঋণ থাকিতে পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের নিকট সেই ধন গ্রহণ করিয়া পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ১২। আপনি পাপ

কবিলে যেমন আপনাকেই নবকে যাইতে হয সেইরূপ নিজকৃত ঋণে নিজেই বদ্ধ হইতে হয় অপব কেহই বদ্ধ হয না। ১৩। স্থাবব বা অস্থাবব যাহাকিছু সাধাবণ ধন অংশীবা বিভাগানুসাবে তাহা হইতে আপন আপন অংশ প্রাপ্ত হইতে পাবেন। ১৪। অংশীদিগেব সম্মতি হইলেই বিভাগ সিদ্ধ হইবে তাহাদিগেব অসম্মতি হইলে রাজা পক্ষপাত শূন্য দৃষ্টিতে অংশ কবিয়া দিবেন। ১৫। যে স্থাবব অস্থাবব বিভাগ কবিতে পাবা না যায়, বাজা তাহাব মূল্য বা উপস্বত্ব অংশীদিগকে বিভাগ কবিয়া দিবেন। ১৬। ধন বিভক্ত হইবাব পবেও যে ব্যক্তি ঐ ধনে আপন অংশ প্রমাণিত কবে বাজা সেই ধন পুনর্ব্বাব বিভাগ কবিযা সেই অলব্ধ-অংশ ব্যক্তিকে দেওযাইবেন। ১৭। হে শিবে। সমুদাব অংশীব সম্মতিক্রমে ধন বিভাগ কবিবাব পর (পূর্ব্বকৃত বিভাগ অস্বীকাব পূর্ব্বক) ঐ বিভাগে পুনর্ব্বাব বিবাদকাবী ব্যক্তি বাজাব নিকটে দণ্ডনীয হইবে। ১৮। মৃত ব্যক্তিব পৌত্র, ভার্য্যা ও পিতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ পৌত্রই অধস্তনস্বরূপ গৌবব নিবন্ধন ধনাধিকাবী হইবে। ১৯। অপুত্র মৃত ব্যক্তিব পিতা সহোদর ও পিতামহ থাকিলে, জন্ম অনুসাবে নৈকট্যবশতঃ পিতাই তাহাব ধনাধিকাবী হইবে। ২০। হে প্রিয়ে। কন্যা অতি সন্নিকৃষ্টা হইলেও মৃত ব্যক্তিব ঐ কন্যা বিদ্যমান থাকিতে পৌত্র ধনাধিকাবী হইবে, যেহেতু স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষই মুখ্যতব। ২১। মৃত পুত্র সোপান কবিযা ধন পিতামহ হইতে পৌত্রে গমন কবিবে। এই জন্য লোকে কীর্ত্তিত হয যে, পিতা স্বযংই পুত্রস্বরূপ। ২২। ঔদ্বাহিক সম্বন্ধে ব্রাহ্ম বিধিঅনুসাবে বিবাহিতা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা। ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সেই ব্রাহ্মী ভার্য্যাই অপুত্র স্বামীব ধনাধিকাবিণী হইবে। ২৩। পতিপুত্র বিহীনা নাবী স্বামিধন প্রাপ্ত হইলেও দান বা বিক্রয কবিতে পাবিবে না কেবল স্ত্রীধন দান বিক্রয কবিতে পাবিবে। ২৪। পিতৃকুলেব বা শ্বশুবকুলেব দত্ত ধন অথবা ধর্ম্মানুসাবে নিজ কার্য্য দ্বাবা উপার্জ্জিত যে ধন, তাহা স্ত্রীধন বলিয়া কথিত। ২৫। ঐ নারীব মৃত্যু হইলে প্রাপ্ত স্বামী-ধন পুনর্ব্বাব স্বামীধন-স্থানীয হইবে অর্থাৎ ঐ স্ত্রীর অধিকাবে আসিবাব পূর্ব্বে যেমত ছিল সেইরূপ হইবে (কিন্তু সে স্বামী না থাকায়) অধস্তন ঊর্দ্ধতন অনুসাবে অতি নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি ঐ ধন প্রাপ্ত হইবে। ২৬। স্বামীব মৃত্যুব পব নাবী স্বধর্ম্মঅনুসাবে থাকিয়া পতিবন্ধুদিগেব বশবর্ত্তিনী হইয়া তদভাবে পিতৃবন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থান কবিলে ধনাধিকাবিণী হইবে। ২৭। যে বমণীব প্রতি ব্যভিচাবেরশঙ্কাও হইবে, সে ভর্ত্তৃধন প্রাপ্ত হইবে না। যে ব্যক্তি তাহাব স্বামিধনে অধিকাবী হইবে, তাহাব নিকট বিভব অনুসাবে জীবিকামাত্র প্রাপ্ত হইবে। ২৮। হে শুচিস্মিতে! যদি স্বর্গপ্রাপ্ত ব্যক্তিব বহু পত্নী থাকে তাহা হইলে তাহাবা সকলেই সমান অংশ কবিযা সেই ভর্ত্তৃধন লইবে। ২৯। স্বামিধনভাগিনী পত্নীব মৃত্যু হইলে এবং ভর্ত্তাব কন্যা বিদ্যমান থাকিলে, সেই ধন পুনর্ব্বাব ভর্ত্তৃধন-স্থানীয হইযা দুহিতৃগামী হইবে। ৩০। এইরূপ কন্যা বর্ত্তমানে পুত্রবধূগত-ধন পুত্রবধূব মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বাব স্বামিকে প্রাপ্ত হইয়া শ্বশুবগত, শ্বশুব হইতে সেই ধন কন্যা প্রাপ্ত হয়। ৩১। হে শিবে। এইরূপ পিতামহ বিদ্যমান থাকিতে যদি ধন মাতৃগামী হয, মাতাব মৃত্যুব পব সেই ধন মাতাব ভর্ত্তা, অথচ পিতামহেব পুত্রেব ধনস্থানীয হইয়া পিতামহগামী হইবে। ৩২। মৃত ব্যক্তিব ঊর্দ্ধগত ধন যেমন পিতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পতিহীনা মাতাও প্রাপ্ত হইযা থাকে। ৩৩। জননী বর্ত্তমান থাকিতে বিমাতা ধনভাগিনী হইবে না। জননীব মৃত্যু হইলে পুত্রকে আশ্রয কবিয়া পিতৃদ্বাবা বিমাতাও ধনভাগিনী হইবে। ৩৪। অধস্তন অধিকাবীব অভাব হইলে ধন অধোগামী হয় না, পবন্তু সেই ধন যে ক্রমে অধোগামী হইযাছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি পর্য্যন্ত আসিয়াছিল সেই ক্রমেই ঊর্দ্ধগামী হইবে। ৩৫। অতএব পিতৃব্য থাকিতে ধন

ভগিনীগামী হইলেও কন্যা পুত্র রহিতা ঐ ভগিনীর পতি বিদ্যমান থাকিতে মৃত্যু হইবার পর সেই ধন পিতৃব্যই প্রাপ্ত হইবে। ৩৬। ধন উর্দ্ধ হইতে অধোগামী হইয়া, প্রথমে পুরুষকে আশ্রয় করে। অতএব সহোদরা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিতেও বৈমাত্রের ভ্রাতা ধনাধিকারী হইবে। ৩৭। সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার্ধ সন্তান বিদ্যমান থাকিলেও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগত ধন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সন্তানেই প্রাপ্ত হইবে। ৩৮। হে শিবে! মৃত ব্যক্তির ধন সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়ে সমান বিভাগ করিয়া লইবে কারণ ঐ ধন, মৃত ব্যক্তির পিতৃ ধন-স্থানীয় হয়। ৩৯। কন্যা জীবিত থাকিতে তাহার পুত্র ধনাধিকারী হইবে না। যে স্থলে যে ধনাধিকারের বাধক সেই স্থলে তাহার মৃত্যুর পর অপরকে আশ্রয় করিবে (এখানে কন্যা, দৌহিত্রের ধনাধিকারের বাধক সুতরাং কন্যার মৃত্যুর পর দৌহিত্র অধিকারী)। ৪০। অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ সাধারণ পৈতৃক ধনদ্বারা দিয়া পুত্র না থাকিলে কন্যারা পিতৃ ধন বিভাগ করিয়া লইবে। ৪১। সন্ততি রহিতা মৃত নারীর স্ত্রীধন স্বামী প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীধন ভিন্ন অন্য ধন যাহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তাহা প্রাপ্ত হইবে। ৪২। নারী উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে যে ধন প্রেত হইতে প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে আপনার ভরণপোষণ করিবে এবং তাহার উপস্বত্ব দ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিবে কিন্তু দান বিক্রয় করিতে পারিবে না। ৪৩। পিতৃব্যপত্নী ও পিতৃবিমাতা বিদ্যমান থাকিলে ধন পিতামহ গামী হইয়া পশ্চাৎ পিতৃব্যদ্বারা পিতৃব্যপত্নীকেই আশ্রয় করিবে। ৪৪। পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকিলে, অধস্তন পুরুষের প্রধানতা হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে। ৪৫। পিতৃব্য অপেক্ষা ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান সন্নিকৃষ্ট ঈদৃশ স্থলে মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃধনস্থানীয় হইয়া ভ্রাতৃগামী হইবে। ৪৬। মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র ও পিতা বর্ত্তমান থাকিলে দৌহিত্রই ধনাধিকারী হইবে, যেহেতু ধন স্বভাবতই অধোগামী। ৪৭। হে কালিকে! স্বর্গগত ব্যক্তির পিতা ও মাতা বিদ্যমান থাকিলে পুরুষের মুখ্যতরত্ব হেতু পিতাই ধনাধিকারী হইবে। ৪৮। মৃত ব্যক্তির মাতুল জীবিত থাকিলেও পিতৃসম্বন্ধের গৌরবহেতু পিতৃসপিণ্ড ব্যক্তিই ধনপ্রাপ্ত হইবে। ৪৯। হে শিবে! ধন অধোগামী হইতে না পারিলে, উর্দ্ধতন পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে পুরুষ দিগের প্রধানতা প্রযুক্ত অগ্রে ধন পিতৃকুলেই গমন করে। এই কারণে এ স্থলে মাতুল সন্নিকৃষ্ট হইলেও ধনভাগী হন্ না। ৫০। হে পার্ব্বতি! মৃতপিতৃক-পৌত্র ও পুত্র বিদ্যমান থাকিলে মৃতপিতৃক-পৌত্র পিতামহের ধন হইতে পিতার প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইবে। ৫১। পৌত্রী যদি ভর্তৃহীনা পিতৃমাতৃবিহীনা ও স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পিতামহ ধনে পিতৃব্যের সহিত সমভাগিনী হইবে। ৫২। হে দেবি! পৌত্রীর পিতামহী ও পিতৃষসা জীবিত থাকিলেও পিতৃগত ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী হইবে অর্থাৎ ধনীর কন্যা, জননী, ভগিনীর মধ্যে কন্যাই উত্তরাধিকারিণী। ৫৩। অধোগামী ধনে অধস্তন পুরুষেরই প্রাধান্য, এবং উর্দ্ধগামী ধনে উর্দ্ধতন পুরুষেরই প্রাধান্য হইবে। ৫৪। হে প্রিয়ে! এই কারণে পুত্রবধূ পৌত্রী বা কন্যা জীবিত থাকিতে মৃত ব্যক্তির ধন মৃত ব্যক্তির পিতা গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৫৫। যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সেই ধন মাতামহকুলকে আশ্রয় করিবে। ৫৬। মাতামহ-কুল-গত-ধন মাতুল মাতুলপুত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রথমত অধস্তন তদভাবে উর্দ্ধতন এবং পুরুষজাতি, তদভাবে নারীজাতিকে আশ্রয় করিবে ৫৭। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিত পত্নীর সন্তান বিদ্যমান থাকিতে এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড থাকিতে শৈব বিবাহে বিবাহিত ভার্য্যার সন্তান মৃত ব্যক্তির ধনভাগী হইবে না। ৫৮। হে ভদ্রে! শৈববিবাহে বিবাহিত ভার্য্যা ও তাহার পুত্রগণ ধনাধিকারীর নিকট মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে। ৫৯। হে প্রিয়ে!

শৈববিবাহে বিবাহিত ভার্য্যাকে শৈব ভর্ত্তাই পালন করিবে। সে যদি ব্যভিচারিণী না হয়। শৈবী ভার্য্যা পিতা মাতা প্রভৃতির ধনে অধিকারিণী হয় না। ৬০। পিতা ক্রোধ হেতু বা লোভ হেতু সৎকুলসম্ভূতা কন্যার শৈববিবাহ দিলে লোক সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন। ৬১। শৈবীভার্য্যা ও তাহার বংশ না থাকিলে শিবের শাসন হেতু ক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্বাভাবে সমানোদক, আচার্য্য ও রাজা মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন। ৬২। হে প্রিয়ে। পিণ্ডদাতা হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডশব্দে কথিত। অষ্টম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক। অনন্তর কেবল গোত্রজ বলা যায়। ৬৩। যে ধন একবার বিভাগ করিয়া তাহা যদি পশ্চাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে সেইধন অবিভক্ত বিধানানুসারে পুনর্ব্বার বিভাগ করিবে। ৬৪। অবিভক্ত বা বিভক্ত ধনে যাহার যেরূপ অংশ নির্দ্দিষ্টআছে, সেই ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ সেইরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবে। ৬৫। যাহারা যাহার ধন অধিকারী হইবে, তাহারাই যাবজ্জীবন তাহার পিণ্ডদান ॥। শৈব ভার্য্যার পুত্র ব্যতীত। ৬৬। এই লোকের জন্মসম্বন্ধহেতু যেমন অশৌচ বিহিত হয় সেইরূপ উত্তরাধিকারির সম্বন্ধেও ত্রিরাত্রি অশৌচ বিহিত আছে।৬৭। পূর্ণাশৌচ অথবা খণ্ডাশৌচ নির্দ্দিষ্ট-অশৌচকালের মধ্যে শ্রুত হইলে অশৌচ কালের যে কএক দিন অবশিষ্ট থাকিবে, দ্বিজাদি সকল বর্ণই সেই কএক দিনেই শুদ্ধ হইবে। ৬৮। অশৌচ কাল অতীত হইলে পর খণ্ডাশৌচ শ্রুত হইলে অশৌচ হইবে না কিন্তু পূর্ণাশৌচ শ্রুত হইলে তিন দিন অশৌচ হইবে যদি এক বৎসরের পর না হয় ।৬৯। এক বৎসর অতীত হইলে পুত্র পিতার বা মাতার এবং পতিব্রতা পত্নী ভর্ত্তার মরণ শ্রবণ করিলে ত্রিরাত্র অশুচি হইবে। ৭০। যেস্থলে এক অশৌচের মধ্যে অন্য একটী অশৌচ হয়, সেই স্থলে গুরু অশৌচ দ্বারা মানবদিগের শুদ্ধি বিহিত আছে। ৭১। দীর্ঘকালব্যাপিত্বরূপ গৌরব হেতুই অশৌচের গুরুত্ব ব্যাপ্য অশৌচ ও ব্যাপক অশৌচের মধ্যে . ব্যাপক অশৌচ, গুরুতর।৭২। যদি মরণাশৌচের বা জননাশৌচের শেষ দিবসে অহোরাত্র মধ্যে অপর কোন মরণজনিত বা জন্মজনিত খণ্ডাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচ দ্বারাই সেই অশৌচ যাইবে অর্থাৎ খণ্ডাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে না। যদি পূর্ণাশৌচ হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের পর দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। ৭৩। স্ত্রীলোকের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতৃকুলে অশৌচ হইবে। বিবাহ হইলে পর পিতামাতার মরণে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। ৭৪। বিবাহের পর নারী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ দত্তকপুত্র, দত্তকগ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত হইবে। ৭৫। জননী ও জনক উভয়ের সম্মতিক্রমে পুত্র গ্রহণ করিয়া গ্রহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া স্বজনবর্গের সহিত ঐ দত্তক পুত্রের সংস্কার করিবে। ৭৬। যেরূপ ঔরস পুত্রে পিতামাতার ধন এবং পিণ্ডাধিকার আছে, সেইরূপ দত্তক পুত্রেও দত্তকগ্রহীতা স্ত্রীপুরুষের ধন ও পিণ্ডাধিকার আছে, কারণ তাহারাই ঐ দত্তকের পিতামাতা। ৭৭। পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক বালককে সবর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিবে। দত্তক গ্রহণ বিষয়ে পঞ্চম বর্ষাধিকবয়স্ক বালক প্রশস্ত নহে। ৭৮। হে কালিকে। ভ্রাতৃপুত্রও যদি দত্তক হয়, তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতাই ঐ দত্তক পুত্রের পিতা হইবে এবং তাহার জন্মদাতা সকল কার্য্যেই পিতৃব্য হইবে। ৭৯। যে ব্যক্তি যাহার ধনাধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম পালন করিবে ও নিয়ম রক্ষা করিবে এবং তাহার বন্ধুদিগকে পরিতুষ্ট করিবে ৮০। যাহারা কানীন, গোলক, কুণ্ড * ও অতিপাতকী তাহাদের মরণে অশৌচ

* কন্যাকালে উৎপন্ন পুত্র কানীন, উপপতি কর্ত্তৃক বিধবার গর্ভে উৎপাদিত পুত্র গোলক, উপপতি কর্ত্তৃক সধবার গর্ভে উৎপাদিত পুত্র কুণ্ড;

হইবে না এবং তাহাদিগের ধনাধিকারিতাও হইবে না। ৮১। যে সকল পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদ-রূপ দণ্ড হইয়াছে, অথবা যে সকল নারীর রাজদণ্ড দ্বারা নাসিকা ছেদন হইয়াছে, অথবা যাহারা মহাপাতকী, তাহাদের মরণে অশৌচ গ্রহণ করিবে না। ৮২। যে সকল ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছে রাজা তাহাদের পরিবার এবং ধন দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন। ৮৩। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের কুশময় দেহ দাহ করাইবেন। ত্রিরাত্রের পর ঐ ব্যক্তির পুত্রাদি-দ্বারা প্রেতত্ব মোচন করাইবেন। ৮৪। অনন্তর নৃপতি ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন বিভাগ করিয়া পুত্রাদি ক্রমে যথাসম্ভব তাহার পরিবারদিগকে প্রদান করিবেন, অন্যথা তিনি পাপী হইবেন। ৮৫। যাহার কেহ রক্ষক নাই, তাহার এবং দীন, বিপদ্‌গ্রস্তদিগের রাজাই রক্ষা কর্ত্তা হইবেন, কারণ রাজাই প্রজাগণের প্রভু।৮৬। হে কালিকে। অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি বিভাগের পরেও আগমন করে, তাহা হইলে তাহারই স্ত্রী পুত্র, তাহারই ধন; ইহার অন্যথা হইবে না। ৮৭। অংশিগণের সম্মতি ব্যতীত পুরুষ-জাতিও পৈতৃক স্থাবরধন স্বজনকে অথবা অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে পারিবে না। ৮৮। যে স্থাবর, অস্থাবর ধন স্বোপার্জ্জিত তাহা এবং পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছামত দান করিতে পারিবে। ৮৯। পুত্র অথবা পত্নী কিম্বা কন্যা, দৌহিত্র অথবা জনক, জননী কিম্বা ভ্রাতা বা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিলেও যে স্থাবর ও অস্থাবর ধন, স্বোপার্জ্জিত, এবং পৈতৃক সকল অস্থাবর ধন তাহা দান করিতে পারিবে। ৯০।৯১। এইরূপ ধন, পুরুষ এইরূপে দান বা অন্য কোন ধর্ম্ম্য কার্য্যে ব্যয় করিলে তদীয় পুত্রাদি তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। ৯২। ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত স্থাপিত ধনের দাতাই রক্ষা করিবে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবেন না কারণ ধর্ম্মই সেই ধনের প্রভু। ৯৩। হে অম্বিকে। স্বয়ং বা প্রতিনিধিদ্বারা সংকল্প অনুসারে মূলধন বা উপস্বত্ব, ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত করিবে। ৯৪

ধনী যদি স্নেহবশত কোন উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। ৯৫। যদি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকেই স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অন্য উত্তরাধিকারীরা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ৯৬। যেস্থলে বহু ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা পৈতৃক ধন দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছে সেইস্থলে ঐ পৈতৃক ধনেই সকল ভ্রাতাই সমভাগী উপার্জ্জক ব্যতীত উপার্জ্জিত ধন অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। ৯৭। যে ভ্রাতা পৈতৃক নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করে, উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি দুই অংশ গ্রহণ করিবে। ৯৮। শরীর-শূন্য ব্যক্তিকে পুণ্য ধন এবং বিদ্যা, আশ্রয় করে না। এই শরীর যেহেতু পিতৃসম্বন্ধী সুতরাং কোন্ ধন না পৈতৃক হইবে। ৯৯। মানবগণ পৃথগন্ন পৃথক্ ধন হইয়াও যাহা উপার্জ্জন করিবে তৎ-সমস্তই পিতৃসংক্রান্ত, স্বোপার্জ্জিত ধন কিরূপে সম্ভব হয়। ১০০। অতএব হে মহেশ্বরি। যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রমদ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিবে, তাহা তাহারই স্বোপার্জ্জিত সেই ব্যক্তি সেই ধনের স্বামী অন্য কেহ নহে।১০১। হে দেবি। মাতা পিতা গুরু পিতামহ বা মাতামহকে করদ্বারাও প্রহার করিলে, সে তাহাদিগের ধনভাগী না। ১০২। অন্য কোন সম্বন্ধী ব্যক্তিকেও প্রাণে বিনাশ করিলে, বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত হইবে না, অপর কোন উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবে। ১০৩। হে অম্বিকে নপুংসক ও পঙ্গু, যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে, ধনভাগী হইবে না। ১০৪। পথে বা অন্য কোন স্থানে কেহ সস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে রাজা সুবিচার পূর্ব্বক সেই ধন গ্রহীতা দ্বারা ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। ১০৫। অস্বামিক জীব বা অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি তাহার অধিকারী হইবে, রাজাকে তাহার দশমাংশ অর্পণ করিবে।১০৬। নিকটে যোগ্যক্রেতা উপস্থিত থাকিতে স্থাবর

স্বামী স্থাবর ধন অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১০৭। নিকটস্থ ক্রেতাগণের মধ্যে জ্ঞাতি অথবা সবর্ণ প্রশস্ত; তদভাবে বন্ধু। বহু-বন্ধু ক্রয়েচ্ছু থাকিলে বিক্রেতার ইচ্ছাই গরীয়সী, অর্থাৎ ইচ্ছামত বিক্রয় করিবে। ১০৮। অপর ব্যক্তি স্থাবর ধনের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, নিকটস্থ ব্যক্তি যদি সেই মূল্য দেয় তাহা হইলে এই ব্যক্তিই ক্রেতা হইবে অপর ব্যক্তি হইবে না। ১০৯। যদি নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্য দানে অসমর্থ অথবা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকটেও বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ১১০। হে দেবি! প্রতিবাসীর অজ্ঞাতসারে অপরে যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ প্রতিবাসী শ্রবণ করিয়াই সেই মূল্য দিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ১১১। (কিন্তু) ক্রেতা যদি তাহাতে গৃহ উপবন নির্ম্মাণ করে বা ভগ্ন করে, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিলেও স্থাবর ধন প্রাপ্ত হইবে না। ১১২। জল বা বন হইতে উত্থিত, অতি দুর্গম, অনিবারিত-ভোগ এবং রাজস্ব-শূন্য ভূমিকে রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও উর্ব্বরা করিতে পারিবে। ১১৩। সেই ভূমি যদিও বহু-প্রয়াসসাধ্য, তথাপি তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তুর দশমাংশ রাজাকে প্রদান করিয়া ভোগ করিবে কারণ রাজাই সমুদায় ভূমির স্বামী। ১১৪। যে স্থানে পরের অনিষ্ট হইতে পারে সে স্থানে বাপী—কূপ—তড়াগ-খনন বৃক্ষরোপণ অথবা গৃহ করিতে পরিবে না। ১১৫। দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট কূপাদি ও নদীর জল সকলেই পান করিতে অধিকারী এবং ঐ জলাশয়ের নিকটস্থ ব্যক্তিগণ সেচন করিতে অধিকারী। ১১৬। যে জলাশয়ের জল সেচন করিলে লোকেরা জলের জন্য কাতর হইবে নিকটস্থ লোকেরাও তাহা হইতে জল সেচন করিতে পারিবে না। ১১৭। অংশীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে অবিভক্ত সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা ও বিক্রয় করা অসিদ্ধ। এবং যে সম্পত্তির অধিকারিতা অথবাপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার বিক্রয় বা বন্ধক অসিদ্ধ হইবে। ১১৮। গচ্ছিত বা বন্ধকি বস্তু জ্ঞানপূর্ব্বক অযত্নবশতঃ নষ্ট করা হইলে রাজা ঐ নষ্টকারী ব্যক্তি হইতে ধনস্বামীকে তাহার মূল্য সর্ব্বতোভাবে দেওয়াইবেন। ১১৯। ন্যাস-কর্ত্তার সম্মতিক্রমে ন্যস্ত পশুপ্রভৃতি বস্তুর ব্যবহার করিলে ব্যবহর্ত্তাই পশুদিগকে পোষণ করিবেন। ১২০। যে স্থলে মানব কালও লাভের নিয়ম ব্যতীত লাভের নিমিত্ত স্থাবরা-স্থাবর সম্পত্তি বিনিযুক্ত করিবে সেইস্থলে সেই লাভ অন্যথা হইবে। ১২১। পিতার মৃত্যু হইলে সকল অংশীর সম্মতি ব্যতিরেকে সাধারণ সম্পত্তি, লাভার্থ বিনিযুক্ত করিতে পারিবে না। ১২২। হে পার্ব্বতি! যদি বহুমূল্য বস্তু অল্প মূল্যে বা অল্প মূল্য বস্তু বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্যথা করিতে সক্ষম হইবেন। ১২৩। যেমন জন্ম ও মৃত্যু শরীরেরএকবার মাত্র সেইরূপ দান ও কন্যার ব্রাহ্ম বিবাহ একবারই হইবে। ১২৪। যাহার একটীমাত্র পুত্র আছে, সে পুত্র দান করিতে পারিবে না, যাহার একটী মাত্র স্ত্রী আছে, সে স্ত্রী দান করিতে সমর্থ হইবে না। যিনি পিতৃলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন, তাঁহার যদি একটিমাত্র কন্যা থাকে তাহা হইলে সেই কন্যার শৈব বিবাহ দিতে পারিবেন না। ১২৫। দৈব কার্য্যে পিতৃকার্য্যে বাণিজ্যে বিশেষত রাজদ্বারে প্রতিনিধি যাহা করিবে, তাহা সেই নিযোগকর্ত্তারই করা হইবে। ১২৬। হে সুব্রতে! প্রতিনিধি-নিযোগ-কর্ত্তার দোষে প্রতিনিধি বা দূত দণ্ডার্হ হইবে না ইহা নিত্য বিধি। ১২৭। ঋণ কৃষিকার্য্য বাণিজ্য এবং অন্যান্য সকল কার্য্যে ধর্ম্ম সম্মত যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা করিতে হইবে। ১২৮। জগদীশ্বর জগৎ রক্ষা করিতেছেন। যাহারা এই জগৎকে নাশ করিতে অভিলাষী তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরপালিত জগৎ রক্ষকদিগকে জগদীশ্বর রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বদা জগতের হিতসাধনে তৎপর হইবে। ১২৯।

দ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ উল্লাস।

দেবদেব মহেশ্বর সকল নিগমের সার এবং স্বর্গও মোক্ষের একমাত্র কারণস্বরূপ এই বাক্য কহিলে পর কলিমল সংযুক্ত জীবগণের পবিত্রতার জন্য একাগ্র চিত্তা ত্রিভুবন জনমাতা পার্ব্বতী ভক্তিসহকারে কহিতে লাগিলেন। ১। মহদ্যোনি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের উৎপাদিকা আদিশক্তি অর্থাৎ মূল প্রকৃতি মহাদ্যুতি এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মা অর্থাৎ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়া মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে হইবে। ২। হে দেব। প্রকৃতি-কার্য্যের অর্থাৎ ঘট পট প্রভৃতিরই রূপ আছে। কিন্তু মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা অর্থাৎ প্রকৃতিরূপা (সুতরাং রূপ থাকা অসম্ভব) আমার এই বিষয়ে বিশেষরূপ সংশয় আছে, হে দেব! আপনি আমার এই সংশয় বিশেষরূপে ছেদন করুন। ৩। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে প্রিয়ে! পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে। ৪। হে শৈলজে! শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণসমুদায় যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সর্ব্বভূতই কালীতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ৫। এই হেতু সেই নির্গুণা নিরাকারা যোগীগণের হিতকারিণী কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ৬। নিত্যা কালরূপা অব্যয়া ও কল্যাণরূপা। এই কালীর ললাটে চন্দ্রকলা চিহ্ন অমৃত প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। ৭। যেহেতু নিত্যস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন এই কারণে তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে। ৮। সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন, বলিয়া সর্ব্বপ্রাণীর রুধির সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্তবসন রূপে কথিত হইয়াছে। ৯। হে শিবে। সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীব রক্ষা করা এবং নিজ নিজ কার্য্যে জীবগণকে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয়রূপে কথিত হইয়াছে। ১০। হে ভদ্রে। তিনি রজোগুণ জনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই কারণে কথিত হইয়াছে যে, তিনি রক্ত কমলাসনস্থিতা। ১১। জ্ঞানস্বরূপা সর্ব্বজনের সাক্ষীস্বরূপিণী সেই দেবী মোহময়ী সুরাপান করিয়া ক্রীড়াকারী কালসম্ভূত জগৎকে দেখিতেছেন। ১২। অল্পবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্তপ্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে। ১৩। শ্রীদেবী কহিলেন। জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত আপনি যে আদ্যা কালিকার ধ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, যদি সেই ধ্যানানুসারে মৃন্ময়ী বা শিলাময়ী কাষ্ঠময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সাধক ব্যক্তি বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা ঐ মূর্ত্তিকে বিচিত্র রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ঐ দেবেশীর মূর্ত্তি স্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে? হে প্রভো! কিরূপ বিধির অনুসারে সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা কৃপা করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ১৪—১৬। আপনি পূর্ব্বে বাপী কূপ গৃহ উপবন ও দেবপ্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষরূপে বলেন নাই। ১৭। হে পরমেশ্বর। আমি আপনার মুখারবিন্দ হইতে তাহার বিধানও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। যদি আপনার অভিরুচি হয়, কৃপা করিয়া বলুন। ১৮। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে পরমেশ্বরি। তুমি যে সমুদায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তাহা অতিশয় গোপনীয়। তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত আমি বলিতেছি। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ১৯। এই ভূমণ্ডল মধ্যে মানব দ্বিবিধ, সকাম ও নিষ্কাম। নিষ্কামদিগের মোক্ষপদ, কামীগণের যেরূপ ফল তাহা কথিত হইতেছে। ২০। হে প্রিয়ে। যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, সেই ব্যক্তি সেই দেবলোক এবং তল্লোক ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২১। মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিলে, দশ সহস্র কল্প স্বর্গে বাস করে। দারুময়ী পাষাণময়ী ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে ক্রমে দশদশগুণ অধিক ফল হয় অর্থাৎ দারুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় লক্ষকল্প স্বর্গবাস

ইত্যাদি। ২২। যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে অথবা কোন কামনা করিয়া ধ্বজ ও বাহনের সহিত তৃণ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ করিবে, বা ঐরূপ উৎকৃষ্ট গৃহের সংস্কার করিয়া দিবে, তাহার পুণ্য শ্রবণ কর। ২৩। হে পরমেশ্বরি। যে ব্যক্তি তৃণাদি নির্ম্মিত গৃহ দান করিবে, সেই ব্যক্তি বহুসহস্রকোটি বৎসর দেবলোকে বাস করিবে। ২৪। ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ দানে ইহা হইতে শতগুণ ফল। প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ প্রদানে উহা হইতে অযুতগুণ পুণ্য। ২৫। হে আদ্যে। সেতু এবং সংক্রম অর্থাৎ সেতু বিশেষের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে, যমলোক দর্শন করিতে হয় না। পরমসুখে সুবালয় লাভ করিয়া স্বর্গবাসিদিগের সহিত আমোদ করে। ২৬। বৃক্ষ ও উপবন প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা, দেবলোকে গমন করিয়া কল্প-পাদপবৃন্দ-সন্নিহিত দিব্যগৃহে বাস করিয়া যে সকল মনের অভিলষিত সেই সমস্ত মনোরম ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া থাকে। ২৭। সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতির নিমিত্ত যাহারা জলাশয় উৎসর্গ করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া অমাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং সেই জলাশয় মধ্যে যতগুলি জলকণা থাকিবে তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করিবে। ২৮। হে দেবি। যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতিকারক কোন বাহন প্রদান করিবে, সে সেই বাহন কর্ত্তৃক নিয়ত পরিরক্ষিত হইয়া সেই দেবলোকে চিরকাল বাস করিবে। ২৯। এই ভূমণ্ডলে মৃণ্ময় বাহন দান করিলে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন দানে তাহার দশগুণ ফল হইয়া থাকে, এবং প্রস্তর নির্ম্মিত বাহন দান করিলে তাহা হইতেও দশগুণ অধিক ফল লাভ হয়। ৩০। পিত্তল কাংস্য তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত দেববাহন দান করিলে ক্রমে শতগুণ করিয়া অধিক ফল হয় প্রস্তর হইতে পিত্তলে শতগুণ অর্থাৎ পিত্তল হইতে কাংস্যে শতগুণ ইত্যাদি। ৩১। সাধকশ্রেষ্ঠ, ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড় নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন। ৩২। যাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণ, যাহার বদনমণ্ডল ভীষণ, যাহার স্কন্ধর কেশরসমূহ দ্বারা সুশোভিত যে চতুষ্পদ, যাহার নখ বজ্রসদৃশ সে মহাসিংহ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৩৩। শৃঙ্গদ্বয়ই যাহার অস্ত্র যাহার শরীর শুভ্রবর্ণ, যে চতুষ্পদ যাহার খুর কৃষ্ণবর্ণ, যাহার বৃহৎ ককুদ আছে, যাহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, যাহার স্কন্ধদেশ শ্যামবর্ণ, সে বৃষভ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৩৪। যাহার জঙ্ঘা পক্ষীর ন্যায়, বদনমণ্ডল মনুষ্যের ন্যায়, নাসিকা সুদীর্ঘ ও পক্ষদ্বয়যুক্ত কৃতাঞ্জলি পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া উপবিষ্ট, গরুড় হইবে। ৩৫। দেবালয়ে ধ্বজপতাকা দান করিলে দেবতার শতবর্ষব্যাপিনী প্রীতি হয়। (উচ্চে) দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত চিত্র বিচিত্র সুদৃঢ় ছিদ্র রহিত সুদৃশ্য বস্ত্রবস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত ও অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্রযুক্ত ধ্বজদণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। ৩৬।৩৭। তাহাতে অর্থাৎ ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগে তত্তদ্দেবতার বাহন চিহ্নে পতাকা সংযুক্ত করিতে হইবে। যাহার মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। যাহা রমণীয় বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত ধ্বজাগ্রে শোভমানা হইবে তাহাই পতাকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৮। যিনি বস্ত্র অলঙ্কার পর্য্যঙ্কযান সিংহাসন পানপাত্র ভোজনপাত্র তাম্বূলপাত্র পিকদান মণিমুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি বস্ত্র ও অন্যান্য নিজ প্রিয়বস্তু দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিত হইয়া দান করিবেন তিনি সেই দেবতার স্থানে গমন করিয়া সেই সেই দত্ত বস্তুর কোটিগুণ লাভ করিবেন। ৪০। কামীদিগের ফল স্বপ্নলব্ধ রাজ্য সদৃশ ক্ষয়শীল ইহা কথিত হইয়াছে। নিষ্কামদিগের পুনরাবৃত্তি বর্জ্জিত নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। ৪১। জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতুসংক্রম, বৃক্ষ ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুদৈত্যের পূজা করিবে। ৪২। যে ব্যক্তি বাস্তু-পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে, বাস্তুদেব পরিবারগণের সহিত তাহার তৎকর্ম্মে বিঘ্ন করিয়া দিবেন। ৪৩। কপিলাস্য, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, বক্রলোচন কোটরাক্ষ, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজঙ্ঘ এবং মহোদর। ৪৪। অশ্বতুণ্ড, কাককণ্ঠ, বজ্রবাহু, ব্রতান্তক, এই সকল বাস্তুদেবতার পরিবার যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়। ৪৫। যে মণ্ডলে বাস্তুদেব-

তাব পূজা কবিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কব। ৪৬। বেদী বা প্রশস্ত জলদ্বারা উপলেপিত কোন সমতল ভূমিতে বায়ু-কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত এক হস্ত পবিমিত একটী সূত্রপাত ক্রমে অর্থাৎসবল বেখা কবিবে। ৪৭। ঈশান কোণ হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আব একটী বেখা কবিবে। পবে অগ্নিকোণঅবধি নৈঋত-কোণ পর্য্যন্ত এবং নৈঋতকোণ অবধি বায়ু-কোণ পর্য্যন্ত বেখা দ্বয় কবিয়া একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। ৪৯। হে দেবি। ঐ মণ্ডলেব এক কোণ হইতে অপব কোণ পর্য্যন্ত বেখা দুইটী টানিয়া সেই মণ্ডলকে একপে চাবিভাগে বিভক্ত কবিবে যে, যাহাতে সেইস্থলে চাবিটী মৎস্য পুচ্ছেব আকাব হইযা উঠে। ৫০। অনন্তব সুধী ব্যক্তি উক্ত পুচ্ছমূল ভেদ কবিযা পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিক্ পর্য্যন্ত এবং উত্তব দিক্ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত দুইটী বেখা দিবে। ৫১। অনন্তর কোনবেখাযুক্ত চতুষ্কোণে কর্ণাকর্ণি চাবিটী বেখা ও মধ্যস্থলে পশ্চিম হইতে পর্য্যন্ত দুইটী এবং উত্তব হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দুইটী বেখা কবিবে। ৫২। এইরূপ সঙ্কেত অনুসাবে ঐ মণ্ডলেব ষোলটী কোষ্ঠ লিখিযা পঞ্চবর্ণেব গুঁড়া দ্বাবা উত্তম যন্ত্র রচনা কবিবে। ৫৩। অনন্তব মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টযে একটী সুমনোহব চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কিত কবিবে। যাহাব কর্ণিকা পীত ও বক্তবর্ণ এবং কেশব বক্তবর্ণ কবিতে হইবে। ৫৪। পবে পদ্মেব দল সকল শুক্লবর্ণ বা পীতবর্ণ কবিবে। ৩২পবে পদ্মেব সন্ধিস্থান ইচ্ছামত বর্ণ ৭.৭. পূবণ করিবে। ৫৫। অনন্তব ঈশান কোণেব কোষ্ঠ হইতে আবম্ভ কবিযা দ্বাদশ কোষ্ঠ ক্রমান্বযে শ্বেত কৃষ্ণ পীত বক্ত, এই চতুর্বর্ণদ্বাবা পূবিত কবিবে। ৫৬। হে প্রিযে। দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সমুদায় কোষ্ঠ পূরণ কবিতে হইবে। পবে তাহাতে বামাবর্ত্ত যোগে দেবগণেব পূজা কবিবে। ৫৭। প্রথমতঃ বিঘ্নশান্তিব নিমিত্ত পদ্মে বাস্তুদৈত্যেব এবং ঈশান কোণাবধি আবম্ভ কবিযা (বামাবর্ত্তে) দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্য প্রভৃতি দানবগণেব পূজা কবিবে। ৫৮। পবে কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসাবে অগ্নি সংস্কাব কবিযা যথাশক্তি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বাস্তুযজ্ঞ সমাপন করিবে। ৫৯। হে দেবি। তোমাব নিকট এই মঙ্গলদায়িনী বাস্তুপূজা কথিত হইল। মনুষ্য যাহা কবিলে বাস্তু বিঘ্নে পীড়িত হন না। ৬০। দেবী কহিলেন। হে নাথ! বাস্তুদেবেব মণ্ডল ও বাস্তুপূজাব বিধান কথিতহইলবটে কিন্তু বাস্তুদেবেব ধ্যান কথিত হয নাই, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। ৬১। শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে মহেশ্ববি। বাস্তুবাক্ষসেব ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কব। যাহাব অনুশীলনে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ্ নষ্ট হয়। ৬২। চতুর্ভুজ মহাকায়, জটাজূট-দ্বাবা-বিভূষিত-মস্তক ত্রিনযন, কবাল বদন, হাবকুণ্ডল দ্বাবা অলঙ্কৃত লম্বোদব দীর্ঘকর্ণ, লোমশ পবিধানে পীতবস্ত্র ভুজ চতুষ্টয দ্বাবা গদা ত্রিশূল পবশু ও খট্টাঙ্গ ধাবী খড়্গাচর্ম্মধাবী কপিলাস্য প্রভৃতি বীবগণ কর্তৃক বেষ্টিত শত্রুসংহাব-কাবী সাক্ষাৎ উদয কালীন সূর্য্য-সদৃশ কূর্ম্মোপবি পদ্মাসনে উপবিষ্ট বাস্তু-পতি দেবকে ধ্যান কবিবে মাবীভয বোগভয ডাকিনী ভয় উৎপাতিক ভয সন্তানেব দোষ সর্প ভয বা বাক্ষস ভয উপস্থিত হইলে এইরূপে ধ্যান কবিয়া পবিবাব সমন্বিত বাস্তুদেবেব পূজা কবিবে। ৬৬। ৬৭। পবে তিল ঘৃত ও পাযস দ্বাবা হোম কবিযা সর্ব্ববিষযে শান্তিলাভ কবিতে পাবিবে। হে সুব্রতে! পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহে যেমন বাস্তুপুরুষ পূজ্য সেইরূপ নবগ্রহ দশ দিক্ পাল ও পূজ্য এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বাগ্দেবী লক্ষ্মী শঙ্কবী মাতৃগণ গণেশ এবং বসুগণও পূজনীয। হে কালিকে! পূর্ব্বোক্ত সমুদায কর্ম্মে যদি পিতৃগণ তৃপ্ত না হন তাহা হইলে কর্ত্তাব সকলই ব্যর্থ হয এবং পদে পদে তাহাব বিঘ্ন হয অতএব হে মহেশ্ববি। যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সংস্কাব কর্ম্মে

এবং ইহাতে পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে এক্ষণে সর্ব্বশান্তিবিধায়ক গ্রহযন্ত্র বলিতেছি। ৬৮—৭২। যাহাতে গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ পূজিত হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন। ৭৩। তিনটী ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে একটী গোলাকার মণ্ডল লিখিবে। সেই মণ্ডলের (বহির্দ্দেশে) তৎসংলগ্ন আটটী দল করিবে। তদ্বহির্দ্দেশে চতুর্দ্বারযুক্ত একটী মনোহর ভূপুর করিবে। ৭৪। ভূপুরের বহির্দ্দেশে পূর্ব্বদিক্ ও ঈশানকোণের মধ্যে প্রাদেশ পরিমিত একটী বৃত্ত রচনা করিবে। ৭৫। পরে পশ্চিমদিক্ ও নৈঋতকোণের মধ্যে ঐরূপ আর একটী মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। ৭৬। পরে নবগ্রহের বর্ণ দ্বারা ঐ যন্ত্রের নব কোণ প্রপূরিত করিবে। ৭৭। মধ্যস্থিত ত্রিকোণের দক্ষিণ ও বাম দুই পার্শ্ব শ্বেত ও পীতবর্ণ করিবে। তাহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবে। অষ্টদিক্‌পালের বর্ণ দ্বারা অষ্টদল পূরণ করিবে। ৭৮। শুক্ল রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর করিবে। হে দেবি! ভূপুরের বহির্দ্দেশস্থিত প্রাদেশ পরিমিত বৃত্তদ্বয় উপরিভাগ ও অধোভাগ, ক্রমে রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ করিয়া অর্থাৎ উপরিভাগ রক্তবর্ণ ও অধোভাগ শ্বেতবর্ণ করিয়া সুধীব্যক্তি সন্ধিস্থান সমুদায় স্বেচ্ছামত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। ৭৯। ৮০। যে প্রকোষ্ঠে যে গ্রহের ও যে দলে যে দিক্‌পালের পূজা করিতে হইবে, যে দ্বারে যে দেবতার অবস্থিতি হইবে, তাহার ক্রম এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮১। মধ্যকোণে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে। সূর্য্যের পশ্চাদ্দেশে প্রচণ্ড ও উদ্দণ্ডের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৮২। সূর্য্যের ঊর্দ্ধকোণে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রের পূজা করিবে। পরে অগ্নিকোণে মঙ্গলের দক্ষিণদিকে বুধের, নৈঋতকোণে বৃহস্পতির, পশ্চিমদিকে শুক্রের পূজা করিবে, বায়ুকোণে শনির, উত্তরদিকে ও ঈশানকোণে যথাক্রমে রাহু কেতুর এবং চন্দ্রের চতুষ্পার্শে নক্ষত্রমণ্ডলের পূজা করিবে। ৮৩। ৮৪। সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, মঙ্গল অরুণদেহ, বুধ পাণ্ডুবর্ণ, বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শুক্লবর্ণ, শনি কৃষ্ণবর্ণ, রাহু এবং কেতু নানা বর্ণ (এই) গ্রহগণের বর্ণ কীর্ত্তিত হইল। দুই হস্তে পদ্মদ্বয় এবং দুই হস্তে বর এবং অভয়, এই ভুজচতুষ্টয়ান্বিত রবিকে ভাবনা করিবে*। ৮৫। ৮৬। কর-কমলদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অমৃতধারী চন্দ্রকে চিন্তা করিবে। ঈষৎ কুব্জদেহ ও হস্তদ্বয় দ্বারা দণ্ডধারী মঙ্গলকে চিন্তা করিবে। বালক এবং ললাট নিপতিত কুন্তল বুধকে ধ্যান করিবে। ৮৭। যজ্ঞোপবীতযুক্ত এবং হস্তদ্বয় দ্বারা পুস্তক ও অক্ষমালাধারী বৃহস্পতিকে ধ্যান করিবে, শুক্রকেও এইরূপ ধ্যান করিবে, কাণ ও খঞ্জ শনিকে ভাবিবে। ৮৮। বিকৃত, ক্রূরকর্ম্মা মস্তকাকার রাহুকে এবং বিকৃত, ক্রূরকর্ম্মা দেহরূপী কেতুকে ধ্যান করিবে সাধকোত্তম, নিজ নিজ ধ্যান দ্বারা গ্রহগণের পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদলে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের পূজা করিবে প্রথমে পীত-ক্ষৌম-বস্ত্র-পরিধান বজ্রহস্ত পীতবর্ণ ঐরাবতারূঢ় সহস্রাক্ষের, (ধ্যানপূর্ব্বক) পূজা করিবে। রক্তবর্ণ ছাগবাহনে আরূঢ় শক্তি হস্ত হুতাশনকে এবং মহিষবাহন দণ্ডধারী কৃষ্ণদেহ যমকে ধ্যান করিবে, খড়্গধারী শ্যামবর্ণ অশ্বারূঢ় নিঋতিকে, মকরবাহন পাশধারী শুক্লবর্ণ বরুণকে, কৃষ্ণবর্ণ মৃগবাহন অঙ্কুশধারী এইরূপে বায়ুকে স্বর্ণকান্তি রত্নসিংহাসনারূঢ় সকল যক্ষগণের স্তুত কর-কমলদ্বয় দ্বারা পাশাঙ্কুশধারী কুবেরকে এবং বৃষারূঢ় ত্রিশূলবরধারী ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান্ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ ঈশানকে ধ্যান করিবে। ৮৯—৯৫। এই সকল গ্রহকে ধ্যানপূর্ব্বক যথাক্রমে পূজা করিয়া ভূপুরের বহির্দ্দেশে ঊর্দ্ধ ও অধোবৃত্তদ্বয়ে ব্রহ্মা ও অনন্তকে পূজা করিবে তদনন্তর দ্বারদেবতাগণ পূজনীয়। ৯৬। (দ্বারদেবতাগণ যথা) উগ্র, ভীম, প্রচণ্ড এবং ঈশ (এই চারিজন) পূর্ব্বদ্বারী বলিয়া কীর্ত্তিত, জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ এবং বৃহৎ শিবাঃ (ইহারা) দক্ষিণদ্বারী, বৃক, অশ্ব, আনন্দ, এবং দুর্জ্জয়,

* রবিপ্রভৃতির বিশেষণ গুলি ধ্যানস্বরূপ দিলা অর্চনার্থ।

পশ্চিমদ্বারী ।৯৭। ত্রিশিবাঃ, পুরুজিৎ, ভীমনাদ, এবং মহোদব,উত্তরদ্বারী ; ইহারা সকলেই শাস্ত্রধারী। ৯৮। হে সুব্রতে! ব্রহ্মা এবং অনন্তের ধ্যান শ্রবণ কর। ব্রহ্মা, রক্তপদ্মের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ হংসবাহন এবং তাঁহার চতুর্হস্তে বর, অভয়, অক্ষমালা এবং পুস্তক বর্ত্তমান রহিয়াছে (ইহা ব্রহ্মা ধ্যান)। ৯৯ ।১০০। হিম কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ সহস্রনেত্র সহস্রচরণ সহস্র হস্ত সহস্রমুখ অনন্ত,সুরাসুরগণেরধ্যেয। ১০১। হে প্রিয়ে। ধ্যান, পূজা পরিপাটী, এবং যন্ত্র কথিত হইয়াছে (এক্ষণে) বাস্তুপ্রভৃতি অনন্ত পর্য্যন্ত সকল দেবতার মন্ত্রও শ্রবণ কর। ১০২। ছয়টী দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অঃ) যুক্ত হব্যবাহে (রেফে) স্থিত ক্ষকার নাদ (চন্দ্রবিন্দু) এবং বিন্দু (অনুস্বার) ভূষিত হইলে ষড়ক্ষর (ক্ষ্রাঁং ক্ষ্রীং ইত্যাদি) বাস্তু মন্ত্র হইবে। ১০৩। তার ("ওঁ") মায়া ("হ্রীং") "তিগ্মরশ্মে" (অনন্তর) চতুর্থী বিভক্তির একবচনান্ত আরোগ্যদ অর্থাৎ "আরোগ্যদায়" বলিবে অনন্তর বহ্নিজায়া ("স্বাহা") দিয়া সূর্য্যমন্ত্র উদ্ধৃত করিবে। ১০৪। কাম, ("ক্লীং") মায়া ("হ্রীং") বাণী ("ঐং") অনন্তর "অমৃতকর" এই পদ, পরে, "অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা" ইহা সোমমন্ত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছে। ১০৫। "ঐং হ্রাং হ্রীং সর্ব্ব" পদের পর "দুষ্টান্নাশয় নাশয়" অন্তে "স্বাহা" এই মঙ্গলের মন্ত্র কীর্ত্তিত হইল। ১০৬। "হ্রীং শ্রীং সৌম্য" এই পদ বলিয়া অনন্তর "সর্ব্বান্ কামান্" বলিবে পরে "পূরয়" অন্তে বহ্নিকান্তা ("স্বাহা") বলিবে ইহা বুধের মন্ত্র। ১০৭। তার দ্বারা আচ্ছাদিত বাণী অর্থাৎ "ওঁ ঐং ওঁ" অনন্তর "সুরগুরো" এই পদ (পরে) "অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা". ইহা বৃহস্পতির মন্ত্র। ১০৮। "শাং শীং শূং শৈং" অনন্তর "শৌং শঃ" এই শুক্র মন্ত্র কথিত হইল। ১০৯। "হ্রাং হ্রাং হ্রীং হ্রীং সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবের বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ড সূনবে" পরে "নমঃ" ইহা শনৈশ্চরের মন্ত্র। ১১০। "বাং হ্রোং ভ্রৈং হ্রীং সোম-শত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ" এই রাহুর মন্ত্র কথিত হইল। ১১১। "ক্রূং হ্রূং ক্রৈং কেতবে স্বাহা" এই কেতুর মন্ত্র কীর্ত্তিত হইল। ১১২। "লং" (১) "রং" (২) "মৃং" (৩) "স্রূং" (৪) "বং" (৫) "যং" (৬) "ক্ষং" (৭) "হৌং" (৮) "ব্রীং" (৯) "অং" (১০) এই দশটী মন্ত্র যথাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি অনন্ত পর্য্যন্ত দশ দিক্‌পালের কথিত হইয়াছে (দশদিক্‌পালগণের নাম যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যথা ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত,) ।১১৩। অন্য সকল পরিবারের নামই মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যে যে স্থলে মন্ত্র উক্ত হয় নাই সেই সকল স্থানেই এই বিধি অর্থাৎ নামই মন্ত্র শিব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১১৪। যে মন্ত্রের অন্তে "নমঃ" শব্দ আছে পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার সহিত "নমঃ" শব্দ যোজিত করিবে না। এইরূপ স্বাহান্ত মন্ত্রে বহ্নি বল্লভা (স্বাহা) শব্দ দিবে না। ১১৫। গ্রহাদিকে অর্থাৎ নবগ্রহ ও দশদিক্‌পালকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ পুষ্প বস্ত্র এবং ভূষণ দিবে। অন্যথা তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত হইবে না। ১১৬। জ্ঞানী ব্যক্তি কুশণ্ডি কোক্ত বিধি অনুসারে বহ্নি স্থাপন করিয়া নানাবিধ পুষ্প সমিধ দ্বারা হোম করিবে। ১১৭। শান্তি কার্য্য ও পুষ্টি কার্য্যে বরদ নামা অগ্নি। প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে লোহিতাক্ষনামা ক্রূর কর্ম্মে অর্থাৎ অভিচারাদি কার্য্যে শত্রুহা নামা। ১১৮। হে মহেশানি! শান্তি কর্ম্ম পুষ্টি কার্য্য এবং ক্রূর কর্ম্মে গ্রহযাগ করিলে অভীষ্টার্থ লাভ করিবে। ১১৯। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যেরূপ দেবপূজা এবং পিতৃতর্পণ অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, বাস্তুযাগ ও গ্রহযাগে সেইরূপই দেবপূজাদি করিতে হইবে। ১২০। যদি একদিনে দুই তিনটী প্রতিষ্ঠা ও বাস্তুযাগাদি হয় তাহা হইলে সেই সকল কার্য্যে তন্ত্রতঃ অর্থাৎ একবার দেবপূজন পিতৃ শ্রাদ্ধ ও অগ্নি সংস্কার করিলেই হইবে। ১২১। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ,

জলাশয়, গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন, অন্যান্য যে সকল দেয বাস্তু তাহা প্রোক্ষণ না করিয়া দেবতাকে দিবে না। ১২২। ।১২৩। পণ্ডিত ব্যক্তি সকল কাম্য কর্ম্মে সম্পূর্ণ ফল লাভের জন্য বিধিবাক্য অনুসারে সঙ্কল্প করিবে। ১২৪। শোধিত ও অর্চ্চিত দ্রব্য নামোল্লেখ পূর্ব্বক সম্প্রদানের অর্থাৎ যদুদ্দেশে দান করিবে তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া দান করিলে সম্যক্ ফল লাভ করিবে। ১২৫। জলাশয়, গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম অর্থাৎ সেতু বিশেষ ও বৃক্ষের প্রোক্ষণে মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে ঐ সকল মন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ গায়ত্রীর সহিত প্রয়োগ করিবে। ১২৬। (জলাশয় প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা জীব—চরাঃ ইহার অর্থ) হে জলাধার। হে প্রাণীগণের জীবন দাতা। হে বারুণ। তোমার প্রোক্ষণে জলচর, ভূচর এবং খেচর সকলে তৃপ্তিলাভ করুক। ১২৭। (গৃহ প্রোক্ষণে মন্ত্র তৃণ—সর্ব্বদা ইহার অর্থ) হে তৃণ কাষ্ঠাদি সম্ভূত। হে বাস যোগ্য। তুমি ব্রহ্মার প্রিয় তোমাকে তোয় দ্বারা প্রোক্ষিত করিতেছি সর্ব্বদা আমার প্রীতির নিমিত্ত হও। ১২৮। ইষ্টকাময় গৃহ হইলে (তৃণ কাষ্ঠাদি সম্ভূত এই পদের পরিবর্ত্তে) ইষ্টকাদি-সমুদ্ভূত অর্থাৎ ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত। এই কথা বলিবে। ১২৯। (আরাম প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ফলৈঃ—ব্যবিভিঃ, ইহার অর্থ) ফল, পত্র, শাখাদি এবং ছায়া দ্বারা প্রিয় কারকগণ তীর্থ জলদ্বারা প্রোক্ষিত হইয়া আমাকে সকল অভীষ্ট প্রদান করুন্। ১৩০। (সেতু প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা—সেতুঃ—ভব, ইহার অর্থ) হে সেতু। তুমি ভবসিন্ধুর পারদাতা সেতু, পথিকদিগের প্রিয়, তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রোক্ষিত হইয়া যথোক্ত ফলদাতা হও। ১৩১। (সংক্রম প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা সংক্রম—দীরতাম্, ইহার অর্থ) হে সংক্রম আমি তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি ইহলোকে যেরূপ সকল লোককে সঞ্চরণ করিতে দাও সেইরূপ স্বর্গে আমার গতি শক্তি প্রদান কর। ১৩২। হে প্রিয়ে! আরাম প্রোক্ষণে যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ বৃক্ষ সংস্কারে সেই মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন। ১৩৩। হে অম্বিকে! সর্ব্বসাধারণ দ্রব্য প্রোক্ষণে প্রণব (ওঁ) বারুণ (বং) অস্ত্র (ফট্) এই তিন বীজ প্রয়োগ করিবে। ১৩৪। বাহন যদি স্নান করাইবার যোগ্য হয় তাহা হইলে ঐ বাহনকে গায়ত্রী দ্বারা স্নান করাইবে—অন্যত্র অর্থাৎ স্নান করাইবার যোগ্য না হইলে কুশাগ্র গৃহীত অর্ঘ্য-জলদ্বারা—শোধিত করিবে। ১৩৪। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তত্তদ্বাহনের নামোল্লেখ পূর্ব্বক পূজিত ও অলঙ্কৃত বাহন, দেবতাকে প্রদান করিবে। ১৩৬। জলাশয় প্রতিষ্ঠাতে জলজন্তুদিগের অধিপতি বরুণ—(প্রধানভাবে) পূজনীয়, গৃহ প্রতিষ্ঠাতে ব্রহ্মা প্রজাপতি, আরাম সেতু এবং সংক্রম প্রতিষ্ঠাতে ত্রিভুবন রক্ষক সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বিষ্ণু, পূজনীয়। ১৩৭। দেবী বলিলেন। নানাবিধ বিধান বলিলেন বটে কিন্তু উক্ত কর্ম্মসমূহে ক্রম বলিলেন না। যে মনুষ্যগণ কর্ম্ম আচরণ করিবে। ১৩৮। ক্রমরহিত কর্ম্ম বহু আয়াস পূর্ব্বক করিলেও কর্ম্ম ফলেচ্ছু মানবগণের সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় না। ১৩৯। শ্রীসদাশিব বলিলেন হে পরমেশ্বরি। মাতৃবৎহিতকারিণি। তুমি যাহা অর্থাৎ ক্রমানুসারে কার্য্য করা বিহিত এই কথা বলিয়াছ ফলাসক্ত চিত্ত লোকদিগের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর। ১৪০। হে দেবি। এইসকল উক্ত কার্য্যের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান বাস্তুযাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছি মনোযোগ কর। ১৪১। পূর্ব্বদিন আহারের সংযম করিয়া পরদিন প্রাতঃস্নান করিবে অনন্তর পৌর্ব্বাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গুরু ও নারায়ণের পূজা করিবে। ১৪২। অনন্তর কর্ম্ম কর্ত্তা নিজ কামনা উল্লেখ পূর্ব্বক বিধি নির্দ্দিষ্ট সঙ্গতিক্রমে সংকল্প করিয়া গণেশাদির পূজা করিবে। ১৪৩। বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, গজেন্দ্র বদন, সর্পময় যজ্ঞোপবীত ধারী, কর-কমল চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, অসি, এবং প্রদ্যুম্ন-পদ্ম ধারী উদয়কালীন নবশশি-শোভিত-মৌলি, দিবাম্বর

কিরণবৎ অত্যুজ্জল-বস্ত্র এবং অত্যুজ্জল-দেহকান্তি নানালঙ্কার-ভূষিত বক্ত-পদ্মে উপবিষ্ট গণপতিকে ভজনা করি। ১৪৩। এই গণপতির ধ্যান করিয়া এবং যথাশক্তি পূজা করিয়া অনন্তর ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা করিবে। ১৪৫। শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, ষোড়শমাতৃকা এবং ঘৃতধারাতে বসুগণের পূজা করিয়া আভ্যুদয়িক করিবে। ১৪৬। অনন্তর উক্ত বিধি অনুসারে বাস্তু রাক্ষসের মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সপরিবার-বাস্তুদেবের পূজা করিবে। ১৪৭। তদনন্তর স্থণ্ডিল করিয়া পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কুশণ্ডিকোক্তবিধি অনুসারে বহ্নিসংস্কার ও ধারা হোমান্ত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক বাস্তু-হোম আরম্ভ করিবে। ১৪৮। তাঁহাকে অর্থাৎ বাস্তুকে বাস্তু-পরিবারগণকে এবং পূজিত দেবতা দিগকে যথাশক্তি আহুতি দিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৪৯। পৃথক-ভাবে কর্ত্তব্য বাস্তুযাগে এই ক্রম তোমার নিকট কথিত হইল। হে প্রিয়ে। গ্রহযজ্ঞ ও এইক্রমানুসারে বিহিত। ইহাতে অর্থাৎ গ্রহযাগে গ্রহদিগের প্রাধান্য হেতু অঙ্গভাবে পূজা নিষিদ্ধ এবং সঙ্কল্পের পর অঙ্গভাবে বাস্তু দৈত্যের পূজা কর্ত্তব্য ইহা (বিশেষ) ক্রম। ১৫০। ১৫১। গণেশাদি দেবপূজাদি সমস্ত কার্য্যই বাস্তুযাগ বিধানানুসারে হইবে। গ্রহদিগের যন্ত্র মন্ত্র এবং ধ্যান পূর্ব্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৫২। হে ভদ্রে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রহযাগ ও বাস্তুযাগের ক্রম কথিত হইল। অনন্তর পূর্ব্বপ্রস্তাবিত কর্ম্মসমুদায়ের মধ্যে কূপসংস্কার বিধি বলি-তেছি। ১৫৩। যথাবিধি সংকল্প করিয়া মণ্ডল স্থাপিত ঘট কিম্বা শালগ্রাম (ইহার মধ্যে) যাহাতে অভিরুচি হয়, তাহাতে বাস্তু পূজা করিবে। ১৫৪। তদনন্তর গণপতি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, হরি, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গার পূজা করিবে আর নবগ্রহ দশদিক্পাল মাতৃগণ এবং অষ্টবসুও পূজনীয় অনন্তর পিতৃকার্য্য করিবে, ইহাতে অর্থাৎ কূপ সংস্কারে বরুণের প্রাধান্য, সুতরাং বরুণদেবের বিশেষ-রূপ পূজা করিবে। ১৫৫। ১৫৬। নিজশক্তি অনুসারে বিবিধ উপহার দ্বারা বরুণকে পূজা করিয়া যথাবিধি সংস্কৃত অনলে বরুণ-দেবতোদ্দেশে হোম করিবে। ১৫৭। পূজিত দেবগণের প্রত্যেককে আহুতি দিয়া পূর্ণা-হুতি পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম হইলে, হোম কার্য্য সমাপিত করিবে। ১৫৮। অনন্তর ধ্বজ-পতাকা-মাল্য-চন্দন-সিন্দূর-চর্চ্চিত উত্তম জলাশয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রোক্ষণ মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। ১৫৯। অনন্তর নিজ কামনা উদ্দেশ করিয়া কিম্বা দেবতা প্রীতি উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বকাল প্রাণীগণের প্রীতির জন্য কূপাদি জলাশয় উৎসর্গ করিবে। ১৬০। সাধকশ্রেষ্ঠ, কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া প্রার্থনা করিবে যে (প্রার্থনামন্ত্র সুপ্রী—ক্রিয়া, তাহার অর্থ) খেচর, ভূচর, জলচর, সকল প্রাণীই সুপ্রীত হউক, সকল প্রাণী-উদ্দেশে আমি এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম, সকল প্রাণীই স্নান অঙ্গপ্রক্ষালনাদি, পান এবং অবগাহনদ্বারা তৃপ্ত হউন্। আমি এই জল সামান্যতঃ সর্ব্বজীব উদ্দেশে দান করিলাম, অর্থাৎ আমি এমন ভাবে দান করিলাম যে, ইহাতে সকল জীবের সমান অধিকার হইল। নিজ নিজ কর্ম্মফলে যে কোন ব্যক্তি (ইহাতে) দেহ-ত্যাগ করিলে আমি সে পাপে লিপ্ত হইব না, আমার ক্রিয়া সফলা হউক। অনন্তর দক্ষি-ণান্ত করিয়া শান্তি কর্ম্ম করিবার পর, ব্রাহ্মণ, কৌল, এবং ক্ষুধিত দরিদ্রগণকে ভোজন করাইবে। হে শিবে। সকল জলাশয় প্রতি-ষ্ঠাতেই এই ক্রম। ১৬১—১৬৫। তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাতে (বিশেষ এই) নাগ, স্তম্ভ, এবং জলচর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ১৬৬। মৎস্য, মণ্ডূক, মকর ও কূর্ম্ম এই সকল জলজন্তু বা জলচর কর্ত্তার সম্পত্তি-অনুসারে ধাতুময় করিবে। ১৬৭। মৎস্য-মিথুন সুবর্ণময়, মণ্ডূকমিথুনও সুবর্ণময়, মকরমিথুন রজতময়, কূর্ম্মমিথুন তাম্র বা পিত্তলময়, করিবে। ১৬৮। এই সকল জলচরের সহিত তড়াগ, দীর্ঘিকা, বা সাগর উৎসর্গ করিয়া (সুপ্রীয়তাং ইত্যাদি শ্লোক হইতে) পৃষ্ঠোক্ত কতিপয় মন্ত্র

সূচীপত্র।

দ্বারা) প্রার্থনা করিবার পর নাগ-পূজা করিবে। ১৬৯। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর কর্কট, শঙ্খ, এই সকল নাগ জলরক্ষক। ১৭০। (আটটী) অশ্বত্থ পল্লবে এই নাগগণের আটটী নাম লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণপূর্ব্বক (সেই সকল পল্লব) ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ১৭১। চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঘটমধ্যে বিলোড়নপূর্ব্বক একটী পল্লব উদ্ধৃত করিবে, তাহাতে যেনাগ অর্থাৎ যে নাগ-নামযুক্ত পল্লব উঠিবে তাহাকে জলরক্ষক করিবে। ১৭২। তৈল হরিদ্রা দ্বারা লিপ্ত দারুসম্ভূত সরল বিংশতি হস্ত পরিমিত একটী শুভস্তম্ভ আনয়ন করিয়া ব্যাহৃতি ও প্রণব পাঠপূর্ব্বক তীর্থজলদ্বারা স্নান করাইবে সেই স্থাপিত স্তম্ভে হ্রী, শ্রী, ক্ষমা, ও শান্তির সহিত নাগকে পূজা করিবে। ১৭৩। ১৭৪। হে নাগ। তুমি বিষ্ণুর শয্যা এবং মহাদেবের অলঙ্কার, এই স্তম্ভ অধিষ্ঠান করিয়া আমার জল রক্ষা কর (ইহা অর্থ; মন্ত্র যথা নাগ—মে)। ১৭৫। এই মন্ত্রপাঠকরত প্রার্থনা করিয়া অনন্তর সেই নাগাধিষ্ঠিতস্তম্ভ জলাশয় মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তা তড়াগ প্রদক্ষিণ করিবে। ১৭৬। স্তম্ভ যদি পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাগকে ঘটে পূজা করিয়া সেই ঘটের জল তড়াগে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৭৭। পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ গৃহপ্রতিষ্ঠাতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়া কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায় বাস্তু পূজা হইতে বসুধারা দান ও আভ্যুদয়িক কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক এই কর্ম্মে (বরুণের পরিবর্ত্তে) প্রজাপতিদেবকে বিশেষরূপে পূজা করিবে এবং সাধকশ্রেষ্ঠ প্রাজাপত্য হোম করিবে। ১৭৮। ১৭৯। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা গৃহকে প্রোক্ষিত ও গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে। ১৮০। হে প্রজাপতি-স্বামিক, গৃহ। তুমি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া আমাদিগের শুভকর বাসের জন্য সর্ব্বতোভাবে সুখদাতা হও। ১৮১। অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তি ও আশীর্ব্বাদ করিবে। স্বশক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, কৌল ও দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইবে। ১৮২। হে শৈলজে। যদি অপরের জন্য গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এই গৃহপ্রতিষ্ঠা-সঙ্কল্পে "তাহার (নামোল্লেখপূর্ব্বক অমুকস্য) বাসায়" অর্থাৎ বাসের জন্য এই কথাটী যোজিত করিবে। দেবতার নিমিত্ত নির্ম্মিত গৃহ-প্রতিষ্ঠার বিধান শ্রবণ কর। ১৮৩। এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ গৃহ-সংস্কার করিয়া শঙ্খতূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনি পুরঃসর দেবতার নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে। ১৮৪। হে দেব দেবেশ! হে ভক্তবাঞ্ছিতপ্রদ! হে করুণানিধে! উত্থান করুন, আমার ভবনে আগমনকরতঃ মদীয় জন্ম সফল করুন। ১৮৫। সাধক, এইরূপে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহ সমীপে দেবতানয়ন করতঃ স্থাপন পূর্ব্বক দেবতার পুরোভাগে বাহন স্থাপন করিবেন। ১৮৬। সুধী, ত্রিশূল কিম্বা চক্র, গৃহোপরি স্থাপন পূর্ব্বক মন্দিরের ঈশান কোণে পতাকাযুক্ত ধ্বজ রোপণ করিবেন। ১৮৭। চন্দ্রাতপ, ক্ষুদ্র ঘণ্টা পুষ্পমাল্য ও আম্র পল্লব দ্বারা গৃহকে সম্যক্ প্রকারে শোভিত করিয়া দিব্য বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিবেক। ১৮৮। বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে বিহিত দ্রব্য সকল দ্বারা উত্তরাভিমুখে স্থাপিত দেবকে স্নান করাইবে তাহার ক্রম তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৮৯। "ঐং শ্রীং হ্রীঁ মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "দুগ্ধেরদ্বারায় তোমায় স্নান করাইতেছি জননীর ন্যায় তুমি রক্ষা কর" "এতদর্থক দুগ্ধেন—পালয়" মন্ত্র পাঠকরতঃ দুগ্ধেরদ্বারা স্নান করাইবে। ১৯০। পূর্ব্বোক্ত বীজত্রয়ের অন্তে মূলমন্ত্র যোগ করিয়া "তোমাকে অদ্য দধি দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি ভব তাপ হর হও" এতদর্থক "দধ্না—ভব" মন্ত্রে দধিদ্বারা স্নান করাইবে। ১৯১। পূর্ব্ববৎ বীজত্রয়ও মূলমন্ত্রোচ্চারণ করতঃ হে "সর্ব্বানন্দ কর! তুমি মধুদ্বারা স্নাপিত ও প্রীত হইয়া আমাকে আনন্দময় কর," এতদর্থক "সর্ব্বা—কুরু" মন্ত্র বলিয়া মধুদ্বারা স্নান করাইবে। ১৯২। পূর্ব্ববৎ মূলমন্ত্র, গায়ত্রী ও প্রণব স্মরণান্তে "হে ঈশ! দেব প্রিয় আয়ুঃ শুক্র ও তেজঃ স্বরূপ

ঘৃতদ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি আমাকে সর্ব্বদা অবোগ্য কর” এতদর্থক “দেব—কুরু” মন্ত্র পাঠান্তে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। ১৯৩। পূর্ব্ববৎ মূলমন্ত্র ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক হে দেবেশ। শর্করা জলেরদ্বারা স্নাত হইয়া আমার বাঞ্ছিত প্রদান কর” এতদর্থক “দেবে—তম্” মন্ত্রে শর্করোদকদ্বারা স্নান করাইবে।১৯৪ পূর্ব্ববৎ মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও বারুণ বীজ (অর্থাৎ বং এই মন্ত্র) সমুচ্চারণ করতঃ “বিধাতৃ নির্ম্মিত দিব্য প্রিয় স্নিগ্ধ এবং অলৌকিক নারিকেল-জলদ্বারা তোমার স্নান করাইতেছি তোমায় নমস্কার” এদদর্থক “বি—তে” মন্ত্রে নারিকেল জলদ্বারা স্নান করাইবে। ১৯৫। গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠকরতঃ ইক্ষুরস. দ্বারা স্নান করাইবে। ১৯৬। কামবীজ (ক্লীং) তার (ওঁ) গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “কর্পূর, অগুরু, কাশ্মীর (কুঙ্কুম) কস্তুরী ও চন্দনের জল দ্বারা সুস্নাত হইয়া সুপ্রীত হও আমায় ভোগ ও মোক্ষ প্রদান কর” এতদর্থক “কর্পূরা—মে” মন্ত্রেউক্ত কর্পূরাদি জল দ্বারা স্নান করাইবে। ১৯৭। এইরূপে অষ্ট কলসের দ্বারা স্নান করাইয়া জগৎপতিকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করতঃ আসনের উপর স্থাপন করিবে। ১৯৮। দেব প্রতিমা যদি স্নান করাইবার উপযুক্ত না হন তাহা হইলে যন্ত্রে অথবা দেবতার মূলমন্ত্রে কিম্বা শালগ্রাম শিলাতে স্নান করাইয়া পূজা করিবেক। ১৯৯। দুগ্ধাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নান করাইতে অশক্ত হইলে যথাশক্তি শুদ্ধ বারিপূর্ণ অষ্ট সপ্ত কিম্বা পঞ্চ কলস দ্বারা স্নান করাইবে। ।২০০। পূর্ব্বেই চক্র পূজন স্থলে ঘট-পরিমাণ, কথিত হইয়াছে, আগমোক্ত সকল প্রকার কর্ম্মেতেই সেই প্রকার ঘট বিহিত। ২০১। তাহার পর স্ব স্ব পূজা বিধানানুসারে সেই মহাদেবকে পূজা করিবে, তাহাতে যথাবিধি উপচার সকল বলিতেছি হে পরাৎপরে। তুমি শ্রবণ কর। ২০২। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় স্নানীয় বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন, এই ষোড়শ প্রকার উপচার দেব পূজাতে কথিত হইয়াছে ।২০৩।২০৪। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, ইহারাই দশোপচার বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে ।২০৫। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, দেবতা পূজনে ইহারাই পঞ্চোপচার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ২০৬। ফট্ এই মন্ত্রের দ্বারা অর্ঘ্য পাত্রস্থ জল দ্বারা অভিষেক করতঃ ধেনু মুদ্রা প্রদর্শনান্তে, গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দেয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে। ২০৭। বক্ষ্যমাণ মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া ত্যাগার্থ বচন পাঠ করিবে। ২০৮। দেব উদ্দেশে দেব বস্তু সকলের নিবেদন বিধি উক্ত হইল এই বিধির দ্বারা বিদ্বান্ দেবতাকে দ্রব্য প্রদান করিবে। ২০৯। পূর্ব্বে আদ্যা পূজার বিধান কালে, পাদ্য অর্ঘ্যাদির নিবেদন বিধি ও কারণাদির অর্পণ প্রকার সকলই প্রদর্শিত হইয়াছে। ২১০। সেই স্থলে যে সকল মন্ত্র অনুক্ত হইয়াছে তাহা এই স্থলে বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই সকল মন্ত্র আসনাদ্যুপচার প্রদানে প্রয়োগ করিবে। ২১১। “সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ তোমার উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিতেছি তোমায় বারম্বার নমস্কার মন্ত্র. যথা সর্ব্ব—নমঃ ।২১২। হে দেবেশি। উক্ত ক্রমে উত্তম আসন প্রদানান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বাগত প্রার্থনা করিবে। ২১৩। দেব সকল স্বকীয় ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যাঁহার দর্শন প্রার্থনা করেন সেই আমার পরমাত্মা স্বরূপ তোমার স্বাগত সুস্বাগত।২১৪। অদ্য আমার জন্ম জীবন ও ক্রিয়া সকল সফল, যেহেতু তোমার স্বাগত স্বরূপ আমার বহু তপস্যার ফল আগত হইয়াছে মন্ত্র যথা দেবাঃ—গতং। ২১৫। হে অম্বিকে। এইরূপে দেবতাকে আমন্ত্রণ এবং স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বিহিত পাদ্য গ্রহণ করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ২১৬। যে চরণের জল স্পর্শে ত্রিজগৎ পবিত্র হইয়াছে, তোমার সেই পাদপদ্মাভিষেক নিমিত্ত আমি পাদ্য

প্রদান করিতেছি মন্ত্র যথা যৎ—হম্। ২১৭। যাঁহার প্রসাদাৎ পরমানন্দ-পরম্পরা হয় সকলের আত্ম স্বরূপী তাঁহাকে আমি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, এই বলিয়া অর্ঘ্য দিবে মন্ত্র যথা পর—র্পয়ে। ২১৮। জাতী লবঙ্গ কক্কোল যুক্ত কিম্বা শুদ্ধ, প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত জল গ্রহণ করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রের দ্বারা অর্পণ করিবে। ২১৯। যাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শে অখিল জগৎ শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমার সেই মুখপদ্মের আচমন প্রদান করিতেছি মন্ত্র যথা য—তে। ২২০। মধুপর্ক গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রের দ্বারা অর্পণ করিবে। ২২১। ত্রিবিধ তাপ বিনাশার্থ—অখণ্ডানন্দের কারণ স্বরূপী তোমাকে মধুপর্ক দান করিতেছি। হে পরমেশ্বর। প্রসন্ন হও মন্ত্র যথা তাপ—শ্বর। ২২২। যাঁহার স্পৃষ্ট স্পর্শমাত্রে অশুচিও শুচি হয়, তোমার তাদৃশ এই বদনাম্বুজে পুনরাচমনীয় অর্পিত হইল, এই বলিয়া পুনরাচমনীয় দিবে মন্ত্র যথা অশু—স্নকং। ২২৩। পূর্ব্ববৎ প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত স্নানীয় জল লইয়া দেবতার অগ্রভাগে রাখিয়া এই মন্ত্র (বক্ষ্যমাণ) উচ্চারণ করিবে। ২২৪। যাঁহার তেজের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত, এবং যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। হে জগদাধার। সেই-তোমাকে স্নানের জন্য জল প্রদান করিতেছি মন্ত্র যথা, যস্তে—র্পয়ে। ২২৫। স্নান বস্ত্র এবং নৈবেদ্য প্রদানান্তে আচমনীয় দিবে, এতদ্ভিন্ন দ্রব্য প্রদানান্তে এক একবার জল দিবে। ২২৬। দেবাগ্রে পূর্ব্ব রীতিতে শোধিত বস্ত্র আনয়ন করিয়া হস্ত দ্বয় দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক ধারণ করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ করিবে। ২২৭। সর্ব্বপ্রকার আবরণ বিহীন অবিদ্যা প্রচ্ছন্ন তেজঃ স্বরূপ তোমার পরিধান জন্য সোত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিতেছি, তোমাকে নমস্কার মন্ত্র যথা সর্ব্বা—তে। ২২৮। স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত নানাপ্রকার আভরণ গ্রহণ করিয়া প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনান্তে এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ২২৯। বিশ্বের আভরণ স্বরূপ ও বিশ্ব শোভার এক মাত্র কারণী-ভূত তোমাকে তোমার মায়া-ময়-শরীর-ভূষণ-জন্য ভূষণ সমূহ অর্পণ করিতেছি মন্ত্র যথা বিশ্বা—র্পয়ে। ২৩০। যৎ কর্ত্তৃক গন্ধ তন্মাত্র দ্বারা গন্ধবতী পৃথিবী সৃষ্টা হইয়াছে 'সেই পরাত্ম স্বরূপ তোমাকে পরম গন্ধ সমর্পণ করিতেছি' এই বলিয়া গন্ধ অর্পণ করিবে মন্ত্র যথা, গন্ধ—র্পয়ে। ২৩১। মনোহর, রম্য, সুগন্ধযুক্ত দেব নির্ম্মিত এই পুষ্প ভক্তি সহকারে নিবেদিত হইল ইহা তোমা কর্ত্তৃক গৃহীত হউক। এই বলিয়া পুষ্প প্রদান করিবে মন্ত্র যথা, পুষ্পং—তাম্। ২৩২। বনস্পতি রস, স্বর্গীয়, গন্ধযুক্ত সুমনোহর ও সকল প্রাণিরই আঘ্রাণ যোগ্য, ধূপ তোমার ঘ্রাণের জন্য অর্পিত হইতেছে। এই বলিয়া ধূপ প্রদান করিবে মন্ত্র যথা, বন—র্প্যতে। ২৩৩। সুপ্রকাশ মহা দীপ্তিশালী সকলদিকের অন্ধকার নাশক বাহ্য ও আভ্যন্তর জ্যোতিষ্মান্ এই দীপ প্রতি-গৃহীত হউক। এই বলিয়া দীপ প্রদান করিবে মন্ত্র যথা সু—তাম্। ২৩৪। স্বাদু দ্রব্যযুক্ত নানা প্রকার ভক্ষ্য সমন্বিত এই নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি হে পরমেশ্বর গ্রহণ কর। এই বলিয়া নৈবেদ্য দিবে মন্ত্র যথা, নৈবে—শ্বর। ২৩৫। হে দেব কর্পূরাদি সুবাসিত সর্ব্বতৃপ্তি জনক স্বচ্ছ পানীয় জল অর্পণ করিতেছি তোমায় নমস্কার এই বলিয়া পানার্থ জল দিবে মন্ত্র যথা, পানা—তে। ২৩৬। তাহার পর কর্পূর খদির লবঙ্গ এলাচাদিযুক্ত তাম্বূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক বন্দনা করিবে। ২৩৭। উপ-চারাধার দান কালে "সাধার" অর্থাৎ তৈজসা-ধার সহিত ইত্যাদি যথাসম্ভব বলিয়া দ্রব্যের নাম করিবে। কিম্বা সেই আধারের নামো-চ্চারণ করিয়া আধার পৃথক্ প্রদান করিবে। ২৩৮। এইরূপে পূজিত দেবতাকে পুষ্পা-ঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ প্রোক্ষণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া এই (বক্ষ্য-মাণ) মন্ত্র পাঠ করিবেক। ২৩৯। হে গৃহ! তুমি সকল লোকের পূজ্য, পুণ্য ও কীর্ত্তিপ্রদ দেবতার স্থিতি প্রদান করিয়া সুমেরু সদৃশ হও। ২৪০। হে গৃহ। তুমি কৈলাস তুমি বৈকুণ্ঠ তুমি ব্রহ্মভবন যেহেতু তুমি দেবদে-

ধাবণ কবিযাছ সেই জন্য তুমি দেবগণেরও বন্দিত। ২৪১। যাঁহাব উদবে নিখিল জগৎ ধৃত হইতেছে মায়া-গৃহীত-শবীব-দেহ-ব্রহ্মেব মূর্ত্তি ধাবণ কবিতেছে বলিযা তুমি দেবমাতৃতুল্য এবং সকল তীর্থেব উৎপত্তি স্থান তুমি সর্ব্ব কামপ্রদ হইযা আমাব শান্তি কব তোমাকে নমস্কাব মন্ত্র যথা গেহ—নমঃ।২৪২।২৪৩। এইরূপে তিনবাব অভ্যর্থনান্তে সাধক আপনাব অভিলাষ উদ্দেশ কবিযা সেই চক্রাদিযুক্ত গৃহ দেবকে প্রদান কবিবে।২৪৪। বিশ্বাবাস স্বরূপ-তোমাকে বাসেব জন্য এই গৃহ বিনিবেদিত হইল। হে মহেশান অঙ্গীকাব অর্থাৎ গ্রহণ কব, এবং কৃপাপূর্ব্বক ইহাতে সন্নিহিত হও মন্ত্র যথা, বিশ্বা—রতাম্। ২৪৫। এই মন্ত্র পাঠান্তে গৃহার্পণ হইলে দেবোদ্দেশে দক্ষিণা প্রদান কবিযা শঙ্খ তুর্য্যাদি শব্দ পুবঃসব বেদিকাব উপব দেব স্থাপন কবিবে। ২৪৬। দেবতাব পদদ্বয স্পর্শ কবিযা মূল মন্ত্র উচ্চাবণ কবতঃ স্থাং স্থীং স্থিবোভব অর্থাৎ স্থিব হও, এই বলিযা “তোমাব বাস আমা কর্ত্তৃক কল্পিত হইল” এই মন্ত্রে দেবতাকে স্থিব কবিয়া পুনর্ব্বাব ভবনেব নিকট প্রার্থনা কবিবে।২৪৭। হে গৃহ! দেব নিবাসেব জন্য সর্ব্বপ্রকাবে প্রীতিপ্রদ হও, তুমি উৎসৃষ্ট হইলে আমাব লোক সকল নিবাময় হউক। ২৪৮। আমাব অতীত চতুর্দ্দশ পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষকে আমাকে এবং মদীয পবিবাববর্গকে দেবধামবাসী কব। ১৪৯। সর্ব্ব যজ্ঞ ও সর্ব্বতীর্থ নিষেবন কবিলে যে ফল হয, তোমাব অনুগ্রহে আমাব অদ্য সেই ফল হউক। ২৫০। যতকাল এই পৃথিবী থাকিবে যতকাল এই পর্ব্বত সকল থাকিবে ও যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে ততদিন যেন আমাব কুল বর্ত্তমান থাকে। মন্ত্র যথা গৃহ—কুলং। ২৫১। প্রাগুক্ত এই প্রকাবে গৃহকে প্রার্থনা কবিযা পুনর্ব্বাব দেবার্চ্চন পূর্ব্বক দর্পণ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু ও ধ্বজ নিবেদন কবিবে। ২৫২। তাহাব পব, যে দেবেব যাহা যোগ্য সেই প্রকাব বাহন দান কবিবে; তন্মধ্যে মহাদেবকে বৃষভ দানান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে।২৫৩। হে বৃষভ! তুমি মহাশবীব তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রু ঘাতক, তুমি দেবেশকে পৃষ্ঠে বহন কব অতএব দেব কর্ত্তৃক ও পূজ্য। ২৫৪। তোমাব খুব সমূহে সকল তীর্থ বোম নিবহে সনাতন বেদচতুষ্টয ও দশানাগ্রে নিগমাগম তন্ত্র সকল বাস কবিতেছে। ২৫৫। হে মহাভাগ তুমি দত্ত হইলে পব পার্ব্বতী-পতি সুপ্রীত হইয়া কৈলাসে আমাব বাস প্রদান করুন তুমি সর্ব্বদা আমাকে পালন কব মন্ত্র যথা বৃষভ—সর্ব্বদা। ২৫৬। মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড প্রদান কবিয়া যেরূপে স্তব কবিবে তাহা আমি যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কব। ২৫৭। হে সিংহ! সুবাসুব যুদ্ধে তুমি মহাবল পরাক্রম, দেবদিগেব জয়প্রদ, ভয়ঙ্কব ও অসুবগণেব বিনাশকাবী। ২৫৮। তুমি সর্ব্বদা দেব ও ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব প্রিয়, ভক্তিসহকাবে দেবীব উদ্দেশে অর্পিত হইলে আমাব বৈবি সকল হনন কব তোমাকে নমস্কাব, মন্ত্র যথা সুবা—তে। ২৫৯। হে গরুত্মন্ হে পক্ষিবাজ। হে নাবাযণ প্রীতিপ্রদ। হে বজ্রচঞ্চো। হে তীক্ষ্ণ নখ তোমাব পক্ষ সকল স্বর্ণময। হে খগেন্দ্র হে পক্ষিবাজ তোমায় বাবম্বাব নমস্কাব। ২৬০। হে অবিদর্পঘ্ন! তুমি যে প্রকাব বিষ্ণুসন্নিধানে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতিকব, আমাকেও সেইরূপ বিষ্ণুব অগ্রে বাস কবাও। ২৬১। তুমি প্রীত হইলে জগন্নাথ প্রীত হইযা সিদ্ধি প্রদান কবেন। ইহা গরুড় স্তুতি মন্ত্র যথা গরু—তি। দেবোদ্দেশে দত্ত দ্রব্য সমূহেব দক্ষিণা দেবতাকে প্রদান কবিবে। ২৬২। এইরূপভক্তি সহকাবে কর্ম্ম ফলও দেবতাকে প্রদান কবিবে। ২৬৩। নৃত্য গীত ও বাদ্য কবিতে কবিতে অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত গৃহ প্রদক্ষিণান্তে দেবতাকে নমস্কাব কবিযা ব্রাহ্মণ সকল ভোজন কবাইবে। ২৬৪। দেবগৃহ প্রতিষ্ঠাতে যে এই ক্রম কথিত হইল, উপবন সেতু সংক্রম অর্থাৎ সেতু বিশেষ পথ ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতেও এই ক্রম বিহিত। ২৬৫। বিশেষতঃ এই সকল কর্ম্মে সনাতন বিষ্ণু পূজ্য পূজা হোম অন্য সকল কার্য্য গৃহদান বিধি অনুসাবে কবিবে। ২৬৬। অপ্রতিষ্ঠিত

দেবতাকে গৃহাদি কিছুই দিবে না, প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত দেবেরই পূজা দান বিহিত হইযাছে। ২৬৭। অনন্তব তাহাব মধ্যে আদ্যা প্রতিষ্ঠা ক্রম বলিতেছি যে ক্রম দ্বাবা দেবী প্রতিষ্ঠিতা হইলে শীঘ্র বাঞ্ছিত ফল প্রদান কবেন। ২৬৮। সেই আদ্যা প্রতিষ্ঠা দিনে সাধক স্নাত ও শুচি হইযা বিধিবৎ সংকল্পপূর্ব্বক বাস্তুপতিব অর্চ্চনা কবিবে। ২৬৯। গ্রহ দিক্‌পাল ও গণেশাদিব পূজা ও পিতৃকর্ম্ম (আভ্যুদাযিক) সম্পাদন কবিয়া সাধক বিপ্র সকলেব সহিত প্রতিমাসন্নিধানে গমন কবিবে। ২৭০। প্রতিষ্ঠিত গৃহে অথবা কোন শোভন স্থলে সাধকোত্তম প্রতিমাকে আনয়ন কবতঃ পূজা পূর্ব্বক স্নান কবাইবে। ২৭১। প্রথম ভস্ম দ্বাবা, দ্বিতীয় বল্মীক মৃত্তিকা দ্বাবা তৎপব যথাক্রমে ববাহ দন্ত মৃত্তিকা ও হস্তিদন্ত মৃত্তিকা দ্বাবা স্নান কবাইবে। ২৭২। তাহাব পব পঞ্চকষায ও ত্রিপত্র দ্বাবা স্নান কবাইবে। ২৭৩। বাট্যাল, বদবী জম্বু বকুল ও শাল্মলি এই পাঁচপ্রকাব বৃক্ষ স্নানপ্রকবণে পঞ্চকষায বলিয়া কথিত হইযাছে। ২৭৪। কববীব জাতী চম্পক পদ্ম ও পাটলী পুষ্প এই পঞ্চ পুষ্প প্রকীর্ত্তিত হইল। ২৭৫। বর্ব্বুবা তুলসী ও বিল্ব এই পত্রত্রয় (ত্রিপত্র বলিযা) উদাহৃত হইল। ২৭৬। এই সকল পঞ্চকষাযাদি দ্রব্যে জল মিশাইযা স্নান বিহিত কিন্তু পঞ্চামৃত ও গন্ধ তৈলে জল মিশাইবে না। ২৭৭। ব্যাহৃতি সহিত প্রণব, গায়ত্রী ও মূল উচ্চাবণ পূর্ব্বক অমুক দ্রব্যেব জলেব দ্বাবা তোমায স্নান কবাইতেছি নমস্কাব এই বলিয়া স্নান কবাইবে। ২৭৮। তদন্তে পূর্ব্ব কথিত বিধানানুসারে দুগ্ধাদি অষ্ট ঘট দ্বাবা এবং ঈষৎ উষ্ণ জলদ্বাবা, পণ্ডিত, প্রতিমা স্নান কবাইবে। ২৭৯। শ্বেত গোধূম চূর্ণেবদ্বাবা কিম্বা তিল কল্ক (খোল) দ্বাবা বা শালিতণ্ডুল চূর্ণেবদ্বাবা মার্জ্জন কবিয়া রূক্ষ কবিবে। ২৮০। তীর্থজল পূর্ণ অষ্ট ঘটেব দ্বাবা স্নান কবাইয়া সুন্দব বস্ত্রেব দ্বাবা সুমার্জ্জিতাঙ্গী প্রতিমাকে পূজা স্থানে লইযা যাইবে। ২৮১। যদি তীর্থজল না সংগ্রহ কবিতে পাবা যায, তবে শুদ্ধ পঞ্চবিংশতি ঘট পবিমিত জল দ্বাবা ভক্তি সহকাবে সাধকোত্তম প্রতিমা স্নান কবাইবে। ২৮২। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে প্রতি স্নানান্তেই পূজা কবিবে। ২৮৩। তাহাব পব সুপবিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে নিবেশিত কবিযা পাদ্যার্ঘ্যাদিদ্বাবা পূজাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইযা প্রার্থনা কবিবে। ২৮৪। হে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতে প্রতিমে। তোমায নমস্কার, হে দেবতাবাসে! তোমায নমস্কাব হে ভক্তাভীষ্টপ্রদে তোমায় নমস্কাব। ২৮৫। তোমাব উপব পবাৎপবা পবমেশী আদ্যাকে অদ্য পূজা কবিতেছি, এই হেতুক শিল্পদোষ প্রযুক্ত অবশিষ্ট অঙ্গ সম্পন্ন কব তোমাকে নমস্কাব। ২৮৬। তৎপবে বাগ্‌যত হইযা প্রতিমাব মস্তকে হস্ত বিন্যাস কবতঃ অষ্টোত্তবশত মূলমন্ত্র জপ কবিযা প্রতিমাব গাত্র সকল স্পর্শ কবিবে। ২৮৭। তৎপবে প্রতিমাঙ্গে ষড়ঙ্গ মাতৃকা ন্যাস কবিয়া আকাবাদি ষড় দীর্ঘস্বরযুক্ত মূল মন্ত্রে ষড়ঙ্গ ন্যাস কবিবে। ২৮৮। নমঃ পদান্ত বিন্দুযুক্ত ওঁকাব মাযাবীজ ও বমাবীজ আদিতে যোগ কবত অষ্টবর্গেব দ্বাবা বর্ণ ন্যাস কবিবে। ২৮৯। মুখে স্বব সকল কণ্ঠদেশে কবর্গ ন্যাস কবিবে, পণ্ডিত, উদবে চবর্গ-দক্ষিণ বাহুতে টাদি অক্ষব ন্যাস কবিবে। ২৯০। বাম বাহুতে তবর্গ দক্ষিণ ও বাম উরুদ্বযে, যথাক্রমে পবর্গ ও যবর্গ এবং মস্তকে শবর্গ ন্যাস কবিবে। ২৯১। এইরূপে বর্ণ ন্যাস কবিয়া তত্ত্ব ন্যাস কবিবে। ২৯২। পাদদ্বযে পৃথিবী তত্ত্ব লিঙ্গদেশে তোয়তত্ত্ব নাভিদেশে তেজস্তত্ত্ব হৃদযাম্বুজে বাযুতত্ত্ব মুখে গগনতত্ত্ব চক্ষুর্দ্বযে রূপতত্ত্ব ঘ্রাণদ্বযে গন্ধতত্ত্ব শ্রবণদ্বযে শব্দতত্ত্ব জিহ্বাতে বসতত্ত্ব ও ত্বচে স্পর্শতত্ত্ব ন্যাস কবিবে এবঞ্চ ভ্রূ মধ্যে সহস্রদল পদ্মে মনস্তত্ত্ব ন্যাস কবিবে। ২৯৩—২৯৫। এইরূপ বক্ষস্থলে শিবতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব, পরতত্ত্ব জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব, সাধকশ্রেষ্ঠ বিন্যাস কবিবে। এই প্রকাব সর্ব্বাঙ্গে যথাক্রমে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কাবতত্ত্ব বিন্যাস কবিবে। ২৯৬। আদিতে প্রণব মাযা ও বমাবীজ অন্তে ঙে (চতুর্থীব একবচন) নমঃ যোগ কবিযা তত্ত্ব সকল বিন্যাস কবিবে যথা ওঁ হ্রীং শ্রীং পৃথিবী তত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি

। ২৯৭। বিন্দুসহমাতৃকা বর্ণপুটিত নমঃ পদান্ত মূল উচ্চারণ করত মাতৃকাস্থানে মন্ত্র ন্যাস প্রয়োগ করিবে। ২৯৮। তোমার তেজঃ সর্ব্ব বস্তুময় ও শরীর সর্ব্বভূতময়, তোমার এইরূপ মূর্ত্তিকল্পিত হইল এইস্থলে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। এই বলিবা প্রার্থনা করিবে।২৯৯। তৎপরে পূজাবিধানে ধ্যান আবাহনাদি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্পাদনান্তে পরম দেবতাকে পূজা করিবে। ৩০০। দেবগৃহ প্রদানে যে যে মন্ত্র সকল কথিত হইয়াছে এই মন্ত্র সম্পাদ্য পূজা-স্থলে সেই সকল প্রযোগ করিবে। ৩০১। বিধিবৎ সংস্কৃত বহ্নিতে অর্চ্চিত দেব সকলকে আহুতি প্রদান করত দেবীকে আবাহন করিয়া জাতকর্ম্মাদি করিবে। ৩০২। জাতকর্ম্ম নাম-করণ নিক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়া ও উপনয়ন এই ষড়্‌বিধ সংস্কার শিবোক্ত। ৩০৩। প্রণব (ওঁ) ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) গায়ত্রী মূলমন্ত্র সম্বোধ-নান্ত নাম (হে আদ্যে!) তোমার(তে) জাত-কর্ম্মাদি অর্থাৎ সংস্কার বিশেষে তত্তৎ সংস্কারের নাম উল্লেখ করত (সম্পাদয়ামি স্বাহা) অর্থাৎ সম্পাদন করিতেছি পাঁচ পাঁচ আহুতি প্রদান করিবে।৩০৪। পূর্ব্বোক্ত নামোল্লেখ করতঃ মূল-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবীকে আহুতি শত প্রদান করিব আহুতির অংশ প্রতিমা মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। ৩০৬। সুধী প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সাধকদিগকে ভোজন করাইবে এবং অনাথ ও দীনদিগকে তুষ্ট করিবে। ৩০৭। উক্ত কর্ম্মে যদি অশক্ত হয তবে সপ্তঘট জল দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইযা শক্ত্যনুসারে পূজাপূর্ব্বক দেবতাকে নাম শ্রবণ করাইবে। ৩০৮। হেপ্রিয়ে এই শ্রীমদাদ্যার প্রতিষ্ঠা বিধি, তোমাকে বলিলাম। এই প্রকারে দুর্গাদি বিদ্যা সকলের ও মহে-শাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবে। ৩০৯। সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতে ও বিধানজ্ঞ ব্যক্তি সকল, অমোহপূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা এই বিধি প্রযোগ করিবে। ৩১০।

ইতি ত্রয়োদশোল্লাস।

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

শ্রীদেবী কহিলেন, হে কৃপানাথ! আদ্যা-শক্তিকালিকার প্রসঙ্গে আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বহুবিধ সাধন কহিলেন। আমি আপনার ভাবে তৃপ্তা হইয়াছি। ১। আপনা কর্ত্তৃক সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধান কথিত হইযাছে, পরন্তু অচল শিবলিঙ্গের প্রতি-ষ্ঠাতে ফল কি? এবং বিধিই বা কিরূপ। ২। তাহা সম্প্রতি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। হে জগতীনাথ! এই পরম তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত কাহাকে বরণ করিব বলুন। ২।৩। আপনা অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি আছেন। আপনি দযাবিশিষ্ট এবং সর্ব্বজ্ঞ বিভু আশু-তোষ দীননাথ ও আমার আনন্দবর্দ্ধক। ৪। শ্রীসদাশিব কহিলেন। শিবলিঙ্গ স্থাপনের মাহাত্ম্য তোমার নিকট কি বলিব। যাহার স্থাপনে মনুষ্য মহাপাতক বিমুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ৫। স্বর্ণ পূর্ণ পৃথিবী দান করিলে এবং দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, নির্জ্জল প্রদেশে জলা-শয় খনন করিলে, দীন ও আতুর ব্যক্তি-দিগের পরিতোষণ নিবন্ধন মানবগণ যে ফল লাভ করে, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার কোটীগুণ ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ৭। হে কালিকে! যে স্থানে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থান করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবগণ সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ৮। সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং গুপ্ত ও অপ্রকাশিত পুণ্যক্ষেত্র-সকল শিবসন্নিধানে বাস করেন। ৯। লিঙ্গরূপী শিবের সর্ব্বদিকে শত হস্ত পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইযাছে। ১০। এই শিবক্ষেত্র মহা পুণ্যজনক ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। যাহাতে দেবতাগণ ও সমুদায় তীর্থ সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন। ১১। যে ব্যক্তি ক্ষণকালমাত্র শিবভাবপরায়ণ হইয়া শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্ব্ব-পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তকালে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১২। এই শিবক্ষেত্রে অল্প বা বহু পরিমাণে যে কর্ম্ম কৃত হয়, মহাদেবের

প্রভাবে তাহা কোটি গুণ হয়। ১৩। হে প্রিয়ে। যে সে স্থানে কৃতপাপ হইতে শিবসন্নিধানে মুক্ত হয়, শিবক্ষেত্রে কৃতপাপ বজ্রলেপ সমান হয় অর্থাৎ তাহার মোচন হয় না। ১৪। পুরশ্চরণ, জপ, দান, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম শিবক্ষেত্রে করা হয়, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হয়। ১৫। চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, শিবসন্নিধানে একবার মাত্র জপ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ১৬। গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগে কোটি পিণ্ড প্রদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিণ্ড প্রদানে করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। ১৭। যাহারা অতি-পাতকী বা যাহারা মহাপাতকী তাহাদিগেরও এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করিলে পরমগতি লাভ হয়। ১৮। লিঙ্গরূপী জগ-ন্নাথ শ্রীদুর্গার সহিত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে চতুর্দ্দশ ভুবন বাস করেন। ১৯। এই তোমার নিকট, স্থাপিত মহা-দেবের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম, যে মহাদেব অনাদিলিঙ্গ তাঁহার মহিমা বাক্যেরও অগোচর। ২০। হে সুব্রতে! মহাপীঠ স্থানে (ও) তোমার পূজাতে অস্পৃশ্য-স্পর্শ-দোষ আছে পরন্তু লিঙ্গরূপী মহেশ্বরে ইহা নাই। ২১। হে দেবি। হে কালিকে! চক্রার্চ্চন কালে যেমন কোন দোষ হয় না, তাহার ন্যায় মহাতীর্থ স্বরূপ শিবক্ষেত্রে স্পর্শদোষ নাই জানিবে। ২২। আমি এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব তোমার নিকট সত্য বলি-তেছি, শিবলিঙ্গের প্রভাব সমুদায় ব্যক্ত করিতে আমার শক্তি নাই। ২৩। শিবলিঙ্গ গৌরীপট্ট সংযুক্ত থাকুক, বা নাই থাকুক, সাধক নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা ভক্তি সহকারে পূজা করিবেন। ২৪। যে সাধকশ্রেষ্ঠ দেবতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাকালে দেবতার, অধিবাস করিবেন, তিনি দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ২৫। মহী গন্ধ শিলা ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প ফল দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর শঙ্খ কজ্জল রোচনা শ্বেতসর্ষপ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র দীপ দর্পণ, এই বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস বিধিতে বিনিযুক্ত করিবে। ২৭। এই বিংশতি দ্রব্যের মধ্যে এক এক দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক মায়া (হ্রীং) ও গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে বলিবে যে, এই দ্রব্য দ্বারা এই দেবতার শুভাধিবাসন হউক। ২৮। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবতার ললাটদেশ স্পর্শ করিবে। এইরূপে প্রশস্তি পাত্রদ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে। ২৯। বিধানজ্ঞ সাধক এই বিধিদ্বারা দেবতার অধিবাস করিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা-বিধান-ক্রমে দুগ্ধাদি দ্বারা সেই দেবতাকে স্নান করাইবে। ৩০। স্নান করাইবার পর বস্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গকে মার্জ্জিত করিয়া আসনোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজানুষ্ঠানের বিধি অনুসারে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিবে। ৩১। প্রণব দ্বারা করাঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া শান্ত ও কোটিচন্দ্রবৎ প্রভাসম্পন্ন ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান নাগ যজ্ঞো-পবীতবিশিষ্ট বিভূতি-লিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ নাগরূপ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত ধূম্র পীত অরুণ শ্বেত ও রক্তবর্ণ (এই পঞ্চ বর্ণের) পঞ্চমুখযুক্ত ত্রিনয়ন জটাজূটধারী বিভু গঙ্গাধর দশ-ভুজ শশিকলা-শোভিত-মৌলি বাম-কর-পঞ্চক দ্বারা কপাল পাবক পাশ পিনাক ও পরশু ধারী দক্ষিণ হস্ত পঞ্চক দ্বারা শূল বজ্র অঙ্কুশ শর ও বর ধারী সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক স্তুত পরম আনন্দসন্দোহে-সমুল্লসিত-কুটিল-লোচন হিম কুন্দ ও চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ বৃষরূপ আসনে, বিরাজিত চতুর্দ্দিক স্থিত সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান উমাকান্ত একান্ত-শরণাগত-ভক্তগণ-প্রিয় সদাশিবকে ধ্যান করিবে। ৩২—৩৮। বিধানজ্ঞ ব্যক্তি মহাদেবের এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা পূজাপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের উপরি আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। ৩৯। আসনাদি উপচার সকল প্রদানের মন্ত্র পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে মহাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি। ৪০।

মায়া প্রণব (হ) শব্দবীজ ও চন্দ্রবিন্দু (অর্থাৎ হ্রীঁ ওঁ হৌঁ) ইহা শিববীজ কথিত হইল। ৪১। অনন্তর সুগন্ধি পুষ্পমাল্যদ্বারা ও বস্ত্রদ্বারা শিবকে আচ্ছাদন করিয়া দিব্য শয্যায় সংস্থাপনপূর্ব্বক গৌরীপট্ট শোধন করিবে। ৪২। ঐ গৌরীপট্টের উপরি এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিবে যথা, প্রথমতঃ হ্রীঁ বীজ পাঠপূর্ব্বক করন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। ৪৩। পরে দেবীর এইরূপ ধ্যান করিবে যে, যাঁহার কান্তি উদয়কালীন সহস্রদিবাকরের সদৃশ যিনি নির্ম্মলা বহ্নি সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার ত্রিনয়ন, যাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনকমল মুক্তারাজিবিরাজিত হেমকুণ্ডলে শোভিত, যিনি করকমল চতুষ্টয় দ্বারা চক্র পদ্ম বর ও অভয় ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার পয়োধর যুগল পীন ও উত্তুঙ্গ, যিনি পীত বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশী ভয়হারিণী ভগবতীকে চিন্তা করি। ৪৪। এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজশক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে। অনন্তর দশদিক্‌পাল ও বৃষভের পূজা করিবে। ৪৫। যে মন্ত্র দ্বারা জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। ৪৬। মায়ালক্ষ্মী ষষ্ঠস্বর যুক্ত হকারে চন্দ্রবিন্দু যোগ পূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া অন্তে বহ্নিজায়া যোগ করিবে। অর্থাৎ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা। ৪৭। পূর্ব্বের ন্যায় দেবীকে সংস্থাপিত করিয়া সর্ব্বদেবের উদ্দেশে শর্করাদি সমন্বিত দধিযুক্ত মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে। ৪৮। ঐ বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ ঈশান কোণে স্থাপন করিয়া বরুণ বীজ (বং) দ্বারা শোধন করিবে। পরে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে, সমুদায় দেবগণ সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্বগণ নাগগণ পিশাচগণ মাতৃগণ যক্ষগণ ভূতগণ পিতৃগণ ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে সংযত হইয়া বলি গ্রহণ করুন এবং সকলে এই মহাদেবকে ও মহাদেবীকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করুন মন্ত্র যথা সর্ব্বে—মপি। ৪৯—৫১। অনন্তর (হ্রীং শ্রীঁ হূঁ স্বাহা) মহাদেবীর এই মন্ত্র ইচ্ছামত জপ করিবে। পরে উত্তম গীত বাদ্যাদি দ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়া বিধান করিবে। ৫২। এইরূপে অধিবাস করিয়া পরদিবস নিত্যক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক যথাবিধি সংকল্প করিয়া পঞ্চদেবের পূজা করিবে। ৫৩। পরে মাতৃকা পূজা বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া মহেশ্বরের এবং নন্দী প্রভৃতি দ্বারপালদিগের পূজা করিবে। ৫৪। নন্দী মহাবল কীশবদন গণনায়ক ইঁহারা শিবের দ্বারপাল। ইঁহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রধারী। ৫৫। অনন্তর বেদীরূপা তারিণী ও শিবলিঙ্গ আনয়নপূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে বা উত্তম আসনে স্থাপন করিবে। ৫৬। পরে হ্রীঁ ওঁ হৌঁ এই মন্ত্র এবং ত্র্যম্বকং যজামহে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অষ্টকলস জলদ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ৫৭। পরে হ্রীঁ শ্রীঁ হূং স্বাহা এই মন্ত্রদ্বারা দেবী সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে লিঙ্গ স্থাপিত করিয়া পূজা করিবে। পরে সাধু ভক্ত কৃতাঞ্জলিপুটে মঙ্গলময় শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিবে। হে ভগবন্ শম্ভো! হে সর্ব্বদেবনমস্কৃত। হে পিনাকপাণে। হে সর্ব্বেশ। হে মহাদেব। আগমন কর তোমাকে নমস্কার। ৫৯। হে দেব। তুমি মন্দিরে আগমন কর, হে ভক্তানুগ্রহকারক কৃপা কর ভগবতীর সহিত আগমন কর। তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ৬০। হে মহামায়ে। হে সর্ব্বকল্যাণকারিণি। হে হরপ্রিয়ে। হে মাতঃ। হে দেবি। মহেশ্বরের সহিত তুমি প্রসন্না হও। তোমাকে নমস্কার। ৬১। হে বরদে। হে দেবি। এই ভবনে আগমন কর। হে বরদায়িনি! প্রীতা হও। হে মহেশ্বরি। আমার সর্ব্বসম্পত্তিদায়িনী হও। ৬২। হে দেব। হে দেবেশ। স্ব স্ব পরিবারের সহিত উত্থিত হও। তোমরা ভক্তবৎসল। তোমরা এই গৃহে যথাসুখে অবস্থান কর প্রীত হও মন্ত্র যথা আগ—মনৌ। ৬৩। মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বক তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ করাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইবে। ৬৪। পরে মূলমন্ত্র

পাঠপূর্ব্বক পাষাণখনিত গর্ত্তে অথবা ইষ্টক-রচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের অধঃ তিন ভাগ প্রোথিত করিবে। ৬৫। যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী ও সাগর থাকিবে, হে মহাদেব। তুমি সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে স্থির হইয়া থাক। তোমাকে নমস্কার মন্ত্র যথা যাব—তে। ৬৬। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সদাশিবকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র পড়িয়া উত্তরমুখীকৃত গৌরীপট্ট তাহার উপর দিয়া প্রবেশিত করিবে। ৬৭। (পরে এই মন্ত্রপাঠ করিবে যে) হে সৃষ্টিস্থিতিসংহার-কারিণি। হে জগদ্ধাত্রি। সুস্থিরা হও। যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া থাক। ৬৮। এই মন্ত্রদ্বারা যন্ত্র সুদৃঢ় করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্যাঘ্রগণ ভূতগণ পিশাচগণ গন্ধর্ব্বগণ সিদ্ধগণ চারণগণ রক্ষগণ নাগগণ বেতালগণ লোকপালগণ মহর্ষিগণ মাতৃগণ গণপতিগণ ভূচরগণ খেচরগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু বৃহস্পতি, যাঁহার সিংহাসনে যুক্ত আছেন সেই ত্রিনয়ন অব্যয় দেব মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি। হে ভগবন্। এই ব্রহ্মনির্ম্মিত যন্ত্রে আগমন কর। ৬৯—৭২। তুমি সমুদায় ভূতের স্থিরতা কর। তুমি সকলের মঙ্গল ও সুখ বিধান কর। মন্ত্র যথা, ব্যাঘ্র—চ অনন্তর দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে শিবকে স্নান করাইবে। ৭৩। হে প্রিয়ে। পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করিয়া মানসিক উপচারে পূজা করিবে। পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া গণদেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি পুষ্প প্রদান করিবে। ৭৪। পাশ (আং) ও অঙ্কুশ (ক্রোং) পুটিত মায়া উচ্চারণপূর্ব্বক য' অবধি স পর্য্যন্ত সাতটী অক্ষরে অনুস্বার যোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে হোং হংসঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই লিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। পরে চন্দন অগুরু ও কাশ্মীর (কুঙ্কুম) দ্বারা গিরিজাপতির অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান দ্বারা ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বকথিত বিধানের ন্যায় জাতকর্ম্ম নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করতঃ যথাবিধানে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া বেদীতে দেবী মহেশ্বরীর পূজানন্তর তাহাতে দেবদেবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। ৭৫।৭৬।৭৭। অষ্টমূর্ত্তি পূজার সময় এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ রুদ্রায় অগ্নি-মূর্ত্তয়ে নমঃ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। এই প্রকার অষ্টমূর্ত্তি কথিত আছে। ৭৮। ৭৯। প্রথমে প্রণব, অন্তে নমঃ পদ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির আবাহন করিয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশান-কোণ পর্য্যন্ত যথাক্রমে উক্ত অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। ৮০। পরে সাধক ইন্দ্রাদি দশ দিক্-পালের ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিয়া বৃষ বিতান গৃহ প্রভৃতি সমুদায় মহেশ্বর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। ৮১। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীপতি মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে। ৮২। হে করুণাসিন্ধো। আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন করিলাম। প্রভো! তুমি সর্ব্ব-কারণের কারণ। হে ভগবন্ শম্ভো! প্রসন্ন হও। ৮৩। হে পরমেশ্বর। যে পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী থাকিবে, যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি এই গৃহে অবস্থান কর। তোমাকে নমস্কার। ৮৪। হে ধূর্জ্জটে। এই গৃহে যদি কাহারও অপমৃত্যু হয়, তোমার প্রসাদে আমি যেন সেই পাপে লিপ্ত না হই। ৮৫। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে। পরদিন প্রভাতে সেই স্থানে আগমন করতঃ চন্দ্রশেখরকে স্নান করাইবে। ৮৬। প্রথমতঃ শুদ্ধ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। পরে একশত কলস সুগন্ধি সলিল দ্বারা পরিপূরিত করিয়া তদ্দারা স্নান করাইবে। ৮৭। অনন্তর ভক্তিভাবে যথাশক্তি পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে। ৮৮। হে উমাপতে। এই পূজার মধ্যে যদি কিছু বিধিহীন ক্রিয়াহীন বা ভক্তিহীন হইয়া থাকে, তোমার প্রসাদে তৎসমুদায়

সম্পূর্ণ হউক। ৮৯। যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ও সমুদ্র সকল থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে আমার অতুল কীর্ত্তি হউক। ৯০। পিনাকবরধারী ত্রিনয়ন রুদ্রকেনমস্কার। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত মহেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৯১। অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া কৌলিক ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে দরিদ্রদিগকে ভক্ষ্য দ্বারা পেয়দ্রব্য ও বস্ত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। ৯২। পরে আপনার বিভবানুসারে প্রতিদিবস মহেশ্বরের পূজা করিবে। পরন্তু স্থাবর শিবলিঙ্গ কখনই বিচালিত করিবে না। ৯৩। হে পরমেশ্বরি! আমি সমুদায় আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা বিধি তোমার নিকট কহিলাম। ৯৪। ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিভো! যদি অকস্মাৎ কোন দিবস দেবতার পূজা না হয় তাহা হইলে ভক্তেরা সেস্থলে কি করিবে? আমার নিকট যথার্থ বিধান বলুন। ৯৫। কোন্ দোষ উপস্থিত হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও ত্যজ্য হয়, তাহাও আমার নিকট বলুন। ৯৬। শ্রীসদাশিব কহিলেন, যদি এক দিবস পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে তৎপর দিবস সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে। দুই দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ, তিন দিবস পূজবাধ হইলে অষ্টগুণ পূজা করিবে। ৯৭। যদি ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। ৯৮। যদি ছয়মাস হইতে অধিক কাল পূজা না হয়, তাহা হইলে সাধকোত্তম পূর্ব্বকথিত সংস্কার বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তি পুনঃ সুসংস্কৃত করিয়া পূজা করিবে। ৯৯। যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন সচ্ছিদ্র অথবা কুষ্ঠরোগী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট কিম্বা অঙ্গহীন হয়, তাহাকে জলে বিসর্জ্জন করিবে, যে দেবমূর্ত্তি দূষিত ভূমিতে পতিত হইয়াছে, জ্ঞানী তাহার পূজা করিবে না। ১০০। যে মূর্ত্তি অঙ্গহীন সচ্ছিদ্র অথবা যাহা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবে, পরন্তু যে দেবমূর্ত্তি স্পর্শাদি দোষে দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করিতে পারিবে। ১০১। যাহা মহাপীঠ ও অনাদি লিঙ্গ, তাহাতে অস্পৃশ্য স্পর্শাদি দোষ হয়, সুতরাং তাহাতে সুখলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। ১০২। হে মহামায়ে। কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে সমুদায় সবিশেষ কথিত হইল। ১০৩। মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণার্দ্ধকালও থাকিতে পারে না। তাহারা অনিচ্ছু হইলেও বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ বায়ুকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। ১০৪। মনুষ্যেরা কর্ম্ম দ্বারা সুখ ভোগ করে, কর্ম্মদ্বারা দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্ম দ্বারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবিত থাকে। ১০৫। এই কারণে আমি অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির জন্য এবং দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধন সমেত বহুবিধ কর্ম্ম কহিলাম অর্থাৎ যাহারা বহুজন্মে বহুকর্ম্ম করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে নহে, তবে যাহারা সংসারী অবিদ্যাদি পূর্ণ তাহাদিগের পক্ষেই বিহিত হইল। ১০৬। কর্ম্ম দুই প্রকার, শুভ ও অশুভ। অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে। ১০৭। হে দেবি। যাহারা ফলাসক্তচিত্ত হইয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ঐ কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করে। ১০৮। শুভ বা অশুভ কর্ম্মক্ষয় না হইলে, শত কল্পেও মনুষ্যের মুক্তি জন্মে না। ১০৯। যেমন লৌহ কিম্বা স্বর্ণময় শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় জীব শুভ বা অশুভ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। ১১০। যে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কিম্বা শত শত প্রকার কষ্ট করিয়াও মোক্ষলাভ করিতে পারে না। ১১১। ক্ষীণতমঃ নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিতগণের তত্ত্ব বিচার কিম্বা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ১১২। ব্রহ্মা অবধি তৃণ

পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মায়াদ্বারা কল্পিত এবং মিথ্যা, এক পরম ব্রহ্মই সত্য, ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী হয়। ১১৩। যিনি "আমার নাম অমুক আমি গৌরবর্ণ ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞান ত্যাগ করিয়া অবিদ্যাশূন্য হইয় অর্থাৎ নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।১১৪। (যতকাল পুত্র বা দেহাদিতে আমিত্ব জ্ঞান থাকে ততদিন) জপ হোম বা শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। কিন্তু ব্রহ্মই "আমি" (পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ইত্যাদি জড় পদার্থ "আমি" নহি) এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে দেহী মুক্ত হয়। ১১৫। আত্মা-সাক্ষী অর্থাৎ শুভাশুভদ্রষ্টা বিভু অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপক পূর্ণ অদ্বিতীয় পরাৎপর ও দেহসম্বন্ধ হইয়াও দেহধর্ম্মে অলিপ্ত ইহা জানিলে মুক্তি-ভাগী হয়। ১১৬। যে ব্যক্তি নামরূপাদি কল্পনা বাল্যক্রীড়াবৎ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হয় সে মুক্তিলাভ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যেমন বাল্যকাল অতিক্রমপূর্ব্বক প্রবীণ হইয়া ঐ বাল্যকালের ক্রীড়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অর্থাৎ সাধনার বাল্যকালে ব্রহ্মের রূপ অর্থাৎ দশ-ভুজাদি এবং নাম অর্থাৎ কালী দুর্গাদি পরিচ্ছদ অর্থাৎ বস্ত্রবস্ত্রাদির কল্পনা ও তদনু-সারে (১) বাহ্যপূজা. (২) মানসপূজা ও স্তুতি (৩) ধ্যান এই সকল ক্রীড়া ক্রমে ক্রমে করিয়া ঐ সাধনা বাল্য অতিক্রমপূর্ব্বক সাধনার প্রবীণ হইয়া ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। পরে ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু যেমন বাল্যকাল থাকিতে থাকিতে তৎকালোচিত ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া প্রবীণোচিত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য্য হয়, সেইরূপ সাধনা-বাল্য থাকিতে থাকিতে নামরূপাদি কল্পনারূপ ক্রীড়া পরি-ত্যাগ করিয়া সাধনা-প্রবীণোচিত ব্রহ্মপরায়ণ হইতে চেষ্টা করিলেও অকৃতকার্য্য হইতে হয়, সুতরাং বুঝা গেল যে, যেমন বয়সের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে কর্ম্ম সকল বিহিত আছে, এইরূপ সাধনারও অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে কর্ত্তব্য নিরূপিত হইল। ১১৭। মনঃ কল্পিত মূর্ত্তি অর্থাৎ মনে মনে নির্ম্মিত, অশাস্ত্রীয় মূর্ত্তি যদি মনুষ্যগণের মোক্ষ সাধনী হয়, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত রাজা হইতে পারে * (শাস্ত্রীয় আদ্যা প্রভৃতির মূর্ত্তি মোক্ষ সাধনী, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং মূর্ত্তিমাত্রেই যে মোক্ষসাধনী নহে তাহা এ স্থানে বলিবার স্থো নাই)। ১১৮। মৃণ্ময়; প্রস্তরময়, ধাতুময় বা কাষ্ঠাদিময় মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধকরতঃ ক্লেশ পায় কেননা তাহারা তপঃ-সম্ভূত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে যতদিন ঐ সকল মূর্ত্তিকে ঈশ্বর ভাবিয়া পূজাদি করিতে হয়, ততদিনই ক্লেশ পাইতে হয় অর্থাৎ পুনর্ব্বার (আপাতমনোহর স্বর্গাদি সংসার বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় ক্রমে ঐ সকল সৎকর্ম্মজনিত তপস্যা প্রভাবে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকে"তে" অর্থাৎ "তাহারা" -এই কথাটী আছে বলিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা ঐরূপে ক্লেশ পায় নাই, তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ায় কোনরূপেই মুক্তি হইবে না, যাহারা ক্লেশ পাইয়াছে তাহাদিগেরই তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপ্রভাবে মোক্ষ হইবে অন্যরূপ অর্থ করিলে "তে" কথাটীর কোন অর্থ থাকে না। ১১৯। মানবগণ আহার সংযত করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন বা যথেষ্ট আহারদ্বারা স্থূল হউন তাঁহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন হন, তাহা হইলে কথনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। ১২০। যাঁহারা বায়ুমাত্র আহার কিম্বা, পর্ণ আহার অথবা কণা ভক্ষণ বা জলমাত্র পানরূপ ব্রতধারণ করেন, তাঁহাদের যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষী জলজন্তু ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে ইহার ভাবার্থ এই যে মাত্র আহারের নিয়ম রূপ সংকর্ম্ম করিলেই যে তত্ত্বজ্ঞান এবং মোক্ষ হয় তাহা নহে কিন্তু নানা ব্রত বহু উপবাস, এবং বহু জন্মে আরাধনা করিলে

* এ শ্লোকের নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চিত্তশুদ্ধি হইবার পর তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপশ্চাৎ মোক্ষ হইয়া থাকে। ১২১। ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় মিথ্যা, ঈদৃশভাবই উত্তম। ধ্যানভাব মধ্যম। স্তব ও জপভাব অধম। বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধম ইহার তাৎপর্য্য যেমন বহু ফলশোভিত স্কন্ধ শাখা প্রশাখাদি সম্পন্ন বৃক্ষের গগনস্পর্শী অগ্রভাগ এমনকি যাহা ভূতলস্থিত ব্যক্তির দৃষ্টি পথাতীত তাহাতে সকল ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল থাকিলেও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন তাহার জন্য কেহ বৃক্ষে আরূঢ় হয় না কিন্তু অপরাপর ফলের জন্যই হইয়া থাকে। অপরাপর ফলের জন্য স্কন্ধ শাখা প্রশাখাদিতে আরোহণ করিয়া যদি ঐ ফলটী দেখিতে পায় এবং তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করে তবেই বহু চেষ্টার পর ঐ ফল লাভ করিতে পারে, অথবা যদি ভূতলে থাকিতে থাকিতেই অতি বিশ্বস্ত সূত্রে অগ্রস্থিত ফলের কথা শুনিয়া থাকে এবং ঐ ফলের প্রত্যাশায় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া স্কন্ধাদি স্থিত ফললোভে মুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেও ঐ ফল লাভ করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তিই স্কন্ধ শাখায় আরোহণ না করিয়া একেবারে উক্ত ফল পাইতে পারে না। সেইরূপ বহিঃ পূজাদি-রূপ-স্কন্ধাদি-শোভিত-কর্ম্ম-রূপ-মহাবৃক্ষের মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি পথাতীত তত্ত্বজ্ঞানরূপ গগনস্পর্শী অগ্রভাগে যে মোক্ষ ফল আছে, তাহা পাইতে হইলে প্রথমতঃ বহিঃ পূজা দ্বিতীয়তঃ মানসিক পূজা ও স্তুতি তৃতীয়তঃ ধ্যান ক্রমে এই সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম সদ্ভাব অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-রূপ অগ্রভাগে উঠিতে হয়, এইরূপ প্রথমা শ্রয়ণীয় দ্বিতীয়া শ্রয়ণীয় উপায় প্রদর্শনের জন্য এই শ্লোকটী লিখিত হইয়াছে, সুতরাং বাহ্য-পূজাদি একেবারে না করিয়া এক লম্ফে ব্রহ্মসদ্ভাব জ্ঞান পাওয়া যায় না। ১২২। জীব এবং আত্মার ঐক্যের নাম যোগ। সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যের নাম পূজা। যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে, সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাঁহার যোগ বা পূজা কিছুই নাই। ১২৩। যাঁহার হৃদয়ে পরমজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত হইতেছে, তাঁহার জপ যজ্ঞ তপস্যা নিয়ম ব্রত প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক করে না। ১২৪। যিনি সর্ব্বত্র সত্যস্বরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতেছেন, তিনি স্বভাবত ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার পূজা ও ধ্যান ধারণা কিছুই নাই। ১২৫। যিনি সমুদায়ই ব্রহ্ম, এরূপ জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পাপ নাই; পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যাতাও নাই। ১২৬। এই আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত। তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন। তাঁহার বন্ধন কোথায় কি জন্যই বা দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা মুক্তি কামনা করে। ১২৭। এই জগৎ ব্রহ্মের মায়াদ্বারা বিরচিত হইয়াছে। দেবতাগণ কর্ত্তৃক অবিতর্ক পরমব্রহ্ম এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় স্বয়ং বিরাজিত রহিয়াছেন। ১২৮। যেমন সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে আকাশ থাকে, তাহার ন্যায় সৎস্বরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র দীপ্ত রহিয়াছেন। ১২৯। আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থাও নাই, তিনি সর্ব্বদাই একরূপ চিন্ময় ও বিকার পরিবর্জ্জিত। ১৩০। জন্ম যৌবন ও বার্দ্ধক্য দেহেরই হয়। আত্মার হয় না। মনুষ্যগণের বুদ্ধি মায়াদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ১৩১। যেমন বহুশরাবস্থিত সলিলে বহু সূর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় মায়া প্রভাবে বহু শরীরে বহু আত্মা লক্ষিত হয়। ১৩২। যেমন সলিল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের চাঞ্চল্য বোধ হইয়া থাকে সেই মত অজ্ঞান ব্যক্তিরা বুদ্ধির চাঞ্চল্য হইলে আত্মাতেই তাহা দেখিতে পায়। ১৩৩। যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থ আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত থাকে সেই মত দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজমান থাকেন। ১৩৪। হে দেবি। এই ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষের পরম কারণ। যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি ইহলোকেই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। ১৩৫। মনুষ্য, কর্ম্মদ্বারা মুক্ত হয় না, সন্তান উৎপাদন দ্বারা মুক্ত হয় না, ধনদ্বারাও মুক্ত হয় না। পরন্তু আপনা

দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলেই মানব মুক্ত হয়। ১৩৬। সকল জীবের আত্মাই পরম প্রিয়। আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোন বস্তুই নাই। হে শিবে! ইহলোকে অন্য ব্যক্তি আত্মসম্বন্ধ হেতু প্রিয় হইয়া থাকে। ১৩৭। জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিতয় মায়াদ্বারাই প্রতিভাত, হইতেছে। এই ত্রিতয়ের তত্ত্ববিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ১৩৮। চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান। চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয়বস্তু। স্বয়ং আত্মাই জ্ঞাতা। যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ। ১৩৯। এই আমি তোমার নিকট সাক্ষাৎ মোক্ষের কারণ জ্ঞানোপদেশ কহিলাম। ইহা চতুর্ব্বিধ অবধূতের পরম ধন।১৪০ শ্রীভগবতী কহিলেন। আপনি পূর্ব্বে গৃহস্থ ও ভিক্ষুক, এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথা কহিয়াছেন। এক্ষণে কহিতেছেন, অবধূত আশ্রম চতুর্ব্বিধ। ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, ইহা কি? ।১৪১। হে প্রভো! চারিপ্রকার অবধূতের লক্ষণ বিশেষ রূপে বলুন আমি শ্রবণপূর্ব্বক তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। ১৪২। শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবর্গ ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে বাস করিলেও তাহাদিগকেও যতি বলিয়া জানিতে হইবে। ১৪৩। হে কুলার্চ্চিতে! যে সকল মনুষ্য পূর্ণাভিষেকের বিধানানুসারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈবাবধূত। তাঁহারা সকলেরই পূজনীয়। ১৪৪। ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূতগণ নিজ আশ্রমেরও নিজ আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া মৎকথিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম বিধান করিবেন। ১৪৫। ব্রাহ্মাবধূত, ব্রহ্মার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে ও শৈবাবধূত চক্রার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে কখনই নিষিদ্ধ অন্ন ও নিষিদ্ধ জল গ্রহণ করিবেন না। ১৪৬। হে বরাননে! ব্রাহ্মাবধূত কৌলদিগের এবং অভিষিক্ত কৌলদিগের আচার ও ধর্ম্ম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ১৪৭। স্নান সন্ধ্যা ভোজন পান দান দারবক্ষা, এই সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতগণ আগম অনুসারে করিবেন। ১৪৮। উক্ত শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূত দুই প্রকার, পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রিয়ে। পূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরম হংস। অপূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতকে পরিব্রাট্ বলা যায়। ১৪৯। যে মানব অবধূত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন তিনি যদি জ্ঞান বিষয়ে দুর্ব্বল হন অর্থাৎ যদি তাঁহার পূর্ণ অদ্বৈত ভাব না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি লোকালয়ে অবস্থান করিয়া আত্মশোধন করিবেন ও যাহাতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই জ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। ১৫০। তিনি স্বজাতি চিহ্ন শিখা, সূত্র প্রভৃতি রক্ষা করিবেন। এবং তিনি কৌলের ন্যায় সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। তিনি নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া জ্ঞান সাধন করিবেন। ১৫১। তিনি সর্ব্বদা বীতরাগ হইয়া ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সোঽহমস্মি এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনার উপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ১৫২। তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্ত হৃদয় হইয়া কর্ম্মসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিচার দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিতে (মোক্ষ পাইতে) যত্নবান হইবেন। ১৫৪। গৃহস্থই হউন, বা উদাসীনই হউন, ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্রদ্বারা যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাতেই তাঁহার সেই কর্ম্ম অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত হইবে। ১৫৪। জপ হোম প্রতিষ্ঠা সংস্কার প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম ওঁ তৎসৎ মন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ১৫৫। অন্যান্য বহুমন্ত্রে কি আবশ্যক, ভূরি সাধনেই বা কি আবশ্যক। ওঁ তৎসৎ এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম সাধন করিবে। ১৫৬। এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ইহাতে কোন বাহুল্য নাই, পরন্তু ইহা সম্পূর্ণ ফলদায়ক। হে অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই। ১৫৭। যিনি গৃহের দ্বারে অথবা শরীরে ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিবেন, তাঁহার গৃহ মহাতীর্থ স্বরূপ

এবং দেহ পুণ্যময় হইবে। ১৫৮। হে দেবি। আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া বলিতেছি, ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র নিগম আগম ও তন্ত্র সমুদায়ের মধ্যে সারাৎসার। ১৫৯। সর্ব্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তালু মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ১৬০। যদি ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্রদ্বারা চর্ব্ব্য চোষ্য ভক্ষ্য লেহ্য, এই চতুর্ব্বিধ অন্নের বা অন্য বস্তুর শোধন করা হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা শোধন করিবার আবশ্যক হয় না। ১৬১। যিনি সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন, যিনি ওঁ তৎসৎ এই মহামন্ত্র জপ করেন, যাঁহার অন্তঃকরণ পবিশুদ্ধ হইয়াছে, ও যিনি স্বেচ্ছাচারী, তিনিই পৃথিবী মধ্যে কৌলশ্রেষ্ঠ। ১৬২। ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র জপ করিলে মানব সিদ্ধ হন। ইহার অর্থ চিন্তা করিলে মুক্ত হন যিনি অর্থ চিন্তাসহ এই মন্ত্র জপ করেন, সেই মানব শরীরী হইয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তুল্য হন। ১৬৩। এই ত্রিপদ মহামন্ত্র সর্ব্ব কারণের কারণ। এই মন্ত্র সাধন করিলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় হইবে। ১৬৪। হে মহেশ্বরি। এই ত্রিপদ মন্ত্রের দুইটী দুইটী পদ অথবা এক একটি পদ জপ করিলে সাধক সিদ্ধ হইতে পারে। ১৬৫। যাঁহারা শৈবাবধূত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন কাম্য কর্ম্ম থাকে না সুতরাং তাঁহারা দৈবকর্ম্মে আর্য্যকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে অধিকারী নহেন। ১৬৬। চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মাবধূতকে হংস বলা যায়। অপর ত্রিবিধ অবধূত যোগ ও ভোগ করিয়া থাকেন পরন্তু চতুর্ব্বিধ অবধূতই মুক্ত ও শিবতুল্য। ১৬৭। হংস অর্থাৎ পূর্ণব্রাহ্মাবধূত স্ত্রীসংসর্গ বা ধাতু পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না। তিনি বিধি নিষেধবর্জ্জিত হইয়া, প্রারব্ধ ভোগকারী হইয়া বিহার করিবেন। ১৬৮। এই তুরীয় পরম হংস স্বজাতি, চিহ্ন শিখাসূত্র তিলক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। তিনি গৃহস্থের কর্ম্মও করিবেন না। তিনি সঙ্কল্প রহিত ও উদ্যম রহিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। ১৬৯। তিনি সর্ব্বদা আত্মভাবনাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তিনি শোক ও মোহে অভিভূত হইবেন না। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থান থাকিবে না। তিনি তিতিক্ষাযুক্ত নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন। ১৭০। তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করিবেন না। তাঁহার ধ্যান ধারণা নাই। তিনি মুক্ত বিরাগযুক্ত নির্দ্বন্দ্ব হংসাচার পরায়ণ ও যতি হইবেন। ১৭১। হে দেবি। এই তোমার নিকট এই চতুর্ব্বিধ কুলযোগীর লক্ষণ বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম। ইহারা সকলেই সাধু ও আমার স্বরূপ। ১৭২। মনুষ্যগণ যদি এই কুলযোগীকে দর্শন করে, স্পর্শ করে বা ইহাদের সহিত আলাপ করে অথবা ইহাদিগকে পরিতুষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফলপ্রাপ্তি হয়। ১৭৩। হে প্রিয়ে। পৃথিবীতে যে সমুদায় তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, কুলসন্ন্যাসীদিগের দেহে তৎসমুদায় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। ১৭৪। যে সকল মনুষ্য কুলসাধুদিগকে কুলদ্রব্যদ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহারা কৃতার্থ, তাঁহারা পবিত্র ও তাঁহারা সর্ব্বযজ্ঞের ফলভাগী হন। ১৭৫। কুলযোগীদিগের সংস্পর্শে অশুচি ব্যক্তিও শুচি হয়, অস্পৃশ্য ব্যক্তিও স্পর্শযোগ্য হয়, অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষ্য হইয়া থাকে। ১৭৬। যে কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত পাপী ক্রূর পুলিন্দ যবন খল, ইহারাও শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার অর্চ্চনা কর্ত্তব্য? ১৭৭। যে সকল ব্যক্তি কুলযোগীদিগকে ও কৌলদিগকে কুলতত্ত্বদ্বারা ও কুলদ্রব্যদ্বারা একবারমাত্র ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারাও পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন। ১৭৮। হে কমলাননে। কৌলধর্ম্ম হইতে পরমশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই কারণ অন্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হয়। ১৭৯। হে প্রিয়ে। যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তিপদ চিহ্নে লীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদায় ধর্ম্ম কুলধর্ম্মে বিলীন হইয়া থাকে। ১৮০। হে প্রিয়ে। স্বয়ং তীর্থস্বরূপ কৌলগণ-ক্রিয়া-চর্য্যা

পবিত্রতম। তাঁহারা অস্পৃশ্য সংসর্গে ম্লেচ্ছ শ্বপচ ও পামরগণকেও পবিত্র করেন। ১৮১। যেমন গঙ্গামধ্যে পতিত অন্য জলও গঙ্গাজলরূপে পরিণত হয়, তাহার ন্যায় কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যই কৌল হইয়া থাকে। ১৮২। যেমন সমুদ্রগত সলিল পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হয় না তাহার ন্যায় কুলসাগরে মগ্ন কোন ব্যক্তিই পৃথক্ হইতে পারে না। ১৮৩। এই ভূমণ্ডল মধ্যে ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত প্রকার দ্বিপদ জন্তু আছে, তাহারা সকলেই এই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারিবে। ১৮৪। যাহারা কুলধর্ম্মে আহূত হইয়া পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধম গতি লাভ করে। ১৮৫। যে কোন মনুষ্য কুলাচার প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগকে যদি কোন কৌল ও বঞ্চনা করেন, তাহা হইলে তিনি রৌরব নরকে গমন করিবেন। ১৮৬। যে কোন কৌল ব্যক্তি, কোন কৌল ধর্ম্মাবলম্বী হইতে প্রার্থী ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক নীচলোক চাণ্ডাল বা যবন জানিয়া অবজ্ঞা দ্বারা কৌল না করেন, তিনি কৌলের মধ্যে অধম এবং অন্তকালে তাঁহার অধোগতি হয়। ১৮৭। একশত অভিষেকে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শত পুরশ্চরণ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এক ব্যক্তিকে কৌল করিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। ১৮৮। ভূমণ্ডলে যে যে বর্ণ আছে, এবং যতপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে যিনি কৌল হইবেন, তিনিই পাশমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন। ১৮৯। শিবোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী কৌলগণ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ। স্নেহদ্বারা শ্রদ্ধাদ্বারা এবং প্রেমদ্বারা তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের পূজা ও সম্মান করিবেন। ১৯০। আমি আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, এই সংসারসাগর পার হইবার নিমিত্ত কুলধর্ম্মই সেতু স্বরূপ। তদ্ভিন্ন সংসার সাগর পার হইবার উপায়ান্তর নাই। কুলধর্ম্ম সেবনে সমুদায় সংশয় চ্ছেদন হয়, সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয় ও কর্ম্ম সমূহ দগ্ধ হয়। ১৯২। যাঁহারা সত্যব্রত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া মানবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কুলাচার দ্বারা পবিত্র করেন। সেই সকল মহাত্মাই কৌলিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত। ১৯৩। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট লোকপাবন সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ণায়ক মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ কহিলাম। ১৯৪। যিনি নিরত হইয়া শ্রবণ করিবেন অথবা মনুষ্যগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন। ১৯৫। সমুদায় আগম ও সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে পরাৎপর ও সারাৎসার এই তন্ত্ররাজ পরিজ্ঞাত হইলে মনুষ্য সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইবে। ১৯৬। যিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার তীর্থভ্রমণে আবশ্যক নাই, যজ্ঞে আবশ্যক নাই, জপ সাধনাদিতেও আবশ্যক নাই। তিনি একমাত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্র জ্ঞানদ্বারা কর্ম্ম পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। ১৯৭। হে কালিকে! যিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র জানেন তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ, তিনিই সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই সাধু, তিনি জ্ঞানী ও তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। ১৯৮। বেদ পুরাণ স্মৃতি সংহিতা প্রভৃতি ও অন্যান্য বহুতন্ত্র জ্ঞানে কি আবশ্যক। এই একমাত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হইবে। ১৯৯। যে সমুদায় সাধন ও উত্তম জ্ঞান অত্যন্ত গুহ্যতম ছিল, তোমার প্রশ্ন অনুসারে তৎসমুদায় এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইল। ২০০। হে সুব্রতে! তুমি যেমন ব্রহ্মশক্তি ও আমার পরম প্রাণাধিকা, এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রও সেইরূপ প্রাণাধিক জানিবে। ২০১। যেমন পর্ব্বত সমুদায়ের মধ্যে হিমালয়, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, তেজঃ পদার্থ মধ্যে সূর্য্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে এই তন্ত্ররাজ শ্রেষ্ঠ। ২০২। এই তন্ত্র সর্ব্বধর্ম্মময় ও ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাধন। যে নর ইহা করিবেন বা করাইবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন। ২০৩। হে দেবেশি! সমুদায় তন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এই তন্ত্র যাহার গৃহে অবস্থিত রহিবে, তাহার বংশে কেহ কখন পশু হইবে না। ২০৪। যিনি অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ

মূর্খ ও কর্ম্মসাধন বিষয়ে জড়, তিনিও যদি এই মহানির্ব্বাণ নামক মহাতন্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হন। ২০৫। হে পরমেশ্বরি! এই মহাতন্ত্রের পাঠ শ্রবণ, পূজা, বা বন্দন মনুষ্যের কৈবল্য-দায়ক হয়। ২০৬। এক এক আখ্যান সংযুক্ত বহুবিধ তন্ত্র বলিয়াছি এবং সর্ব্বধর্ম্মে সংযুক্ত তন্ত্র আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, পরন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন তন্ত্র নাই। ২০৭। এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র ও জ্যোতিশ্চক্র সমন্বিত ভূচক্র আছে, যিনি সেই উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, সন্দেহ নাই। ২০৮। যে নর, পরার্দ্ধ সহিত এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র জানেন তিনি ত্রিকালবার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ হন। ২০৯। অনেক প্রকার তন্ত্র আছে, বহুবিধ শাস্ত্রও আছে পরন্তু কোন শাস্ত্র বা কোন তন্ত্র, এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না। ২১০। আমি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমার নিকট কি বর্ণন করিব, এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ২১১।

ইতি চতুর্দ্দশ উল্লাস।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র সম্পূর্ণ।